সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

সমেত

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

দিঘাপতিয়া অধিপতি

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৮—অগ্রহায়ণ

আভাস

অবৈদিক বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতে যখন এক বিষম ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আপাত-মধুর বৌদ্ধমতের প্রবল আক্রমণে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপর্য্যস্ত এবং কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়োন্মুখ হইতেছিল, তখন বেদাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও জ্ঞানগুরু স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথ প্রকটিত করিয়া সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হৃদয়-ধন, ভাবুকের কণ্ঠমণি, বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল; তখনও সম্প্রদায়-শুদ্ধ বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নাই; তখনও সন্তপ্ত মানব-হৃদয়ে ভক্তিময় শান্তি-বারির শীতল ধারা প্রবাহিত হয় নাই। জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই ভক্তিরস বিতরণ উদ্দেশে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাবুক-চূড়ামণি, দার্শনিক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, জীবগণ ভগবদংশ হইলেও ভগবানের চির সেবক, ভগবানই তাহাদের একমাত্র সেব্য এবং ভক্তিই তাহার প্রধান সাধন। জীবগণ যতই সমুন্নত হউক না কেন, ভক্তি ব্যতীত কেহই কখনও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, সেই সিদ্ধান্তটী ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে অতি নিপুণতার সহিত যুক্তি, তর্ক, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির সাহায্যে প্রতিপাদন ও সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভক্তসম্প্রদায় মূলতঃ তাঁহারই সেই সকল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

যাহারা ভক্তিমার্গের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে 'শ্রীভাষ্য' অবশ্য-পাঠ্যই বটে; ইহার সাহায্যে তাহারা স্বীয় সাধনতত্ত্বের অনেক গূঢ় মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর যাহারা জ্ঞান-গুরু শঙ্করের শিষ্য, তাহাদের পক্ষেও একবার 'শ্রীভাষ্য' পাঠ করা আবশ্যক; কারণ, বিস্তৃত সমালোচনার সহিত বিবিধ যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের সাহায্যে অতি গম্ভীরভাবে শঙ্কর-মত খণ্ডনের চেষ্টা এই 'শ্রীভাষ্যে' যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে তাহারা স্বমতের বলাবল পরীক্ষা করিবার এবং উভয়মতের সামঞ্জস্য ও দোষ গুণ তুলনা করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা বা সাহায্য পাইবেন।

ভগবৎকৃপায় অদ্য সেই মহানুভব শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রণীত সানুবাদ শ্রীভাষ্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের 'চতুঃসূত্রী' মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এই চতুঃসূত্রীই রামানুজ-মতের সার-সর্ব্বস্ব; তাঁহার অভিপ্রেত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র অনুকূলে ও প্রতিকূলে যতপ্রকার যুক্তি তর্ক সম্ভাবিত হইতে পারে; তিনি এই চতুঃসূত্রীতেই সে সমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, কেবল এই 'চতুঃসূত্রী' মাত্র পাঠ করিলেই রামানুজাচার্য্যের অভিমত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' পদার্থটী যে কি এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তিতর্ক ও সার সিদ্ধান্তই বা কিরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়।

অনুবাদ সরল, সুখবোধ্য ও ভাষ্যানুযায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনুবাদের সাহায্যে যাহাতে ভাষ্যের ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্যও যতদূর সম্ভব, চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। এই কারণে; অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই।

বিশেষতঃ 'ব্রহ্মসূত্র'—বেদান্তদর্শন অতিদুরূহ গ্রন্থ; তদুপরি শ্রীভাষ্যের ভাষা, বাক্যবিন্যাস ও তর্ক-পদ্ধতি বড়ই গম্ভীর, সহজে ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার বঙ্গভাষায় শব্দসম্পৎ ও তর্কোপকরণের এতই অভাব যে, তাহা দ্বারা ঐরূপ দুরূহ ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে সর্ব্বত্র অনুবাদের অবিকলত্ব ঠিক রক্ষা পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

গ্রন্থখানি পাঠকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য প্রথমতঃ সূত্রের নীচে 'পদচ্ছেদে' সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহার নীচে স্বরচিত একটী সরল, সংক্ষিপ্ত টীকায় ও তাহার অনুবাদে ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যের কঠিন অংশগুলি অনায়াস-বোধ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নামক প্রাচীন টীকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা দ্বারা ভাষ্যার্থ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে সকল বচনপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; সেই সকল প্রমাণ যে সকল গ্রন্থের যে যে অংশে এবং যত সংখ্যায় আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা দ্বারা পাঠকগণ অনায়াসেই সেই মূলগ্রন্থ দেখিয়া উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সর্ব্বত্রই বোধোপযোগী. কমা, সেমিকোলেন প্রভৃতি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, এবং দুর্ব্বোধতা-বর্দ্ধক সন্ধিগুলিরও আবশ্যকমত বিশ্লেষণ (বিসন্ধি নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে; ভাষ্য বা অনুবাদের মধ্যে আবশ্যকবোধে যে সকল অতিরিক্ত কথা সংযোজিত করা হইয়াছে; পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত সেই সকল অংশ [ ] এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানের পাঁচখানি মূল গ্রন্থ মিলাইয়া সুসঙ্গত পাঠগুলি মূলে গ্রহণ করিয়া অপর পাঠগুলি নীচে দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনকার্য্যে পদে পদে আমার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে তাহা প্রত্যেকে সংশোধন করিয়া দিব। ইহাই শ্রীভাষ্যের প্রথম অনুবাদ, অতএব বলিতে হয়—

যদন্যৈর্বর্ত্ম ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

ভাগবত-চতুষ্পাঠী
ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ব্রহ্মসূত্রম্।

শ্রীভাষ্য-সমেতম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভাষ্যম্। (*)

অখিল-ভুবন-জন্ম-স্থেম-ভঙ্গাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা॥ ক॥

(ক) ভাষ্য-সরলার্থঃ;—অখিল-ভুবনানাং সকললোকানাং জন্ম—উৎপত্তিঃ, স্থেমা—স্থিতিঃ, ভঙ্গঃ—লয়ঃ, (আদি-পদেন অন্তঃপ্রবেশ-সংযমনাদিপরিগ্রহঃ) তে এব লীলা (অনুদ্দেশ্যং কর্ম্ম) যস্য তস্মিন্। তথা, বিনতাঃ শরণাগতাঃ ভূতাঃ প্রাণিনঃ, তেষাং তৎ সমূহস্য রক্ষা পালনমেব একা মুখ্যা দীক্ষা—ব্রতং যস্য, তস্মিন্। তথা, শ্রুতিশিরসি উপনিষদি বিদীপ্তে বিশেষতঃ প্রতিপাদিতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে (পরব্রহ্মস্বরূপে বাসুদেবে) মম ভক্তিরূপা শেমুষী মতিঃ ভবতু।

অনুবাদ।

(ক)। সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় [অন্তঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক সর্ব্ব বস্তুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা প্রভৃতি] যাঁহার লীলা শরণাগত সর্ব্ববিধ প্রাণিগণের রক্ষা করা যাঁহার একমাত্র ব্রত, এবং যিনি উপনিষৎ শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত, সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস—বাসুদেবে আমার ভক্তিময়ী মতি (উৎপন্ন) হউক॥

মঙ্গলাচরণ।

(*) "সূত্রস্থ ... পদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।"
অর্থাৎ যাহাতে ... গুলির ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাস্থলে ... বলিয়া জানেন।

পারাশর্য্য-বচঃসুধামুপনিষদ্-দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্,
সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণাত্ম-সঞ্জীবনীম্।
পূর্ব্বাচার্য্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরস্থিতাম্,
আনীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সুমনসো ভৌমাঃ পিবন্ত্বন্বহম্॥ খ॥

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং (*) বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥১॥

(খ)। ভাষ্য-সরলার্থঃ;—ভৌমাঃ ভূমিগতাঃ সুমনসঃ সুধিয়ঃ (সদসদ্বিচার-কুশলাঃ), পক্ষে, দেবাঃ, উপনিষদ-দুগ্ধাব্ধিমধ্যাৎ দুগ্ধসমুদ্রস্থানীয়োপনিষৎ-শাস্ত্রমধ্যাৎ উদ্ধৃতাং (তৎসারভূতাং), [অত্র 'দুগ্ধ'শব্দেন সকলেষ্টফলপ্রদ কর্ম্মভাগাপেক্ষয়া প্রশস্ততরত্বমস্য সূচিতম্]। সংসারাগ্নেঃ বিদীপনেন সর্ব্বতঃ প্রজ্বলনেন (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-পরীত-সাংসারিক-দুঃখ-জ্বালয়া) বি—বিশেষেণ অপগতঃ (অবিজ্ঞাতঃ) প্রাণাত্মা পরমাত্মা যেষাং, তেষাং (পরমাত্ম-বোধ-বিরহিতানাং) সঞ্জীবনীং (সংসারমোচনকরীং); তথা পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ বোধায়নাদিভিঃ সুরক্ষিতাং (উপদেশেন বৃত্তিপ্রভৃতি রচনয়া চ) প্রকাশিতরহস্যাং; [তথাপি] বহূনাং (বাদিনাং) মতিভিঃ ব্যাঘাতেন (বিরুদ্ধানেকপ্রকারবুদ্ধিভিঃ সমীচীনার্থ-গ্রহণস্য বাধেন) দূরস্থিতাং ব্যবহিতাং (ঋজুমতিভিঃ দুরধিগমাং, বিপরীতগ্রহাং চ); [আচার্য্যেণ] তু—পুনঃ নিজাক্ষরৈঃ ভাষ্যরূপৈঃ, আনীতাং জিজ্ঞাসূনাং শ্রোত্রপথং প্রাপিতাং পারাশর্য্য-বচঃসুধাং শ্রীমদ্বেদব্যাসস্য বচনামৃতং অন্বহং প্রতিদিনং পিবন্তু আস্বাদয়ন্তু। সুধাপক্ষেঽপি বিশেষণানি যথাযোগং যোজনীয়ানি॥

(খ)॥ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত (সংগৃহীত), সংসারবহ্নির তীব্র তাপে প্রাণাত্মহীন অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান-বিরহিত জীবগণের সঞ্জীবনী (নিস্তারোপায়) এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক (ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা) সুরক্ষিত, [তথাপি] বহু মতভেদের দ্বারা [প্রকৃতার্থ গ্রহণে] ব্যাঘাত ঘটায় দূরস্থিত, অর্থাৎ সাধারণের দুর্জ্ঞেয়তাপন্ন; পুনশ্চ [আচার্য্য কর্ত্তৃক] ভাষ্য-ব্যাখ্যা-দ্বারা [শ্রোতৃবৃন্দের সমীপে] সমুপনীত পরাশরসুত বেদব্যাসের (ব্রহ্মসূত্ররূপ) বচন-সুধা ভূলোকবাসী সুধীগণ প্রতিদিন আস্বাদন করুন॥

(১)॥ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের (†) যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা

(*) বৌধায়ন ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

স্য সূত্রাণে যথাযথং নিরূপ্যতে যেন, তৎ ব্রহ্মসূত্রে... পাবিনিশ্চয়ং জ্ঞানং কৃতযুগে ... যেবা ব্রহ্মসূত্রপুরঃসর ... শর

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

পদচ্ছেদ :—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা) [করা কর্ত্তব্য]।

...ইতি, অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে,

---

[সূত্রস্য সরলার্থঃ—"অথ" অনন্তরং, আদৌ বেদাধ্যয়নেন কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং অনিত্যং, অল্পং, তারতম্যযুক্তং চ জ্ঞাত্বা ইত্যাশয়ঃ। [যতঃ কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং এবংবিধং, ব্রহ্মজ্ঞান-ফলং তু তদ্বিপরীতং—নিত্যং, অনন্তং, নিরতিশয়ং—তারতম্যরহিতং চ, "অতঃ" অস্মাদ্ হেতোঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা [কর্ত্তব্যা], বিচারেণ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল ধ্বংসশীল, সাতিশয় (ন্যূনাধিক-ভাবাপন্ন) ও পরিচ্ছিন্ন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত ও নিরতিশয়। অতএব, বিচার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক ॥ ১ ॥]

রয়া যান, [দ্রমিড় প্রভৃতি] আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন; আমি তন্মতানুসারে এ-সূত্রের অক্ষর (*) সমূহ (শব্দ) ব্যাখ্যা (†) করিতেছি ॥

(২) ॥ এই সূত্রে 'অথ' শব্দের (‡) অর্থ—আনন্তর্য্য; এবং 'অতঃ' শব্দের অর্থ—পূর্ব্বা-

---

তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ। শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা।
কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থ-বিত্তয়ে। চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা ॥
নির্ব্বিশেষিত-সূত্রত্বং ব্রহ্মসূত্রস্য চাপ্যতঃ। সবিশেষাণি সূত্রাণি হ্যপরাণি বিদো বিদুঃ।
স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ 'সূত্রং' সূত্রবিদো বিদুঃ।"

(*) এখানে "সূত্রাক্ষর" বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ অনুসারে যে সূত্রের যেরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত, এই ভাষ্যে সেই সূত্রের সেইরূপই অর্থ করা হইয়াছে,—স্বকপোল-কল্পিত কোন অর্থ মতবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কষ্টকল্পনায় সূত্রগুলির কদর্থ বা বিকৃতার্থ করা হয় নাই।

(†) "ব্যাখ্যা" শব্দটী পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার লক্ষণ এইরূপ,
"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।"
অর্থাৎ (১) পদচ্ছেদ,—ব্যাখ্যাতব্য বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ মিলিতভাবে আছে, সে গুলির পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা। [২] পদার্থোক্তি,—যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা। [৩] বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমাস থাকিলে, তাহার বাক্য রচনা করা। [৪] বাক্যযোজনা,—অর্থাৎ অন্বয়-মুখে একটী বাক্য রচনা করা। (৫) আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার পরিহার বা মীমাংসা করা।

(‡) "অথ স্যাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেঽথনন্তরে। অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু ক্বচিৎ"।
অর্থাৎ—'অথ' শব্দের অর্থ—মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা ও অন্বাদেশ বা পুনরুক্থন। তন্মধ্যে, আনন্তর্য্য [illegible] সূত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। [illegible]

অধীতসাঙ্গ-সশিরস্ক-বেদস্য অধিগতাল্পাস্থিরফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সঞ্জাত-মোক্ষাভিলাষস্যানন্ত-স্থিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতী"তি বিশেষবিধানাৎ। যদ্যপি সম্বন্ধসামান্য-পরিগ্রহেঽপি জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষত্বেন কর্ম্মার্থত্বসিদ্ধিঃ, তথাপি আক্ষেপত প্রাপ্তাদাভিধানিকস্যৈব গ্রাহ্যত্বাৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী গৃহ্যতে। ন চ "প্রতিপদ-বিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ "কৃদ্যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" ইতি প্রতিপ্রসবসদ্ভাবাৎ ॥৩॥

বশত বিরক্তের হেতুত্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকাণ্ড অবগত কর্ম্মফল অনিত্য, অস্থির ইত্যা...

'জ্ঞা শব্দার্থ-বিচার।'

জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু। কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদাঙ্গ (*) ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানরহিত) ক... ফল অল্প, অস্থির বা ধ্বংসশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয়। নিশ্চয়ই ত... হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার... অবশ্যম্ভাবিনী ॥

(৩)॥ 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থ—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা। 'কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' এই বি... বিধান অনুসারে 'ব্রহ্মণঃ' এই স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।...

'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার অর্থ।

'জিজ্ঞাসা' মাত্রই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অতএব, য... সামান্য সম্বন্ধরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও, ফলে-ফলে [ব্রহ্মের] ... লব্ধ হইতে পারে সত্য; তথাপি আক্ষেপ-লব্ধ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত অর্থ অ... আভিধানিক অর্থাৎ শব্দ-লব্ধ অর্থ গ্রহণ করাই সমুচিত, তজ্জন্য, এখানে কর্ম্মে বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে,—সামান্য সম্বন্ধার্থে নহে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রতিপদ্ অর্থাৎ কর্ম্ম-বিহিত ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সমাস হ... যখন নিষেধ আছে, তখন এস্থলেও কর্ম্মে ষষ্ঠী হইলে তাহার সহিত আর সমাস হই... পারে না? [সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' এই বাক্যে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' পদটী নিষ্পন্ন হইতে...

(*) বেদাঙ্গ ছয় প্রকার,—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদা... ভবন্তি ষট্॥" অর্থাৎ শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ্। বেদোপদিষ্ট জ্ঞান-লা... সাহায্য করে বলিয়া এই সকলকে 'বেদাঙ্গ' বলে।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—কর্ম্মকারকে এবং সামান্য সম্বন্ধমাত্রেও ষষ্ঠী বিভক্তি হইবার বিধান আছে... এখন প্রশ্ন এই যে, 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা), এই স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের পর যে, ষষ্ঠী বিভক্তি আছে... উহা কর্ম্মে? কিম্বা সামান্য সম্বন্ধার্থে? গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, যখন, একটা জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসা...

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং, সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ, স চ সর্ব্বেশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ। তস্মাদন্যত্র তদ্‌গুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ, অনেকার্থ-কল্পনাযোগাৎ, ভগবচ্ছব্দবৎ। তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্যঃ। অতঃ সর্ব্বেশ্বরো জিজ্ঞাসা-কর্ম্মভূতং ব্রহ্ম। জ্ঞাতুমিচ্ছা—জিজ্ঞাসা, ইচ্ছায়া ইষ্যমাণ-প্রধানত্বাদ্ ইষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে ॥৪॥

পারে না]। না,—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, "কৃদ্যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়-যোগে বিহিত ষষ্ঠীর সহিত সমাস হইবার পক্ষে পুনর্ব্বার বিশেষ বিধান বিহিত হইয়াছে।

(৪)॥ 'ব্রহ্ম-'শব্দ স্বভাবতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্ত কল্যাণময়-গুণগণ-সমন্বিত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) (*) বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দ সর্ব্বত্রই 'বৃহত্ত্ব'-গুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে [প্রযুক্ত হয়]। যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় 'বৃহত্ত্ব' বর্ত্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। সর্ব্বেশ্বরই (ভগবানই)

কর্ম্ম না থাকিলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, বিশেষতঃ, সম্বন্ধ-সামান্যও যখন কর্তৃ-কর্ম্মাদিরূপ বিশেষার্থেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তখন সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইলেও ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ব্যাহত হইবে না। অতএব 'ব্রহ্মণঃ' এইস্থলে সম্বন্ধেই ষষ্ঠী,—কর্ম্মে নহে। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, এরূপ পরোক্ষভাবে কর্ম্মত্ব স্বীকার অপেক্ষা সহজতঃ কর্ম্মেই ষষ্ঠী করা সঙ্গত। অতএব 'ব্রহ্মণঃ' এস্থলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী বিভক্তি বলিতে হইবে—সম্বন্ধে নহে।

(*) এ কথার তাৎপর্য্য এইযে,—ব্রহ্ম শব্দটী 'বৃহ' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। পর্ব্বতাদির ও আপেক্ষিক মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু নিরতিশয় মহত্ত্ব পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও নাই—আর কেহই তাঁহা অপেক্ষা মহৎ নাই, এই কারণে 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবান্ বাসুদেবকেই বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বা স্বাভাবিক মহত্ত্ব থাকে, তাহাতে কোন দোষ-সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, কোনরূপ দোষ থাকিলেও তাহাতে নিরবধি মহত্ত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না। এই উভয় কারণেই 'ব্রহ্ম'-শব্দ-বাচ্য বাসুদেবে নির্দ্দোষত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে।

"পুরুষেষু উত্তমঃ—(পুরুষোত্তমঃ)" এইরূপ যৌগিকার্থ-বলে 'পুরুষোত্তম' শব্দটী পরমেশ্বরে নিরূঢ়। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" অর্থাৎ যে হেতু আমি ক্ষর—ভূত বর্গ এবং অক্ষর—কূটস্থ ঈশ্বরেরও অতীত; এই কারণে, আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার পর, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।" এখানে স্পষ্টাক্ষরেই "পুরুষোত্তমকে" পরমাত্মা ও ঈশ্বর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাদুপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং ততএা হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ,—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা"ইতি। বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং,—"সংহিতমেতৎ (*) শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ" ইতি। অতঃ (†) প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োর্ভেদঃ ॥৫॥

এবংবিধ-গুণসম্পন্ন; অতএব তিনিই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ। উক্ত গুণগণের আংশিক সম্বন্ধ বশতঃ অন্যত্রও যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা ভগবংশব্দের ন্যায় ঔপচারিক; অর্থাৎ গৌণার্থপ্রকাশক। (‡) নচেৎ, [এক শব্দের] অনেকার্থ কল্পনা করিতে হয়। ত্রিতাপে তাপিত জনগণের পক্ষে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের নিমিত্ত তিনিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। অতএব, সর্ব্বেশ্বরই জিজ্ঞাসার কর্ম্মস্বরূপ—ব্রহ্ম [অন্য নহে]। জিজ্ঞাসা অর্থ—জানিবার ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইষ্যমাণ অর্থাৎ অভীপ্সিত বিষয়টীই প্রধান, এই কারণে এখানে (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাস্থলে) অভীপ্সিত জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে]।

(৫)। [একথার অভিপ্রায় এই যে,—] মীমাংসার পূর্ব্বভাগে (পূর্ব্ব-মীমাংসায়) (§) কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই ব্রহ্ম-মীমাংসায়) ব্রহ্ম-জ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। বৃত্তিকারও 'পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,' এই কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, 'এই শারীরক (‖) সূত্র (ব্রহ্ম-মীমাংসা) জৈমিনি-

আনন্তর্য্য-বিচার।

(*) সংহিতমিতি নিরতপৌর্ব্বাপর্য্যৈকব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যানরূপতয়া সংগতমিতি ভাবঃ।

(†) 'অতঃ'—বৃত্তিকারোক্তাদেকব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যান-রূপসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। ষট্কভেদঃ পূর্ব্ব-মীমাংসায়ামেব, অধ্যায়ভেদস্তু তত্র, উত্তর-মীমাংসায়াং চ; নিদর্শনার্থমুভয়মুক্তম্। অর্থভেদাভাবে হ্যেকং ষট্কমেকোঽধ্যায়ো বা স্যাদিতি।

(‡) ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-পরমেশ্বরকে ভগবৎ-শব্দে অভিহিত করা হয়, এবং সেই ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভগবদ্‌গুণ-গণের যৎকিঞ্চিৎ অংশভাগী ইন্দ্রাদি দেবতাকেও ভগবান্ বলা যায়। তন্মধ্যে, 'ভগবৎ'-শব্দ পরমেশ্বরেই মুখ্য, অন্য—ইন্দ্রাদি দেবতায় গৌণ বা অপ্রধান। একই শব্দের বহু অর্থ স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে।

(§) মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত,—জৈমিনিকৃত এবং বেদব্যাসকৃত। তন্মধ্যে, জৈমিনি-কৃত মীমাংসাকে পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা বলে, আর বেদব্যাস-কৃত মীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র বলে।

(‖) জগচ্ছরীরঃ পরমাত্মা—শারীরঃ, যস্য শরীরে তৎ শারীরঃ স্বার্থে কঃ, তদ্বিষয়কং শাস্ত্রং শারীরকমিত্যুচ্যতে। অর্থাৎ জগৎ যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে 'শারীর', এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র—ব্রহ্মমীমাংসাকে 'শারীরক' বলে।

মীমাংসাশাস্ত্রং—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যারভ্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ (*) বিশিষ্টক্রমম্। তথাহি, প্রথমং তাবৎ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাখ্যাক্ষররাশের্গ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

কৃত কর্ম্ম-মীমাংসার সহিত সংহিত (†) বা সম্মিলিত হইয়া 'ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণ।' অতএব, উভয়ই (কর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) এক শাস্ত্র। যেরূপ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে; এই পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেই রূপ॥

কর্ম্ম ও ব্রহ্ম-মীমাংসার একশাস্ত্রত্ব ব্যবস্থাপন।

(৬)॥ পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্র-সমষ্টি একই মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ- ক্রমযুক্ত মাত্র। (‡) তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" অর্থাৎ 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা 'স্বাধ্যায়'-শব্দোক্ত অক্ষর-সমূহাত্মক বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে।

(*) অত্রামী সঙ্গতিবিশেষা অভিপ্রেতাঃ,—পাঠক্রমঃ, চেতনানাং ত্রিবর্গে প্রথমপ্রাবল্য-সংভবরূপোঽর্থক্রমঃ; উপনিষদেষ্বঙ্গাঙ্গিভাব-প্রতিপাদক-বাক্যেষু যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ পদার্থত্বেন সম্বন্ধঃ, কাসুচিদ্বিদ্যাসু যজ্ঞ-তদুপকরণাদীনাং দৃষ্টিবিশেষোপাস্ত্যা কর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োর্দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবেন বিদ্যাকর্ম্মণোরুৎপাদ্যোৎপাদকভাবাৎ তচ্ছেষভূত-বিচারয়োঃ [পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োঃ] তু তৎক্রমভাবস্যোপপত্তিঃ, ব্যাখ্যানভূত-মীমাংসায়াঞ্চ উত্তরভাগস্য পূর্ব্ব-ভাগোক্ত-ন্যায়সাপেক্ষত্বং চেতি। এবং পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ামক-সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমং ক্রমবিশেষবদিত্যর্থঃ।

(†) সাধারণতঃ বেদের দুইটী ভাগ, পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড, তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্ব্বমীমাংসা, আর, মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। উভয় মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র মূলতঃ এক, পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা তাহারই দুইটী ভাগ বা অংশমাত্র—পৃথক্ শাস্ত্র নহে। জৈমিনিকৃত মীমাংসাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাও চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে; সুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসা শাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই হেতুই বৃত্তিগ্রন্থে "ষোড়শ লক্ষণেন" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, পূর্ব্বমীমাংসায় প্রকৃতি বিচারপূর্ণ ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম 'ষট্‌ক' ও বিকৃতি-বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় 'ষট্‌ক' বিরচিত হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসায় ওরূপ ষট্‌ক ভেদ নাই; কেবল অধ্যায় ভেদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধননিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল নিরূপণ; এইরূপে চারিটী অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু; উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মবিচারও স্থান পাইয়াছে। এই কারণেও মনে হয় যে, উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই বিষয়ভেদে দুইটী পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(‡) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসা শাস্ত্র বস্তুতঃ এক হইলেও উভয় ভাগের (কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসার) মধ্যে যে, পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রম রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—

তস্যাধ্যয়নং কিংরূপং ? কথং চ কর্ত্তব্যং ? ইত্যপেক্ষায়াং "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েদিত্যনেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽৰ্দ্ধপঞ্চমান্ ॥" [মনু ৪।৯৫]

ইত্যাদি (*) ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥ ৭ ॥

---

(৭)। সেই অধ্যয়ন কি? এবং কি প্রকারে কর্ত্তব্য? এই আকাঙ্ক্ষায় 'অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে।' 'ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ম্ম, (†) করিয়া সার্দ্ধ পঞ্চ মাস কাল স্থিরচিত্তে (নিযুক্তভাবে) বেদ অধ্যয়ন করিবে' ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের (‡) উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে

(ক) উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ; বেদের মধ্যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। তদনুসারে বেদার্থপ্রকাশক মীমাংসাশাস্ত্রেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্ম্মে ও ধর্ম্মসাধন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাত্মক কর্ম্মমীমাংসা প্রথম ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাবে সমুল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু, সে সকল কর্ম্মের কিছুমাত্র বিবরণ বা কর্ত্তব্য-প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আর যজ্ঞাদির বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাদ্বারাও কর্ম্মমীমাংসার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও ঔপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্ত্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণভাব নিহিত আছে,—নিষ্কামভাবে পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান কার্য্য বা উৎপাদ্য, এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব, কর্ম্ম-প্রতিপাদক কর্ম্মমীমাংসা পূর্ব্ববর্ত্তী ও জ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্ত্তী, এ কথা বলা যাইতে পারে।

(ঙ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা রহিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কর্ম্মমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কর্ম্মমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ-কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসাশাস্ত্র কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রমানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 'পূর্ব্বমীমাংসা' ও 'উত্তরমীমাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(*) অত্র 'আদি' শব্দেন,—"অত ঊর্দ্ধং তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ। বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সংপঠেৎ।" [মনু ৪।৯৮] ইত্যাদি বচনোক্তো বেদাঙ্গাধ্যয়নকালো দর্শিতঃ।

(†) উপাকর্ম্ম,—বেদাধ্যায়ীর অবশ্যকর্ত্তব্য একপ্রকার কর্ম্ম। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা দিনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। [illegible]

(‡) 'ব্রত'—উপাকর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াপদ্ধতি। 'নিয়ম'—নিয়মিতরূপে বেদ অধ্যয়ন ও অনধ্যায় [illegible]

এবং সংসন্তানপ্রসূত-সদাচার-নিষ্ঠাত্মগুণোপেত-বেদবিদাচার্য্যোপনীতস্য ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তস্যাচার্য্যোচ্চারণানূচ্চারণমক্ষররাশি-গ্রহণফলমধ্যয়নমিত্যবগম্যতে। অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়-সংস্কারঃ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্ম্মত্বাবগমাৎ। সংস্কারো হি নাম কার্য্যান্তরযোগ্যতাকরণম্। সংস্কার্য্যত্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তং, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-তৎসাধনাববোধিত্বাৎ, জপাদিনা (১) স্বরূপেণাপি (*) তৎসাধনত্বাচ্চ। (২) এবমধ্যয়নবিধির্মন্ত্রবৎ নিয়মবদক্ষর-রাশি-গ্রহণমাত্রে পর্য্যবস্যতি। অধ্যয়ন-গৃহীতস্য স্বাধ্যায়স্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ। (†)

অপেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে।

(৮)। এই প্রকারে জানা যায় যে, সদ্বংশসম্ভূত, সদাচারপূত, [অক্রোধাদি-] আত্ম গুণসম্পন্ন, বেদজ্ঞ আচার্য্য ‡ কর্তৃক উপনীত এবং [পূর্ব্বোক্ত প্রকার] বিশেষ-বিশেষ ব্রত ও নিয়মসম্পন্ন [ব্রহ্মচারী] শিক্ষার উদ্দেশে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে, অক্ষর-সমূহের (শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বাক্যে জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্ম; সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটীকে বেদের এক প্রকার 'সংস্কার' [বলিতে হয়]। 'সংস্কার' অর্থ কার্য্য-বিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা। যেহেতু, বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ ও তদুপায়-প্রতিপাদক, এবং জপাদি (অধ্যাপনাদি) দ্বারা নিজেও চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থসাধক, অতএব, উহার 'সংস্কার্য্যত্ব' বা সংস্কার

কারী বা গুরু ইঁহাদের নিকট উচ্চারণ না করা, এবং পবিত্র বেশ, কাল ও দ্রব্যের গ্রহণ, [illegible] ও অমেধ্য দ্রব্যের ত্যাগ প্রভৃতি।

(*) 'স্বরূপেণাপি'—অনুষ্ঠানোপযোগি-বোধজনকত্বাদিত্যর্থঃ। [illegible]—"জপাদিনেতি।" "স্বরূপেণাপি"—অর্থজ্ঞানানুষ্ঠানাভ্যাং বিনা জপ্যমানেনৈব [illegible]। অর্থজ্ঞানং হি অনুষ্ঠানানুকূলং, জপাদি চ অধ্যয়ন-সংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েনৈব সম্পদ্যতে [illegible]। আদি-পদে অধ্যাপন-সংগ্রহঃ।

(†) অর্থাঃ—যজ্ঞোপাসনাদয়ঃ, তে চ স্বর্গ-মোক্ষাদি-প্রয়োজনবন্তঃ, তদ্বোধকত্বাদিত্যর্থঃ। এতেন কাক-দন্ত-পরীক্ষাবৎ নিষ্ফলত্ব-শঙ্কা-নিরাসঃ।

(‡) "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যে হেতু, আচার্য্য, শাস্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, অপরকে সদাচারে স্থাপিত করেন এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, সেই হেতু, তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে।

---

(১) 'জপ-তপ আদিনা' ইতি (খ) পাঠঃ। (২) 'তৎসাধনত্বাচ্চ' ইতি [illegible] পাঠঃ।

গৃহীতাৎ স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ (১) স্বপ্রয়োজনবতোঽর্থান্ আপাততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ-(*) নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচাররূপ-মীমাংসা-শ্রবণেঽধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।

তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বং (২) দৃষ্ট্বাধ্যয়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফলাপাত-প্রতীতেস্তন্নির্ণয়ফল- (৩) বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমাংসায়ামধিকরোতি ॥ ৮ ॥

হওয়াই উচিত। (+) উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটীও মন্ত্রের ন্যায় কেবল অক্ষর-সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কারণ, অধ্যয়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজনীয় (যজ্ঞ ও উপাসনাদি) অর্থ প্রকাশ করা স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বেদবিৎ পুরুষ, অধীত বেদ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ (বিচার না করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দ্ধারণের উদ্দেশে বেদবাক্য-বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া [যখন] জানিতে পারে যে, কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য, [তখন] সে অধীত বেদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অক্ষয় মোক্ষ-ফলের কথা সাধারণভাবে জানা থাকায় তৎ-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয় ॥

(*) স্বরূপ বিশেষাঃ—অঙ্গিনঃ। প্রকার-বিশেষাঃ—অঙ্গানি। অর্থাৎ স্বরূপ-বিশেষ অর্থে অঙ্গী বা প্রধান এবং প্রকার বিশেষ অর্থে অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য্য সকল বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্য্যটী প্রধান, আর কোন্ কার্য্যটী অপ্রধান, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য—।

(+) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধারণতঃ কর্ম্মকারক চতুর্বিধ, (১) উৎপাদ্য, (২) বিকার্য্য, (৩) প্রাপ্য (৪) সংস্কার্য্য। 'কুম্ভকারো ঘটং করোতি', এস্থলে ঘট উৎপাদ্য কর্ম্ম। কারণ, কুম্ভকার স্বীয় চেষ্টা দ্বারা ঘটের উৎপাদন করে, তৎপূর্ব্বে 'ঘট' অনুৎপন্ন ছিল। 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি,' এ স্থলে পূর্ব্বসিদ্ধ সুবর্ণের কুণ্ডলাকারে বিকার হইয়াছে; সুতরাং কুণ্ডলটী 'বিকার্য্য' কর্ম্ম। 'পর্ব্বতং গচ্ছতি', এ স্থলে অপ্রাপ্ত পর্ব্বতকে গমন দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়, এ জন্য পর্ব্বত 'প্রাপ্য' কর্ম্ম।

যেরূপ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' স্থলে জল-প্রক্ষেপ দ্বারা ব্রীহির (ধান্যের) সংস্কার—যজ্ঞের উপযুক্ততা সম্পাদন করিতে হয়, এই কারণে ব্রীহিকে 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা যায়। এই প্রকার, আচার্য্যের উচ্চারণের পর উচ্চারণরূপ অধ্যয়ন দ্বারা অক্ষর-সমূহাত্মক বেদেরও এক প্রকার সংস্কার বা কার্য্যোপযোগিনী শক্তি সম্পাদন করিয়া লওয়া হয়; এই কারণেই বেদকে অধ্যয়নের 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

অভিপ্রায় এই যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন করিলে গুরুর সাহায্য ব্যতীতও বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের যথাযথ উচ্চারণ-প্রণালী স্থির করিয়া লইতে পারেন সত্য, কিন্তু, তাদৃশ উচ্চারণ, শাস্ত্রোক্ত 'অধ্যয়ন' বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কারণ, যথোক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর উচ্চারণের অনন্তর যে, উচ্চারণ, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন, এবং ঐরূপ অধ্যয়ন দ্বারাই বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যাহার প্রভাবে তাহারা অনুষ্ঠাতৃ-গণের অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ হয়। স্বেচ্ছাধীন উচ্চারণে বেদ সেই শক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে, সুতরাং তদবস্থায় প্রযুক্ত বেদ বা বৈদিক মন্ত্র যথাক্রত ফল প্রদানে সমর্থ হয় না।

---

(১) প্রয়োজনবতঃ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) অল্পাস্থিরফলত্বমিতি (গ) পাঠঃ। (গ) তন্নির্ণায়ক ইতি (ক) পাঠঃ।

তথাচ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য চাক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—

"তদ্ যথেহ কর্ম্ম-জিতো (১) লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"। (*) [ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬]। "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০]। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ।" [কঠোপনিষৎ, ২।১০]। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭]। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-জিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (†) "তস্মৈ

(১)। দেখ, বেদান্ত-বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফল মোক্ষের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে,—

'ইহ লোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক (শস্যাদি ভোগ্য বস্তু) যেমন, [ভোগ দ্বারা] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য-কর্ম্মলব্ধ লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (‡) 'ইহার (জ্ঞান-রহিত কর্ম্মীর) তাহা (কর্ম্ম-ফল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' 'কর্ম্মীরা অধ্রুব বা অনিত্য কর্ম্মরাশি দ্বারা 'ধ্রুব' (মোক্ষ ফল) প্রাপ্ত হয় না।' 'এই সকল যজ্ঞ [সংসার-সাগর পারের পক্ষে] দৃঢ়তর ভেলা নহে।' 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃত অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা অকৃত (নিত্য) মোক্ষ লব্ধ হয় না, এইরূপে কর্ম্ম-লব্ধ [স্বর্গাদি] ফল সকল পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হন।' 'সে (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ (§) গুরুর সমীপে উপস্থিত

(*) লোক্যতে—অনুভূয়তে যঃ, স লোকঃ—কর্ম্মফলম্। ইহ জগতি কর্ম্মণা—কৃষ্যাদিনা জিতঃ—অর্জ্জিতঃ সঞ্চিত ইত্যর্থঃ, লোকঃ শস্যাদিঃ যথা (ভোগেন) ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র—পরলোকে পুণ্যেন—যজ্ঞাদিনা জিতো লোকঃ—স্বর্গাদিঃ ক্ষীয়তে নশ্যতীত্যর্থঃ। যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ।

(†) "সমিৎপাণি"রিতি গুরূপসদন-প্রকারো দর্শিতঃ, "রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরু"মিত্যুক্তেঃ। "শ্রোত্রিয়ং"—শ্রুতবেদান্তং। যথা—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা ষট্কর্ম্ম-নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদ্" ইতি মনূক্তলক্ষণম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তং। শ্রুতবেদান্তোঽপি যদি রুচিভেদাদ্ অব্রহ্মনিষ্ঠঃ স্যাৎ, তদা স নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ।

(‡) কর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গাদি ফল যে, বিনাশশীল, তাহা ভগবদ্গীতায়ও উক্ত আছে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯।২১) ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তিরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(§) শ্রোত্রিয় অর্থ—বেদান্তবিৎ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' অর্থ—যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন। এই উভয় বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াও রুচিদোষে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ না হইতে পারে; তাদৃশ শুষ্ক পণ্ডিত গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আশায় উপস্থিত হইবে না।

(১) কর্ম্মচিতঃ, পুণ্যচিত ইতি চ বহুত্র প্রামাণিকঃ পাঠঃ। (২) 'নাস্ত্যকৃতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

১ বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়, (*) যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২—১৩]। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্মৃত্যবে।" (†) [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১]। তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, [ছান্দো০ ৭।২৬।২]। "স স্বরাড়্ (‡) ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। [নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১৬]। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।" [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮]। "পৃথগাত্মানং (§) প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতা০ ১।৬] ইত্যাদীনি ॥৯॥

নমু চ, সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং; স্বর্গাদীনাং চ অস্থিরত্বং, ব্রহ্মোপাসনস্যামৃতত্বফলত্বং চ জ্ঞায়তএব। অনন্তরং মুমুক্ষুর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ত্ততাং, কিমর্থা (১) ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ?

হইবে। তিনি (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) দয়া-পূর্ব্বক, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় সেই উপস্থিত (শিষ্যকে) সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা অক্ষর (স্বরূপতঃ একরূপ) ও সত্য (গুণতঃ নির্ব্বিকার) পুরুষকে অবগত হওয়া যায়।' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।' 'সেই এক বস্তু (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, ব্রহ্মদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না।' 'তিনি স্বরাজ হন (কর্ম্মাধীন হন না) তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহ লোকে অমৃতত্ব লাভ করে।' 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে; [মোক্ষ প্রাপ্তির] আর পথ নাই।' 'প্রেরক (সর্ব্বনিয়ন্তা) আত্মাকে পৃথক্ ভাবে মনন করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হয় এবং তাহা দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি।

(১০)॥ [শঙ্করের] প্রশ্ন হইতেছে যে,—বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন হইতেই [যখন নিশ্চয় জানা যায় যে, কর্ম্ম সমূহের ফল—স্বর্গাদি; স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল। [তখন মুমুক্ষু ব্যক্তি ইহার পর, সেই এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ই প্রবৃত্ত হউক ?—তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার

(*) 'প্রশান্তচিত্তায়' ইত্যনেন অন্তঃকরণ-সংযমস্যোক্তত্বাৎ শমোঽত্র বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো বেদিতব্যঃ। 'যেন' ইতি নপুংসকত্বং বিজ্ঞানাভিপ্রায়েণ লিঙ্গব্যত্যয়েন বা ব্রহ্মবিদ্যয়া সংবধ্যতে, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং, প্রোবাচ—প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ। 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' ইতি লিট্।

(†) অত্র 'মৃত্যু'-শব্দেন প্রমাদো মোহো বা বেদিতব্যঃ। "মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং, প্রমাদং বা মৃত্যুমহং ব্রবীমি" ইত্যুপদেশাৎ।

(‡) স্বরাট্—কর্ম্ম-বশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বরাট্ স্বতন্ত্রো বিজ্ঞেয় ইতি নৈঘণ্টুঃ।

(§) পুরুষোত্তমোপাসনং চ মোক্ষোপায়ঃ, তচ্চ নাদ্বৈতজ্ঞানাত্মকং—অপিতু পৃথক্ত্ব-বিষয়কমিত্যাহ পৃথগাত্মানমিতি। "ততঃ"—পৃথক্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। (১) "ধর্ম্মাধর্ম্ম" ইতি (খ) পাঠঃ।

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ত্ততাং ? সাঙ্গবেদাধ্যয়নাদেব কৃৎস্নস্য জ্ঞাতত্বাৎ। সত্যং ; আপাততঃ প্রতীতির্বিদ্যত এব ; তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যস্যার্থনিশ্চায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোঽপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ নাতিবর্ত্ততে। অতস্তন্নির্ণয়ায় বেদান্তবাক্য-বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতিচেৎ ? তথৈব ধর্ম্মবিচারোঽপিকর্ত্তব্য ইতি পশ্যতু ভবান্ ॥১০॥

ননু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব (*) পূর্ব্ববৃত্তং কিঞ্চিদ্ বক্তব্যম্, (১) ন ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীত-বেদান্তস্যানধিগতকর্ম্মণোঽপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ। কর্ম্মা-ঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যত্রৈব চিন্ত্যন্তে; তদনধিগতকর্ম্মণো ন শক্যং কর্ত্তুমিতি চেৎ ? অনভিজ্ঞো হি ভবান্ শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানস্য।

আর প্রয়োজন কি ? [রামানুজের উত্তর—] এরূপ হইলে, [মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন] বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নেই সমস্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, [তখন,] এই শারীরক মীমাংসায়ও তাহার প্রবৃত্তি না হউক ? [শঙ্করের উক্তি—] হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার সাধারণ জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত (যুক্তিযুক্ত) বাক্যই যখন অর্থ নিশ্চয়ের প্রতি কারণ; তখন কোন অর্থ (বিষয়) আপাততঃ বা অবিচারিতভাবে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহা সংশয় ও বিপর্য্যয়কে (ভ্রম) অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত (বেদান্ত) বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। [রামানুজের উত্তর,—তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও যে,] ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম-বিচার করা আবশ্যক, আপনিই (বাদী) ইহা বিচার করিয়া দেখুন ॥ (†)

(১১) ॥ [শঙ্করের] পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যাহাকে একান্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার অভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না, সেইরূপই কোন একটী পূর্ব্ববৃত্ত বলিতে হইবে, কিন্তু, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার কোনই অপেক্ষা নাই ? কারণ, বেদান্তবিৎ ব্যক্তি কর্ম্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচার করিতে পারেন।

যদি বল যে, উহাতে কর্ম্মাঙ্গ-সাপেক্ষ উদ্গীথাদি (‡) উপাসনাও উল্লিখিত হইয়াছে,

---

(*) নিয়মেনাপেক্ষিতস্য বিবক্ষিতেতরগামিত্ব-নিরাসায় প্রথম 'এব' শব্দঃ, দ্বিতীয়স্তু নিয়মেনানপেক্ষিতস্য পূর্ব্ববৃত্তত্ব-নিরাসার্থঃ। (১) কিঞ্চিদিতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—অবিচারিত জ্ঞানে যদি ভ্রম ও সংশয় থাকা সম্ভবপরই হয়; তবে অবিচারিত বা আপাতজ্ঞাত বেদান্ত-বাক্যার্থ নিশ্চয়ের নিমিত্ত যেমন ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের প্রয়োজন, তেমনি, আপাতজ্ঞাত ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও ধর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) জানা একান্ত আবশ্যক।

(‡) কর্ম্ম—যজ্ঞাদি, যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দেবতা প্রভৃতি তাহার অঙ্গ। "উদ্গীথ" একজাতীয় উপাসনা প্রণালী, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।২ প্রপাঠক এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৩।১ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

অস্মিন্ শাস্ত্রেঽনাদ্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদদর্শন-তন্নিমিত্ত-জন্ম-জরা-মরণাদি-সাংসারিক-দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্য নিখিলদুঃখ-মূলভূত-মিথ্যাজ্ঞান-(*) নিবর্হণায়াত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপিপাদয়িষিতম্ ; অস্য হি ভেদাবলম্বি-কর্ম্মবিজ্ঞানং ক্বোপযুজ্যতে ? প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব। উদ্গীথাদিবিচারস্তু কর্ম্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপত্বাবিশেষাদিহৈব ক্রিয়তে, স তু ন সাক্ষাৎ সঙ্গতঃ। (†) অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং কিমপি বক্তব্যম্ ॥১১॥

বাঢ়ং, (‡) তদপেক্ষিতং চ কর্ম্মজ্ঞানমেব, কর্ম্মসমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানাদপবর্গ-

কর্ম্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞ লোকের ত উহা অনুষ্ঠান করিবার শক্তি নাই ? আপনি (রামানুজ) শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রের (এই বেদান্তের) অর্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। [কারণ] এই শাস্ত্রে অনাদি অবিদ্যা হইতে যে নানাবিধ ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই ভেদ-জ্ঞান-জনিত জন্ম জরা ও মরণাদিময় সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির দুঃখরাশির মূল-কারণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের (ভ্রান্তির) নিবারণ উদ্দেশে আত্মৈকত্ব জ্ঞানপ্রতিপাদিত হইয়াছে; ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম জ্ঞান ইহার কোথায় উপযোগী হইবে ?—বরং বিরোধীই হইতে পারে। (§)

উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও জ্ঞানস্বরূপ, এই কারণে এখানে (উত্তর মীমাংসায়) উহার বিচার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, উহা এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত বা আবশ্যক নহে, অর্থাৎ প্রধান বিষয়—আত্মৈকত্ব জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে। [সুতরাং, তদপেক্ষিত কর্ম্ম-বিচার এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।] অতএব, শাস্ত্রের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, তদপেক্ষিত কোন একটী বিষয়কেই এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥

(*) 'মিথ্যাজ্ঞানং'—ভ্রান্তিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ইতি ন্যায়সূত্রোক্তেঃ। যদ্বা, মিথ্যাভূতম্ অজ্ঞানং—মিথ্যাজ্ঞানং। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-জ্ঞাপনায় 'মিথ্যা'-শব্দ-প্রয়োগঃ।

(†) ননু উপনিষৎসু পঠিতত্বাদ্ অস্যাং ব্রহ্মমীমাংসায়ামপি বিচারিতত্বাদ্ উদ্গীথাদ্যুপাসনং ব্রহ্মবিদ্যাপেক্ষিতমেবেতি তদ্বিচারোঽত্র সাক্ষাৎ সঙ্গত এব ? এতৎ শঙ্কায়া নিরাসার্থং 'তু'-শব্দদ্বয়ং,-বিচারঃ 'তু' ইতি, ন 'তু' ইতি চ। প্রধানার্থোপযোগিত্বেন সঙ্গতিঃ—সাক্ষাৎসঙ্গতিঃ, যেন কেনাপি রূপেণ সামান্যাৎ বুদ্ধিস্থত্বং 'প্রসঙ্গাৎ সঙ্গতিঃ'। তস্মাৎ প্রাসঙ্গিকোদ্গীথাদ্যুপাসনা-বিচারাপেক্ষিতস্য প্রধানার্থ-বিরুদ্ধস্য কর্ম্মবিচারস্য পূর্ব্ববৃত্ততা ন যুক্তা ; অতঃ প্রধান প্রতিপাদ্যাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানস্য অপেক্ষিতমেব কিমপি পূর্ব্ববৃত্তং বক্তু যুক্তমিতিভাবঃ।

(‡) ভাস্করীয়মতমেতৎ। বাঢ়মিত্যর্দ্ধাঙ্গীকারে। যৎ প্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তমিত্যংশে অঙ্গীকারঃ ; নতু যদনপেক্ষিতমযুক্তং, তদংশেঽপি ; তত্ত্ব অপেক্ষিতমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

(§) অভিপ্রায় এই যে,—ভেদ-বুদ্ধির নিবৃত্তি না হইলে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান হয় না, অথচ, 'আমি কর্ত্তা' 'ইহা কর্ম্ম' 'এ সকল কর্ম্ম-সাধন,' এবং 'আমি ইহার ফল-ভোক্তা' ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান না থাকিলেও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মজ্ঞান আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের উপযোগী না হইয়া বরং বিরোধীই হইতে পারে।

শ্রুতেঃ। বক্ষ্যতি চ "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্"ইতি। [ব্রহ্ম-সূত্রম্. ৩।৪।২৬]। অপেক্ষিতে চ কর্ম্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ, কেন ন, ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুম্ ; অতস্তদেব পূর্ব্ববৃত্তম্ ॥১২ ॥

নৈতদ্যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তেঃ। অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষ-সাধ্য-সাধনেতি-কর্ত্তব্যতাদ্যনন্তবিকল্পাস্পদং কর্ম্ম সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ ? (*)

---

(১২)। [রামানুজের উক্তি—] বেশ কথা, কর্ম্ম-বিজ্ঞানইত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষিত; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, কর্ম্ম-সহকৃত জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়; এবং [সূত্রকারও] বলিবেন যে, 'বিদ্যা-লাভে সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, শ্রুতিতেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষণীয়ত্ব উক্ত আছে। তথাপি যোগ্যতা দেখিয়া বিচার করিতে হয়,—যেমন অশ্ব বহনযোগ্য হইলেও তাহা দ্বারা হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করান হয় না, কিন্তু শকট বহন মাত্র করান হয়। ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য অনুকূল কর্ম্ম সমূহই গ্রহণ করিতে হয়; আর তৎপ্রতিকূল কর্ম্ম সমূহ বর্জ্জন করিতে হয়।' জ্ঞানাপেক্ষিত সেই কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, কাহার সহিত সমুচ্চয় আছে বা কাহার সহিত নাই, এই বিভাগ জানা শক্তি-সাধ্য নহে। অতএব, সেই কর্ম্ম-বিজ্ঞানই পূর্ব্ববৃত্ত ॥

(১৩)। [শঙ্কর মত—] একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, সর্ব্ববিধ [সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত] ভেদ-রহিত (†) শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সেই অবিদ্যা-নিবৃত্তিই (যথার্থ) মোক্ষ। [অতএব] বর্ণ ও আশ্রমগত ভেদ বা পার্থক্য এবং সাধ্য (যাহা করা হয়), সাধন (ক্রিয়ার উপায়) ও ইতিকর্ত্তব্যতা (কর্ম্মের প্রণালী) প্রভৃতি অনন্ত ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম সমূহ কিরূপে সর্ব্বপ্রকারভেদ-বুদ্ধিনিবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-নিবৃত্তির সাধন বা কারণ হইতে পারে ?

(*) অবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব মোক্ষোঽস্তু, ততঃ কিং কর্ম্মনৈরপেক্ষ্যস্যেত্যতআহ "বর্ণাশ্রমেতি"। অনেন পদেন পূর্ব্বোক্তং কর্ম্মণো ভেদাবলম্বিত্বং বিবৃতং ভবতি। 'আদি' শব্দেন নিষিদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তানি, কর্ম্মাণি চ বিবক্ষ্যন্তে। 'অনন্ত'-শব্দেন চ বর্ণাদীনাং বাহুল্যং সূচিতম্। বিকল্পো ভেদঃ। "সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তি"-রিতি, মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ ফলং হি ভেদদর্শন-নিবৃত্তিঃ, অতো ভেদদর্শননিবৃত্তিরজ্ঞান-নিবৃত্ত্যন্তর্গতেত্যর্থঃ। কথমিব সাধনং ?—ন কথমপীতি ভাবঃ।

(†) তাৎপর্য্য ;—সাধারণতঃ ভেদ তিন প্রকার পরিদৃষ্ট হয় ;—(১) স্বগত, (২) সজাতীয়, (৩) বিজাতীয়। বিদ্যারণ্য-স্বামী অতিবিশদভাবে একথাটী ব্যক্ত করিয়াছেন,—"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ।" (পঞ্চদশী,—২।১৫)। অর্থাৎ একটী বৃক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল, পল্লব প্রভৃতি বহুতর অংশ থাকে; সেগুলি পরস্পর ভিন্ন; এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি লইয়াই

শ্রুতয়শ্চ কর্ম্মণামনিত্যফলত্বেন মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানস্যৈব মোক্ষ-সাধনত্বং চ দর্শয়ন্তি,—“অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি,” [বৃহৎ০, ৩৮।১০]। “তদ্যথেহ কর্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।” [ছান্দো০ ৮।১।৬]। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্”, [তৈত্তি০ ২।১।১]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, [মুণ্ডক০ ৩।২।৬]। “তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ॥ ১৩॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যেতি; তদ্ বস্তু-বিরোধাৎ-শ্রুত্যক্ষর-পর্য্যালোচনয়া চান্তঃকরণ-নৈর্ম্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তাবুপ-যুজ্যতে, ন ফলোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তীতিশ্রবণাৎ। বিবিদিষায়াং জাতায়াং

‘ইহার (অব্রহ্মজ্ঞের) সেই কর্ম্ম (কর্ম্মফল) নিশ্চয়ই সান্ত বা ক্ষয়শীল হয়। ইহ লোকে [কৃষ্যাদি] কর্ম্ম-লব্ধ [ধান্যাদি] লোক যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য লব্ধ স্বর্গাদি লোকও ঠিক সেইরূপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি শ্রুতি সকলও অনিত্য ফল উৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং এক-মাত্র জ্ঞানেরই মোক্ষ-সাধনত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন॥

(১৪) [আরও এক কথা] বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ’, একথার অনুকূল যে শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও বস্তু-বিরোধী, (*) তন্নিবন্ধন এবং শ্রুতির “বিবিদিষা”

বৃক্ষের অস্তিত্ব, তদ্ভিন্ন আর তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। বৃক্ষের যে, এই পত্র পুষ্পাদি দ্বারা ভেদ, তাহাই তাহার (১) স্বগত ভেদ। অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহা (২) সজাতীয় ভেদ, এবং পাষাণাদি হইতে যে ভেদ, তাহা (৩) বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মে এবংবিধ কোন ভেদই বিদ্যমান নাই,—তিনি এক—অখণ্ড—চিন্ময়। এই অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে জীবের “আমি, আমার,” ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এই অবিদ্যা-তিরোধানেরই নাম—মুক্তি।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা উক্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সকল জাতির ও সকল আশ্রমীর ত সকল কর্ম্মেই অধিকার নাই, সুতরাং কর্ম্মারম্ভের সময়, কর্ত্তার ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার উপায় বা সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রণালী প্রভৃতি ভেদ চিন্তা অনিবার্য্য; ভেদ জ্ঞান মাত্রই অবিদ্যা-প্রসূত, এবং কর্ম্মমাত্রই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, অবিদ্যা সম্ভূত ভেদ-জ্ঞান যাহার মূল, সেই কর্ম্ম দ্বারা-ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-নাশ কস্মিন্ কালেও হইতে পারে না।

(*) ‘বস্তুবিরোধ’ অর্থ—বস্তুর স্বাভাবিক বিরোধ। অভিপ্রায় এই যে,—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ—অবিদ্যামূলক, আর, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ভেদবুদ্ধি-বিরহিত, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত বিদ্যার যে বিরোধ, তাহা বাস্তবিক—স্বভাবসিদ্ধ। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই আত্মজ্ঞানের অপেক্ষণীয় বা সাধন হইতে পারে না।

আর ‘শ্রুত্যক্ষর’ কথাটীর ভাব এই যে, বিদ্যালাভে কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা জ্ঞাপনার্থ যে সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ‘বিবিদিষন্তি’ কথাটী আছে, ‘বিবিদিষন্তি’ কথার অর্থ—জানিতে ইচ্ছা করিবে, ইহাতে এই

জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবান্তরঙ্গোপায়তাং শ্রুতিরেবাহ, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" [বৃহদা০ ৪।৪। ২৩] ইতি ॥ ১৪॥

তদেবং জন্মান্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম্ম-মৃদিত-কষায়স্য বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্," [ছান্দো০ ৬।২।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি০ ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", [শ্বেতা০৬।১৬]। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," [বৃহদা০ ২।৫।১৬]। "তৎত্বমসি," [ছান্দো০ ৬।৯।৪] ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ত্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যান্যাত্মৈক্য-বিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্য্যাদ্ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্।

পদের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও [বুঝা যায় যে,] অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা-সম্পাদন দ্বারা 'বিবিদিষা'—জানিবার ইচ্ছা-উৎপাদনেই তাহার উপযোগিতা,—ফলীভূত জ্ঞানোৎপাদনে নহে। কারণ, [সেই স্থলে] "বিবিদিষন্তি" এই কথা মাত্র শ্রুত হইয়াছে। [বিশেষতঃ] শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযমী), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয়-সংযমী), উপরত (বৈরাগ্য বা সংন্যাস-সম্পন্ন), তিতিক্ষু (শীত-গ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতি বিবিদিষা-সমুৎপত্তির পর শমাদি সাধনকেই জ্ঞানোৎপত্তির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ—নিকটবর্ত্তী) উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন॥

(১৫) অতএব, এইরূপে শতশত জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহার বাসনা সকল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারই বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তর, 'হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'ব্রহ্ম অনন্ত, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম, নিষ্কল অর্থাৎ অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, এবং মালিন্য-রহিত।' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম।' 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য-জনিত জ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়।

[উক্ত শ্রুতিগুলির তাৎপর্য্য জানিতে হইলে] 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনে'র উপযোগ বা আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে,—'বেদান্ত-বাক্য সকল আত্মৈকত্ব-জ্ঞান-প্রতিপাদক,' এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থ-গ্রহণের নাম 'শ্রবণ'।

অর্থই বুঝা যায় যে,—কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত হয় মাত্র, আত্মজ্ঞান হয় না; আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন—শম-দমাদি গুণ। সেই কারণেই—স্বয়ং শ্রুতি শমাদি গুণের উল্লেখ করিয়া "আপনাতে আপনাকে দর্শন করিবে" বলিয়া শমাদি গুণকেই সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবমাচার্য্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মন্যেবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং—মননম্। এতদ্বিরোধ্যনাদি-ভেদ-বাসনা-নিরসনায়াস্যার্থস্যানবরত-ভাবনা—নিদিধ্যাসনম্।

এবং শ্রবণ-মননাদিভির্নিরস্ত-সমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পদ্, ইহামুত্র চ ফল-ভোগ-বিরাগঃ,* মুমুক্ষুত্বং চেত্যেতৎ সাধন-চতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ। অর্থ-স্বভাবাদেবেদমেব পূর্ব্ববৃত্তমিতি জ্ঞায়তে ॥১৫॥

এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যা-মূলমপারমার্থিকং ভেদ-দর্শনমেব বন্ধমূলম্। বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ, স চ সমূলোঽপারমার্থিকত্বাদেব

আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়টী 'এরূপই' (এবমেব), অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত, বিচার দ্বারা আত্মাতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'মনন'। এই একত্ব জ্ঞানের প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদ-বুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত একই বিষয়ের ভাবনার নাম 'নিদিধ্যাসন'। এইরূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদ-বাসনা অপনীত হইয়াছে; [তৎত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্য-জনিত জ্ঞান তাহারই অবিদ্যার নিবৃত্তি করে। অতএব, উক্ত প্রকার 'শ্রবণে' যাহা অবশ্যাপেক্ষিত, এরূপ বিষয়কেই পূর্ব্ব-বৃত্ত বলিতে হইবে। তাহা কি? না,—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধ; (+) শম, দমাদি সাধন, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য (অস্পৃহা), ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধন। কারণ? এই সাধন চতুষ্টয় ব্যতীত জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। অতএব, বস্তুর স্বভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণাপেক্ষিত পূর্ব্ববৃত্ত ॥

(১৬) যে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত অর্থাৎ লোকবুদ্ধির অগম্য হইয়া আছে; সেই অবিদ্যা-প্রসূত, অসত্য ('আমি অমুক' ইত্যাদি) ভেদ দর্শনই [জীবগণের] বন্ধের কারণ। বন্ধও পারমার্থিক বা সত্য নহে; সত্য নয় বলিয়াই উহা সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং "তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জনিত জ্ঞানই উহার নিবারক। সেই

(*) ফলোপভোগবিরাগ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক,—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য,—মিথ্যা, এইরূপে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা। শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম, উপরতি,—বিহিত কর্ম্মের যথাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সংন্যাস গ্রহণ। তিতিক্ষা—শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। এই ছয়টীকে 'শমাদি ষট্ সম্পত্তি' বলে।

জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে। নিবর্ত্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যম্। তস্যৈতস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য স্বরূপে, তদুৎপত্তৌ, কার্য্যে বা কর্ম্মণো নোপযোগঃ, বিবিদিষায়ামেব তূপযোগঃ। সা চ পাপমূল-রজস্তমোনিবর্হণদ্বারেণ* সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতীমমুপযোগমভিপ্রেত্য "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী" ত্যুক্তমিতি। অতঃ কর্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধন-চতুষ্টয়ং পূর্ব্ববৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে। অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্? উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবন্মাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যনুপলব্ধেশ্চ।

নচ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা-নিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন

এই বাক্য-জনিত জ্ঞানে, কিংবা তাহার উৎপত্তি বা কার্য্যে কোন কর্ম্মেরই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা নাই, পরন্তু কেবল বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছাতেই তাহার উপযোগিতা। পাপের হেতুভূত রজঃ ও তমোগুণের নিবারণ ও সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি হইলে সেই বিবিদিষা উৎপন্ন হয়। "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" এই শ্রুতিও কেবল উক্ত উপযোগিতা অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। [অতএব] পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়কেই পূর্ব্ববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিতে হইবে। [এই পর্য্যন্ত শঙ্করের মত]॥

(১৭) [রামানুজ মতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ—] এ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই হয়, [শঙ্কর মতে] এই যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেছি, [কিন্তু] বেদান্ত বাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। [সেই জ্ঞান] কি বাক্য-জন্য বাক্যার্থ-জ্ঞান মাত্র?—(†) অথবা, সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক উপাসনা? [এখানে] বাক্য-জন্য (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না, কারণ, [জ্ঞানের] বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই, উহা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে [তৎত্বমসি প্রভৃতি] বাক্য-

---

* নির্হরণেতি (গ) পাঠঃ।

(†) গুরুর নিকট বা শাস্ত্রে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে যে, পরোক্ষভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব বোধ হয়, তাহাই এই বাক্যার্থ জ্ঞান। ঐরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া 'তত্ত্ব' সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে, তদ্বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান, তাহাই এখানে উপাসনাত্মক জ্ঞান।

জনয়তি, (*) জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ, সত্যামপি বিপরীত-বাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেঽনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্ততইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্ত্যৈব নিবৃত্তত্বাৎ। জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ॥১৭॥

নিচয় অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। যেমন, চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞান সত্ত্বেও দ্বিচন্দ্র জ্ঞান অর্থাৎ 'চন্দ্র দুইটী' এইরূপ ভ্রম জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, (†) তেমন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদ জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিদ্যা ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ায় ভেদ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না। [একথা বলিতে পার না]। কারণ, সমস্ত কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ [বিরুদ্ধ ধারণার] বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

আর, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি-বাসনাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভেদ-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়; ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, ভেদ-জ্ঞান যখন মিথ্যা, [তখন] জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রেই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। [বিশেষতঃ] তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও [যদি] মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয়, [তবে] জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক-উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না॥

(*) জ্ঞানেচাতেঽপি ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সত্য জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম জ্ঞানও দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্য জ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়। 'আমি, অমুক, আমার' ইত্যাদি প্রকার ভেদ জ্ঞান বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এইকারণে, যতদিন আত্মৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে, ততদিন ঐ ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইবে না। 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা যতদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে যত ক্ষণ সেই দিকটী নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন,—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে।" (সাংখ্য দর্শন ১।৫১ সূত্র।) দিঙ্মোহের ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত যুক্তি দ্বারা ও আত্ম-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বাধিত হয় না।

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্ততইতি বালিশ-ভাষিতম্। * দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধক-সন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-হেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তি-রবিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ত্ততে। †

অপিচ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিত-ত্বেনাপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্ত-বাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

---

(১৮) ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদ-জ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (রোগ বিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না, কারণ, উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে; সুতরাংই [সে স্থানে] মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু, [সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি] প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আরও এককথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন; [তাহাদের মতে] কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ভেদ-বাসনা অনন্ত-কাল-সঞ্চিত, সুতরাং অপরিমিত; আর, তাহার বিপক্ষ জ্ঞান-বাসনা [অল্প কালের বলিয়াই] অল্প, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারে না। অতএব, নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত, অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে॥

(*) ছিন্নমূলমিতি, বাসনাখ্যং মূলমস্য চ্ছিন্নমিত্যর্থঃ। বালিশেতি, এতাবতা অকারণ-কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ।

(†) নমু সত্যপি বাধকজ্ঞানে কথং চন্দ্রদ্বিত্বানিবৃত্তিরিত্যত আহ দ্বিচন্দ্রেতি। 'তু' শব্দঃ প্রকৃতার্থ-বৈষম্য-দ্যোতকঃ; বাধক-সত্ত্বেঽপি নয়নাদিগত-তিমিরাদি-দোষস্য পারমার্থিকত্বাৎ ন জ্ঞানমাত্রেণ বাধঃ। অস্য পারমার্থিকত্বং চ ব্যাবহারিকতয়া জ্ঞেয়ং। অতএব, আপ্তোপদেশাৎ রজ্জু-সর্প ব্যবহারো নিবর্ত্ততে, নতু দোষো মিথ্যেতি বচনমাত্রেণ চন্দ্র-দ্বিত্বাদিব্যবহারো নিবর্ত্ততে। এতেন, বাধক-সন্নিধৌ বাধ্য-সত্তাবোঽকারণককার্য্যোৎপত্তিশ্চেতি দূষণদ্বয়ং দৃষ্টান্তে পরিহৃতং ভবতি। পরমতে তু তৎ দূষণদ্বয়মস্ত্যেবেতি ভাবঃ।

তথাচ শ্রুতয়ঃ—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত। [বৃহদা° ৪।৪।২১]। অনুবিদ্য বিজানাতি। [ছান্দো° ৮।৭।১]। ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্। [মুণ্ড° ২।২।৬]। নিচায্য তন্ মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে। [কঠ° ৩।১৫]। আত্মানমেব লোকমুপাসীত। [বৃহদা° ১।৪।১৫]। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। [বৃহদা° ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬]। সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" [ছান্দো° ৮।৭।১] ইত্যেবমাদ্যাঃ।

অত্র 'নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ 'অনুবিদ্য বিজানাতি,' 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতে'ত্যেবমাদিভির্বাক্যার্থজ্ঞানস্য ধ্যানোপকারকত্বাৎ ত'দনুবিদ্য' 'বিজ্ঞায়ে'ত্যনূদ্য 'প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত বিজানাতী'তি ধ্যানং বিধীয়তে। 'শ্রোতব্য'-ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্যার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ত্ততে, ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ। শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বাম্মননস্য 'মন্তব্য' ইতি চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

---

(১৯) এতদর্থে শ্রুতিসমূহ [উদাহৃত হইতেছে]:'[ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে] উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (ধ্যান) করিবে।' 'অনুবেদন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করিয়া জানিবে, অর্থাৎ চিন্তা করিবে'। '[তুমি] আত্মাকে ওঁকার-রূপেই ধ্যান কর।' 'জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ (সংসার) হইতে মুক্তিলাভ করে।' 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে।' 'অরে (মৈত্রেয়ি!) আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।' তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবে', ইত্যাদি।

এসকল স্থলে, নিদিধ্যাসনের সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, [এবং] বাক্যার্থজ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে [বুঝিতে হইবে যে,] "অনুবিদ্য বিজানাতি" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'অনুবেদন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) ও 'বিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া * "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "বিজানাতি" কথায় ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। আর, "শ্রোতব্য" কথাটীও পূর্ব্ববৎ অনুবাদ। কারণ, 'স্বাধ্যায়'-শব্দের অর্থ—শব্দার্থবোধ; সুতরাং, যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি [বেদে] প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত হইয়া তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত স্বয়ংই শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, অতএব, শ্রবণ ত প্রাপ্তই আছে। শ্রুতার্থকে স্থিরতর করাই মননের প্রয়োজন, সুতরাং মননও শ্রবণেরই অধীন বা অপেক্ষিত। অতএব, 'মন্তব্যঃ' (মনন করিবে), এ কথাটীও অনুবাদ, ফলে-ফলে [এখানে একমাত্র] ধ্যানই বিহিত বা প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, [বুঝিতে হইবে]॥

(*) আচার্য্যেরা অনুবাদ কথার অর্থ বলিয়াছেন যে, "অনুবাদোঽযথারিতে"। অর্থাৎ যে বিষয়টী কোন প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহারই পুনরুল্লেখ করার নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদের প্রাধান্য নাই।

বক্ষ্যতি চ, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশা"দিতি। [ব্রহ্মসূত্রং ৪।১।১]। তদিদমপবর্গোপায়ত্বেন বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপাস্ত্যোর্ব্যতিকরেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' [ছান্দো॰ ৩।১৮।১] ইত্যত্র, "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ"। [ছান্দো॰ ৩।১৮।৩] "ন স বেদ, অকৃৎস্নোহ্যেষঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত"। [বৃহদা॰ ১।৪।৭] যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত" [ছান্দো॰ ৪।১। ৪—৬] ইত্যত্র "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্স্ব ইতি [ছান্দো॰, ৪।২।২]।

---

(২০) [সূত্রকারও] "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"-সূত্রে ধ্যানেরই পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিবেন। মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত এই 'বেদন'ও উপাসনা যে, একই অর্থ, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কারণ, [উপনিষদে] বিদ্যা ও উপাসনা শব্দের ব্যতিকর, অর্থাৎ অদল-বদলভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। [উপক্রম—] 'মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে'; এই স্থলে [উপসংহার—] 'যে এরূপ জানে (বেদ), সে কীর্ত্তি—পরাক্রম-জনিত প্রতিষ্ঠা, যশঃ—দান-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিভাত হয়, এবং সকলকে অভিভূত করে'। [উপক্রম—] ['যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির মধ্যে প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি এক একটী অংশ মাত্রকে সম্পূর্ণ 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করে,] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] জানে (বেদ) না; যেহেতু, এই প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে,—আত্মার একদেশ মাত্র। [উপসংহার—] '[তাহাকে] 'আত্মা' অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই উপাসনা করিবে।' [উপক্রম—] 'যে (রৈক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), এবং সে (রৈক) যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), (*) সেই (বেদিতা রৈক) ও এই (বেদ্য

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদে রৈকসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা লিখিত আছে,—জানশ্রুতিনামক এক রাজা রাত্রি-কালে প্রাসাদের উপরিভাগে শয়ান আছে, এমন সময় কতিপয় ঋষি হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ পথে যাইতেছিলেন। যখন অগ্রগামী হংস জানশ্রুতিকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন হংস তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, অহে ভল্লাক্ষ! অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি কোন পীড়া হইয়াছে? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, জানশ্রুতির তেজঃপুঞ্জ গগণ মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার উপরে গেলেই তুমি ভস্মসাৎ হইবে। তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন যে, তুমি অবোধ! একি রৈকের তেজ? যে, ইহার উপরে গেলেই ভস্ম হইব? অর্থাৎ রৈকের তেজই অলঙ্ঘনীয়, ইহার তেজ নহে। তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস, রৈক কে? এবং তাহার বিশেষ বিজ্ঞানই বা কিরূপ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে অগ্রগামী হংস, রৈকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে জানশ্রুতি ও রৈকের কথার সূচনা করিলেন 'অমুষে' ইত্যাদি।

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। "স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ" ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে", [মুণ্ড০,

---

ব্রহ্ম), উভয়ই আমি বলিলাম।' এস্থলে [উপসংহার—] 'হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।' (*)

[ধ্যান কি ?] তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তমান স্মৃতি-প্রবাহময় 'ধ্রুবা স্মৃতি'র নাম 'ধ্যান'। (†) কারণ, 'স্মৃতি-লাভ হইলে সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়-গত কাম-রাগাদি-দোষ নিচয় বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।' এস্থলে 'ধ্রুবা স্মৃতি'ই অপবর্গের উপায়রূপে শ্রুত হইয়াছে। যেহেতু; 'সেই পরাবর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে [সাধকের] হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয়-রাশি ছিন্ন হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (‡) এই

(*) মন্তব্য,—উপাসনার বিধেয়ত্ব প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটী শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, 'উপাসীত' শব্দ; উপসংহারে আছে, "বেদ" শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, 'উপাসীত' শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে, দুইবার 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, উপাসনার্থক 'উপাস্তে' শব্দ। এবিষয়ে একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, উপক্রমে যে বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা অত্যন্ত দোষাবহ। উক্ত নিয়মানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক 'উপাসীত' ও 'উপাস্তে' শব্দ, এবং জ্ঞানার্থক 'বেদ'-শব্দের অর্থ এখানে এক—উপাসনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অন্যান্য স্থলেও যে, জ্ঞানার্থক 'বিদ,জ্ঞা' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে।

(†) ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল-যোগসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (৩।২।) অর্থাৎ, কোন একটী মাত্র বিষয় অবলম্বনে যে, প্রত্যয়ের একতানতা বা একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকিবে না; এরূপভাবে যে, কোন একটী বিষয়ে অনবরত চিন্তা, তাহার নাম 'ধ্যান'। অন্য-জ্ঞানের দ্বারা ব্যবধান না হয়, এই অভিপ্রায় সূচনার নিমিত্ত ভাষ্যে, 'তৈলধারা' দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্যান ও তাহার উপায়-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, "তদ্রূপ-প্রত্যয়ৈকাগ্র্যসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ" ইতি। এখানেও অন্যস্পৃহারহিত অর্থাৎ অন্য জ্ঞান সম্পর্কশূন্য একাকার জ্ঞানপ্রবাহকেই ধ্যান বলিয়াছেন, এবং যোগোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম' প্রত্যাহার, ধারণা, এই ছয়টী সাধনকে ধ্যান-লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(‡) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত (১) পরাবর, (২) হৃদয়-গ্রন্থি, (৩) সর্ব্বসংশয়, (৪) সমস্ত কর্ম্ম (কর্ম্মাণি) এই শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ,- (১) 'পরাবর'—পরে-ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে—নিকৃষ্টা যস্মাৎ; অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হীন, সেই পুরুষোত্তম 'পরাবর' শব্দের অর্থ। (২) 'হৃদয় গ্রন্থি"—হৃদয়গত কাম রাগাদি ভাবগুলি জীবের সংসার-বন্ধের কারণ; এইজন্য ঐগুলিকে 'হৃদয়-গ্রন্থি' বলা হয়। (৩) সংশয়;—আত্মা কি দেহেন্দ্রিয়াত্মক; অথবা, তদতিরিক্ত; প... সেই আত্মা নিত্য, কি অনিত্য? ঈশ্বর আছেন? কি নাই? এবং থাকিলে ... সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন কিনা; ইত্যাদি প্রকার সন্দেহ নিচয়। শ্রুতিতে প্রযুক্ত "কর্ম্মাণি" (সমুদয় কর্ম্ম), এই বহু বচনের তাৎপর্য্য এইরূপ, জীবের কর্ম্ম

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। এবং চ সতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্,—"বেদনমুপাসনং স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্ব্বাসূপনিষৎসু মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্। "সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাৎ, শব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-বদ্ইতি" পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা "সিদ্ধংতূপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। "উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত [হৃদয়গ্রন্থিনাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও একইরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব, পূর্ব্বোক্ত 'ধ্রুবা স্মৃতি' দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই সমান বা অনুরূপ [বুঝিতে হইবে]। এতদনুসারে, 'আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতিতে 'নিদিধ্যাসন'-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বলিতে হইবে]। ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে স্মরণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(২১)। বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—'বেদন'-শব্দে উপাসনা [বুঝিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিষয়ে 'বেদন' শব্দ শ্রুত হইয়াছে। মোক্ষের সাধন বা উপায়রূপে বিহিত 'বেদন' শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও উক্ত আছে,—'প্রযাজাদি যাগের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনও একবার করিবে, [তাহা দ্বারাইত] শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয়? (+) এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ

ত্রিবিধ, (১) প্রারব্ধ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে, যাহার ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে, এই দেহে যাহার ফল উপভুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ফল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই দেহের পতন হবে না, তাহার নাম (১) 'প্রারব্ধ কর্ম্ম'? পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় আছে। সেই সকল কর্ম্ম (২) 'সঞ্চিত'। আর এই দেহে নূতন নূতন যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে সকল কর্ম্ম 'ক্রিয়মাণ' বা 'আগামী'। তন্মধ্যে, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর 'সঞ্চিত' কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম গুলি ভোগ শেষে ক্ষয় হয়।

(*) সিদ্ধং ত্বিতি। সিদ্ধংতু = সিদ্ধান্তস্তু ইত্যর্থঃ। যদ্বা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। 'উপাসনশব্দাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ—'বেদনমসকৃদাবৃত্ত'মিতি। 'দর্শনাৎ'—লোকে দর্শনাৎ। নির্ব্বচনাৎ—শ্রুত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা। (১) ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি যাগ আছে, সে গুলি অন্য যাগের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। সেই প্রধান যাগটী করিবার সময় প্রযাজাদি যাগের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিতে হয়। "সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্ম একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিশাস্ত্রের অভিপ্রায় রক্ষিত হয়, বারংবার করা আবশ্যক হয় না। এই নিয়মানুসারে বিহিত কর্ম্ম একবার ভিন্ন দুইবার করিতে নাই।

নির্ব্বচনাচ্চে’তি তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি,—“নায়মাত্মা

(দূষণীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ‘বেদন’ যে মোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত বেদনকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে—এক]। ‘লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক। এইরূপে বারংবার অনুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক ‘বেদনকে’ই ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (‡)।

(২২)। সেই এই (ধ্রুবা) স্মৃতিটীকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; দর্শনরূপতা অর্থ প্রত্যক্ষত্ব-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ,” এ স্থলেও সেই কথা,—শাস্ত্র বলিলেন যে ‘আত্মাকে জানিবে’ কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, সুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই।

(‡) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”, এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, ‘বেদন বা জ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা। উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্মৃতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে অন্য কোন জ্ঞান না হয়, এরূপভাবে) ও স্থিররূপে উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিধারা—স্মরণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই অপবর্গের মুখ্য উপায়—জ্ঞান নহে। ভাষ্যকার এই নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, ‘বেদন’ অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও মোক্ষের উপায় বলিয়া যে ‘বেদন’ কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আর যদি শঙ্করের মতানুসারে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত ‘দ্রষ্টব্যঃ’ এই বিধির আজ্ঞা পালন করা হয়, পুনঃ-পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন কি ? এইরূপে পূর্ব্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই মোক্ষের প্রসিদ্ধ কারণ, এস্থলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র ; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রৌত নির্ব্বচন (যোগার্থ) হইতেও বুঝা যায়। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্ব্বক ‘আস্’ ধাতু ও ‘যোগ’ শব্দ একই অর্থের অভিব্যঞ্জক। যোগ যে মোক্ষের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং উপাসনাকেও মোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই। অতএব, উপনিষদের মধ্যেও যে যে স্থানে মোক্ষসাধন বলিয়া ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের ‘উপাসনা’ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, শাঙ্কর মতে, মোক্ষের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই যেরূপ জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে; রামানুজমতে তদ্রূপ উপাসনারই কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এমতেও সমস্ত উপাসনাই মোক্ষের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ উপাসনাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্” ইতি, [কঠ০ ২।২৩।মুণ্ড০ ৩।২।৩] অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা “যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য” ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইতি,
[গীতা, ১০।১০]।

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” ইতি চ।
[গীতা, ৭।১৭]।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-প্রিয়া যস্য, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাবাপন্না স্মৃতিকে [শ্রুতি] বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—‘এই আত্মাকে [কেবল] প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের অনুপায় (উপায় নহে) নির্দ্দেশ করিয়া ‘এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩)। [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [সুতরাং] ইনি (পরমাত্মা) যাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইঁহার প্রিয়তম হ’ন। এই প্রিয়তম (ব্যক্তি) যেরূপে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্‌ই বলিয়াছেন,—“[যাহারা আমাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া] প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।’ এবং ‘আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয়।’ অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য। অতএব শ্রুতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" [শ্বেতা° ৩।৮]। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি," [নৃসিংহ-পূ° ১।৬।]। "নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে।" [শ্বেতা° ৬।১৫।]।

"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ!
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" ইতি।

[গীতা ১১।৫৩।৫৪]

এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি, "যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্" [ব্রহ্ম-সূ°, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে, তথাপি তস্যৈব বেদনস্য ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি-

---

স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অনুরূপ স্মৃতি নিজেও যাহার প্রিয় [হয়]; সে-ই পরমাত্মার বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই উক্ত হইল ॥

(২৪)। ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ভক্তি শব্দটী উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই অভিহিত হইয়া থাকে যে,—'তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে।' 'তাঁহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয়।' 'গমনের (তাঁহাকে পাইবার) অন্য পথ বিদ্যমান নাই।' [এই পর্য্যন্ত শ্রুতি গেল, এখন স্মৃতির কথা আরব্ধ হইল,] '[হে অর্জ্জুন!] তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে, সমস্ত বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না।'

'হে পরন্তপ! অর্জ্জুন! এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্যবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং (আমায়) প্রবেশ করিতে শক্ত হয়। 'হে পার্থ! কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।'

উক্ত প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ 'যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ' এই সূত্রে কথিত হইবে॥

(২৫)। যদিও "বিবিদিষন্তি"-শ্রুতিতে যজ্ঞাদি (কর্ম্মসমূহ) বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসা-

শয়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্ত্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সর্ব্বাণ্যাশ্রম-কর্ম্মাণি যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়ানি। বক্ষ্যতি চ, 'আপ্রয়াণাৎতত্রাপি হি দৃষ্টম্। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১২] "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ"। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১৬] "সহকারিত্বেন চ" [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু ॥ ২৫ ॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতের্বিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ, "তল্লব্ধি-বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব্বচনাচ্চ।" বিবেকাদীনাং স্বরূপঞ্চাহ, "জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্টাদন্নাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ"ইতি। অত্র নির্ব্বচনং,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইতি। বিমোকঃ—কামানভিষ্বঙ্গ ইতি। "শান্ত উপাসাত" ইতি নির্ব্বচনম্। আরম্ভণ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি। নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ইতি ॥ ২৬ ॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অনুষ্ঠীয়মান, অভ্যাস দ্বারা লব্ধোৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং মরণকাল পর্য্যন্ত অনুগত সেই ধ্যানরূপ বেদনই ব্রহ্মলাভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত সমস্ত কর্ম্মই যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরে, 'মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [শ্রুতি] দৃষ্ট হয়।' 'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই (বিদ্যোৎ-পত্তি-) কার্য্যের নিমিত্তই [অনুষ্ঠেয়], যেহেতু [শ্রুতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয়।' 'বিদ্যার সহকারিরূপে [কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়]।' ইত্যাদিস্থলে [সূত্রকারও] এই বিষয় বলিবেন॥

(২৬)। বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন,—'বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ (ন+উৎ+হর্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ।'

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন না করার নাম 'বিবেক।' 'আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,' এই শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম 'বিমোক।' 'শান্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,' এই শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। কোন

(*) 'জাতিদুষ্ট'—কলঞ্জাদি। বিষাক্ত বাণদ্বারা নিহত পশুপক্ষীর মাংস ও শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলে। প্রমাণ,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং কলঞ্জং স্যাৎ, শুষ্কমাংসমথাপি বা।" 'আশ্রয়দুষ্ট'—আশ্রয়ের দোষে দূষিত অন্নকে 'আশ্রয়দুষ্ট বলে; যেমন পাপীর অন্ন। 'নিমিত্তদুষ্ট'—কোন আগন্তুক কারণে দূষিত অন্নকে 'নিমিত্তদুষ্ট' কহে; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন।

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি। নির্ব্বচনং—ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। [বৃহদা০ ৪।৪।২৩]। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানাশকেন" (*) ইতি চ। [বৃহদা০, ৪।৪।২২]। সত্যার্জ্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি। নির্ব্বচনং—"সত্যেন লভ্যস্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইত্যাদি। দেশ-কালবৈগুণ্যাৎ শোক-বস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জন্যং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনবসাদ ইতি। নির্ব্বচনং—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইতি। তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনুদ্ধর্ষ ইতি। অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ। নির্ব্বচনমপি—"শান্তো দান্ত" ইতি ॥২৭॥

এবং নিয়মযুক্তস্যাশ্রমবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

তত্ত বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষার নাম 'অভ্যাস'। এ বিষয়ে ভাষ্যকার নিজেই 'সদা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন,' এই স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন ॥

(২৭)। ক্রিয়া কি?—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। নির্ব্বচন—'এই ক্রিয়াবান্ [ব্যক্তি] ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' 'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্যা—অনাশক (ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন।' "কল্যাণ"—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (নিষ্ফল চিন্তা)। নির্ব্বচন—'এই বিরজঃ (নির্দ্দোষ বা দুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন', ইত্যাদি। 'অনবসাদ'—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্তু অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-মরণাদি বিষয়ের স্মরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌর্ব্বল্য এবং তজ্জন্য যে অপ্রসন্নতা, তাহা অবসাদ, তাহার বিপরীতভাব—'অনবসাদ'। নির্ব্বচন—'[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধর্ষ, তদ্বিপরীতভাব 'অনুদ্ধর্ষ'। অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নহে—বিরোধী (†)। নির্ব্বচনও আছে—'শান্ত দান্ত' ইত্যাদি ॥

(২৮)। উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকর্ম্মের দ্বারাই বিদ্যা-নিষ্পত্তি

(*) কামানশনমনাশকং, নতু ভোজননিবৃত্তিঃ, ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়তে এব ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

(†) দেশ, কাল প্রভৃতি সহায় সকল অনুকূল, এবং প্রিয়জনের অভাব-জনিত কোন দুঃখও নাই, এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, বিষয়ে গাঢ় প্রেমের ন্যায় তাহার সে অতি আহ্লাদও চিত্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে।

ভবতি। তথাচ শ্রুত্যন্তরং—"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং, স হ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" [ঈশোপ০ ।১১]। ইতি। অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কর্ম্ম। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা মৃত্যুং জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কর্ম্ম তত্ত্বা—অপোহ্য, বিদ্যয়া জ্ঞানেনা-মৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাঽ-বিদ্যা—বিদ্যেতরদ্ বিহিতং কর্ম্মৈব। যথোক্তং—

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া॥"
[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি॥ ২৮॥

জ্ঞানবিরোধি চ কর্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি-ত্বেনানিষ্টফলতয়া উভয়োরপি পাপ-শব্দাভিধেয়ত্বম্। অস্য চ জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিবৃদ্ধিদ্বারেণ। পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—"এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি" [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাবগম্যতে। রজ-স্তমসোর্যথার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতি-পাদিতং "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্," [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা। অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম্ম নিরসনীয়ম্। তন্নিরসনং চ অনভি-সংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্ম্মেণ ।৮.

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—'যিনি প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।' এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্মই 'অবিদ্যা'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। 'অবিদ্যা'—কর্ম দ্বারা 'মৃত্যু'—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূর্ব্বতন কর্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম করিয়া, 'বিদ্যা'—জ্ঞান দ্বারা 'অমৃত'— ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়'। ইহা ঐ শ্রুতির অর্থ। মৃত্যু-ত্রাণের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত 'অবিদ্যা' অর্থ—বিদ্যা-ভিন্ন,—বিহিত কর্ম্ম-মাত্র। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে, যথা—'জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাক্তন কর্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন।'

(২৯)। পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—সুতরাং অনিষ্ট-(যাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) ফলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্রুতিঃ,—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি। তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনভূতং জ্ঞানং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাপেক্ষম্ (১)। অতোঽপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানং, কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং, ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ব্ববৃত্তা বক্তব্যা ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন সম্পৎস্যন্তে। স্থিরতর (৩) ফল সাধনেতিকর্ত্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্ ঋতে কর্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাস্থিরত্বাত্ম-নিত্যত্বাদীনাং দুরববোধত্বাৎ।

(পাপ ও পুণ্য) 'পাপ'-শব্দের প্রতিপাদ্য (*)। জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তশুদ্ধি; পাপ তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী। 'ইনিই (ভগবান্ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন।' এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে। রজঃ ও তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্ই, 'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে' ইত্যাদিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞানলাভের জন্য পাপকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-দ্বারা [হয়]। এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, 'ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়।'

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত আশ্রম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ।

অতএব, অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জ্ঞাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই (কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার 'পূর্ব্ববৃত্ত' বলিতে হইবে।

(৩০)। আরও [কারণ,] মীমাংসাশাস্ত্র শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি [কারণগুলি] সমুৎপন্ন হয় না; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্ত্তব্যতা (+) অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক; তাহা না হইলে কর্ম্মের স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্বে নিত্যত্ব ও অস্থিরত্বে অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইয়া পড়ে।

(*) অভিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ম্মে যে চিত্তশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই; পুণ্য কর্ম্মও ঠিক সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায়।

(+) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আপেক্ষিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি? কিরূপ লোক তাহার অধিকারী ইত্যাদি। (১) কর্ম্মাপেক্ষমিতি কচিৎ। (২) ফলত্ব স্থিবে (খ) পাঠঃ।

এষাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিভ্যঃ, স চ তার্তীয়ঃ।(*) উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কর্ম্ম-সমৃদ্ধ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তান্যপি কর্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদ্গুণ্যাপাদনান্যেতানি, সুতরামিহৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কর্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সর্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাহুঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সর্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।৮

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্", [ছান্দো০, ৬।২।১]। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," [মুণ্ড০ ১।১।৫]। "যৎ তদদ্রেশ্য-

---

শমাদি গুণ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ 'এ সকল কিসের অঙ্গ'? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার 'শ্রুতি-লিঙ্গ' প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কর্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে]। উদ্গীথাদি উপাসনা সকল কর্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধক, [অতএব কর্ম্মাঙ্গ] হইলেও ফলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কর্ম্মসমুদয়ও ফলানুসন্ধান-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হয়, এবং এই উদ্গীথাদি উপাসনাও সেই সকল কর্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা সুসংবদ্ধ। সেই উদ্গীথাদি উপাসনার যে, কর্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সর্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যাহা জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (†) যেহেতু,

শঙ্কর মতের সমালোচনা।

(*) এতত্ত্ব দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থং, কর্ম্মমীমাংসোক্ত সকলন্যায়-সাপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মবিচারস্য। কর্ম্মমীমাংসায়াং প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদঃ কর্ম্মভেদকারণং শব্দান্তরাভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থ-ভেদ-প্রদর্শনেন পুরুষার্থৈঃ ক্রত্বর্থানাং প্রয়োগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—ক্রত্বর্থ-পাঠ-প্রবৃত্তিমুখ্যকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামান্যাতিদেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দ্দেশঃ, একাদশে দ্বাদশে চ তন্ত্র-প্রসঙ্গৌ নিরূপিতৌ। উক্তঞ্চ,—'ধর্ম্মধীর্ম্মভেদাঙ্গ-প্রযুক্তি-ক্রম-কর্তৃভিঃ। সাতিদেশ-বিশেষোহ-বাধ-তন্ত্রপ্রসক্তিভিঃ' ইতি।

(†) পশ্চাৎ উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথার সমর্থন করা হইতেছে।

মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৬]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি০ ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। "যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"। [কেন০, ২।৩]। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ।" [বৃহদা০, ৩।৪।২]। "আনন্দো ব্রহ্ম", [তৈত্তি০ ৩।৬।১]। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", [বৃহদা০ ৪।৫।৭]। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা০ ৪।৪।১-৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,

---

'হে সোম্য! এ জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় সংরূপে ছিল।' (*) 'অনন্তর, পরা [বিদ্যা] বর্ণিত হইতেছে], যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন।' 'যিনি সেই 'অদ্রেশ্য'—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, 'অগ্রাহ্য'—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'অগোত্র'—বংশ অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, 'অবর্ণ'—স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম বা শুক্লাদিগুণ বর্জ্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন, হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্ব্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয় (বিকার-শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ; ধীরগণ, তাঁহাকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন।' 'ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ।' '[ব্রহ্ম] নিষ্কল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ)।' 'যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, [বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন। আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন]।' (†) 'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে যত্ন করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না।' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।' 'এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ।' 'ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,'

(*) উদ্দালক মুনি, পুত্র—শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শান্তশীল, এই যে বিশাল জগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

(†) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত, মনীষিগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এজন্য, তাঁহারা মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে যখন জানা যায় না, তখন তিনি আমাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষয়ীভূত নহেন। আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন করে নাই; সে তাঁহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া 'ব্রহ্ম জানিয়াছি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।

তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা০ ৪।৫।১—৫]। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" [ছান্দো০, ৬।১।৪]। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" [তৈত্তি০, ২।৭।১]। "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১]। "মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৩]।
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।২।৬]।
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃপতে!
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ ॥

'যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শনকরে; কিন্তু, যে অবস্থায় সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? এবং কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে?'। 'বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য, কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' 'জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয়।' 'স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম্ম (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাব) হয় না, যেহেতু সর্ব্বত্র—[নির্ব্বিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়]।' '[স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু] কিন্তু, কেবলই মায়াময়; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না॥'

(৩২)। [নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] 'যাহা ভেদরহিত, কেবল সত্তাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত॥' 'বস্তুতঃ' নিতান্ত নির্ম্মল, 'জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—বিষয়াকারে অবস্থিত হন॥' 'হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অন্য কিছুই নাই। তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অযোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ [পৃথক্] দর্শন করিতেছে।' 'অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু এরূপ) মনে করায় মোহান্ধকারে ভ্রমণ করে॥'

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।৫।৩৮-৪১]
তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ ॥
বেণুরন্ধ্র-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ।
অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পু০,২।১৫।৩১-৩২]
যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিব-সত্তম !
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ [বিষ্ণু০, ২।১৩।৮৫]
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদ্-
আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)
ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যং,
তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।(†) [বিষ্ণু পু০, ২।১৬।২৩-২৪]
বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৯৪]
অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। [গীতা, ১০।২০]
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। গীতা, ১৩।২]
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্। [গীতা, ১০।২৯]

ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপরৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যং, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

'হে পরমেশ্বর, কিন্তু, যাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাভিজ্ঞ, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন॥' 'যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু)। অতএব, দ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞ নহে॥' 'যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া 'ষড়্জ' প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয়; পরমাত্মায় এই (ভেদও) সেইরূপ॥'

(*) "একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ" ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্।
(†) "স চাপি জাতিস্মরণাপ্ত-বোধঃ, তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ" ইত্যুত্তরার্দ্ধম্।

মিথ্যাত্বং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্ব্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বম্। যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্। এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদং সর্ব্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা।

'হে পার্থিবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে; তাহা হইলে, 'এই আমি' এবং 'অমুক অন্য' এইরূপ বলিতেও পার।' 'সেই আমি' 'সেই তুমি' এবং 'সে', এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ। [অতএব) ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর॥' 'তৎকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন॥' 'ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসৎ বা অবিদ্যমান ভেদ সমুৎপাদন করিবে?॥'

'হে গুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন,) আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি)॥' 'হে ভারত, (অর্জ্জুন,) আমাকে সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে॥' 'আমি বিনা থাকিতে পারে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এরূপ কোন ভূত নাই॥'

বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গম্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায়। (§) যেমন,—রজ্জু-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয়। এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও স্থাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাত্বং নামেতি। অত্র দণ্ডাদি-নিবর্ত্ত্য-ঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'জ্ঞান'-পদং। তথাপি, ঈশ্বরাদীনাং সকলবস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় 'মাত্রার্থো বিবক্ষণীয়ঃ'। তথাচ, যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্ত্যত্বমিত্যর্থঃ। প্রবলতর-ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে সত্যরজতাদৌ, অতিব্যাপ্তি-বারণায় 'যথাবস্থিত'-পদং। যথাবস্থিত জ্ঞান-পদয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব শঙ্কাপরিহারায় চ 'বস্তু' পদং, অন্যথা ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, যতস্তত্র, বিষয়স্যৈবাযথাবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব। জ্ঞানপ্রাগভাবে ব্যভিচার-বারণায় "প্রতীয়মানত্ব-পূর্ব্বক'-পদং। অত্র 'জ্ঞাননিবৃত্তত্ব' মিত্যনুক্ত্বা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং ইত্যুক্ত্যা যোগ্যত্বং বিবক্ষিতং। ততশ্চ, কদাচিৎ যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জু-সর্পাদেঃ অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সত্ত্বাৎ নাব্যাপ্তিশঙ্কা। (†) বিবিধেতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(‡) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

(§) রজ্জু সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটী মিথ্যা; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই 'এটা সর্প নহে, রজ্জু' এই যথার্থ রজ্জু জ্ঞান হইবামাত্র বাধিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা।

"অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্।"
[ছান্দো০, ৮।৩।১-২]।

"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।"। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। [শ্বেতাশ্বং ৪।১০]। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" [গৌড়পাদঃ, ৩।২৫]। "মম মায়া দুরত্যয়া"। [গীতা ৭।১৪]। "অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা

(দোষ-কল্পিত বলিয়াই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা। (ব্রহ্মের) স্বরূপাবরক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সৎ ও অসৎ-রূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) 'দোষ'-পদ বাচ্য। (*)

'অনৃত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও মিথ্যা তাহার আবরণ।' (†) 'সে সময় (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপর্য্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিন্মাত্র ব্রহ্মে যে, এই 'জগৎ'-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক। সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অগ্রেই তাহার স্বরূপটী আবৃত করে, পশ্চাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে। তন্মধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে 'আবরণ শক্তি' এবং সেই আবৃত বস্তুতে অন্য বস্তু প্রদর্শনের শক্তিকে 'বিক্ষেপশক্তি' বলে। "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।" এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, 'বিক্ষেপশক্তি'-প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'সদসদনির্ব্বচনীয়'কথার ভাব এই যে,—অবিদ্যা যদি সৎ—যথার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সৎ—অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও উহার নিবৃত্তি বা অভাবভাব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। অতএব, অবিদ্যাকে 'সৎ' বলা যায় না; পরন্তু 'অসৎ'ও বলা যায় না। কারণ, অসৎ অর্থ—যাহা কিছুই নহে। অশ্ব-ডিম্ব ও আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কোন অসৎ পদার্থেরই কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অশ্বডিম্ব কখনও অশ্বশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুসুম কখনও গন্ধ বিতরণ করে না। অতএব, অবিদ্যা অসৎ হইলে সেও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসৎ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং, অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে,—অনির্ব্বাচ্য। সেই অবিদ্যা আবার 'অনাদি', অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি) নাই বা নিরূপণ করা যায় না। অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও দৃশ্যমান জগতেরই তুল্য, সুতরাং, তাহার পক্ষে "অবিদ্যা সর্ব্বকারণম্" একথা চলিতেই পারে না। পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়।

(†) ইহার অনুরূপ ভাব 'ঈশোপনিষদে' উক্ত আছে,—"হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তৎ ত্বে পূষন্ অপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" অর্থাৎ 'হিরন্ময় বস্তু যেরূপ স্বীয় উজ্জ্বলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবুধ্যতে।" [গৌড়০, ১।১৬], ইত্যাদিভির্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যয়া সদসদনির্ব্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং পশ্যতীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্,—

"জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ অশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতানি ॥ (*)
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।
তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)
[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯]।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গূঢ় ছিল।' (‡) 'মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান কারণ) এবং মায়াবান্‌কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ইন্দ্র অর্থাৎ ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।' 'আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া'। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়া, অনাদি অবিদ্যা বা মায়ায় আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—'যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু (জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের স্ফুরণমাত্র জানিও॥' 'কিন্তু, যখন সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত), নির্দ্দোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বিবর্জ্জিত জ্ঞান উদিত হয়, তখন, নিশ্চয়ই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর কোথাও প্রকাশ পায় না॥'

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচয় অসৎ হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসৎ বাহ্য বস্তুকে এখানে 'হিরণ্ময় পাত্র' বলা হইয়াছে। এবং 'সত্য' শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথচ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে যেরূপ লোক-লোচন-গোচর হয় না, সেইরূপ বাহ্য জগতের চাকচিক্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পতিত হন না।

(*) বিবিধং জ্ঞায়তে অনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞান'-শব্দেন 'অবিদ্যা' অভিধীয়তে। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) সৎ-সমস্তাৎ কল্প্যতে হনেনেতি সংকল্পঃ—অবিদ্যা।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যাহা অভিব্যক্ত—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সৎ, আর তদ্বিপরীত সমস্তই অসৎ। এই প্রাকৃত নিয়মানুসারে অভিব্যক্ত স্থূল কার্য্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য, সুতরাং সৎ; আর অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া 'অসৎ'। ফল কথা, 'সৎ' অর্থ কার্য্য, আর 'অসৎ' অর্থ কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কার্য্য ছিল না, সুতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটী পরস্পর সাপেক্ষ, কোন কার্য্য না থাকিলে 'কারণ' বলা যায় না, আবার, কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে 'কার্য্য' বলা চলে না। এখন, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ, অসৎ, উভয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে 'তমঃ' অর্থ অজ্ঞান। কারণ, অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ! বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তৈ বহুধাঽভ্যুপেতম্ ॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥"

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিদ্যায়া নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং বদন্তি,—

"ন পুনর্ম্মৃত্যবে, তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি। [ছান্দো°, ৭।২৬।২]। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।" [তৈত্তি°, ২।৭।১]। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য

'হে দ্বিজ, অতএব, বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কর্ম্ম-ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে॥' '(অতএব) বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সর্ব্ববিধ লোভাদিসম্বন্ধ-রহিত, 'সদাএক' (জন্ম-জরা ও (*) বৃদ্ধ্যাদি বর্জ্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাসুদেবই সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক্ আর কিছু নাই॥' 'জ্ঞানই সত্য, অন্য সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সৎ-তত্ত্ব আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। আর এইযে, জগদ্ব্যাপী সর্ব্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষয়েও তোমার (সেই নিয়মই) উক্ত হইল॥'

(৩৪)। (নিম্নোক্ত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। (শ্রুতি বাক্য যথা—,)

'পুনর্ব্বার 'মৃত্যু' বা অবিদ্যা-লাভের জন্য সেই একত্ব দর্শন করে না; (জীবও ব্রহ্মের) একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না।' 'এই জীব, যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিরুক্ত (নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয়।' 'সেই সর্ব্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রন্থি সকল ভাঙ্গিয়া যায়,

---

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিদ্যারহিত, বিমল অর্থ—অবিদ্যাকৃতভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পদে ভেদজ-শোক-লোভাদি বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” [মুণ্ড০, ২।২।৮]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। [মুণ্ড০, ৩।২।৬]। “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে। যথা সনৎসুজাত-বচনম্;—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি। (*) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০,২।১।১]। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি- শোধক- বাক্যাবসেয়- নির্ব্বিশেষস্বরূপ- ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। “আত্মেত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭]। “তৎ ত্বমসি”, [ছান্দো০, ৬।২]। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে!” “তদ্‌যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।’ (†) ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অন্য পথ নাই—।’ ইত্যাদি।

এস্থলে যে ‘মৃত্যুমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘মৃত্যু’-শব্দে ‘অবিদ্যা’ অর্থ কথিত হইয়াছে। দেখ, ‘সনৎসুজাতগ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সর্ব্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি; [আর] সর্ব্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অমৃতত্ব’ বলি।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অনুভূতি) ও আনন্দস্বরূপ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষভাব-প্রতিষেধক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবর্ত্তক]। [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অমুক (উপাস্য) অন্য,’ এবং ‘আমি অন্য,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চ্চনা করে, সে জানে না।’ ‘[উপাস্যকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’)।’ ‘হে ভগবতি দেবতে!

(*) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ প্রাক্ “মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণস্য মোহস্য মৃত্যুত্বং পরমতত্বেনোপন্যাস্য ইহ তু স্বমতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্। প্রমাদঃ—যথাবদপ্রতিপত্তি-রন্যথাপ্রতিপত্তিশ্চ। তথা চ আত্ম-বিষয়েঽনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহস্যাপি হেতুরিত্যতস্তন্মূলভূতাবিদ্যৈব ‘প্রমাদ’-শব্দেন বিবক্ষিতা, সৈব মৃত্যুরিত্যাশয়ঃ।

(†) ২০ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে এই শ্রুতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সূ॰, ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, 'আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ, সর্ব্বস্য তন্নিষ্পত্তে'রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য সকারণস্য বন্ধস্য নিবৃত্তির্যুক্তা ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজন্য-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা 'রজ্জুরেষা, ন সর্পঃ' ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োর্বিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োর্বিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্ব্বোত্তরয়োর্দুষ্টকারণ-জন্যত্ব-তদভাবাভ্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক।' 'অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।' ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান' সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং '[উপাসকগণ] 'আত্মা' বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।' এই ব্রহ্ম-সূত্রেও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—'আত্মা' এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে হেতু এ সমস্তই তাহাতে নিষ্পন্ন বা কল্পিত।' এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বন্ধন ও তৎকারণ (অবিদ্যা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপদেশমাত্রে তাহার নিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর],—'এটা রজ্জু,—সর্প নহে', এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-দ্বয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে বহুৎ বৈষম্য আছে]। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণদ্বয়ের বিরোধেইবা বাধ্য-বাধকভাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটী দুষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্ত্তী বাধক-জ্ঞানটী অদুষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধক-ভাব হয়]। তাহা হইলে, অদ্বৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ বোধ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুই কেবল প্রতিকূল উপদেশমাত্রে বাধ হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু 'সৎ' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, কদাচ্ প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি ন কারণং, জ্বালা-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দ্দাযোগাৎ, তত্র হি জ্বালৈক্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে। এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে 'সৎ'—'মিথ্যা নহে' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; সুতরাং কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। যেহেতু, 'শব্দ'-অপেক্ষা 'প্রত্যক্ষ'প্রমাণ বলবান্। অতএব, 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব'-জ্ঞানে দ্বৈত-জ্ঞান কখনও বিধ্বস্ত হইতে পারে না। এ কথার উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা, যদি অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অনুচিত হয়, তবে, 'এটা সর্প নহে—রজ্জু'; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ; আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলীভূত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলিতেছে—'এই জগৎ সৎ', আর শাস্ত্র বলিতেছে—'না—জগৎ মিথ্যা'। সুতরাং, অদ্বৈতোপদেশে ভেদ-নিবৃত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিবৃত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

ভাল, 'রজ্জু-সর্প' স্থলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজ্জুজ্ঞানে পূর্ব্বভব সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার, চক্ষুঃ-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়ং-সময় প্রভৃতি কতক গুলি দোষ আছে, যাহাতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও বাধ্য; আর, পরবর্ত্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে উহা সত্য ও বাধক। জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না— এ কথাও বলা চলে না,—কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অদ্বৈতবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না, বরং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং 'রজ্জু-সর্প'-দৃষ্টান্ত অনুচিত হইতে পারে না॥

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতাদি [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার প্রভেদ-জ্ঞাপক অনুমান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ্ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ্ বাধকমিতি সর্ব্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য- নির্ব্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাবাববোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বন্ধ-নিবৃত্তির্যুক্তৈব। (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্যানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিদ্যাখ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অন্যথা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য; আর, যাহা অনন্যথা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অন্যত্র যাহার বিষয় বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক। ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্ব্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকা সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিষ্ফলত্ব শঙ্কাও নাই।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিদ্যা-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে।

(*) সাবকাশত্বাদন্যথাসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং, 'অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশং' ইত্যনন্তরোক্তেঃ। অত্র চ, বিষয়ান্তরসত্ত্বাৎ অপ্রামাণিককোটি-প্রবেশো বা সাবকাশত্বম্। তেন চ, বোধস্থাপিতার্থবিষয়-প্রামাণান্তরেণাপি সম্ভাবিতোৎপত্তিকত্বম্ অন্যথাসিদ্ধত্বম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণবাধেনাপি সম্ভবদুদয়মিত্যাশয়ঃ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধত্বং নাম, তদর্থ-প্রমাণতাং বিনাঽনুদয়ত্বং—বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাধেনানুদয়ত্বমিতি যাবৎ, তদপি অনবকাশত্বাৎ। অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরালাভোঽপ্রমাণ-কোটি-নিবেশাভাবো বা। অতশ্চ, অপ্রমাণকোটি-ন্নন্তর্ভাব-বিষয়ান্তরালাভাভ্যাং বিরুদ্ধার্থোপস্থাপক-প্রমাণবাধেনানুদয়ত্বমিত্যাশয়ঃ। ইতি শ্রুত-প্রকাশিকা।

(‡) "তস্মাৎ" অন্যথাসিদ্ধত্বানন্যথাসিদ্ধত্বমাত্রেণ বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকত্বাদিত্যর্থঃ। অনাদীত্যাদি, অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ত্বাদনাদি-নিধনম্। তদুক্তং—"অনাদি-নিধনা হ্যেষা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।" ইতি। "অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং যদক্ষরম্।" ইতি চ। নিত্যেত্যাদি,—অত্র নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্। শুদ্ধত্বং—অবিদ্যাশূন্যত্বম্। তস্মাদেব, মুক্তত্বং—অবিদ্যা-নিবন্ধন-জন্মাদিরাহিত্যম্। বুদ্ধত্বং-দীপ্তিমত্ত্বম্। পুনশ্চ, 'স্বপ্রকাশত্বং'—অপরার্থস্বপ্রকাশত্বম্। চিন্মাত্রেতি 'মাত্র'পদং চিতঃ জ্ঞেয়ত্বাদি-নিরাসার্থম্। উভয়পদস্য ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ ঐক্য-বোধেনেত্যর্থঃ। বিকল্পঃ—বিবিধঃ জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদিভাবেন কল্পঃ—বোধঃ।

নমু, অনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দ্দোষস্যাপি শাস্ত্রস্য "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-কামো যজেত," ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, "পূর্ব্বাপরাপচ্ছেদে পূর্ব্বশাস্ত্রবৎ" মোক্ষশাস্ত্রস্য নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব। বেদান্তবাক্যেম্বপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যায়ঃ, নিগু´ণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ।

নমু চ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৬]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ," [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং ? নিগু´ণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্", [বৃহদা০, ৩।৮।৮]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি০, ২।১।১]। "নিগু´ণং নিরঞ্জনং", [শ্বেতা০,৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরস্তসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্যং প্রতিপাদয়ন্তি, ইতরাণি চ সগুণম্। উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

---

(৩৭)। ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দ্দোষ—'স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা দ্বৈত-সাপেক্ষ। [উত্তর,] পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীর মধ্যে 'অপচ্ছেদ' বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব্ব শাস্ত্র দুর্ব্বল হয়, তেমন নিরবকাশত্বপ্রযুক্ত মোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র] বাধিত হইবে। আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক, তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য ; কারণ, পরব্রহ্ম নিগু´ণ, [তাহার সম্বন্ধে গুণ-বিধান সত্য হইলে নিগু´ণ বাক্যগুলি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে]।

ভাল, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ববিৎ।' 'ইঁহার (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়। 'তিনি সত্যাভিলাষ ও সত্যসঙ্কল্প (সংকল্প-সিদ্ধ)।' ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতি পাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বাধা হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগু´ণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে [বাধা হইবে]।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—'ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে'। 'ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', এবং 'নিগু´ণ ও নিরঞ্জন' ইত্যাদি বাক্যনিচয় সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ভাব-বিরহিত-নিত্য-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে। উভয় প্রকার (সগুণ-নিগু´ণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত 'অপচ্ছেদ'

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নির্গুণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষত্বেন পরত্বাদ্ বলীয়স্ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

ননু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ প্রতীয়ন্তে ? নেত্যুচ্যতে, সামানাধিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতেঃ। (+)

ন্যায়ানুসারে নির্গুণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিষেধক ঐ সকল বাক্য গুণ-সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্তী। অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না। (‡)

(৩৮)। ভাল, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতীত হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামানাধিকরণ্য বা পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে। (§)

(*) অত্র 'কূটস্থবৎ' নির্বিকারবৎ, কূটবৎ নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে" ইতি শব্দতত্ত্বম্।

"উভয়বিধ...অপহীনং"। অয়মাশয়ঃ,—সত্যেব নিষেধ্য-বিষয়ে নিষেধঃ প্রবর্ততে, অসতি তু নৈব নিষেধঃ সংগচ্ছতে। ততশ্চ, প্রাক্ সগুণ-বাক্যেষু গুণোপদেশাভাবে, গুণ-প্রতিষেধপর-নির্গুণবাক্যানাং নির্বিষয়ত্বং প্রসজ্যেত; প্রাপ্তপ্রসক্তস্যৈব নিষেধ্যত্বাৎ। অতো নিষেধ্য-গুণসাপেক্ষত্বেন নির্গুণবাক্যানাং পরত্বং, পরত্বাচ্চ বলীয়স্ত্বম্। সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্বাৎ অবৈয়র্থ্যং, অতঃ সুষ্ঠুক্তং "ন কিঞ্চিদপহীনমিতি।"

(+) 'ননু...প্রতীতেঃ।" অত্র 'চ'-কারঃ দোষান্তরসমুচ্চয়ার্থকঃ। 'সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ' ইতি ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ ; সত্যত্ব-জ্ঞানত্বাদয় ইত্যর্থঃ। "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে" ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্ব-পর-'দ্ব্যেক'শব্দবৎ, অন্যথা 'জ্ঞানেষু' ইতি স্যাৎ।

সামানাধিকরণ্যং হি "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্য"মিত্যুক্তলক্ষণম্। সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যস্য, তত্তথেত্যাশয়ঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, 'অপচ্ছেদ' কথাটি পূর্ব্বমীমাংসায় পরিভাষিত। তাহার ভাব এই,—অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও যজমান, এই কয়জন যজ্ঞীয় পুরুষ পরপর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গমন করিবে। তন্মধ্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্তু, ক্রমে যদি একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, পরবর্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা পূর্ব্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নির্গুণ-বোধক বাক্যেও ঠিক সেই নিয়ম,—'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিতেছে, আর "সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ" এবং 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইত্যাদি বাক্যনিচয় তাঁহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে। যদি এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নির্গুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সকল পূর্ব্ববর্ত্তী, আর নির্গুণ-বাক্যসকল পরবর্তী। নিষেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না ; প্রথমে সগুণ-বাক্যে ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নির্গুণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নির্গুণবাক্যের অবতারণাই অসঙ্গত হইত। পক্ষান্তরে, সগুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য থাকিলে নির্গুণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্বিষয়, সুতরাং উল্লেখ-যোগ্যই হইত না। "পূর্ব্ব-পরয়োঃ পরবিধির্বলবান্", এই নিয়মানুসারেও সগুণ অপেক্ষা নির্গুণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

(§)। বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্ব্বত্র সামানাধিকরণ্য হয় না। কারণ, তিন শ্রেণীর শব্দ দৃষ্ট হয় :— (১) কতক গুলি শব্দ আছে, তাহারা বিশেষণই হউক, আর বিশেষ্যই হউক, কখনই বিভিন্ন অর্থ বুঝায়

অনেকগুণ-বিশিষ্টাভিধানেঽপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভিধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ। একার্থত্বং নাম—সর্ব্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্টপদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ, (*) ততশ্চৈকার্থত্বং ন সিধ্যতি। এবং তর্হি, সর্ব্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ, অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ। একার্থাভিধায়িত্বেঽপি অপর্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,] এই 'দেবানাংপ্রিয়' (†) অর্থাৎ মেষ বা পশু, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না। [কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদ গুলির অর্থৈক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থবোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, (‡) কাজেই 'একার্থত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না। [শঙ্কা—] এরূপ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতিপাদন

না। যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি। এ সকলের কখনও সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। (২) কতকগুলি শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই ভিন্নার্থবোধক হয় না। যেমন,—ঘট, কলস, কুম্ভ প্রভৃতি। ইহাদেরও সামানাধিকরণ্য হয় না। (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে ভিন্নার্থবোধক হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থ ই বুঝায়। যেমন, 'গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ,' এস্থলে 'গৌরবর্ণ' ও 'যুবা' এই বিশেষণ দুইটী পরস্পর ভিন্নার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-'পুরুষ'কেই বুঝাইতেছে। এজন্য, এস্থলে 'একার্থ-বৃত্তিত্ব'-রূপ সামানাধিকরণ্য হইল। 'সত্য জ্ঞানাদি' স্থলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও প্রধান-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হইতেছে; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত সামানাধিকরণ্যের বিষয় হওয়ায় একার্থ-প্রতিপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

(*) সর্ব্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যস্যেত্যর্থঃ। পৃথক্‌পৃথগর্থে পর্য্যবসায়িনাং পদানামেকপ্রধানার্থাশ্রয়াৎ অর্থৈক্যং ব্যধিকরণবাক্য এব, সমানাধিকরণবাক্যে তু পদানামেবৈকার্থপর্য্যবসায়িত্বমুক্তং ভবতি। অত্র চ ব্যতিরেকেণ বিশেষ্যাভেদে বিশেষণাভেদশ্চ ভবতীত্যুক্তং ভবতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)

(†) "দেবানাং প্রিয়" কথাটি মূর্খত্ব-জ্ঞাপক ও বিদ্রূপাত্মক। ইহার অর্থ—মেষ বা পশু। কারণ, সাধারণতঃ যজ্ঞে মেষ ও অন্যান্য পশু দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পশু-বলি দ্বারা দেবগণের বহুবিধ তৃপ্তি হয়।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটী মাত্র পদ বিশেষ্য, অপর গুলি তাহার বিশেষণ হয়। যদিও সেই বিশেষণ গুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু, ফলতঃ তাহারা একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে। ইহাকেই 'একার্থত্ব' বলে। যেমন,—'স্বর্ণবর্ণ, সুগন্ধি ও সুরস ফল,' এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হউক, তথাপি, এ স্থলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র ফলকেই বুঝাইতেছে। এইরূপ, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম', ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু, আর অন্য অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ায় 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়াদেকস্যৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থ-বিরোধি-প্রত্যনীকপরত্বেন সর্ব্বপদানামর্থবত্ত্বমেকার্থত্বমপর্য্যায়তা চ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-বিরোধিরূপম্। তদ্বিরোধিরূপং সর্ব্বমনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদস্যতে।(*) তত্র 'সত্য'-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরং, 'জ্ঞান'-পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্, 'অনন্ত-'পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্য্যায়তা বা সমানার্থতা হউক ? [উত্তর,—] একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্য্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয়; সেই নিশ্চয়-বলে সেই একটী অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়, তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্থ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্য্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাঁহার স্বরূপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাঁহা হইতে] পৃথক্ করিয়া দিতেছে। (†) তন্মধ্যে, 'সত্য' পদটী, বিকারশীল (সুতরাং) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।" অর্থাৎ আনন্দ, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যত্ব, এই তিনটী ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয়।

পক্ষান্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ 'সত্য' 'জ্ঞান' প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যদি ব্রহ্মের সহিত অন্বিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—'সত্য-ব্রহ্ম, জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম।' কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমন একটী বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নাকারে প্রতীত হয়। এই নিমিত্তই (কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(*) "লক্ষণতঃ" অত্র 'লক্ষণ'-পদেন স্বরূপ-লক্ষণমেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্। এতেন ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেন শঙ্কিতা যে ভেদ-পরা বোধাঃ, তদ্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোঽস্য শোধক-পদত্রয়স্য ব্যাবৃত্তিপরত্বং সমুচিতমিত্যায়াতম্। সত্যাদি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরমেব, অত একার্থং, পর্য্যায়ত্ব প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং "ফলত" ইতি।

অত্র যদ্যপি, সত্যাদীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃত্তির্ভবিতুমর্হতি, তথাপি ব্রহ্মণি শঙ্কিতত্বেতর-পদার্থ গত-বিরোধিত্বৈকৈকেন পদেন বারয়িতুমশক্যত্বাৎ পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্।

(†) ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ। নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি 'স্বরূপ-লক্ষণ,' যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। আর, যে লক্ষণ আগন্তুক—চিরস্থায়ী বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী নহে, তাহা "তটস্থলক্ষণ", যেমন,—জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি। এখানে 'লক্ষণ' অর্থে 'স্বরূপ-লক্ষণ' বুঝিতে হইবে,—'তটস্থ'-লক্ষণ' নহে। কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, সুতরাং শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ-

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ব্যাবৃত্তপরম্। ন চ ব্যাবৃত্তির্ভাবরূপোঽভাবরূপো বা ধর্ম্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব। যথা (শৌক্ল্যাদেঃ কার্ষ্ণ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তত্তৎপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্ম্মান্তরম্ () এবমেকস্যৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থমপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নির্ধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং ভবতি। এবং (‡) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। 'জ্ঞান'-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্গ হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, এবং 'অনন্ত' পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে।

'ব্যাবৃত্তি' পদার্থটা [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম্ম নহে,—প্রত্যুত, অপর সর্ব্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ]। শুক্লত্বাদি গুণ দ্বারা কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃত্তি হয়, সেই ব্যাবৃত্তিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম্ম নহে। (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে [ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ব্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববিধ বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদ রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সান্ত পদার্থ সকলের 'ব্রহ্মত্ব' ব্যাবৃত্ত বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

(*) স্বমতে প্রভাকর-মতে চ ভাবরূপো ধর্ম্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ অভাবরূপো বেতি। পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবর্ত্ত্যনিরাকরণেন অনন্তাদি-পদানাং সপ্রয়োজনত্বমতি, তস্মাচ্চ পদানাং পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা নিরস্তা। অর্থবত্তরং ইতি 'তর'-প্রত্যয়েন শৌক্ল্যাদি-দৃষ্টান্তাদপ্যত্র প্রয়োজনাধিক্যং সূচিতং; পরোক্তে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাধিক্যমিত্যাশয়ঃ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানুগৃহীতত্বাৎ অস্য বাক্যস্যেত্যাশয়ঃ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যৈকার্থত্বেন শোধক-বাক্যান্তরৈকার্থ্যেন চ হেতুদ্বয়েন স্বরূপমাত্রপরত্বমুপপাদ্যতে। "এবং,—" বাক্যস্য নির্ব্বিশেষ-পরত্বেন নির্ব্বাহে সত্যেব ইত্যর্থঃ।

(§) 'ব্যাবৃত্তি' অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, 'শুক্লপদ্ম' বলিলে 'নীলপদ্মের' নিবৃত্তি বা বারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রভাকর (মীমাংসক) ও নিজের মতে ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, 'এটা রজত নহে—শুক্তি,' এ স্থলে রজতের যে ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তি শুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মে যে অসত্যত্ব, অজ্ঞানত্ব ও সান্তত্বের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্," [ছান্দো°, ৬।২।১] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যং, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," [তৈত্তি° ৩।১।১]। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," [ঐত°, ১।১।] ইত্যাদিভির্জগৎকারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি°, ২।১।১] ইতি।

তত্র (*) সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্ব্বেষু সজাতীয়-ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্। (†) অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা "নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন হইলেই, 'হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সৎই ছিল', ইত্যাদি বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের] সমানার্থত্ব রক্ষা পায়। [তাহার পর,] 'যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে, [তিনি ব্রহ্ম]।' 'হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সৎই ছিল।' 'এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা] নির্দ্দেশ করিয়া এখন, তাঁহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।'

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম হইলে) 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়' (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে। কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটী গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা সহ্য করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্য এবং তাঁহার গুণ অন্য, এইরূপেও ভেদ (দ্বৈত) স্বীকার করে না ; নচেৎ '[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নির্গুণ', ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) 'তত্র'—কারণবাক্যৈকার্থ্যেঽপেক্ষিতে ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

(†) "সদেব" "একমেব" ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্ত্তকাবধারণ-সমভিব্যাহৃতত্বাৎ ইদং 'অদ্বিতীয়'-পদং গুণদ্বারাঽপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ইত্যভিসন্ধিঃ।

(‡) কোন এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন শাখান্তরীয় উপনিষদে উক্ত না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য করা হয়, তাহাকে 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়' বলে।

নির্গুণম্” ইত্যাদিভিশ্চ বিরোধঃ। অতশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমখণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

ননু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তুস্বরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য্য-বৃত্তের্বলীয়স্ত্বাৎ। সামানাধিকরণ্যস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বসম্মতম্ ॥৩৯॥

ননু চ, সর্ব্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা? সমভিব্যাহৃত-পদসমুদায়স্যৈতৎ তাৎপর্য্যমিতি নিশ্চিতে সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং (*) সর্ব্বেষাং বা তদবিরোধায়ৈকস্যেব লক্ষণা ন দোষায়।

হয়। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অখণ্ড, এক-রস অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপেই [ব্রহ্মকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, 'সত্য-জ্ঞান' প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] 'লক্ষণা' করা হয়? (†) না,—এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্য্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, সামানাধিকরণ্যের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য্য, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্য্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াত্মক বাক্যের যখন, 'ইহাই তাৎপর্য্য' এইরূপ [তাৎপর্য্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে।

(*) দ্বয়োরিত্যাদি। অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিস্বীকারে প্রযোজকৌ, নতু পদানামেকত্ব-দ্বিত্বাদিকমিত্যাশয়ঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাত হয়, তাহার নাম 'অভিধাবৃত্তি' বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম 'মুখ্যার্থ'। যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্য্যের অবিরুদ্ধ অন্য একটী অর্থ যাহা দ্বারা বুঝান হয়, তাহাকে 'লক্ষণা' বলে। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি', অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপল্লী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপল্লীর গঙ্গা-জলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা 'গঙ্গা' শব্দে তাহার সন্নিহিত তীর অর্থ বুঝিতে হয়। আবার আবশ্যক যে, মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে 'লক্ষণা' স্বীকার করা অতীব দোষাবহ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্ব্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব্ব-কার্য্য-এব 'লিঙাদের্মুখ্যবৃত্তত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে; কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিত এব মুখ্যোঽর্থ ইতি ক্রিয়া-কার্য্যান্বিত-প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব। অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্ব্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দ্দোষত্ব] স্বীকার করিয়া থাকেন,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিষ্পাদক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন। কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ্' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব্ব। সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায়। আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইয়া নিজ-নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব্ব-কার্য্য-সম্বদ্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অনুষ্ঠেয়-কার্য্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক। (§) অতএব, বাক্যের তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্য সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না। অতএব, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ॥

(*) বাক্যস্য প্রধান-প্রতিপাদ্যভূত কার্য্যার্থসমর্পক-পদস্য লাক্ষণিকত্বাৎ অন্বিতাভিধায়িনাং লক্ষণা স্যাদেব, ইত্যত আহ কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি।

(†) পদানামন্বিতাভিধায়িত্বেন কারক-পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিতাভিধায়িনাং তদন্বিত এব মুখ্যোঽর্থঃ, ইতি তদন্বয়-ত্যাগে লক্ষণৈব, ইত্যাহ কার্য্যান্বিতেত্যাদি।

(‡) 'অতঃ'—সর্ব্বপদ-লক্ষণায়া যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈশ্চাঙ্গীকৃতত্বাদিত্যর্থঃ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসকগণ বলেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।" অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ। সুতরাং, তাঁহাদের মতে বুঝিতে হইবে যে, "কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং," ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে ফলে-ফলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা পুনশ্চ বলিলেন,—'বিধিনা ত্বেক-বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।" অভিপ্রায় এইযে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই 'স্তাবক'রূপে সফল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

লক্ষণাঽপি ন দোষঃ। অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বমুক্তম্। সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য।

নন্বু চ, ঘটোঽস্তি পটোঽস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব সন্মাত্র-গ্রাহীত্যুচ্যতে? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামেক-

---

(৪০) পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয়। বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না; কারণ, নির্ব্বিশেষ, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই]।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন তাহা যে, সৎ-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সৎভিন্ন আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, একথা বলিতেছ কিরূপে?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ। এই কারণেই ভাষ্যে, "কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ" বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্তবিধ ক্রিয়া-বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে 'লিঙ্' নামে অভিহিত হয়। কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই (অদৃষ্ট) লিঙ্-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্য্যমাত্র নহে। "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।" 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যাগ করিবে,' এই বাক্যে 'যজেত'-পদে 'যজ' ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—'ইত' প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—যাগ-জনিত অপূর্ব্ব, (যাহার বলে যজ্ঞাদি-কর্ত্তা মরণের পর স্বর্গফল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। 'স্বর্গ-কাম' প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান অর্থের সহিত মিলিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে—স্বতন্ত্রভাবে নহে। ভাষ্যে-"কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং চেতরেষাং" কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, "অন্ন-কামঃ পচেত।" অর্থাৎ 'অন্নার্থী পাক করিবে,' এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক 'লিঙ্' প্রত্যয় থাকিলেও উহার অর্থ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র। অথচ, 'লিঙ্' প্রত্যয়ের-অপূর্ব্ব-ভিন্ন কোন অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল 'লিঙ্' প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের যাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে, মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, "লোকে 'লিঙ্' লাক্ষণিকী"। অর্থাৎ লৌকিক প্রয়োগে 'লিঙ্'-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্ব্বত্রই লাক্ষণিকার্থ। লৌকিক প্রয়োগে প্রধানাংশ 'লিঙ্' প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ করিবে; ইহাতে আর সংশয় কি? এই কারণেই লৌকিক-বাক্যে একাধিক পদেরও লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফল কথা,—বাক্যের তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে দুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ? সত্যম্; তথৈবাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোঽস্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তদ্ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে? ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি। তয়োর্ভিন্নকাল-জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্ত্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্। ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন স ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিদ্ভির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সৎ-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য বিষয় হয়; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের ন্যায় (†) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা ব্যবহার হইতে পারে? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না?]। [এ কথার উত্তর—] হ্যাঁ, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] 'ঘট আছে' (ঘটোঽস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ, এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না। যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তদ্গত পার্থক্য প্রতীতি হইয়া থাকে; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (সুতরাং ক্রমে ঐ উভয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না)। অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়? না,—তদ্গত পার্থক্য? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বস্তুর স্বরূপানুভূতি ও ভেদ-প্রতিযোগীর (যাহা অপেক্ষায় ভেদব্যবহার হয়, তাহার) স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, সুতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটী আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না? অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষত্ব-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে॥

(৪১) আরও এক কথা,—ন্যায়বিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না। [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) যথা সন্মাত্রস্যৈব প্রত্যক্ষত্বং এক-ব্যবহারহেতুত্বং চ ভবেৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে,—'ঘট' প্রভৃতি যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদে বারংবার 'ঘট ঘট' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে। ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলে জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ থাকে না; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে। এখানেও, যদি, এক সৎ বস্তুই সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এটা ঘট, এটা পট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্ব্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেঽপি 'ভিন্ন' ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি। স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ। যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোঽপি তথৈব স্যাৎ; হস্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্য্যায়ত্বং চ স্যাৎ? নাপি ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তদ্ধর্ম্মঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ]।

একথাও বলিতে পার না যে,—'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন' এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর (যাহা হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সত্ত্বেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না?' যেহেতু, যাহারা বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন; [ভেদ প্রতীতির জন্য যে,] প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তদ্ভেদ, উভয়ই বস্তু-'স্বরূপ', কিছু মাত্র বিশেষ নাই। স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না। এবং [এই মতে], 'হস্ত' ও 'কর' শব্দের ন্যায় 'ঘট' ও 'ভিন্ন' এতদুভয়েরও পর্য্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্ম্মও নহে। কারণ, ধর্ম্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে॥

(৪২)। অপি চ; ঘটত্বাদি-জাতি ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তদ্গত ভেদ-প্রতীতি হইবে। আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটত্বাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি, ঘটোঽনুভূয়তে, পটোঽনুভূয়তে, ইতি সর্ব্বে পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে। অত্র সন্মাত্রং সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিম্বনুবর্ত্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাস্তু ব্যাবর্ত্তমানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ। যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্ত্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবর্ত্তমানাঃ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদয়োঽপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

নমু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ 'রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্প' ইত্যাদি-রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-যথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেরপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্ত্তমানত্বাৎ। রজ্জ্বাদেরপি পারমার্থ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া, কিন্ত্ববাধিতত্বাৎ। অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যম্? /উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোঽস্তীত্যত্র পটাদ্যভাবঃ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোঽস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বম্।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'সৎ' বস্তুরই প্রকাশক—অন্যের নহে।

আর এক কথা,—'ঘট আছে, পট আছে' এবং 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই 'সত্তা' ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখাযায়। উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র 'সৎ' বা সত্তারই অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই 'সৎ'ই পরমার্থ বা যথার্থ বিষয়। পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়িভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ। অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (মাটীর ফাট) ও জলধারা প্রভৃতি অসত্য। ['ঘট আছে', ইত্যাদি স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ]॥

(৪৩)। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, 'রজ্জু-সর্পাদি স্থলে 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু' ইত্যাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর যথার্থ-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যাত্ব [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে। পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুবৃত্তি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন। এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন? হাঁ, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—'ঘট আছে,' এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে]? তাহা হইলে ত 'ঘট আছে' বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধই হইল?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্ত্তমানানাম-পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ত্ততে। তস্মাৎ সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থম্। প্রয়োগশ্চ ভবতি,— সৎ পরমার্থম্ অনুবর্ত্তমানত্বাৎ, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ। ঘটাদয়োঽপরমার্থা ব্যাবর্ত্ত-মানত্বাৎ, রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-সর্পাদিবদিতি। এবং সত্যনুবর্ত্তমানানুভূতিরেব পরমার্থা ; সৈব সতী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদ্ দুর্নিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরস্তঃ। অতএব, সতোঽনু-ভূতি-বিষয়ভাবোঽপি ন প্রমাণ-পদবীমনুসরতি। তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ; সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-প্রসঙ্গঃ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ। সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং [রজ্জু-সর্পের] অবাধিত রজ্জুর ন্যায় কেবল সৎ বা সত্তা ধর্ম্মটী অবাধিত ভাবে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা অনুগমন করে। অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপরমার্থ। (*) এ বিষয়ে অনুমানও করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্ব্বত্র) অনুবৃত্ত হয় ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে রজ্জু প্রভৃতি। ঘটাদি পদার্থ অপরমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহারা ব্যাবৃত্ত হয় ; যেমন, রজ্জু-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি। এই নিয়মানুসারে [জানা যায় যে,] সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ॥

(৪৪)। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য, তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না। কারণ, উক্ত ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অন্য প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় রজ্জুতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে, একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয়। যেই মুহূর্ত্তে ঐ রজ্জুকে 'রজ্জু' বলিয়া জানা যায়, তন্মুহূর্ত্তেই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জু অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা সত্য। বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া। "বাধো মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ।" [পঞ্চদশী]। 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুবৃত্তি' কথার অর্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্ম্মের যে, পরস্পর বিয়োগ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি, তাহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূতরূপে থাকার নাম 'অনুবৃত্তি'। যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট।' এ স্থলে নীল ও শুক্ল [illegible] ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহারা—'ব্যাবৃত্ত', আর 'ঘটত্ব' ধর্ম্মটী কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুবৃত্ত'।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্তৈব প্রকাশমানত্বাৎ। নহি অনুভূতির্বর্ত্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশা দৃশ্যতে; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাভ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষে,উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে—ঘটোঽনুভূয়তইতি। নহি কশ্চিৎ ঘটোঽয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূত-মনিদম্ভাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি। তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

---

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না। এই কারণেই সৎ-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অন্য-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ন্যায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত না। (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অন্য অনুভূতি কল্পনা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না]। কারণ, 'এটী ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদংভাব'-শূন্য (শ্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ্য) অনুভূতিকেও অনুভব করে না। অতএব, ঘটাদির প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সদ্ভাবই একমাত্র হেতু। তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সদ্ভাব অনুমিত হয়। (†)

(*) তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহারা অনুভূতি হইতে ভিন্ন,—অননুভূতি। কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না। সুতরাং অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয় বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত। এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয়।

(†) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্ব্বে অনুভাব্য ঘটটী অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল। এখন যখন সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয়।

করণ-সন্নিকর্ষবদনুভূতেঃ সদ্ভাব এব হেতুঃ। তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-প্রকাশাতিশয়-লিঙ্গেন অনুভূতিরনুমীয়তে।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়া অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ? কিমিদমজড়ত্বং নাম? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, সুখাদিষ্বপি এতৎসম্ভবাৎ। নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তো নোপলভ্যন্তে। অতোঽনুভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোঽপ্যঙ্গুল্যগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শবদশক্যত্বাদিতি।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবস্য স্বমতি-বিজৃম্ভিতম্, অনুভূতি-ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্ম্মস্য প্রকাশস্য রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ। উভয়াভ্যুপেতানুভূত্যৈবাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশাখ্যার্থ-ধর্ম্মকল্পনানুপপত্তেশ্চ। অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্ব্বং সাধয়ন্ত্যনুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি। প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

---

(যদি বল,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়া (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও জড়ত্ব (জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি?—যাহার সদ্ভাবে কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু সুখাদি স্থলেও তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব। কারণ, বিদ্যমান সুখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা অবিজ্ঞাত থাকে না। অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে; সেইরূপ, অনুভূতি স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পারে না। (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ ব্যক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই)। কারণ, বিষয়-ধর্ম্মরূপ (শ্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব্ব-সাধারণের] উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদি-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম্ম কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও নহে, পরন্তু, সর্ব্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ। এ বিষয়ে প্রয়োগ বা অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথার অভিপ্রায় এই শ্লোকে উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে, "অঙ্গুল্যগ্রং যথাত্মানং নাত্মনা স্প্রষ্টুমর্হতি। স্বাংশেন জ্ঞানমপ্যেবং নাত্মানং জ্ঞাতুমর্হতি।" অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজকে স্পর্শ করিতে পারে না; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান।

স্বধর্ম্ম-ব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহার-হেতুত্বাৎ। (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। অতোঽনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতির্নিত্যা চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব। নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোঽন্যতো বা অবগন্তুং শক্যতে। অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু, স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম্ম ও তাহার ব্যবহার উৎপাদন করে। [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই ধর্ম্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্য্যে নিজে পরাধীন হয় না। যেমন, (শ্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ (রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে চক্ষুর্গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। (†) অতএব, (তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্ম্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ, [অন্য:কারণ অপেক্ষা করে না]।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব প্রভৃতি (উৎপত্তিকারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ (অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,— অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিদ্যমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না। কারণ, অনুভূতি-সত্ত্বে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম :

(*) 'অনুভূতি'রিত্যাদিনা অনুমানদ্বয়ং গ্রন্থলাঘবার্থং অবিভাগেনোক্তম্। তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বধর্ম্মা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্মহেতুত্বাদ্' ইত্যেকম্। অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুত্বাদ্ ইত্যপরম্, ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) তাৎপর্য্য এই যে, শ্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ, রূপের ত আর রূপ নাই। এস্থলে যেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুভূতি ব্যতীত অন্য বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের জন্য আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায়।

(‡) উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে। যাহার প্রাগভাব নাই, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি।

নাবগময়তি ; তস্যাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসতী কথং স্বাভাবে প্রমাণং ভবেৎ। নাপ্যন্যতোঽবগন্তুং শক্যতে, অনুভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ। অস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ৎ প্রমাণং 'অনুভূতিরিয়ম্' ইতি বিষয়ীকৃত্য তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন 'ইয়ম্' ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-প্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ। অতোঽস্যাঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্ন-শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেঽপি ভাব-বিকারাস্তস্যা ন সন্তি।

অনুৎপন্নেয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-পলব্ধেঃ। নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্। ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সুতরাং সে (বিদ্যমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে? এইরূপ, (অনুভূতি) অসতী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না। কারণ, অনুভূতি নিজেই অসতী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ হইবে? অন্য প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ] অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না। [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে 'ইহা অনুভূতি,' এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে; [এখন অনুভূতির অভাব প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে 'এই' বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে না। এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্ব্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে, সুতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভপপর হইতে পারে না। অতএব, প্রাগভাব প্রভৃতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না। [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অন্যান্য (বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না। (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না। কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্ত্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে), (২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্দ্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণমতে), (৫) ক্ষয় (অপক্ষীয়তে), (৬) বিনাশ (নশ্যতি)। যাহার জন্মনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্ত্তী আর পাঁচটী বিকারও একান্ত অসম্ভব। অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ায় ফলে-ফলে আর পাঁচটী বিকারও প্রতিষিদ্ধ হইল।

রূপাদেরিবানুভূতি-ধর্ম্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোঽনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব অন্যোঽপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যা ধর্ম্মঃ। যতো নির্ধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ, অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদস্তীতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপকং জড়ত্বং সংবিদি ব্যাবর্ত্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্ত্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্; সা ভ্রান্তি-সিদ্ধা রজততেব শুক্তি-শকলস্য, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ। অতো মনুষ্যোঽহমিত্যত্যন্তবহির্ভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্। জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ। অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম্ম, আর নানাত্বটী তাহার ব্যাপ্য (অধীন) ধর্ম্ম; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর, রূপ-রসাদির ন্যায় ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভাব্যই (অনুভাবের বিষয়) ইহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে। অতএব, স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা। সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু। কারণ, জড়ত্ব ধর্ম্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্ম্মটী না থাকায় অনুভূতির অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, 'আমি জানি' ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া থাকে ? না,—এরূপ বলিতে পার না; শুক্তি-খণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে)। কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্ত্তা (উৎপাদক) হইতে পারে না। অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা) দেহপিণ্ডে 'আমি মনুষ্য' এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধ্যস্ত বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও সেইরূপ অধ্যস্ত। কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব; তাহাও আবার স্বয়ং বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত; সুতরাং, তাহা নির্ব্বিকার, সর্ব্বসাক্ষী, চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

(*) সন্মাত্রাত্মনি ইতি (ক) পাঠঃ।

কথমিব সম্ভবতি? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেরিব কর্ত্তৃত্বাদের্নাত্ম-ধর্ম্মত্বম্, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেঽপ্যাত্মানুভব-দর্শনেন নাত্মনোঽ-হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্। কর্ত্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব জড়ত্ব-পরাক্ত্বানাত্মত্বাদি-প্রসঙ্গো দুষ্পরিহরঃ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কর্ত্তৃতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলস্য স্বর্গাদের্ভোক্তুরাত্মনোঽন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব। তথা অহমর্থাৎ জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপস্যৈবাভিব্যঞ্জকো জড়োঽপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া তমভিব্যনক্তি। আত্মস্থতয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ। দর্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিম্ব-গোত্বাদিকমাত্মস্থতয়াভিব্যনক্তি; তৎ-কৃতোঽয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভি-ব্যঙ্গ্যত্বমিতি মা বোচঃ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলস্য তদভিব্যঞ্জকত্বো-

---

যেরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিও আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কালে 'অহং' প্রত্যয়ের অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব, আত্মা 'অহং' প্রতীতির বিষয় নহে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের ন্যায় আত্মারও জড়তা, পরাক্ত্ব (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার দুষ্কর হইয়া পড়ে।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাদ্যক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে। [এই প্রকারে], 'অহং'-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা) যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে॥

(৪৮)। এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্ব্বিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায়; এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে। অভিব্যঙ্গ্য (যাহার অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যঞ্জক পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম। [দেখা যায়,] দর্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ-(জল-গত ও দর্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; 'আমি জানি' এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবকৃত ভ্রম মাত্র।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যঙ্গ্য অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ। জালকরন্ধ্র-নিষ্ক্রান্ত-দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ।

যতঃ, 'অহং জানামি' ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্ম্মঃ, অতএব সুষুপ্তিমুক্ত্যোর্নান্বেতি। তত্র হ্যহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে। অতএব, সুপ্তোত্থিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামৃশতি। তস্মাৎ পরমার্থতো নিরস্তসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ত্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল স্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্ষ-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্তুতল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে হেতু, 'আমি জানি,' এই প্রতীতির জ্ঞাতা 'অহং' পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার পারমার্থিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে; সেই কারণেই সুষুপ্তি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় 'অহম্'-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি কখন কখন 'আমি আমাকেও জানি নাই' এরূপ মনে করিয়া থাকে।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎ-স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্ত্তিত হয়। (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিদ্যা-

---

(*) যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না হইয়াও যে, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাওয়া, তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে। বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, বিবর্ত্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে, কেবল দেখিতে অন্যরূপ দেখা যায় মাত্র। অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। বিকার হইলেই ঐরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্ব্বিকার।

তদিদমৌপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দূষিতাশেষ-শেমুষীকাণামনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাত্ম্য প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্ত্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কল্ক-কল্পিতমিতি ন্যায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাত্ম্যবিদ্ভিরনাদরণীয়ম্। তথাহি,—নির্ব্বিশেষবস্তু-বাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে॥

রামানুজ-মতে শাঙ্কর-মত খণ্ডন।

(৪৯)। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন অর্থের কিরূপ তাৎপর্য্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার, এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-সুব্যবস্থিত করিবার উপযোগী উপযুক্ত ন্যায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে; তাহারাই বিচারের অযোগ্য নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত [শাঙ্কর] মতটী কল্পনা করিয়াছেন। এই কারণে, যাহারা ন্যায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়)। (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত "যদপ্যাহুঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে", পর্য্যন্ত গ্রন্থে শাঙ্করমত বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনটী বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেয়, (৩) নিবর্ত্ত্য। তন্মধ্যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ—উপায়; নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেয় বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাভূত অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য বা বাধনীয়।

রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, না—ঐ তিনটী উপায়, উপেয় ও ফল নহে; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান্—উপেয়, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্ত্য।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান। 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ।" অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

"বিদ্যা রাজন্ ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে। বিদ্যা-হীনস্তমোধ্বস্তঃ নাভিজানাতি কেশবম্।"

অর্থাৎ হে রাজন্, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃষ্ট নহে। (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ।) এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোগুণাক্রান্ত লোক কেশবকে জানে না। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অতএব শঙ্করের কথিত মত সুধীগণের আদরণীয় হইতে পারে না।

যস্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোঽপ্যাত্ম-সাক্ষিক-সবিশেষানুভবাদেব (*) নিরস্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেষামনুভবানাম্। সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ কেনচিদ্ যুক্ত্যাভাসেন নির্ব্বিশেষইতি নিষ্কৃষ্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্ক্রষ্টব্যইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ (+) সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে। অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষৈর্বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষা নিরস্যন্তে, ইতি ন কচিৎ নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। ধিয়ো হি ধীত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্ব্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপব্ধেঃ। স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাসু চ সবিশেষ-এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাদী (নির্গুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা নির্ব্বিশেষ বস্তু বিষয়ে 'এই প্রমাণ আছে', এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী।

আর [ইহা] 'স্বীয় অনুভব সিদ্ধ' (সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে, [তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই নিরস্ত বা বাধিত। কারণ, 'আমি ইহা দেখিয়াছি', এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না)।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিশেষণ সহযোগে প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটী অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্যত্র নাই, এরূপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারাই তাহাকে নিকৃষ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে, [সুতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা সবিশেষ হইয়া পড়ে। এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষণে বিশেষিত হইলেই তাহার অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন, তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশত্ব [সিদ্ধ হয়]। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও যে নির্ব্বিশেষ নহে, (সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

(*) 'সবিশেষাদেব' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (+) 'নিষ্কর্ষক-হেতুভূতৈঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব। তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্ত্বিতি বক্তব্যম্।

শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োরর্থ-ভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবর্জ্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্ব্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্ব্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্‌বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (‡) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুরই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই)। [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) 'যোগেনৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুরই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ বলেন,—দীপশিখার ন্যায় প্রতিক্ষণে ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল (ক্ষণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা ভ্রান্তি মাত্র,—এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ, নিত্য-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের ন্যায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ত্যাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরপক্ষ খণ্ডনোদ্দেশে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, এ কথা হইতেই পারে না।

প্রত্যক্ষস্য নির্ব্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি প্রমাণভাবঃ। সবিকল্পকং জাত্যাদ্যনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব সবিশেষবিষয়ম্। নির্ব্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্ননুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর, অর্থভেদবশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই অসামর্থ্য নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক নহে।

(৫।) সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ নহে। [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-বিষয়ক, (*) এইকারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

---

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। ন্যায়াদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক'। যেমন, গো-বিষয়ে জ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয়। আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রকাশ পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নির্ব্বিকল্পক' বলা হয়। যেমন, শুধু গো-বিষয় জ্ঞান ও গোত্ব-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি।

অধিকন্তু, তাহারা এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে। কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; যখনই যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয়। সুতরাং নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বুঝিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুলির প্রতীতি না হইয়া কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্ব্বিকল্পক'।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটী গো দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার গোত্ব-জাতিরও উপলব্ধি করি। পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোঽধিকবার যখন অপর গো দর্শন করি, তখন বুঝিতে পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গোত্ব দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই অনুস্যূত বা অনুগত রহিয়াছে। এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নির্ব্বিকল্পক ; কারণ, তখন গোত্ব মাত্র জানা হইলেও সেই গোত্বই যে, সকল গোতে সম্বদ্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জানা হয় নাই। আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গোত্বের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ব্ববিশেষ-রহিতস্য। তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেশ্চ; কেনচিদ্ বিশেষেণ ইদমিত্থমিতি হি সর্ব্বা প্রতীতিরুপজায়তে। ত্রিকোণ সাস্নাদি-সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ।

অতো নির্ব্বিকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্; দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণং সবিকল্পকমিত্যুচ্যতে। তত্র প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গোত্বাদে-রনুবৃত্তাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণেষ্বেবানুবৃত্তিপ্রতীতিঃ। প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিকল্পকত্বম্। সাস্নাদি-মদ্-বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তিঃ ন প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি প্রথম-পিণ্ডগ্রহণস্য নির্ব্বিকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদের-গ্রহণাৎ। সংস্থানরূপ-জাত্যাদেরপি ঐন্দ্রিয়কত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে। কারণ, নির্ব্বিকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ অনুভূত হয়, সবিকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং, সেই নির্ব্বিকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু। [এই কারণেই উহা নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ক হইতে পারে না]।

নির্ব্বিকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব্ব ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ নহে। কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্ব্বপ্রকার গুণ-বর্জ্জিত) বস্তুর গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে। 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ত্রিকোণ বা সাস্নাদি (গোর গল-কম্বল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারা যায় না।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম, পিণ্ড-(স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে 'নির্ব্বিকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণকে 'সবিকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয়। তন্মধ্যে, প্রথম [গো-] পিণ্ড-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত গোতে অনুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না; দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণ কালে তাহার অনুবৃত্তি প্রতীতি হয়। প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিণ্ডে সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়। এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ড-জ্ঞানকে 'সবিকল্প' [বলা হয়]। প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাস্নাদিবিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেঽপি সসংস্থানমেব বস্ত্বিত্থমিতি গৃহ্যতে।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেষু গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্ব্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব। অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষবিষয়ত্বম্॥ ৫১॥

অতএব, সর্ব্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরস্তম্। ইদমিত্থমিতি প্রতীতাবিদমিত্থংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে?

অত্রেত্থং ভাবঃ,—সাস্নাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব। তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

---

বিন্যাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-দর্শনকে নির্ব্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ন্যায়াদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে। কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জাত্যাদি ধর্ম্ম গুলিও ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেদ্য—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও 'বস্তুটী এই প্রকার', এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিন্যাস ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয়; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও সর্ব্বদাই পরিজ্ঞাত হয়। এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক। অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্ব্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না॥

(৫২)। এই কারণে, সর্ব্বত্র 'ভিন্নাভিন্নত্ব' মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরস্ত হইল। (*) 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা ("ইদং") এবং [তদ্গত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার ("ইত্থং"), কিরূপেই বা এতদুভয়ের একত্ব বা অভেদ বুঝিতে পারা যায়?

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য্য ও কারণ, এ সকল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে অত্যন্ত অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না। অথচ, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি বা স্থিতি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি। এখন ভাষ্যকার ঐ মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে। ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি প্রতীতেঃ। সর্ব্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োরপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যৈব সুব্যক্তঃ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াঽবতিষ্ঠন্তে। গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়ৈব পদার্থভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াঽবস্থিতাঃ। উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ; অতএব তয়োর্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

---

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সাস্নাদিরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ীভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অনুভব-বিরুদ্ধ। দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয়। 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয়। যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে,অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারাই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু, গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থত্ব লাভ করে (আত্ম-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে। উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, সুতরাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান। (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে। বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থায় দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে। যেমন, 'দণ্ডধারী পুরুষ' বলিলে যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবেও দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সম্বন্ধ ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়ই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রযোজ্য ; তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত দণ্ড যেরূপ তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন ? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই। অতএব, পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়াই যে, গোত্বাদি ধর্ম্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্যা দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্নবাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিত্থমিত্যেব (†) সর্ব্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ° ২।২।৩২] ইতি সুব্যক্তমুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেঽপি সর্ব্বাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈস্তদেব বস্তু নির্ব্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বন্ধ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্বাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাধিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ব্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বন্ধ্যা' (অজাত-সন্তানা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ন্যায় স্বোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টত্বাদনুমানং ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্তু, প্রত্যক্ষং সন্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদ্ দুর্নিরূপ ইত্যুক্তম্। তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টস্যৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ জাত্যাদেরেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ দূরোৎসারিতম্। সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ স্বস্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুষ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্যাপি সম্ভবত্যেব। অতএব, নানবস্থা, অন্যোন্যাশ্রয়ণং চ। একক্ষণবর্ত্তিত্বেঽপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য তস্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-গ্রাহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি।

অপি চ, সন্মাত্রগ্রাহিত্বে 'ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি' ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া প্রতিপত্তির্বিরুধ্যেত। যদি চ, সন্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-লক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ; কিমিতি অশ্বার্থী মহিষ-দর্শনেন নিবর্ত্ততে। সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষু সন্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-বিষয়-সহচারিণঃ সর্ব্বে শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে।

৫৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সৎ-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।' তাহাও দূরীকৃত হইল। কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং ঐ জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে। অনুভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অন্য পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও স্বীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই কারণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'অনবস্থা' বা 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ [ঘটিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে বস্তু-ভেদ—আকৃতি ও গোত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার (জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সৎভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে, তবে, "ঘটোঽস্তি" = ঘট আছে, 'পটোঽস্তি' = পট আছে,' ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক প্রতীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সতের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্বাদি জাতি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্ব-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে ফিরিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সৎ-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিতনস্থ গৃহীত-গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদনং বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্য বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি। সর্ব্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুষা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্তুবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সন্মাত্র-বিষয়াণি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সন্মাত্রস্য চ† গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সৎ-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটী জ্ঞান হইল, এবং [তোমার মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সৎপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সৎপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভেদ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই যদি একই (সৎ) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটী মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ফলতঃ এক সৎস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসাস্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সৎস্বরূপ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সৎ-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সৎ-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সৎ-বস্তু] ত্বকের দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সতের স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সৎ-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সৎ-বস্তুর গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

---

* বৈলক্ষণ্যাভাবাৎ ইতি (খ) পাঠঃ। † "সন্মাত্রস্য গ্রাহকম্" ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রস্য প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্য প্রাপ্তবিষয়ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ; সন্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ; * ততো জড়ত্ব-নাশিত্বাদয়স্ত্বয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাদিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোঽনেকেম্বেকাকারবুদ্ধি-বোধ্যস্যাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেঽপি সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ সৎবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়; তবে, প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সৎ-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটী 'অনুবাদক' হইতে পারে, ‡ এবং সৎমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন; সুতরাং তোমা দ্বারাই সৎ-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—জাত্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্ব্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটী একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ 'সকল গো-ই এক প্রকার', এইরূপ যে বুদ্ধি হয়; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও উক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত জাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত; অতএব, গোত্বাদি জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

---

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) 'অনুবাদক' বলে। 'অনুবাদক' শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চেৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোঽপি স্যাৎ। সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ। গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ। † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ। অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দ্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্॥ ৫৪॥

৮ যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্। ‡ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেরূপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে? হাঁ, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না। অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তদ্ভিন্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির জন্যই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দ্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', 'এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা ["ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসম্বদ্ধ) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা না থাকায় 'ভ্রান্তকল্পনামাত্র' কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়। [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (আশ্রয় স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

---

* ব্যবহারাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। † নিবৃত্তেঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ পরিকল্পিতং' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ। দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্যান্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতৌ ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্যান্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাভাবপ্রতীতেৰ্বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্তু, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরমার্থমিতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনমর্হতি। অতো ন সন্মাত্রমেব বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-বিষয়িভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব সতীত্যেতদপি নিরস্তম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্‌টী (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দুর্ব্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটীর নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়। [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্ত্তী ও ভিন্নসময়বর্ত্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অন্য দেশে ও অন্য কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না ; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে ? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা বলা হয় কিরূপে ? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয় ; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)। কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য দেশে ও অন্য কালে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাত্বের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া 'সৎ'-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা ; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে ; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে ; এই কারণে, 'একমাত্র অনুভূতিই 'সৎ', এই সিদ্ধান্তও নিরস্ত হইল।

---

* 'তস্য চ' ইতি (ক) পাঠঃ। † দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।
‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। § সম্বিদ্বিষয়য়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বমুক্তম্; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা তথৈবেতি নিয়মোঽস্তি। পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্যাপ্যতীতস্য "অজ্ঞাসিষং" ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ। (ক) অতোঽনুভূতিশ্চেৎ, স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্; স্বগতাতীতানুভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানুভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবত্ত্বমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে; সা চ নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয় প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ); কিন্তু সর্ব্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভব ত [তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও পরক্ষণে 'আমি জানিয়াছিলাম,' এইরূপ জ্ঞানের (স্মরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব, অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না, ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই অন্য অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া (অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না।

---

* তথৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেঽনুভূতিত্বমিত্যপি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, 'তুমি একটা অশ্ব লইয়া আইস'। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি প্রাণী (অশ্ব) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল 'অশ্বটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস'; দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অশ্ব ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'অশ্ব ও গো'-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচান্যবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্ব-সত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্তয়ৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেঽপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎস্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেঽপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; গগন-কুসুমাদেরননুভাব্যস্যাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদেরপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্থীয়তাম্। অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদেরিব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেঽপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অন্য জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্ত্তমানক্ষণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না ; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-স্বভাবের অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) যেরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না ; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে ; [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

ঐ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটী প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটী প্রাণী যথাক্রমে 'অশ্ব' ও 'গো' শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেরপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব। অতোঽনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্ব-মিত্যুপহাস্যম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্নিরস্যতে, তদন্ধস্য জাত্যন্ধেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে। প্রাগভাবস্য গ্রাহকাভাবাদভাবো ন শক্যতে বক্তুম্; অনুভূত্যৈব গ্রহণাৎ *। কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-বর্ত্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে [অনুভাব্য] ঘটাদির ন্যায় তাহারও অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত একত্রাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [হাঁ, ইহা ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুসুমাদির ন্যায় তাহারও (অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে, অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য † ॥

(৫৮)। আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও ঠিক এক জন্মান্ধকর্ত্তৃক অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠী] প্রদানেরই অনুরূপ। কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায় নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা অপ্রামাণিক। একথা বলিতে পার না; যে হেতু, স্বয়ং অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যদি বল, অনুভূতি নিজে বিদ্যমান থাকিয়া তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে এক বস্তুর যে, ভাব ও অভাব; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ। না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্ত্তমান নাই, এমন] বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না।

---

* গ্রাহণাৎ' ইতি (ক) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি এক অভিন্ন পদার্থ। দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আত্মস্বরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক হয় না, উহা স্বপ্রকাশ। পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও অনুভূতি স্বরূপ হয় না। কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে অনুভূতি হইবে: এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুসুমাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যতস্তৎসমকালভাবনিয়মোঽস্তীতি। কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ব্রবীষি ? হন্ত তর্হি তত এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন তদপহ্নবঃ (*)। তৎপ্রাগভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ পদার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-যোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোঽপি গ্রহণ-দর্শনাৎ। অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি ব্যতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে। জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি কোথাও এরূপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকালবর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐরূপ নিয়ম আছে, বলিতেছ ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে ; অতএব অনুভূতির প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না। [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। (†)।

যে হেতু, স্মরণ, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে।

অসৎ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে, এই কারণেই উহারা অনুভূতি শ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করমতে সমস্ত জগৎই যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগনকুসুমাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং সেই কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না ; অতএব অনুভাব্যত্বকে আর অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না।

(*) 'তদভাব নিহ্নবঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটী নিত্যসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না ; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব থাকা আবশ্যক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না ; কারণ, উহারা বিরুদ্ধ পদার্থ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে ; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি ? যদি বল যে, 'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অন্যের সম্বন্ধে নহে ; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্য প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্য স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোঽর্থ-সম্বন্ধঃ; অপিতু, যদ্দেশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোঽর্থোঽবভাসতে, তস্য তথাবিধাকারমিথ্যাত্ব-প্রত্যনীকতা। অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ্য-বিষয়া নষ্টেঽপ্যর্থে স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্তমানত্বাৎ। ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ। নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্যচিদ্ দৃশ্যতে। নচা-গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ। অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্যতীতি। যদ্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেঽবরূঢ়শ্চেৎ; যোগ্যানুপ-লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপশাম্যতু ভবান্।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাত্ব-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ]। যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির কোন বিষয় নাই, উহা নির্ব্বিষয়।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল।

(৫৯)। যদি বল যে, সংবিদের [অনুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না। [অনুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই, কেন না,—অনুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু (লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা যাইতেছে না, [যাহার জন্য অনুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না। [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অনুভূতির] স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ন্যায়মতে বখন] 'অনুপলব্ধি'

দৃষ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অনুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—'অনুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে ভাব ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত-প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব শঙ্করের যুক্তি উপেক্ষণীয়।

(*) নানুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধয়ৎ তস্য ন সর্ব্বদা সত্তামবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্ব্বোত্তর-কালসত্তা ন প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ। ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়েত, ইতি নিত্যঃ স্যাৎ। নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়তে।

প্রমাণ দ্বারাই অভাব সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে ?] (*) অতএব, আপনি [বিচার হইতে] বিরত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই সৎ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্ব্বকালীন সত্তা জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্ব্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর আর ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব্ব-কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত ? কিন্তু সেরূপে ত প্রতীত হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটী প্রমাণ, সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন, আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন ঐরূপ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবাভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বাধক হয় না; তেমনি, অনুভবাতিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা-) কালীন অনুভবের স্মৃতির-বাধক—অনুভবাংশের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোঽপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ; স্ববিষয়-নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্ব্বে কালানবচ্ছিন্না নিত্যাঃ স্যুঃ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্ব্বিষয়া কাচিৎ সংবিদস্তি; অনুপলব্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তুচ্ছতৈব স্যাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাদিষু সর্ব্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফুরতীতি বাচ্যম্; যোগ্যানুপলব্ধি-পরাহতত্বাৎ। † তাস্বপি দশাসু অনুভূতিরনুভূতা চেৎ; তস্যাঃ প্রবোধ-সময়েঽনুসংধানং স্যাৎ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নন্বনুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ; অতঃ স্মরণাভাবঃ কথমনুভবাভাবং সাধয়েৎ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

---

এইরূপ, অনুমানাদি-জন্য জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত; কারণ, অনুভূয়মান বিষয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঐরূপ অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির বর্ত্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশায় যে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যোগ্যানুপলব্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের পরও তাহার স্মরণ হইত. [অথচ কাহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাত্রেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে? বলিতেছি,—দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির]

(*) 'সংবিদনুরূপত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) 'পরাকৃতত্বাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেঽপ্যস্মরণ-নিয়মোঽনুভবাভাবমেব সাধয়তি ; ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাভাবঃ, সুপ্তোত্থিতস্য "ইয়ন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্" ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ। ন চ সত্যপ্যনুভবে তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ; অর্থান্তরানন্নুভবস্যার্থান্তরাভাবস্য চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ। তাস্বপি দশাস্বহমর্থোঽনুবর্ত্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে।

নন্নু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোঽনুভবোঽস্তীতি পূর্ব্বমুক্তম্ ? সত্যমুক্তম্ ; সত্বাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে। ইহ তু সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে। কেবলৈব সংবিদাত্মানুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যুপপাদয়িষ্যতে। অতোঽনুভূতিঃ সতী স্বয়ং স্বপ্রাগভাবং ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্মরণাভাব, তাহাই [তাৎকালিক] অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে, অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—'আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই' ; সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না যে, [তৎকালে] অনুভবসত্বেও বিষয়নির্দ্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের) অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না। তাহার কারণ এই যে, অন্য বস্তুর অনুভূতির অভাব এবং অন্য বস্তুর বিনাশ, কখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহংভাব বা আমিত্ব অনুবৃত্ত থাকে, ইহা পরে বলা হইবে।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্ব্বে বলিয়াছ, [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি প্রকারে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু সে-টী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্ব্বিশেষ নহে), তাহা ইতঃপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে। এখানে কেবল সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয় অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র। যদি বল, কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব, [তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ?] না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও যে পরাশ্রিত (নির্ব্বিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব। অতএব, 'অনুভূতি স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না,' এ কথা বলিতে পার না। [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিষয় এব ইতি (খ) পাঠঃ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনান্যতোঽপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা। তস্মাৎ ন প্রাগভাবাদ্যসিদ্ধ্যা সংবিদোঽনুৎপত্তিরুপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

(৬১) যদপ্যস্যা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্; তদপ্যনুপপন্নম্। প্রাগভাবে ব্যভিচারাৎ; তস্য হি জন্মাভাবেঽপি বিনাশো দৃশ্যতে; ভাবেন্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি। তথা চ ভবদভিমতা-বিদ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্যা-মনৈকান্ত্যম্। তদ্বিকারাঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-ভূতোঽপ্যস্তি বিকারঃ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি। নহ্যসাবভ্যুপ-গম্যতে।

যদপি—অনুভূতিরজত্বাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি। তদপি নোপ-পদ্যতে, অজস্যৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাভ্যু-পগতায়া অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্যাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ। স বিভাগ

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে না,' এই যুক্তিও নিরস্ত হইল। অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

(৬১)। আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অন্যান্য বিকারেরও প্রত্যা-খ্যান করা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের ভঙ্গ) দৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয়। যদি বল, অভাব 'ভাব পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐরূপ নিয়ম]; হাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না)। দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবিদ্যাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। যদি বল, অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না।] জিজ্ঞাসা করি,— তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ সার্থক হইতে পারে? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার কর না।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত); সুতরাং নিজে বিভাগার্হ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে)।

মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং ক্বচিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া ? অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হ্যবিদ্যৈব স্যাদাত্মা। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোঽপি সমর্থিত এব, (*) ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্যা দৃশের্দৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মোঽস্তি ; দৃশ্যত্বাদেব তেষাং ন দৃশিধর্ম্মত্বম্ ইতি চ। তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈর্নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্ম্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্।

[জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ? (১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে অবিদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে। আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন উহা সত্য। অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্য-ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও নানাত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

৬২। আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ), সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে, [নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই তাহারা দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপর্য্য—"প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ং পরস্পরবিলক্ষণাঃ। অপরোক্ষং প্রদৃশ্যন্তে সুখ-দুঃখাদিবৎ ধিয়ঃ। অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে যেরূপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

(১) তাৎপর্য্য,—পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন বাস্তবিক বিভাগ ঘটিতে পারে না। ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে। এ কথার উপর ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ—জন্মাধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম বলিতেছ। যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত। এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। এই কারণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্যচিদ্-বিষয়স্য প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্। সর্ব্বকাল-বর্ত্তমানত্বং হি নিত্যত্বম্। একত্বং—একসংখ্যাবচ্ছেদ ইতি। তেষাং জড়ত্বাদ্যভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম-পরিহার্য্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাব-রূপো ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ; তত্তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং ভবেৎ॥ ৬২॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে; কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অনুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়—আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা। চিৎ-জড় সর্ব্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকার নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্ম; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ব্যভিচার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক, উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না; অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক, অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ বন্ধ্যার পুত্র-প্রতিষেধের ন্যায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্মত্বপ্রত্যাখ্যান করাও সঙ্গত হয় না॥ ৬২॥

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে অনুভূতিটী স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য—ধর্ম্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যত্ব বশতঃই তাহার অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহাতে ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে। কারণ অনুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাদীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সধর্ম্মতা স্যাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্য কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কংচিৎপ্রতি ভবতি। আত্মন ইতি চেৎ ; কোঽয়মাত্মা ? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ। তথা হি, কস্যচিৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্মভাবমনুভবেৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্ভাবেনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকোঽনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্মবিশেষঃ "ঘটমহং জানামি," "ইমমর্থমবগচ্ছামি," "পটমহং সংবেদ্মি" ইতি সর্ব্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ। এতৎ-স্বভাবতয়া হি তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম্ম ও সিদ্ধ হইবে। আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহার সিদ্ধি। উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদুভয়-সাপেক্ষ। যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্মা কে ? [উত্তর] 'সংবিৎই আত্মা,' একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরুক্ত অর্থাৎ অসৎকথা। দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব অনুভব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয়। জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সকর্ম্মক অর্থাৎ কোন একটী বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্ত্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্ম্মেরই নাম অনুভূতি। 'আমি ঘট জানি' 'এই বিষয়টী অবগত হইতেছি,' (এবং) 'পট সংবেদন (অনুভব) করিতেছি,' এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে। আর, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছ।

অস্য সকর্ম্মকস্য কর্ত্তৃ-ধর্ম্মবিশেষস্য কর্ম্মত্ববৎ (*) কর্ত্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি। তথা হি ;—অস্য কর্ত্তুঃ স্থিরত্বং কর্ত্তৃধর্ম্মস্য সংবেদনাখ্যস্য সুখ-দুঃখাদেরিব উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্ত্তৃস্থৈর্য্যং তাবৎ "স এবায়মর্থঃ পূর্ব্বং ময়ানুভূতঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) "অহং জানামি, অহমজ্ঞাসিষং, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্," ইতি চ সংবিদুৎপত্ত্যাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিন্যাঃ সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বেদ্যুর্দৃষ্টং পরেদ্যুঃ (‡) "ইদমহমদর্শম্", ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যেনানুভূতস্য নহ্যন্যেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেঽপি প্রতিসন্ধানা-সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতিসন্ধানং হি পূর্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমুপ-

---

কর্ত্তৃগত ধর্ম্মবিশেষ এই সকর্ম্মক (কর্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম্ম স্বরূপ হইতে পারে না, তেমনি কর্ত্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্ত্তা— অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্ত্তারই) ধর্ম অনুভবকে ঠিক সুখ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) ন্যায় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। 'সেই এই বস্তুই আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি', এই প্রত্যভিজ্ঞা (¶) দ্বারাই কর্ত্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে। [কিন্তু] 'আমি জানিতেছি', 'আমি জানিয়াছিলাম,' এবং 'পূর্ব্বে যে আমার (জ্ঞাতার) যে জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষণে জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর যে, পরদিবসে 'আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না। কারণ, অন্য-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্যের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ব্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি-

---

(*) কর্ম্মভাববৎ' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ

(‡) 'অপরেদ্যুঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (§) 'প্রতিসন্ধানাভাবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ

(¶)। যে বস্তু পূর্ব্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, 'আমি ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম,' ইত্যাদিরূপে অনুভূত প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে পরিগণিত।

স্থাপয়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, 'অহমেবেদং পূর্ব্বমপ্যন্বভূবম্' ইতি, ভবতো-ঽপ্যনুভূতের্নহ্যনুভবিতৃত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব। সংবিৎ নাম কাচিৎ নিরাশ্রয়া নির্ব্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধের্ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। উভয়া-ভ্যুপগতা সংবিদেবাত্মেত্যুপলব্ধিপরাহতম্। অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-ইতি নিষ্কর্ষকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

নন্থ চ, "অহং জানামি" ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোঽনিদমংশঃ প্রকাশৈক-রসশ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা। তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুষ্মদর্থ-লক্ষণঃ— "অহং জানামী"তি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুষ্মদর্থ এব। নৈতদেবম্, "অহং জানামি" ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব। কিঞ্চ,—

সংধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্ব্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন যিনি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্ব্বেও তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-পাদন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে। আর, 'আমিই ইহা পূর্ব্বেও অনুভব করিয়াছিলাম,' এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা বোধ হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে পারে না)। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিষয় অনুভূতি কখনই সম্ভপর হয় না, কারণ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না। আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত অনুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসৎ যুক্তি, বা হেতু প্রদর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল॥

৬৪। আচ্ছা, 'আমি জানি,' (অহং জানামি) এই 'অহং'-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ (অজড়), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং 'আমি জানি' এই প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই 'অহং'-অর্থও ফলে ফলে চৈতন্যাতিরিক্ত (অচেতন) 'যুষ্মৎ'-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই হইয়া পড়িতেছে। (*)। না – ইহা এরূপ হইতে পারে না। কারণ, 'আমি জানি' এই প্রতীতিতে 'অহং'-পদার্থটী ধর্ম্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম্ম বা বিশেষণ-ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে; [অহংকে যুষ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ- প্রতীতির ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

(*)। তাৎপর্য্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এই নিয়মানু-সারে আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ্য 'অহং'-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না; অনাত্মা হইলেই তাহাকে 'যুষ্মৎ'-পদার্থ (তুমি) বলা হয়। অতএব, 'অহং'-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-প্রকাশ্য হওয়ায় অনাত্মা—বাহ্য—যুষ্মৎপদার্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ।
অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্যতে ॥
নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে ॥
অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
ময়ি নষ্টেঽপি মত্তোঽন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা।
ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি ॥
স্বসম্বন্ধিতয়া হ্যস্যাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ।
স্বসম্বন্ধ-(†) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
ছেত্তুশ্ছেদ্যস্য চাভাবে চ্ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ।
অতোঽহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি (‡) শ্রুতিঃ।
[বৃহদা০, ৪।৪।১৪]
"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি চ স্মৃতিঃ ॥
[গীতা০, ১৩।১]

অপিচ, 'অহং'-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহ্যত্ব হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা 'অহং'-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ব্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থাৎ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষের কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্য কাহারও যত্ন সম্ভবপর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল আত্ম-সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্ত্তা ও কর্ম্মের (যাহাকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, 'অহং'-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জানামি এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। 'অরে মৈত্রেয়ি!

---

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) 'স্বসম্বন্ধি' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) 'জানাত্যেবেতি চ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। শ্রুতৌ তু কুত্রাপি নৈবং পাঠ উপলভ্যতে।

"নাত্মা শ্রুতে"রিত্যারভ্য সূত্রকারোঽপি বক্ষ্যতি।
"জ্ঞোঽত এবে"(*)ত্যতো নাত্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধো হ্যস্মদর্থঃ, যুষ্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুষ্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুষ্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী মে বন্ধ্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঞ্চ। ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোঽন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ। চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোঽনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ। ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (†) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বঞ্চ। কিং তর্হি? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যানপি প্রকাশয়তি প্রভয়া।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণাব-তিষ্ঠতে। যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্দ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

---

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই শ্রুতি, এবং 'ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন।' স্বয়ং সূত্রকারও "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্ঞঃ অতএব" [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, 'অহং'-পদার্থটী 'অহং'-প্রতীতি সিদ্ধ; আর 'যুষ্মৎ'-পদার্থটী 'যুষ্মৎ'-জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং 'আমি জানি' এই 'অহং'-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, 'যুষ্মৎ'-('তুমি') পদার্থ বলা, তাহা ঠিক্ 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই কথার ন্যায় ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ। উক্ত 'অহং'-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যাহা স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহার দৃষ্টান্ত। প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জন্য কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায়।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান করে; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন। যদিও প্রভা বস্তুটী প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

---

(*) 'এব ততো' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) 'স্বপ্রকাশবল-নির্ভাসিত্বেন' ইতি (ক) পাঠঃ। (‡) 'স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ' ইতি(ঘ) পাঠঃ।
(§) অত্রত্য 'যথা' শব্দস্য উত্তরত্র 'এবময়মাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ' ইত্যনেন সম্বন্ধঃ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বাদ্ রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিভি- বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্। প্রকাশবত্ত্বং চ স্বস্বরূপস্যান্যেষাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ। অস্যাস্তু গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্যুচ্যন্তে, মণি-দ্যুমণি-প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। দীপেঽপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ। ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা ঊর্দ্ধমুদ্গম্য ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি পুষ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে। প্রভায়াঃ স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্ণ্যাধিক্যমিত্যাদ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-দীনামৌষ্ণ্যাদিবৎ। এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লত্বাদির ন্যায় গুণ নহে। কারণ, ঐ প্রভা স্বীয় আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন। অতএব, শুক্লত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিয়াছে; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে, তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে। প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া অবস্থিতি করে।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয়। কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থের প্রতিমুহূর্ত্তেই বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই সর্ব্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না। কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত (ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দ্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্য্যমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি।

† বিশীর্য্যমাণাঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি শ্রুতয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব;” [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]। “বিজ্ঞানঘনএব।” [বৃহদা০ ৪।৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।” [বৃহদা০ ৬।৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।” [বৃহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা।” [বৃহদা০ ৬।৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।” [বৃহদা০ ৮।১২।৪]। “এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্ত্তী প্রভৃতি] উপযুক্ত কারণের সদ্ভাবে সদ্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে, দীপ সকল প্রতিক্ষণে স্ব স্ব প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্যনিবন্ধন যেরূপ [অন্য বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও স্বীয় আশ্রয় সন্নিধানেই সেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির ন্যায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ স্বপ্রকাশত্ব; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে,] ‘অরে মৈত্রেয়ি! ‘প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্ব্বতোভাবে কেবলই লবণ রসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ।’ ‘এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়।’ ‘জ্ঞাতার জ্ঞান’ বিলুপ্ত হয় না।’ ‘আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি [illegible]ব করেন, তিনি আত্মা।’ ‘আত্মা কে? যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।’ ‘এই বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্ত্তা।’

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা যদি চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান) তাহার গুণ হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির সমাধান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে ‘প্রভা’ সংজ্ঞা লাভ করে, সুতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসৃত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ (দীপাদি) সর্ব্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ, কেহই কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য-, দেরও অনবরত অবয়ব বিশ্লেষণ বশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সঙ্গত কথা হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৬।৩।৭]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা০, ২।৪।১৪] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।১৪]। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্।" "স উত্তমঃ পুরুষঃ।" [ছান্দো০, ৭।২৬।২]। "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।" [ছান্দো০, ৮।২।৩]। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।" [প্রশ্ন০, উ০, ৬।৫]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ," [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদ্যাঃ বক্ষ্যতি চ, 'জ্ঞোঽত এব' [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽয়মাত্মা জ্ঞাতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্। প্রকাশত্বাদেব কস্যচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ। তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ। সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়] অনুভব করে।' 'দ্রষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।' 'তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।' '[সেই আত্মরূপ পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।' 'এই আত্মবর্ত্তী পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়।' 'সেই এই 'মনোময়' কোষ হইতেও অন্তর্ব্বর্ত্তী (সূক্ষ্ম) আত্মা আছে, যাহার নাম 'বিজ্ঞানময়।' ইত্যাদি। [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, 'অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।' অতএব এই স্বপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটেন।' প্রদীপ-প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবির্ভূত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

---

(*) তাৎপর্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ)। (২) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭) পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অন্ন (ধান্যাদি)। (১১) বীর্য্য (বল)। (১২) তপস্যা। (১৩) মন্ত্র (চতুর্ব্বেদ)। (১৪) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্ম্মফল)। (১৬) নাম (রাম, শ্যাম প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ-প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োর্জানাত্যাদে (*) রকর্ম্মকস্যাকর্তৃকস্য চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি। তত্রেদং প্রষ্টব্যম্, (†) অজড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি দীপাদিষ্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরোধশ্চ। (‡) অব্যভিচরিতপ্রকাশ-সত্তাকত্বমপি সুখাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্।

যদ্ব্যুচ্যেত, (§) সুখাদিরব্যভিচরিত-প্রকাশোঽপ্যন্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

---

অর্থাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ, কুত্রাপি 'জানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা বুঝিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা কি? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশত্বই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (‖) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সুখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, সুখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ। (†) প্রষ্টব্যম্,' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) সিদ্ধির্বিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) যদ্ব্যুচ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ। (¶) অস্মিন্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‖) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্গ জড় পদার্থ—অনাত্মা। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই তাহা আত্মস্বরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা দ্বারা শঙ্করের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব ও থাকিতে পারে না, অথচ, শাঙ্কর মতে সংবিৎ ও প্রকাশ একই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিমত প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

ত্তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্মেতি। জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে? তদপি হ্যন্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সুখীতিবৎ জানাম্যহমিতি। অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্। তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি স্ব-সত্তয়ৈব সিধ্যন্ অজড়োঽহমর্থ এবাত্মা। জ্ঞানস্যাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধায়ত্তা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সুখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ। অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি। তদযুক্তম্; তথা সতি অনুভব-সামানাধিকরণ্যেনানুভবিতা অহমর্থঃ প্রতীয়েত—'অনুভূতিরহম্' ইতি, পুরোঽবস্থিতভাস্বরদ্রব্যাদ্যাকারতয়া রজতাদিরিব। অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি, দণ্ড ইব দেবদত্তম্। তথা হি 'অনুভবাম্যহম্' ইতি প্রতীতিঃ। তদেবমস্মদর্থ-

---

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ন্যায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জন্য অথবা পরের জন্য প্রকাশ পায়? [বস্তুতঃ] 'আমি সুখী' বলিলে সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি 'আমি জানি' বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, 'সংবিদে' স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ যে 'অহং' পদবাচ্য, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্যই জ্ঞান-পদার্থটী সুখাদির ন্যায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে। অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা॥ ৬৭॥

৬৮। আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়, তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়, কারণ, কোন একটী সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহা হইলে যেমন সম্মুখস্থ উজ্জ্বল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ প্রতীতি হয়, তেমনি 'অহং'-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই 'আমি অনুভূতি' এইরূপে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। এ স্থলে কিন্তু, ['দণ্ডী দেবদত্ত' বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ীভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয়। দেখ, 'আমি অনুভব করিতেছি' এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোঽনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোঽহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতায়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দ্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধিতত্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; হন্তৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্যাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্ত্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ-(†) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্যাহঙ্কারস্য। কর্ত্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্মঃ, কর্ত্তৃত্বেঽহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত্ব-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

---

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অনুভব করিতেছি' বলিলেও যখন অনুভূতিকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষ্যরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্তুমাত্রেরই বিমর্দ্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকাররহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির ন্যায় কর্ত্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও 'অহং'-(আমিত্ব) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের ন্যায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত্ব (বাহ্য

(*) আত্মত্বতয়াভিমতায়া ইতি (খ) পাঠঃ।　　　(†) স্থিতমিতি (খ) পাঠঃ।

স্যেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্ব-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃকরণরূপস্যাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্য।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদির্দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্বাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যনীক-দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোঽপি তদ্‌দ্রব্য-(†) ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি। অতো বিরোধাদেব ন জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ। যথা দৃশিত্বং তৎকর্ম্মণো (‡) ঽহঙ্কারস্য নাভ্যুপগম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্ম্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্; জ্ঞানং চাস্য নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্। নিত্যত্বং চাত্মনো "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিষু বক্ষ্যতি। "জ্ঞোঽত এব" ইত্যত্র 'জ্ঞ' ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়ত্বমিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং সঙ্কোচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্ম্মণা সঙ্কু-

---

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এ কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত্ব ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের ন্যায় অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; (সুতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত্ব প্রভৃতি কারণে তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও পরাক্ত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশিত্বের (জ্ঞানরূপতার) ন্যায় জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার কর্ম্ম বা প্রকাশ্য অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য। "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার নিত্যত্ব অভিহিত হইবে। আর, "জ্ঞঃ অত এব" এই সূত্রে 'জ্ঞ'-(জ্ঞাতা) শব্দ দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্ত্বাদিকাযোগাদিতি (গ) পাঠঃ। (†) তদ্‌দ্রব্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ। (§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

চিতস্বরূপং তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ত্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যোদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ত্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্যাহঙ্কারস্য (†) চিৎ-সন্নিধানে তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যচাক্ষুষত্বাচ্চ, ন হ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটী যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্ত্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্ত্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিতের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়স্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্ণ্যবৎ চিৎসম্পর্কাৎ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*) নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্ব-তদুপলব্ধির্বা। অহঙ্কারস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সুতরাং ন তৎ-সম্পর্কাৎ সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি। তদযুক্তম্, অনুভূতেঃ স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) হয় না। (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিৎ-সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ চিৎপদার্থেরই যখন জ্ঞাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিতের) জ্ঞাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে কিরূপে? ॥

৭০॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সে দর্পণাদির ন্যায় স্বগত—অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ (স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ-) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ্য হইতে পারে না। ইহা (অন্যত্রও) উক্ত আছে,—'শান্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

---

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সুতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না সত্য; কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সুতরাং এই ভাবে ব্যবহারতঃ অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিৎছায়া-পাত দুইরকমে হইতে পারে; এক, চৈতন্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়া। তন্মধ্যে চৈতন্যের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে পারে না, কেন না, যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ আছে, যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে; চৈতন্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব ও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

শাস্ত্রাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদিতি ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়ো হি সর্ব্বে পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশোঽচিদহঙ্কারোঽনুদিতানস্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধা দনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ। তথোক্তম্,—

ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽননুভূতিত্বমাত্মনি স্যাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভিব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়াস্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব্ব পদার্থ-প্রতীতির কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া থাকেন।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং অনুভবের অনুভবত্বনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। এইরূপ উক্তও আছে যে,—'স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভব ও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির ন্যায় আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না।' সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে। এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না।

কিঞ্চ, অস্য সংবিদ্রূপস্যাত্মনোঽহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধত্বয়ানন্যোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ। নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্যা অনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধনানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (†) জ্ঞেয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে,(‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধৃ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্য শাস্ত্রস্য শম-দমাদিনা। (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটী কি প্রকার? —উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অন্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্ব্বেই ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবান্তর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মনুষ্যত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন। (॥) অন্যত্রও উক্ত আছে যে, '[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে॥'

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) সংবিদা জ্ঞেয়স্যেতি (গ) পাঠঃ। (‡) মুখাদের্গ্রহণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্য শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।

(¶) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যত্বাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্রবুভুৎসু ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত—বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেঽপ্যহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ সুবচঃ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সন্তমসনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা। ন চেহ তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তি। অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ; ন, অজ্ঞা-নস্যাহঙ্কারাপনোদ্যত্বানভ্যুপগমাৎ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্। ন চ সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেঽপি জ্ঞানাশ্রয়ত্বাভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ।

সংবিদোঽজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতায়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-বিষয়ত্বাভাবেন জ্ঞানেন ন তদ্গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

---

আরো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও অহং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না; কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ দ্বারাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে; এখানে ত সেরূপ নিবারণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে। যদি বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে? না,—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত ও তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে। বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে কখনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

সংবিৎকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিৎকেই যখন আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিৎ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

---

(*) সংজ্ঞানেতি (খ) পাঠঃ।

এবাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ। অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদাশ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত। অস্য চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্যাজ্ঞানস্য স্বরূপমেব দুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ। অতো ন কেনাপি প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিষ্বদর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনুগ্রাহকস্য চ। তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্। ন চ দর্পণাদির্মুখাদেরভিব্যঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ। তদ্দোষকৃতশ্চ তত্রান্যথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্তু আলোকাদিরেব। ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না। [কেন না;—] জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া থাকে। (*)। অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাশ্রিত সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। আর, সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না। অতএব, কোনরূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না॥

৭২। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে। কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না। প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুতই

(*) তাৎপর্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়। পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জু জ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়ীভূত কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অন্য বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না বা করিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদূরিত করিয়া দেয়। জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ অপনীত করিতে পারে না। অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না।' এই কারণেই ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব;

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতোঽন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদুপলব্ধের্ব্বস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধির্ব্বা। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-স্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ (†) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ-সুষুপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। ন হি সুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি (§) সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্"

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে। এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। [সাধারণতঃ] জাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাশ্রিত এই কারণেই তদাশ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাশ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুষুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও 'অহং' (আমি) ইত্যাকার আত্মস্ফূর্ত্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই সুপ্তোত্থিত হইয়া অর্থাৎ সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর এরূপ মনে করে না যে, 'অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থানুভবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) প্রতিবোধাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) অবতিষ্ঠতে' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(§) এবং তর্হি' ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি। অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেদানীং সুখং ভবতি ; তথা তদানীমস্বাপ্সমিত্যেবা প্রতিপত্তিরিতি; অতদ্রূপত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ। ন চাহমর্থস্যাত্মনোঽস্থিরত্বেন তদানীমহমর্থস্য সুখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ সুষুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু সুপ্তোত্থিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদমনুভূতম্' 'অহমেবেদমবোচম্' (†) ইতি পরামৃশতি। (‡) 'এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্' (§) ইতি চ পরামৃশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্? "ন কিঞ্চিদ্" ইতি কৃৎস্নপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সর্ব্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম।' পরন্তু, 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইরূপেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে, তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমানই ছিল॥ (*)

৭৩॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, ('সুখমহমস্বাপ্সম্' স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে সুখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে]। তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই স্বরূপ)। অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর সুখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত 'আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,' এইরূপে স্মরণ করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে]। যদি বল, 'আমি এত কাল (সুষুপ্তিসময়) কিছুই জানিতে পারি নাই', [সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে? [হাঁ ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল? যদি বল 'কিছুই জানি নাই' বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অহমেতদবোচম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) এবমেতাবন্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অজ্ঞাসিষমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং 'অহং'পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই তৎকালে 'আমিত্বে'র স্ফুরণ হয় না। রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে। 'অহং' ও আত্মা একই পদার্থ; সুষুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবকে আবৃত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে 'আমিত্বের (অহংভাবের) স্ফুরণ হইবে। পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, 'আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম' বলিয়া আমিত্ব-সংবলিত সৌষুপ্ত সুখের স্মরণ করিয়া থাকে; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তি-কালে সুখের ন্যায় আমিত্বেরও সূক্ষ্ম ভাবে স্ফূর্ত্তি ছিল, নচেৎ অননুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্যৈবানুবৃত্তেঃ; বেদ্য-বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ। (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্য কৃৎস্নবিষয়ত্বে ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্যাৎ। সুষুপ্তিসময়েঽপ্যনুসন্ধীয়মান-মহমর্থমাত্মানং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায়া বিত্তেঃ সিদ্ধি-মনুবর্ত্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি পরামর্শেন সাধয়ংস্ত্বমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡)।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্যাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে ইতি চেৎ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্ব্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ। 'অহং মাং

জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল না; কারণ, 'আমি জানি নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদার্থেরইত অনুবৃত্তি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ব্ববিষয়ে নহে। সর্ব্ববিষয়ের প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে তোমার মতেই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুগত অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ' কথায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা পাইতে পারে। [কারণ, তাঁহারা ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না]॥ (§)

যদি বল, 'সুষুপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ— আত্মারও অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তি ও অনুভবের

(*) অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　　(†) বেদনবিষয়োঽপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র।' এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সুষুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা অক্ষুণ্ণই থাকে। জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-বিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে। কারণ, তাহারা ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না। পরন্তু, পণ্ডিতেরা ঐরূপ কথা অনাদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হ্যনুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ; সাধু পৃষ্টং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুবৃত্তের্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েঽনুসন্ধীয়মানস্যাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তের্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোঽস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(†) প্রসিদ্ধো-ঽবিশদস্বানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। অত্র সুপ্তোঽহম্, ঈদৃশোঽহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবাত্মা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্য্যেব সাক্ষি-

---

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিব্যঞ্জক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয় ? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে ;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে ; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিদ্ধ যে অস্ফুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয়।

৭৪। অপিচ ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে ; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জানা ; যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না ; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্ব্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) ভবতা' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি চ কচিৎ পাঠঃ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোঽস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-মহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে (†) স্বয়মবভাসমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে, ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্।

যত্তু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ত্ততে ইতি; তদপেশলম্। তথা সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো ধর্ম্মমাত্রম্; যেন তদ্বিগমেঽপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত; প্রত্যুত স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানন্তু তস্য ধর্ম্মঃ, 'অহং জানামি, জ্ঞানং মে জাতম্' ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

---

'আমি জানি' এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্মৎ-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে। অতএব, সুষুপ্তিকালে অস্মৎপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়। আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'অহং'-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; অতএব, সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অনুবৃত্তি থাকে না, বলা হইয়া থাকে, তাহাও ভাল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটী আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে, অবিদ্যার ন্যায় অহংভাবের অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটী বর্ত্তমান থাকিবে? পরন্তু, অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। 'আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে', ইত্যাদি স্থলে আত্মার ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপিচ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) 'আত্মনা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহংশব্দ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী, আমি বিদ্বান্' ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটী প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যস্ত আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্মাক অংশ বাদ দিয়া কেবল 'আত্মা ও অহংপদার্থ এক', এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি 'অহংভাব' বা আমিত্ববুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ফলে-ফলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম ফল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মধ্বংসের কামনা করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসন্ধত্তে 'অহং দুঃখী' ইতি, সর্ব্বমেতদ্দুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ্য কথমহমনাকুলঃ স্বস্থো ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে। স সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবাৎ। ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্যাৎ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হ্যবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ; কিমনেন ? ময়ি বিনষ্টেঽপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্বা ন হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্ব্বমধিকারী প্রযততে। অতোঽহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃতয়া সিদ্ধস্য প্রত্যগাত্মত্বম্। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বঃ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্য্যাত্মা।

কাতর হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, 'পুনর্ব্বার আর যাহাতে দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,' এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ; [কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল আত্ম-প্রকাশ বিদ্যমান থাকে। ইহাতেই বা কি হইল ?—'আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিদ্যমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ অহং-পদার্থ ই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ, তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে। যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়, সে সকল 'অহং' আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহ

(*) অপবর্গেঽবতিষ্ঠতে' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ। বিশিষ্ট বিশেষণটীর ব্যবহার-কালে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্ব্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয়। যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে। এই কারণে উহা বিশিষ্ট বিশেষণ। আর পদ্ম পুকুর' বর্ণন কর। এস্থলে পদ্ম না থাকিলেও ঐরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে উপলক্ষণ বিশেষণ বলে।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে (*)।

ন চ 'অহম্' ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্যাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষবিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্য। অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা। 'অহম্' ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোঽহংপ্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়ত্যেব। ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনামহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ। শ্রূয়তে হি—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত। পরন্তু, যাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু)। অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে 'অহং-রূপেই প্রকাশিত হয়। (†)

তাহার পর 'অহং'রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটী অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের বিরোধী ; অধিকন্তু, অহংপ্রত্যয় বা আমিত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মকেও থাকিতেই হইবে। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না)। অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা। 'অহং'ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—'অহং'প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহংপ্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাহাদের অবিদ্যা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও 'অহং'

(*) 'যো যঃ' ইত্যারভ্য 'প্রকাশতে' ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য,—ভাষ্যে "ন চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার 'অহং' রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটী অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টী বিষয় থাকা আবশ্যক। (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত হয়। (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। (৪) উপনয়, অভিমত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন। (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাধ্যের নির্দ্দেশ করা। পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অন্বয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যতিরেকী। তন্মধ্যে, এখানে "অহম্ ইত্যেব প্রকাশতে।" এটী প্রতিজ্ঞা। "স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ" হেতু। "যথা—ঘটাদিঃ" দৃষ্টান্ত। "স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা." এইটী উপনয়। "স তস্মাৎ" ইত্যাদি বাক্য নিগমন। আর, "যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে," এইটী অন্বয়ব্যাপ্তি। এবং "যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি" ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩। ৪। ১০] ইতি “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব্ব-শিখা০, ১] ইত্যাদি। সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্য ব্রহ্মণো ব্যবহারোঽপ্যেবমেব, —“হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০, ৬। ৩। ২।]। “বহু স্যাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬। ২]। “স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১। ১। ১] ইতি।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”
“অহমাত্মা গুড়াকেশ”। “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্।”
“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।”
“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে ॥”
“তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।”

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’, ইত্যাদি। অপর সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-) ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব।’ ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’।

১। ‘যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্ব্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম, এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ি—অর্জ্জুন!) আমিই আত্মা।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ছিলাম।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান)। আমিই সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্ত্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যেবং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকধৃতঃ পাঠস্তু মুদ্রিত বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিতপুস্তকধৃতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎশব্দস্য, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্য চ বিষয়ভূতঃ তদর্থঃ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরস্পরবিকল্প-নাম রূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ; ততশ্চ অহঙ্কারশব্দৈঃ প্রাগপি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ সূচিতঃ। ‘অহং’ প্রত্যয়স্ফুটীকরণায় “হন্ত ইমাঃ” ইতি বাক্যং প্রদর্শয়াঞ্চক্রে। “বহু স্যাম্” ইত্যত্র “অপদ্ভ্রান্তনঃ” ইত্যনুশাসনবলাৎ ‘অহং’ প্র... লব্ধঃ। বহ্বৃচ উপনিষৎসু ঐতরেয়াহংপ্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবাক্যোপন্যাসঃ। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(‡) এতদর্দ্ধং (খ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি। (ঘ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ববিদ্ভজতি মাম্’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা।" "বেদাহং সমতীতানি।" [গীতা, যথাক্রমং ১৫,১৮। ১০,২০। ২,১২। ৭,৬। ১০,৮। ১২,৭। ১৪,৪। ৭,২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্; কথং তর্হ্যহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে?—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ" ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-(*) প্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেঽহম্ভাবকরণহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহঙ্কারশব্দস্যাভূততদ্ভাবেঽর্থে চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা। অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজনাবমানহেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাধকাপেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যৈব। যথোক্তং

সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।' 'আমিই বীজপ্রদ পিতাস্বরূপ।' 'আমি বহু অতীত বিষয় অবগত আছি।' ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অহংপ্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ভাল, 'অহং'ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'মহাভূতসকল (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সবিকার 'ক্ষেত্র'-সংজ্ঞায় অভিহিত]।' এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ই অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কিরূপে?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল স্থানে 'অহং'রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং 'অহং'রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু বুঝিতে হইবে যে, 'অহং'ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার। অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে 'অহঙ্কার' বলা হইয়া থাকে। অভূত-তদ্ভাব অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয়-যোগে এই 'অহঙ্কার' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (†) এই অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়োভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না, সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ। চ্বিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে ঘঞ্। অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাঁহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার নাম অহংকার। যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে 'অভূততদ্ভাব' বলে।

ভগবতা পরাশরেণ,—"শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন।

অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা"] [বিষ্ণুপু০ ৬।৭।১০-১১ ইতি।

যদি জ্ঞপ্তিমাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মন্যাত্মাভিমানে শরীরে জ্ঞপ্তিমাত্র-প্রতিভাসঃ স্যাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা। তদুক্তম্,—

"অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।

অবিদ্যাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে॥" [আত্মসিদ্ধি] ইতি (*)।

তথা চ,—

"দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ সুখী॥" [আত্মসিদ্ধি ইতি।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ। ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তঃ-প্রবেশনস্বভাবঃ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাত্মক। [দেখ] ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন,—'হে কুলনন্দন! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক!) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, [তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর]।'

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে। আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষ, উক্ত ন্যায় বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যানুসারে এবং অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞাতা (আত্মা) 'অহং'রূপেই প্রকাশ পায় [বুঝিতে হইবে]।' আরও আছে,—'দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সুখসম্পন্ন।' 'অনন্যসাধন' অর্থ—স্বপ্রকাশ। 'ব্যাপী' অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাহেতু সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট।

(*) তাৎপর্য্যং,—'অহং জ্ঞাতা' ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ। স্থিরত্বাস্থিরত্ব-বৈষম্যং—ন্যায়ঃ। উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ। অনন্তরোক্তো ভ্রান্তিসম্বন্ধ—অবিদ্যাযোগঃ, অহমর্থজ্ঞানাশ্রয়ে স্থূলোঽহমিতি ভ্রান্তেরযোগ ইতি বা।

অর্থাৎ, 'আমি জ্ঞাতা' বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ। এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি। অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিয়ত সম্বন্ধ, আর জ্ঞানের যে অস্থিরত্ব বা সর্ব্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে ন্যায়। পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষদ্বাক্য সকল এস্থলে আগম। অব্যবহিত পরেই যে ভ্রম-সম্ভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্রত্য 'অবিদ্যাযোগ' কথার অর্থ

যত্তুক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষস্য শাস্ত্রবাধ্যত্বমিতি। কোঽয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষস্যান্যথাসিদ্ধিঃ। অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ; ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাস্যতে ইতি চেৎ; ন, অন্যোঽন্যাশ্রয়ণাৎ। শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব স্যাৎ। অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেঽপি শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধকমিতি। তন্ন; দোষমূলত্বে জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিৎকরম্; রজ্জু-সর্প-

---

[শাঙ্করমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, 'সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমাশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য।' [এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্যথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদি বল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ। [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্য এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের ন্যায় ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্যত্র কোথাও পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে। [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে? [উভয়ের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা 'পর' বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্ব্বিশেষবস্তুনির্ণয়ে সতি শাস্ত্রস্য (গ) পাঠঃ।　　(†) তদিতি (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোঽহয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ' ইত্যুক্তেঽপি ভয়ানিবৃত্তিদর্শনাৎ। শাস্ত্রস্য চ দোষমূলত্বং শ্রবণবেলায়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দ্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাসরূপত্বান্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্তু সম্ভাব্যমানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্ধূতনিখিলবিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাতবিরহাচ্চ। নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূলত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবত্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করে। (†) এ কথা ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহারো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদোন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকায় জানা যায় যে, শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা হইতে পারে না]।

আরো এক কথা.—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভাবনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায় না; কারণ, উহা সর্ব্ববিষয়-বিরহিত। নির্ব্বিষয় [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে পারে না। যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাহা স্বতঃই অবিষয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষমাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অন্যান্য প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্ত্তী জ্ঞান বাধক হয়। এই কারণেই "ইদং রজতং," (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী "নেদং রজতং" (ইহা রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী, আর প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্বহেতু উহা দ্বারা পূর্ব্বতন ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

নমু ব্যাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোঽস্মাকমপ্যস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যাবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিদ্যামূলত্বেঽপি প্রত্যক্ষ-বিষয়স্য (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্য সদদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্ব্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদযুক্তম্, অবাধিতস্যাপি (†) দোষমূলস্যাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরাগোচর-গিরিগুহাসু বসতস্তৈমিরিক-জনস্যাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্য সর্ব্বস্য তিমির-

যখন] স্বপক্ষ-সাধনে অনুকূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাঙ্করমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত প্রতীতি-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্যরূপ প্রতীত হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি ?—কেন না, যাহা প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারীই হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিদ্যামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারাই প্রত্যক্ষ-বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয় ; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সৎ-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমাণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু, [অন্য সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন) লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূলস্য বিষয়স্যেতি (গ) পাঠঃ।

(†) যস্য চ দুষ্টং করণং, যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ। অতো দোষমূলত্বং বাধকপ্রত্যয়স্য প্রত্যেকং মিথ্যাত্বসাধকাবিত্যাশয়ঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োঽস্তীতি ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যৈব, দোষো হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধকজ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যৈবেতি। ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ, বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্ম-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুঝিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্য্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র বিশেষ হয় না, তাহার ফলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়) তুল্যরূপই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্য্যশক্তির তারতম্য হয় না। যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ বুঝিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীর জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে]। [এ বিষয়ে দুইটী অনুমান এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তাহাও মিথ্যা। (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তিনিও মিথ্যা। (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রত্বমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—অনুমান মাত্রেই একটী ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে তিনটী অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে। প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। অর্থাৎ এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃষ্ট, অথচ মিথ্যা। দ্বিতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্য হস্ত্যাদিজ্ঞানস্যাসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিদ্যামূলত্বেনাসত্যস্যাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্যাসত্যত্বাভাবাৎ। তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য। ন হি 'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্যচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে। দর্শনস্তু বিদ্যতে, অর্থা ন সন্তীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ। মায়াবিনো মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্য চ হেতুঃ; তত্রাপি জ্ঞানস্যাবাধিতত্বাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ; সত্যেবাদষ্টেঽপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দষ্টবুদ্ধিঃ; সত্যেব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ। এতেষাং সংবেদনানামুৎ-পত্তিমত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে।

১১। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিদ্যা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা; কেন না, [জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তখনও নষ্ট হয় না। কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,' এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় সকলই বিদ্যমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে। মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই। বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে। স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে। শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে। [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয়। উল্লিখিত সকল জ্ঞানই উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয়; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায়॥

(*) বিষবুদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

হস্ত্যাদীনামভাবেঽপি কথং তদ্বুদ্ধয়ঃ সত্যা ভবন্তীতি চেৎ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সালম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ। অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব হ্যালম্বনত্বেঽপেক্ষিতম্; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোঽসত্য-ইত্যবসীয়তে। অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যেবেত্যুক্তম্।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাৎ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ।

শব্দ-স্ফোট বিচারঃ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপন্না রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মত্বসত্যা। নৈবম্, বর্ণাত্মতায়া অসত্যায়া উপায়ত্বাযোগাৎ। অসতো নিরুপাখ্যস্য হ্যুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নঞ্চ। অথ তস্যাং বর্ণবুদ্ধেরুপায়ত্বম্? এবং তর্হ্যসত্যাৎ সত্যবুদ্ধির্ন স্যাৎ, বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব। উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্ব্বর্ণ-বুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ। রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্যামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটী আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটী বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত' সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবধারিত হয় মাত্র; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে। ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যাসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে। না,—এরূপ, হইতে পারে না; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না। যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায়? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না। অধিকন্ত, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে; অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ব্ববর্ণাত্মকত্বস্য স্থূলভত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ব্ববর্ণ-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি। হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্য চ সত্যত্বাৎ। রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্য শব্দস্য নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেঽপ্যসত্যাৎ সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্তস্যৈকস্যৈব শব্দস্য তত্তন্নাদাভিব্যঙ্গ্য-স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ। শব্দ-

---

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়, শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡) তজ্জন্যই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না]। বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?)। আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য গবয়ের (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত সত্যই বটে।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে। [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ)।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম 'সংকেত'। এই সংকেত দুই প্রকার (১) আজানিক, (২) আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ।" তন্মধ্যে, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরদত্ত সংকেত আজানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম। আর অধুনাতন লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম।

স্যৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্ব্বোধকস্যৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দত্বাৎ। অতোঽসত্যাচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্দুরূপপাদা ॥৭৭॥

নন্বু, নঃ শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদ্বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ। উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হ্যসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরস্তনিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ। যদোপায়স্তদাঽস্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি বুদ্ধেঃ। নৈবম্; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ। ততঃ কিম্? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাপি

অসত্য হইতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক 'গ' প্রভৃতি বর্ণ সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের একরূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্র যখন 'সৎ' বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ন্যায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না? তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ব্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না। [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যাহত হয় না। না—এ রূপ বলা যায় না; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে 'শাস্ত্র সৎ' এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই হইবে? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

---

(*) তাৎপর্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার স্ফোটবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে। পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদী। তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না ও হইতে পারে না; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটী শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 'স্ফোট'। "স্ফুট্যতে—বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটঃ।" ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই স্ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক, বর্ণময় শব্দ নহে।

বিশেষ কথা এই যে,—স্ফোট স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যঞ্জক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত স্ফোট শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে। সুতরাং এ মতে আরোপিত—অসত্য স্ফোটভেদ হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না। কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা যে বিভিন্নাকারে স্ফোটাভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন? অধিকন্তু, অর্থবোধের জন্য যে একইরূপ স্ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময় শব্দের অর্থবত্ত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় স্ফোট-শব্দের কল্পনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাষ্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাগ্নেরপি মিথ্যাত্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ। তত্তু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনন্তু তস্যৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকুতর্কপরিহসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য।' এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তিমূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (†) যাউক, আর অব্যবস্থিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বাধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ইতঃপূর্ব্বে শাঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহারা বলে, "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।" (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্ব্বং অস্তি' অর্থাৎ 'সমস্তই সৎ—শূন্য নহে' বলিয়া শূন্য বাদের বাধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দোষমূলত্বনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

"বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধানৃতো বুদ্ধি-ফলে তথানৃতে যূয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ।"

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধ-ফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক্ষ।

যত্তুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্ব্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদীনীতি। তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্ব্বান্তরত্বং,(*) সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বনিয়মনমিত্যাদ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতস্তদাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ 'ত্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য। প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (†)। অত্রাপ্যারম্ভণাধিকরণে [ব্রহ্মসূ০, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ॥

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০, ১। ১। ৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ॥

৭৯। আর যে, "সদেব সোম্য! ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে সৎ-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব,) নিমিত্ত কারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার,) সর্ব্বান্তর্যামিতা, সর্ব্বাশ্রয়তা ও সর্ব্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া ['হে শ্বেতকেতু!] পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক—অভিন্ন'; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরব্ধ হইয়াছে বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভণাধিকরণে (২য় অধ্যায়। ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্ব্বক নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব (দুর্জ্ঞেয়ত্ব,) সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্ব্বিকারত্ব,) সর্ব্বভূত-কারণত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি শুভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(*) সর্ব্বান্তরাত্মত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি°, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্যস্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামানাধিকরণ্যম্। তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদ্গুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা, অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগবৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি, সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্তমানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি, একস্যৈব বস্তুনোঽনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।

'ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত সত্যাদি পদের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের নিয়ম, (শুধু একটী বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে)। বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থপরত্ব, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য'। সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা সত্যত্বাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যত্বাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই পদগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণবিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। [কারণ, সামানাধিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা আবশ্যক]। বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে। পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই সামানাধিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যমিতি হি শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র (*) 'অদ্বিতীয়পদং' গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং (†) ন সহতে ; অতঃ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। কারণতয়োপলক্ষিতস্য তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। অতো হি লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নির্গুণমেব ; অন্যথা 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্' ইত্যাদিভিবিরোধ-

---

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটী মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন (‡)॥

৮০। [শাঙ্করমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিস্থিত 'অদ্বিতীয়'-পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ্য করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এ রূপ বলিলেই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য রক্ষা পায়। অতএব, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয় নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, 'তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী'। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ ভিন্ন সগুণ হইতে পারেন না ; নচেৎ ['ব্রহ্ম] নির্গুণ ও নিরঞ্জন,' ইত্যাদি নির্গুণত্ব-বোধক শ্রুতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সজাতীয়তাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং ও বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী বুঝান অসম্ভব। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিযোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ শাস্ত্রানুসারে তাহাকে 'সামানাধিকরণ্য' বলা হয়। সামানাধিকরণ্যের একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত' বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, 'প্রিয়'-পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে 'সামানাধিকরণ্য' হয় না ; যেমন দুইটী গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম্ম এক—অভিন্ন, সুতরাং সামানাধিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার আলোচনা করা যাউক, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই স্থলে 'ব্রহ্ম' পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাধিকরণ্যাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ 'সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব' ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাধিকরণ্যও হইতে পারে না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয়।

শ্চেতি। তদনুপপন্নম্, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্রন্তর-নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদদ্বিতীয়পদস্য। তথৈব বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—"তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ? ইতি চেৎ ; সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব" ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্য্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্, ইতি তদেব 'অদ্বিতীয়'-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে। সর্ব্বনিষেধে হি স্বাভ্যুপগতাঃ সিষাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ। সর্ব্বশাখা-

---

সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না ; কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি আছে যে, তাঁহার কার্য্যে অন্য কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই। 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন [আমি] বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন', ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে 'অদ্বিতীয়' বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] 'হে সৌম্য এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল।' এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্ম্মাণকার্য্যেও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর থাকা সম্ভব ; 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে,নিবারিত হইয়াছে ; ইহা বেশ বুঝাযায়। 'অদ্বিতীয়'পদে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও ব্রহ্মেতে] নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মটীও এ স্থলে তোমারই পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে। (†) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপপন্নম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকা আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যতগুলি গুণের নির্দ্দেশ আছে ; সন্দিগ্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুক্ত গুণগুলিরও উপসংহার করিয়া লইতে হয়। ইহাই 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়ের' স্থূল অর্থ।

শঙ্করমতে বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্যায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ব্বশাখাস্থ কারণান্বয়িনাং সর্ব্বজ্ঞত্বা-দীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ। অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে॥৮০॥

ন চ নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেষাং—"নির্গুণং" "নিরঞ্জনং" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদীনাম্। জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-বাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি; ন তাবতা (*) নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। জ্ঞানস্বরূপস্যৈব তস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্॥

বেদ-শাখায় জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত সম্বন্ধ বলিয় অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে; ঐ রূপ গুণ নির্দ্দেশ করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব; তদনুসারেও) জানাযায় যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নির্গুণ নহে)॥৮০॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যনিচয়ের সহিত যে, কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে; কারণ [তিনি] 'নির্গুণ' 'নিরঞ্জন' (দোষসম্পর্ক-রহিত,) 'নিষ্কল (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে]। আর যে সকল শ্রুতিতে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা' বলিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা নহে। কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না]। আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন। যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, "সত্যং, জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতিতেও তাহার নির্ব্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না; কারণ 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়' ন্যায়টি এস্থলে অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে। কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্ত প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ইহাই কারণ-বাক্যের স্বভাব। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্থলেও সেই 'সর্ব্বশাখপ্রত্যয়' নিয়মানুসারেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বুঝিয়া লইতে হইবে; নচেৎ কারণ-বোধক অন্যান্য শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

(*) ন তাবৎ ইতি [illegible] পাঠঃ।

জ্ঞাতৃত্বমেব হি সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "তদৈক্ষত", "সেয়ং দেবতৈক্ষত", [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি," [ঐত০, ১।১]। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্," [কঠ০, ২।৫।১৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ॥"

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি; সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাঞ্চ ॥ ৮১ ॥

নিম্নোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্যও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা —আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।' 'যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।' 'উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটী জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটী অজ্ঞ—জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটী ঈশ্বর, অন্যটী অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।' 'ঈশ্বরেরও সর্ব্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে আরাধনা করি।' 'তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।' 'এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উভয়ই সত্য।' ইত্যাদি শ্রুতি

নির্গুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ "অপহতপাপ্মেত্যাদ্যপিপাস" ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনির্গুণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবা-দন্যতরস্য মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে", [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যা । ব্রহ্মগুণানারভ্য, "তে যে শতম্" ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্ত্বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীয়ং শ্রুতিঃ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সত্ত্ব ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। (*) ॥ ৮১ ॥

৮২। স্বয়ং শ্রুতিই যখন 'অপহতপাপ্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অপিপাস' পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া 'সত্যকাম, সত্যসংকল্প' বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন। [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নির্গুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ নির্গুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, সগুণ ও নির্গুণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—'ইহাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুল্লেখ করিয়া—'সেই যে শতগুণ আনন্দ', ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না ; 'ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]' ; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি যত্ন সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন।

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানস্য সর্ব্ববিষয়ত্বং, তস্য চ সমষ্টি-ব্যষ্টিসৃষ্টিসমুপযোগিত্বং জ্ঞাতৃসম্বন্ধিত্বং চ দর্শয়তি "তদৈক্ষত" ইত্যাদিত্রয়েণ। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যত্র চেতনবহুত্বমুক্তং কামপ্রদত্বঞ্চ। "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যত্র জ্ঞাতৃত্বমীশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। "তমীশ্বরাণাং" ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি। ঈশ্বরত্বঞ্চ নিয়ন্তৃত্বম্, নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবত এব নিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়মনস্য জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিয়ন্তৃত্বেন জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা না হইলে আর ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং 'ঈশ্বর' বলায়ই তাঁহার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মও সিদ্ধ হইতেছে।

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি। বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্‌গুণান্ সর্ব্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহর-বিদ্যায়াম্, "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ্ গুণ প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ। ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি," [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুত্যৈব সিদ্ধম্।

'সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য ফল ভোগ করেন'। ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন। 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বকাম ভোগ করে'; ইহার অর্থ এই যে, 'কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভীষ্ট—কল্যাণময়গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন।' 'তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে।' এই 'দহরবিদ্যা'-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশেই 'সহ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, 'পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইয়েছে (*)॥

(*) তাৎপর্য্য. 'দহর' অর্থ অল্প, হৃৎপদ্মটী পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে শ্রুতিতে তাহাকে 'দহর' বলা হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবতই ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি। ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই 'দহর' শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় ইহাকে 'দহরবিদ্যা' বলা হয়।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্য হইতে পারে না; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্য-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে। এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনায় যখন 'আনন্দ' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য সূচনার জন্যই যখন শ্রুতিতেও 'ব্রহ্মণা সহ' বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিশেষ্যভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যায় না। অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়'। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনায় উপাস্য-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্যের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্য আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না। অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

"যস্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্", [কেন०, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (তৈত্তি०, আনন্দ०, ১।১ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", (মুণ্ড०, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-মোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ।

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসদ্ভাব-সদ্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসত্তাঞ্চ বদতি। অতঃ ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি। জ্ঞানঞ্চোপাসনাত্মকম্, উপাস্যঞ্চ ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ," ইতি ব্রহ্মণোঽনন্তস্যাপরিমিতগুণস্য (*) বাঙ্মনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম 'এতাবৎ' ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। অন্যথা, "যস্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" তি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বল, 'যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম-স্থাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায়।' এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও 'সৎ' বলিয়া জানিবে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসদ্ভাব কথিত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্য, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে 'এতাবৎ'—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত' বা 'এইরূপ' বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না ; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে 'তিনি যাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

(*) অপরিচ্ছিন্নগুণস্য ইতি (খ) পাঠঃ।

যত্তু, "ন দৃষ্টেদ্র্ষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্", (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি শ্রুতির্দৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং পশ্যেঃ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব পশ্যেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্। অথবা, দৃষ্টের্দ্রষ্টারং মতের্মন্তারং জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্স্বেতি বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্", [বৃহদা০, ৪।৪। ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

"আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬। ১] ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-স্বরূপং প্রতীয়তে ইতি যদুক্তম্, তজ্জ্ঞানাশ্রয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-বদতীতি পরিহৃতম্। জ্ঞানমেব হ্যনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে। "বিজ্ঞান-

---

'বিজ্ঞাত।' ['যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে জানে।' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে 'মত' ও 'বিজ্ঞাত' বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, 'দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে না]' এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মননের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কুতার্কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার চেতনত্ব ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কুতার্কিকগণের কুতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং 'দ্রষ্টা', 'মন্তা' হইলেও তাহাকে 'দৃষ্টি' ও 'মতি' রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, 'তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মননের প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা কর।' এইরূপই 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং' শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ 'বিজ্ঞাতাকে মানুষ কিসের দ্বারা জানিবে' ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, "আনন্দো ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; এইরূপে যে, একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও 'ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই

যানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫। ৯। ২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তি০ আন০, ৮। ৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯। ১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দ্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিত্বানন্দি জ্ঞাতৃত্বমেব হ্যানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪। ৪। ১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬। ৪। ১৯ “যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [বৃহদা০, ৪। ৪। ১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃৎস্নস্য

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন 'আনন্দ' নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) 'একরসতা' কথাটী সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাহা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ'। 'যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দ্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্ এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়'। 'জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই. যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না) দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে। এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে 'ব্যতিরেক' অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মনুষ্যানন্দ যতই অধিক আনন্দ হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্ব্বাধিক্যই এখানে 'ব্যতিরেক' শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মনুষ্যাদির একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যনীক-নানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং ব্রহ্মণো নানাত্বং শ্রুতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্। নানাত্ব-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-গতং নানাত্বং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", [তৈত্তি০, আন০, ৭। ২] ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্; তদ-সৎ; "সর্ব্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (*) শান্ত উপাসীত", [ছান্দো০, ৩। ১৪। ১] ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি, সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তি-র্বিধীয়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদভিন্নং জগদ্-

---

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র; কিন্তু '[আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাত্ব, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই; ইহা দ্বারাই সেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল। যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই 'বহু ভবন' শ্রুতির অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্বোধ্য; শ্রুতি প্রথমে সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, 'সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় উপস্থিত হয়।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে, ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, 'এই সমস্তই ব্রহ্মময়,' 'সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শান্তির (দ্বেষ-হিংসাদি ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শান্তচিত্ত

(*) 'তজ্জলানিতি' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদ-মুচ্যতে,—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭ ১] ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

"যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥" (*)

[গরুড়পু০, পূ০, ২৩৪। ২৬]

ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব॥

যদুক্তম্, "ন স্থানতোঽপি", [ব্রহ্মসূ০, ৩। ২। ১১] ইতি সর্ব্ব-বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র বক্ষ্যতি। "মায়ামাত্রং তু", [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তির্য্যক্ (পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে 'ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়' বলা হইল কিরূপে? [উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—'এই সাধক যখন অদৃশ্য, অনির্ব্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে সর্ব্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শান্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাসুদেবের চিন্তা না করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রন্ধ্র, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই চিত্তের বিকার' ইত্যাদি। বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার 'অন্তর', অর্থাৎ অবকাশ, তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর যে, "ন স্থানতোঽপি" সূত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে। আর, "মায়ামাত্রং তু" সূত্রেও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক্ জাগ্রৎ

---

* গরুড়পুরাণে তু "সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ-জড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং চাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।" ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্মেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতা-বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোঽন্যদপার-মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" [গীতা০, ১০।৩]

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" [গীতা০, ৯।৪-৫]

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥" [গীতা০, ৭।৬-৭]

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" [গীতা০, ১০।৪২]

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই 'মায়ামাত্র' বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে] 'যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্ব্ব জগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।' 'সমস্ত ভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।' 'আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়। হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) 'ইতি পারমার্থিকত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ। (†)
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

অব্যয় (নির্ব্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করিতেছেন।' 'যেহেতু আমি ক্ষর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কূটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] 'হে মুনে! তিনি (ভগবান্), সর্ব্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব্ব জগতের আত্মাস্বরূপ; তিনিই ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয় শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুমহৎ দেহ ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন। মানস তেজঃ, শারীর বল, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীর্য্য এবং শক্তি প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট। সেই সর্ব্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ বিদ্যমান নাই। তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি এবং 'পরমেশ্বর' নামে অভিহিত হন। যাঁহার প্রভাবে লোকে জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্ম্মল ও একরূপ। তিনি দৃষ্ট হন,

---

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ভূতবর্গঃ' ইতি পাঠঃ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটঃ' ইতি (খ, গ,) পাঠঃ।

(§) তৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। তন্মধ্যে, অনাত্ম দেহাদিতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা। বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, যাহার ফলে 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা। সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ। দুঃখ ও দুঃখ সাধন বিষয়ে যে, অপ্রীতিভাব, তাহার নাম দ্বেষ। দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ। উল্লিখিত এই পাঁচটিই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া 'ক্লেশ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ৬ অং০, ৫ অঃ, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭২-৭৫]
“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭৯]
“এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অনুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

‘হে মৈত্রেয়! সর্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে মুনে! ‘ভ’কারের দুই অর্থ—সংভর্ত্তা (শাসনকর্ত্তা) ও ভর্ত্তা (ধারণ-কর্ত্তা)। ‘গ’কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীর্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম ‘ভগ’। তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন। ‘ব’-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্ব্বিকার)। অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জ্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ, এই কয়টী ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ। হে মৈত্রেয়! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না।

(*) তাৎপর্য্য, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা ॥” তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর মত সূক্ষ্মতা-লাভের শক্তি। লঘিমা—তুলার ন্যায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা। প্রাকাম্য—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি। ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা। বশিত্ব—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি। কামাবশায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা। অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐ সকল ঐশ্বর্য্য নিত্যই সিদ্ধ আছে।

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ, হৃন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৫। ৭৬-৭৭]
"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥
দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্ম-নিমিত্তজা॥
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা।" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭। ৬৯-৭২]
"এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫১]
"পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপ-বর্ণাদিনির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ॥
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই 'ভগবৎ'-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই) নিরুপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্ভিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়। হে নৃপ! পূর্ব্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রাকৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ!' তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি রূপে নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অযত্নসম্ভূত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত।' 'বিষ্ণুনামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্ব্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জ্জিত।' 'উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জ্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি একমাত্র 'অস্তি' (সৎ) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র আছেন, এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।'

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্ ।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥
তদেব সর্ব্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥" [বিষ্ণুপু০, ১। ২। ১০-১৪]
"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।
বিষ্ণুনামা (‡) স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥" [বিষ্ণুপু০,৬। ৪। ৩৮-৩৯]
"দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষু চ স্থিতে ॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫৩-৫৫]
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

'তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্ব্বিকার), অব্যয়, সর্ব্বদা একাকার এবং হেয় গুণ-রাহিত্যবশতঃ নির্ম্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে তিনিই অবস্থান করেন।'

'আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি ; তাহারা উভয়েই পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সর্ব্বাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বিষ্ণুনামে বর্ণিত হন'। 'সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ দুইটী যথাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম 'অক্ষর,' আর সমস্ত জগৎ 'ক্ষর' বলিয়া কথিত ; এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।' 'বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাঁহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্ ! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্ব্বগামিনী

(*) 'সদ্ ব্রহ্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।　(+) 'অক্ষয়ম্' ইতি (খ) পাঠঃ।　‡ মূলে তু 'বিষ্ণুর্নাম্না' ইতি পাঠঃ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৭। ৬১-৬২]
"প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥
তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ।
যথা সক্তো জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ॥" বিষ্ণুপু০, ২।৭।২৯-৩১]
"তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ॥" বিষ্ণুপু০, ১।২২।৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্তচ্ছব্দসামান-

---

হইয়াও যে অবিদ্যাময় কর্ম্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার সংসার-সন্তাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সেই অবিদ্যাবশেই আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্ব্বভূতে অবস্থান করে।' 'হে মহামতে! প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জল-কণা বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর পৃথগ্ভাব সমুৎপাদন করে।' হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য; কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয় মাত্র।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম স্বভাবতই নিত্য-নির্দ্দোষ, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সংযমন করেন। তাহার পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের শরীর, এই কথাটি শরীর, রূপ, তনু, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং "তদেতৎ সর্ব্বমেবৈতৎ" এই

ধিকরণ্যেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্য-পাপাত্মককর্ম্মরূপা-বিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রূপার্থাকার-তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

"প্রত্যস্তমিতভেদম্" ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-সংসৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদ্গতভেদরহিতত্বেন তদ্ভেদবাচি-দেবাদিশব্দা-গোচরং জ্ঞানসত্ত্বৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগযুঙ্মনসো ন (†) গোচরইত্যুচ্যত-ইতি; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেষজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্ প্রত্যাহারপর্য্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণাসিদ্ধ্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্য

'তৎ'-পদের সামানাধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে। অনন্তর, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্ম্মরূপ যে অবিদ্যা, তদধিষ্ঠিতরূপে অবস্থান করেন; তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় জ্ঞানরূপটী ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন (নির্ব্বিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও মিথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যস্তমিতভেদম্" (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বদ্ধ আছেন সত্য, তথাপি তাঁহার স্বরূপটী সেই সকল ভেদ-সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-স্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। 'প্রত্যস্তমিত' কথায় এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটী কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই প্রকরণে প্রথমতঃ যোগানুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং 'প্রত্যাহার'

(*) অচিদ্রূপ-তদর্থা ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অগোচরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) ইতি। তদুচ্যতে' ইতি (ক) পাঠঃ। (§) উক্ত্বা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং * ভাবনাত্রয়ান্বয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্য কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবিরহিণোঽচিদ্বিযুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধ্যেয়তয়া যোগযুঙ্মনসোঽনবলম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমমূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তঞ্চ, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বাপত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকর্ম্মরূপাবিদ্যা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদসাধারণম্ "আদিত্যবর্ণম্" ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়মিত্যুক্তম্ ॥

পর্যান্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (†) তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া 'ধারণা'-সিদ্ধির উত্তম আশ্রয় নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞনামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অশুভ হয় বলিয়া,—কর্ম্মময় অবিদ্যারহিত, এবং জড়বিযুক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধ্যেয়; সুতরাং যোগযুক্ অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাত্মক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত 'ধারণার' উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকাদীনাং, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উভয়ভাবনা চতুর্মুখস্য ইত্যধিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আট প্রকার যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"। (যোগ-সূত্র ।২।২৯): তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও পরদ্রব্য গ্রহণ না করা। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্যা, ইষ্টমন্ত্রজপ ও শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরে প্রণিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করা। আসন—অনুদ্বেগকর ও সুখকর অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিগ্রহোপায়—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্ম্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটী অঙ্গ একই বিষয়ে সম্মিলিত হইলে তাহাকে 'সংযম' বলে।

অত্র পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং "প্রত্যস্তমিতভেদং যদ্"ইত্যাদ্যুচ্যতে। তথাহি,—

"ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ ॥
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্ ॥
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ ॥"

[বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মুখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্ত্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়ানর্হতামুক্ত্বা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্যোগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

"আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্ত্তিনঃ (‡) ॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আত্মার নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ স্বরূপটী যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ", অর্থাৎ যাহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে। দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—'হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপটী যোগযুক্ (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না। কারণ, ঐ পরম পদটী একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয়। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও একটী বিচিত্র রূপ আছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে।' আরও আছে যে, লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) ও সনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং যাহারা প্রথমে সংসারাবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দ্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ; এই কারণে তাহাদিগকেও ধ্যানের অশুভ আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্ম্মফলে সংসারের বশবর্ত্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও ধ্যাতৃগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারে না। আর যাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) 'ইতি' (খ, গ) পাঠঃ।

(†) 'সিদ্ধিবিরহাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'কর্ম্মজনিতাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

পশ্চাদুদ্ভূতবোধাশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ।
নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ॥
তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ।"

[ভবিষ্য পু০, বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অ০, ২৩-২৬]

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্। অতোঽত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে॥ ৮৬॥

"জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মনো দেবমনুষ্যাদ্যর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তিরিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ। ন হি শুক্তিকায়া মিথ্যারজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি। জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেব্র্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্যার্থাকারতা ভ্রান্তিরিত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বমুক্তং স্যাদিতি চেৎ; তদসৎ,‡ অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তাঁহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্যের আরাধনা-লব্ধ অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়।' ইত্যাদি বাক্যে মহর্ষি শৌনকও অপর-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটীকে উপাসকদিগের শুভাশ্রয়—অনুপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে পারে না॥

৮৭। আর তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে। কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি; কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাত্ব বলা হয় নাই। শুক্তিকাতে যে, রজতের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই তাহা হইয়া যায় না। যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা বিশেষ্য-বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র; এই কথার ফলেই সমস্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সমস্ত দোষশূন্য, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্ব্বাতিশায়ী

---

‡ চেৎ, ন' ইতি (খ) পাঠঃ।

সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-মেবোপপাদয়িষ্যতে। অতোঽয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ। তথাহি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি; যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০,১] ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥" [মহাভা০, আদিপ০, ১,২৭৩]

ইতি শাস্ত্রেণাস্যার্থস্যেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে। উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-কৃতবেদতত্ত্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্। সকলশাখানু-গতস্য বাক্যার্থস্যাল্পভাগশ্রবণাদ্ দুরবগমত্বেন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাদুপ-বৃংহণং হি কার্য্যমেব॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি, তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধও নহে। অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা এই কথার সমর্থন করিব। অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—'যাহা হইতে সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, 'ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ আমার মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।' এই শাস্ত্রানুসারেও জানা যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক। 'উপবৃংহণ' শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাঁহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বদ্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের 'উপবৃংহণ' অবশ্য কর্ত্তব্য।

(*) বেদতত্ত্বার্থানাম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলব্ধপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

"সোঽহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি॥
যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীদ্যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্টাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু "যতশ্চৈতচ্চরাচরম্" ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্টত্বাৎ, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্টম্। তস্য চোত্তরম্—"জগচ্চ সঃ" ইতি॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপকয়োর্বস্তৈক্যকৃতম্। "যন্ময়ম্" ইতি প্রশ্নস্যোত্তরত্বাৎ "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য। "যন্ময়ম্" ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'হে মহাভাগ, ধর্ম্মজ্ঞ এই জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরেও যেরূপে থাকিবে ; হে ব্রহ্মন্ ! চরাচরাত্মক এই সমস্ত জগৎ যৎস্বরূপ, যাহা হইতে সমুদ্ভূত ও যেরূপে যাহাতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি' ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে 'যাহা হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হয়' এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে এবং 'যন্ময়' কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্ম্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ 'তিনিই জগৎস্বরূপ' বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে ; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, "জগচ্চ সঃ,' এই বাক্যোক্তিতে 'যন্ময়' প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 'যন্ময়' শব্দের পরে যে, 'ময়ট্' প্রত্যয় আছে

(*) যন্ময়' ইতি গ, ঘ, পাঠঃ।

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, "জগচ্চ সঃ" ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ। তদা হি (*) বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ। অতঃ প্রাচুর্যার্থএব "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা০, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্। কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব, তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্য প্রতিবচনং "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং জগদ্-ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে। অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনপরে শাস্ত্রেঽভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে।

তাহার অর্থ 'বিকার' (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে ; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না। আর 'প্রাণ-ময়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেরূপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ তিনিও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সঙ্গত হইত না, বরং স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে 'জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ' বলা উচিত ছিল। অতএব, "তৎ-প্রকৃতবচনে ময়ট্" সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (।)। বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার প্রচুরতর সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। এই কারণেই 'যন্ময়' প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, "জগৎ চ সঃ," (জগৎও তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা, এইরূপ শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ থাকায়ই 'জগৎ চ সঃ' বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(।) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্-প্রত্যয় হইয়া থাকে। কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিকারার্থে—মৃন্ময় (মৃত্তিকার বিকার)। অবয়বার্থে 'পাষাণময়' (পাষাণের অংশ)। প্রাচুর্য্যার্থে—'ব্রাহ্মণময় গ্রাম' (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম)। স্বার্থে—'বাঙ্ময়' (বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে)। এখন দেখিতে হইবে, 'যন্ময়' স্থলে কোন্ অর্থে ময়ট্প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এস্থলে বিকারার্থ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'এই জগৎ যাহার বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু 'যতশ্চ' অর্থাৎ 'যে উপাদান হইতে' এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে অবয়বার্থও সঙ্গত হয় না, কারণ 'যতশ্চ' প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থেও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক ; তাহাও "জগৎ চ সঃ," এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক, [illegible]ক, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত ; এইকারণে জগতে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে 'যন্ময়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে। তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্য কিমধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপস্যৈকস্য প্রশ্নস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং স্যাৎ। জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাধিকরণ্যে সত্য-সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যনীকতা চ বাধ্যেত, সর্বশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ। আত্ম-শরীরভাব এবেদং সামানাধিকরণ্য মুখ্যবৃত্তমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (১) সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য, জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রহেণোক্তমর্থং "পরঃ পরাণাম্" ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, "অবিকারায়" ইতি শ্লোকেন প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভশ্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্ত্তি-প্রধান-কাল-ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি। তত্র, "জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যষ্ট্যাত্মনাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ। তস্মান্নাত্র নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই ব্যাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না। দেখ, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটী প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ-ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান বলা হইত। বিশেষতঃ সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহ ও সর্ব্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভ গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে। আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাধিকরণ্যের ('জগৎ চ সঃ' কথায়) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, 'এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত। তিনি (বিষ্ণুই) এই জগতের স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ।' এই শ্লোকে সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই "পরঃ পরাণাম্" প্রভৃতি শ্লোকে বিস্তারে বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে "অবিকারায়" শ্লোকে প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিত্রয় এবং প্রধান (প্রকৃতি) কাল ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার করিতেছেন। তাহার পর, "জ্ঞানস্বরূপম্" শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না।

(*) পরে এব ইতি (গ) পাঠঃ। (১) তত্রৈব চ ইতি খ০।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।৩।১]

ইতি চোদ্যম্,

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাব-শক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে। তথা হি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত- ইতি চোদ্য-পরিহারৌ স্যাতাম্। উৎপত্ত্যাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণস্যাকর্মবশ্যস্য কর্মসম্বন্ধানর্হস্য কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুগম্যত ইতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'নির্গুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে' ? এইরূপ আপত্তি, এবং 'হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুঝিতে হইবে।' এইরূপ পরিহার বা মীমাংসা, উভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নির্গুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্য, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নির্গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূন্য, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ,

"পরমার্থস্ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্যাপারমার্থ্যং বদতি ; অপি তু, কৃৎস্নস্য (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্যাপারমার্থ্যম্ তদেবোপপাদয়তি,—

"তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৪।৩৮] ইতি।

যেন ত্বয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্ত্বদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি ত্বদন্যঃ কোঽপি নাস্তি। অতঃ সর্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নির্গুণাদিস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর "পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ", (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, ঐ শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

'তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসমন্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই ত্বদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্ব্বাত্মস্বরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, '(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্যেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে পরন্তু, যাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, সুতরাং সত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না ; তিনি যখন অপ্রমেয়, তখন অপূর্ণত্বও তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিশুদ্ধ ও অমলস্বভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও থাকিতে পারে না ; অথচ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন বিষয় নিশ্চয় করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও বাড়বাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ, জগতে সত্যের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিলক্ষণ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্।
"জগতঃ পতে ত্বম্" ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্যাৎ ; লীলয়া মহীমুদ্ধরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্ত্তম্, তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপমিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—"যদেতদ্ দৃশ্যতে" ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতস্ত্বদাত্মকং জগৎ (†) দেব-মনুষ্যাদ্যাত্মকমিতি দর্শনমেব ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারাণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাদ্যর্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—"জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-রূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

---

রহিয়াছ, ইহা তোমারই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি।' আর এ পক্ষে "জগতঃ পতে ত্বম্" (তুমি জগতের পতি), ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার পতি কি ? সুতরাং 'পতি' শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিতে হয়। বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের আবার উদ্ধার কি ?

আর "যদেতৎ দৃশ্যতে" শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) স্থূল রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায়। যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা, তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়েই "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবদ্ভাবে দর্শন করিবার সাধনীভূত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।   (‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (গ) পাঠঃ।

ত্যাহ,—"যে তু জ্ঞানবিদঃ" ইতি। অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদস্য লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*)॥

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" ইত্যত্র সর্বেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানেষু সৎসু দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপ-পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মসু দেবাদ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডতন্মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে। দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—ইত্যাদিষু॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপি" ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপর-বিভাগস্যোক্তত্বাৎ।

"যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি"ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে। 'যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে। "যে তু জ্ঞানবিদঃ" (যাহারা জ্ঞানাভিজ্ঞ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয় মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ),' এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মায় যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-সমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—'পণ্ডিতগণ, কুক্কুরে ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন।' 'ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,' ইত্যাদি। 'তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,' এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ করা হইয়াছে।

আর, 'যদি আমা হইতেও অপর কেহ থাকে', এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অদ্বৈত ভাব

(*) লক্ষণয়ার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম' ইতি (খ) পাঠঃ।

মত্তঃ পরঃ কোঽপ্যাঽন্যঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থে পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগাযোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্যাপি জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি মদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদন্যাকারোঽস্তি, তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চান্যাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপদেষ্টুম্। ন চৈবমস্তি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

"বেণুরন্ধ্র বিভেদেন" ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্; অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে চানেকরন্ধ্রবর্ত্তিনাং বায়ূংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্; অপি তু, আকারসাম্যমেব। তেষাং বায়ুত্বৈনৈকাকারাণাং রন্ধ্রভেদনিক্রমণ-(†) কৃতো হি ষড়্জাদিসংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

---

প্রতীত হয় না; তাহা হইলে 'যদি আমা হইতেও ভিন্ন (অন্য) অপর কেহ।' এই শ্লোকে একই স্থলে 'পর' শব্দও 'অন্য' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। তন্মধ্যে, 'পর' শব্দে স্ব-ভিন্ন (নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর 'অন্য' শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্যরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে। ইহারও অভিপ্রায় এই যে, 'যদি আমা হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিত, তাহা হইলেই 'আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্যপ্রকার' ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই "বেণু-রন্ধ্র বিভেদেন" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশখণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার 'ষড়্জ' (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্মসমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

---

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমত্বাদিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে 'যথা' শব্দো নাস্তি।

পার্থিবদ্রব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্দ্রব্যত্বেনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্। তথা বায়বীয়ানামংশানামপি স্বরূপভেদোঽবর্জনীয়ঃ ॥

"সোঽহং স চ ত্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মনাং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামানাধিকরণ্যেন "অহং ত্বম্" ইত্যাদীনামর্থানাং জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেবাদ্যাকারভেদেনাত্মসু ভেদ-মোহং পরিত্যজেত্যাহ। অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশ্যস্বরূপে, (*) 'অহং ত্বং সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপম্' ইতি ভেদনির্দ্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানামুপলক্ষ্যেণ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামানাধিকরণ্যাদুপলক্ষণত্বমপি ন সঙ্গচ্ছতে। সোঽপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ – "তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ" ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশস্য। তচ্চ—

"পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।"

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর "সোঽহং, স চ ত্বম্" (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের ('স' পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার সহিত 'অহং' ও 'ত্বং' পদের অভেদ নির্দ্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ বাক্যও কেবল দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, শ্লোকে "অহং, ত্বং" (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশব্দ হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময় জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর 'উপলক্ষণ' (একই শব্দে মুখ্যার্থ ও অন্যার্থ প্রতিপাদন) করাও সঙ্গত হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল, তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, 'তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর 'ঐরূপ সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?' অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

(*) 'দেহাত্মাতিরিক্তোপদেশ্যে' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　　(†) পাণ্যাদিলক্ষণঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে" ইতি চ (*) নাত্ম-স্বরূপৈক্যপরম্; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (†) উক্তরীত্যা নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" [মুণ্ড০, ৩।১।১]

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥" [কঠ০, ৩।১]

"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদ্যা। [যজুরারণ্যকে, ৩।২০]।

'হস্ত-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।' ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯১। আর পূর্ব্বোক্ত 'ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,' এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিও এইকথাই বলিতেছেন,—'দুইটী পক্ষী একটী বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহারা সহচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ের মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) পরিপক্ক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলের সাক্ষী হন।' 'ব্রহ্মবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার যাহারা 'নাচিকেত' অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) দুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যুত্তম গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।' (‡) 'তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।' ইত্যাদি।

(*) নাত্মৈক্যপরম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অত্রস্বরূপৈক্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—যদ্যপি শ্রুতিতে "ঋতং পিবন্তৌ" বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও "পিবন্তৌ" পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে "ছত্রিণঃ" (ছত্রধারিগণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করে না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই "পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে॥"
"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ"। "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র।
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।" [বিষ্ণুপু°, ৬।৫।৮৩-৮৫]
"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা॥" [বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ। "উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" [ব্রহ্মসূ°, ১।২।২১], "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" ব্রহ্ম সূ°, ১।১।২২], "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।" [ব্রহ্ম সূ°, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,

---

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুরাণেও 'তিনি (ভগবান্) সর্ব্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্ত্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' 'তিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্ব্বেশ্বর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই।' 'হে নৃপতে! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কর্ম্ম নামক একটী তৃতীয় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বগত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে।' ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে। কাণ্ব-শাখী ও মাধ্যন্দিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্য্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন।' '[শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্য্যামীর ভেদোল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন।' '[শ্রুতিতে] ভেদনির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্।' ইত্যাদি সূত্রে, 'যিনি আত্মাতে বর্ত্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না; অথচ, আত্মাই যাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে। অথবা, আকাশ, পর্জ্জন্য (মেঘ,) পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে যাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনা করে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এ কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

ত্রিনাচিকেতা শব্দের অর্থ—যাহারা নচিকেতার পরিজ্ঞাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে। নচিকেতানামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি 'নাচিকেত' নামে প্রসিদ্ধ। কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে।

য আত্মানমন্তরো যময়তি।” [বৃহদা০, ৫। ৭। ২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ।” (*) [বৃহদা০, ৬। ৩। ২১।]। “প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ।” [বৃহদা০, ৬। ৩।] ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্যপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-শ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ। যথোক্তম্,—

“পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (†) হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥”
[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্য তু তদ্ধর্মতাপত্তিরেবেতি ভগবদ্গীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন।' 'এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পারে না]।' [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন করে]।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার যখন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা (ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না, [সুতরাং অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না]। বিষ্ণু-পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অন্য দ্রব্য কখনও অন্য-দ্রব্যত্ব লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া যাইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা ভগবদ্গীতায়ও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—'এই প্রকার জ্ঞান (‡) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার সমান ধর্ম্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম ঘটিত-পাঠস্ত মাধ্যন্দিন-শাখাসম্মতঃ।　　　(†) অন্যদ্দ্রব্য মতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—'হে অর্জ্জুন! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাভাসরূপে জীব-সন্নিবেশ করিয়া থাকি, তাহার ফলেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে 'এইপ্রকার জ্ঞান' কথার প্রতিপাদ্য।

ইহাপি,—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনে।

বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥" বিষ্ণুপু০,৬।৭।৩০] ইতি। আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্। নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃষ্যমাণস্য। বক্ষ্যতি চ, "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।১৭]। "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।২১]। "মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৩।২ ইতি। বৃত্তিরপি, "জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো জ্যোতিষা" ইতি। দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, "দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্যাপি দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্" ইত্যাহ।

আর কষ্ট পায় না।' এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—'আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে বিকার্য্যের (যাহাকে অনুরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া] আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন।' (‡) এই স্থানে 'আত্মভাব' শব্দের অর্থ 'নিজের স্বভাব' (কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে); কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না। এই ব্রহ্মসূত্রেও বলিবেন যে, '[মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্মাণ ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও এখানে নাই।' 'কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে।' আর 'মুক্ত পুরুষেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব হয় না]।' 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রের বৃত্তিতেও (ব্যাখ্যাগ্রন্থেও) আছে যে, ['মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণে তু 'নয়ত্যেবং' ইতি পাঠো দৃশ্যতে। (†) স্বার্থসিদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে 'আকর্ষক' বলা হইয়াছে। অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জ্বল আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবান্‌ও নিজের উপাসক ভক্তবর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া যান না। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে, "যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা হৃদি স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্।" অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব্ব পাপ—দোষ বিনষ্ট করেন। এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-ধ্বংসের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার কথা ত বলা হয় নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে 'আকর্ষক' অর্থ অয়স্কান্ত মণি।

শ্রুতয়শ্চ,—"য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" [ছান্দো০, ৮।১।৬], "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১-২]। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (*) কামরূপ্যনুসঞ্চরন্।" [তৈত্তি০, ভৃগু০, ১০।৫]। ["স তত্র পর্য্যেতি।" [ছান্দো০, ৮।১২।৩]। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৭।১]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
[মুণ্ড০, ৩।২।৮]

তদা (†) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
[মুণ্ড০, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ॥ ৯২॥

হন'। দ্রমিড় ভাষ্যকারও (‡) বলিয়াছেন যে,—'ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়'॥

'যাহারা উক্তপ্রকার আত্মাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।' 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।' 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার কাম্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন।' 'তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।' 'নদী সকল যেরূপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সঞ্চরন্নিতি (গ) পাঠঃ। (†) 'তথা' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—এখানে 'বৃত্তি' অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্য্য, উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাঁহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম 'বৃত্তি', আর দ্রমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাষ্য বা দ্রমিড়ভাষ্য। শঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্থানে-স্থানে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্যম্, ফলং চৈকরূপমেব। অতো বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ১১]। "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ৫৯] ইত্যাদিষূক্তম্। বাক্যকারেণ চ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ, "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ" ইতি। ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতং চ, 'যদ্যপি সচ্চিত্তঃ' ইত্যাদিনা॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য এবং ব্রহ্মসারূপ্য লাভই তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে); এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদব্যাসও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে গ্রহণীয়), এবং "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ", (সর্ব্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে কোন একটী বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প(*) বিধিবিহিত করিয়াছেন। বাক্যকারও "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ।" (উপাসক সগুণের উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন)', এই বাক্যে সগুণের উপাস্যত্ব এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও 'বিকল্প' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (†) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও "যদ্যপি সচ্চিত্তঃ" (যদিও সদ্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে 'বিকল্প' বলে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে কর্ত্তার ইচ্ছাই বলবত্তর। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটী, দুইটী, তিনটী বা সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে,—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে উপদেশ করিলেন যে, যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নিশ্চয়ই সৎ, চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পর, "বিকল্পোঽবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ" সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণযোগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই ফল যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যাহার যেটী ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটীই গ্রহণ করিতে পারেন এইরূপ ব্যবস্থাকে 'বিকল্প' বলা যায়।

(†) তাৎপর্য্য,—'বাক্যকার' এক জন প্রসিদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থকার; তাঁহার অপর নাম 'টঙ্ক'। তাঁহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই হইতে পারে না, তখন উপাসকের প্রাপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না। কারণ, উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি,— "নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" [মুণ্ড০, ৩।২।৮]। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" [মুণ্ড০, ৩।১।৩]। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।" [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্য নিরস্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈক্যে চ তত্ত্বব্যবহারো মুখ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি॥ অত্রাপি,—

"বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আর, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন'। 'সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত অত্যন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।' এবং '[জীব] পর জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (†) বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাস হইয়াথাকে এইঅংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অভিহিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই হইয়া থাকে, যেরূপ প্রথমে একটী গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে 'এই সেই গো' বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—'হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব্ব-

---

* ব্রহ্মপ্রকারতা' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিরূপণ, তাহার নাম 'একবাক্যতা'। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান', এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাঁহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিগ্ধার্থক "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের 'রাম, শ্যাম' প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবংবিধ একাকার জ্ঞান-সদৃশ লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অক্ষুণ্ণই থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম্ম-ভাবনা-ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্তয়েৎ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্যা (*) কৃতকৃত্যত্বেন নিবৃত্তিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বা—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু স্বরূপৈক্যম্; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ, পূর্ব্বোক্তার্থবিরোধাচ্চ। যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ। যদৈবমাপন্নঃ, তদায়ং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—ভেদরহিতো ভবতি। জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারস্যাস্য (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য।' পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যাহার কর্ম্মভাবনা (কর্ম্ম-জন্য শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম্ম-ব্রহ্ম, এতদুভয়-ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য হয়। এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, 'হে দ্বিজ! ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী (উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন। সেই জ্ঞান মুক্তি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্ত্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মের উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষয় করিবে, তৎপূর্ব্বে নহে]। অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। এই কথার পরে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিরূপণার্থ বলিয়াছেন যে, 'তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক তখন (উপাসনা-সিদ্ধকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পরন্তু, অজ্ঞানবশতঃ তাঁহার ভেদও থাকে।' এস্থলে "তদ্ভাব" অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ ঐক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে "তদ্ভাব-ভাবম্", এই দ্বিতীয় 'ভাব' শব্দের কোন সার্থকতা বা সম্বন্ধ থাকে না। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-ভাবাপত্তি কথার অর্থ। উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন। মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) পরমাত্মনৈকস্বভাবস্য ইতি (গ) পাঠঃ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদন্বয়োঽস্য কর্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ। স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কর্ম্মণি (*) বিনষ্টে হেত্বভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

"একস্বরূপভেদস্তু (†) বাহ্যকর্ম্ম-বৃতিপ্রজঃ (‡)।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥"
[বিষ্ণুপু০, ২। ১৪। ৩৩] ইতি॥

এতদেব বিবৃণোতি,—

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইতি॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মকঃ। যথোক্তং শৌনকেনাপি,—

"চতুর্ব্বিধোঽপি ভেদোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ॥"
[বিষ্ণু ধর্ম্ম০, ১০০।২১] ইতি॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণাভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন অভেদী হন॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—'আত্মা স্বরূপতঃ এক; কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কর্ম্মময় আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি-প্রভেদ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (§) এই অভিপ্রায়ই নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—'পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?' এখানে 'বিভেদ' কথার অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—'এই চতুর্ব্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কর্ম্মণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একস্বঃ রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ। (‡) প্রবৃত্তিজঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে, 'আমি অমুক,' ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখাদি দ্বারা যে, 'আমি সুখী, দুঃখী,' ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্ব্বোক্ত বাহ্য-ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইত, সেই সকল কর্ম্মাবরণও সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকর্ম্মাখ্যাজ্ঞানে পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেত্বভাবাদসন্তং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ-আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্য" ইতি হত্রেবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বস্যাত্মতয়ৈক্যা-ভিধানম্। অন্যথা,

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্ব্বিরোধঃ। অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব ভগবতা অভিহিতম্,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ॥" [গীতা০, ১৮।৬১]

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ।

সমুৎপন্ন।' ['বিভেদ-জনকে' শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কর্ম্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু; সেই কর্ম্মরূপ অবিদ্যা পরব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসৎ হইয়া যায়—থাকে না। সুতরাং তখন সেই অসৎ বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে? অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর সেই ভেদ জন্মাইবে? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্ব্বে 'কর্ম্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপর শক্তি' বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪। 'আমাকেই সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন; তাই তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে 'ক্ষর' আর কূটস্থ—ব্রহ্মকে 'অক্ষর বলা হয়।' 'কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্' ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্বভূতের আত্মা, এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, 'হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়প্রদেশে বাস করেন।' এবং 'আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি।' আরও আছে,—

(*) পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ইত্যয়মংশোঽপি (গ) চিহ্নিত পুস্তকে উপলভ্যতে।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥" [গীতা°, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে। ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্যন্তদেহবচনঃ। যতঃ সর্ব্বেষামযমাত্মা, তত এব (*) সর্ব্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং প্রতিষিধ্যতে,—"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ" (†) ইতি; ভগবদ্বিভূত্যুপসংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্। তত ইদমুচ্যতে,—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ॥
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

[গীতা°, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্ব্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্পং সর্ব্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

---

'হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন!) আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা।' এখানেও সেই কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'ভূত' শব্দটী দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক। যেহেতু তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয়; সেই হেতুই তাঁহাকে ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, 'আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।' বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত। এই কারণে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, 'যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত), এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জ্জুন!] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।' অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিৎ, অচিৎ (জড়) ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫। [অদ্বৈতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—'একমাত্র ঈশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত তাহার ঈশিতব্য-শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকার বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) 'তত এবাস্তঃশরীরতয়া' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) 'ময়া ভূতং চরাচরম্' ইত্যপরাংশোঽপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা। সা চাবশ্যাভ্যুপগমনীয়া; "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো°, ৮।৩।২] ইত্যাদিভিঃ (*) শ্রুতিভির্ব্বল্লাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামানাধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সতী, ভ্রান্তি-বাধয়োরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধয়োশ্চাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদ ইতি (†)॥

তদযুক্তম্; সা হি কিমাশ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡)। ন তাব-

---

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিদ্যা সৎ পদার্থ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তত্ব ও জ্ঞানবাধ্যতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগ্যতা) হইতে পারিত না। অবিদ্যা অসৎও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ (§)॥

অবিদ্যার ভাবরূপত্ব ও আবরকত্ব খণ্ডন।

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা, জীবভাবটীও অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না];

(*) ইত্যাদিশ্রুতিভিরিতি (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তত্ত্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে খ-চিহ্নিত পুস্তকে।

(‡।১) ইতি বক্তব্যম্' ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না, কারণ, সৎপদার্থের কখনও জ্ঞানের দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র লোক একত্রিত হইয়াও যদি শ্বেতবর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তথাপি শ্বেতবর্ণ কখন অন্যথা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইবামাত্র অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সৎ বলা যায় না। উহাকে অসৎও বলা যায় না; কারণ, অসৎ—আকাশকুসুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ যাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না, যাহার সত্তা আছে, তাহারই অবস্থাভেদে নিষেধ হইয়া থাকে। অথচ অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কাজেই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিদ্যার দুইটী শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—মিথ্যাময় জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ। সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

"জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানঞ্চেৎ তিরস্কুর্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্ত্তকম্ ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽননুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে ॥" [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্য বিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ; অথচ অবিদ্যা আবার জ্ঞান-বাধ্য, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—'পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ? যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মেরস্বরূপভূত জ্ঞান নহে)· তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ; তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথানুসারেই ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে। না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ ভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকার জ্ঞান, এই উভয়েরই যখন প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটী অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটী নহে, এরূপ

(*) প্রকারত্বে' ইতি, (গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মব্যতিরিক্তব্যতিরেকেণ জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোঽবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপ-তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবান্তরানুভাব্যত্বেন ভবতো ন তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তি। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ; স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি (*) নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ। শুক্ত্যাদয়স্তু স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে স্বয়মসমর্থাঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্ত্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে। ব্রহ্ম তু স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব। তত এব নিবর্ত্তকান্তরঞ্চ নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি। ন, ইদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি? উত প্রপঞ্চ-

---

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবংবিধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে। অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম্ম-থাকায়ও অবিদ্যা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর অনুভবান্তর নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই। জ্ঞান যদি স্বভাবতই অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয় যথাযথরূপ প্রকাশে অসমর্থ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয় হইতে পারে না। এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা করে না।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র নহে। না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-সত্যতারূপ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পাঠান্তরং (গ) চিহ্নিত পুস্তকে।

(†) স্বযাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, হতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তচ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপন্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধমিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাধশ্চ ন স্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভাব্য-ধর্ম্মবিরহস্য ভবতৈবোপপাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিরোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটী জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী, অতএব, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই যাইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা; ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মস্বরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মের একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী ব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধর্ম্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাঁহার অদ্বিতীয় ধর্ম্মটী অনুভাব্য—অনুভবের যোগ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধর্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্ব্বে ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্থলে] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্বিতীয়ত্বমেবেতি' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। যাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-এবোক্তঃ স্যাৎ। (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ, বিদ্যমানস্য বিনাশো বা। প্রকাশস্যানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তাশ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ-যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্' ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তাও স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সত্যতাভ্রম ছিল, কেবল তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের অনুভাব্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে; ইহা তাহাদের অভিমত নহে। এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহারা বলেন যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, কোনরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন আতস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই উহাদের আলোক অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, যাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে ঐ সকল মণিতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

ভৈতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোঽনভ্যুপগমাৎ। নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*) অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-ভূতায়াস্তু সাক্ষাৎ দৃশের্মাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ। অথৈতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যানুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা দোষ ইতি চেৎ ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ ; প্রপঞ্চদর্শনস্যৈব তন্মূলং স্যাৎ ; কিং প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যান্তর-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্য নিত্যত্বেনা-নির্মোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ ; ন তাবদ্ ভ্রান্তিরুপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্ব্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ; তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্ব্বচনীয়তৈব (§) স্যাৎ। এতদুক্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটী' কি যথার্থ ? না অযথার্থ ? যথার্থ বলিতে পার না ; কারণ, উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না ; কারণ, অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ, দৃশির কোনপ্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধেরই মত হইয়া পড়ে! অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয় ; এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য, ব্রহ্ম-স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন ; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ- প্রতীতির মূল কারণ হইতে পারেন, আবার প্রপঞ্চের ন্যায় আর একটা অবিদ্যা-কল্পনার প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে, স্বয়ং ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন একটী দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ যাহাকে

(*) দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃষ্টয়োঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।   (‡) পরমার্থাসতী' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়তৈব ন স্যাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সর্ব্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়াঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বং সর্ব্বপ্রতীতের্ব্বিষয়ঃ স্যাদিতি ॥

অথ স্যাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহ্যরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং সদসদনির্ব্বচনীয়মবিদ্যাজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং জ্ঞান-প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে। তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরোহিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মন্যহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোঽধ্যাসঃ। তস্যৈবাবস্থা-

---

সৎ বা অসৎ বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ঠিক কথা, এই প্রকার বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে! অভিপ্রায় এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই সৎ বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে?

অনির্ব্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন।

যদি বল, সর্ব্ববস্তুর স্বরূপাবরক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান, সৎ বা অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়, এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হন, তখনই তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অহংকার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (†) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(†) তাৎপর্য্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"আহ কোঽয়মধ্যাসো নাম? স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূর্ব্বানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা, (তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত; পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না; অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মেই বাহ্য—জড়জগৎ ও আন্তর—আমি-আমার ভাব অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞ জনেরা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত আবার বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষেণাধ্যাসরূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-ঽধ্যাসোঽপি জায়তে (কৃৎস্নস্য মিথ্যারূপস্য তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†) মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে। কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ, অয়ং তু 'অহং সুখী' ইতিবদপরোক্ষঃ। অভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেঽপ্যয়-মনুভবো নাত্মজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ।

এতদুক্তং ভবতি,—'অহমজ্ঞঃ' ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোঽভাব-ধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা? অস্তি চেৎ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা যাহার বাধা হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে। সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত সেই অবিদ্যার উপাদানত্বও মিথ্যা; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না। 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয় কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলব্ধি-নামক (ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি জ্ঞান সকল 'আমি সুখী' ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক। আর অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে; নচেৎ আত্মা দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না॥'

অভিপ্রায় এই যে, 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) 'তত্তচ্জ্ঞানরূপঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব' ইতি (ক) পাঠঃ। (খ) পুস্তকেতু "তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্য' ইত্যাদি, সমানমন্যৎ। (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'মিথ্যাভূতমেব' ইত্যতঃ পরং 'এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি' এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে। প্রমাদস্তত্র মূলমিত্যনুমীয়তে।　　(‡) নাত্মনিজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলব্ধি একটী প্রমাণের নাম। প্রমাণপর্য্যায়ে ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*)। নো চেৎ; ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষো (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি। জ্ঞানাভাবস্যানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা। অস্যাজ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্ভাবেঽপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

৯৯. ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্যেন বিরুধ্যতে। নৈবম্, সাক্ষিচৈতন্যং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্; অপি তু অজ্ঞান-

---

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই 'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান হয় না ও হইতেই পারে না। (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর (আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাব বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্যের (অনুভবিতা আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্যের সহিত নিশ্চয়ই তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে; পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, নাহইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে, তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক; যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাভাব বুঝিতে পারে না। প্রকৃতস্থলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখনকথা হইতেছে এই যে, উক্ত স্থলে আত্মাতে যদি প্রতিযোগি জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিবিষয়ক জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই কারণেই ভাষ্যকার উভয় পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ। ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

নন্বু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ ; সর্ব্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ভূতম্। তত্র জড়ত্বেন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা। অজড়স্য তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো যুজ্যতে। তস্মান্ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারিত হয় না। অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতেপারে না। (†)॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, 'অহং অজ্ঞঃ', এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মিলিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আর কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ। তাহার মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয়। অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) 'অজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকত্বেন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আত্ম-চৈতন্যই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না। বুদ্ধি তাহার সম্মুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই। পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না। কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয়। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান ব্যতীত সত্য বস্তু কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ্য হয় না।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনির্বর্ত্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (*)।

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ্য-বিষয়ের আবরক এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকা নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এমন একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্তস্থল (†)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্' 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্বালিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কার্য্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিধ্বস্ত করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বালনের পূর্ব্বভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বালিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—স্বতন্ত্র একটি ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটী ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই স্থানে এরূপ একটী পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রকাশ্য বিষয়গুলিকে পূর্ব্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—স্বতন্ত্র একটী ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটী ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটী স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

হং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্তত ইতি চেৎ; উচ্যতে—বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলব্ধেদ্র্ব্যান্তরমেব তম-ইতি নিরবদ্যমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ত্বে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেঽপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চাজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোঽপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্নশ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথমিব তিষ্ঠতি? অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবত্ব অনুমানে উহা দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অল্পতাদি অবস্থা, এবং নীলরূপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটী পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপত্ব প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি: 'অহং অজ্ঞঃ' (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না? যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ্য অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এইযে, কোন বিষয়ে কোথায় অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

---

* তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের বিয়োগে তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অল্পতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর ন্যায় অন্ধকারেরও নীলরূপটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কস্মিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—"তমস্তমালদলশ্যামং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং তু দশমং তমঃ।" ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় অন্ধকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ন্যায়োক্ত নব দ্রব্যের অতিরিক্ত—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোঽজ্ঞানবিরোধী; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি। হন্ত তর্হি, জ্ঞান-প্রাগভাবোঽপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং ত্ববিশদ-স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্রাভিনিবেশাৎ। ভাবরূপস্যাজ্ঞা-নস্যাপি হ্যজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমস্ত্যেব। তথাহি, অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া। যদ্যপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্যনেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি-পত্ত্যপেক্ষা অস্ত্যেব। ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি ত্বজ্ঞানমিত্যেব। তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্। জ্ঞানপ্রাগভাবস্তু ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপেত

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্ত্তক, তাহা নহে; পরন্তু আত্মার যে, যথার্থ বিশুদ্ধ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক। 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই। বেশ কথা; তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক; আর উক্তপ্রকার আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অতএব অজ্ঞানের ভাবত্ব সাধনে তোমার অনুরাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়, তখন প্রাগভাবের ন্যায় উহাতেও পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে। দেখ, অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষত্রয়েই অগ্রে জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক। যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন 'প্রকাশ-বিরোধী' রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে। বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না; পরন্তু 'অ-জ্ঞান' (জ্ঞান নহে) ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের ন্যায় এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান। বিশেষতঃ, তুমিও যখন অন্যত্র প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

---

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্যাদিঃ অপিত্বজ্ঞানমিত্যেব' ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি অনুমীয়তে।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূয়ত- ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।)

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি; স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্যাপ্যন্য-তোঽপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মা-নভ্যুপগমেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমে-বোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদ্যতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

---

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত প্রাগভাব স্বীকার করাই ন্যায্য।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ। যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে, তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?— যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, যাহা নিজেই অনু-ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল, আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

---

(*) 'তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ

(†) এবং তর্হি ধর্মস্যাপি' ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশাখ্যধর্ম্মানভ্যুপগমেনেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনং চ; ব্রহ্মণোঽজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনস্যৈব [১] সম্ভবাৎ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ? অন্যতো বা? স্বতশ্চেৎ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানির্মোক্ষঃ স্যাৎ। অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যেব নিবৃত্তিবন্নিবর্ত্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্ব্বা। অন্যতশ্চেৎ; কিং তদন্যৎ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ; অনবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বনষ্ট ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, অজ্ঞান প্রথমে অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে; তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না। অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন; ইহাত অসম্ভব নহে।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা অপরের সাহায্যকৃত? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুক্তি-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধ হইতে পারে। আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয়; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটী অজ্ঞান। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয়। আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কার বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয়; পূর্ব্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শনশক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া দেয়। এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্মস্থ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

---

[১] 'দর্শনস্যাপি' ইতি (খ) পাঠঃ।

অথেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিঞ্চ যুগপদেব করোতি। অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ; স্বানুভব-স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ। হেত্বন্তরেণ তিরস্কৃতমিতি চেৎ; তর্হি অস্যানাদিত্বমপ্যপাস্তম্। অনবস্থা চ পূর্ব্বোক্তা। অতিরস্কৃতস্বরূপস্যৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ।

অপি চ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে? পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপ্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃদুক্তা। উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি কোঽয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে? কো বা প্রকাশতে? নিরংশে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে বস্তুন্যাকারদ্বয়াসম্ভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন সঙ্গচ্ছতে (*)॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিসিদ্ধ; সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, এরূপে আর পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না; না,—ইহা ঠিক হইল না। ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন ব্যতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না। যদি বল, অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না; তাহা হইলেও অজ্ঞানের অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না।

আরও এক কথা; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে না? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে? প্রথম পক্ষে কথা এই যে, প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে কি?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন। এই কথা পূর্ব্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে; আর কোন্ অংশই বা প্রকাশ পায়? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্মদ্বয়ের অবস্থিতি কথনই সঙ্গত হয় না।

(*) সংগচ্ছতে ইতি (খ) পাঠঃ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-ইতি; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা? এতদুক্তং ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ, কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ। তত্র য আকারোঽপ্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে প্রকাশাভাবাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে। যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব। অতঃ সর্ব্বত্র প্রকাশাংশেঽবৈশদ্যং ন সম্ভবতি। বিষয়েঽপি স্বরূপে প্রতীয়মানে তদ্গত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-রেবাবৈশদ্যম্; তস্মাদবিষয়ে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশমানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন সম্ভবতীতি।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ত্ততে ন বা? অনিবৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। বিশদস্বরূপ-

---

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয়; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্ম্মলতা) বা অবিশদতা কি প্রকার? এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সবিশেষ (সগুণ) এবং অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা; আর কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ। তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্ম্মল প্রকাশ থাকে না; আর যে অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্ম্মল, অতএব, কোথাও প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না। কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয় হইলেও তদ্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, অথচ একমাত্র প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদ্গত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

অপিচ, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না? নিবৃত্ত না হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক। যদি বল, বিশদভাবই (নির্ম্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদ্গত-কতিপয় ইতি (গ) পাঠঃ। বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপা অবৈ-ইতি (খ) পাঠঃ।

মিতি চেৎ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা? অস্তি চেৎ, অবিদ্যাকার্যমবৈশদ্যং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্যাতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্য কার্যতয়াহনিত্যতা স্যাৎ। অস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোহপি দুরুপপাদঃ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ব্বশূন্যত্বমেব স্যাৎ ॥১০১॥

স্বভাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে অবিদ্যাজনিত অবৈশদ্য বা মালিন্য এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ, স্বভাবশুদ্ধ বস্তুতে ঐরূপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ স্বভাব পূর্ব্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী জন্য হইয়া পড়ে, এবং তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ করাই যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপর হইতে পারে না; এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাহারা বলেন, ভ্রমের মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা সত্য নহে; অতএব, কোন একটী সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা, ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যেরূপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ মাত্রই অসত্য), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? সুতরাং নিরধিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্ব্বশূন্যবাদ (বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১॥

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌসাদৃশ্য ও সময়ের মন্দান্ধকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষে ভ্রম—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্তি, এই উভয় সত্য বস্তুকে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-শুক্তি না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা যায় যে, কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরধিষ্ঠান ভ্রম কস্মিন্ কালেও হয় না বা হইতে পারে না। দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রসূত ভ্রম মাত্র; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকা আবশ্যক; নচেৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে? না—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে; যুক্তি দ্বারা নিরধিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই বা বাধা কি? ইহার ফলে বৌদ্ধের 'সর্ব্বশূন্যবাদ' তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্য বাদ'ই আসিয়া পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্; অনুমানাসম্ভবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ; অজ্ঞানেঽপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(*) অজ্ঞানান্তরাসাধনে হেতোরনৈকান্ত্যাৎ, সাধনে চ (†) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারয়তি, ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন? অনুমান ত প্রদর্শিতই হইয়াছে? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিয়াছ, তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং সেই হেতুটী প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুর অনৈকান্তত্বরূপ অপর একটী দোষ উপস্থিত হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারিত করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (‡)

(*) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সাধনে তু ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দ্দোষ হেতু প্রদর্শন করিতে হয়, হেতুরও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর দোষ অনেকপ্রকার; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আধারে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আধারে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে। আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কস্মিন্ কালেও সাধ্য বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এখন দেখা যাউক, আলোচ্য স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না?

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ- প্রকাশকত্বাৎ"। এই অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্ব হেতুটী বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, 'অপ্রাগভাবাদি' প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এখানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী জৈব অজ্ঞান ও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতুর দ্বারাও ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তশ্চ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্ব্বত্র হি বিজ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বম্। সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্। প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেব। প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ। নাস্মাভির্জ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্ব্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানস্যৈব। যদ্যুপকারকাণামপ্য-

---

আর পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অনুকূল হইতেছে না; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না; কেননা, জ্ঞানই সর্ব্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রদীপ সত্ত্বেও জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে। উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকাররাশিকে অপনীত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে]। বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অন্ধকার অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে 'প্রকাশক' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্ব্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। না, তাহাও হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঈদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) 'জ্ঞানেন' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্ত্যৈ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারক-হেতুত্বম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। উপকারকত্বম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) নিরসনপূর্ব্বকত্বমঙ্গীকৃত্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্য-বস্ত্বন্তরপূর্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলমনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ,—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ। ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। ব্রহ্ম ন জ্ঞান-

---

প্রধানতম সাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটীও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ভ্রান্তপুরুষে। (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য নহে; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে: কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে. দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি জড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই. অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীকৃত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নিবর্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-পূর্ব্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ। জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞানত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্; যথেশ্বর-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদ্গরাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞানবিনাশ্যম্, ভাবরূপত্বাৎ ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে; কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহার অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র; দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক, তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদ্গরাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ্য হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥১০২॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানবস্তুবিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শঙ্কর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্য প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে; ভাষ্যকার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন, অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না. বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা.—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকাই আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টার জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয় কথা.—অদ্বৈতবাদীর অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে; ব্রহ্ম ত জ্ঞানাতীত—অবাঙ্মনসগোচর; সুতরাং তদ্গত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়াদানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি। নৈবম্; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ, ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ। ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবদুৎপত্তি-কারণসন্নিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্পত্ব-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। (সে স্থলে সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে।) না,—এরূপ মনে করা উচিত হয় না; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির বিনাশ হয়, তাহা নহে; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়, সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের ন্যায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সদ্ভাবেই প্রতীত হয়, অসদ্ভাবে প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; ব্রহ্ম স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন; অতএব, তাঁহাকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ কথা হয়। পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাশ্রয় বলিতে বাধা কি? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন জ্ঞানের অবিষয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে অজ্ঞানাবৃত বলিলেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে। শুক্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত; উহা যেমন অজ্ঞানে আবৃত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয়। তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুত্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্ঞানেরই পূর্ব্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্ব্বেও ঐরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত; আর অজ্ঞানপূর্ব্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান, তাহার ত প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে। সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে; বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাব থাকে; প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয়; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ্য' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তু না হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগশক্তি প্রভৃতির সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে। দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মুদ্গর) দ্বারা ঘটাদি বস্তু বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্য জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না। অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বানুমান ঠিক হয় নাই।

ণত্বশ্চাবগম্যতে। অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সন্তানবিশেষেণ সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ। স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্ত্বন্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপাদানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিষ্কৃতা। অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ। শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে॥

মিথ্যার্থস্য মিথ্যৈবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণন্যায়েন পরিহ্রিয়তে। অতোঽনির্বচনীয়া-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (†) প্রতীতিরস্তি। প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। (‡) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে। আর, 'স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত বস্তুন্তর-পূর্ব্বক', এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং 'অর্থাপত্তি' প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব। অতএব, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই। আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (§) অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

---

(*) স্বপ্রাগভাবানতিরিক্তবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিপত্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণমাত্র থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া 'ক্ষণিক' মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান- ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না। অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; এবং পূর্ব্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে স্বতই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না।

(§) তাৎপর্য্য,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিসাধারণরূপা। ভ্রান্তিঃ—বিদ্যমান-ভেদাগ্রহণপূর্ব্বক-সাধারণাকার-গ্রহণরূপা। বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাধিষ্ঠানাকারাবগাহিনী বুদ্ধিঃ। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বাধবিষয়ঃ। আভিঃ প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুজ্যতে কল্পয়িতুম্ ॥

শুক্ত্যাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেঽপি তন্নাস্তীতি বাধেন চান্যস্যান্যথাভানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যন্যস্যান্যথাভানস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ ; অন্যথাভানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তেরত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†)। কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্, ন চ তদানামনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্যবিধ প্রতীতি দ্বারাও ঐরূপ কোন একটী বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেননা, বস্তু না থাকলেও সময়বিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

[ভ্রমস্থলে] শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই —অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাত্ব-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীতি হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, সদসৎরূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য—অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব সেই রজত কোন একটী দোষবশেই প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে হইবে। না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কারণ, অনির্ব্বচনীয়ত্ব কল্পনা করিলেও এক বস্তুর যে, অন্যপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আর এই অন্যথাভাব (এক বস্তুর যে অন্যাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন অন্যথাখ্যাতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্ব্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। আর যদি বা এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রতীতি থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। আর যদি বল,

---

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই ; কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়, তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে। উক্ত অজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না। যাহা অন্যাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না, তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাত্ব-বোধও হইতে পারে না। প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান। ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা। বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্ব-জ্ঞানে সত্য বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞান।

(*) অন্যথাবভাসাযোগাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। অন্যথাভাবাযোগাচ্চ'ইতি (গ) পাঠঃ। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ঃ।

(†) অন্যথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনাযোগাৎ'ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থরজতম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

মনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ। অতোঽন্যস্যান্যথাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্য-স্যপরিহার্যত্বাচ্চ, শুক্ত্যাদিরেব রজতাদ্যাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপ-গন্তব্যম্ ॥

খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ,— অসৎখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা ; অখ্যাতি-

---

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্ব্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের জন্য কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব, ভ্রমস্থলে অন্যথাভান না থাকিলে, যখন তদ্বিষয়ক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সঙ্গত হয় না (*)। পক্ষান্তরে, অন্যথাভান পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিরূপে প্রতীত হয় ; এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্যথাবভাসই (অন্যথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যে অসৎখ্যাতি পক্ষে সেই অন্যথাবভাস সৎস্বরূপে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

---

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী রজত তৎকালে সৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজতকে তাঁহারা 'প্রাতিভাসিক ও অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া থাকেন। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ব্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান হইলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ নিশ্চয় করেন। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্ব্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহার যুক্তির মর্ম্ম এই যে, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে, শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সুসঙ্গত হইতে পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্ব্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দ্রষ্টাই তৎকালে অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্ব্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যাত্ব বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায়।

পক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্ (*) অন্যবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়াসদ্ভাবপক্ষেঽপি বিদ্যমানত্বেন।

বিশিষ্টকে অন্যপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটী পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর যাহারা জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহাদের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অন্যথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (†)।

(*) 'অবিশেষণমন্যবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—খ্যাতি পাঁচ প্রকার,—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥"

তন্মধ্যে, আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের ; অখ্যাতি পূর্ব্বমীমাংসকের ; অন্যথাখ্যাতি নৈয়ায়িকের, এবং অনির্ব্বচনখ্যাতি (অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি) শঙ্করস্বামীর অভিমত মত।

আত্মখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে। অতএব আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলায় ইহাদের মতকে 'আত্মখ্যাতি' বলা হয়। অসৎ-খ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সতের ন্যায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, 'অসৎ-খ্যাতি' বলা হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, (যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় ;) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয় না বলেন ; এই কারণে তাহাদের মত 'অখ্যাতি' নামে অভিহিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ বলেন যে, ভ্রমস্থলে একপ্রকার বস্তুর অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকারে প্রতীতি হয় ; এইরূপে অন্যথা প্রতীতি হয় বলেন বলিয়া তাহাদের মত 'অন্যথাখ্যাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জন্য তাহাতে সেইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্তিতে যখন রজত বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্তিতে একটা অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এই অনির্ব্বচনীয়তা-বাদকে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ' বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যতরকমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত ; সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসৎখ্যাতিবাদে যে, অসতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসৎ বলিয়াই প্রতীতি হয় ? না সৎ বলিয়াই প্রতীতি হয় ? প্রতীতি কালেই অসৎ বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিত না। আর যদি সৎ বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে ত এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিই হইল। আত্মখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য বস্তু দর্শন কালে 'এ সমস্তই মিথ্যা, আত্ম-বিজ্ঞানই সত্য,' এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না ? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থে অন্যথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময় আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা ? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাইবার জন্য কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটী পৃথক্ জ্ঞানকে এক বলিয়া গ্রহণ করায় অন্যথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-গ্রাহ্য কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, 'অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্' ইতি বদতা তস্য জন্ম-কারণং বক্তব্যম্। ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাত্ম-লাভাযোগাৎ। নির্বিষয়া জাতা তদুৎপাদ্য তদেব বিষয়ীকরোতীতি মহত্তমিদমুপপাদনম্। অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ; তন্ন, তস্য পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যস্যোৎপাদকত্বাযোগাৎ। নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ। নাপি দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্। অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব নিরাক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে হইবে। প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না। আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্ব্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে; ইহাও বড় বিস্ময়কর যুক্তিপ্রণালী! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে। অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও দুষ্ট অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ত কারণ হইতে পারে? না,—তাহাও পারে না; কারণ, দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎ-পাদন করিতে পারে না। আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান যে, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না; তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপিচ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে উহা কেবলই 'রজত'-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল কাচ বলিয়া মনে হয় মাত্র। তাঁহাদের সম্বন্ধেও কথা এইযে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞেয় বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অন্যথা—বিদ্যমানভাবে জানায় সেই অন্যথা-খ্যাতিই হইল। অতএব, অন্যথাখ্যাতি ভিন্ন অন্য কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দৌ স্যাতাম্। রজতাদি-জাতিযোগাদিতি চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা? উতাপরমার্থভূতা বা? ন তাবৎ পরমার্থভূতা, তস্যা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ। নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়াযোগাৎ। অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্।
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্য সর্বাত্মত্ব-প্রতীতিতঃ ॥
"বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পপূর্বসৃষ্ট্যাদ্যুপক্রমে।
"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাম্" ইতি শ্রুত্যৈব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও 'এ টা রজতের সদৃশ' এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে। (ঠিক 'রজত' বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে না)। যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম) আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও 'রজত'-শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ভাল কথা; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কি যথার্থ? না—অযথার্থ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য (অনির্ব্বচনীয়) রজতে অনুগত থাকিতে পারিত না। (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত)। অযথার্থও হইতে পারে না; তাহা হইলে সেই সত্য জাতিটী কখনই অযথার্থ বস্তুতে সম্বদ্ধ থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, অযথার্থ বস্তুতে যথার্থত্ববুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই। অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪। অথবা, 'বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে যখন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] 'আমি বহু হইব,।

(*) পরমার্থাপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চ. ইত্যলমপ্রমাণকুতর্কনিরসনেন' ইতি (খ) পাঠঃ। অপরেণ কুতর্কনিরসনেন' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য.—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও দ্রমিড় প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। আর ভাষ্যলিখিত "যথার্থং সর্ববিজ্ঞানং" হইতে "ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ" পর্যন্ত শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত। এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও শাস্ত্রকারের মত সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবৃৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ॥
যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি ।
শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
শ্রুত্যৈব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ।
পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা ।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।
"মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডম্" ইত্যাদিনা ততঃ ॥
সূত্রকারোঽপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।
"ত্র্যাত্মকত্বাত্তু (*) ভূয়স্ত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ০, ৩।১।২] ইতি তেনাভিধাভিদা ॥
সোমাভাবে চ পূতীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।
সোমাবয়বসদ্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সূক্ষ্মভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] 'ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেকটিকে 'ত্রিবৃৎ' (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।' এই ত্রিবৃৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে লোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, সর্ব্বভূতই সর্ব্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তিসম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া 'মহত্তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও সর্ব্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, 'যহেতু সমস্ত ভূতই ত্র্যাত্মক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ' ইত্যাদি। বেদে সোমলতার অভাবে পূতীকা (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ন্যায়বিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, পূতিকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকত্বাদিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) 'শ্রুতিদর্শিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

ব্রীহ্যভাবে চ নীবার-গ্রহণং ব্রীহিভাবতঃ।
তদেব সদৃশং তস্য যৎ তদ্দ্ব্যৈকদেশভাক্ ॥
শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশ্চ ভাবঃ শ্রুত্যৈব চোদিতঃ।
রূপ্য-শুক্ত্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্ত্বহেতুকঃ ॥
রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
অতস্তস্যাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জ্জিতঃ।
রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে ॥
দোষহানৌ তু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
বাধ্য-বাধকভাবোঽপি ভূয়স্ত্বেনোপপদ্যতে।
শুক্তিভূয়স্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ।
এবং সর্বস্য সর্বত্বে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥　[ভাষ্যকারঃ]।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। আর যেহেতু নীবারে (তৃণধান্যে) ব্রীহির (হৈমন্তিক ধান্যের) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ব্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত। কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশের কারণ। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায়। সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে। অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না। সর্ব্ববস্তু সর্ব্বাত্মক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণং (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ (†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্নবিষয়া,—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা," [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসংকল্পস্যাশ্চর্যশক্তেস্তথাবিধং কর্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপযোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—'সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অশ্ব, কিংবা তদনুরূপ পথ থাকে না; কিন্তু, রথ, রথের অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে। সেখানে আনন্দ, মুৎ বা প্রমুদ্ থাকে না; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ্ সৃষ্ট হয়। (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদী নাই; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুষ্করিণী ও স্রবন্তী (নদী) নির্ম্মিত হয়। তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্ত্তা' অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব্বপুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

'মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাম্য (ভোগ্য) বস্তু নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন। তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) 'পুণ্যপাপানুগুণাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। 'পাপানুগুণসম্ভবাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'তথা তত্তৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্'; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', আর ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ। অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্', সেই বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায় যে প্রীতি, তাহা আনন্দ।

সূত্রকারোঽপি "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।" "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষ্বর্থেষু জীবস্য স্রষ্টৃত্বমাশঙ্ক্য— "মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০,৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবস্য সংকল্পমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যতে। জীবস্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্পত্বাদেঃ কৃৎস্নস্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।" ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্রষ্টেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা উপপদ্যন্তে।১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্ত্তি--পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' সূত্রকার বেদব্যাসও—'স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।' এবং 'কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন।' এই সূত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব-শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া পরিশেষে 'যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না ; অতএব ঐ সকল পদার্থ কেবল [ঈশ্বরের] মায়া-মাত্র (সত্য নহে)।' ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রে স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিচিত্র পদার্থের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, 'সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। আর গৃহ ভিতরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে ; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (শ্বেত-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয় ; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায় ; এই কারণে

(*) শয়ানদেহস্বরূপেতি (খ) পাঠস্তু নৈব সমীচীনঃ।

দৃঢ় সুবর্ণানুলিপ্তশঙ্খবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদ্গত-পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বস্থৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-নিষ্ক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাৎ সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্গ্রহণজনিতসংস্কার-সহিত-নায়নরশ্মিভির্দূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-তরমুপলভ্যত ইত্যুপলব্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেঽপি তেজঃ-পৃথিব্যোরপাম্বুনো। বিদ্যমানত্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাৎ যথার্থত্বম্। অলাতচক্রেঽপ্যলাতস্য দ্রুততর-গমনেন সর্ব্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিরুপপদ্যতে। চক্র-

---

শঙ্খের শুভ্রতা আর নয়ন-গোচর হইতে পারে না; কাজেই তখন সুবর্ণ-রঞ্জিত শঙ্খের ন্যায় ঐ শঙ্খটীও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (শ্বেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুভ্র হইলেও) জবাকুসুমের লোহিত-প্রভায় অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জবাকুসুমের প্রভা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিদ্যমান আছে; (‡) কেবল ইন্দ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাত-চক্র স্থলেও (অলৎকাষ্ঠ খণ্ড ভ্রমণ করাইলে যে, একটী গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও) অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদ্গত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই অবিচ্ছেদে তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অলাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভাভিহততয়া ইতি গ' পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঞ্চীকরণ' নামে একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে। পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্দ্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের দুই আনি করিয়া অর্দ্ধেক; উভয়ের যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরাপর ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্ব্বক-তত্তদ্দেশসংযুক্ত-তত্তদ্বস্তুগ্রহণমেব। কচিদন্তরালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, কচিৎ শৈঘ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতস্তদপি যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহত-গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্ব্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ।

দিঙ্মোহেঽপি দিগন্তরস্য অস্যাং দিশি বিদ্যমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব। দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবষ্টম্ভ-তিমিরাদিভির্নায়ন-তেজোগতিভেদেন সামগ্রী-

---

মধ্যবর্ত্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্ব্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে, কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহার প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা অতিদ্রুত ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা নহে। দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিঘাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ, সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার দ্রষ্টার বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব, প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগ্‌ভ্রমের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অন্যান্য দিকেরও সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগ্‌-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল সেই একটী মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অন্য দিক্‌-প্রতীতি, তাহাও মিথ্যা নহে। (*)। দ্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়; সেই দুই ভাগে নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে দ্বিচন্দ্র-দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তদ্দেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপর্য্য।—দিক্ স্বভাবতঃ এক অখণ্ড পদার্থ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণাদি বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টী পূর্ব্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব রহিয়াছে। দিগ্‌ভ্রমের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্ (যাহা তাহার পক্ষে অযথার্থক) সেই দিক্‌টী কেবল প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং পূর্ব্বকে পশ্চিম দিক্ বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে।

ত্বেবং, সামগ্রীদ্বয়মন্যোন্য-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্লাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্বক্র-গতশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্ব্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিযুক্তং গৃহ্লাতি। অতঃ সমগ্রীদ্বয়েন যুগপদ্দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেঽপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ "দ্বৌ চন্দ্রৌ" ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশান্তরস্য তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্য চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্য চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি। তত্র সামগ্রীদ্বিত্বং পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্। গ্রহণদ্বিত্বেন (‡) চন্দ্রস্যৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়স্যৈক এব চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং ত্বেধাবতিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুষোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেঽপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্য্যকল্প্যম্। অপগতে তু

করে। অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে। অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রকে অন্য-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ তেজের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তী, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব্ব-সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি দুই স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্রবিষয়ে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না। যদিও চক্ষুদ্বয় একই কার্য্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে। পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে চন্দ্রের একত্বই প্রতীত হয়। দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানের দ্বিত্ব এবং

(*) অন্যোন্যনিয়মনিরপেক্ষম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (†) নিরতিশয়গ্রহণেন' ইতি (ক) পাঠঃ।
(‡) গ্রহণদ্বিত্বে তচ্চন্দ্রস্যৈব' ইতি (খ) পাঠঃ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টস্য চন্দ্রস্যৈকগ্রহণবেদ্যত্বাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ। দোষকৃতন্তু সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চেতি নিরবদ্যম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥১০৫॥

খ্যাত্যন্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্ব্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ ক্রিয়তে। অথবা কিমনেন বহুনোপপাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাখ্যং প্রমাণজাতম্, আগমগম্যঞ্চ নিরস্তনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্যতি; কিং নোপপদ্যতে। ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুগুণং তদ্ভোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ্য চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদধীন সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ হইতে পারে, অতএব সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটীই মিথ্যা নহে। (*) ॥১০৫॥

১০৬। অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করার আবশ্যক নাই। অথবা এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই। কেন না, যাহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত, ন্যূনাধিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না। [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখা যায়; শঙ্করের মতে ঐ দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র। রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে। তাহার কারণ এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে যাইয়া অন্যত্র হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে। এখন বুঝিতে হইবে, সেই চক্ষু-রশ্মি নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ববশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিভিন্নস্থানীয় আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয়; উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদনুগত চন্দ্র দ্বিত্বও সত্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটীই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে। অধিকন্তু, 'এই সেই হস্তী', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা যেরূপ পূর্ব্বানুভব-জাত সংস্কারানুসারী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সাপেক্ষ। এই কারণেই সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী দুইটী চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয়।

সর্ব্বে সর্ব্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-স্তত্তৎকালাবসানাস্তথাতথানুভাব্যাঃ (†) সৃজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ সর্ব্বানুভববিষয়তয়া তদ্‌রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ। "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদিষ্বনৃতশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্ম্ম-বাচি, "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেষং (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, "এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইতি বচনাৎ।

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" [যজু০, ২।৮।৯] ইত্যত্রাপি সদসচ্ছব্দৌ চিদচিদ্ব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তিবেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ(§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব্বসাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপত্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন না, [তাহার উদাহৃত] "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ," ইত্যাদি বাক্যের 'অনৃত' শব্দটী কখনই অনির্ব্বচনীয়তা-বোধক নহে। কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই 'অনৃত' শব্দের যথার্থ অর্থ। "ঋতং পিবন্তৌ" শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, 'ঋত' শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। 'তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত (অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ)' এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহাই 'ঋত'-শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই 'অনৃত'-(ন+ঋত=অনৃত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কথিত 'যেহেতু তাহারা অনৃত-সমাচ্ছাদিত' কথারও সার্থকতা থাকে।

'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।' এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা, উক্ত বাক্যটী প্রলয় কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে সৎ ও ত্যৎশব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

---

(*) 'কেচন কেচন তৎপুরুষ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ। (†) তথাবিধাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। ৎকালাবসানৈস্তথানুভাব্যাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ। (‡) পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(§) সদসচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্ব্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়-কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কস্যচিৎ সদসদনির্বচনীয়-তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেঽসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভি-হিতস্যাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [সুবালা০ ২] ইতি। সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্যাস্তু, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অসুর-রাক্ষস-শস্ত্রাদিষু সত্যেম্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্,—

"তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সূদিতম্ ॥"

[বিষ্ণুপু০, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ 'তমঃ'-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই "নাসদাসীৎ" বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্ব্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিস্থিত 'তমঃ' শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত 'অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পর দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। হাঁ, 'তমঃ' শব্দে যদও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ 'মায়াকে 'প্রকৃতি বলিয়া জানিবে' এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই 'মায়া' শব্দে অভিহিত করায় 'তমঃ'-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ব্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—'মায়া' শব্দের অনির্ব্বচনীয় অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্য্যায়ে উক্ত, অর্থাৎ 'মিথ্যা' শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, 'মায়া' শব্দটী যখন সর্ব্বত্র 'মিথ্যা' অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্য্যায়ও বলিতে পারা যায় না। কেন না অসুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

---

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়মংশঃ (ঘ. ঙ) পুস্তকয়োর্ন দৃশ্যতে।

(†) মেকৈকাংশেন' ইতি (খ) পাঠঃ। মেকৈকশঃ নিসূদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

অতঃ মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।"

[শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতের্বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব হি মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে—"তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" (†) ইতি। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" [মাণ্ডূক্য০, ২।২১] ইতি চ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি, "ভূরি ত্বষ্টেব রাজতি" (‡) ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণে আছে, '[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] ত্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক প্রহ্লাদের দেহ-রক্ষার্থ শম্বরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াময় বাণ সহস্রকে) এক-একটী করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই 'মায়া'-শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্য 'মায়া'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'মায়ী পরমেশ্বর ইহাঁ হইতেই এই জগৎ সর্জ্জন করেন; এবং জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ থাকে।' এই শ্রুতি 'মায়া'-শব্দ-বাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া-সম্বন্ধ বশতই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞত্বনিবন্ধন নহে। আর 'মায়া'-সম্বন্ধ বশতঃ যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়: 'অপর —জীবই তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এবং 'অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত (মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে।' এই উভয় শ্রুতিবাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ আর পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" বাক্যেও 'মায়া'-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে। এই কারণেই পরমেশ্বরকে 'প্রচুরতর শিল্প-নির্ম্মাতার ন্যায় শোভমান' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না। আর গীতোক্ত "মম মায়া" ইত্যাদি

(*) (খ) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'ইতি' শব্দাৎ পরং 'অতঃ' শব্দোঽপি দৃশ্যতে।

(†) 'তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) 'ত্বষ্টৈব রাজতি' ইতি (খ) পাঠঃ। 'ত্বষ্টেব রাজতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্ ॥

নাপ্যৈক্যোপদেশানুপপত্ত্যা ; নহি "তত্ত্বমসি" ইতি জীব-পরয়োরৈক্যোপদেশে সতি, সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে তচ্ছব্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপপত্তির্দৃশ্যতে। ঐক্যোপদেশস্তু "ত্বম্" শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ এবাভিধানাদুপপন্নতরঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্ব্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তস্যৈব হি নাম-রূপভাক্ত্বমুক্তম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্। ইতিহাস-পুরাণয়োরপি ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

নন্নু "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" (*) ইতি ব্রহ্মৈকমেব (+) তত্ত্বমিতি প্রতি-

---

বাক্যেও 'গুণময়ী' বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ; কেন না, 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদোপদেশ নির্ধারিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মেও জ্ঞান-বিরুদ্ধ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে। বিশেষতঃ "ত্বং"-পদে জীবশরীরক (জীব যাহার শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সম্যক্ সুসঙ্গত হইতে পারে। অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন "ত্বং"পদ-বাচ্য জীব ও "তৎ"-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার) প্রকটিত করিব'; এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা হইয়াছে। [সুতরাং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭। ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ 'বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদ্যাঃ "জ্ঞানতাৎ" ইত্যন্তাস্তাঃ শ্লোকাংশাঃ বিষ্ণুপু০, ২ অং, ১২ অ০, ৩৭ সংখ্যকশ্লোকাৎ ৪৫ সংখ্যকপর্য্যন্তশ্লোকেষু অনুসন্ধেয়াঃ।

(+) ব্রহ্মৈকমেবতত্ত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ। ব্রহ্মৈকতত্ত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

তত্র "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইতি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্য জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেবাভিধায় "যদা তু শুদ্ধং নিজরূপ" ইতি জ্ঞানভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাবদর্শনেনাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, "বস্ত্বস্তি কিং",—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য, "তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতে" ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্যাসত্যত্বমুপসংহৃত্য "বিজ্ঞানমেকম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজকর্মৈবেতি স্ফুটীকৃত্য "জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিশোধ্য "সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োক্তঃ" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য, অন্যস্য চাসত্যত্বমেব, তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিকমিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টমেবেত্যুপদেশো দৃশ্যতে (§)।

(সত্য পদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্' এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে। তাহার পর 'ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতিক্ষণে জগদ্ভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জন্যতা দৃঢ়তর করিয়া শেষে 'বস্তু (সত্য পদার্থ) কি? 'অগ্রে মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর 'অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত [কিছু নাই',] এইরূপে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ-মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অনন্তর, 'বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য', এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্ম্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদদর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া 'বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ' বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপে ব্রহ্মস্বরূপের সংশোধনের পর, 'আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম', এই বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা মিথ্যা; অধিকন্তু, ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক।' আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়]।

(*) স্বস্বরূপৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্' ইত্যাদিঃ 'স্থিরীকৃত্য' ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিত ইত্যনুমীয়তে।

(‡) এবো ভবতঃ' ইতি পাঠেতু আর্ষত্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিষ্ণুচিত্তীয়োক্তিঃ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি হ্যুপদেশঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নৈতদেবম্; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূর্ব্বমনুক্তং রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যারভ্যাভিধীয়তে; চিদচিন্মিশ্রে জগতি চিদংশো বাঙ্মনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-প্রাকৃতভেদোঽবিনাশিত্বেন 'অস্তি'-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু চিদংশকর্ম্ম-নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্তু পরব্রহ্ম-ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্রাভিহিতম্।

তথা হি,—

"যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।

পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১২।৩৭]

ইত্যম্বুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্বু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্য চ (*) বিষ্ণুরাত্মেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যোপদেশোপবৃংহণরূপস্য সামা-নাধিকরণ্যস্য "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্মভাব এব

না,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের এই দ্বিতীয় অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অনুক্ত সূক্ষ্ম-রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (১) "শ্রূয়তাম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহারই বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিৎ-অংশটী বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল আত্ম-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার, অবিনাশী ও কেবল 'অস্তি' (সৎ) পদবাচ্য। আর, চিৎভাগের (জীবের) কর্ম্মফলে বিবিধ ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটী বিনাশশীল, সুতরাং 'নাস্তি' (অসৎ) পদ-বাচ্য। এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সুতরাং তৎস্বরূপ; জগতের এই স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, 'হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।' এই বাক্যে অম্বুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলায় অম্বু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার শরীরস্থানীয়, বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) তদাত্মক ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য।—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাভূত জগতের এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্যে সত্যভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপুরাণে ঐরূপ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনাতেই বুঝা যায় যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য।

স্বন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যেতদসকৃদুক্তম্,—"তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ।" "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।" "স এব সর্ব্বভূতাত্মা প্রধানপুরুষাত্মনঃ" (*) "বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ", ইতি। তদিদং শরীরাত্মভাবহেতুং (†) তাদাত্ম্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইতি।

অত্র অস্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া বিষ্ণ্বাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমস্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্য চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইত্যক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেবমনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধিধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতাঃ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবাদ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাদ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্ম্মমূলা ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং পমিণামাস্পদম্, তত-

---

সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ আছে; উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও 'সে সকলই তাঁহার শরীর', 'তৎসমস্তই তাঁহার বপুঃ', 'যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্ব্বিকার), অতএব, 'তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্ব্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সামানাধিকরণ্যরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগন্মধ্যগত অস্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সৎ ও অসৎরূপ দ্বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসৎরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সদ্রূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ। অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্ব্বত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্মারক কর্ম্মরাশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

(*) 'গ' চিহ্নিতপুস্তকে "প্রধানপুরুষাত্মনঃ" ইত্যংশো নাস্তি।　(†) ভাবাপন্নম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) তত্ত্বিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমেতৎসন্দর্ভবিরুদ্ধমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তম্নাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তদেব বিবৃণোতি—"যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" ইতি। যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-মাত্ম-বস্তু দেবাদ্যাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ নির্দ্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদ্যাকারেণৈকী-কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকর্ম্মফলভূতাস্তদ্ভোগার্থা বস্তুষু বস্তুভেদা (†) ন ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমতেষু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধি-ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকর্ম্মসু বিনষ্টেষু ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তুনঃ কাদা-চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) 'নাস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্য সর্ব্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণমন্যথা-ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থাযোগিনোঽচিদ্বস্তুনো 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব, ইত্যাহ,—"বস্ত্বস্তি কিম্" ইতি। 'অস্তি'-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

---

কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই 'নাস্তি' বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য। ইহার ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর 'অস্তি' বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়েই "যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" বাক্য বিবৃত করা হইয়াছে। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে, দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, কর্ম্মই তাহার একমাত্র হেতু। সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দ্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাবকল্পনার মূলকারণ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না॥১০৭॥

১০৮॥ দেবতাপ্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে সকল বস্তু ইতঃপূর্ব্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল; ভোগ্যতার মূল কারণ কর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সে সময় সেই সকল ভোগ্য-বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগণনীয় হয়; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এই কারণে উহারা 'নাস্তি'-শব্দে অভি-হিত হইবার যোগ্য। আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, (কখনও অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না,) এই কারণে উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী; এই নিমিত্ত "বস্ত্বস্তি কিং?" শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর 'নাস্তিত্ব' বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাদ্যাকারেণ' ইতি (গ, পাঠঃ।

(†) বস্তুভূতাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থাযোগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ।

পর্য্যন্তহীনঃ(*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি 'নাস্তি'-বুদ্ধ্যনর্হত্বাৎ। অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ ক্বচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্। ততঃ কিমিত্যত্রাহ,—"যচ্চান্যথাত্বম্" ইতি। যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাত্বং যাতি; তদুত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা (†) পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থায়োত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তি। অতঃ সর্ব্বদা তস্য 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। তথা হ্যুপলভ্যতে, ইত্যাহ,—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি। স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্যভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। এবং সতি কিমপ্যচিদ্বস্তু 'অস্তি'-শব্দার্হমাদি-মধ্য-পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিতমস্তি কিম্? ন হ্যস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতিরিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ ক্বচিৎ কেবলাস্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ, —"তস্মান্ন

হইয়াছে। যাহা 'অস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-শূন্য) এবং সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে 'নাস্তি'-বুদ্ধি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই। যদি বল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"যচ্চান্যথাত্বম্", অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে অন্যথাত্ব বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে; এইরূপে সে বস্তু এমনই দূরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। অতএব, তথাবিধ অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্ব্বদাই 'নাস্তি' বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য। দেখ, "মহী, ঘটত্বম্", ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্ব্বিকার) আত্মস্বরূপ অসন্দিগ্ধরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন; তাঁহারাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমুহূর্ত্তে অন্যথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্ব্বদা একরূপ (নির্ব্বিকার) এবং 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি? অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না। যেহেতু এইরূপ নিয়মই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা ব্যতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও কেবলই 'অস্তি'-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না। ইহাই "তস্মাৎ ন

---

* 'আদিমধ্যান্তহীনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। এবং পরত্র।

(†) 'অবস্থাঃ প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'অস্তমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিজ্ঞানমৃতে" ইতি। আত্মা তু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্যনীকস্বরূপোঽপি দেবাদিশরীর-প্রবেশহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদিভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুধানুসংহিত ইতি তদ্ভেদানুসন্ধানং নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—"বিজ্ঞানমেকম্" ইতি।

আত্ম-স্বরূপস্তু কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাদ্যশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া একম্, তত এব সদৈকরূপম্; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্মকস্য কস্যচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—"জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্ব্বদা 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ঃ। এবংরূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্যাথাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমৃতে" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই "বিজ্ঞানমেকম্" শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা) প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দ্দোষ। কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও সর্ব্বদা একরূপ। এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক; অর্থাৎ সেই আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই; এই অভিপ্রায়েই 'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" শ্লোকটী অভিহিত হইয়াছে। ১০৮।

১০৯। জগতের চিৎ বা চৈতন্য অংশটী চিরকাল এক-ই রূপে থাকে; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটী প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনাশাভিমুখী; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'নাস্তি' বা 'অসৎ'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহাদ্যশেষ ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) এবংরূপচিদাত্মকম্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) জগদ্যাথার্থ্যম্ ইতি (ক) পাঠঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—"সদ্ভাব এবম্" ইতি। অত্র 'সত্যম্, অসত্যম্' ইতি "যদস্তি যন্নাস্তি" ইতি প্রক্রান্তস্যোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগ্‌ব্যবহারার্হভেদং যৎ বর্ত্ততে; তত্র হেতুঃ কর্ম্মৈবেত্যুক্তম্; ইত্যাহ—"এতৎ তু যৎ" ইতি। তদেব বিবৃ-ণোতি—"যজ্ঞঃ পশুঃ" ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(†) মিত্যাহ—"যচ্চৈতৎ" ইতি॥

অত্র নির্ব্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ে চাজ্ঞানে জগতস্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমস্য পরেশস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্যাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধা-কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক); ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। "সদ্ভাব এবং" বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে "যদস্তি, যৎ নাস্তি" কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, 'সত্যং' ও 'অসত্যং' কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই "এতত্তু যৎ" বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং "যজ্ঞঃ পশুঃ" ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন; এবং এই অভিপ্রায়েই "যচ্চৈতৎ" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটী শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাৎপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসচ্ছব্দগোচর' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষ্য (ঘ) সম্মতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়যতনম্' ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়ায়তনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবস্থাত্মনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

কর্ম্মৈবেতিপ্রতিপাদনাৎ, 'অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য'-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্ব্বচনীয়-বস্ত্বভিধানাসামর্থ্যাচ্চ 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দৌ 'অস্তি-সত্য'-শব্দবিরোধিনৌ। অতশ্চৈতাভ্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্ব্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্তুনি 'নাস্ত্যসত্য'শব্দৌ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরৌ প্রযুক্তৌ ; অপি তু বিনাশিত্বপরৌ। "বস্ত্বস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্" ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিষ্প্রমাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈকস্মিন্ কালেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্যথোপলব্ধ্যা নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্। বাধোঽপি যদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম। এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'অস্তি, নাস্তি' ও 'সত্য, অসত্য' শব্দেরও সদসৎ-অনির্ব্বচনীয় বস্তু-বোধনে সামর্থ্য নাই ; 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দও কেবল 'অস্তি' ও 'সত্য' শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় হইতে কেবল 'অসত্ত্ব'মাত্র (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত হয়, কিন্তু কাহারো অনির্ব্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০। আর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা জড়বস্তুকে 'নাস্তি' ও 'অসত্য'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, জড়বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-শীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর "বস্ত্বস্তি কিং ?" ও "মহী, ঘটত্বম্" বাক্যেও জড়পদার্থের ধ্বংসশীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পারা যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (যাহা-জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্যথাভাব দর্শন, তাদৃশ অন্যথাভাবকেই সেখানে 'নাস্তি'-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'তুচ্ছত্ব' অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; 'বাধ' অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে 'আছে' (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর 'নাস্তিত্ব' (অসত্তা) প্রতীতি। কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্যথাভাব প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি; তাহার নাম 'বাধ' নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর 'অস্তিত্বে' 'নাস্তিত্বে' (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্য্যন্তরহিতং সতৈকরূপমিতি স্বত এব সদা 'অস্তি'-শব্দবাচ্যম্। অচেতনস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগ্যভূতং তৎকর্ম্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্ব্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

"যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্‌বস্তু, নৃপ তচ্চ কিম্॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৩।৯৫]

"অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্তু নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্॥"
[বিষ্ণুপু০, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়স্য—

"বিষ্ণ্বাধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-দিন 'অস্তি'-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই ভোগের জন্য নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়; এই কারণে সর্ব্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দেই অভি-হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—'হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞান্তর (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।' 'পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন বিনাশশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।' উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ, কাল বা ক্রিয়াবিশেষে যাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ যাহা সময়বিশেষে থাকে, আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই 'অস্তি'-শব্দে নির্দ্দেশ করা, তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল 'অস্তি' বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'নাশি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

ইত্যাদ্যনুভাষণাচ্চ। "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যস্যাত্ম-শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্তুনোশ্চ 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দযোগনিবন্ধনম্, জ্ঞানস্যাকর্ম্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্। অচিদ্বস্তুনশ্চ তত্তৎকর্ম্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি। তদসৎ। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" [তৈত্তি-রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্]। "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" "ন তস্যেশে কশ্চন, তস্য নাম মহদ্‌যশঃ।" "য এনং বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি" [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-বিরোধাৎ। ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্ব্বাণ্যপি বাক্যানি সবিশেষ-

---

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিলোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দ্দেশ কথিত হইয়াছে, বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর; এই কারণেই উভয়ের একত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে। চিৎ ও জড় বস্তুতে যে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্ম্মজনিত বিকার-সম্বন্ধ চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা। কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্ম্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই (অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের কারণ।

আর যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা-নিবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন, বলিয়া [শাঙ্করমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] 'আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়)। [পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই। বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে।' 'কেহই তাঁহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাঁহার নামই পবিত্র যশঃস্বরূপ।' 'যাহারা ইঁহাকে জানে,

জ্ঞানেনৈব মোক্ষং বদন্তি। শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্, 'তৎ-ত্বং'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ। 'তৎ'পদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। 'তৎ'-সমানাধিকরণং 'ত্বং'-পদঞ্চ অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহারা মুক্ত হয়।' ইত্যাদি (*)। পরব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' প্রভৃতি বাক্যনিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আর 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া থাকে—নির্ব্বিশেষ ভাব নহে। 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-শরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে, একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দ ব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই (একার্থ-বোধকত্বই) পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে হয়। [মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ]। 'সেই এই দেবদত্ত' (দেবদত্ত একজনের নাম; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্ব্বিশেষ হন, এবং সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিত্যবর্ণ' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি 'তমেব বিদ্বান্ অমৃতঃ', উভয়ই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থনও বিরুদ্ধ হয়। আর "বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয়।

লক্ষণা, ভূত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিতয়ৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ; "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ। এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে। জ্ঞানস্বরূপস্য নিরস্ত-নিখিলদোষস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাধিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। (+) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপ্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। বিশেষতঃ 'তৎ'পদের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে "তৎ ঐক্ষত --বহু স্যাম্" শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সর্ব্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে। আর যদি বল, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের যে সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধই উহার প্রকৃত অর্থ। তাহা হইলেও 'ত্বং' ও 'তৎ'-পদের—সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্ব্বে যে, সামানাধিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় ‡।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, 'তৎ'-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ। আর 'অয়ং'-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। কাজেই 'সঃ + অয়ং' বাক্যোক্ত সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই 'সঃ' ও 'অয়ং' পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'দেবদত্ত' রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয়; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের আর পূর্ব্ব-কথিত বিরোধ থাকে না। "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যেও এইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ 'ভাগলক্ষণা' ও 'জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা' বলে। রামানুজ বলিতেছেন, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' কিংবা 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না। প্রকারান্তরেও উত্থাপিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন।

(‡) তাৎপর্য্য,—'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—'নেদং রজতম্' ইতিবদপ্রতিপন্নস্যৈব (*) বাধস্যাভ্যুপগম্য পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপপত্তিশ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং 'তৎ'পদেনোপস্থাপ্যত-ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, তদুপরি আরও দুইটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে 'নেদং রজতং' (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের 'বাধ' (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি" স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরুপায় হইয়া 'বাধ' কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] 'তৎ'পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সদ্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার ? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§)।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ 'তৎ'-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে]। ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রতীতস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে' ইতি (খ) পাঠঃ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদ দুইটীর লক্ষণা করিতে হয় ; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্যে (জীব চৈতন্য যাহা হইতে আসিয়াছে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটীর লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিতে। সুতরাং জীবের জীবত্ব ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটি দোষ, তেমনি পূর্ব্বোক্ত 'ভ্রম-বিরোধ', একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই জগতের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরাপর শ্রুতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত।

(§) তাৎপর্য্য.—বাধার্থত্বেঽপি ন পূর্ব্বোক্ত-দূষণহানিঃ, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দূষণদ্বয়াপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্তু বিশেষ ইতি। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র প্রমাণান্তরেণ 'নেদং রজতম্' ইতি বাধস্য প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সুতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বাধৌ। অতোঽধিষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বাধৌ দুরুপপাদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ। রাজত্বোপদেশেন চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিত্বাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না। অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদ্গত যথার্থ রাজতা, তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটী পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না। কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল ; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ উপদেশ কস্মিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না।

পন্নত্বাৎ বাধকল্পনম্, অত্রতু বাধস্য অপ্রতিপন্নত্বেঽপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র শুক্তিত্বরূপং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'পদেন শুক্তিত্ববৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনাৎ বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)।

অর্থাৎ 'শুক্তিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্তিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকন্তু সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই অভিপ্রায়ে 'ইমান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে। 'শুক্তিই রজত' এই স্থানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং বাধকল্পন আবশ্যক হয়। কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বুঝিয়াও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়। আর 'শুক্তিই রজত' এই স্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী শুক্তি শব্দেই বলিয়া দেয়। কিন্তু এস্থলে 'তৎ'পদ কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যের লক্ষণ করায় শুক্তিত্বের ন্যায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পন অসঙ্গত হয়।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরস্তনিখিল-দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতিপাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তু-শরীরত্বেন কার্যত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭-৮]। "অপহতপাপ্মা···সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", [ছান্দো০, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ।

"তৎ ত্বমসি" ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র কিঞ্চিদুদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৭।৪] ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। "ইদং সর্ব্বম্" ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব যাঁহার শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদ সেই ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। আর সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের যে, আরও একটী ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার নাম জীবান্তর্যামিত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে যথানিয়মে পরিচালিত করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়। এবং সূক্ষ্ম 'চিৎ-জড়বস্তু'নিচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর; অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও পরাপরত্বাদি-বোধক—'ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাঁহাকে—', 'ইঁহার নানাবিধ পরা (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,' 'তিনি পাপবিনির্ম্মুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)', ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না।

যদি বল, এরূপ হইলে "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি? [উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে সেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে প্রথমেই 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ),' এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব নিরূপিত হইয়াছে অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

(*) 'বিশেষৈক' ইতি (খ) পাঠঃ।

সজীবং জগন্নির্দ্দিশ্য—"ঐতদাত্ম্যম্" ইতি তস্যৈব আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতম্। (৭) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৭ ইতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সর্ব্বাত্মা।" [আরণ্যক০, ৩।১১।২৩]। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" [বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২]। "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্" ইত্যারভ্য—"যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

স্থানেই "ইদং সর্ব্বং" ('এই সমস্ত') কথায় জীব ও জগতের নির্দ্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যং" কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের 'আত্মা' বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।' এখানে যেরূপ সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্ব্বময়ভাবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদ্রূপ সেখানেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মভাবের প্রতি 'হে সোম্য (শান্তস্বভাব, সৎ-ব্রহ্মই এই সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান', এই হেতু দ্বারা পূর্ব্ববিহিত ব্রহ্মাত্মভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে। ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি এই,—'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত (নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না; আত্মাই যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন। সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'মৃত্যু যাঁহার শরীর,

---

(৭) হেতুরপ্যুক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল°, ৭]। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি°, ৬।২] ইত্যাদীনি॥

অত্রাপি—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্; "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†)। তস্মাদ্-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যাবগত-(‡) তত্তৎপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি, "ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক) এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।' 'তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন' ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) '[আমি] এই জীবাত্মরূপে ভূতবর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব'; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যত্ব লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ" শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে। ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর 'তাদাত্ম্য' বা অভেদের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (সত্তা) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে। অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বং প্রতিপাদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বিশ্চীয়তে' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত' ইতি (গ) পাঠঃ।

সর্ব্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্য “তত্ত্বমসি” ইতি সামানাধিকরণ্যেন বিশেষেণোপসংহারঃ ॥

অতো নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ বৈয়ধিকরণ্যেন সামানাধিকরণ্যেন চ সর্ব্বে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্য তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে? তস্যৈবেতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি (†) কিঞ্চিৎ। কল্পিতভেদ-নিরসনমিতি চেৎ; তত্তু ন সামানাধিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

---

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্” শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সমানাধিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র॥

স্বয়ং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাঁহার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সামানাধিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; [কিছুতেই সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡)॥

[নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ হইবে? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা গিয়াছে; সুতরাং পুনর্ব্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই? যদি বল,

---

(*) স্ববাক্যেনাবগতমিতি ইতি (গ) পাঠঃ। (†)- শাবসেয়মিত্যেতৎ ইতি (ক) পাঠস্তু ন সাধীয়ান্।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদী—শঙ্করস্বামি, ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়। কেবল ভেদবাদী মাধ্বপ্রভৃতি। তন্মধ্যে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার ভেদ-দোষ-সম্পর্করহিত—নির্ব্বিশেষ; জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। “তত্ত্বমসি” বাক্যে জীবের সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব কোন কারণে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল। জীবের ব্রহ্মভাব ছাড়া বিশেষ কতকগুলি ভাব আছে; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের ঐক্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব তাঁহার আরাধক; এই সেব্য-সেবকভাবই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামানাধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি (†) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐরূপ উপদেশের আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামানাধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটী প্রকার বা বিশেষধর্ম্ম না থাকিলে যখন সামানাধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম্ম) যুক্ত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধটী ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কাজেই ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের মতে স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত যে, সদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।   (†) হেতুকদা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্য (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি। জাতি-গুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবো জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব দৃষ্টচরম্। জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'ষণ্ডো গৌঃ, শুক্লঃ পটঃ' ইতি (‡) সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাচিৎ কচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, যাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি উত্তমরূপেই সমার্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই 'পুরুষ (আত্মা স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য ঘটিত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্ব্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্যরূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াথাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে' ; ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাধিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যববহারের কারণ ; কিন্তু পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্ম্মসকল এই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে। কখনও বা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটী স্বতন্ত্র দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মভাবাত্মভাব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তথা সামানা—' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) যোষিদা আত্মা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) অনুস্যূতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (‖) ব্যাবৃত্তা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

দৃষ্টঃ ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব।

যদি 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভির্জাতঃ', ইত্যত্র 'ষণ্ডো (†) মুণ্ডো গৌঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণবদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরাণামিষ্যতে। তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবং দৃশ্যতে। ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদিশরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্তৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো,' এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে, এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট,' এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 'পুরুষ কর্ম্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ষাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে' ; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যত্বাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ন্যায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিত্যই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য,' এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উহা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্ত্তমান

(*) প্রতত্যো দৃষ্টঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদমেব নাস্তি।

(†) ষণ্ড' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) মনুষ্যাত্মা'ইতি (গ) পাঠঃ। (§) তৎ-কর্ম্মফল'ইতি (খ) পাঠঃ।

সদ্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্য্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎস্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে 'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইতি মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ঃ। দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানামাত্মৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ (*) 'দেবো মনুষ্য আত্মা' ইতি লোক-বেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন ব্যবহারঃ। জাতি-ব্যক্ত্যোর্নিয়মেন সহপ্রতীতিরুভয়োশ্চাক্ষুষত্বাৎ; আত্মনস্ত্বচাক্ষুষত্বাচ্চক্ষুষা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে। পৃথগ্‌গ্রহণাযোগ্যস্য প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটমিতি মা বোচঃ। জাত্যাদিবৎ তদেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বৈঃ শরীরস্যাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ। সহোপলম্ভ-নিয়মস্ত্বেকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্। যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

থাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনাধীনতা সমর্থিত হয়। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম্ম)। গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ। আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধন করিতে হয়। আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ; এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে 'দেবাত্মা' ও 'মনুষ্যাত্মা,' এইরূপ সমানাধিকরণ্যে (অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুর্গ্রাহ্য সুতরাং সর্ব্বদাই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে, এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [ঐই কারণে সর্ব্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হওয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের মধ্যে একটী কখনও অপরটীর প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না; একথা বলিতে পার না কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায়—এবং আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্ভের নিয়ম, অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাম্' ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ' ইত্যন্তোহংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে। (ঙ) পুস্তকে তু —তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ' ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে।

র্গেন্ধরসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ। তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামানাধিকরণ্যনিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্তু শব্দঃ সহৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

নন্বু চ, শাব্দেঽপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নাত্মপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতস্যৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (ঙ) নিষ্কর্ষক-শব্দোঽয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতিগু‍ণ ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাদিশব্দা-

তু, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না। আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয়। শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর'শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না। না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না,] 'শরীর' শব্দটী তাহারই নিষ্কর্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না। [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্ব, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৩৮)। অতএব, গবাদি শব্দের ন্যায় দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মা পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

(ঙ) 'নিরূপকাণাং' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। নিষ্কর্ষ-'ইতি (গ) পাঠঃ।

৩৮। তাৎপর্য্য,—জাতিবাচক গোত্ব প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক শুক্লত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পদার্থ অর্থই বুঝায়। 'গোত্ব' বলিলেই গোত্ববিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থের বিশ্রামই হয় না ; শুক্ল বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটী বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ উক্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটী প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মারও প্রতীতি হইয়া থাকে।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়ৈব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাবলক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।" [ব্রহ্ম সূ° ৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ" ইতি চ বাক্যকারঃ (৩৯)।

অত্রেদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্য চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥" [শ্বেতাশ্ব°, ৪।৯-১০]

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।" [শ্বেতাশ্ব°,

---

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহও পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; সুতরাং জীব-বোধক শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যান্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে; এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ের একত্ব নিবন্ধন নহে)। এই বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। 'মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাব জ্ঞাপন করিতেছেন,' এই সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকারও বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মকে 'আত্মা' বলিয়াই গ্রহণ করিবে।'

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব), এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপ কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—'মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ এক (অদ্বিতীয়) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন।' এই

(চ) 'ভাবতাদাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্রস্য বৃত্তিকারঃ 'বাক্যকার'-নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। "অমৃতাক্ষরং হরঃ" ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গু-ণেশঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যু-তম্।" [মহানারায়ণ০, ১১।৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]। "নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" [কঠ০, ৫।১৩]। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।১২]। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" মুণ্ড০, [৩।১।১]।

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।" [শ্বেতাশ্ব০, ১।৬]

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রজাং (ছ) জনয়ন্তীং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"
[মহানারায়ণ০, ১০।৫]।

শ্রুতিতে 'অমৃতাক্ষর হর' কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্য প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন; এই কারণে ভোক্তাকে 'হর' বলা হইয়া থাকে। 'তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' 'তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।' 'তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।' 'অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী; তন্মধ্যে একটী জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটী প্রভু, অপরটী অধীন। 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।' 'ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।' 'জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।' 'নিজের অনুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কর্ত্রিণী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটী অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্ব্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।' 'জীব পরমাত্মার

(ছ) বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তী' ইতি (খ) পাঠঃ।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ।"
শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭] ইত্যাদ্যাঃ।

স্মৃতাবপি—"অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" [গীতা০, ৭।৪-৫]
"সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্॥
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ॥
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" [গীতা০, ৯।৭-৮]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" [গীতা০, ৯।১০]
"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" [গীতা০, ১৩।১৯]
"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" [গীতা০, ১৪।৩] ইতি॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে আশ্রিত থাকিয়া অনৈশ্বর্য্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে।' 'আরাধিত বা প্রীতিসম্পন্ন [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও আছে, '[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টধা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি। হে মহাবাহো—অর্জ্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটী 'পরা' প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে)।' 'হে কুন্তিনন্দন! কল্প-ক্ষয়ে (সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ম্ম-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' 'প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও।' 'আমার অভিব্যক্তিস্থান যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্ব্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি। হে ভারত, তাহা হইতেই

(*) মহিমানমিতরো' ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাদিকঃ।

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যৎ; তস্মিন্ চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি। ততো মৎকৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ দেবাদিস্থাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মত্বমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঅন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য,—"য-আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য-আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তথা, "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য-(*) "যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

---

সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে।' ভগবান্ বলিতেছেন—'মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূতসূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গর্ভ সংযোজিত করি। আমার কৃত সেই চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-সমন্বিত সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫। চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য; এইপ্রকার ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সর্ব্বাবস্থায় একরূপে বর্ত্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ, যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়; তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্রূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই; এইকারণে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহার শরীর, অথচ আত্মা যাঁহাকে জানে না; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্যামিরূপে) আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন; সেই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা।' ইতি। আরও আছে,—'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানে না,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

---

(*) 'যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ' ইত্যংশঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

ভূতা(*)ন্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল০, ৭]।
অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্যামেবোপ-
নিষদি—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি বচনাৎ।
"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা," [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবেত্যাহুঃ;—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽ-সৃজত" ইত্যারভ্য—"সন্মূলাঃ" সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি [ছান্দো০, ৬।২,১৮,৬]। তথা "সোঽকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু' শব্দে 'তমঃ'-শব্দবাচ্য ভূতসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই 'সুবাল' উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের] অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।'

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্য্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। সেই সৎ-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—'আমি বহু হইব এবং জন্মিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—'হে সোম্য! সৎ-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান।' এই সমস্ত জগৎই এই সৎস্বরূপ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মস্বরূপ।' আরও আছে,—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

---

(*) সর্বভূতাত্মা' ইতি (গ) পাঠঃ।

—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি। "স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত" ইত্যারভ্য—"সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ।

অত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু-প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি চ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং—"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ", "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে। এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০, ৩।১।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্। অতঃ কার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

---

জন্মিব, তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।' ইত্যাদি॥

অপরাপর শ্রুতিতে যে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে; তাহাই এই ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—'আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মরূপে এই ভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।' ইতি। এবং 'তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ (পরোক্ষ) ও ত্যৎ (অপরোক্ষ) হইলেন। বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ (মিথ্যা) হইলেন।' ইতি। এখানে 'তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৎ ও ত্যৎরূপ ধারণ এবং বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, 'এই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া—'এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে; জীব ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র কারণ; নচেৎ উভয় শ্রুতির একার্থতা রক্ষা পায় না। আর, 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইল' এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্য্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষ এবেতি কারণাৎ (*) কার্যস্যানন্যত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্য বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্। (†) "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি, "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে; কাজেই কারণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান, যাহা অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। "অহম্ ইমাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি "তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি পদ দ্বারা (‡) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বস্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্মবোধক শব্দের ('তৎ' প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক 'ত্বং' প্রভৃতি পদের) সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যাৎ কারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) (ক, খ) পুস্তকয়োঃ 'হন্তাহম্' ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়াস্তু নৈবমুপলভ্যতে; অতঃ (ঘ) পুস্তকসম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ছান্দোগ্যোপনিষদে "তিস্রঃ দেবতাঃ" কথার অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ভূতত্রয়। যদিও এখানে তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে। তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও 'তিস্রঃ' পদেরই 'পঞ্চ' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও 'দেবতা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সঙ্ঘাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতোত্র ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা—শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসঙ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথক্ (*) স্থিতিযোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ। এবং চ সতি, পরস্য ব্রহ্মণঃ

[এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘাত বা চেতনাচেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম্মগুলি) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র— শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রে নির্ম্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সর্ব্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না; তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সময় বিশেষে সংহত বা সম্মিলিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বাবস্থারই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম্মরূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহারা থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা চিরকালই 'সর্ব্ব'-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্ম্মের পরস্পরে সম্মিশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) 'পৃথক্প্রতীতিযোগ্যানাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) 'পুরুষেচ্ছয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্যানুপ্রবেশেঽপি স্বরূপান্যথাভাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্। স্থূলাবস্থস্য নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্য চিদচিদ্বস্তুন আত্মতয়াবস্থানাৎ কার্যত্বমপ্যুপপন্নতরম্; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

---

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্যাভূত জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, ঐরূপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের অন্যথাভাব বা বিকার ঘটে না। আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থাযুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগসম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের আত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্‌রূপে সঙ্গত হয়; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব। [পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং তাঁহাকে 'কার্য' বা 'কার্য্যাবস্থাবান্' বলিয়া নির্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব নিরসন।

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হয়। 'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত', এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—তাঁহাতে 'সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প' প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ববাদ' সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। [অতএব 'নির্গুণত্ব'-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না]।

ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা নিরসন।

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; তাহারও কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত গুণের আশ্রয়; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও তেমনি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকাশের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপত্বেত্যভ্যুপগমাদুপপন্নতরঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি; "সত্যং জ্ঞানম্" [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্॥

"সোঽকাময়ত —বহু স্যাম্।" [তৈত্তি০, ৬।২]। "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্।" [ছান্দো০, ৬।২।৩]। "তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।" [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মক-বস্তুনানাত্বমতত্ত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" [কঠ০, ৪।১০—১১]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয়; কিন্তু 'তিনি জ্ঞানরূপী' বলিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় না। অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। কেননা, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা,' 'ইঁহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে। আর 'তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহার জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে]॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব।' 'তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন।' এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে। কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে' ইত্যাদি।

[বৃহদা°, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাক্ত্বেন নানাপ্রকারত্ব-মপি নিষিধ্যতে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি (†) নিষেধ-বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্। "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ।" [বৃহদা° ৪।৪৬]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" [সুবাল° ২ ॥ বৃহদা°, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-ভাবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

---

[কিন্তু] 'আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। 'যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের বিচার স্থলেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব্ব বস্তুই তাহাকে প্রতারিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।' 'এই যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অযত্নপ্রসূত।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে যদিও আপাততঃ বিরোধ প্রতীত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাক্ত্বেনেতি (খ) পাঠঃ।　　　　　　(†) ইত্যাদিনেতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'অনন্যত্বং চ বদন্তীনাং' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের সমস্ত পদার্থ। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে। অতএব, জগতে বাচক বা অর্থ বাচক যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয় পরমাত্মাকে বুঝাইবে; কারণ, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং 'তৎ' পদটী যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মবাচক, তেমনি 'ত্বম্' পদটীও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাচক হইতেছে। বিশেষতঃ তৎ পদটি ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর 'ত্বম্' পদটী জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; সুতরাং ঐ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই।

স্বয়ং পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য। এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা, অপরটী কারণাবস্থা। যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা। এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই নিমিত্ত ভাষ্যকার ব্রহ্মকে 'কার্য্যাবস্থ' ও 'কারণাবস্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে 'উপাদান' কারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্ব্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্য্যদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে,) ইতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদস্যৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদস্যান্যস্যাপ্যপন্যায়মূলস্য (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো দৃশ্যতে। (চিদচিদীশ্বরাণাং পৃথক্স্বভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্মভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োরৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হ্যবিরুদ্ধমিতি সিদ্ধম্ ॥)

(যথা —আগ্নেয়াদীন্ ষড্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদিবাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ত্বমাপন্নান্ (‡) "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" [কাত্যায়ন শ্রৌত সূ॰, ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া বিদধাতি;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্ব্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাচেতন পদার্থসমূহের কারণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগ-যোগ্য স্থূলদশা-প্রাপ্তি, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারাই সেই বিরোধের পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মাজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদই হউক, অথবা অপর কোন বাদই হউক, (১) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্ব্বশ্রুতিবিরুদ্ধ; সুতরাং কোনরূপেই সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায় এই যে,—] চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বভাব যে বিভিন্নপ্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ; এবং "ঈশ্বরই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর" এই প্রকার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ দ্বারাও উহা সমর্থিত; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন এবং কার্য্যকারণের অভেদ নির্দ্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইহাই প্রমাণিত হয় ॥

'আগ্নেয়' প্রভৃতি ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটী বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শেষে পূর্ব্বপ্রক্রান্তবোধক "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ দ্বারা), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-

---

(*) অন্যস্যাপ্যন্যায় ইতি (গ) পাঠঃ। (†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—যে মতে ব্রহ্মেতেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ' বলা হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র সেই মতকে 'ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এসকলই শঙ্কর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মতান্তর।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", [শ্বেতাশ্ব০ ১।১০]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (*)।" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। আত্মা নারায়ণঃ পরঃ।" [নারায়০ ১১।৩।৪] ইত্যাদিবাক্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য-"যস্য পৃথিবী শরীরং,যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ," [সুবাল০ ৭,] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈশ্চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্ম শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য— শরীরিভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্‌ব্রহ্মাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্য্যাবস্থশ্চ পরমাত্মৈক এবেতি পৃথক্‌প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং "সদেব সোম্যেদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্ব্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।' '[ভগবান্‌ই] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি।' 'বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।' 'নারায়ণই পরমাত্মা।' ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ 'পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) যাঁহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক 'সৎ; ব্রহ্ম ও আত্মা' প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনাচেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে; 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইদং শ্রুতিঃ (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) পৃথক্‌প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আগ্নেয়াদি ছয়টী যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ,—(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশু, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগদ্বয়, (৬) ঐন্দ্রাগ্ন। এই ছয়টী যাগই বেদে "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি" ইত্যাদি ছয়টী উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক বিধিকে 'উৎপত্তিবিধি' বলে। ঐ ছয়টী যাগকে আবার "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে। য এবং বিদ্বান্ অমাবাস্যাং যজতে।" ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত একত্র একই স্বর্গফলের উদ্দেশে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

শ্রুতিঃ"। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যং প্রতি-পদ্যতে। চিদচিদ্বস্তুশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি নাস্তি বিরোধঃ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্যাত্মবিশেষস্য 'অয়মাত্মা সুখী' ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥১১৬॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তির্যুক্তেতি। তদযুক্তম্; বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কথমিব শক্যতে বক্তুম্। এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্রীত-পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। ভবদভিমতস্যৈক্যজ্ঞানস্য-

---

চেতনাচেতন বস্তু-চয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও [শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাঁহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ হইবার নাই; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও 'এই আত্মা সুখী' ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥১১৬॥

১১৭॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,— মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর বস্তুতই, পাপপুণ্যময় কর্ম্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুভূতিরূপ বন্ধ উপস্থিত হয় কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে; এ কথা

[illegible] হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া [illegible] করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আর পরমাত্মা চেতনাচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাঁহাকে কেবল 'পরমাত্মা' বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না; তাহাও [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে সুখী মনে করে, তখনও 'আত্মা সুখী' এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু 'শরীরী সুখী' এই রূপ প্রয়োগ করে না অথচ বিষয় সম্পর্কাধীন সেই সুখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধাধীন; [illegible] যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি "মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্দ্ব্যতাং যতঃ।" [বিষ্ণু পু০২।১৩।২৮] ইতি শাস্ত্রাৎ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ।" [গীতা০ ১৫।১৭]। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইতি [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬]। জীবাত্ম-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্যাপি নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য নিবর্ত্তকান্তরং মৃগ্যম্। নিবর্ত্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্ব্বং ভেদজাতং (‡) বিনিবর্ত্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎপত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিদ্যায়া নিবর্ত্ত-কান্তরমন্বেষণীয়ম্। তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ; তথা সতি নিবর্ত্তক-

---

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর তোমার অভিমত একত্বজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার বৈপরীত্য-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-বৃদ্ধিই উহার ফল হইতেপারে। কেন না, শাস্ত্রে আছে 'যেহেতু এক বস্তু কখনও অন্য বস্তুত্ব লাভ করিতে পারে না'; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য কথা নহে। বিশেষতঃ 'উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্।' ['জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—'ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধিবিজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না।) যদি বল, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়ান্তরের আবশ্যক হয় না;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত এবং তৎকল্পক অবিদ্যা-সমুচ্ছেদের জন্য অপর একটী নিবর্ত্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আর যদি বল, উক্ত অবিদ্যার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ভবদভিমতস্য নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) স্ববিরোধিসকলভেদজাতম্ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ।　　(§) নিবর্ত্ত্য ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ। তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞান-কর্ম্মত্বাৎ তৎকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণো নিবর্ত্তক-জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ; অয়মধ্যাসস্তন্মূলাবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্ত্তক-জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। নিবর্ত্তক-জ্ঞানস্বরূপং স্বস্য (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যান্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না; কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্ত্তমান থাকিতে কখনই তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক) যে জ্ঞান হয়, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা অবিদ্যার চৈতন্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উহাই যখন নিষেধ্য বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্ম ভিন্ন কখনই কর্ত্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃতা (জ্ঞানকর্তৃত্ব), উহা কি তাঁহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যস্ত রূপ (অবিদ্যা-কল্পিত)? যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটী অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবারক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিদ্যা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আর যদি তন্নিবারণার্থ অপর একটী নিবর্ত্তক জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনপ্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্ব্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে। আর উহাকে যে, একবার অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকেই আবার পৃথক্‌ভাবে স্বনিবার্য্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক 'দেবত্ত পৃথিবী

(*) স্যাৎ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ব্রহ্মস্বরূপম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) স্বস্য চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ। (§) স্বনিবর্ত্তান্তর্গতম্ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন ছিন্নম্, ইত্যেকস্যামেব (*) ছেদনক্রিয়ায়ামস্য ছেত্তুরস্যাঃ ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদুপহাস্যম্। অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্ত্তকজ্ঞানে স্বয়ং কর্ত্তা চ ন ভবতি, স্বনাশস্যা পুরুষার্থত্বাৎ। তন্নাশস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ্দর্শন-(†) তন্মূলাবিদ্যাদীনাং (‡) কল্পনমেব ন স্যাৎ; ইত্যলমনেন দিষ্ট-হত-মুদ্গরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্য তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানাদেব। তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেষাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি-বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মলভ্যা। তত্র কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্, অনভিসংহিতফল-পরমপুরুষারাধনবেষাণাং কর্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন জ্ঞায়তে। কেবলাকারপরিত্যাগপূর্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকর্ম্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

---

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদন করিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব ও ছেদ্যত্ব—অর্থাৎ ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কথনের ন্যায় উপহাসজনক হয়। প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যস্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও (নিবর্ত্তকজ্ঞানের কর্ত্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না। আর সেই অধ্যস্তরূপের বিনাশকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের কল্পনাই হইতে পারে না। যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদ্গর-প্রহারের প্রয়োজন নাই। ॥১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মপ্রবাহ-প্রসূত, তখন পূর্ব্ব কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্ত্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপরিশোধিত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়; জ্ঞান-রহিত কর্ম্ম সমূহের ফল যে, অল্প ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে)। আর ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যানুভূতি-স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্যামেব ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ভেদদর্শন ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমেনৈতদ্দর্শন-তন্মূলাবিদ্যাদীনাম্' ইতি (গ) পাঠঃ। 'ভেদদর্শন-তন্মূল' ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ।

তীতি কর্ম্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি 'অথাতঃ' ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ সূত্রার্থ-যোজনারম্ভঃ]

তত্র (*) পূর্ব্বপক্ষবাদী মন্যতে, বৃদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্যবধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নে পরে (†) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্তু-(‡) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতূনাং কালত্রয়বর্ত্তিনামর্থানামানন্ত্যাৎ সুলগ্ন-সুখপ্রসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বিশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কখনই পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষারাধনাত্মক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; এই কারণেই কর্ম্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্মবিচার করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে "অথ" ও "অতঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত সূত্রার্থযোজনারম্ভঃ।]

এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বৃদ্ধব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; এবং সেই বৃদ্ধব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য; কেবল বস্তুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

ব্রহ্মবিচারের অনাবশ্যকত্ব শঙ্কা।

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে; তখন ব্রহ্মবোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি? বাধা এই যে, এখানেও পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে, হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত বা অসংখ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

---

(*) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'পরস্মিন্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'বস্তুবিষয়' ইতি (গ) পাঠঃ।

নাপি ব্যুৎপন্নেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন বা শব্দস্য সিদ্ধবস্ত্বভিধানশক্তিনিশ্চয়ঃ; জ্ঞাতকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্য তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্য 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা' ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (*) ভয়নিবৃত্তিদর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ। অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্ব্ব-

---

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐরূপ হর্ষের কারণ। আর, যে সকল শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্তু-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কার্য্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তির) অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [সুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, 'ইহা সর্প নহে— রজ্জু', এইবাক্য শ্রবণের পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

---

(*) 'শব্দশ্রবণানন্তরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইয়াছিল যে, "পুত্রঃ তে জাতঃ," অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যটি কোন কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দ্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন শ্রোতার হৃদয়ে হর্ষ-সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়াবোধক না হইলেই যে বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা বলা যায় না। তদুত্তরে কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়াবোধক বাক্য হইতে হর্ষ জন্মে নাই; পরন্তু, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন রাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হর্ষ জন্মিতে পারে; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারেন যে, শুভ সময়ে বিনা আয়াসে তাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে, এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অন্য প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবংবিধ বোধই উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় সাধন দ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন; আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন। এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপত্তিহীন, শব্দের ও তদ্গত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটী উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয়; অপর, বিভক্তি যাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয়। প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল— 'কঃ কূজতি'? (কে শব্দ করিতেছে?) অপরে উত্তর করিল—'পিকঃ' (কোকিল)। এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'পিক' অর্থ না জানিলেও নিকটেই 'কূজতি' পদ থাকায় 'পিক' শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল। দ্বিতীয় উদাহরণ— "কাষ্ঠৈঃ কটাহে ওদনং পচতি"। (কাষ্ঠ দ্বারা কড়াতে ভাত পাক করিতেছে)। এখানে 'কাষ্ঠ' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; সুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, 'কটাহ' একপ্রকার পাকপাত্র। এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে।

ষম্ (*) অচেতনমিদং বস্ত্বিত্যাদ্যর্থবোধেষু বহুষু ভয়নিবৃত্তিহেতুষু সৎস্থ বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্য্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্ত্তকার্থাববোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্ব্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্ব্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যস্যৈব বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাৎ কার্য্যান্বিতস্বার্থমাত্রে পদশক্তিনিশ্চয়ঃ। ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্তমানেষ্টোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ। 'ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ' ইতি বুদ্ধির্যাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে। অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকস্যৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡) কার্য্যস্যৈব বেদবেদ্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

---

তাহা নহে নহে। কারণ, সে স্থলেও 'ইহা ক্রিয়াহীন, নির্ব্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু' ইত্যাদি বহুবিধ প্রতীতিরূপ কারণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটী যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। আর শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে) অর্থবোধকতা অবধারিত রহিয়াছে ; তখন কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে, অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসারেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপর এবং সমস্ত পদই বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বদ্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক রহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, 'এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টী আমার যত্ন ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা করা আবশ্যক,' যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-হেতু] সেই কার্য্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) 'নির্ব্বিশেষম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।　　(†) 'মুপগতমিতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'শব্দবাচ্যতয়া' ইতি (ঘ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

প্রতিপাদ্যেঃ, (*) "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" [আপস্তম্ব-শ্রৌত সূ°, ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি-পাদনাচ্চ কর্ম্মফলাল্পাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকো ব্রহ্ম-বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারঃ পরিত্যজ্য সর্ব্বশব্দানামলৌকিকৈককার্য্যাববোধিত্বাবধারণং (†) প্রামাণিকা ন বহু মন্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্ব-তাত-মাতুলাদীন্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) 'এনমবেহি, ইমঞ্চ অবধারয়' ইত্যভিপ্রায়েণাঙ্গুল্যা নির্দিশ্য (§) তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'যিনি চাতুর্মাস্য' নামক যজ্ঞ করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মেরই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনের ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ব্রহ্মবিচারের আব-শ্যকত্ব প্রতিপাদন।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—সর্ব্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব) অবধারণের জন্য যে প্রণালী পরিজ্ঞাত আছে; সর্ব্বজনবিদিত সেই প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত শব্দেরই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোক-প্রসিদ্ধ নহে, সেই কার্য্যপরত্বরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রামাণিক লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি) এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে 'ইহা জান, ইহা অবধারণ কর (স্মরণ রাখ),' ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা 'অম্বা' (মাতা), 'তাত' (পিতা) ও 'মাতুল' প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপশিক্ষিত বালকগণ নিজেরাই ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, এবং তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট 'অম্বা' প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, সেইরূপ অপর

(*) 'ফলাপাদ্যা প্রতিপাদ্যেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) বধারণং চ ইতি (গ) পাঠঃ

(‡) 'পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(§) নির্দ্দিশ্য নির্দ্দিশ্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।

স্বাত্মনা বৃদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাৎ সঙ্কেতয়িতৃপুরুষাজ্ঞানাচ্চ তেম্বর্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি নিশ্চিম্বন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নেতরশব্দেষু 'অস্য শব্দস্যায়মর্থঃ' ইতি পূর্ব্ববৃদ্ধৈঃ শিক্ষিতাঃ সর্ব্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যায়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং প্রযুঞ্জতে॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ হস্তচেষ্টাদিনা 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়' ইতি প্রেষিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি শব্দং প্রযুঙ্ক্তে। পার্শ্বস্থোঽন্যো ব্যুৎপিৎসুর্মূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং জ্ঞাত্বানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা 'অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ' ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্ব্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপরিমিতফলং বোধয়ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ॥

করে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপর অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং সংকেতকারী (অন্যার্থে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয় না, সেই সকল অব্যুৎপন্ন শব্দের মধ্যেও 'এই শব্দের ইহা অর্থ' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বতন বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও সেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে॥

অন্য প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া] 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক মূকের ন্যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্ত্তা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বকথিত শব্দের প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে,এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব, কার্য্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে, এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্য্যার্থত্বেঽপি বেদস্য ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। “সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।” [ছান্দো০, ৮।৭।১]। “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত।” [বৃহদা০, ৬।৪।২১]। “দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-স্তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।” [ছান্দো০, ৮।১।১]। “তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।” [তৈত্তি০, নারায়ণ, ১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি০, আন, ১।১]। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(†) বিশেষরূপ-স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক। কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আর যদি বা বেদের কার্যাপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত আবশ্যক। যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে।’ ‘তাহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে।’ ‘[এই যে, হৃৎপদ্মরূপ একটী ক্ষুদ্র গৃহ] ইহার অভ্যন্তরে দহর (স্বল্প) আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।’ ‘সেখানেও (হৃৎপদ্ম মধ্যেও) সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে। [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিনিচয়ের উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয়, ‘রাত্রি-সত্র’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের

(*) ‘প্রতিপন্নোপাসনবিষয়’ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ‘দুঃখবিচ্ছিন্ন’ ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) ‘অবগোরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

'গামানয়' ইত্যাদিষ্বপি বাক্যেষু ন কার্য্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-কার্যস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্। কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্। কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তু মিষ্টতমত্বম্। ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্ত্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (†)। তত্রেষ্টসুখাদ্যর্থিনা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্য্যবিশেযে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক, এই কারণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় (‡)।

আর 'গাং আনয়' (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কারণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। কেন না, পুরুষচেষ্টার সদ্ভাবে যাহার সদ্ভাব এবং পুরুষচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ। চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টার কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে অভিলষিত বা ইষ্টতম। সুখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (†) দুঃখস্য তন্নিবৃত্তির্ব্বা' ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদ-বিধিতে আছে—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস আছে, সে লোক 'অশ্বমেধ'নামক যজ্ঞ করিবে। এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেই স্বর্গ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু "যস্মিন্ নোষ্ণং ন শীতং, নার্ত্তিঃ," ইত্যাদি অর্থ-বাদ বাক্য (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে। এই সকল অর্থবাদ বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয়।

"রাত্রীরূপেয়াৎ, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এতে, যে এতা রাত্রীরূপযন্তি," অর্থাৎ, লোকে 'রাত্রী'সমূহ অবলম্বন করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রিকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে।' 'রাত্রি' একটী যজ্ঞের নাম এই বাক্যে প্রথমে 'রাত্রীঃ উপেয়াৎ' বলিয়া রাত্রিসত্রের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই। তাহার পর "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি অর্থবাদাংশে 'প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে। এস্থলে বিধিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

আর 'অপগোরণ' সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণায় নাপগুরেৎ, তৎ যোঽপগুরতে, তং শতেনাযাতয়াৎ," অর্থাৎ 'অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুদ্রা দণ্ড করিবে।' এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

স্বপ্রযত্নাদ্ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে। ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, তত এব প্রবৃত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ (*)। নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্। পুরুষানুকূলং সুখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ। দুঃখস্য প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া। অনুকূল-প্রতিকূলাদ্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ। অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদেরনুকূলত্বং ন সম্ভবতি। নচ, সুখার্থতয়া তস্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। সুখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না; তাহা হইলেই প্রযত্নের ইচ্ছায় তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব, ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থটীকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধ না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না। 'এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নাধীন' এইরূপ জ্ঞানের পরেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয়; তখন কৃতির উদ্দেশ্যকে (চেষ্টার বিষয়কে) পুরুষের অনুকূল বলা যাইতে পারে না। আর দুঃখ নিবৃত্তিও পুরুষের অনুকূল নহে; কেন না, পুরুষের যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ, আর পুরুষের যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহার নাম দুঃখ; ইহাই সুখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (‡)। দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ নিবৃত্তি লোকের অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে। [পুরুষের যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি। এই কারণেই সুখাতিরিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুকূলতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন সুখেরই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক। কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকর, কেবল সুখের ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে।

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলত্বাদ্বয় ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সুখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সুখ, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, "অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্", আর, "প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্"। অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আত্মতৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই সুখ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ; সুতরাং একের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে। দুঃখ-নিবৃত্তিও এই কথা।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্যানিরূপণাৎ। নচ, পরোদ্দেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যেব-মুচ্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্য শেষিত্বা-ভাবাৎ (*)। নচ পরোদ্দেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ; উদ্দেশ্যত্বস্যৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্যাপি ভৃত্যোদ্দেশপ্রবৃত্ত্যর্হত্বদর্শনাচ্চ। প্রধানস্তু ভৃত্যপোষেঽপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ ; ন, ভৃত্যোঽপি হি প্রধানপোষে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ত্ততে। কার্য্যস্বরূপস্যৈবানিরূপণাৎ 'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আর কৃতিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গকেও কৃতির উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না ; কারণ, তোমার মতে শেষিত্ব পদার্থটী অনিরূপণীয়। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশে আরব্ধ কৃতি বা প্রযত্নের ব্যাপ্তিযোগ্য বা অনুগত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টী শেষী হইবে, ইহা ত বলা যায় না। কারণ, কৃতি বা প্রযত্ন স্বয়ংই যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য বিষয়টী ত আর কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আর পরোদ্দেশে প্রবৃত্তির যোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই যে, 'পর'টী 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে ; কারণ [ঐ লক্ষণানুসারে] 'পর' বস্তুটীর কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং 'পর'কে আর 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভৃত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্ত্তারও) প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আর ভৃত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে না]। যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) যে, ভৃত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজের উপকার সাধনের উদ্দেশেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই ; কাজেই 'শেষ'ত্বেরও সম্ভাবনা নাই]। না, তাহা হইলে ভৃত্যও ত নিজের উপকারোদ্দেশেই প্রভুসেবায় প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত —কার্য্যেরই [illegible] যখন স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্য্যের প্রতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহার প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতে পারে না (‡)।

---

* তথা সতীত্যাদিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। প্রমাদাৎ পতিত ইতি মন্যে।

(†) 'কার্য্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য্য-শক্তিবাদী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে 'কার্য্যে'র পরিচায়ক একটী লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন,—[[illegible]] কৃতি বা প্রযত্ন সত্ত্বে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম 'কার্য্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য্য,—অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, জগতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পারে না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটী প্রকৃত কার্য্যের পরিচায়ক না হইয়া কেবল সুখেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য্য লক্ষণটী কিছুতেই ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারে না। কাজেই কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, সহজ-সাধ্য নহে।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ। তস্মাদিষ্টত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বানিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপং(*)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্যাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(†) বিষয়ভূতসুখদুঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ তৎসাধনতয়ৈবেষ্টত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ। অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা; অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ। স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

---

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য; এ কথাও বলা চলে না। কারণ, পুরুষের কার্য্যারম্ভের যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন; তাহা ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব) ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য কৃতির প্রধান বিষয়কেও আর 'কার্য্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদুভয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে; [বিধিবাক্য-গত] নিয়োগ যখন সেই সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; তখন বুঝিতে হইবে যে, সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া বোধ হয়,—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা নিবন্ধনই তৎসাধনীভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে]। এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য রক্ষিত হয়। নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ হইতে পারে। কেন না, [বিধিবাক্যস্থ] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্বয় বা সম্বন্ধ বশতঃ [বিধিবোধক] 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন; [তদতিরিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

এই স্থলে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর; অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষপ্রযত্নের যাহা 'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না। কারণ, এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব। কেন না; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক; 'শেষ' কিনা—পরোদ্দেশে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরব্ধ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার 'যোগ্য'। ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয়; তাহাই 'শেষ', এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী'। কিন্তু একপ লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ' হইতে পারে না। আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটী অন্যের প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষ', আর যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ভৃত্যের পোষণের জন্যও রাজার প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্যও ভৃত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়; অথচ উভয়েরই প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে; সুতরাং কে কাহার 'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, যেরূপেই হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনমপূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লেখেনৈব হ্যপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ। অতঃ প্রথমমনন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্য্যস্যানন্যার্থত্বনির্ব্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্যম্; স্বর্গকামপদান্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথমমপ্যনন্যার্থতানভিধানাৎ; সুখদুঃখনিবৃত্তি-তৎসাধনেভ্যোঽন্যস্যানন্যার্থস্য কৃতিসাধ্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ (*)॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্? সুখবৎ নিয়োগস্যাপ্যনুকূলত্বমেবেতি চেৎ; কিং নিয়োগঃ সুখং? (†) সুখমেব হ্যনুকূলম্। সুখবিশেষবৎ নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গুর যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আর কার্য্য, একই পদার্থ; সুতরাং 'স্বর্গ-সাধনরূপেই 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,] 'অপূর্ব্ব' ও 'কার্য্য' যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে 'অপূর্ব্ব'রূপে প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধের পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ (‡)। কেন না, 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ কার্য্য-বোধক পদটী প্রথমেও অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব অর্থ প্রতিপাদন করে না; কারণ, সুখ, দুঃখনিবৃত্তি ও তদুভয়ের সাধন ভিন্ন 'অনন্যত্ব'-অর্থ কখনই 'কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান' হইতে উপপন্ন হইতে পারে না॥

অপিচ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ কি?—যদি বল, সুখের ন্যায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল পদার্থ; নিয়োগ কি সেই সুখ? যদি বল, সুখবিশেষের ন্যায় নিয়োগও একপ্রকার সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যনুপপত্তেশ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নিয়োগঃ সুখমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—"স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত," এই বিধিবাক্য প্রথমতঃ 'লিঙ্' (ইত) বিভক্তিটী যাগের কর্ত্তব্যতামাত্র বুঝায়, অনন্তর 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে। যাগ একটী ক্রিয়া—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না; এই কারণে যাগের অতিরিক্ত একটী 'অপূর্ব্ব'নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয়; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, 'অপূর্ব্ব ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয়'; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ; ন; বিষয়বিশেষানুভবসুখবৎ 'নিয়োগানুভব-সুখমিদম্' ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ব প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ; কিং তন্নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) সুখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ। নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্য প্রতিপাদনাৎ। নাপি নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্; তস্যাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্থাপূর্ব্বব্যুৎ-পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (†) তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-বর্জ্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-মানান্নাদ্যরোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলব্ধেশ্চ নিয়োগঃ 'সুখম্' ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন সুখ প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন 'ইহা নিয়োগ-সুখ' বলিয়া কিছু অনুভব করিয়া থাক না। যদি বল, বিধিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা সুখাত্মকতাও বুঝিতে হইবে। [বেশ কথা,] সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (ব্যবহারিক) বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কারণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার একমাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল সুখ-সাধনরূপেই উহার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, [সুখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার সুখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বারাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (যাগজনিত অপূর্ব্বের) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার সুখাত্মকতা প্রতিপাদিত হয় নাই]। কারণ, "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ব্ব অদৃষ্ট পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থবোধকতা কল্পিত হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন, সুখরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কর্ম্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত; সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্হ অন্নাদির প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন তৎকালে 'নিয়োগ'-জনিত স্বতন্ত্র কোন সুখের উপলব্ধিও হয় না (‡)। অতএব, [বিধি-বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, সুখস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না।

(*) সুখসাধন'—ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নীত্যা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মেও বিলম্ব থাকিতে পারে; সেই নিয়োগাধীন কর্ম্মে কেবল শস্যাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, তদ্ভিন্ন নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষ্বপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীর্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-কীর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্। অতো বিধিবাক্যেষ্বপি ধাত্বর্থস্য কর্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদের্বাচ্যমিত্যধ্যবসীয়তে (*)। ধাত্বর্থস্য যাগাদেরগ্ন্যাদিদেবতান্তর্যামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-রূপত্বং, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, "ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্। চাতুর্ম্মাস্যাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং মন্তব্যম্॥

আর [বিধির স্তুতিপর] অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি সুখের যেরূপ বিশেষণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখের বিশেষণভাবে সমুল্লেখ তুমিও পূর্ব্বে কোথাও দর্শন কর নাই। অতএব, "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, 'যজ'-প্রভৃতি ধাতুর কর্তৃব্যাপার-সাধ্যতা; অর্থাৎ "যজেত" বলিলেই বুঝা যায় যে, 'যজ' ধাতুর অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী কর্তার ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এই অর্থই বিধিগত 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিরিক্ত কোন অর্থ নাই; ইহাই অবধারিত হইতেছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ও অন্তর্যামী পরমপুরুষ ভগবানের সম্যক্ আরাধনা এবং সম্যক্ আরাধিত পরমপুরুষ ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই 'যজ' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য। 'ইহাঁ হইতে (ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই সূত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইবে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে; তখন তাহার অনন্ত, স্থিরতর ফলদান শক্তিও অনুমিত হয়। আর চাতুর্মাস্যাদি যাগের স্থলেও কথা এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধরহিত-] কেবল কর্ম্মের ফলকে 'ক্ষয়শীল' (বিনাশী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তখন বুঝিতে হইবে যে, 'বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-রহিত)', এই স্থলে 'অমৃতত্ব' অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাস্য যাগফলের 'অক্ষয়ত্ব'ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু নিত্য নহে

(*) অবধীয়তে ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ভিন্ন অন্য কোনরূপ সুখেরই প্রতীতি হয় না। এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত সুখ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ সুখ থাকিতে পারে না; সুতরাং নিয়োগের সুখাত্মকতা কথা অপ্রামাণিক।

অতঃ কেবলানাং কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তস্থিরফলত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে, আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*॥

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপর্য্য,--'অধিকরণ' মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটী অবয়ব বা অংশ আছে। যথা—"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গপঞ্চকম্।"

অর্থাৎ (১) বিষয়=বিচারার্হ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা। (৩) বিচার=সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন=সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ।

এই প্রথমাধিকরণের বিচার্য্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না? বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শব্দের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয়=না—শব্দের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রমাণ্য আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন। এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজনা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্যমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ --

[ব্রহ্মস্বরূপবিকরণম্ ।] **জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তিপ্রভৃতি), অস্য (ইহার—জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সরলার্থঃ —অস্য বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্য ব্যবস্থিতসুখ-দুঃখভোগবিভাগস্য জগতঃ, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,···তৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ প্রমাণম্। সূত্রে "যতঃ" ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ গম্যতে। 'অস্য' ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ সৃজ্যমানত্বাৎ শ্রুত্যনুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জন্মের পরও যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে 'যতঃ' পদে হেত্বর্থে পঞ্চমী, আর 'অস্য' পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্য বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য।—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ?। বিচার- উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-বহুত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়— একই ব্যক্তির 'শ্যামত্ব, যুবত্ব ও পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি বহু বিশেষণ সত্ত্বেও যেমন একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি।

'জন্মাদি' ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্; তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। 'অস্য' (*) অচিন্ত্য-বিবিধবিচিত্ররচনস্য নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত-ক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ 'যতঃ' যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়-প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

"ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম", ইত্যারভ্য "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

---

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' নামক বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে (†)। চিন্তার অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-রচনাত্মক এবং নিয়মিত-ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত জীবসমন্বিত এই জগতের [যতঃ—] যাহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধ হেয়গুণবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও পরমকারুণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংপন্ন হইয়া থাকে; তিনি ব্রহ্ম। ইহাই সূত্রের স্থূলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শোনা যায়—'পুরাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যাপনা করান'। এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা জীবিত

ব্রহ্মের জন্মাদিলক্ষণ সম্বন্ধে আপত্তি।

(*) অচিন্ত্যস্য ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে; যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাসোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধর্ম্মটির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে, তাহাকে 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা— 'লম্বকর্ণ মানয়' অর্থাৎ লম্বমান কর্ণযুক্ত ব্যক্তিকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদ্‌গুণ—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার স্থলে বাক্যোক্ত গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে 'অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা— 'দৃষ্টসাগরমানয়' অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন কালে আর তদ্‌গুণ সাগরের আনয়ন করা হয় না। আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, 'জন্ম আদি যস্য, তৎ জন্মাদি।' এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান'? কিংবা, অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান? 'অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' হইলে বাক্যোক্ত 'জন্ম' অর্থটা ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল 'স্থিতি' ও প্রলয়' মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয় অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটী 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি; সুতরাং 'জন্মাদি' পদে জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে

বং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ? ন শক্যমিতি। ন তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি ; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোঽনেকত্বপ্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ॥

ননু 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ' ইত্যত্র বিশেষণবহুত্বেঽপ্যেক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে ; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরৈরৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্য্যম্। অত্র ত্বনেনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রয়াণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাঁহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পারা যায় কি না ? অর্থাৎ উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? না,—জানিতে পারা যায় না। কেন না, জন্মাদি ধর্ম্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না ; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থই ব্যাবর্ত্তক বা অন্য হইতে পার্থক্য-সাধক ॥ ২ ॥

ভাল, 'দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণযুক্ত', এ স্থলে যেরূপ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পারে ? না—সেরূপ হইতে পারে না ; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সমন্বয় করিতে হয় ; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবৃত্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

---

* তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীপ্সা (এক সঙ্গে বারবার) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, না, এরূপ যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে ; তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, 'ষাঁড়, শৃঙ্গরহিত ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো।' এখানে যদিও একটী মাত্র 'গো' পদ একবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ ষাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাঁহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িষিতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, (*) প্রমাণান্তরৈণৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্ত্তক-ভেদেন ব্রহ্মবহুত্বমবর্জনীয়ম্। ব্রহ্মশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যৈক্যং প্রতীয়ত ইতি চেৎ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তেৰ্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'খণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো গৌঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেঽপি খণ্ডত্বাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-প্রতীতেৰ্ব্রহ্মব্যক্তয়োঽপি বহ্ব্যঃ স্যুঃ। অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুন্যেষাং বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণত্বমপি (†) অনুপপন্নম্। নাপ্যুপলক্ষণত্বেন লক্ষয়ন্তি; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ। উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡) প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত। কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্য প্রমাণে যখন ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন ব্যাবর্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শব্দের এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছা করে; তাহার নিকট 'খণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও খণ্ডত্ব প্রভৃতি ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। এই নিমিত্তই 'লিলক্ষয়িষিত' অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-বস্তুর 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না। আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (*)। 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে, তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) প্রকরণান্তরেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) লক্ষণত্বমনুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) যথা অয়ং' ইতি (ক) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য।—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ। তন্মধ্যে বিশিষ্ট বিশেষণটী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটী সেরূপ থাকে না। অধিকন্তু উপলক্ষণরূপে যে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ-সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটীর প্রথমে যেরূপ আকার বা স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেরূপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না। উদাহরণ—একজন বলিল 'দেবদত্তের জমি কোনটা?' উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে।' এখানে বুঝিতে হইবে, দেবদত্তের জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও বিদ্যমানই থাকিবে। অতএব, এই সারস পক্ষীটা জমির উপলক্ষণ বিশেষণ।

নমু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষত্বেন (*) উভয়োর্লক্ষণবাক্যয়োরন্যোন্যাশ্রয়ণাৎ। অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে। ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তের্ব্রহ্মণোঽপ্রতিপত্তিঃ।

সিদ্ধান্তপক্ষঃ। উপলক্ষ্যং হ্যনবধিকাতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ (†); বৃহতের্ধাতোস্তদর্থত্বাৎ। তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ। 'যতো' 'যেন,' 'যৎ' ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনূদ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত।" [ছান্দো০ ৬।২।১-৩]

নান বস্তুর অন্য কোনও আকারে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। [এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না]॥ ৩॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহারই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? ন,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপলক্ষণের যাহা বিশেষ্য), এতদুভয়ের আকার হইতে পৃথক্ আকারের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমারহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত; কারণ, 'বৃহ'ধাতুর ঐরূপই অর্থ। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহারই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক। ["যতো বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে] 'যতঃ', 'যেন' ও 'যৎ' এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ করায় [বুঝিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। 'হে সোম্য! এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি

সিদ্ধান্ত পক্ষ।

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশেন' ইতি (ঘ) পাঠ।

ইত্যেকস্যৈব সচ্ছব্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন। তদপি 'সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ' ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যধিষ্ঠাত্রন্তরং প্রতিসিধ্য "তদৈক্ষত, বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেকস্যৈব প্রতিপাদনাৎ। তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, 'তৎ ব্রহ্ম', ইতি জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নিমিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্ব্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিত্বাদ্যাকার-বৃহত্ত্বেন প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ। জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকারান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেঽপি ন কশ্চিৎ দোষঃ। লক্ষণভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(†)লক্ষয়ন্তি। অজ্ঞাতস্বরূপে বস্তুন্যেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেঽপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতি অনুসারে 'সৎ'পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। 'এই জগৎ অগ্রে এক সৎস্বরূপ ছিল,' এই কথায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া---'অদ্বিতীয়'পদে অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের প্রত্যাখ্যান করিয়া 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল, তিনি ব্রহ্ম। এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতানুযায়ী লক্ষণ হইলে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না। [দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিরোধী ধর্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া থাকে। আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটী মাত্র বস্তুর আকার তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

(*) লক্ষকত্বেন ইতি (খ) পাঠঃ।　　　　(†) ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ।

ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ। খণ্ডত্বাদয়স্তু বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*)। ৫ ।

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্য(+)জগজ্জন্মাদি-কারণস্য ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র (‡) 'সত্য'পদং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ। তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টশ্চেতনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরুপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। 'জ্ঞান'পদং নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা ব্যাবৃত্তাঃ। 'অনন্ত'পদং দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্য, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

---

লক্ষণও সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত 'খণ্ডত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কিন্তু পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু বিভিন্ন কালবর্ত্তী জন্মাদি ধর্ম্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিরোধ নাই, [সুতরাং বহু বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণত্ব-বোধক "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি-কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", 'এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটী অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সত্য'পদটী নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহার ফলে বিকারশীল অচেতন ও অচেতন-সম্বদ্ধ চেতনের ব্রহ্মত্ব প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয় পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায় নিরুপাধিক (অহৈতুক) সত্তার যোগ নাই। আর (ঐ শ্রুতির) 'জ্ঞান' পদে ব্রহ্মের নিত্য অব্যাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ, মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আর 'অনন্ত' পদটী দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে। তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'সত্য'

---

* বিশেষঃ ইতি (খ) পাঠঃ। (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নস্য জগজ্জন্মাদি' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকয়োরুপলভ্যতে।

(¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তর ইতি (গ) পাঠঃ। (||) ইতরয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্যা ব্যাবৃত্তাঃ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ। ততঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবদ্যং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, 'নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্যম্' ইতি বদন্তি। তন্মতে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ। এবমুত্তরেষ্বপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাদ্যন্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃতাঃ

ও 'জ্ঞান' পদে যে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অন্য প্রকার) যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) অথচ নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে; [সুতরাং 'সত্য' প্রভৃতি পদেও অপরাপর বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে হয় যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে জগৎ-জন্মাদি কার্য্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটা লক্ষিত হইয়াছে; কাজেই আর পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মাদি-কারণ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার পর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এইরূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—বৃংহণ; তিনিই ব্রহ্ম; ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ; সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কারণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (+)। এই প্রকার পরবর্ত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্পং' ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, 'তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত জগতের বৃদ্ধির নিদান; অতএব, এখানে যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম' এইরূপ তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশে তাঁহার সবিশেষভাবই আসিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য হন তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিতবস্তু-বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্। জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি স্বোৎপ্রেক্ষাপক্ষেঽপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ। সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-সতয়োচ্যতে। প্রকাশত্বং তু জড়াদ্ব্যাবর্ত্তকং স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্য-তাপাদনস্বভাবেন ভবতি। তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশতৈব ন স্যাৎ ; তুচ্ছতৈব স্যাৎ ॥২॥৮ [জন্মাদ্যধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সবিশেষভাবের সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে পারে না। যে সাধনটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, এরূপ সাধন (যাহা দ্বারা সাধ্যপদার্থ নির্নীত হয়) ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ হইয়া থাকে ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে না। আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম যাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ; পরন্তু, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র ; ব্রহ্মই ঐরূপ ভ্রমের উৎপাদক। এই প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ; কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে] ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রকাশ বা অজ্ঞানা-ভাবই যাহার একমাত্র সার, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ করিয়া রাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপরকে [অন্যের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের) সবিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—তুচ্ছত্ব (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পারে ॥২॥৮। [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মা।ব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিত' ইতি (গ) পাঠস্তু নাস্মভ্যং রোচতে।

(†) ভ্রমাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক ; তাহাকে সাধ্য বলে। আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম তাহার সাধন। সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্মটী ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্ম্মটী তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্ত্তী হয়। ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটী চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্ম অগ্নির ব্যাপ্য— অব্যভিচারী বা অবহিত হইয়া থাকে এইরূপে সাধ্য-ধর্ম্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্ম্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটী 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্ম্মই যদি তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্ম্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না এই কারণেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। তদযুক্তম্, ব্রহ্ম ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্]। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥**

[পদচ্ছেদ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ) (যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ)।]

[সরলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—শাস্ত্রং বেদাদিকং এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যস্য, তস্য ভাবঃ—তত্ত্বম্, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তচ্চ শাস্ত্রং—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যম্॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়॥ ১।১। ৩॥]

অনুবাদ।

[পূর্ব্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই বাক্য-গম্য হইতে পারেন না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রেই পাঁচটী অংশ থাকে। সেই পাঁচটী অংশ এইরূপ—১। বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য। ২। সংশয়—ঐ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না? ৩। পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। ৪। বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রেই এক একটী কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন ইহারও একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না ; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে। ৫। সিদ্ধান্ত—না—ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বম্' ; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্‌যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ। উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ]

ননু 'শাস্ত্রযোনিত্বং' ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি দ্বিবিধম্—ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভবঞ্চেতি দ্বিধা। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসন্নিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি ন সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি। নাপ্যান্তরম্ ; (†) আন্তর-সুখদুঃখাদিব্যতিরিক্তবহির্ব্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

---

শাস্ত্র যাহার (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি 'শাস্ত্রযোনি', তাহার ভাব বা ধর্মকে 'শাস্ত্রযোনিত্ব' [বলা হয়]। অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক, তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়]। ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ উহার স্বরূপজ্ঞাপক। এই কারণেই 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই উক্তপ্রকার (জগৎ-জন্মাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ। ১।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাই যখন শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অন্য প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন, তখন ব্রহ্মের 'শাস্ত্রযোনিত্ব' অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বে সংশয়।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না? [কেন না,] প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত। ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—বহিরিন্দ্রিয়-(চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তরিন্দ্রিয়-(অন্তঃকরণ) সম্ভূত। তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহারা কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) বোধয়েদেব ইতি (গ) পাঠঃ। (†) আন্তরসুখাদি ইতি (খ) পাঠঃ।

য়ানাপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি যোগজন্যম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনস্তস্য বিশদাবভাসত্বেঽপি পূর্ব্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ। তথা সতি তস্য ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্—'বিশেষতোদৃষ্টং', 'সামান্যতোদৃষ্টং' বা। অতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন 'বিশেষতোদৃষ্টম্'। সমস্তবস্তু-সাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং 'সামান্যতোদৃষ্টম্' অপি ন লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন করিতে পারে না ; কারণ, বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত সুখাদি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না। আর যোগজন্য প্রত্যক্ষও হইতে পারে না ; কারণ, ভাবনার চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহার উৎপত্তি, তখন উহার বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিক প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তখন উহার প্রামাণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায়? [যোগজ জ্ঞানে] পূর্ব্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার করিবারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পরন্তু, ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে সেই প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইয়া 'ভ্রম'রূপে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ২ ॥

'বিশেষতোদৃষ্ট' কিংবা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না ; কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে পারে না ; তখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান হইতে পারে না। আর সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ সর্ব্বোত্তম পুরুষবিশেষ-(ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অব্যভিচারী 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট হয় না (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ; ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; 'হেতু' ও 'লিঙ্গ' ইহার নামান্তর মাত্র। কে কাহার ব্যাপ্য এবং কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয়। ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না। সেই ব্যাপ্য-দর্শনের বলে যেখানে ব্যাপকের সত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয়। ঐ যে ব্যাপ্যদর্শনে ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম 'অনুমিতি' বা অনুমান। অনুমান তিন প্রকার, (১) 'পূর্ব্ববৎ' (২) 'শেষবৎ' ও (৩) 'সামান্যতোদৃষ্ট'। কারণ দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান। কার্য্যদর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহার নাম—'শেষবৎ'। যেমন পার্ব্বত্য নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ব্বতে অতীত বৃষ্টির অনুমান। প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটী সাধন

নমু চ, জগতঃ কার্য্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাপ্তম্। অচেতনারব্ধত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্ব্বং হি ঘটাদি কার্য্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারব্ধমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্য্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে,— কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্? —ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতের কার্য্যত্ব বা জন্যত্বমাত্রই ত তদীয় উপাদান কারণ, উপকরণ (সহকারী কারণ) এবং যাহার উদ্দেশে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্য্যের সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; অর্থাৎ কার্য্যের উপাদান কারণ, সহকারী কারণ এবং সম্প্রদান (যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বারা জগতে কোন কার্য্য নিষ্পাদিত হয় না। [পক্ষান্তরে] অচেতনারব্ধ জাগতিক কার্য্যমাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীনতা দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসমুৎপাদিত কার্য্য মাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীন হইয়া থাকে। ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আর অচেতনারব্ধ (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বীয় শরীরকে একটী মাত্র চেতন—আত্মার অধীন থাকিতে দেখা যায়। এই জগৎ যে, কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহার সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান করা হইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—এই 'একচেতনাধীনত্ব' কথার অর্থ কি?—একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্বীয় সুস্থশরীরের

কার্য্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কার্য্য বা ধর্ম্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম সামান্যতো দৃষ্ট। যেমন—কার্য্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক ; এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সজাতীয় অপর পদার্থও যখন কোথাও দৃষ্ট হয় না। তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ বুঝিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি-গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না। এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান-গ্রাহক এমন কোন 'লিঙ্গ' বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান প্রবৃত্ত হইতে পারে। আর যখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে 'বিশেষতোদৃষ্ট' অনুমান ত হইতেই পারে না।

(*) অচেতনারব্ধমিত্যাদির্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিতইবাভাতি।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্য ভোক্তৃণাং ভার্য্যাদিসর্ব্বচেতনানামদৃষ্টজন্যত্বাৎ তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ। কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতিরবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে। প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে। তদায়ত্তপ্রবৃত্তিত্বং তদধীনত্বমিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ। চেতনমাত্রাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে। সেই শরীরের উপভোক্তা ভার্য্যা প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। আরও এক কথা, শরীররূপ অবয়বীর যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অন্য কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না (১)। ক্ষিতি, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূর্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্থিতিত্বরূপ সাধ্যের আশ্রয় বলিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও, সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই। অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল (২) সর্ব্বত্র একরূপে অনুগত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না। আর 'একচেতনাধীনত্ব' শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক চেতনসম্পাদ্য যে, গুরুতর ভারসম্পন্ন রথ, পাষাণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহার ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে। আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও ত 'সিদ্ধসাধ্যতা'নামক দোষ উপস্থিত হয় (৩) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　　　　(†) মহীধরাদিকে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলনই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধ অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি। একটী ঘটের সহিত যে, অপর ঘটের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ; আবার সেই অবয়বী ঘটটী অর্থাৎ সমস্তটী ঘট স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ। সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়।

(২) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে। আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয়।

(৩) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা' এক প্রকার দোষ। যাহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানামেব লাঘবন্যায়েন (*) কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ। নচ, জীবানামুপাদানাদ্যনভিজ্ঞতয়া কর্ত্তৃত্বাসম্ভবঃ; সর্ব্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাদ্যুপাদান-(+) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ; যথেদানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-রূপাপূর্ব্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেঽপি চেতনানাং ন কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্য। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব হি কার্য্যারম্ভোপযোগী। শক্তেস্তু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুজ্যতে, ন সাক্ষাৎকারঃ। নহি কুলালাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে। ইহ তু, চেতনানাং (‡)আগমাবগত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহারো অসম্মতি নাই; অতএব লাঘবতঃ উভয়বাদিসম্মত জীবগণেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত, (নচেৎ জীব ও ঈশ্বর, উভয়েরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কল্পনা-গৌরব দোষ ঘটে)। জগতের উপাদানাদি কারণবিষয়ে জীবগণের অভিজ্ঞতা নাই; সেই কারণেই যে, তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না; এ কথাও বলা যায় না; কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কারণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমস্ত চেতনেরই সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, [তেমন]। যদিও উপকরণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়ার শক্তিরূপ 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহের কর্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্যারম্ভে যাগজনিত অদৃষ্ট-সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পরন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তির সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপযোগী বা আবশ্যক; সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেরই কেবল উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা কার্য্যের উপকরণ (সহকারী কারণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুর ন্যায় দণ্ডাদির শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ করিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। অধিকন্তু, এখানে চেতনাবান্ পুরুষেরা আগম বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ অবগত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের পক্ষে কার্য্যারম্ভ করা অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

---

* লাঘবেন ইতি (ঘ) পাঠঃ।   (+) যোগাদ্যুপকরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জনানাম্ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্। (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্ত্তৃকম্। অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (+) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্পজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নির্ম্মিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। নচৈতাবতা সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান শক্তি-সাধ্য হয় এবং যাহার উপাদানাদি-কারণবিষয়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে ; তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায়। [অতএব, বলিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থগুলির নির্ম্মাণ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধ্য নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই ; সুতরাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্য পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যের ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে যাহার শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কারণও পরিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব ধর্ম্মই সেই বুদ্ধিমান্ বা চেতন কর্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে]॥ ৭

আরও এক কথা,—ঘটাদি কার্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্নও অল্পজ্ঞানশালী (অসর্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণকাম পুরুষকর্তৃক নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কারণানুমাপক] 'কার্য্যত্ব' হেতুটীও তথাবিধ (ঘটাদি-নির্ম্মাতার অনুরূপ) কারণেরই অস্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতরাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ; সেই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদির বিপরীত (অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মের সাধন করায় উক্ত 'কার্য্যত্ব' হেতুটী সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পারে। আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অন্যান্য বহুস্থলে অনুমানের আবশ্যকতা আছে)। পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটী অনুমান ভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে যেরূপ জানা যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম

(*) মহীমহীধর' ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (+) সকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

হি নির্বর্ত্তন্তে। ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-চতুরে অন্বয়ব্যতিরেকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ প্রসজ্যন্তে; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে। অত আগমাদৃতে কথমীশ্বরঃ সেৎস্যতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহুঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে। ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তনু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি মূর্ত্তত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি। সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরৎ, ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে।

প্রমাণিত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটী ঈশ্বর, কিন্তু অপর কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে; সুতরাং নিখিলবস্তু-নির্ম্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়, (অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ তদবস্থই অবস্থান করিতে পারে। (সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না)। অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের 'কার্য্যত্ব' ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না, এইরূপ] বিবাদগ্রস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জন্য বা উৎপত্তিশীল; যেহেতু উহারা সাবয়ব; যেমন—ঘটাদি। সেইরূপ,—পূর্ব্বের ন্যায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল; যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; যেমন—ঘটাদি। দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পরিচ্ছিন্ন আকার) উহাতে রহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি। আর সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে 'এটা কৃত বা উৎপন্ন, অন্যটা নহে', এইরূপে 'কার্য্যত্ব' নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

---

* তাৎপর্য্য।—অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয়। তন্মধ্যে, "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা—অন্বয়ঃ।" অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম 'অন্বয়'। আর "তদসত্ত্বে তদসত্ত্ব—ব্যতিরেকঃ।" অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক। যেমন—মৃত্তিকার সত্তায় ঘটের সত্তা; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে, মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য। কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কার্য্যত্ব প্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তী কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অন্যত্রাপি সাবয়বত্বাদিনা কার্য্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নে এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্য্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্ত্তৃগত-তন্নির্ম্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোঽদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্য কার্য্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্ত্তুস্তজ্জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্য্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেঽপি সুখদুঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্ম্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নির্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে ? না—তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, যে বিষয়টী কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টীকে কার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টীতেও যে, কর্ত্তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিদ্বয়, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অন্যত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী পরিজ্ঞাত হইয়াছে ; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে, অতএব, (এখানে) তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুম্ভকারকৃত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তার সেই সকল কার্য্যনির্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত রাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তার অর্থাৎ রাজভবননির্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসদ্ভাবও অনুমান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীরও জগদ্গুলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পর সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই সুখদুঃখভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই সুখ-দুঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) 'বিরোধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ

(‡) কৃতেষু ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) তয়োরিতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগুণ' ইতি (গ) পুস্তকে

সর্ব্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*)। বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য বাস্যাদেরচেতনস্য দেশকালাদ্যনেকপরিকর-সন্নিধানেঽপি যূপাদিনির্ম্মাণ-সাধনত্বাদর্শনাৎ। বীজাঙ্কুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্ব্যভিচারাপাদনং শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্ভিতম্। তত এব সুখাদিভির্ব্যভিচার-দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনং যুক্তম্। তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ।

সম্ভব হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়ার অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন একটী চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে। [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে পারে না।] এই কারণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্র-ধরের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যূপাদি নির্ম্মাণে অসাধনত্ব অসমর্থতা দৃষ্ট হয়। আর বীজাঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়-(বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতারই ফল মাত্র। [পিশাচাদির ন্যায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ]। অতএব সুখাদি দ্বারা (উক্ত নিয়মের) ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (†) ॥ ১০ ॥

আর কেবল লাঘবতর্কের (‡) অনুরোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমূহেরই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

---

* আস্থেয়ঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা নহে। দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অঙ্কুর উৎপাদন করে। সুখ স্বয়ং অচেতন; কিন্তু সেই সুখও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব এই জগৎ-কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না; সুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে 'চেতনাধিষ্ঠিতত্ব' নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে না; কারণ বীজাঙ্কুর ও সুখাদিস্থলগুলিও যখন আমার বিবাদবহির্ভূত নহে; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত; তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, আমার মতে যেখানে বহুস্থলে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তখন বীজ-সুখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

‡ তাৎপর্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয়; কিন্তু কোন স্থলে যদি অনুকূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয় তর্কের মধ্যে যে তর্কটীতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটী ত্যাগ করিতে হয়; আর যে তর্কটীতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ করিতে হয়। বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ। আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়;

দর্শনানুগুণ্যেনৈব হি সর্ব্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরস্যা-শক্তিনিশ্চয়োঽস্তি। অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যনুপপত্তিঃ সমর্থকর্তৃপূর্ব্বকত্ব-নিয়তকার্য্যত্বহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্তু, অনৈশ্বর্য্যাপাদনেন ধর্ম্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং ; তদনুমান-বৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যস্যাহেতুভূত-নাঞ্চ ধর্ম্মাণাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্যই সর্ব্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অতএব সূক্ষ্ম ব্যবহিত (অন্য বস্তু দ্বারা অন্তরিত) ও দূরবর্ত্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের যে শক্তি নাই, ইহা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা দোষ নাই [তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [তৎকর্তৃ-রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাঁহাকে সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিবার স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত করা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্ত্তা] অনৈশ্বর্য্যাদি সম্ভাবনা দ্বারা [কার্য্যত্ব হেতুটীকে] অভীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম-সাধক (অতএব 'বিরুদ্ধ') বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কারণ, সপক্ষে অর্থাৎ কর্তৃ-সাধ্যরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে তাদৃশ সকলের প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (+) ॥ ১২ ॥

(*) সর্ব্বত্র কল্পনা ইতি (ঘ) পাঠঃ।

সুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তদপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ নির্ম্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎনির্ম্মাতা ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না।

(+) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই 'সপক্ষ' বলে। নিয়ম হইল এই যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই সংগ্রহ করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে। এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে। এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য্য, ইহার স্রষ্টা একটী কর্ত্তা—ঈশ্বর আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত কখনই অনুমিত্যর্থের প্রমাণ হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। জগৎ কার্য্য হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, জগৎ-কর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কার্য্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমূহ আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈশ্বর্য্যাদির অস্তিত্ব সম্পাদন করা, তাহা সুবিবেচিত হয় না।

এতদুক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বোৎপত্তয়ে কর্ত্তুঃ স্বনির্ম্মাণসামর্থ্যং স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানঞ্চাপেক্ষতে; নত্বন্যাসামর্থ্যমন্যাজ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ। স্বনির্ম্মাণসামর্থ্য-স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব স্বোৎপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিঞ্চিৎকরস্যার্থান্তরাজ্ঞানাদেহেঁতুত্বকল্পনাঽযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থাজ্ঞানাদিকং কিং সর্ব্ববিষয়ং ক্রিয়োপযোগি? উত কতিপয়বিষয়ম্? ন তাবৎ সর্ব্ববিষয়ম্; নহি কুলালাদিঃ ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (†) বিজানাতি। নাপি কতিপয়বিষয়ম্; সর্ব্বেষু কর্ত্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্ব্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ কার্য্যই নিজের উৎপত্তির জন্য কর্ত্তার কেবল স্ব-নির্ম্মাণে সামর্থ্য এবং আপনার উপাদান-কারণ ও সহকারী কারণবিষয়ে জ্ঞানসত্তার অপেক্ষা করে; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যের নির্ম্মাণে শক্তি এবং তাহার উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞান থাকিলেই কার্য্যটী উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু, কর্ত্তার অন্য বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অন্য বিষয় জানে কি না, এ সমস্তের অপেক্ষা করে না; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে। কেন না, কর্ত্তার নিজের কার্য্য-নির্ম্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই যখন নিজের (কার্য্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যে, কার্য্যানুপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিরও হেতুত্ব কল্পনা করা, তাহা হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞানাভাবকেও যে, ক্রিয়ার উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ব্ববিষয়ক? অথবা কতিপয়-বিষয়ক? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? তন্মধ্যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না; কারণ, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা যে, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে। আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায় না; কারণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ কোনও নিয়ম নাই; [সুতরাং কোন্ অশক্তি বা অজ্ঞানটী যে, কার্য্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে। অতএব, কার্য্যত্বের

(*) কাঽহেতুত্বকল্পনাযোগাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) জানাতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

অতঃ কার্য্যত্বস্যাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপরীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলালাদীনাং দণ্ডচক্রাদ্যধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপাদানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্যাশরীরস্যানুপপন্নমিতি চেৎ; ন, সংকল্পমাত্রেণৈব পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাদ্যপগম-বিনাশদর্শনাৎ। কথমশরীরস্যেশ্বরস্য পরপ্রবর্ত্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ। মন এব হি সংকল্পহেতুঃ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেঽপি, কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোঽপি প্রাপ্তত্বাৎ। মানসঃ সংকল্পঃ সশরীরস্যৈব, শরীরস্যৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপগমেঽপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ। অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশ-বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নির্ম্মাণচতুরোঽচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-শক্ত্যৈশ্বর্য্যোঽশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

---

ব্যপস্থাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটী বিপরীত ধর্ম্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না। ১৪।

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি কর্ত্তারা শরীর দ্বারাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক হন; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতের উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সরিয়া যায়), এবং গরল বা বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবার পরপ্রবর্ত্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে? না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে; কারণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরের হেতুত্বই নাই; মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয়; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, শরীরই যখন সমস্ক বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজন্য) সংকল্প ধর্ম্মটীও সশরীরের পক্ষেই সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে); এ কথা বলা যায় না; কারণ, মন যখন নিত্য [অথচ শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে; সুতরাং মনের সশরীরত্ব নিয়মটী ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে। অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও ভুবনাদি কার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব কখনই সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নির্ম্মাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোঽনুমানেনৈব সিধ্যতি। অতঃ প্রমাণান্তরাব-গতেরাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ক্ষম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদ্দ্রব্য-কুলালয়োর্নিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন আকাশাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎস্নস্য জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতীতি ॥১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-ত্যেব। কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। যত্তুক্তং—সাব-য়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি। তদ-যুক্তম্; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেঽপি একদৈবৈকেন নির্ম্মিতা ইত্যত্র

অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-প্রপঞ্চ যাহার একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন। অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারাই) সিদ্ধ হন; তখন এই বাক্য ("যতো বা ইমানি ভূতানি" বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে পারে না। ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুম্ভকারের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অত্যন্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না,—অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত—]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক ('যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থ টী একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা উৎপত্তিশীল, কার্য্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায়; অতএব, সমস্ত জগৎনির্ম্মাণে নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সুচতুর, এমন কোন একটী কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না; কেন না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্য হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

---

* মহীমহীধরাদীনাম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্য ঘটস্যেব সর্ব্বেষামেকং কার্য্যত্বং, যেনৈকস্যৈব একঃ কর্ত্তা স্যাৎ। পৃথগ্‌ভূতেষু কার্য্যেষু কালভেদ-কর্তৃভেদদর্শনেন কর্তৃকালৈক্যনিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্ম্মাণাশক্ত্যা কার্য্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তেশ্চৈক এব কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তদ্ভিন্নলক্ষণকার্য্যহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তেশ্চ। নচ যুগপৎ সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ সর্ব্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্য্যত্বেন সর্ব্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োর্দর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককর্তৃকত্বে সাধ্যে,

---

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের ন্যায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্য্যত্ব ধর্ম্ম এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপরাপর সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কার্য্যে একই কর্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং কর্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্ম্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্য্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কর্ত্তার কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কর্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্পাধিকভাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয়; তদ্দর্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান্ জীবেরই এই বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কর্ত্তা' বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্ব্বোৎপত্তি ও সর্ব্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্ব্বোৎপত্তি বা সর্ব্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকত্বই দৃষ্ট হয়। আর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টানুসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষের

(*) নিয়মাদর্শনাৎ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। (†) বিশেষাণামপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) তদতিরিক্তাদৃষ্ট' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যত্বস্য অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্য; সর্ব্বনির্ম্মাণচতুরস্যৈকস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*)। সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য কস্যচিদেকস্য সাধকমিদং কার্য্যত্বং কিং যুগপদুৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতম্? যুগপদুৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতত্বে কার্য্যত্বস্যাসিদ্ধিতা। ক্রমেণোৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতত্বে অনেককর্ত্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা। অত্রাপ্যেককর্ত্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ; 'কুম্ভকারো জায়তে, রথকারশ্চ' (†) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ॥ ১৭॥

জগৎকর্তৃত্ব সাধন করিতে হইলে কার্য্যত্ব হেতুটীর অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচার দোষ ঘটে, [সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণের অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল (সাধ্যের প্রতিকূল) হইয়া পড়ে। হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণে নিপুণ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই। আর কেবলই যদি বুদ্ধিমান কর্ত্তার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও 'সিদ্ধসাধনতা' দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান্ না হইলে যে, কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না)। তাহার পর এক কথা; সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন কর্ত্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই 'কার্য্যত্ব' হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-বস্তুগত? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত? তন্মধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপদ্যমান সর্ব্ববস্তুগত বলিলে কার্য্যত্বের অসিদ্ধতা হয়; (কারণ, একসঙ্গে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই); আর ক্রমশ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকার করিলেও কর্ত্তৃবহুত্বেরই সিদ্ধি হয়; সুতরাং 'কার্য্যত্ব' হেতুটীর 'বিরুদ্ধতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (‡)। একই কর্ত্তার সাধন করিতে হইলে [পূর্ব্বের ন্যায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে 'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে', ঐরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয়; (কুম্ভ ও রথ, উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে, ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না (§)॥ ১৭॥

(*) সিদ্ধসাধ্যতা' ইতি (খ, পাঠঃ। (†) রথকারো জায়তে ইত্যাদি' ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ানুযায়িরূপে প্রসিদ্ধ না থাকে; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়। এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না। 'বিরুদ্ধতা'ও হেতুর অপর একটী দোষ। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয়; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'বিরুদ্ধ' বলা হয়। ইহা দ্বারাও কোন সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং 'সর্ব্বকার্য্যে এক কর্ত্তা' বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন কর্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য-ভেদে কর্ত্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব্ব কার্য্যে

অপি চ, সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাদ্যন্বয়-দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্। কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগত-বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-করণবিকারদ্বারেণ। পুরুষস্য চ তদ্যোগঃ কর্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভা-য়ৈব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কর্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যস্য কর্ম্মমূলত্বাৎ। ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেঽপি বিষয়বিশেষ-বিশেষিতায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কর্ম্মসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের পরিণাম সুখাদির অন্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট; অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কর্ম্ম-সম্বন্ধও তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যেও কর্ম্মই মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে, ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং ইচ্ছাতেও কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ প্রভৃতি) বস্তুর কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না, হেতু—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না,

---

এক কর্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তানুসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে'। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে কুম্ভ ও রথ, উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে 'কুম্ভকার' ও 'রথকার' বলিয়া উভয়ের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে বস্তুগতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হইত। এককর্তৃকত্ব পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে।

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব। নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরাধিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবাৎ। বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্ত্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোঽশরীরো বা কার্য্যং করোতিঃ? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্য কর্তৃত্বানুপলব্ধেঃ (*)। মানসান্যপি কার্য্যাণি সশরীরস্যৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেঽপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ। নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং? উতানিত্যং? ন তাবন্নিত্যং, সাবয়বস্য তস্য নিত্যত্বে জগতোঽপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মুক্তাত্মাই উহার দৃষ্টান্ত। আর ক্ষেত্রজ্ঞগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না); হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্ত্তমান কাল, (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়; (অশরীরের হয় না); কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর রহিত] মুক্তপুরুষগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না। [তর্ক এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পারে না; সাবয়ব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। [তাঁহার শরীর]

(*) 'তত্র কর্তৃত্বানুপলব্ধেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। অশরীরকার্য্যানুপলব্ধেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ স্থলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম রহিল না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না— সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয় শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থূল শরীর থাকে না। কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু— স্থূল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ; ন, অশরীরস্য তদযোগাৎ। অন্যেন শরীরেণ সশরীর ইতি চেৎ; ন, অনবস্থানাৎ। স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো বা? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ। নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং করোতি, মুক্তাত্মবৎ (*)। কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যমানে পক্ষস্য-প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্য চ সাধ্যহীনতা। অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ (†) পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্তু-বিসজাতীয়ং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡) নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না; কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার (সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পারে। নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, অশরীরের হেতুত্বই হইতে পারে না। যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, তদ্ভিন্ন আর একটী শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কার্য্য করেন; তাহা হইলে 'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্য আবার আর একটী শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটী শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আর শেষ হইতে পারে না। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার? (চেষ্টাশালী?) অথবা নির্ব্যাপার? তাঁহার যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না; আর নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত। আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয়; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে। অতএব, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম (বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে। বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন অপর সর্ব্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ হেয় বা নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রমাণান্তর-নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

(*) 'মুক্তবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) 'অখিল গুণসাগরম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদের্নিরবয়বস্য দ্রব্যস্য কার্য্যত্বমনুপলব্ধমশক্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" [ব্রহ্মসূ°, ১।৪।২৩], "ন বিয়দশ্রুতেঃ।" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্।]

যদ্যপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবেন সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—

আরও যে, বলা হইয়াছে; একেরই নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণা, এবং আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কারণের একত্ব ও আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না; ইহা 'প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও বটে' '[আকাশের উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়] না' এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই ব্রহ্ম কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য; এই কারণেই "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জন্মাদি কারণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন; ইহাও সিদ্ধ বা নির্ণীত হইল। ২১ ॥ ৩ ॥　তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয়; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না; কারণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে, পুরুষকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কারণ। সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র তাৎপর্য্যহীন—অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"তত্তু সমন্বয়াৎ।" (§)

(*) অবিরুদ্ধমিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য।—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। 'ঘট' কার্য্যের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা কখনই এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক দৃষ্টান্তবলে আপত্তি হইয়াছিল—একই ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে? "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্য্য।—এই সূত্রের অধিকরণ এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—ঐ বাক্য স্বরূপবিষয়ে তত্ত্বপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াধিকরণম্।] **তত্তু সমন্বয়াৎ। ১॥১॥৪॥**

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ 'তু'-শব্দঃ। 'তৎ' শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব। কুতঃ? 'সমন্বয়াৎ'—পরমপুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াৎ ॥১॥

এবমেব (*) সমন্বিতো হ্যৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি; তত্তেজোঽসৃজত।" "ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে 'তু' শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বং সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? সমন্বয়াৎ=সম্যক্ পুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ=সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ। পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে 'তু'-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্ বা নিয়তভাবে অন্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪॥]

আরোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে 'তু' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয়। হেতু কি? –না—'সমন্বয়াৎ' (সমন্বয়হেতু); 'সমন্বয়' অর্থ—পুরুষার্থরূপে অন্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অন্বিত; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সম্ভব হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অন্বিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়।' 'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে ছিল।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তদ্বোধক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই। ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বও সিদ্ধ হয় না। (৪) সিদ্ধ স্থ—না পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুখবিকাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বতঃ পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

(*) 'এবমিব' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।" [বৃহদা০, ৩।২।১১]। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" [ঐত০ ১।১।১]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" [তৈত্তিরী০ আন০ ১]। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।" [মহোপ০ ১।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" [তৈত্তিরী০, আন০ ১।] "আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তিরী০ ভৃগু০ ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পরিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানামখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-গুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-প্রয়োজনবিরহাদন্যপরত্বং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। ন চ প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ। তথা, স্বরূপপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ,' 'নায়ং সর্পঃ', ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-রূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।' 'এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।' 'সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।' '[সৃষ্টির অগ্রে] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।' 'ব্রহ্ম— সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম— আনন্দস্বরূপ।' ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিরবধি সর্ব্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত, পূর্ব্বোক্ত পদসমূহের যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্যপরত্ব, অর্থাৎ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণসমূহের যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে, নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ— মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।' 'ইহা সর্প নহে', ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য.—শাস্ত্রের ক্রিয়া পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—"প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত, তৎ 'শাস্ত্রমভিধীয়তে।" যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম্ম (কাম্য-কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যন্বয়-বিরহিণঃ শাস্ত্রস্যানর্থক্যাৎ। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে পর্য্যবস্যন্তি; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্য্যবসায়্যেব। নাহি লোক-বেদয়োঃ প্রয়োজনরহিতস্য কস্যচিদপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধচরঃ। ন চ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি। তচ্চ প্রয়োজনং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, 'অর্থার্থী রাজ-কুলং গচ্ছেৎ।' 'মন্দাগ্নির্নাম্বু পিবেৎ।' 'স্বর্গকামো যজেত।' [যজুঃ।২।৩।৫]। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ', ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না; কারণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন; (সুতরাং) অপ্রমাণ। যদিও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল প্রয়োজনবোধনেই পর্য্যবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না) কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ— কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই; কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না। 'অর্থাভিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে।' 'যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান করিবে না।' 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে।' 'কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না।' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ যেথা, সেই বাক্যই 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়। অভিপ্রায় এই যে,—পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে বাক্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্র বর্ণনা; সেই বাক্য অপ্রমাণ। ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও শ্রোতৃবর্গের কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই; কারণ অনিষ্পন্ন বা সাধ্য বিষয়েই কর্তব্য থাকে এবং পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিও আবশ্যক হয়। স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মে পক্ষেপে সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বোধক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয়। প্রথম কারণ—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; এটি সিদ্ধ বস্তু—ইহাতে সিদ্ধার্থবোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধ না থাকিলেও হর্ষ ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারিত না। দ্বিতীয় কারণ এই,—প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে; পরন্তু পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের কারণ। যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন; এবং সেই আনন্দময় ব্রহ্ম প্রাপ্তি যখন জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয়; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধ বিরহিত হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতো যৌ মৃগপক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং 'কলঞ্জং' স্যাৎ শুষ্কমার্দ্রমথাপি বা।" অর্থাৎ বিষদিগ্ধ বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয়, তাহাদের মাংস এবং শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলা হয়। কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ—পাপকর।

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ', 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্। তত্র কিং পুত্রজন্মাদ্যর্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্। সতোঽপ্যর্থস্যাজ্ঞাতস্য (*) আপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তর্হ্যসত্যপ্যর্থে জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্য্যবসায়িনোঽপি শাস্ত্রস্য নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্য্যবসানমিতি কস্যাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরতয়ৈব ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি। কথং? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি। কোঽসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

---

আর যে, পরিনিষ্পন্নার্থবোধক—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু.' ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনই প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয়। ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সদ্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উহার প্রামাণ্য নাই। অতএব, সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনের দ্বারাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে; সুতরাং শুদ্ধ পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেরই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন দ্বারাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে। কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হন, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত 'নিষ্প্রপঞ্চীকরণ' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ক্রিয়াবিধিরই বিষয় করা হইয়াছে। ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

(*) সতোঽপ্যজ্ঞাতস্যার্থস্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।

তৃতীয় খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

সমেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর
রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০—চৈত্র

PRINTED AT THE "COTTON PRESS," 57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.
BY JYOTISH CHANDRA GHOSH.

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত]।

তৃতীয় পাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

স্মৃত্যধিকরণম্।

স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বল), ন (না—বলিতে পার না), অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অন্যস্মৃতির—মনু প্রভৃতির অনবকাশ-দোষের সম্ভাবনা হয়)।]

প্রথমেঽধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[সূত্রস্য সরলার্থঃ,—[পূর্ব্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-দর্শনস্য, অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্য প্রসঙ্গঃ ভবতীতি চেৎ—যদি উচ্যেত? তৎ ন বক্তব্যম্? কুতঃ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্য-স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্যাসাং মনুপ্রভৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসজ্যেত? অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সফলত্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত; তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেঽপি, তদ্বিরোধি-মনুপ্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং বিষয়ো বিলুপ্যেত—বিফলত্বং আপদ্যেত। অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্য সফলত্ব-রক্ষার্থৈ বেদান্তোক্তঃ ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে। এখন, প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই উহার মুখ্য অর্থ, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে গেলেও মনুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।]

অনুবাদ।

প্রথমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও পৃথক্

তদ্বিযুক্তাশ্চ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদ্যপুরুষার্থগন্ধম্ অনন্ত-জ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং সর্ব্বান্তরাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্যার্থস্য সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্ বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধাৎ শ্রুতেরন্যপরত্বং? উক্তং হি—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ"। [জৈমিনি সূ°, ১।৩।৩] (*) ইতি শ্রুতি-বিরুদ্ধায়াঃ স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্? সত্যম্, "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্গায়তি।" ইত্যাদিষু স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

---

প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন।

এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র অসীম জ্ঞান ও আনন্দ-পূর্ণ, অপরিমিত উদার-গুণের সাগর, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরাত্মরূপী পর ব্রহ্ম; তিনিই বেদান্ত বেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বাধিত বা বাধিত হইতে পারে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, প্রথমতঃ কপিল-প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করা হইতেছে। (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ শ্রুতির অন্যপরত্ব, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যের অন্যথা হয় কিরূপে? যে হেতু, 'শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়, অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতির আদর বা প্রাধান্য থাকে না।' এই জৈমিনি-সূত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে? হাঁ, 'ঔদুম্বরী (যজ্ঞীয় দ্রব্য) স্পর্শ করিয়া গান করিবে।' ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই শ্রুতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) "অসতি হ্যনুমানং" ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্যার্থস্তু—শ্রুত্যা সহ অনুমানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি অনুমানং (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়, কিন্তু, শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে সকল শাস্ত্র শ্রুতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ, সাংখ্য-শাস্ত্রও শ্রুতি-মূলক; এই কারণে 'স্মৃতি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্ব্বল। এই নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা উপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোদ্ধৃত জৈমিনিসূত্রেও এই কথাই বিবৃত আছে।

বেদ্যস্য তত্ত্বস্য দুরববোধত্বেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি 'অয়ন্ অর্থ' ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদুক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূতাগ্নি-হোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণেষু "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্তত্বেন সংকীর্ত্তিতেন পরমর্ষিণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধি-ত্বেনোপনিবদ্ধ-স্মৃত্যুপবৃংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভির্বেদার্থ-নিশ্চয়াযোগাৎ. যথাশ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীতায়াঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সক-লায়া এবানবকাশত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যঃ [illegible] বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ব্রহ্মৈক-কারণত্ববাদিনীনাম্ এবং সত্য-

---

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এস্থলে, বেদান্ত বেদ্য তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, এবং 'ইহাই' যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, সুতরাং, পরমর্ষি-(কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা [illegible] শ্রুতির অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-([illegible] ফল-) সাধনরূপে উপদিষ্ট 'অগ্নিহোত্র', 'দর্শপূর্ণমাস' ও 'জ্যোতিষ্টোম' প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি '[প্রথম] প্রসূত কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'আপ্ত' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নিশ্চিত হইতে পারে না; অথচ, যথাশ্রুত (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির অনবকাশত্ব বা নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, সুতরাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও [illegible]

(*) তাৎপর্য্য;—যূপের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় দ্রব্যের নাম "ঔদুম্বরী।" স্মৃতি বলিয়াছেন 'সমস্তটা ঔদুম্বরী বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত করিবে।' আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া [illegible] গান করিবে।' এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদুম্বরীর সমস্ত অংশ বেষ্টন করিলে, [illegible] শ্রুতির আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না। কারণ; এখানে স্পর্শ অর্থে [illegible] হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টন করা চলে না। [illegible] অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিরুদ্ধ স্মৃতি অনাদরণীয়। অতএব শ্রুতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেষ্টনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে।

নবকাশত্ব-দোষপ্রসঙ্গ ইতি? ধর্ম্ম-প্রতিপাদন-দ্বারেণ প্রাচীনভাগোপবৃংহণ-এব সাবকাশত্বাৎ। অস্যাস্তু কৃৎস্নায়াস্তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরত্বাৎ, তথানভ্যুপগমেঽনবকাশত্বমেব স্যাৎ। তদিদমাশঙ্কতে—"স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ্" ইতি।

অত্রোত্তরম্,—"ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্" ইতি। অন্যা হি মন্বাদি-স্মৃতয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি। যথাহ মনুঃ,—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি-বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ ॥ [মনুঃ, ১।৬]
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি ॥

ভগবদ্গীতাসু চ,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। [গীতা, ১।৬]
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" [গীতা, ১০।৮] ইতি চ॥

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সফল হইবে। পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই কেবল তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর; সুতরাং সেই অংশটুকু অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এই দোষই "স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ," 'অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্ব্বিষয়ত্ব দোষ ঘটে,' এই বাক্যে আশঙ্কিত হইয়াছে।

ইহার উত্তর —"ন,—অন্য-স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গাৎ।" অর্থাৎ না,—এই দোষ হয় না; কারণ, তাহা হইলে অন্য স্মৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু প্রভৃতির স্মৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। মনু বলিয়াছেন, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভূ (হিরণ্যগর্ভ) (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে স্বশক্তি-সংযোগ করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ 'তমোনুদ' অর্থাৎ প্রলয়-কালীন অন্ধকাররাশি বিধ্বস্ত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীর্য্য বা স্বশক্তি সমর্পণ করিলেন।'

ভগবদ্গীতায় আছে,—'আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয়।' 'আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমা হ'তেই সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়।'

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্ব্বণি, ১৮২।১]—

"কুতঃ সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।

প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥" ইতি।

পৃষ্ট আহ,—"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।" ইতি ॥

তথা,—"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।" ইতি।

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে।" ইতি চ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্।

স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণুপু০, ১।২।৩৫] ইতি।

আহ চাপস্তম্বঃ,—"পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্ব-গুহাশয়স্য,
ন হন্যমানস্য বিকল্মষস্য।"

ইত্যারভ্য,—"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে,
স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ ॥" ইতি।

যদি কপিল-স্মৃত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সর্ব্বাসাং স্মৃতীনামনবকাশত্বরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ।

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

---

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—'হে পিতামহ! (ভীষ্মদেব,) স্থাবর-জঙ্গমময় এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হয়? এবং প্রলয়-কালেইবা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা আমাকে বলুন।' জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—'অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য) নারায়ণই জগন্মূর্ত্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।'

আরও (আছে),—'হে দ্বিজবর! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' 'হে ব্রহ্মন্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন হয়।' ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—'এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্ত্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ।'

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—'এই প্রাণিগণ, সর্ব্ব বস্তুর অন্তরস্থ, অবিনশ্বর ও নিষ্পাপ (বিষ্ণুর) শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—'সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্ব্বিকার, এবং তিনিই নিত্য।' ইতি।

যদি কপিল প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে, উল্লিখিত সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্ব্বিষয়ত্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিষয়ীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশদ্যায় অল্প-শ্রুতানাং প্রতিপত্তৃণাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্। তথাপি, তদর্থানু-সারিণীনামাপ্ততম-প্রণীতানাং বহ্বীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানাম-নবকাশতা মা প্রসাঙ্ক্ষীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরুপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্। তচ্চ, বিরুদ্ধার্থয়া স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্তুম্। নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-ধর্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনত্বেন ধর্ম্মান্ বিদধতীনাম্ এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে সতি তদারাধনভূত-ধর্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মর্য্যতে,—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু-(ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জন্য ঐ বিষয়টী বিশদ বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও উচিত হউক; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অনবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা বারণের নিমিত্তও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-কৃত সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত।

'উপবৃংহণ' অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা। তাহা ত বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না। আর, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মাংশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করায় যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে; তবে, সেই ভগবানের আরাধনোপায়—ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কর্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহিত হইয়াছে,—'যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—'স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতঃ। পূজিতস্তদ্বিধৈর্নিত্যং আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥' অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মে নিরত, রাগ ও দ্বেষ রহিত, এবং ঐরূপ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত, তাদৃশ ব্যক্তিকে 'আপ্ত' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দ্দোষ, সুতরাং বিশ্বাস্য ও আদরণীয়।

ধ্যায়েৎ নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু।
ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেহাবর্ত্ততে পুনঃ। [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]
যৈঃ স্বকর্ম্ম-পরৈ র্নাথ! নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে।" [ব্রহ্ম পু°, ৩।৫]
ইতি।

নচৈহিকামুষ্মিক-সাংসারিকফল-সাধন-কর্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতাসাং-সাবকাশত্বং, যতস্তেষামপি কর্ম্মণাং পরম-পুরুষারাধনত্বমেব স্বরূপম্। যথোক্তম্,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।" [গীতা ৯।২৪] ইতি।
তথা,—যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত।
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্॥" [বিষ্ণু পু°, ২।৩।১৫] ইতি।

যদুক্তম্, "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" ইতি কপিলস্যাপ্ততয়া সংকীর্ত্তনাৎ তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপনং ন্যায্যমিতি। তদসৎ,

---

(মুক্তি) লাভ করে॥ স্নানাদি কর্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে; [তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না॥ হে নাথ! (ভগবন্!) যাহারা স্বকর্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে॥'

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত কর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের আরাধনাই ঐ সকল কর্ম্মের স্বরূপ। যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, 'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন,) যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে। [জানিবে,] তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই অর্চ্চনা করে। অর্থাৎ তাহারা আমার অর্চ্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অধিপতি)। কিন্তু, কর্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত হয়॥' আরও আছে,—'হে সর্ব্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সর্ব্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছ। এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর॥'

আর যে; "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্," এই শ্রুতিতে কপিলকে 'আপ্ত' পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ শ্রুতি-স্মৃতিষু সর্ব্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন 'সং-কীর্ত্তনাৎ তৎ-প্রণীতেন লোকায়তেন শ্রুত্যর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ স্যাৎ কপিলস্য স্বযোগ-মহিম্না বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেস্তৎস্মৃত্যনু-সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। **ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ॥২॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেষাং (মনু প্রভৃতির, স্মৃতিতে), চ (ও), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা যায় না)।]

'চ'-শব্দঃ 'তু'-শব্দার্থশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। ইতরেষাং মন্বাদীনাং বহূনাং স্বযোগ-মহিমসাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগদ্ভেষজভূত-স্ববাক্যার্থতয়া "যদ্ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেষজম্," ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তত্ত্বানুপলব্ধেঃ শ্রুতি-বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধির্ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চা-লয়িতুং শক্যতইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেষাং যোগবলেন সর্ব্বতত্ত্ব-দর্শিনাং মন্বাদীনাং সাংখ্যোক্ত-তত্ত্বানাং অনুপলব্ধেঃ অদর্শনাৎ হেতোঃ তু সাংখ্য-স্মৃত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্ত্তব্যঃ।

অর্থাৎ যোগবলে সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মনু প্রভৃতিরা যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান নাই; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না। ২।]

তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল হয় নাই; কারণ: তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে (দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত 'লোকায়ত'-(নাস্তিক্য-) মতানুসারেও শ্রুতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্মৃতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[সূত্রোক্ত] 'চ'-শব্দটী 'তু'-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে [প্রযুক্ত]। যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (ঈশ্বর) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের) যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ বলিয়া 'মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-রোগ-নিবৃত্তির] ঔষধ;' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ; সেই মনু প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) শ্রুতি বিরুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। **এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥**

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল)।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা। কা পুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যন্নিরাকরণায় ন্যায়াতিদেশঃ? যোগস্মৃতাবপি ঈশ্বরাভ্যুপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্য সর্ব্ব-বেদান্ত-প্রবর্ত্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্যা বেদান্তোপ-বৃংহণং ন্যায্যমিতি।

পরিহারস্তু,—অব্রহ্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরা-ভ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-রাত্মেশ্বরয়োর্ব্রহ্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি--সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাদ্, বক্তুর্হিরণ্যগর্ভস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তমোঽভি-

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানেই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল; বুঝিতে হইবে ॥৩॥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল। [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশে আবার পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল? (*) বরং, যোগ-স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, মুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক (ব্রহ্মা কর্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তত্ত্বে লোক প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ ন্যায্য হয়।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্মৃতিতে] অব্রহ্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায়; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, সুতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উত্তমরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের বরাত দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে।

ভবসম্ভবাচ্চ যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূলা, ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। **ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥**

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু), অস্য (ইহার জগতের), তথাত্বং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়)।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে; যৎ সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে। অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন দুঃখাত্মকত্বেন চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাচ্চ তথাত্বং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে। "বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তি০, ২।৬।১]। "এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-ধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যাৎ হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি। তথাত্বং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বংচ ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতু শব্দাৎ—'বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ' ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি এই জগৎ, নির্ব্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

'পুরাণ-শাস্ত্র' যেরূপ রজঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে। অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ন্যায্য হয় না ॥৩॥

(৪)। সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন। [বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন); দুঃখাত্মকও চেতনাচেতনময়, সুতরাং তোমার অভিমত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-প্রভু, সর্ব্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র হইতেও তাহা জানা যায়। "বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ)।

অর্পিতাঃ," [কৌষীত০, ৩।৮]। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭॥ মুণ্ড০, ৩।১।২]। অনীশশ্চাত্মা বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৮] ইত্যাদিভিঃ কার্য্যস্য হি জগতো হচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে।

যদ্ হি যৎ-কার্য্যম্, তৎ তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, মৃৎ-সুবর্ণাদি-কার্য্যং ঘট-রুচকাদি। অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্য্যত্বং ন সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং ভবিতুমর্হতি। অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি তর্কোঽনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং ক্বচিৎ ক্বচিদ্ বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপম্ ঊহাপরপর্য্যায়ং

'ঠিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার প্রাণের অধীন।' 'পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন মুগ্ধ হইয়া শোকান্বিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)' 'আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু হইয়া বিষয়ানুভব করে"। ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্য্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না। যেমন, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি। অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য্য হইতে পারে না। এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য-জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত। যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয়।

তর্ক কি ? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক, বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্ত্তব্যতা-(কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; যাহার অপর নাম উহ। (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য্য, কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোঽধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ। বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার। (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্দ্ধারণ। (২) কারণের পর্য্যালোচনা। যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ নীলবর্ণ; কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্ ; তদপেক্ষা চ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং সমানা। শাস্ত্রস্য তু বিশেষেণ আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সর্ব্বত্রৈব তর্কানুগ্রহাপেক্ষা। উক্তং চ মনুনা,—

"যস্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ," [১২।১৯] ইতি।

তদেবং হি তর্কানুগৃহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-ইত্যুচ্যতে।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিতে সতি তৎকার্য্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুবৃত্তিরভ্যুপগম্যতে। যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ। শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না ; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্ব্বত্রই সমান। মনুও বলিয়াছেন, 'যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টাকরে, সে লোকই ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে, অপরে নহে।' এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি 'মন্তব্য' (মনন করিবে) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ চেতন ব্যক্তিরও

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নীরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে। আবার, অপর শ্রুতি বলিতেছেন যে, "বায়ব্যং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত" অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে। এখন এ বিরোধের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসায় পাপ নাই। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমটীতে বস্তুস্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ স্থাপিত হইল।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিবার পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে, (১) আকাঙ্ক্ষা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে, তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা। যেমন, 'গিয়াছিল' এই কথাটী শ্রবণমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা জানিবার ইচ্ছা হয় যে, 'কে' ও 'কোথায়' গিয়াছিল।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর সন্নিহিত থাকা। যেমন, 'রাম বনে গিয়াছিলেন।' ঐ তিনটী পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না; কারণ, 'আসত্তি' (নৈকট্য) নাই।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যান্তর্গত পদার্থের যে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা। যেমন, 'জলের দ্বারা স্নান করিতেছে।' জলের স্নান-সাধন ক্ষমতা আছে; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া 'অগ্নির দ্বারা স্নান করিতেছে,' বলিলে ভুল হইবে, কারণ, দ্রব বস্তু ভিন্ন অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান হইতে পারে না।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থ জ্ঞানে তাৎপর্য্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটী বিশেষ কারণ) বক্তার অভিপ্রায় থাকিলে অযোগ্য পদার্থেরও অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলম্ভঃ, তথা ঘটাদিষ্বপি সদেব চৈতন্য-মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি। নৈতদুপপদ্যতে; যতো নিত্যানুপলব্ধিরসদ্ভাবমেব সাধয়তি। অতএব, চৈতন্য-শক্তিযোগোঽপি তেষু নিরস্তঃ। যস্য হি ক্বচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্য্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি তৎ-কার্য্যশক্তিং ব্রুবাণো বন্ধ্যাসুত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিং ব্রূতাম্।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্তেশ্চৈতন্যস্য চানুদ্ভূতস্য সদ্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতা-প্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্। বিলক্ষণয়োর্হি কার্য্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব ন শক্যতে।

কিং পুনঃ 'প্রকৃতি-বিকারয়োঃ' সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্ জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ব্রূষে। ন তাবৎ সর্ব্বধর্ম্ম-

---

সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না। এই কারণেই চেতন ও অচেতন বিভাগ [শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]। এ কথা সঙ্গত হয় না; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি (কখনও প্রতীতি না থাকা) বিষয়ের অসত্তাই জ্ঞাপন করে। এই কারণে, জগতে অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল। কোন অবস্থায় বা কোন কালেও যাহার যে কার্য্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বন্ধ্যার (যাহার সন্তান হয় না) পুত্রগণের সভায় তাহাদের জননীর সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতাও বলিতে পারে।

আরো এক কথা; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্য-শক্তি এবং সেই চৈতন্যের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত হইতে পারে; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। ফলকথা, বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা যায় না।

[ভাষ্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য্য) সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ। কার্য্য-কারণের সর্ব্বাংশে

সারূপ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ। ন হি মৃৎপিণ্ড-কার্য্যেষু ঘট-শরাবাদিষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তির্দৃশ্যতে।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সারূপ্যম্, তৎ জগদ্-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-লক্ষণং সম্ভবতি। তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্য স্বভাবস্য তৎকার্য্যেঽপ্যনুবৃত্তিঃ—কার্য্যস্য কারণ-সালক্ষণ্যম্। যেন হি আকারেণ মৃদাদিভ্যো হিরণ্যং ব্যাবর্ত্ততে, তদাকারানুবৃত্তিস্তৎকার্য্যেষু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনীক-জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনীক-স্বভাবম্, ইতি ন তদুপাদানম্।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেঽপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে; যথা চ অচেতনাদ্ গোময়াৎ চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তুঃ। নৈতদেবম্; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে না; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার পিণ্ডত্বাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সারূপ্য থাকা চাই? সত্তাদিরূপ তাদৃশ সারূপ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়, কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুবৃত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের কারণ-সারূপ্য (অন্যপ্রকার সারূপ্য নহে)। [অভিপ্রায় এই যে,] সুবর্ণ যে গুণের ফলে মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সুবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [এদিকে] ব্রহ্ম অত্যুত্তম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন; জগৎ ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবান্বিত, সুতরাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক (বিছা) জন্মধারণ করে, আর চেতন ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন সূত্র সমুৎপন্ন হয়। না,—ইহা ঠিক্ অনুরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, শ্রুতিতে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমতানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিষু শ্রূয়তে, (*) "তং পৃথিব্যব্রবীৎ", "আপো বা অকাময়ন্ত," [শ০ প০ ব্রা০ ৬।১।৩।২।৪]। "তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং জগ্মুঃ, " [বৃহদা০, ৬।১।৭] ইতি। নদী-সমুদ্র-পর্ব্বতাদীনামপি চৈতন্যং পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ); তু (শঙ্কানিবৃত্তি-সূচক), বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের প্রবেশ থাকায়।]

'তু'-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ "তং পৃথিব্যব্রবীৎ" ইত্যাদিষু পৃথিব্যাদিশব্দৈর্ব্যপদিশ্যন্তে। কুতঃ? বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলার্থঃ,—"মৃৎ অব্রবীৎ" ইত্যাদৌ তু মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ, "হন্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ," ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ, "অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।" ইত্যাদৌ অগ্ন্যাদীনাং মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ শ্রুতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ 'মৃত্তিকা বলিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনুপ্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন হইতে পারে না॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল'। 'জল সমূহ কামনা করিয়াছিল।' 'সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।' পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্ব্বত প্রভৃতি জড়পদার্থেও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। সূত্রস্থ 'তু' শব্দটী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিবৃত্তি-সূচক। 'পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাদিতে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, 'আমি এই দেবতাত্রয়কে [নাম-রূপে অভিব্যক্ত করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে 'দেবতা'-শব্দে বিশেষিত করা

(*) 'শ্রাব্যতে' ইতি (গ) পাঠঃ।

পৃথিব্যাদয়ো হভিধীয়ন্তে। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" [ছান্দো°, ৬।৩।২।] ইতি তেজোঽবন্নানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে। "সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ"। "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা"। [কৌষীত°, ২।১৪] ইতি চ।

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ। "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ," [ঐত°, ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিত্বেনাগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। অতো জগতোঽচেতনত্বেন বিলক্ষণত্বাদ্‌ব্রহ্মকার্য্যত্বানুপপত্তেঃ তর্কানুগৃহীত-স্মৃত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু)।]

'তু'-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি। তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ।

[সরলার্থঃ,—[বিলক্ষণয়োরপি কার্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, মধুপ্রভৃতিভ্যঃ কীটাদ্যুৎপত্তেঃ।

অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুদ্বয়েরও কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে। আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিরোধ করিতে করিতে [গিয়াছিলেন]। সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বপ্রাধান্য অবগত হইয়া,' ইত্যাদি। অনুগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা। "অগ্নিদেব বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন। বায়ুদেব প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা যায়; এই কারণে এই জগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তদ্বিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্মৃতির মতানুসারেই যে, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে।) ॥৫॥ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা অপনয়নার্থ উত্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দের ফলে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদের্বিলক্ষণস্য কৃম্যাদেস্তস্মাদুৎপত্তিঃ। নন্বুক্ত-মচেতনাংশএব কার্য্য-কারণভাবাত্তত্র সালক্ষণ্যম্। সত্যমুক্তম্; ন তাবতা কার্য্য-কারণয়োর্ভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ।

যথাকথঞ্চিৎ সালক্ষণ্যে সর্ব্বস্য সর্ব্ব-সালক্ষণ্যেন সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তিহেতুভূতস্যাকারস্যানুবৃত্তিঃ সালক্ষণ্যং ভবতাভ্যুপেতম্; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদ্যুৎপত্তৌ ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বং নানুপপন্নম্। ন হি মৃদ্-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিম্বিব বস্ত্বন্তর-ব্যাবৃত্তিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-বৃত্তির্মাক্ষিক-গোময়-কৃমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিদ্যমান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না-বলিতে পার না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিষেধ মাত্র)।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তর্হি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্তা-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত, তৎ ন বাচ্যম্; কুতঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্য প্রতিষেধাৎ, নতু দ্রব্যৈক্যস্যাপীতিভাবঃ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্তারহিত হইয়া পড়ে। তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব সূত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সারূপ্যমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন না; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কৃমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হ্যাঁ, বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ গত সারূপ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন না কোনরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই 'সালক্ষণ্য,' (যে কোন ধর্ম্মের অনুবৃত্তি নহে)। কিন্তু, মধু হইতে যে, কৃমি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, সে স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না। আর, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত মুকুটাদি কার্য্যে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেরূপ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়; (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন কৃমিতে ও গোময়-সম্ভূত বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই ত অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্য্যভূতাৎ জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্য্যং জগৎ ন বিদ্যতে, ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; নৈতদেবম্; কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি পূর্ব্বসূত্রেঽভিহিতম্, (*) ন তু কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্। কৃমি-মাক্ষিকয়োরপি হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরিব দ্রব্যৈক্যমস্ত্যেব ॥৭॥

তত্র চোদয়তি—

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতৌ (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবনা বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয়।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্ব্বকসৃষ্ট্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাত্মকত্বাৎ অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মণোঽপি জগত ইব বিকারিত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিরুদ্ধ-মিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্মও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য্য স্বরূপ-জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে [ফলে ফলে] কার্য্য ও কারণ, দুইটী পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই কার্য্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে]। অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়া পড়িল? (†) এরূপ যদি বল; [তদুত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার অসদুৎপত্তি দোষ হয় না; কারণ, পূর্ব্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য্য ও কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। আর যদিও (পূর্ব্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য; [তথাপি] কুণ্ডল ও সুবর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যস্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্ব্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক]

(*) পূর্ব্বসূত্রেঽভিপ্রেতম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কার্য্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের পৃথক্‌ভাবে নাম ও রূপ না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এখন যদি কার্য্যও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্য-সত্তা সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় ঘটাদি কার্য্য যখন বাহিরে অভিব্যক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অন্যত্রও যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে গুলিকে 'অসৎ' বলিতেই হইবে। অথচ 'অসৎ' পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

আসীৎ”। “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” [ঐত০ ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যয়াবস্থোপদেশ-পূর্ব্বকত্বদর্শনাৎ সৃষ্ট্যাদেঃ। যদি কার্য্য-কারণয়োর্দ্রব্যৈক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যয়সৃষ্ট্যাদিষু সৎসু ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থান্বয়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি প্রসজ্যেরন্ সুবর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ। ততশ্চ বেদান্তবাক্যং সর্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” [মুণ্ড০ ১।১।৬]। “অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ” [ছান্দো০ ৮।১।৫]। “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” [শ্বেতা০, ৬।৮]। “তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি” [শ্বেতা০, ৪।৬]। “অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃভাবাৎ” [শ্বেতা০, ১।৮]। “অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ” [শ্বেতা০, ৪।৭], ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এষাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষাণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

‘অপীতি’-পদটী প্রলয়-পূর্ব্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, ‘অগ্রে এই (জগৎ) সৎস্বরূপেই ছিল’। ‘এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল’, ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্ব্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে। যদি কার্য্য ও কারণের এক-দ্রব্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্ভূত এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার সঙ্গেও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি যেমন সুবর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অনুপযোগী) ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে। তাহা হইলে বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে। কারণ, ‘যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন।’ ‘যিনি পাপ-বিনির্ম্মুক্ত, এবং জরা ও মৃত্যুরহিত।’ ‘তাঁহার কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, এবং তাঁহার সমান বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না।’ ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) স্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে।’ ‘ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হয়।’ ‘ঐশ্বর্য্যের অভাবে মুগ্ধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে।’ একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাঁহার কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ। যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ;

(*) উপনিষৎসু তু “বুধ্যতে” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে।

কারণাবস্থে চ প্রসঙ্গ ইতি। তদযুক্তম্, জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-ভাবস্যৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষাণাম্ অনিবার্য্যত্বাৎ।

ন হি চিদচিদ্বস্তুনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি। শরীরং হি নাম কর্ম্ম-ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ পৃথিব্যাদি-ভূতসঙ্ঘাতবিশেষঃ, তথাবিধস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। পরমাত্মনশ্চ "অপহতপাপ্মা, বিজরঃ"। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" "অপ্রাণো হ্যমনাঃ," ইত্যাদিভিঃ কর্ম্ম-তৎফলভোগয়োরভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবত্ত্বাভাবাচ্চ ন তং প্রতি চেতনা-চেতনয়োঃ শরীরত্বম্।

ন চাচেতন-ব্যষ্টিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমষ্টিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসঙ্ঘাতত্বং চ ন বিদ্যতে।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না। আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

চিৎ ও অচিৎ (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না। কারণ, শরীর কি? না,—কর্ম্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন যাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি ভূতের ঈদৃশ একরূপ সঙ্ঘাত বা সম্মিলন। কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। বিশেষতঃ, 'পাপরহিত ও জরা-বর্জ্জিত অন্যটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র'। 'তিনি হস্ত-পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা করেন)। চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই কিন্তু শ্রবণ করেন।' 'প্রাণ এবং মনহীন' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মার পক্ষে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং প্রাণও নাই। এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না।

তা' ছাড়া ব্যষ্টিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমষ্টিভূত সূক্ষ্মভূত-সমুদয়ের ইন্দ্রিয়া-

---

(*) তাৎপর্য্য,—একটী বনবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে 'সমষ্টি' বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটী বা কয়েকটীকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়। উদাহরণ,—একটী বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটী বৃক্ষ হইল ব্যষ্টি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্ব্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরত্ব-সম্ভবঃ। ন চ ভোগায়তনত্বং শরীরত্বমিতি শরীরত্বসম্ভবঃ, ভোগায়তনেষু বেশ্মাদিষু শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

যত্র বর্ত্তমানস্যৈব সুখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ; ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-সুখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্ট-

---

শ্রয়ত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ও সূক্ষ্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং শরীরত্বও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও এ সকলের শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, যাহাতে বর্ত্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়েত প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরত্ব প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না।(†) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যথন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাঁহার শরীর? না সমষ্টি সূক্ষ্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা যাহাতে ইন্দ্রিয়-নিচয় আশ্রিত আছে; তাহার নাম শরীর। সূক্ষ্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর, তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যথন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও যথন সঙ্ঘাত বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তথন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে। আর যাঁহা দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরসত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহুনি ভরতর্ষভ। যোগী কুর্য্যাৎ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ। ভুঞ্জতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব।" অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যথন বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম-রাশি এথনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে; অথচ, প্রারব্ধ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তথন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্ত্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্ত্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য যথন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তথন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হইলে সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাঁহার পত্নী শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং কামশাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে নিরুত্তর করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য নিরুপায় হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় তদ্দেশীয় অমরু নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তথন তিনি সেই অমরুর মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইলেন; অমরু বাঁচিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য সেই অমরুদেহে থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহত্যাগ করিয়া পুনশ্চ স্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মণ্ডন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাস্ত করিলেন।

শরীরত্বাপ্রসিদ্ধেঃ। ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগং প্রতি চিদচিতোরায়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি। এতেন ভোগ-সাধন-মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত্যুক্তম্।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতি; সর্ব্বস্যেশ্বরেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিত্বেন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি। তদপি ন সাধীয়ঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেষু তত্তচ্চেতনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ, রুগ্ন-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, মৃত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বাভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিষু তচ্ছরীরত্বাপ্রসিদ্ধেশ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাঁহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাও সঙ্গত হয় না। ইহা দ্বারা ভোগ-সাধন মাত্রেরই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল।

যদি মনে কর, যাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা যাহার ইচ্ছার অধীন, তাহা তাহার শরীর। চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে; চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রুগ্ন দেহে তদনুরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না। মৃত শরীরও শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না; এবং সালভঞ্জিকার (পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার শরীর সম্ভবপর হয় না। (†)

(*) 'তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ের কোন একটী লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটী দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব। যাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি লক্ষণ যায়, তবে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয়। যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্ব্বত্র লক্ষণ না গেলে 'অব্যাপ্তি' দোষ হয়। আর, যে লক্ষণ করা হয়; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না মিলে, তবে 'অসম্ভব' দোষ ঘটে। ইহার মধ্যে, 'অতিব্যাপ্তি' অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ; 'অব্যাপ্তি' অপেক্ষাও 'অসম্ভব' দোষ বিশেষ নিন্দনীয়। ফল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, যাহাতে ইহার একটী দোষও হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমতে শরীর-লক্ষণের অসঙ্গতত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

ন চ যদ্ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্য্যং যস্যৈব শেষভূতম্, (*) তৎ তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারাৎ। "অশরীরং শরীরেষু।" "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিভিশ্চেশ্বরস্য শরীরাভাবঃ প্রতি-পাদ্যতে। অতো জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরিভাবস্যাসম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্য-মিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (না), তু (কিন্তু), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।]

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একস্যৈবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েঽপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-র্দৃষ্টান্তস্য বিদ্যমানত্বাৎ। 'তু'-শব্দোঽত্র হেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাসম্ভাবনীয়তাং দ্যোতয়তি। এতদুক্তং ভবতি,—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদচিদ্বস্তুশরীরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবেন অবস্থানেঽপি গুণদোষ-ব্যবস্থিতেঃ দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ নৈবাসামঞ্জস্যং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাঁহার (শরীরীর) কলুষিতত্ব না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্য দোষ নাই ॥৯]

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য্য (রক্ষণীয়), এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও বলা যায় না; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয়। (†) বিশেষতঃ, 'তিনি শরীর রহিত অথচ শরীরে অবস্থান করেন।' 'তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা; ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম তাহার শরীরী, এ ব্যবস্থার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিত্ব) সম্ভব হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থাভেদে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য দোষ হইতে পারে না। আলোচ্য বিষয়ে যে, কোন প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই সূত্রস্থ 'তু' শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) যস্যৈকশেষভূতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তারই অধীন-ভাবে ভোগাদি সাধন করে। সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্ত্তার শরীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাযেই ঐরূপ শরীর-লক্ষণটী ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হওয়ার পরিত্যাজ্য।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েঽপি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-চিদ্বস্তুগতৌ। শরীরগতাস্তু দোষা নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং সশরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞান-সুখাদয়ো ন শরীরে। অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ। ভূতসূক্ষ্ম-শরীরস্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্য দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি বক্ষ্যতে ইতি।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরমাত্মানং প্রতি শরীরভাবো নোপপদ্যতইতি। তদনাকলিত-সম্যঙ্ন্যায়ানুগৃহীত-বেদান্তবাক্যগণস্য স্বমতি-পরিকল্পিত-কুতর্কবিজৃম্ভিতম্। সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ ও বিকাশাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদ্বয়-সত্ত্বেও কোন দোষ নাই (*)। কারণ, সংকোচ ও বিকাশরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত; কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কখনই শরিরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী জীবগণের শরীর-গত বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বদ্ধ হয় না। অথচ, 'দেবতা জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,' ইত্যাদি ব্যবহারও মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ভূতসূক্ষ্মময় সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি ভাব হইয়া থাকে; ইহা "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ" [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম] সূত্রে বলা হইবে।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় মনঃ-কল্পিত কুতর্কের ফল মাত্র। কারণ, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) তাৎপর্য্য,—চেতন ও অচেতনময় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি বুঝিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ ঘটে। পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-কারণভাবটী সংকোচবিকাশশীল; অর্থাৎ তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনময় জগৎ-শরীরকে সময়ে বিকাশিত বা বিস্তৃত করেন, এবং সময়ে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন। এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন অবস্থায়ই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না। কেন না, শরীরও আত্মা এক বস্তু নহে। অতএব, অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না।

বেদান্তাঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্যাচেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মানং-প্রতি শরীরত্বং শ্রাবয়ন্তি। বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্বশাখায়াং, মাধ্যন্দিন-শাখায়াং চ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্ [বৃহদা০, ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাদি সমস্তমচিদ্বস্তু, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্" [বৃহদা০, ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিশ্য তস্য তস্য পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে। সুবালোপনিষদি চ "যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্"। [সুবালো০ ৭।১] ইত্যারভ্য "য-আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্", ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", [নারা০, ১।২] ইতি তস্য সর্ব্ব-ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে।

স্মরন্তি চ "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে"। "যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ" [ব্রহ্ম০, ২।৩]। "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ"। "তানি সর্ব্বানি তদ্বপুঃ" [বিষ্ণু০, ২।৩।২২]। "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ" [মনু০, ১।৮] ইত্যাদি। ভূতসূক্ষ্মাৎ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ। লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

---

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খ্যাপন করিতেছে। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ-প্রকরণে 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী যাঁহার শরীর।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থিত এবং আত্মা যাঁহার শরীর।' এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবালা উপনিষদেও 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী যাহার শরীর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মার অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা যাঁহার শরীর;' এইরূপে সর্ব্বাবস্থায়ই চিৎ ও জড় বস্তুকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরে 'ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,' এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের আত্মা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যে, ['হে ভগবন্'] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর।' 'সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর।' 'তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া স্বীয় শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়]' ইত্যাদি। শ্লোকস্থ 'স্বাৎ' কথার

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিমনাসাদিত-কৃমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেষু দ্রব্যেষু অত্যগৌণঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব কার্য্যম্। ত্বদুক্তং চ 'কর্ম্মফল-ভোগহেতুঃ' ইত্যাদিকং প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লক্ষণং ন সর্ব্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু পৃথিব্যাদিষু অব্যাপ্তেঃ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্যেচ্ছা-বিগ্রহেষু মুক্তানাং চ "স একধা ভবতি" [ছান্দো০, ৭।২৬।২] ইত্যাদিবাক্যাবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্, কর্ম্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্। পরমপুরুষেচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাত-বিশেষাঃ; "ন ভূতসঙ্ঘ-সংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" [ব্রহ্ম০, ১৫।৩০] ইতিস্মৃতেঃ। অতো ভূতসঙ্ঘাতরূপত্বং চ শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্থাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্। স্থাবরেষু হি প্রাণসদ্ভাবেঽপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতসূক্ষ্মময় স্বীয় শরীর হইতে। লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার দ্রব্য-সংঘাতময় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে ঘটাদি শব্দের ন্যায় 'শরীর' শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রচলৎ-প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির জন্য তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যক। [পরন্ত,] তোমার কথিত 'কর্ম্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,'] ইত্যাদি লক্ষণটী সর্ব্বপ্রয়োগানুসারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রাভিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাদির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং 'সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়; কারণ, সেই সকল শরীর কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময় বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সমবায় নহে, 'এই পরমাত্মার দেহ ভূতসংঘাতের পরিণতিবিশেষ নহে।' এই স্মৃতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব, 'ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব' লক্ষণটী শরীরের ব্যাপক নহে এবং 'পঞ্চবৃত্তি-প্রাণের অধীনভাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়, তাহা শরীর'; এ লক্ষণও স্থাবরাদি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ যায় না। যদিও স্থাবরাদি-দেহে প্রাণ সদ্ভাব আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই] পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না। আর, 'ইন্দ্রিয়া-

অবস্থানং নাস্তি । অহল্যাদীনাং কর্ম্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সুখ-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্ ।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দ্রব্যং সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণমাস্থেয়ম্ । রুগ্নশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাদেঃ শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔষ্ণ্যাদ্যদর্শনবৎ । মৃতশরীরং চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশরিতুমারব্ধম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীর্য্যতে । পূর্ব্বং শরীরতয়া পরিক্লৃপ্ত-সঙ্ঘাতৈকদেশত্বেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ । অতঃ সর্ব্বং পরমপুরুষেণ সর্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈকস্বরূপমিতি সর্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্ । "অশরীরং শরীরেষু" ইত্যাদি চ কর্ম্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সর্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ । উপরিতনাধিকরণেষু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে । "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদ্ অসমঞ্জসম্ ।" "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" । ইতি সূত্রদ্বয়েন "ইতরব্যপদেশাদ্" ইত্যধিকরণসিদ্ধোঽর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব' কিংবা 'সুখ-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব' লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠময়াদি দেহে অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয় ।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর । এইরূপই শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । রুগ্ন-শরীরে যে ইচ্ছানুসারে পরিচালন-ক্ষমতা দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব দেখা যায় না, তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয় ; কিন্তু তৎকালেও সেই নিয়মন-শক্তি বিদ্যমানই থাকে । আর, মৃত-শরীরও আত্ম-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয় । পূর্ব্বে যাহার শরীরত্ব সিদ্ধ ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার হয় মাত্র । অতএব, এই সমস্ত জগৎই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং সর্ব্বতোভাবে অধীন ; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার শরীর বলিতে হয় ।

আর, 'তিনি অশরীর,' ইত্যাদি বাক্যেও কর্ম্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে ; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সর্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে । পরবর্ত্তী অধিকরণ সমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে । 'ইতরব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি অধিকরণ সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং" । "নতু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ" এই দুইটী সূত্রে তাহারই স্মরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), চ (ও) ১০।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষতয়ৈতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্য দুষ্টত্বাচ্চ তৎ পরিত্যজ্যৈতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্। প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্রৈকরসস্য পুরুষস্য প্রকৃতি-সন্নিধানেন প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা জগৎপ্রবৃত্তিঃ।

নির্ব্বিকারস্য চিন্মাত্ররূপস্য প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সন্নিধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব? উত তদ্‌গতঃ কশ্চিদ্ বিকারঃ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্ বিকারঃ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ। নাপি প্রকৃতের্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্য্যতয়াভ্যুপগতস্যাধ্যাসহেতুত্বাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্য সন্নিধানত্বে মুক্ত-

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দ্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যত্বম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং মন্তব্যম্। নির্ব্বিকারস্য চ পুরুষস্য সন্নিধান-মাত্রেণ প্রকৃতি-প্রবৃত্তেরসম্ভব এবাত্র দোষঃ।

অর্থাৎ কেবল যে, নির্দ্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণ-বাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত।১০।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দ্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণ-বাদটী নানা দোষে দূষিত, এই জন্যও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত। প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপর হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল অধ্যস্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না। প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ব্ববর্ত্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না। আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য-

স্যাপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি, ত্বৎপক্ষে জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। অয়মর্থঃ সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাদ্" [ব্রহ্ম. সূ. ২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু), অপি (ও)।১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ, ন প্রধানকারণবাদঃ। শাক্যৌলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কাণামন্যোঽন্যব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ং (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই) ।১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্দূষ্যান্যথাত্র প্রধান-

---

[সরলার্থঃ,—তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ ইদমেব তত্ত্বম্ ইত্যেবং স্থিরতায়া অভাবাৎ অপি [শ্রুতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাশ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও শ্রুতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতাবাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি) অন্যথা=প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনুমেয়ম্=অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ=যদি [উচ্যেত] ; [তর্হি] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানুসরণেঽপি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—ত্বত্তোঽপি অধিকতর-তর্ককুশলস্য সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষাৎ তর্কস্য অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা দুর্নিবারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সম্ভাবরূপ বিকার-কারণ মুক্তের পক্ষেও সমান।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ খণ্ডনের সময় "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে, এরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও শ্রুতিমূলক এই ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। শাক্য সিংহ, ঔলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও পতঞ্জলির প্রবর্ত্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমন্যামহে (*) ইতি চেৎ? এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিমূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেষু ত্বদধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-দোষাদনির্মোক্ষো দুর্ব্বারঃ। অতোঽতীন্দ্রিয়েঽর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; তদুপবৃংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ। তথা চাহ,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" [মনু০ ১২।১০৬] ইতি।

বেদাখ্যশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ। অতো বেদবিরোধিত্বেন বেদার্থ-বিশদীকরণরূপবেদোপবৃংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্মৃতিরনাদরণীয়া॥১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ্য পক্ষ সকল), অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল)।১৩।]

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ, ন বিদ্যতে বেদপরিগ্রহো যেষামিত্যপরিগ্রহাঃ,

---

[সরলার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহ্যাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—নিরাকৃতাঃ, বেদিতব্যা ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ্য সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গোতম ও বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে॥১৩॥]

প্রকারান্তরে এরূপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সত্তা অনুমান করিব, যাহাতে ঐ সকল দোষ উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও শ্রুতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে, কিম্বা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহারা আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার প্রতিভোদ্ভাবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের জন্যই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মনুও বলিয়াছেন,—'যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিকূল নয়, এরূপ) তর্ক দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে পারে না।' 'বেদ-শাস্ত্র' অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; যাহা তাহার বিরোধী নহে, এরূপ তর্কের সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিস্ফুট করিবার জন্য তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির আদর করা উচিত হয় না॥১২॥

[সূত্রস্থ] 'শিষ্ট' অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ যাহাদের কথা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হয় নাই। 'অপরি-

---

(*) অনুমাস্যামহে' ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

শিষ্টাশ্চাপরিগ্রহাশ্চ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ। এতেন বেদাপরিগৃহীতসাংখ্য-পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিষ্টাশ্চ বেদাপরিগৃহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ।

পরমাণুকারণবাদেঽমীষাং সর্ব্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বক্তুমিত্যধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেঽপি তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেঽপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্মকত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বিসংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ॥১৩॥

গ্রহ' অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে 'শিষ্টাপরিগ্রহ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [সূত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগৃহীত (বেদবাহ্য) এই সাংখ্য-মত নিরাকরণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু (জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের ন্যায় কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অশ্রৌত—তর্কমূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জন্য পৃথক্ সূত্র করিবার প্রয়োজন হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ বিদ্যমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই ন্যায়] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ সূত্রের আবশ্যক হইল (*)॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটী শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকায় তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটী অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সূত্রকার পৃথক্ সূত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিষম বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে যেরূপ শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক প্রভৃতিরা বলে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্হত ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ একরূপে পর্য্যবসিত। আর্হত মতে উহা একবিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধেও এই সকল বিপ্রতিপত্তি থাকায় তাহার জন্য পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণং।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ; স্যাল্লোকবৎ ॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ ;—ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল); স্যাৎ (বিভাগ হবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদুক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তু-শরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-উপপদ্যত ইতি। স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সশরীরত্বে তস্য ভোক্তৃত্বাপত্তেঃ, সশরীরত্বে জীবস্যেবেশ্বরস্যাপি সশরীরত্ব-প্রযুক্তসুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বস্যাবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। ননু চ "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ° ১।২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যুপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরান্তর্বর্ত্তিত্ব-

---

[সরলার্থঃ,—যদি চিদচিদ্বস্তু-শরীরকত্বেন ব্রহ্মণোঽশরীরত্বমিষ্যতে; তর্হি জীববৎ তস্যাপি] সুখ-দুঃখাদিভোক্তৃত্বাপত্তেঃ জীবাৎ অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যং) প্রসজ্যতে ইতি চেৎ; ন, তত্রাপি কল্যাণগুণাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাদ্ বিভাগঃ স্যাৎ, লোকবৎ। যথা লোকে রাজ্ঞঃ সশরীরত্বে সমানেঽপি স্বাতন্ত্র্যাদিভিগুর্ণৈরিতরেভ্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ চেতনাচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন; সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ সুখ-দুঃখভোগ সম্ভব পর; তাহা হইলে জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য, সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয়। কেন না, ব্রহ্ম যদি সশরীর হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর-ভোগ্য সুখ-দুঃখাদি ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে? ভাল "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ।" [ব্রহ্ম সূ°, ১।২।৮] এই সূত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে, [এখানে পুনর্ব্বার আশঙ্কা কেন?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সে স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এখানে বিশেষ এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ জীবেরই মত তাঁহারও সুখ-দুঃখাদি-ভোগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দেখাও যায়,

মাত্রেণ ভোগপ্রসঙ্গো ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীববদ্ ব্রহ্মণোঽপি সশরীরত্বে তদ্বদেব সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইত্যুচ্যতে। দৃশ্যতে হি সশরীরাণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্থবিরত্বাদিবিকারাসম্ভবেঽপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যনিমিত্তসুখ-দুঃখযোগঃ। শ্রুতিশ্চ "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ", [ছান্দো° ৮।১২।১] ইতি। অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাভাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেঽপি মৃৎ-সুবর্ণাদিবজ্জগদ্গতাপুরুষার্থাদি-সর্ব্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব জ্যায়ানিতি চেৎ; অত্রোত্তরম্,—"স্যাল্লোকবৎ"ইতি। স্যাদেব বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ; ন হি জীবস্য শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যনিমিত্তং সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কর্ম্মকৃতম্। "ন হ বৈ সশরীরস্য" ইত্যপি কর্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, "স একধা ভবতি, স ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ," [ছান্দো° ৭।২৬।২] ইতি কর্ম্মসম্বন্ধ-বিনির্ম্মুক্তস্যাবির্ভূত-স্বরূপস্য সশরীরস্যৈবাপুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ। অপহতপাপ্মনস্তু পরমাত্মনঃ

শরীর-ধর্ম্ম—বার্দ্ধক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু-বৈষম্য বশতঃ জীবেও সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'পুরুষ যত দিন শরীরাভিমানী থাকে, তত দিন প্রিয় ও অপ্রিয়-সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।' বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলাদির উপাদান] মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় ব্রহ্মেও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধর্ম্মগুলি সংক্রামিত হইবার সম্ভব; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল; তবে তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ন্যায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে। কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি] ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যনিবন্ধন যে, জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মই তাহার কারণ। আর, 'শরীরাভিমানী ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না'; এই শ্রুতিটীও প্রারব্ধ কর্ম্মলব্ধ দেহ-সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন, তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আমোদ করেন।' এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, মুক্তাবস্থায় তাহার কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়, এবং স্বীয় ব্রহ্মভাবও আবির্ভূত হয়। অধিকন্তু, শরীরসত্ত্বেও তাহাতে কোনরূপ অপুরুষার্থের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্নজগচ্ছরীরত্বেঽপি কর্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তন্নামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ। লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানুবর্ত্তিনাং তদতিবর্ত্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগেঽপি ন সশরীরত্বমাত্রেণ শাসকে রাজন্যপি শাসনানুবৃত্ত্যতিবৃত্তিনিমিত্ত-সুখ-দুঃখযোর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—"যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরেঽনর্থসংকটেঽপি প্রদেশে বর্ত্তমানোঽপি ব্যজনাদ্যবধূতদেহো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎস্বসামর্থ্যচামরো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন্, ব্রহ্মলোকাদীন্ ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি" ইতি। মৃৎ-সুবর্ণাদিবদ্-ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্তু নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দ্দোষত্বাদি-শ্রুতেঃ।

থাকে না। ভগবান্ স্বভাবতই নির্দ্দোষ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও কোন কর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকে না; কর্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অনুগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ফলে তাহারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'জগতে রাজা যেরূপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসঙ্কুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাদির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শারীর গ্লানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুনিচয়ও রক্ষা করেন; তদ্রূপ যাঁহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্‌ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অনুপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিকার' ও 'নির্দ্দোষ' বলিতেছেন, তখন মৃত্তিকা বা সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না।

যত্তু, পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবমাশঙ্ক্য সমুদ্র-ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্; তদযুক্তম্; অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিদ্যোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ। কারণান্তর্গতশক্ত্যবিদ্যোপাধ্যুপহিতস্য ভোক্তৃত্বাদ্-উপাধেশ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি। স্বরূপ-পরিণামস্তু তৈরপি নাভ্যুপেয়তে। "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ; ন, অনাদিত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদ্গতকর্ম্মণাঞ্চা-নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

---

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না শঙ্কা করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহারা যখন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিসমন্বিত অবিদ্যা উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সঙ্গত হইতে পারে না (*); কেন না, তাদৃশ অবিদ্যা-শক্তি-যুক্ত-(অবিদ্যোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিদ্যা (ও অবিদ্যার পরিণাম জগৎ) তাঁহার ভোগ্য; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একভাবাপত্তি (অবিভাগ) হইতেই পারে না। কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার করে না। আর পরবর্ত্তী "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ" ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত কর্ম্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাঙ্করমতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে। জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে? সুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ বিভাগ হইতেই পারে না; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং ভোগ্যও কদাচিৎ ভোক্তা হইতে পারে। এই দোষ পরিহারার্থ তাহারা বলেন যে, সমুদ্র মূলতঃ এক হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদ্ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না, এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মময় হইলেও ফেন তরঙ্গাদির ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি ও পরিহার সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহাদের মতে অবিদ্যোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। সেই অবিদ্যার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ। তন্মধ্যে, যে শক্তি আত্মার ব্রহ্মভাব আবৃত করিয়া রাখে,—লোককে বুঝিতে দেয় না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি। এই শক্তিদ্বয় সম্পন্ন ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যারই সাক্ষাৎ পরিণাম—এই জগৎ। সুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের বিভাগ অব্যাহতই থাকে। অতএব ভোক্তৃ ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না।

বিভাগাশঙ্কা কস্যচিদপি ন জায়তে, মৃৎসুবর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শরাব-কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ। স্বরূপপরিণামেঽপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্।] **তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২॥১॥১৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়])।]

[সরলার্থঃ– কার্য্যস্য জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ অবগম্যতে।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে ২॥১॥১৫]

"অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৭] ইত্যাদিষু কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতস্য জগতোঽনন্যত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্। ইদানীং তদেবানন্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাহুঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং সম্ভবতি, বিলক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ। ন খলু তন্তু-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যকারণ-

---

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং সুবর্ণের পরিণাম মুকুটাদি অলঙ্কারের ন্যায় প্রকৃত স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে। তাহার পর, ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত হইতেছে ॥২॥১॥১৪॥

ইতঃ পূর্ব্বে অসদিতি চেৎ" ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ভাব সমর্থন করা হইয়াছে। এখন আবার অনন্যত্ব সম্বন্ধে দোষোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সেই অনন্যত্বেরই সমাধান করা হইতেছে।

তন্মধ্যে, কণাদ-মতাবলম্বিরা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। সূত্র ও বস্ত্র, মৃত্তিকা-

---

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্ম্ম যখন, অনাদিসিদ্ধ. এবং সেই কর্ম্মই যখন জীবের ভোগার্থ ভোগ্য জগতের নির্ব্বাহক, তখন, কে ভোক্তা, আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাই বা ভোগ্য হয় না কেন, এবং ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনাদি-সিদ্ধ, আর জগতের ভোগ্যত্বও অনাদিসিদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম্মই সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অতএব এই মতে অবিভাগের আপত্তি উঠিতেই পারে না।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা। শব্দভেদাচ্চ; নহি তন্তবঃ পট ইত্যুচ্যন্তে, পটো বা তন্তব ইতি। কার্য্যভেদাচ্চ, নহি মৃৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে, ঘটেন বা কুড্যং নির্ম্মীয়তে। কালভেদাচ্চ; পূর্ব্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্। আকারভেদাচ্চ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুধ্নোদরাকারম্। তথা, সত্যামেব মৃদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে। সংখ্যাভেদশ্চ দৃশ্যতে; বহবস্তন্তবঃ, একশ্চ পটঃ। কারক-ব্যাপারবৈয়র্থ্যং চ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্যাৎ? সত্যপি কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যমিতি চেৎ? সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্। সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্যানিত্য-বিভাগশ্চ ন স্যাৎ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে? অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে। তদসৎ,

---

পিণ্ড ও ঘট-শরা প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে না। তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না, অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করা যায় না। চতুর্থ কারণ—কালভেদ; কারণটী পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কার্য্যটী পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে। পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ; কারণ—মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থূল ও গোলাকার; অধিকন্তু, মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের সংখ্যাভেদ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্ম্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক; অর্থাৎ বহু সূত্র হইতে একটী বস্ত্র উৎপন্ন হয়। সপ্তম কারণ—নির্ম্মাতার প্রযত্ন-বৈফল্য; কার্য্য যদি কারণ-স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে]। যদি বল, কার্য্য বিদ্যমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ উপকার সাধন করিয়া থাকে। তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয় না; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তখন জগতে নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি বল, কার্য্য সৎই বটে; কিন্তু পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত বা দর্শনযোগ্য হয় মাত্র; সুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষত্বেঽনবস্থানাৎ, অনপেক্ষত্বে কার্য্যস্য নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসৎ-কার্য্যবাদপ্রসঙ্গাৎ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারস্যাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেণ করকাদেরপ্যভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে। সংপ্রতিপন্নাভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিভাগও অসঙ্গত হয় না। না,—এ যুক্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অসৎকার্য্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসতেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। (*)

অপিচ, সর্ব্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্য্যে কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে, তেমনি, কর্ত্তা—কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণার্থ চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের ন্যায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে; একটী অসৎকার্য্যবাদ, অপরটী সৎকার্য্যবাদ। গৌতম ও কণাদ অসৎকার্য্যবাদী, আর কপিল ও বেদব্যাস (বেদান্তদর্শন প্রণেতা) প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদী। অসৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার ব্যাপার ও চেষ্টার ফলে মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন এক একটী কার্য্য (ঘট প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে কার্য্য জন্মায় বলিয়াই কর্ত্তাকে কারক (ক্রিয়ার জনক) বলা হয়।

সৎকার্য্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসৎ-পদার্থের কস্মিন্ কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না, স্ব-স্ব উপাদানে যাহার সত্তা নাই, শত শত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উৎপাদন করিতে পারে না, শত নিষ্পীড়নেও বালুকা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং শত চেষ্টায়ও অগ্নি শীতল হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য্য সমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বেও নিজ-নিজ উপাদান—মৃত্তিকা প্রভৃতিতে সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে, কুম্ভকার প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাদি কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঐ সকল কার্য্য স্ব স্ব কারণে বিদ্যমানই ছিল। ইহাদের মতে "নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সৎ বিনশ্যতি।" অর্থাৎ অসৎ পদার্থও উৎপন্ন হয় না, আর সৎপদার্থও বিনষ্ট হয় না। এখন অসৎকার্য্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য্য যদি সৎ—বিদ্যমানই থাকে, তবে কর্ত্তার আর তদর্থে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিদ্যমান কার্য্যের অভিব্যক্তি-সাধনের জন্যই কর্ত্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও জিজ্ঞাস্য এই যে,—কর্ত্তার চেষ্টায় যেমন কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি, পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না করিলে প্রকারান্তরে অসৎ কার্য্যবাদই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ। নহি ঘটার্থমারোপিতঃ প্রদীপঃ করকাদীন্ নাভিব্যনক্তি? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বম্; অতশ্চ সৎকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ। ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ।

ননু অসৎকার্য্যবাদিনোঽপি কারকব্যাপারো নোপপদ্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ কার্য্যাদন্যত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রান্যত্বাবিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত? নৈবম্; তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তং যৎ কারকম্, তদ্গতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ।

অত্রাহুঃ—কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্। নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাম বস্তুস্তি, অবিদ্যানিবন্ধনত্বাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যবহারয়োঃ। অতো যথা কারণভূতাৎ মৃদ্দ্রব্যাদ্ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সে কি সমীপস্থ অন্যান্য বস্তু প্রকাশিত করে না? অতএব অসৎকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কর্ত্তার চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না। [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য] ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব্ব কার্য্যোৎপাদনে শক্তি নাই, সুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান না থাকায় অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার সঙ্গত বা সফল হইতে পারে না? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও তাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে! কারণ, ঘট ও বস্ত্র উভয়েরই তন্তু হইতে পার্থক্য সমান। না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যে কারণ-বস্তুটী যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ।

এস্থলে [সৎকার্য্যবাদিগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্য বা অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যা বা ভ্রান্তিমূলক। অতএব, মৃত্তিকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্য্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদ্দ্রব্যমেব সত্যম্ ; তথা নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যোঽহঙ্কারাদি-ব্যবহারাবলম্বনঃ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যম্। তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিব ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-র্দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি। যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদ্দ্রব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে। কা পুনরত্র যুক্তিঃ ?— মৃদ্-দ্রব্যমাত্রস্যানুবর্ত্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্য চ ব্যাবর্ত্তমানত্বম্ ; রজ্জু-সর্পাদিষু হি অনুবর্ত্তমানস্যাধিষ্ঠানভূতস্য রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যাবর্ত্তমানস্য চ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদেরসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্ত্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদ্-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যাবর্ত্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োঽসত্যভূতাঃ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ 'আমি, আমার' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সৎপদার্থই যথার্থ সত্য। অতএব, কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; সুতরাং কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ত্ব বা মিথ্যাত্ব যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্য্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্ব্বোক্ত মৃদ্ঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না ? না—এ কথাও বলা যায় না। কারণ, উল্লিখিত মৃদ্ঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয়। এ বিষয়ে যুক্তি কি ? [উত্তর—] মৃন্ময় সর্ব্ব কার্য্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অনুবৃত্তি বা নিয়তভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ শরাবে ঘটাকৃতি নাই, ঘটেও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি]। দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্ব্বাবস্থায়ই অনুবৃত্ত থাকে, কখনও রজ্জুত্ব ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁট) ও জলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম ভাঙ্গিলেই আর থাকে না ; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তেমনি, ঘটাদি কার্য্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃন্ময় সমস্ত কার্য্যে অনুবৃত্ত থাকে বলিয়া সত্য ; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-স্বভাব ঘট-শরাবাদি কার্য্যবর্গ অসত্য বা মিথ্যা।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেরুপলব্ধ্যভাবাদুপলব্ধি-বিনাশযোগি কার্য্যং সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়মিতি গম্যতে। অনির্ব্বচনীয়ং চ শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ মৃষৈব। তস্য চানির্ব্বচনীয়ত্বং প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্।

কিঞ্চ, কার্য্যমুৎপাদয়ৎ মৃদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য্যমুৎপাদয়তি? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি, সর্ব্বোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্; বিশেষান্তরাপত্তেরপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্ব্বত্বেন ভবিতব্যম্; তস্যা অপি তথেত্যনবস্থানাৎ। অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বদ্ধং কার্য্যমুৎপাদয়তীতি চেৎ; ন, দেশাদিবিশেষ-সম্বন্ধোঽপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তরমাপন্নস্য চ পূর্ব্ববৎ ন সম্ভবতি।

আরও এক কথা,—সৎস্বরূপ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলব্ধি (প্রতীতি) ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্য্যসমূহ অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় সমস্তই মিথ্যা। অনির্ব্বচনীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত; শুক্তি-রজতের যে, অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। (*)

অপিচ, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই সকল কার্য্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটাইয়া উৎপাদন করে? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না; তাহা হইলে এক মৃত্তিকাই সমস্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে। আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া কার্য্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও (বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে? পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অন্য বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়, [প্রকৃত কার্য্যের আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না]। যদি বল, কার্য্যটী অবিকৃতভাবেই উৎপন্ন হয়, সত্য। তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ অপেক্ষা করে মাত্র। না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্য্যেরও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীর মতে, যাহা যাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসের অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্ব্বচনীয়। ইহাদের মতে যাহা যাহা অনির্ব্বচনীয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা। ঘটাদি কার্য্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই ঐ সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য।

ন চ বাচ্যম্, মৃৎ-সুবর্ণ-দুগ্ধাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনামুৎপত্তির্দৃশ্যতে, শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে; অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি; বিকল্পাসহত্বাৎ,—কিং হেমাদিমাত্রমেব স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্? উত রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাদিঃ? ন তাবদ্ হেমাদিমাত্রমারম্ভকম্; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাভাবাৎ; স্বাত্মানং প্রত্যাত্মন আরম্ভকত্বাসম্ভবাচ্চ। হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্ত্বন্তরানুপলব্ধেশ্চ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্ত্বন্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্ত্ববলম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

---

যদি বল, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও দুগ্ধাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যাত্ব প্রতীতি) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত বাধা (অসত্যতা প্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন যাহাদের উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটী বিচারসহ নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল সুবর্ণাদিই কি স্বর্ণালঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপাদান)? না—রুচকাদি? অথবা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেই সুবর্ণাদিই কারণ? কেবল সুবর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল সুবর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারণ, সুবর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য্য অলঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে পারে না। যদি বল, সুবর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—সুবর্ণ বলিয়াই যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণকে কেবলই সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর তন্নির্ম্মিত অলঙ্কারে রুচকাদিভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের বাচক শব্দ—'সুবর্ণ', আর কার্য্যের বাচক শব্দ—'রুচক'; ইত্যাদি কারণে ত কার্য্য-কারণের পার্থক্য ইতঃ পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত স্থলে যেমন 'রজত' শব্দ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; তেমনি অন্যত্রও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্ত্বন্তর সদ্ভাবাসাধকত্বাৎ ॥

নাপিরুচকাদি স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্, স্বস্তিকে হি রুচকং পট ইব তন্তবো ভবতাপি নোপলভ্যতে। নাপি রুচকাশ্রয়ভূতং হেম, রুচকাশ্রয়াকারেণ হেম্নঃ স্বস্তিকেঽনুপলব্ধেঃ। অতো মৃদাদিকারণাতিরিক্তস্য কার্য্যস্যাসত্যত্ব-দর্শনাদ্‌ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং জগৎ কার্য্যত্বেন মিথ্যাভূতম্।

তদিদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্বসুখপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-মৃদাদিসত্যত্বমাশ্রিত্য কার্য্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্। পরমার্থতস্তু মৃৎসুবর্ণাদিকারণমপি ঘটরুচকাদি-কার্য্যবন্মিথ্যাভূতম্, ব্রহ্ম কার্য্যত্বাবিশেষাৎ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্।" [ছান্দো°, ৬।৮।৭]। " নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা°, ৪।৪।১৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য(*)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কখনই বস্তু-ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

আর বাস্তবিক পক্ষে সুবর্ণ-বিকার রুচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—সুবর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান। এই কারণেই বস্ত্রে যেরূপ তন্তু-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রুচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর স্বস্তিকালঙ্কারে সুবর্ণ যখন কখনও রুচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয় না, তখন তাহাকে রুচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে পৃথক্‌ভাবে কোন কার্য্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-কার্য্য এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মব্যতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে।

মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই কারণেই মৃত্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক সত্যতা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মৃৎ-সুবর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রহ্ম-প্রসূত, তখন সেগুলিও ঘট-রুচকাদি কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটী ঘট-রুচকাদির ন্যায় মৃৎসুবর্ণাদির পক্ষেও সমান। অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই মিথ্যা, এই নিয়মানুসারে জানা যায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিয়া দেয়। মৃৎসুবর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটীই উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 'এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মাত্মক'। 'তিনিই (ব্রহ্মই) সত্য।' 'এই ব্রহ্মে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে লোক

(*) যত্র বা অন্য' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ।

সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ-ঈয়তে।” [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ শ্রুতিভিশ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে। নচাগমাবগতার্থস্য প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কার্য্যস্য সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাবগমাৎ, প্রত্যক্ষস্য সন্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ। বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-

এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়'।. 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দর্শন করে।' 'কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' 'ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়াশক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্ব জানা যায়। আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জন্য-পদার্থের মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে। [সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরভাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই; সুতরাং তদবস্থায়

(*) তাৎপর্য্য,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে। বিরোধ হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে। এইরূপ শঙ্কা চিন্তা করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটী যে জগতের নিজস্ব ধর্ম্ম, তাহা ত আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না। সর্ব্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে,—একটী রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে একখণ্ড স্বভাবশুভ্র স্ফটিক রাখিলে সেই স্ফটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়, এবং বালকেরা তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, স্ফটিকের লৌহিত্য সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের লৌহিত্য ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে 'সত্য' বলিয়া প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবত্তর প্রমাণ। কেননা, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার অপ্রামাণ্য হইলেও অন্যত্র তাহার সার্থকতা আছে। এই কারণে, এবংবিধ স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই বলবত্তা অধিক। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটী অধিকাংশ স্থলেই দ্রষ্টার দোষে কলুষিত হয়; পরন্তু, অপৌরুষেয় শ্রুতিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দ্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ রূপে গ্রহণীয় হয়।

সদ্ভাবাদৌ প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষত্বেঽপি প্রমিতৌ নিরাকাঙ্ক্ষস্য নিরবকাশস্য শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎসর্ব্বং মিথ্যা।

নচ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাত্বমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীবভাবাদ্ব্রহ্মৈব হি সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য।" [ছান্দো°, ৬।৩।২।] "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" [শ্বেতাশ্ব°, ৬।১১]। "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" [কঠ°, ১।৩।১২]। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" [বৃহদা°,৩।৭।২৩।] ইত্যেবমাদিভ্যঃ। নন্বেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ; 'পাদে মে বেদনা, শিরসি সুখম্' ইতিবৎ সর্ব্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ; জীবেশ্বর-বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য-জ্ঞত্বাজ্ঞত্বাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপয়ন্ত এবং সমাদধতে,—একস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বভূতানাং জীবানাং সুখিত্বদুঃখিত্বাদয়ঃ, একস্যৈব

শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা অধিক। অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা—অসত্য।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত জীবও মিথ্যা হইবে। কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব শরীরে জীবত্ব অনুভব করিতেছেন; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মারূপে [সর্ব্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্তৃত করিব]।' 'একই দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে নিগূঢ় আছেন।' 'একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন।' 'এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।' 'ইহা হইতে পৃথক্ অপর কেহ দ্রষ্টা নাই।' ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে 'আমার পদে বেদনা, ও 'মস্তকে আনন্দ হইতেছে', ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্ পৃথক্ সুখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্ব্বশরীরব্যাপী সুখ-দুঃখেরও অনুভূতি হইতে পারে? এবং জীব, ঈশ্বর, বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্য, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও অজ্ঞত্বাদি বিভেদও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিশেষ; সুতরাং বদ্ধই বা কে? আর মুক্তই বা কে?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক এইরূপ সমাধান করেন যে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখস্য প্রতিবিম্বানাং মণি-কৃপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্পত্ব-মহত্ত্ব-মলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ তত্তদুপাধিবশাদ্ব্যবস্থাপ্যন্তে। ননু "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ন জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে ইত্যুক্তম্। সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্তু ভেদমাশ্রিত্যেয়ং ব্যবস্থোচ্যতে। কস্য পুনঃ কল্পনা? ন তাবদ্ব্রহ্মণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ। নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি। নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাঙ্কুর-ন্যায়েনানাদিত্বাৎ।

সমূহে যেরূপ অল্পত্ব, মহত্ত্ব, মলিনত্ব ও বিমলত্বাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির তারতম্যানুসারে সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভাল, পূর্ব্বেও ত বলিয়াছ যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অনুকূলে "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছ। হাঁ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। জিজ্ঞাসা করি, এই কল্পনা কাহার?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না। কারণ, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, সুতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না। জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটে,—কল্পনা ব্যতিরেকে জীবভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না; [সুতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না]। না—উক্ত রূপে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইতে পারে না, কারণ, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অবিদ্যা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ; [অনাদি পদার্থে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*) ।

(*) তাৎপর্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে? না বৃক্ষ অগ্রে? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (অঙ্কুরের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে। অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে। উহা আর তর্কের বিষয় নহে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—বীজাঙ্কুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাদিসিদ্ধ নহে; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পশ্চাৎ অঙ্কুর বা বৃক্ষ। যাহা হউক, উল্লিখিত বীজাঙ্কুর-ন্যায়টী বহু আচার্য্যের অনুমোদিত। সুতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরণাদিবদনুপপন্নৈকবেষায়ামবস্তুভূতায়ামবিদ্যায়াং নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তি; বস্তুতো ব্রহ্মাব্যতিরিক্তানাং জীবানাং স্বতো বিশুদ্ধত্বেঽপি কৃপাণাদিগত-মুখপ্রতিবিম্ব-শ্যামতাদিবদৌপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ। প্রতিবিম্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি ভ্রান্তিরেব, অন্যথা অনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-নাদিত্বাৎ ন তদ্ধেতুরন্বেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতযাথাত্ম্যানাং ভেদ-বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবহুমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্ভিতম্। তথাহি, জীবস্যা-কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ; তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

---

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগরণ (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয় যেরূপ সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অনুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই যাহার একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তুরূপা অবিদ্যার যে 'ইতরেতরাশ্রয়' প্রভৃতি বস্তুগত দোষসমূহ হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি কৃপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যেরূপ শ্যামতাদি দোষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবেও অশুদ্ধি প্রভৃতি ঔপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই তাহাতে কাল্পনিক অবিদ্যাশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিম্বগত শ্যামত্বাদি দোষের ন্যায় জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না (*)। আর যে, 'জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহার কারণানুসন্ধান করিতে নাই', বলা হইয়াছে; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট সবহুমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র। দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই যদি জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন একটী জড় বস্তুকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, অদ্বৈতবাদীরা কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিদ্যার আশ্রয় স্বীকার করেন না। যদি বল,

---

(*) তাৎপর্য্য—কূর্ম্ম পুরাণে কথিত আছে, "যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ। নহি তস্য ভবেদ্ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি।" অর্থাৎ জীবাত্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত; তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না। বস্তুতই যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা সেই বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুলিকে ঔপাধিক বা আগন্তুক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন।

গচ্ছন্তি। কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ; তৎ ন, স্বরূপস্যাখণ্ডৈকরসস্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাসিদ্ধেঃ অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধ্যর্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্, সা তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেঽপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকস্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশাদিতরেঽপি মুচ্যেরন্। অন্যস্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ; তর্হি একস্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভন্ৎস্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ব্রূষে; স জীবভেদঃ কিং স্বাভাবিকঃ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপগমাৎ, ভেদসিদ্ধ্যর্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ। অথ অবিদ্যাকল্পিতঃ? তত্রেয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ? উত জীবানাম্?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ যে বস্তু স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই তাহার অন্য একটী বিশিষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটী আকার ধরিয়া লওয়া হয়।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষাদির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ত ঐ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। কেননা, অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ায় অপর সকলেও সেই সময় মুক্ত হইয়া যাইতে পারে? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন বুঝিব যে,তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই আর মুক্ত না হইতে পারে? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন; তন্মধ্যে যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সে-ই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সে-ই বদ্ধ থাকিবে। বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি ‘প্রতিজীবম্’ কথা বলিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক? না—অবিদ্যা-কল্পিত? জীবের স্বাভাবিক অবিদ্যাশ্রয়ত্ব যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না; বিশেষতঃ ভেদ-সিদ্ধির জন্যই যখন অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে, তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয়ত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; আগতোঽসি মদীয়ং মার্গম্। অথ জীবানাম্? কিমস্যা জীবভেদ-কৢপ্তিসিদ্ধ্যর্থতাং বিস্মরসি? অথ প্রতিজীবং বদ্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং যা অবিদ্যাঃ কল্প্যন্তে, তাভিরেব জীবভেদোঽপীতি মনুষে? জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধ্যন্তি, তাসু সিদ্ধাসু জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্। ন চাত্র বীজাঙ্কুরন্যায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাঙ্কুরেষু হ্যন্যদন্যদ্বীজমন্যস্যান্যস্যাঙ্কুরস্যোৎপাদকম্; ইহ তু যাভিরবিদ্যাভির্যে জীবাঃ কল্প্যন্তে, তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা। অথ বীজাঙ্কুরন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে; তথা সতি, জীবানাং ভঙ্গুরত্বমকৃতাভ্যাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্রসঙ্গশ্চ। অতএব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তরজীবভাবভাব-কল্পনমিত্যপি নিরস্তম্। অবিদ্যা-প্রবাহেঽভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত? কিংবা জীবাশ্রিত? যদি ব্রহ্মাশ্রিত বল, তাহা হইলে আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই বটে]। আর যদি জীবাশ্রিত বল; জিজ্ঞাসা করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই যে, এই অবিদ্যার কল্পনা, তাহা বিস্মৃত হইলে কেন? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্যই অবিদ্যার কল্পনা, সেই অবিদ্যা যদি জীবেই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। আর যদি মনে কর, প্রত্যেক জীবের বন্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা রক্ষার্থ যে অবিদ্যার কল্পনা করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হয়; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইতরেতরাশ্রয় দোষই উপস্থিত হয়। এই দোষ পরিহারের পক্ষে 'বীজাঙ্কুর ন্যায়'ও সঙ্গত হয় না; কেন না, বীজাঙ্কুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কুরের উৎপাদক হয়; আর এখানে কিন্তু, যে অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করে; কাজেই 'বীজাঙ্কুর ন্যায়' এখানে শোভা পায় না। আর যদি মনে কর, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয়; তাহা হইলেও প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' নামক দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই কারণেই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মেরই যে, পর পর জীবভাব কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল। আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি ধারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার ধ্রুবরূপতা

তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা ; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্য ধ্রুবত্বমিষ্টং ন সিদ্ধ্যেৎ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্তুরূপত্বেনানুপপন্নতৈকবেষায়াং নেতরেতরাশ্রয়ত্বাদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্লৃপ্তিমাবহন্তীতি,তথা সতি মুক্তান্ পরঞ্চ ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা।. শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপত্বাদশুদ্ধিরূপা ন তত্র প্রসজ্জতীতিচেৎ ; কিমুপপত্ত্যনুবর্ত্তিনী অবিদ্যা ? এবং তর্হ্যুক্তাভিরুপপত্তিভির্জীবানপি নাশ্রয়েৎ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো নশ্যেদ্বা ন বা ? যদি নশ্যেৎ, স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ ; নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেঽপ্যনির্মোক্ষঃ ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-জীবত্বাবস্থানাৎ।

সিদ্ধ হয় না। আর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না।

আর যে বলা হইয়াছে ; অবিদ্যা কোন সদ্বস্তু নহে ; সুতরাং অনুপপত্তি বা অসঙ্গতিই উহার ভূষণস্বরূপ ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্তু-দোষগুলি (যে সকল দোষ সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা- কল্পনার বাধক হয় না। তাহা হইলে এই অবিদ্যাই বদ্ধ জীবের ন্যায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন ? যদি বল, উহারা বিশুদ্ধ বিদ্যা বা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব, অশুদ্ধিরূপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে যাইতে পারে না। ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপত্তির অনুসরণ করে ? অর্থাৎ সঙ্গত বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে ? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও আশ্রয় করিত না।

আরও এক কথা, তত্ত্ব জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয়। জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না ? যদি বিনাশই হয়; তাহা হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মস্বরূপ লাভরূপ মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত জীবভাব বিদ্যমানই থাকিয়া যায়।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমল-ত্বাদিবৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি। তত্রেদং বিমর্শনীয়ম্,—অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্যেয়ুরিতি। কৃপাণাদ্যু-পাধ্যপগমে ইতি চেৎ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা? তিষ্ঠতীতি চেৎ; তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। নশ্যতি চেৎ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ, যস্য হ্যপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ পুরুষার্থঃ। তত্র কিমৌপাধিকদোষ-প্রতিভাসো বিম্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ? উত প্রতিবিম্ব-স্থানীয়স্য জীবস্য? উতান্যস্য কস্যচিৎ? আদ্যয়োঃ কল্পয়োর্দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সংগচ্ছতে; মুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য চ অল্পত্বাদি-দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ। নহি মুখং তৎপ্রতিবিম্বং বা চেতয়তে;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিন্যের তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে জীবেও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ হইতে পারে। এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয় কখন? যদি বল, কৃপাণাদি উপাধির অপগমেই বিনষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটী বিদ্যমান থাকে কি না? যদি বল, তখনও থাকে; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও অবশ্যই থাকিবে; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি বল, উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে।

অপিচ, যে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থময় (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়, সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় অভীষ্ট) হইয়া থাকে। তাহাতে জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঔপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি বিম্বস্থানীয় বা বিম্বরূপী ব্রহ্মের?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের?—কিংবা অপর কাহারো? প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই চৈতন্যহীন—অচেতন; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস বা প্রতীতি অসম্ভব। বিশেষতঃ, ব্রহ্মেরও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাঁহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গশ্চ। তৃতীয়োঽপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য দ্রষ্টুরভাবাৎ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্প্যস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্। ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। শুক্তিকা-রজতাদিবদবিদ্যা-কল্প্যত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতি চেৎ; ব্রহ্মা-জ্ঞানমেবায়াতম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা? ন পশ্যতি চেৎ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টির্নাম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাদি ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ পশ্যতি? অথণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম না-বিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ। অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোঽপি নিরস্তঃ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোঽপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যখন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না।

আরো এক কথা, অবিদ্যা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক। অবিদ্যাই কল্পনা করে বলা যায় না; কারণ, অবিদ্যা স্বয়ং অচেতন। জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের ন্যায় জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন; তাহা হইলেও ব্রহ্মেই অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানাস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রকটীকরণরূপ বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা সঙ্গত হয় না। আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অখণ্ড, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না; তজ্জন্য ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয়। এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিত্যক্ত হইল (*)।

(*) তাৎপর্য্য,—'মায়া' ও 'অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্ব-শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেক।

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট ও সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিশুদ্ধ বা মলিনসত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ। নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্ট্বা মোহয়িতুমলম্; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্রত্বাৎ তস্যাঃ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্য জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীব-মোহনহেতুরিতি মন্যসে? তর্হি পরিশুদ্ধস্যাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্ব্বতী মায়া মায়াপরপর্য্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ। অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতুরবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীত-দর্শনহেতুঃ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি। নৈবম্; চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ। যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়ী বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাঁহার জীবদর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না। কেন না, মায়াবী যাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না। আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও বলা যায় না; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—দর্শন-সমুৎপাদনে নহে।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্ব্বক জীবের সম্মোহন সমুৎপাদন করে। তাহা হইলে, মায়া যখন অখণ্ড, একরস, বিশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই হইয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সুতরাং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ দাঁড়াইল]। যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায় মাত্র; সুতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না। না,—এরূপ হইতে পারে না; চন্দ্র এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচন্দ্র-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু। বিশেষতঃ ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্ববশে রাখিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর অবিদ্যার অধীন চৈতন্য জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সেই অবিদ্যার তার-তম্যানুসারে জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে। ফল কথা, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ মায়া, আর সত্ত্বগুণের অপকর্ষ বা মালিন্য বশতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ। এইমাত্র বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহাকে সম্মোহিত করিতে পারে না; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তন্মোহয়তি; নহ্যনুন্মত্তো মিথ্যাস্বেন জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে।

অথ অপুরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো নাপুরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ; অতোঽস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি মতম্। তন্ন; দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেঽপি তদ্ধেতুরবিদ্যৈব; তন্নিরসনে চ প্রযস্যন্তী যদি চ নাপুরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্যনুচ্ছেদ্যতয়া নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ। অস্তু কো দোষ ইতি চেৎ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" [বৃহদা০, ২।৪।১৪]। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" [বৃহদা০, ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ। পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিমোহিত করিতে পারেন না; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা বলিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিমোহিত করিতে ইচ্ছা করে না।

আর যদি মনে কর যে, যাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ, অবিদ্যা কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপুরুষার্থ প্রদর্শন করায় না; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না। না,—এ কথাও হইতে পারে না; দ্বিচন্দ্রদর্শনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ-সাধকও হয় না, তথাপি অবিদ্যাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর সেই অবিদ্যা-নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপুরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও কোন আবশ্যক হয় না; সুতরাং অনুচ্ছেদ্যতা-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, হউক—দোষ কি? এ পক্ষে দ্বৈতদর্শনই প্রধান দোষ; তাহার ফলে—'যে অবস্থায় দ্বৈতেরই মত হয়,' এবং 'যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।' ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (২)। যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

---

(২) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্যই সচেষ্ট হয়, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না ঘটায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় মায়াও চিরদিন থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন দ্বৈত ও দ্বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্ত পুরুষের পক্ষে দ্বৈতদর্শন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থায় আর দ্বৈত-বিজ্ঞান থাকে না। কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উল্লিখিত শ্রুতিগুলির অর্থে বাধা ঘটে। অতএব মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, মায়ায়াস্ত্বপরমার্থত্বাদবিরোধ ইতি চেৎ; অপরিচ্ছিন্না-নন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা অবিদ্যা-মন্তরেণ নোপপদ্যতে।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়য়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ? জীব-মোহনমিতি চেৎ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং? ক্রীড়েতি চেৎ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্রীড়য়া? পরিপূর্ণ-ভোগানামেব ক্রীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ; নৈবমিহোপপদ্যতে। নহ্য-পরমার্থভূতৈঃ ক্রীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈর্নিষ্পন্নয়া অপরমার্থভূতয়া ক্রীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুন্মত্তানাং ক্রীড়ারসো নিষ্পদ্যতে। মায়াশ্রয়তয়াভিমত-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণা-বিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবশ্চ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ। অতো ব্রহ্মৈবা-নাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগত-নানাত্বং পশ্যতীত্যদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগচ্ছদ্ভি-রভ্যুপেতব্যম্॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক; মায়া যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির বিরোধই হইতে পারে না। [এ কথাও বলা যায় না।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ; তখন তাহার পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই অসত্য মায়া সন্দর্শন কিংবা মায়া-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না।

আরও এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অথচ নিত্য মায়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি? যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন; ভাল, পুরুষার্থের অনুপযোগী জীব-সম্মোহনে প্রয়োজন কি? যদি বল, উহা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই)। জিজ্ঞাসা করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্রীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি? যদি বল, জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া বা বিলাস তাহাদেরই পুরুষার্থ হইয়া থাকে। হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্রীড়া উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, ক্রীড়ার উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্রীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে, এবং সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিত্ব বোধ থাকে; তাহা হইলে অনুন্মত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই ঐ ক্রীড়ায় রসাস্বাদ করিতে পারে না। ইহার পর, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ মায়াশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্ব্বেরই মত অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে 'অনাদি অবিদ্যা-সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে নানাত্ব সন্দর্শন করেন,' এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে॥

যত্তু, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মাজ্ঞানবাদিনশ্চোদ্যম্ ; একস্যৈব ব্রহ্মণোঽজ্ঞস্য স্বাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষ্যমাণত্বাৎ বদ্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়া এবাভাবাৎ,. ব্যবহ্রিয়মাণায়াশ্চ বদ্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদি ব্যবস্থায়াঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকস্যৈব অবিদ্যয়া সর্ব্ব কল্পনোপপত্তেঃ। স্বপ্নদৃশা হ্যেকেন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্য্যাদয়ঃ তদবিদ্যাকল্পিতাএব ; অতএব বহ্ববিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ।

পারমার্থিকী বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা স্বপরব্যবস্থা চ জীবাজ্ঞানবাদিনাপি নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী ত্বেকস্যৈবাবিদ্যয়া উপপদ্যতে। প্রয়োগশ্চ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ স্বপর ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিকত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি। শরীরান্তরাণ্যপি মত্মৈবাত্মবন্তি শরীরত্বাৎ, এতচ্ছরীরবৎ। শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্য্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মেতে অজ্ঞানের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ (অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বগত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ উপস্থিত হয় মাত্র। অতএব; বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ; তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি যেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে। স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, তাহার উপপত্তির জন্য অবিদ্যার বহুত্ব কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না। অধিকন্তু, এই সকল ব্যবহার অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে পারে, [সুতরাং অজ্ঞানের বহুত্ব কল্পনার আবশ্যক হয় না]; এ পক্ষে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম পর-ভেদব্যবহার যখন অপরমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা স্বীয় অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা স্বপ্নদৃষ্ট ব্যবস্থা। আর স্বপ্নে যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান্, যে হেতু ঐ সকল শরীরও আমার এই শরীরেরই মত শরীর। আর সেই শরীর সমূহও আমারই অবিদ্যা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য্য (জন্য পদার্থ), জড় পদার্থ এবং কল্পিত, অর্থাৎ শরীরত্ব, কার্য্যত্ব, জড়ত্ব বা কল্পিতত্ব, ইহার যে কোন একটী উহাদের

কল্পিতত্বাদ্বা, এতচ্ছরীরবৎ। বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ। অতঃ স্বপরবিভাগো বদ্ধমুক্ত-শিষ্যাচার্য্যাদিব্যবস্থাশ্চৈকস্যাবিদ্যাকল্পিতাঃ। দ্বৈতবাদিনাপি বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থাদুরুপপাদা; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকস্মিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্ব্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ।

অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ; কিমিদমনন্তত্বম্? অসংখ্যেয়ত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্ত্বাদল্পজ্ঞৈরসংখ্যেয়ত্বেঽপীশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সংখ্যেয়া এব। তস্যাপ্যশক্যত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বং ন স্যাৎ; আত্মনাং নিঃসংখ্যত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্যা-বিদ্যমানসংখ্যা-বেদনাভাবো নাসার্ব্বজ্ঞ্যমাবহতীতি চেৎ; ন, ভিন্নত্বে সংখ্যা-বিধুরত্বং নোপপদ্যতে। আত্মানঃ সংখ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ। ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে;

কল্পিতত্বের সাধক; ইহার হেতু—শরীরত্ব; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর। অপিচ, [চেতন 'অহং' কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ; কারণ, উহারা চেতন; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট। অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাত্মবিভাগ, এবং বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্যাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বদ্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে। কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত; তখন অমুক্তাবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসংখ্যেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রভূতত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্যেয় হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ত সংখ্যেয়ই বটে; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না। যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই 'সংখ্যা' বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম্ম নাই; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাব কখনই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না। [এ বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যাযুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক্; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি। আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম্ম সম্ভাবিত হয়; অথচ

(*) নিঃসংখ্যেয়ত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ব্রহ্মণশ্চানন্তত্বং ন স্যাৎ। অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্। ভেদবাদে চ বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন ব্রহ্মণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বক্তুম্; বস্ত্বন্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুজ্যতে; বস্ত্বন্তরাদ্বিলক্ষণত্বেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ; তথা সর্ব্বে চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছিদ্যন্তে। এবঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" [তৈত্তি° আন° ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদদ্ভির্বিরোধঃ। উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মণশ্চ প্রসজ্যেরন্; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্। অত একস্যৈব (†) অপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণোঽবিদ্যাবিজৃম্ভিতং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ; সুখদুঃখপ্রতিসন্ধান-ব্যবস্থাদয়োঽপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিদ্যা-স্বাভাব্যাদুপপদ্যন্তে। তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাদ্য-বিদ্যাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্ত্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্যত্বং জগতঃ—ইতি।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরাহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব); সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদরাহিত্যও বলিতে পারা যায় না; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্ভূতত্বই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সত্তাবই তাহার পরিচ্ছেদ। আর যাহা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন। এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যানুসারে যাহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্ম্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে)। অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিদ্যাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সুখ-দুঃখানুভূতির ব্যবস্থাভেদ প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্নকালীন ব্যবহারের ন্যায় অবিদ্যা-সম্ভূতত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিদ্যাবশতঃ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, একথা

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'চ' শব্দো নাস্তি। (†) অতএবাস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[শাঙ্কর-মতখণ্ডনম্—]

অত্রোচ্যতে—নির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপস্য নিরংশস্য প্রকাশনিবৃত্তিরূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানাসম্ভবাদিভ্যঃ সকলপ্রমাণবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধঞ্চেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং যুক্তিবাধিতত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি; তদযুক্তম্, যুক্তেরভাবাৎ। যত্তু অনুবর্ত্তমানস্য কারণমাত্রস্য সত্যত্বম্, ব্যাবর্ত্তমানানাং

সত্য। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (*)।

শাঙ্করমত খণ্ডন

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিদ্যা দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাত্ব বা ভেদ দর্শন করেন, বলা হইয়াছে; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং তাহার স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্ববচনবিরুদ্ধও বটে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্য্যসত্তা যখন যুক্তিবাধিত, তখন উহা শুক্তি-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র; তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তদনুকূল কোনও যুক্তি নাই। আর যে, [কার্য্যে] অনুবর্ত্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্ত্তমান বা কারণে

(*) তাৎপর্য্য—কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্ত্তবাদ, (২) পরিণামবাদ। তন্মধ্যে, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্য্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম। যেমন—দুগ্ধের দধিরূপে ও মৃত্তিকার ঘটাদিরূপে পরিণাম। আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, নিজের অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে, অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্যরূপে দর্শন করে, তাদৃশ অবস্থাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত প্রভৃতি। তদনুসারে কার্য্য ও কারণ, উভয়কেই 'বিবর্ত্ত' শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। উভয় স্থলের পার্থক্য এই যে, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুগ্ধের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া যায়; দুগ্ধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই পরিণামের স্বভাব। বিবর্ত্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্ম্মই পরিত্যাগ করে না, আপনার স্বরূপেই থাকে, অথচ অবিদ্যা বা অজ্ঞান আসিয়া তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই থাকে। যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া যথার্থ রজ্জুস্বরূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং রজ্জুর যে স্বরূপ-হানি ঘটে না, ইহা সত্য; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত্ত কারণ, আর সর্প হয় তাহার বিবর্ত্ত কার্য্য। ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত্ত কারণ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হইলেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সৎ চিৎ ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে না।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যাণামসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টস্যান্যত্র ব্যাবর্ত্তমানতা ন বাধিকেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব পরিহৃতম্। যচ্চোপলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়ত্বেন কার্য্যস্য মৃষাত্বমিতি ; তদসৎ, উপলব্ধি-বিনাশযোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি, কিন্ত্বনিত্যত্বম্। যদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া যদুপলব্ধম্, তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধিতত্বমেব হি তস্য মিথ্যাত্বে হেতুঃ ; দেশান্তর-কালান্তরসম্বন্ধিতয়োপলব্ধস্যান্যদেশকালসম্বন্ধিত্বেন বাধিতত্বং দেশান্তর-কালান্তরাব্যাপ্তিমাত্রং সাধয়তি, ন তু মিথ্যাত্বম্। প্রতিপ্রয়োগশ্চ—ঘটাদি কার্য্যং সত্যম্, দেশকালাদিপ্রতিপন্নোপাধাববাধিতত্বাৎ, আত্মবৎ।

যচ্চোক্তং—কারণস্বরূপাদবিকৃতাদ্বিকৃতাচ্চ কার্য্যোৎপত্তির্ন সম্ভবতীতি ; তদসৎ ; দেশকালাদিসহকারি-সমবহিতাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তি-সম্ভবাৎ। তৎসমবধানঞ্চ বিকৃতস্যাবিকৃতস্য চ ন সম্ভবতীতি যদুক্তম্; তদযুক্তম্ ; পূর্ব্বমবিকৃতস্যৈব কালাদিসমবধানসম্ভবাৎ। অবিকৃতত্বাবিশেষাৎ পূর্ব্বমপি দেশকালাদিসমবধানং প্রসজ্যত ইতি চেৎ ; ন, দেশকালাদিসমবধানস্য

অনমুগত ঘট-শরাবাদি কার্য্য সমূহের অসত্যতা [উক্ত হইয়াছে], তাহাও 'এক স্থলে দৃষ্ট ব্যাবর্ত্তমানতা অন্যত্র প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের (অনুবৃত্তির) বাধিকা হয় না,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে। আর যে, উপলভ্যমানত্ব (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) ও বিনাশিত্ব বশতঃ সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব অভিহিত হইয়াছে ; তাহাও ভাল কথা নহে ; কেন না, উপলব্ধি ও বিনাশ-সম্বন্ধ কখনই বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারে না ; পরন্তু, অনিত্যত্বমাত্র সাধন করে। কেন না, যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে উপলব্ধিগোচর হয়, সেই বস্তুর সেই দেশে ও সেই কালে বাধিতত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে উপলব্ধ পদার্থের নহে। অপর দেশে ও অপর কালে যে বাধিতত্ব (বাধা), তাহা কেবল সেই বস্তুর দেশান্তর ও কালান্তর-ব্যাপকতারই অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু মিথ্যাত্বের সাধন করে না। ইহার বিরুদ্ধে অনুমানও হইতে পারে, যথা—জন্য ঘটাদি বস্তু সত্য ; কারণ, অনুভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিতে [উহা] বাধিত নহে—অবাধিত ; দৃষ্টান্ত যথা—আত্মা।

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিকৃত বা বিকৃত কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না ; তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, দেশ-কালাদিরূপ সহকারী কারণসমন্বিত কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। (কেবল একটিমাত্র কারণ হইতে নহে), আর যে, বিকৃত কিংবা অবিকৃত কোনরূপ কারণেরই সহকারি-সংযোগ সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিকৃত কারণের সহিতই দেশ-কালাদির সম্বন্ধ হইতে পারে। যদি বল, অবিকৃতভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না থাকায়

কারণান্তরায়ত্তস্যৈতদায়ত্তত্বাভাবাৎ। অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষমাপন্নং কারণং কার্য্যমুৎপাদয়তীতি ন কিঞ্চিদবহীনম্। কারণস্য চ কার্য্যং প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহ্নোতুং শক্যতে।

যত্তু—হেমাদিমাত্রস্য, রুচকাদিকার্য্যস্যৈতদাশ্রয়স্য বা হেমাদেরারম্ভকত্বং ন সম্ভবতি—ইতি; তদযুক্তম্; হেমাদিমাত্রস্যৈব যথোক্তপরিকরযুক্তস্যারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি বক্তুং শক্যম্; হেমাতিরিক্তস্য স্বস্তিকস্য দর্শনাৎ; বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিভির্বস্ত্বন্তরত্বস্য সাধিতত্বাচ্চ। ন চায়ং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তিবিনাশয়োরন্তরালে উপলভ্যমানস্য তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ। ন চাস্যা উপলব্ধের্বাধিকা কাচিদপি যুক্তির্দৃশ্যতে। প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপলব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেম্নোঽপ্যনুবৃত্তে-

---

কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর-কারণের অধীন; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্তই নহে। অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে; ইহাতে কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানত্ব) যখন অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না।

আর যে, কেবলমাত্র সুবর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত সুবর্ণাদির আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিশূন্য; কেননা, পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসমন্বিত কেবল সুবর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর হয়। আর যে, কার্য্যারম্ভক সুবর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেননা, স্বস্তিকইত (হারবিশেষইত) সুবর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক্ বস্তুত্বও সাধিত (প্রমাণিত) হইয়াছে। ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের ন্যায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে; কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্ত্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না; [সুতরাং অবাধিতত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাত্বও হইতে পারে না]; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে অননুভূত স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, সুবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, সেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ সুবর্ণেরই অনুবৃত্তি রহিয়াছে। আর

রবিরুদ্ধা। শ্রুতিভিস্তু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধনং পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। যচ্চান্যদত্র প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্ব্বং পূর্ব্বমেব সুষ্টূক্তম্।

যচ্চোক্তম্—একেনাত্মনা সর্ব্বাণি শরীরাণ্যাত্মবন্তি, ইতি; তদসৎ, একস্যৈব সর্ব্বশরীরপ্রযুক্ত-সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ। সৌভরিপ্রভৃতিষু হ্যাত্মৈকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তসুখাদিপ্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাৎ তদ্‌ভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তুং শক্যম্; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব; অন্তঃকরণভূতস্ত্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতেত্যুপপাদিতত্বাৎ। যচ্চ, শরীরত্ব-জড়ত্ব-কার্য্যত্ব-কল্পিতত্বৈঃ সর্ব্বশরীরাণামেকস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বমুক্তম্; তদপি সর্ব্বশরীরাণামবিদ্যাকল্পিতত্বস্যৈবাভাবাদযুক্তম্। তদভাবশ্চাবাধিতস্য সত্য-

---

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধন, তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও যে, প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, সে সমস্তও পূর্ব্বেই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে; কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সর্ব্বশরীরে সুখ-দুঃখাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে। আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋষিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ সুখ-দুঃখাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*)। এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই (অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই হেতুই সর্ব্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ; উভয়ে ভিন্ন নহে। বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহঙ্কার যখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাধন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় তাহা কখনই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা হইয়াছে। আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই একের অবিদ্যা-কল্পিত বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিদ্যা-কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতেই

(*) তাৎপর্য্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীব্রতপা সৌভরি মুনি কোনও কারণে আসক্তির পরবশ হইয়া সমাধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কায়ব্যূহ রচনা করিলেন, এবং স্বয়ং আত্মারূপে সেই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত রহিলেন। একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকেই 'কায়ব্যূহ' বলে। তখন তিনি স্বনির্ম্মিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। সর্ব্ব শরীরগত সুখ দুঃখাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন।

ত্বোপপাদনাৎ। যচ্চ চেতনাদন্যস্য জড়ত্বদর্শনাৎ সর্ব্বচেতনানামনন্যত্ব-মুক্তম্, তদপি সুখদুঃখব্যবস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরস্তম্।

যত্তু—'ময়ৈবাত্মবন্তি মদবিদ্যাকল্পিতানি, অহমেব সর্ব্বং চেতনজাতম্' ইত্যহমর্থস্যৈক্যমুপপাদিতম্, তদজ্ঞাতস্বসিদ্ধান্তস্য ভ্রান্তিজল্পিতম্; অহং-ত্বমাদ্যর্থবিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা ত্বন্মতে। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিস্ফলঃ, অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ; শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদিপ্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি (*) ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজন্যত্বাৎ,

---

তাহারও অপ্রামাণ্য [নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে]। আর যে, চেতন ভিন্ন পদার্থ-মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে; তাহাও সুখ-দুঃখ-ভোগের ভেদব্যবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে।

পুনশ্চ যে, ['সমস্ত শরীর] আমা দ্বারাই আত্মবান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আমিই সমস্ত চেতন স্বরূপ', এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে; তাহাও কেবল স্বসিদ্ধান্তের বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র; কেননা, তোমার (শঙ্করের) মতে আত্মা ত 'অহম্', 'ত্বম্' (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্যস্বরূপ। আরো এক কথা, যিনি বলেন, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যাতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাহার মতে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায়; কারণ, ঐ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য বা অবিদ্যার ফলস্বরূপ; সুতরাং 'শুক্তি-রজত' স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেরূপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ। [এ বিষয়ে এইরূপ বহু অনুমানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা বিফল; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত আচার্য্যাধীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন; উদাহরণ যেমন— শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদির প্রযত্ন। (†) "তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও বন্ধের নিবর্ত্তক নহে; কারণ, উহা অবিদ্যা-কল্পিত বাক্যজন্য, স্বয়ংও অবিদ্যাত্মক; অবিদ্যাত্মক

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক অনুমানেই দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় না। দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। যেখানে বিধিমুখে অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থের অনুরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অন্বয়ী, আর যেখানে অনুমেয়ের বিপরীত ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী। আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটীকে উক্ত উভয়-প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে। শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ-ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারেই আচার্য্যাধীন জ্ঞান-প্রসূত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণজন্যত্বাদ্বা, স্বাপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্রাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাত্মকজ্ঞানগম্যত্বাদ্বা; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরাদিঃ। নচ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে। যত্তু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্তু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। যানি চ তস্য নির্ব্বিশেষত্বসাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানান্যুপন্যস্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈরবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিরনুমানৈর্নিরস্তানি।

ন চ নির্ব্বিশেষস্য চিন্মাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

---

জ্ঞাতাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচার্য্যায়ত্ত বাক্যশ্রবণজন্য; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন বন্ধ-নিবর্ত্তক বাক্যজন্য জ্ঞান (†)। অপিচ, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা; কারণ, তিনিও অবিদ্যাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অথবা, অবিদ্যা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানগম্য। অর্থাৎ অবিদ্যায় পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যাহা এরূপ, অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য জ্ঞানগম্য, অথবা অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধর্ব্বনগরাদি (‡)। আর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট প্রতিভাত হন, অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জন্য] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ কথাও বলা যায় না। আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে]; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অনুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

---

(*) সাধনানি' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি তৎকালে তাহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

(‡) তাৎপর্য্য—অকস্মাৎ আকাশে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের ন্যায় দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধর্ব্বনগর' বলে। সেই গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বপ্নকালেও ঐরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; অথচ ঐ উভয়বিধ পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন।

পদ্যতে; সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োঽপি হি জ্ঞাতৃবিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমাত্র-গতাঃ; ন চ তস্য প্রকাশত্বং (*) স্বায়ত্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি; প্রকাশো হি নাম কস্যচিৎ পুরুষস্য কঞ্চন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত এব হি তস্য স্বয়ম্প্রকাশতোপপাদ্যতে ভবদ্ভিরপি। নচ অতাদৃশস্য নির্বিশেষস্য প্রকাশতা সম্ভবতি। যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি পরমার্থকার্য্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্ঘোষঃ, সোঽপি—তানি কার্য্যাণি সর্ব্বাণ্যবাধিত-কল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি; বস্তুতস্তু অবিদ্যাত্মকান্যেবেতি স্বাভ্যুপগমাদেব নিরস্তঃ। অস্মাভিরপি সর্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি-মুপপাদয়দ্ভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তঃ। নচ ত্বয়ৈষামনুমানানাং (†) শ্রুতি-বিরোধো বক্তুং শক্যতে; শ্রুতেরপ্যবিদ্যাকার্য্যত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বেন চোক্ত-দৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষাভাবাৎ।

যত্তু ব্রহ্মণোঽপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেঽপি পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাদ্ ব্রহ্ম সত্যমেব ইতি; তদসৎ, দুষ্টকারণজন্য-জ্ঞানগম্যত্বে নিশ্চিতে সতি পশ্চাত্তন-

আমার ইত্যাদি প্রকার) জগদ্ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না; কেননা, সাক্ষিত্ব ও ভ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না; কারণ, প্রকাশ শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি। তোমরাও (শাঙ্করমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিনিবন্ধনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন করিয়া থাক; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে যাহা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ-রূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উচ্চ রব, তাহাও তাহাদের 'সেই সমস্ত জন্য পদার্থই একরূপ অবাধিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিদ্যাত্মক (অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)' এই নিজের কথায়ই নিরস্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অনুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছ না; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিদ্যা-সমুদ্ভূত, সুতরাং অবিদ্যাত্মক; অতএব উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও

(*) প্রকাশকত্বং' ইতি 'ক' পাঠঃ।   (†) মনুভূয়মানানাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বাধাদর্শনস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ ; যথা "শূন্যমেব তত্ত্বম্" ইতি বাক্যজন্যজ্ঞানস্য পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেঽপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্যাসত্যত্বম্।

কিঞ্চ, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" [কঠ০ ২।৪।১১], "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৫।৯।২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য নিষেধকত্বেন সর্ব্বস্মাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে ; 'শূন্যমেব তত্ত্বম্' ইতি তস্যাপ্যভাবং বদতস্তস্মাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে। সর্ব্ব-শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তস্যৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্ ; দোষমূলত্বন্তু প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্ব্বশূন্যজ্ঞানস্যাপ্যবিশিষ্টম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতম্, স্বয়ঞ্চ পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিদ্ধিরূপম্; তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্ ; দোষশ্চ পরমার্থঃ ; কিঞ্চিচ্চ নির্দ্দোষং পারমার্থিকসামগ্রীজন্যমিতি যাবন্নাভ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা, লোকব্যবহারশ্চ সেৎস্যতি। লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

---

উত্তম কথা নহে ; কারণ, ব্রহ্ম যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী বাধের অদর্শন কিছুই করিতে পারে না। যেমন—'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),' এই বাক্য হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই) উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়, ইহাও তদ্রূপ।

অপি চ, 'ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দ্বৈত) নাই,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছ ; কিন্তু, 'শূন্যই তত্ত্ব' এইরূপে যাহারা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্ত্তী ; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে, সর্ব্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না ; সুতরাং সেই সর্ব্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্ব্বশূন্যত্ববাদেরও দোষমূলকত্ব সমান ; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের পারমার্থিক-জ্ঞাতৃগতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যঞ্জকরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব, তন্মধ্যেও আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার কোন কোন জ্ঞানের নির্দ্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে ; সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না ; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্ব্বকঃ; নির্বিশেষ-সন্মাত্রস্য তু পারমার্থিকস্য অপারমার্থিকস্য চ প্রতিভাসাদের্হেতুত্বাসম্ভবাৎ লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি।

যচ্চ—তৈর্নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্ব্বাধ্যাসাধিষ্ঠানস্য সন্মাত্রস্য পারমার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্। অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ন ক্বচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সন্মাত্রস্য পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে; হন্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেঽপি ন ক্বচিদ্‌ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণ্যেন তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্র তৎসংরম্ভাৎ।

যত্তু ভেদপক্ষেঽপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সর্ব্বেষামাত্মনাং মুক্তত্বেন বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্। যত্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃপুরুষের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই নির্ব্বিশেষ সৎস্বরূপ কখনই পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুভূত হইতে পারে না; সুতরাং তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহারা যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সৎপদার্থের (ব্রহ্মের) পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে। যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না; তখন [সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে; সুতরাং এ বিষয়ে কেবল বাক্যাড়ম্বর ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত হইয়া যাওয়ায় ভেদবাদেও (দ্বৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

(*) পারমার্থিকভ্রমোপপত্তিবৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সঙ্খ্যাবত্ত্বমবর্জনীয়মিতি; তত্র ঘটাদীনামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। দশ ঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সঙ্খ্যাবত্ত্বং দৃশ্যতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্তু ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্যুপাধিমদ্‌ঘটাদিগতম্; তাদৃশন্তু সঙ্খ্যাবত্ত্বম্ আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ। ন চ তাবতা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাৎ।

যত্তু—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়ত্বানাত্মত্বক্ষয়িত্বপ্রসঙ্গঃ—ইতি; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরত্বানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে (†)। পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ন্যায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবত্ত্ব (সংখ্যেয়ত্ব—সান্তত্ব) অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্যেয়), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অন্তবত্ত্ব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না। যদি বল; দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্ম্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (‡); তাদৃশ ঔপাধিক সংখ্যাবত্তা ত আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি। আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্ব্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

---

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সসীম হয়, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ন্যায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রযুগ পরিমিত এক দিনকে 'কল্প' বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সসীম হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে; সুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না।

(‡) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যেয়ত্ব শঙ্কা (সান্ততা) উদ্ভাবিত করিয়াছিল; তদুত্তরে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে; তবে যে, উহাদের একত্ব দ্বিত্বাদি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তদ্বিশেষিত ঘটাদিতে প্রযুক্ত হয় মাত্র; বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে।

(*)। নহি ঘটানাং ভেদস্তেষাং পটত্বমাপাদয়তি। যত্তু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাভ্যামপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্য ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ; দেশকালসম্বন্ধেয়ত্তায়াঃ প্রমাণান্তরায়ত্তনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধস্যাপি প্রমাণান্তরাদাপততো বিরোধাভাবাৎ। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাভাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্ভবতোঽপ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-ঽভ্যুপয়তঃ সমানম্। অতঃ সতোঽবিদ্যাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোঽপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্ব্বে তবাপি প্রসজ্যেরন্। যদ্যবিদ্যাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে; তর্হ্যবিদ্যাত্মকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি°, আন° ১।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থকং স্যাৎ। ভেদতত্ত্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দূষণাদিবিবেকাভাবাৎ সর্ব্বম-সমঞ্জসং স্যাৎ। আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিশ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেণ, ন-

---

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না। আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সসীমভাব) সম্ভাবিত হয়; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অল্পাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেশ-কাল-সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না। যদি বল, শুধু [আত্মরূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিদ্যা হইতেও পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান। অতএব, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্যা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিদ্যা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে। আর যদি অবিদ্যা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিদ্যাত্মকই হইয়া পড়েন, এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,' [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐকারণেই অনর্থক হইতে পারে। আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দূষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

(*) জাত্যন্তরীয়ত্বানাপাদকত্বাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

বস্তুতোঽপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন; তথাবিধস্য শশবিষাণায়মানস্যানুপলব্ধেঃ। ভেদবাদিনস্তু সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুশরীরত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোঽপি পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে। তদেবং কারণাদ্ভিন্নস্য কার্য্যস্য সত্যত্বাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণোঽন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে— "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং জগতঃ, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ তদুপপাদয়দ্ভ্যোঽবগম্যতে। আরম্ভণ-শব্দ আদির্যেষাং বাক্যানাং, তান্যারম্ভণশব্দাদীনি—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" [ছান্দো০ ৬।১।৪] "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্; তদৈক্ষত —বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১], "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০৬।৩।৩], "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

---

পড়ে। শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই 'আনন্ত্য' ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না; কারণ, শশবিষাণকল্প তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলব্ধিগোচর হয় না। ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সর্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিদ্যমান হইতে পারে না। অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অন্য—পৃথক্ পদার্থ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি হেতু হইতে জানা যাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ অনন্য বা অভিন্ন পদার্থ। যে সমস্ত বাক্যের আদিতে 'আরম্ভণ' শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই 'আরম্ভণ'-শব্দাদি—'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ'; 'হে সোম্য (শ্বেতকেতো,) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল; তিনি (সেই সৎব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,' ['আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মরূপে [সর্ব্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব]', 'হে সোম্য—শ্বেতকেতো, এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সৎব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের অভিন্নত্ব স্থাপন

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” [ছান্দো° ৬।৮।৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্থান্য-প্যেবংজাতীয়কান্যত্রাভিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দো° ৬।১।৩] ইতি কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্যভূতস্য সর্ব্বস্য বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎস্নস্য ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যন্যজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং তাবৎ “যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততেত্যর্থঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তর-

---

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও চেতনাচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—‘[বৎস, তুমি] গর্ব্বিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞেয় বিষয় [গুরুকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব মনস্থ করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্য্যভূত সর্ব্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক বিষয়ের জ্ঞানে অন্য বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সোম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেরূপ সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও তদ্রূপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্য্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্ব্বক

ত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বমুপপাদয়তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। আরভ্যতে—আলভ্যতে স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভণং "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। বাচা—বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ; 'ঘটেনোদকমাহর' ইত্যাদি-বাক্পূর্ব্বকো হ্যুদকাহরণাদিব্যবহারঃ; তস্য ব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে তেনৈব মৃদ্দ্রব্যেণ পৃথুবুধ্নোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং চ 'ঘট' ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি। অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকে-ত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু দ্রব্যান্তরত্বেন; অতস্তস্যৈব মৃদ্ধিরণ্যাদের্দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্দান্তরাদয় উপপদ্যন্তে; যথৈকস্যৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষৈঃ বালো যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে।

লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্ভাব উপপাদন করিতেছেন। '[ঘটাদি] বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য,' এইবাক্যই 'আরম্ভণ' শব্দের অর্থ, —যাহা আরব্ধ হয়—আলম্ভণ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই 'আরম্ভণ'; 'কৃত্যপ্রত্যয় ও ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,' এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বাচা' অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে (৮); ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর' ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্যই সেই মৃত্তিকা পদার্থটি স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন 'ঘট' ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অন্যপ্রকার আকৃতি ও অন্যবিধ নামভাগী হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্ দ্রব্যরূপে নহে। অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে 'বালক, যুবা, বৃদ্ধ' এইরূপ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃত্তিকা বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্রকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্রেই প্রতীতি ও শব্দ-ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

---

(৮) তাৎপর্য্য—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্ব্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে; শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না; এই জন্য ভাষ্যকার লোকব্যবহারকে 'বাক্পূর্ব্বক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যত্তূক্তং সত্যামেব মৃদি 'ঘটো নষ্টঃ' ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্যৎ কার্য্যমিতি; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতস্যৈব দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষত্বাভ্যুপগমাদেব পরিহৃতম্। তত্তদবস্থস্যৈকস্যৈব (*) দ্রব্যস্য তে তে শব্দাস্তানি তানি চ কার্য্যাণি, ইতি যুক্তম্। দ্রব্যস্য তত্তদবস্থত্বং কারকব্যাপারায়ত্তমিতি তস্যার্থবত্ত্বম্। অভিব্যক্ত্যনুবন্ধীনি চোদ্যানি তস্যা অনভ্যুপগমাদেব পরিহৃতানি। উৎপত্ত্যভ্যুপগমেঽপি সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে, সত এবোৎপত্তেঃ। বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—পূর্ব্বমেব সৎ, তদুৎপদ্যতে চেতি। অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশযাথাত্ম্যস্যেদং চোদ্যম্; দ্রব্যস্যোত্তরোত্তরসংস্থানযোগঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ, স্বাবস্থস্য তূৎপত্তিঃ; অতঃ সর্ব্বাবস্থস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বাৎ সৎকার্য্যবাদো ন বিরুধ্যতে।

সংস্থানস্যাসত উৎপত্তাবসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ; অসৎকার্য্যবাদিনোঽপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্ত্বে সৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্ত্বে চানবস্থা।

আর যে, মৃত্তিকা সত্ত্বেই 'ঘট নষ্ট হইল' এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্য্যকে পৃথক্ পদার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্ম্মগুলিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্য্যভেদ, ইহাই যুক্তিসম্মত কথা। দ্রব্যের যে সেই সমস্ত অবস্থাবিশেষ, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন; সুতরাং কারক-ব্যাপারেরও সার্থকতা রক্ষিত হয়। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার বশতই পরিহৃত হইয়াছে। আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সৎকার্য্যবাদ (কার্য্যকারণের অনন্যত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ, [এই মতে] সতের—বিদ্যমান কার্য্যেরই উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যদি বল, কার্য্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্ব্বেই সৎ (বিদ্যমান আছে), তখন 'উৎপন্ন হয়' কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোত্থাপন সঙ্গত হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে নহে); কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বতন আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বাবস্থায়ই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সৎকার্য্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না।

ভাল, অবিদ্যমান আকৃতিবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসৎকার্য্যবাদই (অসতের উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে? [উত্তর—] অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

(*)—কস্যৈব তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

অস্মাকং তু অবস্থানাং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার্য্যযোগানর্হত্বাদবস্থাবত এবোৎপত্ত্যাদিকং সর্ব্বম্, ইতি নিরবদ্যম্।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থাপ্রহাণেন ঘটত্বাবস্থাবৎ একত্বাবস্থাপ্রহাণেন বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি সদেবেদম্—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ ( ) অগ্রে নামরূপ-বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্ব্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্রন্তরাসহতয়া অদ্বিতীয়ঞ্চ,

স্বীকৃত না হওয়ায় সৎকার্য্যবাদই আসিয়া পড়ে; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটে (†)। আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগ্রূপে প্রতীতিও কার্য্যব্যবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দ্দোষ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডত্বরূপ অবস্থাত্রয় পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার অবস্থাবিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুত্বাবস্থা, পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধ হইতেছে না। এই প্রকার 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' এই শ্রুতিতে [প্রকৃত পক্ষে] সৎস্বরূপ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং [সেই সৎপদার্থ ব্রহ্ম স্বয়ং] সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগদেকম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহা অসৎ—আকাশকুসুমবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য-বস্তুটির স্বকারণে বীজরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। যাহা সূক্ষ্মভাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, কর্ত্তা ও করণ প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল; ইহারই নাম উৎপত্তি; এই উৎপত্তির আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না। এই অভিব্যক্তির সাধনেই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা।

অসৎকার্য্যবাদী দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না; অস্তিত্ব থাকে না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টায় অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তিবিশেষ নিহিত আছে; সেইজন্য সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। এখন এই অসৎকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের ন্যায় উৎপত্তিরও উৎপত্তি আছে কি না? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ায় 'অনবস্থা' নামক দোষ উপস্থিত হয়; এই ভয়ে উৎপত্তির আর স্বতন্ত্র উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; পরন্তু অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথায়ও অভিব্যক্তিমাত্র অর্থ স্বীকার করায় অবিজ্ঞাতভাবেও দ্বৈতবাদীকে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিতে হইতেছে; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, "সৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গঃ"।

ইত্যনন্যত্বমেবোপপাদিতম্। তথা "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি স্রক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বেনাত্মনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাৎ কার্য্যভূতস্য জগতঃ পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমবসীয়তে।

সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য নিরবদ্যস্যৈব 'সদেবেদম্' ইতি নির্দ্দেশার্হ-জগত্ত্বম্, সচ্ছব্দবাচ্যস্য চ জগতো নাম-রূপ-বিভাগাভাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রন্তরনিপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্যৈব বিবিধবিচিত্রস্থিরত্রসরূপ-জগত্ত্বেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং সর্গশ্চ কথমুপপদ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবানীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইত্যাদি। "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি কৃৎস্নমচিদ্বস্তু নির্দ্দিশ্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্ করবাণীত্যুক্তম্। 'অনেন জীবেনাত্মনা'—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনুপ্রবিশ্যৈতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ। স্বাত্মনো জীবস্য চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকায় তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্যত্বই উপপাদন করা হইয়াছে। এইপ্রকার, 'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,' এই শ্রুতিতেও স্রষ্টব্য (ভবিষ্যতে যাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাকারে নিজের বহুভাব-প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্ পদার্থ।

[তাহার পর,] সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সৎপদার্থ পরব্রহ্মেরই আবার 'ইহা সৎস্বরূপই বটে' এইরূপ নির্দ্দেশযোগ্য জগদ্রূপতা, সৎপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং সংকল্পানুরূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয়? এই আশঙ্কায়—'সেই এই দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটীকে] ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক করিব', ইত্যাদি। এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ" কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের নির্দ্দেশ করায় এই জগৎকে স্বস্বরূপ জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব, এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে। "অনেন জীবেন আত্মনা" অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

(*) 'অদ্বিতীয়ত্বম্' ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠঃ।

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্ত্বমিত্যুক্তং ভবতি। "তৎ সৃষ্ট্বা" তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬।২) ইতি শ্রুত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিষ্টমিতি। তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্য চ কারণাবস্থস্য চ চিদচিদ্বস্তুনঃ সকলস্য (*) স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু সিদ্ধং স্মারিতম্। অনেন পূর্ব্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা।

অচিদ্বস্তুনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদচিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি "সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ" ইত্যাদি সর্ব্বমুপপন্নতরম্। শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতাঃ সর্ব্বে বিকারাশ্চাপুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং কল্যাণগুণাকরত্বঞ্চ সুস্থিতম্। তদেতৎ "অধিকস্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি। তথা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি কৃৎস্নস্য চেতনাচেতনস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

---

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এই জগৎকে বিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব। ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে। পরব্রহ্ম যে, জীবসমন্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, তাহাও 'তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর, এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও প্রসিদ্ধ আছে; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র।

পূর্ব্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল। পর-ব্রহ্ম আত্মরূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন, এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই 'জগৎ'-পদবাচ্য হইতেছেন; সুতরাং 'অগ্রে এই জগৎ এক সৎস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে উপপন্ন হইবে। আর, যতপ্রকার বিকার (পরিবর্ত্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরাশি), তৎসমস্তই ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দ্দোষত্ব ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণাকরত্ব, তাহাও সুব্যবস্থিত হইল, এবং অব্যবহিত পরেই "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"। এই সূত্রেও কথিত হইবে। এইরূপ, 'এ সমস্তই এতদাত্মক,' এই শ্রুতিও চেতনাচেতনাত্মক

(*) 'সকলস্য' ইতি পাঠঃ 'ব, ঙ' পুস্তকয়োর্নাস্তি।

মুপদিশতি ; তদেব চ "তত্ত্বমসি" ইতি নিগময়তি। তথা প্রকরণান্তরস্থেষ্বপি বাক্যেষু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", [ছান্দো০ ৩।১৪] "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্", [বৃহদা০ ৬।৫।৬] "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইত্যনন্যত্বং প্রতীয়তে। তথা অন্যত্বং চ নিষিধ্যতে—"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] ইতি, তথা "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ; যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যবিদুষো দ্বৈতদর্শনং, বিদুষশ্চাদ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্যত্বমেব তাত্ত্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি। তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যো জগতঃ পরম-কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমুপপাদ্যতে।

অত্রেদং তত্ত্বম্—চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্ব-শব্দাভিধেয়ম্। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্ম-

---

নিখিল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা উপদেশ করিতেছেন। 'তুমি তৎস্বরূপই,' এই শ্রুতি আবার তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন। এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ 'এই সমস্তই ব্রহ্ম', 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায়।' 'এই যাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,' 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' 'আত্মাই এই সমস্ত জগৎ' ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে। এইরূপ [নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক সর্ব্বপদার্থকে আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সর্ব্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,' 'ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' এইরূপ, 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে,' কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিদ্বানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিদ্বানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ) দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেরই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রকারে 'আরম্ভণ' শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপানুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে।

এ বিষয়ের প্রকৃত রহস্য এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্য তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সর্ব্বদা 'সর্ব্ব'শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য; 'সর্ব্ব'শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের শরীরস্থানীয় বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে নির্দ্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্ত-নামরূপব্যবহারার্হ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তু-শরীরম্; তচ্চ কার্য্যাবস্থম্; ইতি কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুনঃ শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়াং কার্য্যাবস্থায়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইত্যত্রোক্তা।

যে তু কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ; তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ। যে চ কার্য্যমপি পারমার্থিক-মভ্যুপয়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমন্যত্বং, স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্, অচিদ্ব্রহ্মণোস্তু দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

---

বস্তুময় শরীরধারী হন; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্হ স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট হন; তাহাই কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম; অতএব, কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্যভূত এই জগৎ অন্য নহে; আর চেতনাচেতন-বস্তুময় দেহের শরীরী (শরীরস্বামী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্য্যাবস্থাগত স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে (*)।

কিন্তু যাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্য্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাহাদের মতে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বই সিদ্ধ হয় না। কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে।

আর যাহারা কার্য্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে ঔপাধিক (উপাধিকল্পিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্যত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর

একদেশী মত

(*) তাৎপর্য্য—"নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" (২।১।৯) সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি কার্য্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা; তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্য্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থ যখন বিলীন হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা। জাগতিক যে সমস্ত বিকার বা পরিবর্ত্তন ও দোষ, তৎসমুদয়ই এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শরীরগত; সে সমস্ত দোষ দ্বারা শরীরী ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না; আর কারণাবস্থায় কোনপ্রকার দোষ বর্ত্তমানই থাকে না, তখন স্বতই নির্দ্দোষরূপে বিরাজ করেন। এইরূপ অবস্থাভেদানুসারে সদোষ ও অদোষভাবের উপপাদন করা হয়। এ বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে নবম সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

রিক্ত-বস্ত্বন্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্যাখণ্ডিতস্য ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণোরনন্যত্বাচ্চ জীব-ব্রহ্মণোঃ কর্ম্মবশ্যত্বাপহতপাপ্মত্বাদি-ব্যবস্থাবাদিন্যোঽচিদ্-ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিন্যঃ (†) শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡)।

যে পুনঃ নিরস্তনিখিলভোক্তৃত্বাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সর্ব্বশক্তিযুক্তং সন্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্তাশেষসুখদুঃখানুভববিশেষং স্বপ্রকাশমপি সুষুপ্তাত্মবদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্; সৃষ্টিবেলায়াং মৃত্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্র ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্বুদাদিরূপো ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে; অতো ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবত্ব-ঘটত্ব-মণিকত্ববৎ তদ্গতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃণাং সদাত্মৈকত্বঞ্চ ঘট-শরাবমণিকাদীনাং মৃদাত্মৈকত্ববদুপপদ্যতে; অতঃ সন্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অখণ্ড ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম যখন অনন্য—একই পদার্থ, তখন জীবের কর্ম্মাধীনতা, আর ব্রহ্মের অপহতপাপ্মস্বভাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।

আবার যাহারা বলেন—ভোক্তৃতাদি নিখিল বিকল্প-বাধাবিহীন, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, কারণীভূত শুদ্ধ সৎস্বভাব দ্রব্যই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতিশূন্য, এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও সুপ্ত আত্মার ন্যায় এরূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিত থাকে, এবং সমুদ্র যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য, ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্য্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন; অতএব, শরাবত্ব, ঘটত্ব ও মণিকত্বের ন্যায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ন্যায় ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ কার্য্যগত ঐ সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(*) পরিণামাচ্চ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ। (†) পরিণামবাদিন্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(‡) ব্যাকুলীভবেয়ুঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ। (§)—ত্বাদিসমস্ত বিকল্প' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সর্ব্বাবস্থাবস্থিতমিতি ব্রহ্মণোঽনন্যৎ জগদাতিষ্ঠন্তে ; তেষাং সকলশ্রুতি-স্মৃতীতিহাসপুরাণ-ন্যায়বিরোধঃ। সর্ব্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতীতিহাসপুরাণাঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং. (*) সদৈব সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সত্যসংকল্পং নিরবদ্যং দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকাতিশয়ানন্দং পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ; ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরাংশসন্মাত্রম্।

তথাহি—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] "তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি," [ছান্দো০ ৬।২।৩] "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং—যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি" [বৃহদা০ ৩.৪।১১], "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি" [ঐত০

যেমন মৃত্তিকারূপে এক, তেমনই ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সৎস্বরূপে এক ; সুতরাং উহাদের একত্বও উপপন্ন হইতেছে। অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সৎপদার্থই নানাবিধ অবস্থায় অবস্থান করে ; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্যত্ব পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প, নির্দ্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সর্ব্বেশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত ঈশ্বরাংশভাগী শুদ্ধ সৎপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না। সেইরূপ [দেখাও যায়,] 'হে সোম্য, অগ্রে ইহা (জগৎ) এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল,' 'তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,' 'ইহা (জগৎ) অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্য্যসাধনে] সমর্থ হইলেন না, [তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয় দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্র), রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†)।' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব', 'এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা

(*) সর্ব্বেশ্বরম্' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আছে, দেবগণের মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে। এ বিভাগ সৃষ্টি-সামসময়িক—ঈশ্বরকৃত, মনুষ্যকৃত নহে। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ সহকারেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ কল্পিত হয় নাই।

১।১।১] "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য" [মহোপ০ ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরমকারণং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো নারায়ণ এবেত্যবগম্যতে। সদ্ব্রহ্মাত্মশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ তত্তুল্যপ্রকরণস্থেন 'নারায়ণ'-শব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তদ্দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" (*)।"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭],

"স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] ইতীশ্বরস্যৈব কারণত্বং শ্রূয়তে। স্মৃতিরপি মানবী "ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্" ইতি প্রকৃত্য—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ" [মনু০ ১।৮] ইতি।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরুষোত্তমমেব পরমকারণমভিদধতি—

"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্য্যও ছিল না; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—'ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্ব্বেশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে)। কেন না, সমান প্রকরণস্থ 'সৎ' 'ব্রহ্ম' ও 'আত্ম'শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) 'নারায়ণ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকেই পরম কারণরূপে) বুঝাইতেছে। 'লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে),' 'তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই' ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব শ্রুত হইতেছে। মনু স্মৃতিও—'তাহার পর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ (পরমেশ্বর)' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সেই স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর তাহাতে বীর্য্য (সর্জ্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন' ইতি। আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরুষোত্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—'জগৎ যাঁহার মূর্ত্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য) তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) "তৎ দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" অয়মংশঃ 'ঘ' পুস্তকে নাস্তি।

স সিসৃক্ষুঃ সহস্রাংশাদসৃজৎ পুরুষান্ দ্বিধা" ॥

[মহাভা০ মোক্ষ০ ৮।১২]।

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্" ।

[বিষ্ণুপু০ ১।১।৩] ইত্যাদিষু।

ন চ ঈশ্বরঃ সন্মাত্রমেবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশত্বাভ্যুপগমাৎ সবিশেষত্বাচ্চ। ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাদ্যনন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিভ্যঃ। জ্ঞানানন্দাদিশক্তিযোগ এবাস্য স্বাভাবিক ইতি মা বোচঃ, 'শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী' ইতি পৃথঙ্নির্দ্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ। ন চ পাচকাদিবৎ "সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্থাবর ও জঙ্গম) জীব সৃষ্টি করিলেন।' এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,' ইত্যাদি।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সৎস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি সবিশেষও বটে (নির্গুণ নহে); আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, 'ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয়।' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব্ব বিষয় অবগত আছেন,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ। কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিযোগই তাঁহার স্বাভাবিক, এরূপও বলিতে পার না; কারণ, শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগ্‌ভাবে স্বাভাবিকত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে, (অভেদ পক্ষে তাহা হইতে পারে না); পক্ষান্তরে ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩)। আর 'পাচক' প্রভৃতি পদে যেরূপ

---

(১৩) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াদির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; তাহার কারণ দুইটি; (১) জ্ঞানানন্দাদিই শক্তি হইলে শ্রুতিতে 'স্বাভাবিকী শক্তি' ও 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া,' এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃৎপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃৎপ্রত্যয়মাত্রস্য শক্তাবস্মরণাৎ। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" [অষ্টা০ ৩।২।৫৪] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব কৃৎপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিষয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু ত্বগত্যা লক্ষণা সমাশ্রীয়তে।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রস্যেবাংশাদংশিনোঽধিকত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭], "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংসি বাধ্যেরন্।

কিঞ্চ, সন্মাত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্য তদংশবিশেষত্বাৎ তস্য

[পাকানুকূল শক্তিমান্ অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রয়োগেও যে, কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃৎপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত কৃৎপ্রত্যয়ই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু 'হস্তী' ও 'কপাট' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে শক্তি অর্থে 'হন্' ধাতুর পর 'টক্' প্রত্যয় হয়,' ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তিবিষয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'পাচক' প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকানুকূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশী (যাহার অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশিরূপ সমুদ্রের ন্যায় অংশ হইতে অংশীর অতিরিক্তত্ব হেতু 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে', এবং 'তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না', ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সৎপদার্থই যদি সর্ব্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আবশ্যক ছিল না; বিশেষতঃ একটি 'চ' শব্দ দ্বারা শ্রুতি নিজেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া দিয়াছেন। (২) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ," এই 'সর্ব্বজ্ঞ' পদে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থে কথিত হইলে লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কখনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না। "শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ" এই সূত্রে শক্তি অর্থেই কৃৎপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; সুতরাং 'হস্তিঘ্ন' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু 'সর্ব্বজ্ঞ' প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি প্রকৃতি (পচ্ ধাতু) ও প্রত্যয় (ণ্বুল্—অক) দ্বারা বেতনগ্রাহী পাককর্ত্তা কিম্বা পাক-কার্য্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায় কখনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সর্ব্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশা ব্যাহন্যেরন্। ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ। স্বাংশেষু সর্ব্বেষু সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বেনেশ্বরাংশেঽপি তস্য পূর্ণত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চেতরাণি বস্তূনীতি চেৎ ; ন, ঘটেঽপি সন্মাত্রস্য পূর্ণত্বাদীশ্বরস্যাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সন্মাত্রস্য 'ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি' ইতি বস্তুধর্ম্মতয়াবগতস্য দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপদ্যতে। ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্ব্যবহারযোগ্যস্যাসত্ত্বম্। দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যুপগমে ক্রিয়াদীনামসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। ক্রিয়াদিষু কাশকুশাবলম্বনেঽপি সর্ব্বত্রৈকরূপা সত্তা দুরুপপাদা। সদাত্মনা চ সর্ব্বস্যাভিন্নত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বেন সর্ব্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সর্ব্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ পূর্ব্বমেবোক্তঃ ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্যত্বম্ ॥২॥১॥১৫॥

অথোচ্যেত—একস্যৈবাবস্থান্তরযোগেঽপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো বালত্বযুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, মৃদ্দারুহিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরত্বেঽপি দৃশ্যন্তে ; তত্র

অংশস্বরূপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া যাইত। কেননা, ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকস্বরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না। যদি বল, একমাত্র সৎপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ঘটেও সত্তামাত্র পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে ঘটাংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে। 'ঘট সৎ, পট সৎ' এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান শুদ্ধ সৎপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সৎপদার্থ ; তাদৃশ ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেরূপ হইলে যে প্রকার ব্যবহার সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব। আর কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; আর ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সর্ব্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, সৎস্বরূপে সর্ব্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন সর্ব্বপদার্থের স্বভাব-পর্য্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সর্ব্বপদার্থের গুণ-দোষের সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব যেরূপভাবে অনন্যত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১॥১৫॥

বিপক্ষে বলা যাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি স্থলে প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; আবার মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও সুবর্ণাদি

মৃদ্‌ঘটাদিষু কার্য্যকারণেষু বুদ্ধি-শব্দান্তরাদয়োঽবস্থানিবন্ধনা এবেতি কুতো নির্ণীয়তে? ইতি। তত্রোত্তরম্—

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্য্যসদ্ভাবে) চ (ও) উপলব্ধেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)]।

[সরলার্থঃ—কার্য্যস্য ঘটাদেঃ সদ্ভাবে চ তৎকারণভূতস্য মৃদাদেঃ তত্র উপলব্ধেঃ—'তদেব ইদং মৃত্তিকা-দ্রব্যম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাচ্চ কারণাৎ অনন্যৎ কার্য্যম্ ইত্যবধার্য্যতে॥

ঘটাদি কার্য্যের সদ্ভাবে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলব্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এবং ঘটাবস্থায়ও 'ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অবধারিত হইতেছে ॥২।১।১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্য্যসদ্ভাবে চ কারণভূতস্য হিরণ্যস্যোপলব্ধেঃ—'ইদং কুণ্ডলং হিরণ্ময়ম্' ইতি হিরণ্যত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং হিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরেষু মৃদাদয় উপলভ্যন্তে; অতো বালযুবাদিবৎ কারণভূতমেব দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং 'কার্য্যম্' ইতি গীয়তে। দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

---

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সত্ত্বেও [বুদ্ধি-শব্দাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন অবস্থাভেদানুসারে তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য্য-কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থাভেদ-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত হইতেছে কিরূপে? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—"ভাবে চোপলব্ধেঃ" ইতি॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্য্যের সদ্ভাবে [তৎকারণীভূত] সুবর্ণাদির উপলব্ধি হেতু, অর্থাৎ 'এই কুণ্ডলটি সুবর্ণ' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব]। সুবর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই বালকত্ব, যুবকত্বাদির ন্যায় কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। [কার্য্য-কারণের] পৃথক্-দ্রব্যত্ববাদীরও স্বাভিমত অবস্থাভেদানুসারেই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

---

(*) তাৎপর্য্য—যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ী কারণ; যেমন ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্য্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ কার্য্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবায়ী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্য্যে অনুগত থাকে—ঘটাদি কার্য্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে; এই কারণেই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কথা হইতে পারে না; কারণ, কার্য্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবায়ী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্য্যে কারণাভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না; কেন না, এরূপ কোথাও হয় না।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিষু উপপন্নেম্বনুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্যান্তরানুপলব্ধেঃ। একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণোভয়াবস্থং দৃশ্যতে। ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতিসন্ধানমিতি বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরত্বে সত্যাশ্রয়ানুবৃত্তিমাত্রেণ তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে প্রতিসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*)। গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদিপ্রতিসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাদ্যকারণভূত-পৃথিবীদ্রব্যপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। অগ্নিকার্য্যে ধূমেঽগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ; ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্; তথাপি ন দোষঃ; অগ্নের্নিমিত্তকারণমাত্রত্বাৎ। অগ্নিসংযুক্তাদ্রেন্ধনাদ্ধি ধূমো জায়তে; গন্ধৈক্যাচ্চার্দ্রেন্ধনকার্য্যমেব ধূমঃ। অতঃ কার্য্যভাবে চ 'তদেবেদম্' ইত্যুপলব্ধের্বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োঽবস্থাভেদমাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে। (†) তস্মাৎ কারণাদনন্যৎ কার্য্যম্ ॥২॥১॥১৬॥

তখন যাহার উপলব্ধি হয় না, এরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না। একজাতীয় বলিয়াই যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে; কারণ, জাতির আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাতিরিক্ত অপর কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, সুবর্ণজাতীয় একই দ্রব্য কার্য্য-কারণ, উভয়াবস্থায়ই অবস্থিত হইয়া থাকে। আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বদ্ধ থাকে; সেইজন্যই ঐরূপ অনুসন্ধান বা প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে); কেন না, যদি বস্তুতই দ্রব্যভেদ থাকিত, তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক্ দ্রব্যে কখনই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। যদি বল, গোময়াদি-সম্ভূত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সেখানেও আদিকারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। ভাল, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে)। বিশেষতঃ আর্দ্র কাষ্ঠের যেরূপ গন্ধ, ধূমেরও তদ্রূপ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে); অতএব কার্য্য-সদ্ভাবে 'সেই উপাদানই ইহা' এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যে কেবল অবস্থাভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্য বা অপৃথক্ ॥২॥১॥১৬॥

(*)—নুপপত্তেঃ' ইতি 'খ' পাঠঃ। (†) তস্মাৎ' ইত্যাধিকঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ইতশ্চ—

সত্ত্বাচ্চাপরস্য ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সত্ত্বাৎ (অস্তিত্বহেতু) চ (ও) অপরস্য (কার্য্য পদার্থের)।]

[সরলার্থঃ—অপরস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাৎ চ—বর্ত্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্যৎ কার্য্যমিতি শেষঃ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বো হি লোকঃ অপরাহ্ণে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যেতি যৎ—'ইদানীং যদিদং ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্ব্বাহ্ণে ইদং সর্ব্বং কেবলং মৃত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মৃত্তিকাপিণ্ডমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে' ইতি।

অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্ব্বে] কারণে বিদ্যমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে এ সমস্তই কেবল মৃত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরস্য—কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্। লোক-বেদয়োর্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে; যথা লোকে 'সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্ণে মৃত্তিকৈব আসীৎ' ইতি; বেদে চ "সদেব সোম্যেদ-মগ্র আসীৎ" ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও—'যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্তা রহিয়াছে'।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিদ্যমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব [বুঝিতে হইবে]। কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে। লোকব্যবহারে যথা—'এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্ণে মৃত্তিকাই ছিল,' ইতি, এবং বেদে যথা—'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল,' ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ –অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসদুক্তি নহে), ধর্ম্মান্তরেণ (অন্যপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দান্তরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিষু সৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থায়াং কার্য্যস্য জগতঃ অসদ্ব্যপদেশাৎ 'কার্য্যং কারণে সদেব' ইত্যেতৎ নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ ধর্ম্মান্তরেণ—লোকে 'সৎ' ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাৎ অভিব্যক্তনাম-রূপাখ্যাৎ অন্যেন সূক্ষ্মাবস্থারূপেণ ধর্ম্মেণ যোগাৎ 'অসৎ' ইতি ব্যপদিশ্যতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কুত ইদমবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দান্তরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ, সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি। যুক্তিশ্চ—'ঘটোঽস্তি, ঘটো নাস্তি' ইতি সদসদ্ব্যপদেশয়োঃ ঘট-কপালাদ্যবস্থাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনায়া অনুপপত্তেঃ। শব্দান্তরঞ্চ—"তদ্ অসদেব সৎ মনোঽকুরুত" ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অন্যথা মনস্ত্ব-কথনমসঙ্গতং স্যাদ্ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ত সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থূল বস্তুকেই 'সৎ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্ব্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি--বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ 'অসৎ ছিল', এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সৎই ছিল' ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থূল পদার্থকেই 'সৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে 'অসৎ' বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। শব্দান্তর এই যে, 'তিনি অসৎ মনকে সংকল্পে সৃষ্টি করিলেন', এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় 'অসৎ' শব্দের তুচ্ছরূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮]

যদুক্তং কারণে কার্য্যস্য সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যামবগম্যতে ইতি; তদ-

---

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

---

* শঙ্কর-নিম্বার্ক-বলদেবাদিভিস্তু "বাক্যশেষাৎ" ইত্যন্তমেকং সূত্রং, "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি পঠিতম্, তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ ব্রাহ্মণ০ ৬।১।১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ০ ২।২।৯] ইতি ; লোকে চ 'সর্ব্বমিদং ঘটশরাবাদিকং পূর্ব্বাহ্নে নাসীৎ' ইতি। অতো যথোক্তং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ ; তন্ন, ধর্ম্মান্তরেণ তথা ব্যপদেশাৎ। স খল্বসদ্ব্যপদেশস্তস্যৈব কার্য্যদ্রব্যস্য পূর্ব্ব-কালে ধর্ম্মান্তরেণ—সংস্থানান্তরেণ, ন ভবদভিপ্রেতেন তুচ্ছত্বেন। (*) সত্ত্বাসত্ত্বে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্ ; তত্র সত্ত্বধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরম্ অসত্ত্বম্ ; ইদং-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য জগতঃ সত্ত্বধর্ম্মো নাম-রূপে ; অসত্ত্বধর্ম্মস্তু তদ্বিরোধিনী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মদশাপত্তিরসত্ত্বম্। কথমিদমবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। বাক্যশেষস্তাবৎ "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" ইত্যত্র "তদসদেব সন্ মনোঽকুরুত স্যামিতি" [যজু০ ২।২।৯] ইতি ; অনেন বাক্যশেষগতেন মনস্কারলিঙ্গেন অসচ্ছব্দার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিতে, তদৈকার্থ্যাৎ "অসদেবেদম্"

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই' ছিল 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল,' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না', এই সকল শ্রুতিতে জগৎকে অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, '[অপরাহ্নে দৃষ্ট] এই ঘট-শরাদি কার্য্যগুলি পূর্ব্বাহ্নে ছিল না,' এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে। অতএব যথোক্ত অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না। না—তাহা নহে ; যেহেতু ধর্ম্মান্তর দ্বারা উক্তপ্রকার ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্য্যভূত দ্রব্যেরই কার্য্যাবস্থার পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মান্তর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্বরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্ম্মদ্বয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ধর্ম্মান্তর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম। [শ্রুত্যুক্ত] 'ইদং' শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে নাম ও রূপ ; আর অসত্ত্বধর্ম্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই অসত্ত্ব। যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে ? বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা যাইতেছে]। প্রথমতঃ বাক্যশেষ এই যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,' এই স্থলে 'আত্মসর্জ্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; সুতরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছত্বেন সত্ত্বাৎ, তে হি দ্রব্যধর্ম্মাবিত্যুক্তম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাদিষ্বপ্যসচ্ছব্দস্যায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। যুক্তেশ্চ অসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরত্বমবগম্যতে; যুক্তির্হি সত্ত্বাসত্ত্বে পদার্থধর্ম্মাববগময়তি। মৃদ্‌দ্রব্যস্য পৃথুবুধ্নোদরাকারযোগঃ 'ঘটোঽস্তি' ইতি ব্যবহারহেতুঃ; তস্যৈব তদ্‌বিরোধ্যবস্থান্তরযোগো 'ঘটো নাস্তি' ইতি ব্যবহারহেতুঃ। তত্র কপালাদ্যবস্থায়াস্তদ্‌বিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থস্য নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ। নচ তদ্‌ব্যতিরিক্তো ঘটাভাবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে; তাবতৈবাভাবব্যবহারোপপত্তেঃ। তথা শব্দান্তরাচ্চ—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মান্তরযোগ এবাবগম্যতে। শব্দান্তরঞ্চ (†) পূর্ব্বোদাহৃতম্—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিকম্। তত্র হি "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ" [ছান্দো০ ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্বমাক্ষিপ্য "সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ব্যবস্থাপিতম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি সুস্পষ্টমুক্তম্ ॥২॥১॥১৮॥

রক্ষার জন্য "অসদেব ইদম্" এই স্থলেও 'অসৎ' পদের ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে। যুক্তি হইতেও অসৎপদের ধর্ম্মান্তরত্ব অর্থ প্রতীত হইতেছে; কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পদার্থ-ধর্ম্ম, যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে। কেন না, মৃত্তিকারূপ দ্রব্যের যে, স্থূল ও গোলাকার আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই 'ঘটঃ অস্তি' অর্থাৎ 'ঘট আছে,' এইরূপ ব্যবহারের প্রযোজক; আবার সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার 'ঘটঃ নাস্তি' অর্থাৎ 'ঘট নাই', এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ। তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার 'নাস্তি' (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। আর এই অবস্থান্তরাতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া যে, কোন পদার্থ উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে। আর সেই অবস্থা দ্বারাই যখন অভাব-ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন 'অভাব' নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। সেইরূপ শব্দান্তর হইতেও (অন্য প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে উদাহৃত "সদেব সোম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যই এখানে 'শব্দান্তর'-পদের লক্ষ্য; কারণ, সেই সকল বাক্য 'হে সোম্য, কিরূপে এরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?' এইরূপে [উৎপত্তির পূর্ব্বেও] জগতের তুচ্ছত্ব (অসত্ত্ব) নিষেধ করিয়া 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎই ছিল,' এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'তখন (উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল।' এই স্থলেও [জগতের সত্ত্ব) সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

(*) তৎ কল্প্যতে' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†।) পূর্ব্বপূর্ব্বোদা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইদানীং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং দর্শয়তি—

পটবচ্চ ॥২॥১॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের ন্যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তব এব আতান-বিতানাদিসংস্থানবিশেষযোগাৎ 'পটঃ' ইতি নাম-রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ।

সূত্রসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে 'পট' ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ করে, ব্রহ্মও ঠিক্ তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥]

যথা তন্তব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যান্তরাদিকং ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১৯॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিশ্য বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্যত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-নামরূপকার্য্যান্তরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র-সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্ত্তী দুইটি সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

'পটের ন্যায়ও বটে,'—অর্থাৎ সূত্রসমূহই যেরূপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া 'পট' ইত্যাকার নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥১৯॥

একই বায়ু যেরূপ শরীরেরমধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি স্বতন্ত্র কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগদাকার প্রাপ্ত হন। অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

(*) 'নামরূপাদিকার্য্যান্তরাণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।] **ইতর-ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥২॥১॥২১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ইতরব্যপদেশাৎ (ইতরের—জীবের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ) হিতের অনমুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)]।

[সরলার্থঃ—"তৎ ত্বম্ অসি" "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ ইতরস্য কার্য্যরূপেণ ভিন্নস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্; ততশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ। অতঃ জীবস্য ব্রহ্মানন্যত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ।

"তুমিই সেই ব্রহ্ম', 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের হিতকর (সুখময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]

জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ "তত্ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬৮৭] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬৷৪৷৫] ইত্যাদিভির্জীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমী-ভির্ব্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তস্যাত্মনো

[পূর্ব্বপক্ষ—]

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, 'তুমি হও তৎস্বরূপ', 'এইআত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে (*)। তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যদি ব্রহ্মেতর জীবেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ভাল মন্দ সমস্তই জানেন, এবং যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নির্ম্মাণ না করা,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ইতরব্যপদেশাধিকরণ।' ইহা ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবের অনন্যত্ব (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে আপনার অহিতকর কার্য্যকরা সম্ভবপর হয় না; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীবাভিন্নত্বও সঙ্গত হইতে পারে না। (৪) উত্তর—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্। সুতরাং পৃথগ্‌ভূত জীবের কর্ম্মানুসারে দুঃখবহুল জগৎসর্জ্জন করা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের তদনন্যত্ব জ্ঞানই প্রয়োজন।

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চেদং জগৎ; নচ ঈদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ্ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধেঃ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপহিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা? ন জানাতি চেৎ, সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ; জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্য্যা।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদ্বিষয়া ভেদশ্রুতিরিতি চেৎ, তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে। [অথচ দেখাযায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর; কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক। তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জগতের কারণীভূত অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে জানেন? অথবা জানেন না? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার বাধা হয়, আর যদি জানেন, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব করা উচিত; সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই; তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল্প ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল, অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*)। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, সুতরাং জীবাশ্রিত; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব। অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্মধর্ম্ম। তন্মধ্যে অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্ম্মে ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখভোগপ্রসঙ্গের কিছুমাত্র পরিহার হয় না। আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশাত্মক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া ফেলে। এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥ ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দ্দেশাৎ (ভেদের নির্দ্দেশ হেতু।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ "অধিকম্" ইত্যাদি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। কার্য্য-কারণয়োঃ অনন্যত্বেঽপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থান্তরভূতম্; কস্মাৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ "করণাধিপাধিপঃ", "বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ", ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ ভেদোক্তেরিতিভাবঃ। চেতনাচেতনবস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থঞ্চেতি গুণদোষবিবেকঃ।

পূর্ব্বোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও কার্য্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ, 'ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়স্বামী—জীবেরও অধিপতি' 'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার ঈশ্বর, তিনি জীব হইতে অন্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তন্নিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশভাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন [প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রভৃতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সঙ্গত নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—'কিন্তু ভেদনির্দ্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক বা পদার্থান্তর।'

'আবরণ' অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাতিরিক্ত যখন তাহার অস্তিত্বই নাই, তখন সেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর র'হল কি?—স্বরূপইত নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম। কুতঃ? ভেদনির্দ্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০৫।৭।২২], "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬], "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯], "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬], "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯], "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।২১], "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" [বৃহদা০ ৬।৩।৩৫], "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৯], "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬], "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩], "যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্হ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ? ভেদনির্দ্দেশই কারণ; কেন না, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', 'পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,' 'তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের স্বামী-জীবেরও) অধিপতি', 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কর্ম্মফল ভক্ষণ করে, অপরে (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র', তাহারা উভয়েই অজ—জন্মহীন; [একটি] বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরাধীন)', 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া,' 'প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া,' 'মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়া দ্বারা নিবদ্ধ হয়।' 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি করেন', 'যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে জানে না; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

(*) প্রেরয়িতারং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবৎ (চুম্বকপ্রস্তরাদির ন্যায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের সম্ভব নাই)।]

[সরলার্থঃ—অচেতনাশ্মকাষ্ঠ-লোষ্টাদিবৎ অচেতনস্য দুঃখবহুলস্য জীবস্যাপি তদনুপপত্তিঃ—ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাভেদনির্দ্দেশস্তু "যস্যাত্মা শরীরম্", ইত্যাদিশ্রুতিশতবাধিততয়া জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যাশয়ঃ ॥

পাষাণ, কাষ্ঠ ও লোষ্টাদির ন্যায় অচেতন দুঃখবহুল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি) উপপন্ন হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; এইজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কাষ্ঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাস্পদানামচিদ্বিশেষাণাং নিরবদ্য-নির্ব্বিকার-নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-স্বেতর-সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈক্যং যথা নোপপদ্যতে, তথা চেতনস্যাপ্যনন্তদুঃখযোগার্হস্য খদ্যোতকল্পস্য "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিবাক্যাবগত-সকলহেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ। সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশঃ "যস্যাত্মা

যাহাকে জানে না', 'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষাণ), কাষ্ঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং সর্ব্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকার, সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অব্রহ্ম সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি চেতন হইলেও অনন্ত দুঃখযোগযোগ্য, খদ্যোতসদৃশ জীবের পক্ষেও "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।

(*) যো মৃত্যুম্' ইত্যাদিঃ 'ন বেদ' ইত্যন্তঃ পাঠঃ 'খ পুস্তকে নোপলভ্যতে।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতের্জীবস্য ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদাত্মত্বেনাবস্থিতের্জীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত এতস্যার্থস্যোপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ° ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরসকৃদুপপাদিতম্। অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণম্; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বম্, ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, অচিদ্বস্তুনো জীবস্য চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্বদুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” [ছান্দো০৬।২।১] ইত্যবিভাগাবস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবস্য ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।” “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৪-৩৫] ইতি সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানস্য। অবিভাগস্তু নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায়, যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর; সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দ্দেশও বিরুদ্ধ হয় না; বরং উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূলই হয়। একথা ‘কাশকৃৎস্ন বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু [সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশ]’ ইত্যাদি সূত্রে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে। অতএব চেতনাচেতনবস্তু-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুশরীরক ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্তু-শরীরে জগৎ নামক কার্য্যস্বরূপও হন; অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [যথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে পরস্পর অসম্মিশ্রণ এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে। ‘হে সোম্য, অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিৎযুক্ত জীবের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কেন না “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি সূত্রে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবের অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে। [বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয়; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে।

যে পুনরস্যৈব জীবস্যাবিদ্যাবিযুক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্ব্বমসঙ্গতং স্যাৎ; ন হি—তদবস্থস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি। অনেনৈব রূপেণ হ্যাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে; তস্য সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতত্বাৎ। (*) ন চাবিদ্যাপরিকল্পিতস্যাবিদ্যাবস্থায়াং শুক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোঽত্র সূত্রকারেণ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাদ্যতে; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রক্রান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণস্য বেদান্তবেদ্যত্বম্, তস্য চ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে "অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি। তত্রহি বিলক্ষণয়োঃ কার্য্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ। "অসদিতি চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥" [২।১।৭] ইতি চ পূর্ব্বাধিকরণস্থমনুবদতি ॥২॥১॥২৩॥

[সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

যাহারা এই জীবেরই অবিদ্যারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সর্ব্বকারণতা সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বনিয়ন্তৃতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ কখনই থাকিতে পারে না। উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে; ঐ সমস্তই অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত। আর সূত্রকারও যে, এখানে "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে অবিদ্যাকল্পিত জীবের অবিদ্যাবস্থায় শুক্তিকা-রজতাদি ভেদের ন্যায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য' এই বলিয়া জিজ্ঞাস্যরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বেদান্ত-বেদ্যত্ব এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র। তাহার পর, "অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্"। "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে। কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য; আর "অসদিতি চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" এই সূত্রও পূর্ব্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১॥২৩॥ [সপ্তম ইতরব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

(*) 'তৎসর্ব্বং হ্যবিদ্যাপরিকল্পিতং ভবতে।' ইত্যধিকঃ 'ক' পুস্তকে পাঠ উপলভ্যতে।

উপসংহার দর্শনাধিকরণম্।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২॥১॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্য্যনিষ্পত্তৌ অনেককারকোপসংহারদর্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যৈব দধ্যাদি-কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণংস্যতে, ইত্যত্র ন কশ্চিৎ দোষ ইত্যাশয়ঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্য্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু দুগ্ধ অন্য কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১॥২৪॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য (*) সত্যসংকল্পস্য স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্ব্বচেতনাচেতনবস্তুশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারত্বেন সর্ব্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধমিতি স্থাপিতম্। ইদানীং সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসংকল্পস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রেণ বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগ্যো ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা এবং অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে, ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (†)।

(*) সর্ব্বজ্ঞস্য' ইতি পাঠঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'উপসংহারদর্শন' অধিকরণ। চব্বিশ হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র সূত্রে হইা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শক্তিমান্ পুরুষের কার্য্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। (৪) উত্তর—ক্ষীরই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই 'দধি' রূপে পরিণত হয়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মও তেমনি অপর কাহারো সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ।

নমু চ পরিমিতশক্তীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষত্বদর্শনেন (*) সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণঃ কারককলাপানুপসংহারেণ জগৎকারণত্ববিরোধঃ কথমাশঙ্ক্যতে ? উচ্যতে—লোকে তত্তৎকার্য্যজননশক্তিযুক্তস্যাপি তত্তদুপ-করণাপেক্ষত্বদর্শনাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্তদুপকরণ-বিরহিণঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইতি কস্যচিন্মন্দধিয়ঃ শঙ্কা জায়তে, ইতি সা নিরাক্রিয়তে। ঘটপটাদিকারণভূতানাং কুলাল-কুবিন্দাদীনাং তজ্জনন-সামর্থ্যে সত্যপি কানিচিদুপকরণানি উপসংহৃত্যৈব জনয়িতৃত্বং দৃশ্যতে, তজ্জননাশক্তাঃ কারককলাপোপসংহারেঽপি জনয়িতুং ন শক্নুবন্তি; শক্তাঃ পুনঃ কারককলাপোপসংহারে জনয়ন্তীত্যেতাবানেব বিশেষঃ। ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বং তদুপকরণানুপসংহারে নোপপদ্যতে। প্রাক্ সৃষ্টেশ্চাসহায়ত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইত্যেবমাদিষু প্রতীয়তে। অতঃ স্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে, ইত্যেবং প্রাপ্তম্। (†) তদিদমাশঙ্কতে—"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ" ইতি।

প্রশ্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে? হাঁ, বলা হইতেছে—উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনেও শক্তিমান্, তাহাকেও কার্য্যোপ-যোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায়; অতএব পর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না; কোনও মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে। ঘট-পটাদি কার্য্যের কারণীভূত কুম্ভকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য্য-জননে সামর্থ্য-সত্ত্বেও কতকগুলি উপকরণ (কার্য্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্ব্বকই কার্য্য করিতে দেখা যায়। যাহারা সেই সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ করিয়াও কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না; আর শক্তিমান্ ব্যক্তিরা উপযুক্ত কারকসমূহ সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বশেষ। [অতএব] সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্য্যোপযোগী উপকরণের অসদ্ভাবে সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সৎস্বরূপই ছিল', 'একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে। অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে না; এইরূপই পাওয়া যায়। "উপসংহার-দর্শনাৎ নেতি চেৎ," বলিয়া উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) 'দর্শনেনৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) ইত্যেবং প্রাপ্তে তদিদম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—"ন, ক্ষীরবদ্ধি" ইতি ; ন সর্ব্বেষাং কার্য্যজননশক্তানামুপ-সংহারসাপেক্ষত্বমস্তি ; যথা ক্ষীরজলাদের্দধিহিমজননশক্তস্য তজ্জননে ; এবং ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্ব্বজননশক্তেঃ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বমুপপদ্যতে। হীতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশশ্চোদ্যস্য মন্দতাখ্যাপনায়। ক্ষীরাদিষু আতঞ্চনাদ্যপেক্ষা ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈঘ্র্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবৎ (দেবতাপ্রভৃতির ন্যায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)]।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অনুপাদায়ৈব বাহ্যসাধনং স্বসংকল্পবলাদেব আত্মোপভোগ্যানি সৃজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে যাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারাও যেমন কোন-প্রকার বাহ্য সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতানি সৃজন্তি, তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেণ সৃজতি। দেবাদীনাং

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—"ন, ক্ষীরবৎ হি।" কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ সকল কর্ত্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ; উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য্য-জননে সমর্থ ক্ষীর ও জলাদি পদার্থের দধি ও হিমাদিরূপ কার্য্য-জননে সাধনান্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,] তেমনি স্বয়ংই অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্ব্বকার্য্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্ব্বজনকত্ব উপপন্ন হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধত্ব আর উক্ত আশঙ্কার হীনত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'হি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। দুগ্ধাদি পদার্থে যে, আতঞ্চনাদি (দম্বল বা সাজা) নিক্ষেপের আবশ্যক হয়, দধ্যাদিভাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিভাবের শীঘ্রতা, অথবা আস্বাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সিদ্ধান্ত।

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন। দেবতা-

বেদাবগতশক্তীনাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ সুখ-গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২॥২॥২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপো বা ॥২॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়ত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কার্য্যকারণোভয়াবস্থম্, ইত্যুক্তম্। তত্র চ নিরবয়বত্বেন কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারেণ পরিণামপ্রসক্তিঃ; নিরবয়বত্বাৎ তস্য সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ। অথবা তদস্বীকারে চ 'নিরবয়বত্ব'-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহন্যেত ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' এই কথারও ব্যঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১॥২৬॥]

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ" [যজুঃ ২।২।৮] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ" [ঐত০ ১।১।১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়াং ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

---

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায়। দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১॥২৫॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(*) 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন;

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কৃৎস্নপ্রসক্তি' অধিকরণ। ইহা পঁচিশ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগদুপাদান হইলে তাহার সমস্তটাই জগদাকারে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না। (৪) উত্তর—বিচিত্র শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগদাকারে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন; শক্তিবৈচিত্র্যই ইহার কারণ। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্য্যরূপেও আছেন এবং কারণরূপেও আছেন; অতএব তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়।

মাসীদিতি কারণাবস্থায়াং নিরস্তচিদচিদ্বিভাগতয়া নিরবয়বং ব্রহ্মৈবাসী-দিত্যুক্তম্; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য আকাশ-বায়্বাদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগঞ্চাভবৎ, ইতি চোক্তম্; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কৃৎস্নং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-গন্তব্যম্।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশশ্চাকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত ইত্যুচ্যতে, তদা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈক-মেব" "আত্মৈক এব" ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্য ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদিনঃ শব্দাঃ কুপ্যেয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ। যদ্যপি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং, স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি শরীর্য্যংশস্যাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাদুক্তদোষো দুর্ব্বারঃ; তস্য নিরবয়বস্য বহুভবনঞ্চ নোপপদ্যতে। কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপদ্যতে। তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-পদ্যতে ॥২॥১॥২৬॥

কেন না, কারণাবস্থায় চেতনাচেতন বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন। বিভাগ-বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব' এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়বত্ববোধক 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিলেন', 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক', 'নিশ্চয়ই আত্মা এক' ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐজাতীয় শ্রুতি-বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে। যদিও সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কারণস্বরূপ, আর স্থূল চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম-কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১॥২৬॥

---

* অসমঞ্জসমো' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতেঃ (শ্রুতির) তু (পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল)।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিষেধার্থঃ'তু'-শব্দঃ। শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। লৌকিকসর্ব্বপদার্থবিলক্ষণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যে চার্থে শব্দস্যৈব তৎস্বরূপসমর্পকত্বাদিত্যর্থঃ ; শব্দস্তু নিরবয়বমেব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দ্দিশতি ; অতো নাসামঞ্জস্যমিতি ভাবঃ ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগদুপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈবমসামঞ্জস্যম্ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ, শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ ; শ্রৌতেঽর্থে যথাশ্রুতি প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ। ননু চ শ্রুতিরপি 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবৎ পরস্পরান্বয়াযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থা ; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি। শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্তুবিসজাতীয়ত্বাদস্যার্থস্য বিচিত্রশক্তিযোগো ন বিরুধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দূষণং বা অর্হতি ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন - "শ্রুতেস্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে। এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না ; কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতেছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রুতি অনুসারেই বুঝা উচিত। ভাল, শ্রুতিও ত 'অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেহেতু শব্দই ইহার মূল', অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিজাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য ; সুতরাং [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

সিদ্ধান্ত।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাভাবঃ, অচেতনবিজাতীয়ত্বাদেব। পরস্পরবিলক্ষণেষু অচেতনেষু অগ্নি-জলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ দৃশ্যন্তে ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণস্য পরমাত্মনঃ বিচিত্রশক্তিযোগঃ সুতরামুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাত্মাতেও অচেতনধর্ম্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতনবিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্ত্বন্তর-সম্বন্ধিনো ধর্ম্মস্য বস্ত্বন্তরে চারোপণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্ম্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মন্যপি প্রসজ্যন্তে; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—"বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি। যথা অগ্নিজলাদীনামন্যোন্যবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্ণ্যাদিশক্তয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যন্তে, তদ্বল্লোকদৃষ্ট-সর্ব্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রশঃ শক্তয়ঃ সন্তীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" [বিষ্ণুপু০ ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্যা পরিচোদ্য—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বদ্ধ ধর্ম্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্ম্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে; বস্তুর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না; এইজন্য বলিতেছেন—'যে হেতু শক্তিসমূহ বিচিত্র।' পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমনি জগতে দৃশ্যমান সর্ব্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অন্যত্র অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না। ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন—'নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?' সাধারণ নিয়মানুসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, 'যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥"
[বিষ্ণুপু০ ১।৩।২-৩] ইতি।

শ্রুতিশ্চ—
"কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু তদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্‌ভুবনানি ধারয়ন্॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥"
[যজুঃ০ ২।২।২৭]

ইতি সামান্যতো দৃষ্টং চোদ্যং সর্ব্ববস্তুবিলক্ষণে পরে ব্রহ্মণি নাবতরতীত্যর্থঃ॥২॥১॥২৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)]॥

[সরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেঽপি নিরংশে সত্ত্ব-রজস্তমোমাত্রাত্মকে অচেতনে প্রধানেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতৎ চোদ্যং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসবতি। যদুক্তম্—"যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে" ইতি।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কৃৎস্ন পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ সম্ভাবিত হয়। অতএব, এরূপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা সঙ্গত হয় না॥২॥১॥২৯॥]

উষ্ণতা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্ট্যাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুর নহে)' ইতি। শ্রুতিও আছে—'হে সুধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব জগৎ পরিপালন করিতেছেন। যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ। হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্পবলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।' অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী দোষই আসিতে পারে না॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয়ত্বাভাবেন প্রধানাদের্লোকদৃষ্টা দোষাস্তত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ব্রহ্মৈব কারণমভ্যুপগন্তব্যম্। প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্য নিরবয়বস্য প্রধানস্য কথমিব মহদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপদ্যতে ?

সত্ত্বং রজস্তম ইতি তস্যাবয়বা বিদ্যন্ত ইতি চেৎ, তত্রেদং বিচারণীয়ম্—কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্ ? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারব্ধং প্রধানম্ ? অনন্তরে কল্পে 'প্রধানং কারণম্'ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতসংখ্যাবিরোধশ্চ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধশ্চ। সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থূলদ্রব্যারম্ভকত্বসিদ্ধিঃ। পরমাণুকারণবাদেঽপি তথৈব ; অণবো হি (*) নিরংশা নিষ্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থূলকার্য্যারম্ভায় প্রভবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—'যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে।'

স্বপক্ষে অর্থ—যাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের মতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্য অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

যদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরব্ধ বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে 'প্রধানই একমাত্র কারণ' এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেত সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয়। আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থূল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না। পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিষ্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থূল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না। (†) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

(*) 'ঘ' পুস্তকে তু 'হি' শব্দো নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও ন্যায়ের পরমাণুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥২॥১॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিযুক্তা) চ (ও) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা পরমাত্মেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" ইত্যাদিষু তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ॥

পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, তাহা 'তাঁহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়' ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১॥৩০॥]

সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা চ। তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭]। তথা, "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরস্যা দেবতায়াঃ প্রতিপাদ্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ," [ছান্দো০ ৮।১।৪] ইতি সর্ব্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি। তথা, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা

অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্তও বটে; কেন না, শ্রুতিসমূহ সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন—'ইঁহার (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয়।' সেইরূপ—'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত,' এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্ব্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর 'তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' বলিয়া তাহার সর্ব্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন। এইরূপ, 'তিনি মনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান; প্রাণ তাহার শরীর, ভা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে। প্রধান-কারণবাদে দোষ এই যে, 'প্রধান' পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমবায়ে উৎপন্ন একটি অভিনব পদার্থ হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের "প্রধানং সর্ব্বকারণম্" অর্থাৎ প্রধানই সর্ব্বপদার্থের কারণীভূত প্রকৃতি, তাহার আর কারণান্তর নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রধানকে গুণত্রয়ের সমূহ বলিলেও দোষ এই যে, তাহাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই। দুই বা ততোঽধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের স্থূলতা বা পরিমাণ বাড়ে না; একটি গুণের যাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না। কেন না, যাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিশেষের সহিত যোগে অবয়বের স্থূলতা ঘটিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন প্রাদেশিক সংযোগজাত স্থূলতা লাভ করা তৎকার্য্যের পক্ষে অসম্ভব। নিরবয়ব পরমাণুসম্বন্ধেও উল্লিখিত সমস্ত দোষের অবতারণা করিতে হইবে।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণত্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে। করণহীনত্বাচ্চ সর্ব্বশক্তেরপি তস্য কর্ত্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি চেৎ; তদুক্তম্—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ খলু “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্রৈবোক্তম্ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিদ্যমান না থাকায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সর্ব্বশক্তি, তথাপি “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিণস্তস্য ন কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যুক্তম্। শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহেণাপি তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাদ্যা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, বাক্য ও আদর রহিত; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্ব্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যোপযোগী সাধনরহিত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না। এ কথার উত্তর “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে। অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ব্রহ্ম যে, সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই) তাহার একমাত্র প্রমাণ। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; [illegible]থচ শ্রবণ করেন; পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’ [illegible] ॥ ৩১ ॥ [নবম কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ ॥ ৯ ॥]

প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্। **ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২॥১॥৩২॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে)।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবত্ত্বদর্শনাৎ পূর্ণকামস্য তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃত্বং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেরই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিতান্ত অভাব, তখন ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণত্বেন সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুং শক্নোতি, তথাপীশ্বরস্য কারণত্বং ন সম্ভবতি, প্রয়োজনবত্ত্বাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ; ঈশ্বরস্য চ প্রয়োজনাভাবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা। ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাপ্তসর্ব্বকামস্য জগৎসর্গেণ কিঞ্চন প্রয়োজনমনবাপ্তমবাপ্যতে। নাপি পরার্থঃ, আপ্তকামস্য (*) পরার্থতা হি পরানু-

---

(†) যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান্ হওয়ায় স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, বিশিষ্ট কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনাধীন; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব। যাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ, অর্থাৎ নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অভীষ্টসিদ্ধি। পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে না; আর পরার্থও তাঁহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাঁহার

(*) অবাপ্তসমস্তকামস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্যমাত্রেই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, বিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না। বিশেষতঃ প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি। (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিমোচন বা করুণা। পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না। (৪) উত্তর—না-কেবল লীলা বা প্রীতি উপভোগের জন্যও যখন ধনিগণের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব। নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাঁহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই

গ্রহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগর্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত সুখৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ করুণয়া সৃজন্। অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপদ্যত ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের ন্যায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল প্রয়োজন)।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেশ্বরাণাং প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টস্য পূর্ণকামস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনং কেবলং লীলৈব, ন তত্রান্যৎ প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥

জগতে সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অন্যপ্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার জন্যও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রচিদ-চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমস্যাপি মহারাজস্য

পক্ষে পরের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গর্ভজন্ম, জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিতেন। অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—'লোকব্যবহারের ন্যায় কেবলই লীলা।'

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনাচেতনসমন্বিত বিবিধ বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র। যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বসুমতীর অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জন্যই কন্দু-

---

(*) [illegible] 'ঘ' পাঠঃ। (†) জনয়েৎ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ। (‡) কেবলা' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

কেবললীলৈকপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাদ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্রাবক্লৃপ্তজগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদের্লীলৈব প্রয়োজনমিতি নিরবদ্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে (বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু জীবের কর্ম্ম-সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)]।

[সরলার্থঃ—নিতান্তসুখিনঃ নিতান্তদুঃখিনশ্চ জীবান্ সৃজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে—বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈর্ঘৃণ্যং নির্দ্দয়তা চ ন প্রসজ্যতে। কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ বিষমসৃষ্টেঃ। শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দর্শয়তি—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপী ভবতি" ইত্যাদ্যা। ততশ্চ শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ সুখিনঃ দুঃখিনশ্চ উচ্চাবচান্ জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাগুক্তবিষমদর্শিত্ব-নির্দ্দয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত সুখী কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের সমদর্শিতার অভাব ও নির্দ্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সুখী, আর যে জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন; সুতরাং বিষম সৃষ্টিতেও তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না। শ্রুতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক সুখী হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে লোক দুঃখী হয়' ইত্যাদি। অতএব সৃষ্টিগত বৈষম্যনিবন্ধন তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যদ্যপি পরমপুরুষস্য সকলেতরচিদচিদ্বস্তু-বিলক্ষণস্যাচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বস্যাপি বিচিত্রচিদচিন্মিশ্রজগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

---

কাদিক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তেমনি যাঁহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত সিদ্ধান্ত] নির্দ্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসমন্বিত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসৃষ্ট্যা পক্ষপাতঃ প্রসজ্যেত ; অতিঘোরদুঃখযোগকরণাৎ নৈর্ঘৃণ্যং চাবর্জনীয়মিতি।

তত্রোত্তরং—"ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইতি। ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ; কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ—সৃজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-সৃষ্টেঃ। দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা।" [বৃহদা° ৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেণাপি দেবাদিবৈচিত্র্যহেতুঃ সৃজ্যমানানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তিরেবেত্যুক্তম্—

"নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য-শক্তয়ঃ।
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥"

[বিষ্ণু পু° ১।৪।৫১-৫২] ইতি।

স্বশক্ত্যা স্বকর্ম্মণৈব দেবাদিবস্তুতাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সত্য, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করায় অবশ্যই তাঁহার পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দ্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তর—"ন সাপেক্ষত্বাৎ"। অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ; কারণ? সাপেক্ষত্বই কারণ ; যেহেতু সৃজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না]। কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে দেহধারণ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও তাহা প্রদর্শন করিতেছে—'উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকর্ম্মকারী পাপাত্মা হয়; পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়।' সেইরূপ সৃজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—'উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র; কেন না, স্রষ্টব্য-দিগের কর্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধানকারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত। হে তাপসশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করেন না ; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায়।' [অভিপ্রায় এই যে,] স্বশক্তি দ্বারাই—নিজ কর্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।।২।।১।।৩৫।।

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কর্ম্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়) চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপদ্যতে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি (এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ –"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীদেকমেব" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যহেতুঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ; ন—নৈতদ্ বক্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকর্ম্ম-প্রবাহাণা-মনাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপদ্যতে চ অনাদিত্বেঽপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাভাবস্যৈব অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেঽপি চ শ্রুতিষু "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদ্যাসু ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীতি ভাবঃ॥

যদি বল, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানাযায় যে, তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও তাহার কর্ম্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর 'একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি অল্পজ্ঞ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ? অবিভাগশ্রবণাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি; অতস্তদানীং তদ-ভাবাৎ তৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে? ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চ। তদনাদিত্বেঽ-

---

সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বসময় জীববিভাগ না থাকায় তাহার কর্ম্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার কর্ম্ম-

---

(*) 'তত্তৎকর্ম্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ।

প্যবিভাগ উপপদ্যতে চ; যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হম্ অতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে (*)। তথানভ্যুপগমে অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ। উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ১।২।১৮] ইতি; সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্বং চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" [তৈত্তি০ নারা০ ১।১৪] ইত্যাদৌ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতাবপি "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" [ভগবদ্গীতা ১২।১৯] ইতি। অতঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেন বিচিত্রসৃষ্টিযোগাদ্ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞনামক বস্তুটি ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। আর সেরূপ স্বীকার না করিলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতবিনাশ দোষ আসিয়া পড়ে (†)। শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজ্ঞগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।' 'বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে। 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত করিলেন'; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। 'প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও', ইত্যাদি স্মৃতিতেও [অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে]। অতএব সর্ব্ববিলক্ষণত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও একমাত্র লীলারূপ প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ (অন্যে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(*) অবতিষ্ঠতে' ইতি 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য—'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতনাশ', এই দুইটি দোষ; যাহা করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ হইলে তাহাকে বলে অকৃতাভ্যাগম, আর কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না হইলে বলে কৃতনাশ। সৃষ্টিপ্রবাহ যদি অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের ফলভোগ আকস্মিক হওয়ায় 'অকৃতাভ্যাগম' দোষ ঘটিত, আর পূর্ব্বকল্পে কৃত কর্ম্মরাশি কোন ফল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ায় কৃতনাশ দোষ সংঘটিত হইত। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের সঙ্গতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অনুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীত্যর্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণ্বাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্ম্মবৈকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্য সর্ব্বস্য ধর্ম্মজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম্মের অসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবত্ত্বনামক দশম অধিকরণ ॥ ১০ ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।] **রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥***

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্। অভিজ্ঞচেতনানধিষ্ঠিতস্য কাষ্ঠাদিবদ্ অচেতনস্য প্রধানস্য বিচিত্রসন্নিবেশ-জগদ্রচনায়া অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি তৎ ন জগৎকারণম্। 'চ'কারাৎ শৌক্ল্যাদিগুণবৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যাধীনতয়া উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচ্চীয়তে। ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্য কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্য প্রধানস্য রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্যা অনুপপত্তেরপীত্যর্থঃ। পক্ষান্তরে, চেতনাধিষ্ঠিতস্যাচেতনস্যাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যূহনীয়ম্।

'অনুমান' অর্থ—যাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি। অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরুদ্ভাবিতাশ্চ দোষাঃ পরিহৃতাঃ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে; ইতরথা

(†) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্ব্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

---

(*) শঙ্কর-নিম্বার্ক-শ্রীনিবাস-শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বলদেবাদিভিস্তু "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ইত্যেকং সূত্রং, "প্রবৃত্তেশ্চ" ইত্যপরং সূত্রমিতি সূত্রদ্বয়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ।

(১) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'রচনানুপপত্তি' অধিকরণ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—প্রধানের কারণতাবাদ যুক্তিযুক্ত? কিংবা যুক্তিবিরুদ্ধ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রধান-কারণতাবাদ সদ্যুক্তিমূলকই বটে। (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত যখন কোন অচেতন পদার্থই কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্য্যকুশল চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই ঈদৃশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্ম্মাণে—এমন কি তদ্বিষয়ক চেষ্টাতেও সমর্থ হইতে পারে না; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে; অনন্ত সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ।

কস্যচিৎ মন্দধিয়ঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যাভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বশঙ্কয়া বৈদিকপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায় অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। তত্র প্রথমং তাবৎ কাপিলমতং নিরস্যতে, বৈদিকানুমত-সৎকার্য্যবাদাদ্যর্থ-সংগ্রহেণৈতস্য সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাভ্রম-হেতুত্বাতিরেকাৎ। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" [ব্রহ্ম সূ০ ১।১।৫] ইত্যাদিভির্বৈদিক-বাক্যানামতৎপরত্বমাত্রমুক্তম্; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে, ইতি ন পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা। এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"
[সাংখ্যকারিকা০ ৩]

গুলি যে, অসদ্যুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে প্রামাণিক মনে করিয়া বেদানুমোদিত আমাদের মতের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও হইতে পারে; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্ত্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সৎকার্য্য-বাদ সন্নিবেশিত থাকায় ঐ মতটি অভ্রান্ত মতেরই অন্তর্ভূত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন করিয়া থাকে (*)।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই কেবল "ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্" (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এখানেই তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে; সুতরাং সেই সূত্রের সহিত ইহার পুনরুক্তি দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না।

সাংখ্যদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—'মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি অর্থ—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য্য নহে), 'মহৎ' আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ, অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, উভয়স্বরূপ; আর [পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাভূত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার বা কার্য্যস্বরূপ; কিন্তু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিও নহে; বিকৃতিও নহে—অনুভয়রূপ।' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকারণতাও স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি তর্ক-প্রধান; উপযুক্ত যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে ব্রহ্মের জগৎকারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ শাস্ত্র বাক্যের সহিত স্বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষগণের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। বিপক্ষপক্ষে দোষক্ষেপণদ্বারা স্বসিদ্ধান্তেরও নির্দ্দোষতা স্থাপিত হইতেছে।

ইতি তত্ত্বসংগ্রহঃ। মূলপ্রকৃতির্নাম সুখদুঃখমোহাত্মকানি লাঘব-প্রকাশ-চলনোপষ্টম্ভণ-গৌরবাবরণকার্য্যাণ্যত্যন্তাতীন্দ্রিয়াণি কার্য্যৈকনিরূপণবিবেকান্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যাণি। সা চ সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা নিত্যা সর্ব্বগতা সততবিক্রিয়া ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; অপিতু পরমকারণমেব; মহদাদ্যাস্তদ্বিকৃতয়োঽন্যেষাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রমিতি। তত্রাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চ।

[তাহাদের] তত্ত্বসংগ্রহ. অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী। মূলপ্রকৃতি অর্থ—সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, লঘুত্ব, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপষ্টম্ভন অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্ম্মযুক্ত (†) অতিশয় অতীন্দ্রিয়। ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্য্যগম্য, ইহারা ন্যূনাধিকভাবশূন্য অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থাযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক দ্রব্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল; নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরন্তু চরম কারণ স্বরূপ বটে। মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অধস্তন তত্ত্বসমূহের আবার কারণ। তন্মধ্যে অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি; ইহারা

(*) ত্রিধা' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ; কেবল গুণের ন্যায় পরাধীন বলিয়া, পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজ্জুর ন্যায় পুরুষরূপ পশুকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মুক্ত হইতে দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বুঝিতে হইবে। রজোগুণ উপষ্টম্ভক (শক্তি সাধ্য কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল; আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তামস পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের ন্যায় অপর পদার্থের আবরক; (এই কারণেই তামস লোকের জ্ঞানশক্তি অস্ফুট হইয়া থাকে,)। অথচ পরস্পর বিরোধশীল তৈল, বর্ত্তী (শলতা) ও অগ্নি সম্পাদিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার নাশ ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত) হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-তন্মাত্রহেতুঃ; তৈজসো রাজসস্তূভয়োরনুগ্রাহকঃ; আকাশাদীনি পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ; পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বেন ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্ন কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ; তত এব নির্ধর্ম্মকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ; নির্ব্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ তস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি। এবম্ভূতেঽপি তত্ত্বে মূঢ়াঃ প্রকৃতি-পুরুষসন্নিধিমাত্রেণ পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাবধ্যস্য প্রকৃতেশ্চ কর্ত্তৃত্বং স্ফটিকমণাবিব জপাকুসুমস্যারুণিমাণং পুরুষেঽধ্যস্য 'অহং কর্ত্তা, ভোক্তা'

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*)। তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের কারণ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্ষিত্যাদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু; আর তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে; এই জন্যই পুরুষ নির্ধর্ম্মক (নির্গুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক; নিত্য, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইলেও মূঢ়লোকেরা কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়তই একত্র থাকায় পুরুষের চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের ন্যায় প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া 'আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা' এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ। ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহতঃ সম্ভূব হ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণি স্যুঃ দেবা বৈকারিকা দশ। একাদশং মনশ্চাত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
ভূত-তন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদেরভবন্ প্রজাঃ। (সাংখ্য সারধৃত কূর্ম্ম পুরাণ)।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা, একাদশ মন বৈকারিক ও তৈজস, এতদুভয়াত্মক, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

ইতি মন্যন্তে। এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানাচ্চাপবর্গঃ। তদেতৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধয়ন্তি। তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধেষু পদার্থেষু নাতীব বিবাদাস্পদমস্তি। আগমোঽপি কপিলাদিসর্ব্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোঽপি প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ। যদিদং প্রধানমেব জগৎকারণমিত্যনুমানম্, তন্নিরসনেন তন্মতং সর্ব্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব নিরস্যতে।

তে চৈবং বর্ণয়ন্তি—কৃৎস্নস্য জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাভ্যুপগমনীয়ম্,

মনে করিয়া থাকে (*)। এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই। [তাহাদের অভিমত] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত; এইজন্য প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে। সেই প্রধানের জগৎ-কারণতা-সমর্থনের জন্য তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয়; এইজন্য তাহাই নিরাকৃত হইতেছে (†)।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

(*) তাৎপর্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" (সাংখ্যকারিকা ২০)।

অর্থাৎ যেহেতু প্রকৃতির চৈতন্য নাই; এবং পুরুষেরও কর্তৃত্ব নাই, অথচ 'আমি কর্ত্তা, আমি চেতন' ইত্যাদি-প্রকারে কর্তৃত্ব ও চৈতন্যের একাধিকরণে ব্যবহার আপামর-প্রসিদ্ধ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ লৌহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি পরস্পরের সংযোগ বশতঃ অচেতন প্রকৃতিও (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের ন্যায় এবং অকর্ত্তা উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে আর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হয়। ইহাই অবিবেক ও সংসার-বন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যোপলব্ধিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বন্ধচ্ছেদের—মুক্তির কারণ।

(†) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য; আর শব্দ-প্রমাণ সম্বন্ধেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্র-গুলিকেও অভ্রান্ত ধ্রুব সত্য বলিয়াই মনে করেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত হয়, তাহা হইলেই তৎকর্ত্তা কপিলেরও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে। কাজেই তদুভয়ের প্রামাণ্য পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অবিসংবাদিত নহে। বিশেষতঃ সর্ব্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অনুকূল নহে, আমাদেরই অনুকূল। এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই।

অনেকেভ্যঃ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে কারণানবস্থানাৎ। তন্তুপ্রভৃতয়ো হি অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি; তে চ তন্ত্বাদয়ঃ স্বাবয়বৈস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে; তে চ তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানৈরেব স্বকার্য্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্; অন্যথা প্রথিমানুপপত্তেঃ। পরমাণবোঽপ্যংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন ক্বচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ। অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থমেকং দ্রব্যং বিবিধবিচিত্রপরিণামশক্তিযুক্তং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাদ্যনন্তাবস্থাশ্রয়ঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। [দেখিতে পাওয়া যায়—] তন্তু প্রভৃতি অবয়বসমূহ ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন করিয়া থাকে; সেই তন্তুপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্ব্বানুরূপ স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎপাদিত হয়; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়]; অতএব পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য্য পদার্থ সমুৎপাদন করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্য্যপদার্থের] স্থূলতা হইতে পারে না (*)। [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাও স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়]; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরিণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই 'মহৎতত্ত্ব' প্রভৃতি অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিককার কণাদ বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, তদ্ভিন্ন আর কোনও পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু, এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণু সাবয়ব? কি নিরবয়ব? নিরবয়ব হইলে তাহাদের সংযোগোৎপন্ন ত্রসরেণু প্রভৃতি কার্য্যে স্থূলতা আসিতে পারে না; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আংশিক হইতে পারে না, সামুদায়িকই হয়। যেমন দুইটি শূন্যের সংযোগ-ফল শূন্য ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ। আর পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহাদের অবয়বকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার ফলে মূল কারণের নির্ণয়ই হইতে পারে না। এই জন্য কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে।

কারণমাশ্রণীয়ম্। তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-কল্পনহেতূন্ উপন্যস্যন্তি—

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥
কারণমস্ত্যব্যক্তম্" [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপমেব বৈশ্বরূপ্যং বিচিত্রসন্নিবেশং তনুভুবনাদি কৃৎস্নং জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসন্নিবেশত্বেন কার্য্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্; কুতঃ? কার্য্যত্বাৎ; কার্য্যস্য হি সর্ব্বস্য তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্ বিভাগঃ তস্মিন্নেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্য্যস্য তৎসরূপাৎ মৃৎসুবর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্নেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই 'প্রধান'; এইজন্য তাহারা সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে [নিম্নোদ্ধৃত] হেতু সমূহের উপন্যাস করিয়া থাকেন—

'যেহেতু ভেদ বা কার্য্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্য্যমাত্রেই কারণের সমন্বয় বা নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তি, সেই পদার্থই সেই কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ হইতেই কার্য্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণের সঙ্গে অবিভক্ত বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের 'অব্যক্ত'সংজ্ঞক একটি কারণ আছে' (*)।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভুবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-সন্নিবেশসমন্বিত কার্য্যস্বরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ 'অব্যক্ত' কারণ হইতে সমুৎপন্ন। কারণ?—কার্য্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্য পদার্থেরই তৎসমানস্বভাববিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্য-পদার্থের তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপর্য্য—'ভেদ' অর্থ—জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রেরই একটা হ্রস্ব-দীর্ঘাদি পরিমাণ আছে; যাহার জন্ম নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, যাহারই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে; সেই কারণটিও স্বীয় কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইয়া থাকে। যথা, বস্ত্রের কারণ তন্তু বস্ত্রাপেক্ষা সূক্ষ্ম; তন্তুর কারণ অংশু (আঁশ) তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এই প্রকারে সর্ব্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

'সমন্বয়' অর্থ—কার্য্য-শরীরে অনুস্যূত (প্রবিষ্ট) থাকা। ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিতে পারিত না।

'শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ' কথার অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্য্যই জন্মাইয়া থাকে, কারণগত সেই শক্তিই কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা।

অতো বিশ্বরূপস্য জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্নেব লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ।

গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ। যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্য মৃদ্দ্রব্যমেব কারণম্; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যশক্তিপ্রবৃত্তিমৎ, তথা দর্শনাৎ। অব্যক্তস্য গুণসাম্যরূপস্য দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতস্যৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে; মহদাদীনি চ ঘটাদিবৎ পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি; অতঃ ত্রিগুণং জগৎ গুণত্রয়-সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যতে—"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ"—অনুমীয়ত ইত্যনু-মানম্; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনির্ম্মাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও 'প্রধান' হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে)। উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ]; কেন না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্য্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃত্তি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ; এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায়। ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ। মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহারা কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব, গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসমন্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে।

রামানুজের সিদ্ধান্ত।

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'রচনা ও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান) [জগৎকারণ] নহে'। 'অনুমান' অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা যায়, [সেই প্রধান]। তোমার অভিমত 'প্রধান' এই বিচিত্র জগৎ-রচনায় সমর্থ নহে; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপর কোন চেতনকর্তৃক পরিচালিতও নহে; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্ব্বাদিকম্। দার্ব্বাদেরচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভানুপপত্তের্দর্শনাৎ, তজ্জ্ঞাধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তের্দর্শনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণমিত্যুক্তং ভবতি।

চকারাদন্বয়স্যানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি; নহ্যন্বিতং শৌক্ল্য-গোত্বাদি কারণত্বব্যাপ্তম্। ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্ল্যাদিধর্ম্মাণাং কারণত্বম্, দ্রব্যস্য তু হেমাদেঃ কার্য্যেঽন্বিতস্য কারণত্বব্যাপ্তিরস্ত্যেব; সত্ত্বাদীন্যপি দ্রব্যাণি কার্য্যেঽন্বিতানি কারণত্বব্যাপ্তানি ইতি; যতঃ সত্ত্বাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ, ন তু দ্রব্যস্বরূপম্; সত্ত্বাদয়ো হি পৃথিব্যাদিদ্রব্যগতলঘুত্ব-প্রকাশাদি-হেতুভূতাস্তৎস্বভাববিশেষা এব; ন তু মৃদ্ধিরণ্যাদিবদ্দ্রব্যতয়া কার্য্যান্বিতা উপলভ্যন্তে; গুণা ইত্যেব চ সত্ত্বাদীনাং প্রসিদ্ধিঃ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সত্ত্বাদীনামনেকত্বাৎ নোপপদ্যতে। অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি। সাম্যাবস্থাঃ

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনির্ম্মাণে কেবল (চেতন-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি। এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কাষ্ঠাদির কার্য্যারম্ভ দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারম্ভ দেখা যায়। অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে পারে না।

[প্রবৃত্তেঃ চ] এই 'চ' শব্দটি অন্বয়ের অর্থাৎ কার্য্যে কারণানুবৃত্তিরও অনৈকান্তিকতা (ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে; কেননা, শুক্লতা ও গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত অর্থাৎ কার্য্যে অনুবৃত্ত হইয়াও ত কারণতাধর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভাল, শুক্লত্বাদি ধর্ম্মগুলি অন্বিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে অন্বিত সুবর্ণাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে; অতএব সত্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ অথচ কারণে অনুবৃত্ত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, সত্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধর্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে। কেননা, পৃথিব্যাদি পদার্থগত লঘুত্ব ও প্রকাশাদির প্রবর্ত্তক সত্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাদিরই একপ্রকার স্বভাব; কিন্তু কখনও তাহারা মৃত্তিকা ও হিরণ্যাদির ন্যায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অন্বিত হয় না; অথচ সত্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্য জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে; সত্বাদি গুণের বহুত্বনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না; এই জন্য কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সত্ত্বাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বন্মতম্; অতঃ কারণবহুত্বাদনবস্থা তদবস্থৈব। ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি সর্ব্বগতত্বেন ন্যূনাধিকভাবাভাবাদ্বৈষম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ; কার্য্যারম্ভায়ৈব পরিমিতত্বমবশ্যাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রথাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ ও জলের ন্যায়), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—দুগ্ধং দধ্যাদিভাবেন, অম্বু জলঞ্চ হিমকরকাদিভাবেন অন্যনিরপেক্ষং, তথা অন্যনিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহদাদিরূপেণ পরিণংস্যতে, ইতি চেৎ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি পয়োঽম্বুনোরপি পক্ষমধ্যে নিবেশাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥

যদি বল, দুগ্ধ যেমন দধিভাবে এবং জল যেমন হিমাদিভাবে পরিণতির জন্য অপর কোনও অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহদাদিরূপে পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে; কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না। কেননা, সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বাদিগুণসমূহই 'প্রধান', ইহা তোমার অভিমত; অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে. অনবস্থা দোষ [যাহা তুমি পরমাণুবাদের উপর উত্থাপন করিয়াছিলে. তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল। আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন) বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্ব্বগতত্ব নিবন্ধন ন্যূনাধিকভাব থাকিতে পারে না; সুতরাং বৈষম্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না; তাহার ফলে কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥১॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পদার্থকেই পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (*) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'দুগ্ধও জলের ন্যায় যদি বল, [না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে]।

(*) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে প্রধানতঃ অনুমানের সাহায্যেই প্রধানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে। তজ্জন্য ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—প্রত্যেক অনুমানেই হেতু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটি বিষয় থাকে। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অনুমেয় বিষয়টি প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে বলে হেতু, যাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধ্য, আর সেই অনুমেয় বিষয়টি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রজগদ্রচনানুপপত্তিরিতি; তন্ন, যতঃ পয়োঽম্বুবৎ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে। পয়সস্তাবৎ দধিভাবেন পরিণমমাণস্যানন্যাপেক্ষস্য আদ্যপরিস্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপপদ্যতে; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্যাম্বুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিত্থ-নিম্ব-তিন্তির্য্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে; তথা প্রধানস্যাপি পরিণামস্বভাবস্যান্যানধিষ্ঠিতস্যৈব প্রতিসর্গাবস্থায়াং সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াং গুণবৈষম্যনিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে। যথোক্তং "পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ"

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু দুগ্ধও জলের ন্যায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণমণশীল দুগ্ধের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিস্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অনুকূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মেঘবিনির্ম্মুক্ত জল যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আস্বাদযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিত্থ (কৎবেল), নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষম্যনিবন্ধনই তাহার বিচিত্রাকারে পরিণাম সম্ভবপর হয়। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা—'জলের ন্যায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তন্নিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য হয়]'। অতএব যদি

পক্ষ। এই অনুমানে আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত; অনুরূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক; নচেৎ সেরূপ দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না। অচেতন রথাদি পদার্থ যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই; কিন্তু দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয় না; এই জন্য সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুগ্ধাদিও ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত 'অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতন-প্রবৃত্তিত্বাৎ, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ।' অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা চেতনাধিষ্ঠান-জনিত; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি। যে যে স্থলে চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তদ্ভিন্ন সমস্তকেই উক্ত অনুমানের 'পক্ষ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; সুতরাং দুগ্ধ-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বই অনুমেয়; সুতরাং সে সমুদয়কে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৬] ইতি। তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—'তত্রাপি' ইতি। যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; তদপি পূর্ব্বত্র পক্ষীকৃতমিত্যভিপ্রায়ঃ। "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি" [ব্রহ্ম সূ° ২।১।২৪] ইত্যত্র দৃষ্টপরিকররহিতস্যাপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপদ্যত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" [বৃহদা° ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অনুপপত্তিহেতু) চ (ও), অনপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্য্যে প্রধান] অন্যকে অপেক্ষা করে না)।]

[সরলার্থঃ—প্রধানস্য স্বকার্য্যজননে অনপেক্ষত্বাৎ—অন্যনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ সর্ব্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্য্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য্য রচনা করিয়া থাকে; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; তাহার ফলে কখনও আর 'প্রলয়' ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্পেশ্বরাধিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্বে সর্গব্যতিরেকেণ প্রতিসর্গাবস্থয়ানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্;

বল। অব্যক্ত প্রধানও জলের ন্যায় অন্য নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্য্যে] প্রবৃত্ত হইবে; তাহার উত্তর—"তত্রাপি"—'সেখানেও'। দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে)। পূর্ব্বোক্ত "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যাদি সূত্রে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; কেননা, "যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত"—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেঽপি তস্য অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্যা-নবধিকাতিশয়ানন্দস্য নিরবদ্যস্য নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেত্বভাবাদ্ বিষমসৃষ্টৌ নির্দ্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোঽয়ং দোষ ইতি। ন, পরিপূর্ণস্যাপি লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মণামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থা-পকত্বাচ্চ।

নন্বেবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম্মভিরেব সর্ব্বা ব্যবস্থাঃ সিধ্যন্তীতি কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাত্রা ; পুণ্যাপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকর্ম্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণংস্যতে ; যথা বিষাদিদূষিতানামন্ন-পানাদীনামৌষধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ সুখ-দুঃখহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ কৈবল্যা-ব্যবস্থা চ সর্ব্বপ্রকারপরিণামশক্তিযুক্তস্য প্রধানস্যৈবোপপদ্যত ইতি।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণত্ব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রাজ্ঞকর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর যখন আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্ব্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দ্দোষ ও নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসত্ত্বেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায় তাঁহার নির্দ্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান। না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু বা প্রযোজক হইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন] কর্ম্মও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবস্থার হেতু হইতে পারে।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মরাশি দ্বারাই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিষাদি-সংস্পর্শে দূষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেরূপ দেশ কালাদি অনুসারে সুখ-দুঃখকর বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের সংস্কার-সহযোগে তদনুরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত হইবে। অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত সর্ব্বপ্রকার পরিণামশক্তিসমন্বিত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়।

অনভিজ্ঞো ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মস্বরূপয়োঃ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রৈকসমধিগম্যে; শাস্ত্রঞ্চ অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাঘ্রাত-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বেদাখ্যাক্ষররাশিঃ; তচ্চ পরমপুরুষারাধন-তদ্বিপর্য্যয়রূপে কর্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যে, তদনুগ্রহনিগ্রহায়ত্তে চ তৎফলে সুখ-দুঃখে ইতি বদতি। তথাহ দ্রমিড়াচার্য্যঃ—"ফলসংবিভৎসয়া হি কর্ম্মভিরাত্মানং পিপ্রীষন্তি, স প্রীতোঽলং ফলায়েতি শাস্ত্রমর্যাদা" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ" [তৈত্তি০ অষ্ট০ ২] ইতি। তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" [গী০ ১৮।৪৬] ইতি।
"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥" [গী০ ১৭।১৯] ইতি চ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না। কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য; উৎপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (যাহার পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেদনামক অক্ষররাশিই সেই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাত্মক কর্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কর্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাঁহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন সুখ ও দুঃখকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্রমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—ফললাভের ইচ্ছায় কর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে; তিনি প্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।' সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'জগতের নাভিস্বরূপ (রক্ষার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মই (*) এই জাত ও জায়মান (যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিতেছে, সেই) জগৎকে ধারণ করিতেছে।' স্বয়ং ভগবান্ও সেইরূপই বলিয়াছেন—'যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।' 'সংসারে ঈশ্বরদ্বেষী ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরন্তর আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।' আপ্তকাম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বেশ্বর সেই

(*) তাৎপর্য্য—শ্রৌত—শ্রুতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'ইষ্ট', আর স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকে বলে 'পূর্ত্ত', ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে ॥
বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোঽবাপ্তসমস্তকামঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বমাহাত্ম্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ 'এতানি কর্ম্মাণি সমীচীনানি, এতান্যসমীচীনানি, ইতি কর্ম্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রঞ্চ প্রদর্শ্য তদুপসংহারার্থং চান্তরাত্মতয়ানুপ্রবিশ্যানুমন্তৃতয়া চ নিযচ্ছন্ তিষ্ঠতি। ক্ষেত্রজ্ঞাস্তু তদাহিতশক্তয়স্তৎপ্রদিষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারাশ্চ স্বয়মেব স্বেচ্ছানুগুণ্যেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কর্ম্মণী উপাদদতে; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-কর্ম্মকারিণং স্বশাসনানুবর্ত্তিনং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈর্ব্বর্দ্ধয়তে; শাসনাতি-বর্ত্তিনঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়ৈর্যোজয়তি; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বৈকল্যচোদ্যানি নাবকাশং লভন্তে।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা; সা চ স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়িন্যপি বর্ত্তমানা ন গুণায়াবকল্পতে; প্রত্যুতাপুং-

---

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমানুযায়ী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কর্ম্ম উত্তম, আর এ সমস্ত কর্ম্ম অধম, এইরূপে কর্ম্মের দ্বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কর্ম্মগ্রহণোপযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে যাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও অন্তরাত্মারূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতে-ছেন (*)। জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিলাভ করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; সেই হেতু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন। অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যহানি প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাহারই নাম দয়া। যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে সত্য; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে; সুতরাং সেখানে তাহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপর্য্য—উপেক্ষা, প্রযোজকতা (প্রেরণা), ও অনুমন্তৃত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটী পৃথক্ ধর্ম্ম, উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রযোজকতা অর্থ অপ্রবৃত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা, অনুমন্তৃত্ব অর্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির কার্য্যে সহায়তা করা। তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্ত্তিত করেন না, প্রথমতঃ উদাসীন-ভাবেই অবস্থান করেন; কিন্তু যাহারা প্রাক্তনানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহাদের যথোপযুক্ত বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া ফলসিদ্ধির সহায়তা করেন মাত্র; সুতরাং তাঁহাকে 'অনুমন্তা' বলা অসঙ্গত হয় না।

স্বমেবাবহতি; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শত্রুনিগ্রহাদীনামগুণত্ব-প্রসঙ্গাৎ। স্বশাসনাতিবৃত্তি-ব্যবসায়নিবৃত্তিমাত্রেণ অনাদ্যনন্তকল্লোপচিত-দুর্ব্বিসহানন্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়সুখ-সংবৃদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে। যথোক্তম্—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা॥"

[গীতা০ ১০।১০,১১] ইতি।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২॥২॥ ॥

অথ স্যাৎ—যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যনপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ; ধেম্বাদিনোপযুক্তং হি তৃণোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমমানং দৃশ্যতে। অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্যতে—ইতি। তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ; তাহা না হইলে তাহার শত্রুনিগ্রহাদি কার্য্যগুলিও অগুণ অর্থাৎ দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া নিরতিশয় সুখসমৃদ্ধি দানে যত্ন করেন। যাহা উক্ত হইয়াছে—'সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে', এবং 'তাহাদিগের প্রতিই দয়াপ্রকাশার্থ আমি আত্মারূপে অভ্যন্তরে অবস্থিতি করত উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনীত করিয়া থাকি।' অতএব [স্থির হইতেছে যে;] প্রাজ্ঞ—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অন্যনিরপেক্ষভাবেও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে; কেন না, অন্যত্র ঐরূপই দেখা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণ ও জল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে; অতএব প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যত্রা-ভাবাৎ" ইত্যাদি।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ায়) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—অন্যত্রাভাবাৎ ধেন্বতিরিক্তেষু অনডুহাদিষু উপভুক্তস্যাপি তৃণাদেঃ দুগ্ধাদি-ভাবেন পরিণামাভাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্যতে ইতি বক্তুং ন শক্যতে ; তৃণাদেরপি দুগ্ধাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেয় ইতি ভাবঃ ॥

ধেনুভিন্ন প্রাণিকর্ত্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির দুগ্ধাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন তৃণাদির ন্যায় প্রধানেরও যে, স্বতই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, ধেনুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপদ্যতে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য পরিণামাভাবাদ্ দৃষ্টান্তা-সিদ্ধেঃ। কথমসিদ্ধিঃ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনডুহাদ্যুপ-যুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্য্যণংস্যত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণমত ইতি বক্তুমশক্ষ্যত ; ন চৈতদস্তি ; অতো ধেন্বাদ্যুপযুক্তং প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" [শারী০ ২।২।২] ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয় না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হয় না কেন? যে হেতু অন্যত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও জলাদি পদার্থ যদি বৃষপ্রভৃতি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা যাইত ; কিন্তু সেরূপ ত কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত তৃণাদিকে পরমেশ্বরই দুগ্ধাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন। "পয়োঽম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি", এই সূত্রোক্ত নিয়মের প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইল মাত্র ॥ ২॥২॥৪ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥২॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্মবৎ (পুরুষ ও অয়স্কান্তমণির ন্যায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তথা (সেরূপে) অপি (ও) [দোষ হয়]।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি পঙ্গুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অন্ধং পুরুষং সন্নিধিমাত্রেণৈব ক্রিয়ায়ু প্রবর্ত্তয়তি, যথা চ অয়স্কান্তো নাম অশ্মা-পাষাণঃ স্বয়মক্রিয়োঽপি স্বসান্নিধ্যমাত্রেণ অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, তথা চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োঽপি সান্নিধ্যমাত্রেণাপি অচেতনং প্রধানং ঈশ্বরানধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনায় প্রবর্ত্তয়েৎ, ইতি চেৎ, তথাপি—তদ্বদপি প্রধানপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে। তত্র হি পঙ্গোঃ গমনশক্তিবিরহেঽপি মার্গাদ্যুপদেশব্যাপারোঽস্তি ; অন্ধস্য চ দর্শনশক্তিবিরহেঽপি জ্ঞানশক্তিরব্যাহতৈবাস্তি। অয়স্কান্তস্যাপি কাদাচিৎকঃ সন্নিধানব্যাপারোঽস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ পুরুষস্য নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিশ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পঙ্গু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্তমণি যেমন নিজে নিস্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত লৌহে স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও জগৎনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেরূপ প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না। কেন না, পঙ্গুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ; আর অয়স্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই লৌহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরিচালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্ব্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্ত্তক হইলে, সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটিতে পারিত না ; অতএব, পুরুষ ও অয়স্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২॥২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যদ্যপি চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষো নিষ্ক্রিয়ঃ, প্রধানমপি দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসন্নিধানাদচেতনং প্রধানং প্রবর্ত্ততে, তথা দর্শনাৎ ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্শক্তিযুক্ত-পঙ্গুসন্নিধানাৎ তচ্চৈতন্যোপকৃতো দৃক্শক্তিবিকলঃ প্রবৃত্তিশক্তোঽন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ; অয়স্কান্তাশ্মসন্নি-

---

যদি বল, যদিও শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দৃষ্টি-শক্তিবিহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধব্যক্তি গমনশক্তিরহিত ও দর্শনশক্তিযুক্ত পঙ্গুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ত্ততে। এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে। যথোক্তম্—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি। পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থঞ্চ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রধানং সর্গাদৌ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

অত্রোত্তরং—"তথাপি" ইতি। এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্ত্যসম্ভবস্তদবস্থ এব, পঙ্গোর্গমনশক্তিবিকলস্যাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিৎকা বিশেষাঃ সহস্রশঃ সন্তি; অন্ধোঽপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাদ্যবগমেন প্রবর্ত্ততে; তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি। সন্নিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গো নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোঽপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে; এবং অয়স্কান্তমণির (চুম্বকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে। সাংখ্যে এই প্রকারই উক্ত আছে—'পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে, এইজন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।' ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে এবং কৈবল্য লাভ করিবে, এতদর্থে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

"তথাপি" বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্য-ভাব দোষ পূর্ব্ববৎই রহিল। কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ অয়স্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে। আর সন্নিধান যখন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্ব্বদাই হইতে পারে। বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিত্বা'নুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—প্রলয়াবস্থায়াং সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাঙ্গিত্বস্য অনুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবেন জগৎপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি শেষঃ ॥

প্রলয়কালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, অঙ্গিত্বের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্ধি জগৎপ্রবৃত্তিঃ "প্রতিপ্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" [সাঙ্খ্যকা০ ১৬] ইতি বদদ্ভির্ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে। প্রতি-সর্গাবস্থায়াং তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্যাধিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-দঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপদ্যতে; তদাপি বৈষম্যাভ্যুপগমে নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথা (অন্য প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (ও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থং অন্যথা—প্রাগুক্তপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ প্রকারেণ প্রধানস্য অনুমিতৌ অপি তস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-দয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থ অন্যপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাগুক্ত দোষ সমূহ অব্যাহতই থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, 'সত্ত্বাদিগুণসমূহের যে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধানা-প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]'; সুতরাং তোমাদিগকেও গুণ-সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলয়াবস্থায় যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন অঙ্গাঙ্গিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও উপপন্ন হইতে পারে না; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে, (প্রলয় আর ঘটিতেই পারে না); এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৬॥

দূষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্য জ্ঞাতৃত্বশক্তিবিয়োগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। অতো ন কথঞ্চিদপ্যনুমানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধানুরোধেন অভ্যুপমেঽপি—অনুমানেন প্রধানাস্তিত্বসিদ্ধিস্বীকারেঽপি অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতযুক্ত্যা প্রধানস্য প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নানুমাতব্যমিত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ—ভোগাপবর্গৌ হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়স্য নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি ।

তোমাদের শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভুপগমেঽপি প্রধানেন প্রয়োজনাভাবাৎ ন তদনুমাতব্যম্। "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য" [সাঙ্খ্যকা০ ২১] ইতি প্রধানস্য প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমতৌ, তৌ চ ন সম্ভবতঃ; পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়স্য নির্ব্বিকারস্য নির্ম্মলস্য তত এব নিত্য-

---

আর [প্রধানসিদ্ধির অনুকূলে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দূষিত হইল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। 'পুরুষের কৈবল্যের জন্য এবং প্রধানের দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন।' এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের সুখদুঃখভোগ ও মুক্তিলাভ, এই দুইটীই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিমত; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না। কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল ; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ ; সুতরাং

মুক্তস্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিয়োগরূপোঽপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি। এবংরূপস্যৈব প্রকৃতিসন্নিধানাৎ তৎপরিণামবিশেষসুখ-দুঃখদর্শনরূপভোগ-সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসন্নিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন সেৎস্যতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য রহিত)।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং অসম্বদ্ধার্থমিত্যর্থঃ। তথাহি—ক্বচিৎ প্রকৃতেঃ পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ ইত্যুক্তম্। ক্বচিচ্চাস্য ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতেঃ সপ্রয়োজনত্বমুক্তম্; পুরুষ এব সাধনভূতয়া প্রকৃত্যা ভোগাপবর্গৌ উপভুঙ্‌ক্তে ইতি চ ক্বচিৎ। অন্যত্র চ, নিত্যনির্ব্বিকারঃ চৈতন্যমাত্রবপুঃ পুরুষঃ ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে; প্রকৃতিরেব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-ভাষণাৎ সাংখ্যদর্শনমসম্বদ্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়ও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোথাও প্রকৃতিকে পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্ত্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার পুরুষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না; পরন্তু প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে অবস্থান করে; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং সাঙ্খ্যানাং দর্শনম্। তথাহি—প্রকৃতেঃ পরার্থত্বেন দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতের্ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিণঞ্চ পুরুষমভ্যুপগম্য প্রকৃত্যৈব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্যং বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই সম্ভবপর হইতেছে না। যদিও ঈদৃশ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষরূপ সুখ-দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই প্রকৃতি যখন নিত্যই পুরুষের সন্নিহিত, তখন ত কস্মিন্ কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যবাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে। দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ (পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগ্য; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা (প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ সাধন দ্বারাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্য নিত্যনির্ব্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাহুঃ; তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃতেরেবেত্যাহুঃ; এবম্ভূত-নির্ব্বিকারোদাসীনপুরুষ-সন্নিধানাৎ প্রকৃতেরিতরেতরাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিং পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বঞ্চাহুঃ—

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥
তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ ॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ১৭, ১৯] ইতি;

সেই পুরুষ নিত্যনির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ; সুতরাং তাহার কর্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই তাহার প্রকৃত স্বরূপ; এই কারণেই বন্ধ ছেদের জন্য যে উপায়ানুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও প্রকৃতিরই বটে। এবম্ভূত নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম অধ্যস্ত হওয়ায় সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, যথা—'যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের প্রয়োজনাধীন), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্ধর্ম্ম নাই, যেহেতু [অচেতনের কার্য্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়, অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের জন্যও লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি পদার্থ আছে'); এবং 'পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার) সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিশুদ্ধতা), মাধ্যস্থ্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃত্বও সিদ্ধ হইল।' (*)

(*) তাৎপর্য্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে যাহা রচিত; যেমন শয্যা, আসন, বসন গৃহাদি। ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ; সেই পর কে? না—পুরুষ (আত্মা); এই পুরুষও যদি সংঘাত হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে; এই জন্য যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পদার্থরাশির সমষ্টিভূত নহে, কেবলই চৈতন্যস্বরূপ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে। স্থূল-সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে যথাসম্ভব সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহার সুখদুঃখ-সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিরাগ বা দ্বেষ হওয়া সুনিশ্চিত; পুরুষের যখন সুখদুঃখ-সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার পক্ষপাত দোষ থাকিতেই পারে না; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যস্থ বলা যাইতে পারে; পক্ষপাত দোষ থাকিলে কেহই মধ্যস্থতা লাভ করিতে পারে না।

"পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" [সাঙ্খ্যকারিকা৹ ৫৭]।

ত্বৈক্যবমাহুঃ—

"তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা৹ ৬২] ইতি।

তথা—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা৹ ২০, ২১] ইতি।

সাক্ষিত্ব-দ্রষ্টৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদয়ো নিত্যনির্ব্বিকারস্য কর্ত্তুরুদাসীনস্য

'আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।' এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—'সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।' সেইরূপ—['যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কর্ত্তার (সক্রিয়ের) ন্যায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্য এবং [পুরুষকর্ত্তৃক প্রকৃতির দর্শনের জন্য অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরব্ধ হয়।' (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কখনই একমাত্র

(*) তাৎপর্য্য—অন্ধ-পঙ্গুন্যায়টি এইরূপ—অন্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন; পঙ্গু ক্রিয়াশক্তিহীন; অন্ধ দেখিতে পায় না, আর পঙ্গুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পঙ্গুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পঙ্গু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্য, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমত অবস্থায় পঙ্গুর উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপনার অভীষ্ট গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়; তেমনি নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চৈতন্য ধর্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্য ন সম্ভবন্তি; এবংরূপস্য তস্যাধ্যাসমূলভ্রমোঽপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরপি বিকারত্বাৎ। প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্ম্মত্বাৎ। অধ্যাসো হি নাম চেতনস্যান্যস্মিন্ অন্যধর্ম্মানুসন্ধানম্; স চ চেতনধর্ম্মো বিকারশ্চ। ন চ পুরুষস্য প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণাধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্ব্বিকারত্বাদেব; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেরন্; সন্নিধের-কিঞ্চিৎকরত্বঞ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্যোপ-কারিণী সেত্যুচ্যতে? বদন্তি হি—

"নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥"

[সাঙ্খ্যকারিকা০ ৬০] ইতি।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্ত্তা পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক। আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম্ম; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম 'অধ্যাস'; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম্ম এবং বিকারাত্মক (*)। আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না; পুরুষের নির্ব্বিকারত্বই ইহার বাধক। আর যদি বল, পুরুষেও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্ম্মগুলিও সর্ব্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছ-কারণ, তাহা "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে? অথচ তাহারা ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—'গুণবতী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদ্গুণসম্পন্না স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকার-পরাঙ্মুখ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে।' তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্ম্মের জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম 'অধ্যাস'। ঈদৃশ 'অধ্যাস' কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্ব্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না।

তথা প্রকৃতির্যেন পুরুষেণ যথাস্বভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবর্ত্তত ইতি চাহুঃ।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥"
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"

[সাংখ্যকারিকা০ ৫৯, ৬১] ইতি।

তদপ্যসঙ্গতম্; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্ব্বিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্যতি চ। স্বয়ঞ্চ স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ। পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্যতি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ।

অথ সন্নিধিমাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে; সন্নিধের্নিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্। স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্ব্বিকারস্য নোপপদ্যতে।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্না প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর সুখ-দুঃখভোগের জন্য আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না। 'নর্ত্তকী যেমন সভাস্থ লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র প্রকৃতি পুনর্ব্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না।' একথাও সঙ্গত নহে; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্ব্বিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না; এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চেতন ভিন্ন তাহার নাই); আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না।

যদি বল, প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে; তাহা হইলেও সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে, [চৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ, তাহাও নিত্য নির্ব্বিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্তু স্বসন্নিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ্ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্যাতাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্যাপি দর্শনস্য সন্নিধানরূপতানতিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সন্নিধেরনিত্যত্বে তস্য হেতুরন্বেষণীয়ঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া স্বরূপসদ্ভাব এব সন্নিধিরিতি, তদা স্বরূপস্য নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদের্ব্বিপ্রতিষেধাৎ সাংখ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেঽপি কূটস্থনিত্যনির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিদ্যাসাক্ষিত্বেনাপারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিদ্যাসাক্ষিত্বাধ্যাসাদ্যসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব; ইয়াংস্তু বিশেষঃ—সাংখ্যা জনন-মরণপ্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি সুতরামসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি বল, অযথা দর্শনই (ভ্রান্তিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু; তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সন্নিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সর্ব্বদাই বন্ধ মোক্ষ, এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সন্নিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্য একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা আবশ্যক হয়; অথচ সন্নিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সদ্ভাবকেই সন্নিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবম্বিধ বহুতর বিরোধ থাকায় সাংখ্যকারদিগের দর্শনটী অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যাহারা (শাঙ্করমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্ব্বিশেষও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মই অবিদ্যার সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; এই জন্যই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিদ্যা-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভবপর হয় না; সুতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এইমাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদও) স্বীকার করেন না; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না।

যত্তু প্রকৃতেঃ পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্, পারমার্থিকত্বেঽপ্যপারমার্থিকত্বেঽপি নিত্যনির্ব্বিকার-স্বপ্রকাশৈকরস-চিন্মাত্রস্য স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। অপারমার্থিকত্বে তু তস্যাঃ দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ সুতরামসঙ্গতম্। ঔপাধিকভেদবাদেঽপি উপাধি-সম্বন্ধিনো ব্রহ্মণোঽয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধাদ্যনুপপত্তেরসামঞ্জস্যং পূর্ব্বমেবোক্তম্ ॥২॥২॥৯॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।] মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২॥২॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদ্দীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের ন্যায়) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও)।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে। অত্রাপি 'অসামঞ্জস্যম্' ইত্যনুবর্ত্ততে। বাশব্দঃ চার্থে। হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘবৎ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তিবচ্চ অন্যদপি তদভিমতং অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরি-মাণাৎ দ্ব্যণুকাৎ পারিমণ্ডল্যপরিমাণাচ্চ পরমাণোঃ ক্রমশঃ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-পরিমাণক-কার্য্যোৎপত্তেঃ যুক্তির্বিরুধ্যতে; তথা কাণাদাভিমতম্ অন্যদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে তদ্বিপরীত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কণাদমতাবলম্বীদের অভিমত অন্যান্য বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে ॥২॥২॥১০॥]

প্রধানকারণবাদস্য যুক্ত্যাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপরমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপরমার্থই হউক, নিত্য নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্যত্ব এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব) ধর্ম্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না। উপাধি নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংসৃষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে; তখন উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অনুপপত্তি হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ॥২॥২॥৯॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥ ১ ॥]

প্রধানকারণবাদটি অসংযুক্তিমূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্যাপ্যসামঞ্জস্যং প্রতিপাদ্যতে—"মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" ইতি।

অসমঞ্জসমিতি বর্ত্ততে; বাশব্দশ্চার্থে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরমাণুভ্যাং, মহদ্দীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদন্যদপ্যসমঞ্জসমিত্যর্থঃ। তথাহি—তন্তুপ্রভৃতয়ো হ্যবয়বাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণবোঽপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাদীনামুৎপাদকা ভবেয়ুঃ; অন্যথা পরমাণূনাং প্রদেশভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেঽপি একস্মাৎ পরমাণোরনতিরিক্তপরিমাণতয়া অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ত্ব-দীর্ঘত্বাদ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। প্রদেশভেদাভ্যুপগমে পরমাণবোঽপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা।

উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে—'হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের ন্যায়' ইতি (*)।

এখানেও [পূর্ব্বসূত্রোক্ত] 'অসমঞ্জস' পদটির অধিকার আসিয়াছে। 'বা' শব্দটি চকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদ্দীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের উৎপত্তিকথার ন্যায় কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসঙ্গত, অপর বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখ [বস্ত্রাবয়ব] তন্তু প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্শ্ব দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের উৎপাদন করিবে। তাহা না হইলে, পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না; সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের আবির্ভাবই হইতে পারে না। আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে; সুতরাং এরূপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদ্দীর্ঘাধিকরণ। ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ। (২) সংশয়—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত। (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে; ব্রহ্মকারণবাদই ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন।

ন চ বাচ্যং—অবয়বাল্পত্ব-মহত্ত্বাভ্যাং হি সর্ষপ-মহীধরয়োর্ব্বৈষম্যম্; পরমাণোরপ্যনন্তাবয়বত্বে অবয়বানন্ত্যসাম্যাৎ সর্ষপ-মহীধরয়োর্ব্বৈষম্যাসিদ্ধে-রবয়বাপকর্ষকাষ্ঠা অবশ্যাভ্যুপগমনীয়া—ইতি। পরমাণূনাং প্রদেশভেদাভাবে সত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সর্ষপ-মহীধরয়ো-রেবাসিদ্ধেঃ। কিং কুর্ম্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্।

যত্তু পরৈর্ব্রহ্মকারণবাদদূষণপরিহারপরমিদং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্; তদসঙ্গতম্, পুনরুক্তঞ্চ; ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্ব্বস্মিন্ পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে। চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অল্পত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সর্ষপ ও পর্ব্বতের (ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বরূপ) বৈষম্য ঘটিয়াছে; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সর্ষপ ও পর্ব্বতের মধ্যে কখনই বিভিন্ন পরিমাণ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না; এইজন্যই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। [কেন না,] পরমাণুর অবয়বভেদ স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কস্মিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না; সুতরাং সর্ষপ ও পর্ব্বতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (*)। যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ অবলম্বন কর।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ব্রহ্ম কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে। কেন না, পূর্ব্বপাদেই ব্রহ্মকারণ-বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

---

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্ব্বিধ—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ। তন্মধ্যে পরমাণুর পরিমাণের নাম অণু, অপর নাম পারিমাণ্ডল্য। যে উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাদান-গত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায়; কিন্তু পরমাণু হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য সে সমুদয় পরিমাণ জন্মায় না; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুজন্য ত্র্যণুক প্রভৃতি পদার্থগুলিও পরমাণুর ন্যায়ই পারিমাণ্ডল্য পরিমাণযুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না। কারণ, কোন পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড় অসঙ্গত কথা; কেন না, অণুপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে যে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—হ্রস্ব; আবার পরমাণু ও দ্ব্যণুক হইতে যে, ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ। এখন কথা হইতেছে যে, উপাদানে যে জাতীয় পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত; তখন হ্রস্ব ও পারিমাণ্ডল্যযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুকাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় কিরূপে? অবশ্যই এই ব্যবহার সামঞ্জস্য হয় না; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্যান্য বিষয়ও এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ; অতএব উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিসম্ভবশ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৪] ইত্যত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২॥২॥১০॥

কিমন্যদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কর্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়], অতঃ (এই কারণে) তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না)।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে; সংযোগো হি আদ্যং কর্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাদ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে; তচ্চ নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্যন্তে।

অত্রেদং চিন্ত্যতে—পরমাণূনাম্ আদ্যকর্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্? উত জীবগতম্? জীবাদৃষ্টস্য পরমাণুষু স্থিত্যসম্ভবাদ্ আদ্যঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্য কথঞ্চিৎ পরমাণুগতত্বে জীবগতত্বে বা উভয়থাপি তস্য নিত্যং বিদ্যমানত্বাৎ পরমাণূনাং কাদাচিৎকং কর্ম্ম ন সংভবতি, ততঃ প্রাগপি কর্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণূনাং সংযোগাভাবঃ, ইত্যতোঽপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ।

কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, সেই যে কর্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায়?—পরমাণুতে থাকে? না জীবে থাকে? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না; জীবে থাকাই সম্ভব হয়। সে যাহাহউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা যখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কর্ম্মারম্ভের কারণ কি? তৎপূর্ব্বেও ত কর্ম্মারম্ভ হইতে পারিত; অতএব কর্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে পারে না ॥২॥২॥১১॥]

খ্যান করা হইতেছে। আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদুৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও "ন বিলক্ষণত্বাৎ", এই সূত্রেই বিবৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; [সুতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে]। অতএব হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত, তদ্রূপ তাহার অভিমত অন্যবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

---

* 'উভয়থাপি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ। 'ক' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নোপলভ্যতে।

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কর্ম্মজনিত-তৎসংযোগপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিষ্যতে; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-মাদ্যং কর্ম্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে; "অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনম্, বায়োস্তির্য্যগ্-গমনম্, অণু-মনসোশ্চাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানি" ইতি।

তদিদং পরমাণুগতং কর্ম্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা; উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতস্যাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ। আত্মগতস্য চাদৃষ্টস্য পরমাণুগতকর্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদণুষু কর্ম্মোৎপত্তিঃ, তদা তস্যাদৃষ্টপ্রবাহস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ। ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্। কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিজ্জন্মান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"উভয়থাপি" ইত্যাদি।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আদ্য বা প্রাথমিক কর্ম্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [যথা] অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার উর্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-জনিত' ইতি।

[এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই যে পরমাণুগত আদ্য কর্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা সম্পাদিত? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা? উভয় প্রকারেই (আদ্য কর্ম্মের) সম্ভব হয় না; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না; আর সম্ভব হইলেও সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সর্ব্বদাই পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, কখনই [প্রলয়াবস্থা ঘটিতে পারে না।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত কর্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়; তাহা হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) যখন নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন নিত্যই সৃষ্টি হইতে পারে? অর্থাৎ সৃষ্টির কাদাচিৎকতা হইতে পারে না। কেন না, পরিপক্কাবস্থাপ্রাপ্ত অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (যাহাদের ফলভোগ ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাৎই পরিপক্ক হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে। অতো বিপাকাপেক্ষত্বান্ন সর্ব্বদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি। নৈতৎ, অনন্তৈরাত্মভিঃ সঙ্কেতপূর্ব্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকর্ম্মজনিতানাম্ অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্যাপ্রামাণিকত্বাৎ। অতএব, যুগপৎ সর্ব্বসংহারো দ্বিপরার্দ্ধকালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে। নচেশ্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুষু কর্ম্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ। অতো জগদুৎপত্তেরণুগতকর্ম্মপূর্ব্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়াভ্যুপগমাৎ (সমবায়নামক সম্বন্ধ-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ (সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের)।]

[সরলার্থঃ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সমবায়নামক-সম্বন্ধবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্; কুতঃ ? অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেষু সমনিয়তানাং জাতিগুণাদীনাং অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় স্বীক্রিয়তে; এবঞ্চেৎ, সমবায়স্যাপি দ্রব্যেষু অপৃথক্স্থিত্যুপলব্ধ্যুপপাদনায় হেত্বন্তরং কল্পনীয়ম্, তস্যাপ্যন্যৎ, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপদ্যতে; অতএব অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে; অর্থাৎ দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমনিয়তভাব প্রতীতির জন্য যেমন সমবায় স্বীকার করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তিত্ব প্রতীতির জন্য অপর একটি সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; তাহার জন্যও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে অনবস্থা দোষ সমানই থাকে; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্য পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ক হইয়া থাকে]। অতএব অদৃষ্টও যখন বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্ব্বদা ক্রিয়োৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই। না—ইহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতকাল কিংবা কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না। আর যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই পরমাণুতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না; কারণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাদাভিমত অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব কণাদ মতে জগদুৎপত্তির অনুকূল নিয়মিত কর্ম্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চাসমঞ্জসম্; কুতঃ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়স্যাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তরাপেক্ষাসাম্যাদুপপাদকান্তরস্যাপি তথেত্যনবস্থিতেরসমঞ্জসমেব।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানাম্ 'ইহপ্রত্যয়'-হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে। অপৃথক্-স্থিত্যুপলব্ধীনাং জাত্যাদীনাং তথাভাবস্য নির্ব্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়োঽভ্যুপগম্যতে, সমবায়স্যাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরন্বেষণীয়ঃ; তস্যাপি তথেত্যনবস্থিতিঃ। সমবায়স্য তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ? অনবস্থাদোষের সাম্যই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরত্ব] উপপাদনার্থ যেমন সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জন্যও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়, আবার সেই কল্পিত হেতুর জন্যও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত পদার্থের যে, 'ইহ প্রত্যয়ে'র (আশ্রিতত্ব জ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। [এখন কথা হইতেছে যে,] যাহাদের পৃথক্‌ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের জন্যই যদি 'সমবায়' সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন তাহারও অপৃথক্‌স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জন্যও সেইরূপ হেত্বন্তর কল্পনার আবশ্যক হয়, এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ায়] 'অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। আর যদি এইরূপই কল্পনা কর যে, অপৃথক্‌সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [লাঘবতঃ অনুভবসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপর্য্য—কণাদমতে 'সমবায়' সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয়। তাহা এই প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম 'সমবায়'। সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক। দ্রব্য দেখিলেই যে, সঙ্গেসঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, এই 'সমবায়'ই তাহার কারণ। এখন কথা হইতেছে যে, পৃথিব্যাদি দ্রব্যে জাতি গুণাদির সম্বন্ধরক্ষার জন্য যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়, সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার বিরাম হইবে না; সুতরাং সমবায় স্বীকার করায়ও কণাদমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে।

পরিকল্প্যতে চেৎ—জাতি-গুণানামেবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন পুনরদৃষ্টচরং সমবায়মভ্যুপগম্য তস্যৈষ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—ইতি ॥২॥২॥১২॥

সমবায়স্য নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চায়ং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে দোষান্তরঞ্চাহ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যং (সর্ব্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সম্ভাব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্য নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সম্ভাব-প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

'সমবায়' সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বদ্ধ জগতেরও নিত্য সম্ভাব হইতে পারে, এই কারণেও কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্য সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্য নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥২॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্ত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্য্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-সূক্ষ্মত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থূলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—[-পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণূনাং] রূপাদিমত্ত্বাৎ রূপরস-গন্ধস্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ অপি বিপর্য্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বানাং অন্যথাভাবঃ—অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ; কুতঃ? দর্শনাৎ—রূপাদিমৎসু ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ। যদ্ যদ্ রূপাদিমৎ, তৎ তৎ অনিত্যং স্থূলং সাবয়বং চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকাতেও সেই সমস্ত পরমাণু অনিত্য, স্থূল ও সাবয়ব হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই দেখা যায় ॥২॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবের অবিষয়ীভূত একটা 'সমবায়' কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ২॥১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান। নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও বলিতেছেন—'যে হেতু নিত্যই তাহার সম্ভাব।'

'সমবায়' একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বদ্ধ জগতেরও নিত্য-সম্ভাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণূনাং পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্ব্বিধানাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবত্ত্বাভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্য্যয়েণ অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-তথাবিধকারণান্তরারব্ধত্বাদিদর্শনাৎ। ন হি দর্শনানুগুণ্যেনাদৃষ্টোঽর্থঃ কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ। দর্শনানুগুণ্যেন হি পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং ত্বয়া কল্প্যতে; অতোঽপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৪॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বং নাভ্যুপগম্যতে; তত্রাহ—

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—উভয়থা—পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাস্বীকারে তদস্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বে অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিষু তৎকার্য্যেষ্বপি রূপাদিশূন্যতাপ্রসঙ্গঃ, ততোঽপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিগুণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্ত্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না; আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিগুণ পরিকল্পনা করিতেছ; সুতরাং এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্য পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা না হয়, সে পক্ষেও বলিতেছেন—'যেহেতু উভয়প্রকারেই দোষ।'

ন কেবলং পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিরহেঽপি কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যাঃ স্যুঃ। তদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া (*) রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বোক্তদোষঃ, ইত্যুভয়থা চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্তং (অত্যন্ত) অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য)।]

[সরলার্থঃ—অস্য কাণাদ-মতস্য কেনচিদপ্যংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অস্মিন্ মতে অত্যন্তং অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অন্যেরও ইহাতে অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্য শ্রুতি-ন্যায়বিরোধপরিত্যক্তস্যাপি সৎকার্য্যবাদাদিনা ক্বচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোঽস্তি, অস্য তু কাণাদপক্ষস্য কেনাপ্যংশেনা-পরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিশ্রেয়সার্থিভিঃ কার্য্যা ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে; পরন্তু, কারণের গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয়; অতএব, উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি কোন কোন অংশে বেদানুযায়ী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে; কিন্তু এই কণাদ-পক্ষটি কোন অংশেও শিষ্টপরিগৃহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে মোক্ষার্থিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

(*) 'তৎপরিজিহীর্ষয়া' ইতি 'খ' পাঠঃ।

সমুদায়াধিকরণম্।] সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদ-
প্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি)।]

[সরলার্থঃ—চতুর্ব্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি। তত্র বৈভাষিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয় স্থূলদ্রব্যাস্তিত্ববাদিনঃ, যোগাচারা নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ। তত্র আদ্যয়োর্বাহ্যপদার্থ-সম্ভাবং স্বীকুর্ব্বতোঃ লোকব্যবহার উপপদ্যতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যতে—

ক্ষণিকৈঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিশ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায় আরভ্যতে, ইতি হি তেষাং মতম্। অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ—তস্য সমুদায়স্য অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ। পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ কার্য্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষণে এব বিনষ্টাশ্চেৎ, কে তর্হি সমুদায়ং আরভেরন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বীর এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণুকারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেঽপি জগদুৎপত্তি-তদ্ব্যবহারাদিকং নোপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। তে চ(*) চতুর্ব্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপান্ ভূতভৌতিকান্ বাহ্যান্, চিত্ত-চৈত্তরূপাং-

---

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্য অতঃপর তাহাদের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহারা (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বাহ্য পদার্থ— ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘটপটাদি), এবং চিত্ত ও চৈত্ত (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত ;

(*) 'খ' পুস্তকে তু 'চ'কারো নাস্তি।

শ্চাভ্যন্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপয়ন্তি ; অন্যে তু বাহ্যার্থান্ সর্ব্বান্ পৃথিব্যাদীন্ বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসৎ (*), বাহ্যার্থাস্তু স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহুঃ। ত্রয়োঽপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু ক্ষণিকমাচক্ষতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিত্তচৈত্তব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমন্যতে ; অন্যেতু সর্ব্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনঃ, তে তাবন্নিরস্যন্তে—

তে চৈবং মন্যন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাশ্চাপ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাস্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাশ্চ বায়বীয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্যন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাদিভ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি। তত্র চ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী গ্রাহকাভি-

---

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন। অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাদি সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়াথাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব স্বীকার করেন না)। অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়াথাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিত্ত, চৈত্ত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অন্য সম্প্রদায় আবার সর্ব্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(†)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম্ম বা স্বভাব। উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়, সেই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত

(*) পরমার্থং সৎ'ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াধিকরণ। ইহা ১৭—২৬ পর্য্যন্ত দশ সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবস্থা। (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগদুৎপত্তিপ্রণালী সঙ্গত হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ক্ষণিক চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। (৪) উত্তর—না, ক্ষণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে বিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু ক্ষণমাত্রস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়সাধ্য কোন [illegible]র উৎপাদনে সমর্থ হয় না, বা হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধসম্মত জগদুৎপত্তিপ্রণালী [illegible] [illegible]দের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

মানারূঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মত্বেনাবতিষ্ঠতে; তত এব সর্ব্বো লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্ত্তত ইতি।

তত্রাভিধীয়তে—"সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ"। যোঽয়-মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্নুভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তি-র্নোপপদ্যতে—জগদাত্মকসমুদায়োৎপত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয়। আর শরীরাভ্যন্তরস্থ যে, জ্ঞাতৃত্বাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মারূপে অবস্থিতি করে. এবং তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (*)।

বৌদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডন]

তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না। অর্থাৎ এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উভয়বিধ কারণোৎপন্ন 'সমুদায়' স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থাৎ [illegible] সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (†)। কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন

(*) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে (১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন; (৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্ব্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থ ই নাই। (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এইজন্য তাহাদিগকে 'সর্ব্বশূন্যত্ববাদী' বলা হয়। উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থ ই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী, তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অবয়ব অতিরিক্ত 'অবয়বী' বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই যথাসম্ভব সম্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয় গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসৎ আবরণাভাব মাত্র। এই অধিকরণে উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি খণ্ডিত হইতেছে।

(†) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে, "উভয়হেতুকে" কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন; আর "তদপ্রাপ্তিঃ" কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও স্কন্ধহেতুক, এই দ্বিবিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি। রামানুজের মতে ঐরূপ অর্থটি কষ্টকল্পনা-সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপর ব্যাখ্যাতা যাদবপ্রকাশ বলিয়াছেন—'সমুদায়' অর্থ—গর্ভস্থ সন্তান; 'উভয়হেতুক' [illegible] অন্নাদি ও তদুপযুক্ত কর্ম্ম, এই উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন। তাহাদের মতে এরূপ অর্থও [illegible]

পরমাণূনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ রাবো ভূতানি চ কদা সংহতৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্যন্তে, কদা চ জ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে ; কো বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি ; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা ন্যতে ; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে ; স্প্রষ্টা হি নষ্টঃ, স্পৃষ্টশ্চ নষ্টঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নষ্টঃ ; কথং চান্যেন স্পৃষ্টমন্যো ন্যতে, কথং চান্যেন বিদিতমর্থমন্য উপাদত্তে ? সন্তানানামেকত্বেঽপি ভূনিভ্যস্তেষাং বস্তুতো বস্ত্বন্তরত্বানভ্যুপগমান্ন তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিক-পদ্যতে ; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং স্তাৎ ॥২॥২॥১৭॥

...—ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও ...্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত ...খনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত (বিজ্ঞাত) হইবে? আর কখনই বা হেয় ও ...না)। অ... ...বহার্য্য হইবে? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে ...ং গ্রহণ করিবে? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাইবা কোন বিষয়কে কখন অনুভব করিবে? আর ...ইবা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ ...য়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট ; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত (...জ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা ...রে অনুভব করিবে কি প্রকারে? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ ...বে? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে (সংঘাতকে) যখন ...ন্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না ; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার ...ন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কেননা, 'অহং' পদার্থই আত্মা, এবং সেই 'অহং' পদার্থই ...প্রকৃত জ্ঞাতা ; ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে। (*) ॥২॥২॥-৭॥

...সংঘাত-রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শনের প্রভাবে গর্ভান্তরের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না। রূপ (...আকৃতি), বেদনা (বিষয়ানুভূতি), বিজ্ঞান (সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম), ...র ; এই পাঁচটির নাম স্কন্ধ ; এই পঞ্চবিধ স্কন্ধের সমষ্টিই আত্মা ; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন ...র্থ নাই।

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার ...কোন একটি কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং অনেক ক্ষণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বৌদ্ধমতে ...ণু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু ...র পরমাণুর সহিত সংযুক্তই বা হইবে কখন? আর তাহারও পরভাবী কার্য্যোৎপাদনই বা করিবে কখন? ...র্য্যোৎপাদনের পূর্ব্বেইত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাদির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২। ২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নং (সঙ্গত হ ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহারা সং সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে)।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি সর্ব্ব এব ভাবাঃ ক্ষণিকাঃ, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরপ্রত্যয় পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমদ্ভাবাদ্ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—ক্ষণিকেষু স্থি বুদ্ধিরূপয়া অবিদ্যয়া রাগদ্বেষাদয়োঃ জায়ন্তে, তৈরপি পুনরবিদ্যা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্ত কার্য্যকারণভাবঃ, ইত্যতঃ ক্ষণিকত্বেঽপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ ; তন্ন ; সংঘা ভাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিদ্যায়া ইত্যর্থঃ।

অয়মাশয়ঃ—যদ্যপি অবিদ্যা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকমপি বস্তু স্থিরমিব গৃহ্ণাতি, তথা তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি ; ততশ্চ ন সংঘাতসদ্‌ভাবোঽপি সিধ্যতি ; বিজ্ঞানাত্মনশ্চ অ নষ্টত্বাৎ কস্য বৈকস্য রাগদ্বেষাদয়ো জায়েরন্ ? ইতি রাগদ্বেষাদিপরম্পরৈব ন সিধ্যতীতি ভা

যদিবল, ক্ষণিকবাদে যদিও সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ; সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যকারণভাব এ তদধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য ; তথাপি, ক্ষণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, তাহা হইতেই রাগদ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগ-দ্বেষাদি হইতেও আবা অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় কার্য্য-কারণভাব এব লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত অবিদ্যা সংঘাত বা স্থূলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না ; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরতার জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিদ্যা হইতে রাগদ্বেষাদি জন্মিবে কাহার ? এবং রাগদ্বেষাদির অভাবে পুনর্ব্বার অবিদ্যারই বা আবির্ভাব হই কিরূপে ? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥১৮॥]

কথা ; তাহাদের মতে ক্ষণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের (স্পর্শ) স্থাপন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই-আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং পূর্ব্বাগ বিষয়কে আর স্মরণ করিবে কে ? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বি হইয়া গিয়াছে। যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে, রা অনুভূত বিষয়কেও শ্যাম স্মরণ করিতে পারে, অথচ এরূপ স্মরণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। যদি বিজ্ঞানাত্মা ক্ষণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার নি থাকিবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সন্ত আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সন্তানী) কি পৃথক্ পদার্থ ? অথবা একই পদার্থ ? যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে স্মর অনুপপত্তি বজায়ই রহিল ; আর যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তাহা হইলেও সন্তান ও সন্তানীর পার্থক্য তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপপত্তি প্রভৃতি দোষ যথার্থই বটে। পক্ষান্তরে, ভাষ্যকারের মতে এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে 'অ পদার্থ—'আমি' বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞে বুদ্ধিবিজ্ঞান স্বরূপ নহে ; সুতরাং এ পক্ষে উক্ত দোষগুলি হইতে পারে না।

রবিদ্যাদীনামিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ; চ্যতে ভবতি—যদ্যপি ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ, তথাঽপ্যবিদ্যয়ৈতৎ সর্ব্বমুপপদ্যতে। অবিদ্যা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিষু স্থিরত্বাদিগোচরা; সংস্কারাখ্যা রাগদ্বেষাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিত্তাভিজ্বলনরূপং বিজ্ঞানম্, নামাখ্যাশ্চিত্তচৈত্তাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়তনমিন্দ্রিয়ষট্কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*) রপ্যবিদ্যাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিদ্যাদিকাঽন্যোন্যমূলা চক্রবৃত্তিঃ। এতচ্চ সর্ব্বং পৃথিব্যাদিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপপদ্যতে; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি।

যদি বল, অবিদ্যাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সদ্ভাবাদি না উপপন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, থাপি অবিদ্যা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে। কেননা, অবিদ্যা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদিবিশিষ্ট পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি; সেই অবিদ্যা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্নহয়, তাহা হইতে চিত্তের স্ফুরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত চৈত্ত ধর্ম্মসমুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন' নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ করে; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিদ্যাদি উৎপন্ন হয়; এই প্রকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক এই অবিদ্যাদি-চক্রভ্রমি চলিতেছে। পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত কিছুই উপপন্ন হয় না; সুতরাং তজ্জন্যই সংঘাতসদ্ভাবাদিও স্বীকার করিতে হয়। (*)

(*) বেদনাদয়শ্চ পুনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অঙ্গীকৃত হইয়াছে (১) অবিদ্যা—ক্ষণিক কার্য্য (জন্য) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-সুখকরত্ব জ্ঞান। (২) সংস্কার—চিত্তজন্য রাগ, দ্বেষ ও মোহ। (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানস্ফূর্ত্তি, ইহারই অপর নাম 'আলয় বিজ্ঞান।' (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ভূত; ইহারাই নামবশতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয়। (৫) রূপ—শ্বেত কৃষ্ণাদি শুক্র-শোণিত। (৬) এই ছয়টি পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন। (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজাত দেহ। (৮) বেদনা—সুখদুঃখাদির অনুভব। (৯) তৃষ্ণা—বেদনাজনিত পুনর্ব্বার বিষয়ভোগেচ্ছা। (১০) উপাদান—তৃষ্ণাবশতঃ বিষয়প্রবৃত্তি। (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি। (১২) জাতি—জন্ম, রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চস্কন্ধ'-সংঘাত। (১৩) জরা—উক্ত স্কন্ধের পরিণতি অবস্থা। (১৪) মরণ—মৃত্যু। (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। (১৬) পরিদেবনা—শোকজন্য বিলাপ। (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা। (১৮) দৌর্ম্মনস্য—অনিষ্ট সম্ভাবনায় মনোব্যথা। এতদতিরিক্ত উপবাস-ও মানাপমান প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

তত্রোত্তরম্—"ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ" ইতি। নৈতত্প
এষামবিদ্যাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনি
ন খলু অস্থিরাদিষু স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিদ্যা, তন্নিমিত্তা রাগদ্বে
অর্থান্তরস্য ক্ষণিকস্য সংহতি-হেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে। শুক্তিকা-র
বুদ্ধির্হি ন শুক্ত্যাদ্যর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি। কিঞ্চ, যস্য ক্ষণিকে স্থির
স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কস্য রাগাদয় উৎপদ্যন্তে? সংস্কারাশ্রয়ং স্থি
দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুবৃত্তিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুম্॥২

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসত্তাবাদি উপপন্ন হয় না; কারণ, উহা (অবিদ্যা) সং
(সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে। যেহেতু পৃথিব্যাদিরূপ ভূত-ভৌতিক সংঘাতভা
উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না
স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা ও তজ্জন্য রাগদ্বেষাদি দোষ সমূহ ক
ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, শুক্তিপ্রভৃ
রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না। আরও
ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরা
উৎপন্ন হইবে কাহার? আর যাহারা স্থিরতর কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কা
বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অনুবৃ
জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না। [
স্থিরতর আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অনুবৃত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না।] ॥২।২।১

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে 'স্পর্শ' পর্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাষ্যকারই উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছি
অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও 'বেদনাদয়ঃ' এই 'আদি' শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। উপরে আমরা অবিদ্যা
শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্মত; সুতরাং ভাষ্যার্থের সহি
কোন অংশে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও ঘটিয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, উক্ত অবিদ্যাদি কারণ হইতে বেদনাদি
উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিদ্যাদির উৎপত্তি হয়; এবং অবিদ্যাদি হইতেই জন্ম ও জ
জন্ম জরাদি হইতেও আবার অবিদ্যা হয়, এবং ইহার জন্য স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই
হইতেও আবার অবিদ্যার উৎপত্তি হয়, এইরূপ চক্রভ্রমির ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণভাব কল্পনা ক
সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন। এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এরূপ কল্পনায়ও কা
স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিদ্যাদি পদার্থগুলি পরস্পর কা
ভাবাপন্ন হইলে দুরুত্তর ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ উহারা পরস্পরের প্রতি হেতু হই
সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই তৃতীয়তঃ অবিদ্যা ও রাগাদিসংস্কার
থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি যখন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহারা বহুক্ষণব্যাপী কার্য্য
করিবে? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতটি যুক্তিসহ নহে।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্ত্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (ও) পূর্ব্বনিরোধাৎ (যেহেতু ক্ষণের অভাব হয়)।]

সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্য কার্য্যভূত-ঘটক্ষণস্য উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব্ব-রোধাৎ পূর্ব্বস্য কারণভূতক্ষণস্য নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্য চ হেতুত্বে বিশেষাভাবাৎ । সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; ততশ্চ সমুদায়াসিদ্ধিরিতি ভাবঃ।
পরভাবী ঘটাদি কার্য্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া ; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্য সমুৎপন্ন হইতে পারে। এই রণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১৯॥]

ইতশ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জগদুৎপত্তির্নোপপদ্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং র্ব্বক্ষণস্য বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণং প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্য হেতুত্বে সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেত। অথ পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিত্বমেব হেতুত্ব-মিত্যুচ্যতে ? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তদুত্তরকালভাবিনাং সর্ব্বেষামেব গো-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষাণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ। অথৈক-জাতীয়স্যৈব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো হেতুত্বমিষ্যতে, তথাপি সর্ব্বদেশবর্ত্তিনা-মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ। অথৈকস্যৈব হেতুরেক ইতি মনুষে ; তথাপি কস্যৈকস্য কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও ক্ষণিকবাদীর পক্ষে জগদুৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য্য-ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তাহা কখনই পরবর্ত্তী কার্য্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর সেই পূর্ব্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই) হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণে সর্ব্ব কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ তাহা কখনও হয় না]। আর যদি বল, পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর কার্য্যক্ষণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্ব্বক্ষণই তদুত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষাণাদি জাগতিক সর্ব্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না)। আর যদি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একই ঘট উত্তরক্ষণভাবী সর্ব্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে পারে ? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে]। যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্য্যের প্রতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্য্যটির

জ্ঞায়তে। অথ যস্মিন্ দেশে ঘটক্ষণঃ স্থিতঃ, তদ্দেশসম্বন্ধিন এবোত্ত ঘটক্ষণস্য স হেতুরিতি; কিং দেশস্য স্থিরত্বং মনুষে? কিঞ্চ, চক্ষুরা সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেঽনবস্থিতত্বাৎ ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞা বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২॥২॥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্য-মন্যথা (*) ॥২॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞোপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যৌগপ (এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ)।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্য্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—অধিপতি-কার্য্যালম্বন-সমনন্তরপ্রত্যয়া বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরুধ্যতে অন্যথা—যদ্যেতদ্দোষপরিহারার্থং পূর্ব্বক্ষণসমকালমেব উত্তরক্ষণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, ত যৌগপদ্যং ক্ষণদ্বয়স্য যুগপদুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ; ততশ্চ ক্ষণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ।

আর যদি কারণের অসদ্ভাবেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্ব্বিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হই পড়ে; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্য্যোৎপত্তিসময়েও পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব স্বীকার ক তাহা হইলেও ক্ষণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এব তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২॥২॥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্য্যমুৎপদ্যতে চেৎ, সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদোৎপদ্যেতে

হেতু, তাহা ত জানা যায় না। আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটক্ষণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থি উত্তরক্ষণেরই হেতু হয়; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলি মনে করিতেছ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না] আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকা তাহা বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই [illegible] হইতে পারে না ॥২॥২॥১৯॥

হেতুর অসদ্ভাবেও যদি কার্য্যোৎপত্তি স্বী[illegible]রণ হইতে কার্য্যো[illegible] সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে, [এ[illegible] বিনাশও যে, উপপন্ন হয় না, এখন [illegible] কেবল যে

(*) 'ক' পুস্তকেতু 'বা' শব্দোঽধিকো বর্ত্ততে।

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যা-নিরোধা-প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিনাশের অ অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না)।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র প্রহারাদ্যনন্তরভাবী প্রত্যক্ষার্হঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্হঃ সূক্ষ্মো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তয়োরপ্রাপ্তিঃ কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মবতো দ্রব্যস্য বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সর্ব্ব প্রদীপনির্ব্বাণবৎ নিরন্বয়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তস্যাসম্ভবাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানি তন্মধ্যে মুদ্গরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অনু যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর যাহা স্থূলদৃষ্টিতে দে না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্ত্তে প্রতিক্ষণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাদৃ বিনাশকে বলে 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই 'নিরন্বয়ধ্বংস' অভিহিত হয়। এখন সূত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন তদুপাদা মৃত্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও স হইতেছে না ; [সুতরাং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তির্নিরস্তা ; সতো নিরন্বয়-বিনাশোঽপি নো পদ্যত ইত্যুচ্যতে,—ক্ষণিকত্ববাদিভির্মুদ্গরাভিঘাতাদ্যনন্তরভাবিতয়া উ লব্ধিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিক্ষণভা চোপলব্ধ্যনর্হঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরন্বয়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরো

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসৎ কা... হইতে পারে না, প্রভৃতি প্রত্যাখ্যাত হইয়া [ক্ষণিকবাদে] সৎপদার্থের নিরন্বয় বি... হইতে কাহো... যে উপপন্ন হয় না ... এক সময়ে সকল ... তাহাই কথি হইতেছে—ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, মুদ্গরপ্রহারাদির পরক্ষণে সদৃশপরিণামপ্রবাহে পরিসমাপ্তিরূপ যে, উপলব্ধিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরন্বয়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণা প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিক্ষণভাবী উপলব্ধির অযোগ্য নিরন্বয় সূক্ষ্ম বিনাশ, এই উভয়প্রকা

নামভিধীয়তে; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিচ্ছেদাৎ—নিরন্বয়বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ। অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামাবস্থান্তরাপত্তিরেব; অবস্থাযোগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যোপপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।১৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্।

নির্ব্বাণস্য দীপস্য নিরন্বয়বিনাশদর্শনাদন্যত্রাপি বিনাশো নিরন্বয়োঽনু-

---

যথাক্রমে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*); স্থূলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর সূক্ষ্ম বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না। কারণ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই; অর্থাৎ যেহেতু পদার্থের নিরন্বয় বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিনাশ হয় না। অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রেই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে); সেই অবস্থাবান্ কিন্তু স্থিরতর একই বটে; এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার সময়ে প্রতিপাদন করিয়াছি।

যদি বল, নির্ব্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্বয় বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অন্যত্রও নিরন্বয় বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ নিবিয়া গেলে যেমন তাহার কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্বয় বিনাশ হয়, তেমনি ঘটাদির বিনাশকেও নিরন্বয় বিনাশ

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, তন্মধ্যে প্রতি-সংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবয়ববিশ্লেষণপূর্ব্বক বিনাশ; যেমন মুদ্গরপ্রহারের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃশ্য হয় বলিয়া স্থূল বিনাশ। আর অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বক্ষণে যাহার যেরূপ অবস্থা ছিল, পরক্ষণে আর সেরূপ নাই বা থাকে না; যতক্ষণ বস্তুটি ভিন্নপ্রকার ধারণ না করে, ততক্ষণ সেই পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণাম এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদর্শী লোকেরা বুঝিতে পারে না। দধিভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত দুগ্ধের যে, পরিণাম, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। প্রত্যক্ষ না করিলেও উক্ত পরিণামের ফলেই লোকে বস্তুর নূতনত্ব ও পুরাণত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে। সাংখ্যকারেরা একথাটি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন—"পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।"—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণামই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম; সুতরাং ইহারা পরিণত না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না। অতএব, ত্রিগুণাত্মক এই জগৎ প্রতিক্ষণে পরিণামশীল।

ভাষ্যকার শঙ্করস্বামী ইহার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তুবিনাশের নাম 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', আর অবুদ্ধিপূর্ব্বক-বস্তুবিনাশের নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। বিদ্যমান এই বস্তুটিকে অবিদ্যমান করিব, এই প্রকার বুদ্ধির নাম প্রতিসংখ্যা, তৎপূর্ব্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ; বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যে, ঘটাদি পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রথমোক্ত নিরোধের উদাহরণ। ঘটাদি পদার্থের যে স্বাভাবিক বিনাশাভিমুখীভাব, যাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'।

মীয়ত ইতি চেৎ, ন; ঘটশরাবাদৌ মৃদাদি-দ্রব্যানুবৃত্ত্যুপলব্ধ্যা সতো দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতে সতি (*) প্রদীপাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলম্ভোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থান্তরাপত্তিকল্পনস্যৈব যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২১॥

উভয়থা চ (†) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ক্ষণিকত্ববাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ কার্য্যস্য তুচ্ছতাপত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তদনুপপত্তিমাহ—"উভয়থা চ দোষাৎ" ইতি। তদুভয়প্রকারাভ্যুপগমেঽপি দোষাৎ—তুচ্ছাদুৎপন্নস্য তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাদুৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ।

ক্ষণিকত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও তুচ্ছ কারণোৎপন্ন কার্য্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক; সুতরাং তাহার আবার [বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

ক্ষণিকত্ববাদিভিরভ্যুপেতা (‡) তুচ্ছাদুৎপত্তিরুৎপন্নস্য তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবতীত্যুক্তম্; তদুভয়প্রকারাভ্যুপগতৌ দোষশ্চ ভবতি। তুচ্ছাদুৎপত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্যাৎ; যদ্ধি যস্মাদুৎপদ্যতে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি সৎপদার্থে তৎকারণীভূত মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে, সৎপদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে); [বিনাশের পর] প্রদীপাদি পদার্থ বিদ্যমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ; কারণ, সে স্থলেও অবস্থান্তর (সূক্ষ্মাবস্থা) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২১॥

ক্ষণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থটি তুচ্ছ (অবস্তু) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয়। ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [এখন বলা হইতেছে যে;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে। তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থটিও তুচ্ছই হইতে পারে; কেননা, যাহা যেরূপ

(*) নিশ্চীয়তে, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) উভয়থা' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) অভ্যুপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দৃষ্টম্ ; যথা মৃৎসুবর্ণাদেরুৎপন্নং মণিক-মুকুটাদি মৃৎসুবর্ণাদ্যাত্মকং দৃষ্টম্। ন চ জগৎ তুচ্ছাত্মকং (*) ভবদ্ভিরভ্যুপগম্যতে ; ন চ প্রতীয়তে। সতো-নিরন্বয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূর্দ্ধং কৃৎস্নস্য জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্যাৎ ; পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনন্তরোক্তং তুচ্ছাত্মকত্বমেব স্যাৎ। অত উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবদুক্তপ্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধৌ ॥২॥২॥২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়)।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্য অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণ্যাৎ ভবদভিমত-তুচ্ছত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় আকাশেও যখন অবাধিতত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৩॥]

বাহ্যাভ্যন্তরবস্তুনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরো-ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা ; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগতৈঃ পরিগণিতস্যাকাশস্যাপি তুচ্ছতা প্রতিক্ষিপ্যতে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাত্মকই (কারণানুরূপই) দৃষ্ট হয় ; যেমন—মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে মৃত্তিকা ও সুবর্ণাত্মকই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না ; এবং সেরূপ প্রতীতিও হয় না। আর সৎপদার্থের যদি নিরন্বয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত ; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বোক্ত তুচ্ছাত্মকতা দোষই হইতে পারে। অতএব, উভয়প্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্য প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের তুচ্ছত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও যে, তুচ্ছতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) তুচ্ছাত্মকং দৃষ্টম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

আকাশে চ নিরুপাখ্যতা ন যুক্তা, ভাবরূপত্বেনাভ্যুপগত-পৃথিব্যাদিবদাকাশস্যাপি অবাধিত (*) প্রতীতিসিদ্ধত্বাবিশেষাৎ। প্রতীয়তে হি আকাশঃ (†) 'অত্র শ্যেনঃ পততি, অত্র গৃধ্রঃ' ইতি শ্যেনাদিপতনদেশত্বেন ন চ পৃথিব্যাদ্যভাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবঃ, ইতরেতরাভাবঃ, অত্যন্তাভাবো বা আকাশঃ? সর্ব্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্যাৎ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরুপাখ্যতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (‡); কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সে সমুদয়ের ন্যায় আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না কেন? বিশেষতঃ 'এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে,' ইত্যাদিরূপে শ্যেনাদির বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে। একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থের অভাবই আকাশ, (তদতিরিক্ত 'আকাশ' বলিয়া কোন পদার্থ নাই); কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না. [জিজ্ঞাসা করি—] এই আকাশ, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থসমূহের কোন্ অভাব?—প্রাগভাব? ধ্বংস? অত্যন্তাভাব? অথবা অন্যোন্যাভাব? (§) কোন পক্ষেই 'আকাশ' প্রতীতির উপপত্তি হয় না; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

---

(*) অবাধিতত্বপ্রতীতি' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) আকাশে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদীর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অবস্তু তুচ্ছ অভাবাত্মক তন্মধ্যে নিরোধদ্বয়ের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; এখন আকাশ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইতেছে—তাহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ না থাকা, সেই আবরণাভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, আকাশকে আবরণাভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আশ্রয়রূপে প্রতীতি বশতঃ ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি 'এই আকাশ, ইহাতে বহু পাখী বিচরণ করিতেছে,' এইরূপে আকাশও যখন বিচরণস্থান, এবং একটি ভাব পদার্থরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীত হয় না; তখন পৃথিব্যাদির ন্যায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ। বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণাভাবই হইত, তাহা হইলে আকাশে একটিমাত্র পাখী বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভাবাত্মক আকাশ বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পাখী উড়িবার স্থান পাইতে পারে না; কারণ, তখন আবরণাভাবরূপী আকাশ ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

(§) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ অভাবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে অভাব, তাহা প্রাগভাব; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা ভেদ, তাহার নাম ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব; ইহাকে 'ভেদ' বলিয়াও ব্যবহার করা হয়। ইহার উদাহরণ—'ইহা ঘট,—পট নহে' ইত্যাদি।

গভাব-প্রধ্বাংসাভাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্ত্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-যোগাৎ নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ। ইতরেতরাভাবস্যাকাশত্বেঽপীতরেতরা-ভাবস্য তত্তদ্বস্তুগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীতির্ন স্যাৎ। অত্যন্তা-ভাবস্তু পৃথিব্যাদীনাং ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিদ্যমানপদার্থাবস্থা-বিশেষত্বোপপাদনাচ্চ আকাশস্যাভাবরূপত্বেঽপি ন নিরুপাখ্যত্বম্। ণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চাকাশস্য ত্রিবৃৎকরণোপদেশ-প্রদর্শিত-পঞ্চীকরণেন রূপবত্ত্বা-চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ ॥২॥২॥২৩॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতেঃ 'তদেবেদম্' ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং ন গচ্ছতে। প্রত্যভিজ্ঞানং নাম অতীত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ্যেকবস্তুবিষয়কমেককর্ত্তৃকং একমেব প্রত্যক্ষজ্ঞানম্; তচ্চ জ্ঞাতুঃ জ্ঞেয়স্য চ ক্ষণিকত্বে নোপপদ্যতে; পরন্তু, পূর্ব্বকালানুভবজনিত-সংস্কারসহকৃতেন্দ্রিয়সম্প্রয়োগসম্পন্নস্যৈব পুরুষস্য সম্যক্ উপপদ্যতে, ন তু ক্ষণিকস্য; অতোঽপি ন ভঃ ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তঃ।

'ইহা সেই বস্তু' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের ক্ষণিকত্ব সংগত হয় না। অতীত ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম 'প্রত্যভিজ্ঞা'; সুতরাং পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক না থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

অথবা ধ্বংস স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুসমূহ বিদ্যমান থাকিতে কস্মিন্‌কালেও আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে। আর, আকাশ ইতরেতরাভাবস্বরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল স্থানে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না। আর পৃথিব্যাদি সর্ব্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও বলা যাইতে পারে না।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিদ্যমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবস্বরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে পারে না। 'ত্রিবৃৎকরণ'-শ্রুতিপ্রদর্শিত 'পঞ্চীকরণ' পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আকাশে রূপাদিবিরূপ থাকাও প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ হইতেছে না। (*) ॥২॥২॥২৩॥

(*) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎ' ও 'পঞ্চীকরণ' তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজঃ, অপ্‌, পৃথিবী, এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে

পূর্ব্বপ্রস্তুতং (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে; অনুস্মরণং—পূর্ব্বানু-ভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। 'তদেবেদম্' ইতি সর্ব্বং বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। ন চ ভবদ্ভির্জ্বালাদিষ্বিব সাদৃশ্যনিবন্ধনোঽয়মেকত্বব্যামোহ ইতি বক্তুং শক্যম্; ব্যামুহ্যতো জ্ঞাতু-রেকস্যানভ্যুপগমাৎ। নহ্যন্যানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্বানুভূতস্যান্যো-ঽনুসংধত্তে; অতো ভিন্নকালবস্ত্বাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহং বদদ্ভির্জ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। ন চ জ্ঞেয়েষ্বপি ঘটাদিষু জ্বালাদিষ্বিব ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভামহে; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম।

যদপি চেদমুচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বং সিধ্যতি; প্রত্যক্ষং তাবদ্ বর্ত্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্ত্তমানাদ্‌বস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়ম-

---

পূর্ব্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন করা হইতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্ব্বানুভূত-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্ব্বানুভূত সমস্ত বস্তুই 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র; কেননা, এবংবিধ মোহগ্রস্ত কোন একজন জ্ঞাতার অস্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না; অথচ, অপরে কখনই অন্যের অনুভূত বিষয়ের সহিত স্বানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না; অতএব যাহারা বিভিন্নকালবর্ত্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে উভয়কালবর্ত্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেরূপ ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ দেখিতেছি না, যাহার দরুণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি।

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্ত্তমানবিষয়েরই গ্রাহক,

---

বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক এক এক অর্দ্ধাংশের সহিত অপরভূতের অপর অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ সংযোজিত করিয়া স্থূলভূতের সৃষ্টি করা হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে; সুতরাং ছান্দোগ্যোক্ত ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে; এবং তদনুসারে এই 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' অর্থও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই স্থূলাকাশটি কেবলই শুদ্ধ আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে; সুতরাং তাহাতে তৈজস রূপ থাকাও নিশ্চিত; রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অসঙ্গত নহে; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "চাক্ষুষত্বেঽপ্যবিরোধঃ"।

(*) 'পূর্ব্বং প্রস্তুতম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ন্নয়তি, নীলমিব পীতাৎ। এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যদ্ভ্যাং বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্ব-মবগতং ভবতি। অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সত্ত্বাচ্চ ঘটাদি ক্ষণিকম্ (*), যদ্ অক্ষণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসচ্চ। তথা অন্ত্য-ঘটক্ষণসত্ত্বাৎ পূর্ব্বঘটক্ষণসত্ত্বানি বিনাশীনি, ঘটক্ষণসত্ত্বাৎ, অন্ত্যঘটক্ষণসত্ত্বব-দিতি; তচ্চ কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্যাদিভিঃ পূর্ব্বমেব নিরস্তম্। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষগম্যা বর্ত্তমানস্য অবর্ত্তমানাদ্ ব্যাবৃত্তির্ন বর্ত্তমানস্য বস্ত্বন্তরত্বমবগময়তি, অপিতু বর্ত্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্; ন চ তাবতা বস্ত্বন্তরত্বং সিধ্যতি, তস্যৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ।

'নীল' বিশেষণ যেমন 'পীত' গুণ হইতে আপনার বিশেষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতি-গম্য করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্ত্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ হইতেছে। আর [ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্য যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সৎরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, অতএব ক্ষণিক; যাহা ক্ষণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকারী হয় না, এবং অসৎও বটে। সেইরূপ—পরবর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণের অস্তিত্ব বিনাশশীল, যেহেতু উহা ঘটক্ষণের অস্তিত্ব। দৃষ্টান্ত—যেমন অন্তিম ঘটক্ষণের অস্তিত্ব (†); তাহাও কার্য্য-কারণভাবের অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও এক কথা, বর্ত্তমান বস্তুর যে, অবর্ত্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃত্তি বা ভেদ, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না; পরন্তু সেই বস্তুটিরই বর্ত্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্‌বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, সেই বর্ত্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না।

(*) ঘটাদিঃ ক্ষণিকঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ লোকের প্রয়োজননিষ্পাদক হয়, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই ক্ষণিক, পক্ষান্তরে যাহা ক্ষণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসাধকও হয় না, এবং 'সৎ' প্রতীতিরও বিষয় হয় না; উদাহরণ—শশবিষাণাদি। শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক; সুতরাং উহা যে, কোনপ্রকার কার্য্যনিষ্পাদক হয় না, এবং 'সৎ' বলিয়াও প্রতীত হয় না; উহার অক্ষণিকত্বই ইহার কারণ; ক্ষণিক হইলে কখনই ওরূপ হইতে পারিত না। এই নিয়মানুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ দেখাইতেছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটটি যে ক্ষণকে (সূক্ষ্ম সময়কে) আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের ফলে পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; ঘট-ক্ষণ সত্ত্বের ইহাই স্বভাব। এইজন্য তাহারা পরবর্ত্তী ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব অপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণ-সত্ত্বের বিনাশিত্ব সাধন করিয়াছেন এবং অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেন না, অন্তিম ঘট-ক্ষণের সত্ত্ব বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না।

যত্তু সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চেতি ক্ষণিকত্বে হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিমত-বিপরীত-সাধনত্বাদ্বিরুদ্ধম্। সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাদ্বা ঘটাদি স্থাস্নু, যদ্ অস্থাস্নু, তদসদ্ অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তুং শক্যম্। কিঞ্চ, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ। ক্ষণধ্বংসিনো হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্। তথা অন্ত্য-ঘটক্ষণস্য হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেঽপি ঘটক্ষণা হেত্বপেক্ষবিনাশাঃ স্যুঃ, ইতি আ মুদ্গরাদিহেতূপনিপাতাৎ স্থাস্নুত্বমেব। ন চ বাচ্যম্, ন মুদ্গরাদয়ো বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসন্তানোৎপত্তিহেতব ইতি; কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইত্যুপপাদিতত্বাৎ। কপালোৎপত্তি-ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেঽপি বিনাশস্য, বিনাশহেতুত্বমেব মুদ্গরাদেরানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধই হইতেছে; [সুতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*)। পক্ষান্তরে, এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্থাস্নু অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর); যেহেতু উহারা সৎ ও অর্থক্রিয়াকারী, যাহা স্থির নহে, তাহা সৎ বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে; শশবিষাণ প্রভৃতি অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই সাধন করিয়া থাকে; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না; সুতরাং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না; ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই প্রকার, অন্তিম ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরাপর ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই কারণাধীন হইতে পারে; সুতরাং যতক্ষণ বিনাশসাধন মুদ্গরাঘাত না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি পদার্থ স্থিরই বটে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদ্গরাদি পদার্থগুলি বিনাশের হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অবয়বীভূত কপালাদির বিসদৃশ সন্তানের বা রূপান্তরভাবের উৎপাদক-মাত্র; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও মুদ্গর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদ্গরাদিরই

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষণিকবাদী সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের সাহায্যে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাহায্যেই বস্তুর অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সৎরূপে প্রতীয়মান, তৎসমুদয়ই স্থির (অক্ষণিক); শশ-বিষাণাদিই ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত; সুতরাং ক্ষণিকবাদের অনুকূলে প্রযুক্ত হেতুদ্বয় প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ হেতু মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

এবং তাবদ্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োর্ব্বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দূষণান্যুক্তানি; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ন কস্যচিদর্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেঽনবস্থানমর্থস্য জ্ঞানাবিষয়ত্বহেতুঃ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্। ন চৈতাবতা চক্ষুরাদের্জ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাদ্যাকারেণানুমীয়তে। ন চ পূর্ব্ব-পূর্ব্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসন্ততৌ পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতোঽর্থকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি।

বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ এখন সে কথার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন। [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিদ্যমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিষয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বই জ্ঞান-বিষয়ত্ব। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে। কারণ, যাহা নিজের আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*)। নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্ত্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ।

(*) তাৎপর্য্য—জ্ঞানোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাই যদি 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন সেই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও 'জ্ঞানবিষয়' (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? তদুত্তরে তাঁহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া যাহা জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই যথার্থ 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্য। ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য 'জ্ঞানবিষয়' হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন মাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরাদিরূপে আকারিত করে না; সুতরাং 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্যও হয় না।

অত্রোচ্যতে—'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ' ইতি। যোঽয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার উপলভ্যতে, স বিনষ্টস্যাসতোঽর্থস্যাকারো ভবিতুং নার্হতি; কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ধর্ম্মস্যার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্। প্রতিবিম্বাদিকমপি স্থিরস্যৈব ভবতি; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রস্য। অতোঽর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থস্য জ্ঞানকালেঽবস্থানাদেব সংভবতি॥২॥২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দূষণমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং (এইরূপ হইলে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি)।]

[সরলার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ নিশ্চেষ্টানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ।

অসৎ অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥]

এবং ক্ষণিকত্বাসদুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাদ্যভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদ্যুক্তানা-নামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ। ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টনিবৃত্তির্ব্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, অসতের কার্য্যজনন-সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসৎপদার্থের আকার হইতে পারে না; কারণ? ঐরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে পর তাহার ধর্ম্মকে অন্যত্র সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না। আর প্রতিবিম্বাদিরূপ আকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না); তাহাতেও আবার কেবলই ধর্ম্মমাত্রের কখনও হয় না; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই তদগত নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না। অতএব, দৃশ্যপদার্থের বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সদ্ভাবই তাহার একমাত্র কারণ, (অভাব কারণ নহে) ॥২॥২॥২৫॥

পুনশ্চ উভয়পক্ষে যাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"উদাসীনানামপি" ইত্যাদি।

উক্তপ্রকারে ক্ষণিকত্ব, অসদুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধ্যতে; ক্ষণধ্বংসে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং পূর্ব্বপূর্ব্বং বস্তু তদ্‌গতো বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোঽবিদ্যাদির্ব্বা উত্তরত্র ন কশ্চিদনুবর্ত্তত ইতি প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি। এবং সত্যহেতুসাধ্যত্বাৎ সর্ব্ব-সিদ্ধীনামুদাসীনানামপ্যৈহিকামুষ্মিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধ্যেৎ ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয়ং সমুদায়াধিকরণম্ ॥৩॥]

উপলব্ধ্যধিকরণম্।] **নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসদ্ভাব) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুমুপক্রমতে "নাভাব উপলব্ধেঃ" ইত্যাদিনা। বহিরুপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন; কুতঃ? উপলব্ধেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যন্তে। যদি হি উপলভ্যমানানামপি অসদ্ভাবঃ স্যাৎ, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসত্ত্বং দুর্নিবারং স্যাদিতি ভাবঃ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দূষণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অনুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভূত হইতেছে। যদি অনুভবগোচরীভূত পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিতে হয় ॥২॥২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত পদার্থই যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিদ্যাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অনুবৃত্ত বা সংক্রামিত হইতে পারে না; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন কার্য্যই সম্ভব হয় না। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিমাত্রই যখন অহেতুসাধ্য অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পাদ্য, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াধিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনো যোগাচারাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি; তন্নোপপদ্যতে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব আকারাণাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ। তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবশাদেবোপপদ্যতে; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদ্ ঘটাকারং জ্ঞানং কপালাকারজ্ঞানস্যোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্যোৎপাদকং তৎপূর্ব্বঘটজ্ঞানম্; তস্য চ তথাবিধস্যোৎপাদকং ততঃ পূর্ব্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ এব বাসনেত্যুচ্যতে। কথং বহিষ্ঠসর্ষপ-মহীধরাদেরাকার আন্তরস্য জ্ঞানস্যেত্যুচ্যতে? ইত্থম্—অর্থস্যাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্; অন্যথা স্ব-পরবেদ্যয়োরনতিশয়প্রসঙ্গাৎ। প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন, (*)—[তাহারা বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যনিবন্ধন জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বাহ্য পদার্থের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞানীয় আকার বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময়; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য হইতেই উপপন্ন হইতে পারে। বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম কপাল।] আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার পূর্ব্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই 'বাসনা' নামে কথিত হয়। ভাল, বিজ্ঞান হইতেছে আন্তর পদার্থ, তাহার আবার বহির্দ্দেশস্থ সর্ষপ ও পর্ব্বতাদি-আকার হয় কিরূপে? এইরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহারাস্পদ হইয়া থাকে; তাহা না হইলে, নিজের ও অপরের ব্যবহার্য্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না; অথচ প্রকাশমান জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কেন না,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'উপলব্ধ্যধিকরণ।' ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ। (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদয় সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুসারে বাহিরে নানাবিধ পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় মাত্র; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য। (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে; আন্তর বিজ্ঞানের ন্যায় বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য; অনুভূয়মান ঘটাদি বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে অনুভূয়মান বিজ্ঞানও অসত্য—মিথ্যা হইতে পারে। (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও সত্তা বা সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সাকারত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্, নিরাকারস্য প্রকাশাযোগাৎ। একশ্চায়মাকার উপলভ্যমানো জ্ঞানস্যৈব, তস্য চ বহির্বদবভাসোঽপি ভ্রমকৃতঃ; জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলম্ভ-নিয়মাচ্চ জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোঽর্থঃ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপয়দ্ভিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানস্য তত্তদর্থা-সাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপদ্যতে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানেঽর্থসরূপং রূপমাস্থেয়ম্; তাবতৈব সর্ব্বব্যবহারোপপত্তেঃ তদ্ব্যতিরিক্তার্থকল্পনা নিষ্প্রমাণিকা। অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, ন বাহ্যার্থোঽস্তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"নাভাব উপলব্ধেঃ" ইতি।

আকারবিহীন পদার্থ কখনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না। [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] যে, সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ের নহে); সেই আকারকেই যে, বহির্দ্দেশগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ। বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্ব্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কখনো জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে না (*)।

আরও এক কথা, যাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও ঘটপটাদিজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ, নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ, তদতিরিক্ত বহির্দ্দেশে কোন পদার্থ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—'অভাব নহে; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে।'

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচার সম্প্রদায় বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই যখন প্রকাশময় জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সদ্ভাব; জ্ঞানাভাবে বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের যেরূপ আকার প্রতীত হয়, অনন্তর জ্ঞানেরও ঠিক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয়; এই কারণেই 'ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এক একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে। এই যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 'ঘটাকার' 'পটাকার', বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভ্রম বশতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। এইজন্যই তাহারা বলেন—"সহোপলম্ভ-নিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতি অব্যভিচরিত নিয়ম থাকায় জ্ঞেয় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই অভিন্ন এক পদার্থ; ভিন্ন হইলে ঘট পটের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত। অপিচ, "অভেদেঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ। গ্রাহ্য-গ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে।" অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তদর্শী লোকদিগের নিকট গ্রাহ্য (জ্ঞেয়), গ্রহণ ও সংবিত্তি (জ্ঞান) রূপে ভিন্নের মতই প্রতীত হয় মাত্র।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যার্থস্যাভাবো বক্তুং ন শক্যতে ; কুতঃ ? উপলব্ধেঃ— জ্ঞাতুরাত্মনোঽর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলব্ধেঃ। এবমেহি সর্ব্বে লৌকিকাঃ প্রতিয়ন্তি—'ঘটমহং জানামি' ইতি ; এবংরূপেণ সকর্মকেণ সকর্তৃকেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন সর্ব্বলোকসাক্ষিকমপরোক্ষম্ অবভাসমানেনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সর্ব্বলোকোপহাসোপকরণং ভবন্তীতি বেদবাদচ্ছদ্ম-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্।

যত্তু "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ" ইতি, তৎ স্ববচনবিরুদ্ধম্, সাহিত্যস্যার্থভেদহেতুকত্বাৎ। তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপস্য জ্ঞানস্য তেন সহোপলম্ভনিয়মস্তস্মাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হাস্যম্। নির-

---

জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না ; কারণ? যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে যে,'আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)', সর্ব্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশমান উক্তপ্রকার সকর্ম্মক ও সকর্তৃক 'জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা সাধন করতঃ [পুনশ্চ বাহ্য পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে ; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে বিস্তৃতভাবে উপপাদন করিয়াছি।

আর যে, 'একসঙ্গে উপলব্ধির নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়', বলা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, পদার্থগত ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে কখনই সহোপলম্ভ বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না। সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র উপলব্ধির নিয়ম এবং সেই সহোপলম্ভকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবস্থার হেতুরূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর (*)। বিশেষতঃ যাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপর্য্য—যোগাচারসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায় ; তৎসমুদয়ই আন্তর-বিজ্ঞানের বিলাস মাত্র—মিথ্যা। লোকের বুদ্ধিতে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা বা সংস্কার নিহিত আছে, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই জ্ঞানের প্রভেদ জন্মায়, বাহ্য পদার্থ নহে। এ পক্ষে যুক্তি এই যে, নীলাদি বিষয় ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই একসঙ্গে প্রতীতির বিষয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া, বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি তোমাদের আপন কথায়ই বিরুদ্ধ হইতেছে ; কেন না, তোমাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্ত্তমানস্থিরাকারবিরহাদ্ বাসনা চ দুরুপপাদা। বিনষ্টেন পূর্ব্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্যতে? অতো জ্ঞান-বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্য তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্ । সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ। জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্য প্রদীপগুণভূতস্যেব জ্ঞানস্যাপ্যাত্মগুণ-ভূতস্য দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ ; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্; তত্রাহ—

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ (বৈলক্ষণ্যহেতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়) ।]

[সরলার্থঃ—বৈধর্ম্ম্যাৎ চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্ব্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। বৈধর্ম্ম্যঞ্চ জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কখনই স্বাপ্নজ্ঞানাদির ন্যায় নিরালম্বন বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, এরূপ নিরন্বয়ভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অনুগত স্থিরতর কোনও আকার বা স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে; পূর্ব্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া—তখনও অনুৎপন্ন পরবর্ত্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে? অতএব বুঝিতে হইবে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ। প্রদীপের গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্ব্বিষয়ত্ব বলিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—"বৈধর্ম্ম্যাচ্চ" ইত্যাদি।

কোনও বস্তু নাই; সুতরাং যাহা নিজে অসৎ অবস্তু, তাহা দ্বারা বাসনার বৈচিত্র্য ঘটিবে কিরূপে? এবং সেই বাসনা দ্বারাই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে? তাহার পর সহোপলম্ভের কথা; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু যখন সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পদার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলম্ভই বা হয় কি প্রকারে? কারণ বিদ্যমান দুইটি সত্য পদার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলম্ভ) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও সহোপলম্ভ হইতে পারে না। অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলম্ভাদি কথা যৌক্তিবিরুদ্ধই বটে।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুম্। স্বপ্নজ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজন্যানি, বাধিতানি চ; জাগরিত-জ্ঞানানি তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্। সর্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে ভবদ্ভিঃ সাধ্যোঽপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্যাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ; তস্যার্থবত্ত্বে জ্ঞানত্বস্যানৈকান্ত্যাৎ সুতরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সদ্ভাব—অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয় না)।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেঽপি] অর্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সদ্ভাবো নাস্তি; কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ—নির্ব্বিষয়স্য জ্ঞানস্য ক্বাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সদ্ভাব নাই; কারণ? যেহেতু নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান কোথাও দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্যার্থশূন্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সংভবতি; কুতঃ? ক্বচিদপ্যনুপলব্ধেঃ। ন হ্যকর্ত্তৃকস্যাকর্ম্মকস্য বা জ্ঞানস্য ক্বচিদুপলব্ধিঃ। স্বপ্নজ্ঞানাদিষ্বপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থং উপলব্ধ্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্ব্বিষয় বলা যাইতে পারে না; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসময়ে মিথ্যা বলিয়াও অবধারিত হয়; কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; সুতরাং উভয়ের সাম্য নাই। বিশেষতঃ সমস্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্ব্বিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অনুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয়ক হইয়া পড়ে। আর যদি ঐরূপ অনুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত [অর্থশূন্যত্বপক্ষে তোমার কল্পিত] 'জ্ঞানত্ব' হেতুটিও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থশূন্যতারই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধরহিত শুধু জ্ঞানেরই সদ্ভাব সম্ভবপর হয় না; কারণ? যেহেতু কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না; কেন না, কর্ত্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্ব্বিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥ [চতুর্থ 'উপলব্ধি-অধিকরণ' ॥৪॥]

(*) অস্মিন্নেব চতুর্থেঽধিকরণে এতৎসূত্রানন্তরং "ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২।২।৩০।" ইত্যধিকমেকং সূত্রং পূজ্যপাদৈঃ শঙ্করাদিভিঃ পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতঞ্চ। যুক্তিযুক্তমপি সূত্রমিদং কিমিতি রামানুজস্বামিনা পরিত্যক্তম্, তন্নাব-

সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্।] সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিনিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনো মতং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—সর্ব্বথেত্যাদি। সর্ব্বথা—'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্, 'অসৎ' ইতি প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্ধীনাম্ অন্যোন্য-বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদপি সর্ব্বশূন্যত্ববাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। 'যৎ সৎ, তৎ শূন্যাবশেষম্, দীপশিখাবৎ', ইতি হি সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনোঽনুমানম্। সদসতোর্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ সত এবাসত্বসাধনং দুর্ঘটমিতি ভাবঃ॥

এখন সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সর্ব্বশূন্যতা সংরূপেই হউক, আর অসংরূপেই হউক, কোন প্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, সংপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অবস্তু, তাহারও কখনই শূন্যত্ব সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩০॥]

অত্র সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—শূন্যবাদ এব হি সুগত-মতকাষ্ঠা; শিষ্যবুদ্ধি-যোগ্যতানুগুণ্যেনার্থাভ্যুপগমাদিনা ক্ষণিকত্বাদয় উক্তাঃ। বিজ্ঞানং বাহ্যার্থাশ্চ সর্ব্বে ন সন্তি; শূন্যমেব তত্ত্বম্; অভাবা-পত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধস্যাভিপ্রায়ঃ; তদেব হি যুক্তম্; শূন্যস্যা-হেতুসাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ। সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ; তচ্চ সৎ ভাবাদ-ভাবাচ্চ নোৎপদ্যতে; ভাবাৎ তাবৎ ন কস্যচিদুৎপত্তির্দৃষ্টা; ন হি ঘটাদি-রনুপমৃদিতে পিণ্ডাদিকে জায়তে। নাপ্যভাবাদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, নষ্টে

সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন। [তাহারা বলেন –] এই সর্ব্বশূন্যত্ববাদই বুদ্ধদেবের অভিমত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষসিদ্ধান্ত; কেবল শিষ্য-গণের বুদ্ধিগত যোগ্যতানুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থ ই বল, কিছুই সত্য নহে; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ। অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার কারণাপেক্ষিত না হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত। পদার্থ সং হইলে, কোন কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও, সেই সংপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি দেখা যায় না; কেন না, মৃৎপিণ্ড মর্দ্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে হ্যভাবাদুৎপদ্যমানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ। তথা স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বোৎপত্তাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ। পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্য উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। জন্মাভাবাদেব বিনাশস্যাপ্যভাবঃ; অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাত্রম্। ন চ নিরধিষ্ঠান-ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমাধিষ্ঠানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্; দোষ-দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাদ্যপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তিবদধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"সর্ব্বথানুপ-পত্তেশ্চ" ইতি।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই হইতে পারে)। এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে 'আত্মাশ্রয়'দোষ ঘটিতে পারে; বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে]। আর অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্ব্বপদার্থ হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নতার) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ এরূপ হইলে কার্য্য-কারণভাবের নিয়মই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে]; সুতরাং উৎপত্তি সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই তত্ত্ব (সত্য পদার্থ)। অতএব জন্ম, বিনাশ, সৎ ও অসৎ প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র, বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে। আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া নিরধিষ্ঠান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয় ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা সত্ত্বেও যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও ভ্রম সম্ভবপর হয়; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"সর্ব্বথা" ইত্যাদি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—সর্ব্বশূন্যত্ব। (২) সংশয়—সর্ব্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সৎ বা অসৎ পদার্থ হইতে উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব। (৪) উত্তর—না, শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষমাত্র; বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশূন্যবাদই অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা স্বীকার করায়ই সর্ব্বশূন্যত্ববাদ পণ্ড হইল। (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে; তদতিরিক্ত সৎ ও অসৎ, দুই প্রকার পদার্থই সত্য।

সর্ব্বথানুপপত্তেঃ সর্ব্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি। কিং ভবান্ সর্ব্বং সদিতি বা প্রতিজানীতে ? অসদিতি বা ? অন্যথা বা ? সর্ব্বথা তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাভাবশব্দয়োস্তৎ-প্রতীত্যোশ্চ বিদ্যমানস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাবিশেষগোচরত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ। অতঃ 'সর্ব্বং শূন্যম্' ইতি প্রতিজানতা 'সর্ব্বং সৎ' ইতি প্রতিজানতেব সর্ব্বস্য বিদ্যমানস্যাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিমতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি। কিঞ্চ, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপলভ্য শূন্যত্বং সিষাধয়িষতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্ ; তস্যাসত্যত্বে সর্ব্বং সত্যং স্যাদিতি সর্ব্বথা সর্ব্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।] নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি আর্হতমতং খণ্ডয়িতুমুপক্রমতে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি। একস্মিন্ বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধস্বভাবানাং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভেদানাম্ অসম্ভবাৎ আর্হতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন আর্হত (জৈন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপ ভেদাভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২॥২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না। [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিয়া, কিংবা অসৎ বলিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে সর্ব্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতিতেও বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব, 'সমস্তই শূন্য' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় তোমার পক্ষেও 'সমস্তই সৎ,' এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ন্যায়ই বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে ; সুতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্যত্ব) সিদ্ধ হইতেছে না। অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে যাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্যত্ব পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

নিরস্তাঃ সৌগতাঃ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্যতে।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্; তচ্চ ষড়্-দ্রব্যাত্মকম্। তানি চ দ্রব্যাণি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্গল-কালাকাশাখ্যানি। তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ। ধর্ম্মো নাম গতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্ব্যাপী; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতুভূতো ব্যাপী; পুদ্গলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্। তচ্চ দ্বিবিধম্—পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভুবনাদিকম্। কালস্তু অভূদস্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ। আকাশোঽপ্যেকোঽনন্তপ্রদেশশ্চ; তেষু চাণুব্যতিরিক্তানি (*) দ্রব্যাণি পঞ্চাস্তিকায়া ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তি-

---

সুগতমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ পরাজিত হইল; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে (†)। তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই জগৎ নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই। উক্ত জগৎও ছয়টি দ্রব্যাত্মক; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত। ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদি-গামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্ব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম; পুদ্গল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য। সেই পুদ্গল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও স্বর্গাদি লোক। কাল-অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য। আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ। উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য 'অস্তিকায়' শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়,

---

(*) অণুব্যতিরিক্তদ্রব্যাণি' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ'। ইহা ৩১শ হইতে ৩৪শ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ। (১) বিষয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত। (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত কি-না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অজীব, এতদুভয়াত্মক পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপে অনিয়তরূপ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা যাইতে পারে। (৪) উত্তর—না, একই পদার্থের যে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিভেদে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, 'ইহা এই প্রকারই বটে,' এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং তদ্বিষয়ে একই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না; সুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

কায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি। অনেকদেশবর্ত্তিনি দ্রব্যে 'অস্তিকায়'শব্দঃ প্রযুজ্যতে।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্ব্বন্তি—জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-নির্জ্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি। মোক্ষসংগ্রহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ; স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ। তত্র জীবস্তু জ্ঞান-দর্শন-সুখ-বীর্য্যগুণঃ; অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্; আস্রবঃ তদ্ভোগোপকরণভূতমিন্দ্রিয়াদিকম্। বন্ধশ্চাষ্টবিধঃ—ঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ম্, অঘাতিকর্ম্মচতুষ্টয়ং চেতি। তত্রাদ্যং জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীর্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্; অপরং শরীরসংস্থান—তদভিমান—তৎস্থিতি—তৎপ্রযুক্তসুখদুঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্। নির্জ্জরং—মোক্ষসাধনং অর্হদুপদেশাবগতং তপঃ। সংবরঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়-

---

পুদ্গলাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় (•) [illegible]। সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্ত্তী দ্রব্যে 'অস্তিকায়' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন; [তাহা এই প্রকার—] জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, নির্জ্জর, সংবর ও মোক্ষ। এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও সংগৃহীত হইয়াছে; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদয় উপায়। তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও বীর্য্যগুণসম্পন্ন; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ। আস্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইন্দ্রিয়াদি। বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্ব্বিধ ঘাতী কর্ম্ম, আর চতুর্ব্বিধ অঘাতী কর্ম্ম। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম 'ঘাতী কর্ম্ম', আর যাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার শরীর, শরীরাভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'অঘাতী কর্ম্ম'। নির্জ্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ হইতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির অনুকূল তপস্যা। সংবর অর্থ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি। মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(•) তাৎপর্য্য—বুদ্ধদেবের একটি নাম জিন; তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া 'অর্হৎ' পদবাচ্য; এই জন্য তাঁহার মতাবলম্বীরা 'আর্হত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারা বলেন, জীব ও অজীব, এই দুই প্রকার পদার্থ লইয়াই জগৎ; তন্মধ্যে বদ্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধভেদে জীব তিন প্রকার; এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি 'অজীব' পদবাচ্য। উক্ত পুদ্গলগণও আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভুবন। পরমাণু ব্যতীত উক্ত পদার্থগুলি 'অস্তিকায়' সংজ্ঞায়ও অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুঞ্জভাব ত্যাগ করে, তাহার নাম পুদ্গল; আর যাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম 'অস্তিকায়'। প্রত্যেক পদার্থই সর্ব্বদা সৎও বটে, অসৎও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইত্যাদিরূপে পদার্থের অনেকরূপত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। অপরাংশ পরে বলা হইবে।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ। মোক্ষস্তু—নিবৃত্তরাগাদিক্লেশস্য স্বাভাবিকাত্ম-স্বরূপাবির্ভাবঃ। পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাদীনামিব ন চতুর্ব্বিধাঃ, অপিত্বেকস্বভাবাঃ। পৃথিব্যাদিভেদস্তু পরিণামকৃতঃ।

সর্ব্বং চ বস্তুজাতং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির-নৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যম্, স্যাদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যং চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং চেতি সর্ব্বত্র 'সপ্তভঙ্গী'নয়াবতারাৎ। সর্ব্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক-

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব। পরমাণু অর্থ—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ। বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিমত পরমাণুর ন্যায় উহারা চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার; কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ উহারা একই প্রকার ((*))।

পুনশ্চ তাহারা মনে করেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে)। কেন না, (১) সম্ভবতঃ আছে; (২) সম্ভবতঃ নাই; (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, সম্ভবতঃ নাইও বটে; (৪) সম্ভবতঃ অবক্তব্যও (অনির্ব্বাচ্যও) বটে; (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে; (৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে; আবার (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে এবং অবক্তব্যও বটে; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অবতারণা করা যাইতে পারে (†)। সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পৃথক্ পদার্থ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ গন্ধ, জলীয় পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের পরমাণু নাই; আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব। বৌদ্ধগণ বলেন, পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে, একবিধ; একই পরমাণু পরিণামের তারতম্যানুসারে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।

(†) তাৎপর্য্য—'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়টি আর্হত গণের নিজস্ব সম্পত্তি; অন্যত্র কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অভিপ্রায় এই যে, জগতে যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে আমি সৎ, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ও বক্তব্য (স্বরূপনির্দ্দেশের যোগ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্যরূপে অসৎ, অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্ব্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ—যেমন একটি ঘট; ঘটটি মৃত্তিকা বা পরমাণুরূপে সৎই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির—একরূপ থাকে না, অধিকন্তু তৎকারণীভূত মৃত্তিকা অপেক্ষাও অল্পক্ষণস্থায়ী, তখন উহা অসৎও বটে। এইপ্রকার উহা কারণীভূত পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে; এবং আপাতদৃষ্টিতে কম্বু-গ্রীবাদিবিশিষ্টরূপে ঘটটি নির্ব্বাচন-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বৈকত্বনিত্যত্বাদ্যুপপাদয়ন্তি; পর্য্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্। পর্য্যায়াশ্চ দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষাঃ, তেষাং চ ভাবাভাবরূপত্বাৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদিকং সর্ব্বমুপপন্নমিতি। অত্রাভিধীয়তে—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি (*)।

নৈতদুপপদ্যতে; কুতঃ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুনি অস্তিত্বনাস্তিত্বাদের্ব্বিরুদ্ধস্য চ্ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্য তত্তদ্বিশেষণভূত-পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থাবিশেষস্য চ পৃথক্পদার্থত্বাৎ নৈকস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতীতি। তথাহি—একেনাস্তিত্বাদিনাবস্থাবিশেষেণ বিশিষ্টস্য তদানীমেব ন

সত্ত্ব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, আর পর্য্যায়রূপে, অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন। পর্য্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাব স্বরূপ; এই কারণে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয়। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—"নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

না—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপর হয় না, [অতএব, উক্ত আর্হত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না]।

এই কথাই উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ্য, আর পর্য্যায় বা সংজ্ঞাশব্দ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাবিশেষ হইতেছে তাহার বিশেষণ; এই বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। দেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্ববিশিষ্ট—সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বক্তব্য) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী? ইত্যাদি-প্রকারে নিশ্চয়ই অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য। তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে যখন সমস্ত পদার্থের অভিব্যক্তি, তখন আলোচ্য ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও উপাদানিক সত্তানুসারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও বটে; এই কয়টি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে; জাগতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয়; সুতরাং 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়ের অধিকার ভুক্ত।

(*) 'ক' পুস্তকেতু "নৈতদুপপদ্যতে" ইত্যস্যানন্তরং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইতি লিখিতমস্তি; তন্ন সমীচীনমিব প্রতিভাতি।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি। উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-বিশেষাস্পদত্বং চ দ্রব্যস্যানিত্যত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং সমবৈতি? বিরোধিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং বা তস্মিন্ সমবৈতি? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্যুগপদেকস্মিন্নসম্ভবঃ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" [ব্রহ্মসূ° ১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ।

কালস্য পদার্থ-বিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো ন বক্তব্যাঃ, ন চ পরিহর্ত্তব্যাঃ। কালোঽস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্ত্তৄণাং জাত্যাদ্যস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ। জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়ৈব প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কথং পুনরেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকমিতি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে? সর্ব্ব-

---

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব; সেই এক বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বদ্ধ হইতে পারে? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদুভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তদ্রূপ]। ইতঃপূর্ব্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রেই এই বিষয়টি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পদার্থের বিশেষণরূপেই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথক্‌ভাবে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্ত্তব্যও নহে। জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের (মনুষ্যত্বাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাব ব্যতীত ব্যবহার হয় না,) 'কাল আছে, কাল নাই' এই ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ। জাত্যাদি ধর্ম্মের প্রতীতি যে, দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (*)।

[সত্ত্বাসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া যদি একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে [illegible]ব হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব ও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে জাতি বলা হইয়া থাকে, ঘট পটাদি দ্রব্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কখনও জাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই (ঘটের ধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটের ধর্ম্ম—পটত্ব ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ; কালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রতীতিও (সত্ত্ব অসত্ত্ব ব্যবহারও) তদ্রূপ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ; তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না। তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অসত্ত্ব ব্যবহার) হয়, তাহা কেবল তদ্বিশেষ্যভূত দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন; কাজেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্য পুরুষোত্তম-স্যেত্যুক্তম্। শরীর-শরীরিণোস্তদ্ধর্ম্মাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। কিঞ্চ, জীবাদীনাং ষণ্ণাং দ্রব্যাণাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রব্যৈকত্বেন পর্য্যায়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুরুপপাদাঃ।

অথোচ্যতে—ষড়েতানি দ্রব্যাণি স্বকীয়ৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স্বেন স্বেন চাত্মনা তথা ভবন্তীতি। এবমপি সর্ব্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ; অন্যোন্যতাদাত্ম্যাভাবাৎ। অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্। ঈশ্বরানধিষ্ঠিত-পরমাণু-কারণবাদে পূর্ব্বোক্ত-দোষাস্তথৈবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকার্ৎস্ন্যম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হয়]।]

[সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরাৎ অণীয়সি পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতঃ অকার্ৎস্ন্যং অপূর্ণতা প্রসজ্যেত। নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্মা অণীয়সি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেন অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে যাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তমের (ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম্ম সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহাও কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষণ্য আর কোন অংশেই বা অবৈলক্ষণ্য, ইহাও পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যান্তর্গত না হওয়ায় তাহাদের যে, [তোমার অভিমত] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পর্য্যায়রূপে (অবস্থাভেদানুসারে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সহজ হইতেছে না।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পর্য্যায় এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ (ভিন্নাভিন্নস্বরূপ) হইয়া থাকে; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই অঙ্গীকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত তাদাত্ম্য বা অভেদ বিদ্যমান নাই; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না। অতএব, উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে। আর ঈশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণ-বাদের উপরে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল, অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরত্ত কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩১॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাৎর্স্ন্যম্ প্রসজ্যেত। জীবোঽসংখ্যাতপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ। তত্র হস্ত্যাদি-শরীরেঽবস্থিতস্যাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতোঽল্পদেশব্যাপিত্বেনাকাৎর্স্ন্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাসধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্যা বিরোধঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যায়াৎ (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব) বিকারাদিভ্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যায়াৎ—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষযোগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তাকাৎর্স্ন্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ ন সম্ভবতি; কুতঃ? বিকারাদিভ্যঃ আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থা-স্বীকারে হি ঘটাদেরিব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। ‘আদি’পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্ব-স্থূলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের পরিহার হয় না; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যাঽপি বিরোধঃ পরিহর্তুং শক্যতে; বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তের্ঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৩॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা, তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের সমান; অর্থাৎ দেহ যত বড়, আত্মাও তত বড়; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে। এখন হস্তিশরীরে বর্ত্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্প-স্থানে প্রবিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকাৎর্স্ন্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাস, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তর-প্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাসিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে যাইবার সময় সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে; সুতরাং অকাৎর্স্ন্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—“ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যাদি।

সঙ্কোচ বিকাসরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

(*) প্রসজ্যতে' ইতি 'ষ' পাঠঃ।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ (অন্ত্যের—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ায়) অবিশেষঃ (বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থায়-পরিমাণস্য অবস্থিতেঃ একরূপেণ স্থিতের্হেতোঃ উভয়োঃ আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণস্য চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্ব্বমপি তৎপরিমাণস্য অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরিমাণাৎ অবৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন তৎপূর্ব্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থা-বিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবস্য যদন্ত্যং পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তস্য পশ্চাৎ দেহান্তরপরিগ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থস্য তৎপরিমাণস্য চোভয়োর্নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্ব্বমপি তস্মাদবিশেষঃ স্যাৎ। অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্যাদিত্যসঙ্গতমেবেদমার্হতমতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠং একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পশুপত্যধিকরণম্।]

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যুঃ (পতির—পশুপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্যাৎ (যেহেতু সামঞ্জস্যের অভাব)।]

[ইদানীং পাশুপতমতং নিরস্যতে—পূর্ব্বসূত্রাৎ নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং ন সঙ্গতম্; কুতঃ ? অসামঞ্জস্যাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্যাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

পশুপতির মতও আদরণীয় নহে; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করায় তাঁহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, মোক্ষকালীন অন্তিম পরিমাণ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ায় [বুঝিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির; সুতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্ত্তনশীল); অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই দেহসমান হইতে পারে না; সুতরাং আর্হতদিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-সুগতার্হতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহ্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়-সার্থিভিরনাদরণীয়ত্বমুক্তম্; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদ-সামঞ্জস্যাচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে। তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ* কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি। সর্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি। নিমিত্তোপা-দানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণঞ্চ পশুপতিমাচক্ষতে; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি মুদ্রিকাষট্কধারণাদিকম্। যথাহুঃ কাপালাঃ—

"মুদ্রিকাষট্ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ।
ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্ব্বাণমৃচ্ছতি।
কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ।
ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্কং প্রচক্ষতে।
আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥" [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্। তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্নান-তৎ-

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, সুগত (বৌদ্ধ) ও আর্হত (জৈন) দিগের মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত; এইজন্য মোক্ষার্থিব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে। তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল, (২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব। ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন। আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ছয়প্রকার মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাপালগণ যাহা বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—'ষড়্‌বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ পুরুষ আপনাকে ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রাষট্ক বলে। উক্ত ষড়্‌বিধ মুদ্রা দ্বারা যাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্ব্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে না' ইত্যাদি। সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা

---

* 'কাপিলিকাঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† 'কর্ণিকা' ইতি 'গ' পাঠঃ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুম্ভস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকামুষ্মিক-সকলফলসাধনমভিদধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে।
কপালং ভস্মনা স্নানম্"—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু। তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিঞ্চাহুঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ।
কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ॥" [শৈবাগমঃ] ইতি।

তত্রেদমুচ্যতে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" ইত্যতো' 'ন' ইত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং নাদরণীয়ম্; কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ। অসামঞ্জস্যং চ অন্যোন্যব্যাঘাতাদ্ বেদবিরোধাচ্চ। মুদ্রিকাষট্কধারণ-ভগাসনস্থাত্মধ্যান-সুরাকুম্ভস্থাপন-তৎস্থদেবতার্চ্চন--গূঢ়াচার—শ্মশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্ব্বাভিধানান্যন্যোন্যবিরুদ্ধানি। বেদবিরুদ্ধঞ্চেদং তত্ত্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ। বেদাঃ খলু পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মদ্যকুম্ভস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন। 'হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান' ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে প্রসিদ্ধ আছে। আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্যজাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা —'মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ) অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয়।' এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্র হইতে 'ন' শব্দটি এখানে আসিয়াছে। পতির—পশুপতির মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়); কারণ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই। অসামঞ্জস্যের কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ। ষড়্বিধ মুদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুম্ভ স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চ্চন, গুপ্তাচার, শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ এবংবিধ যে, তত্ত্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে। কেননা, বেদসমূহ পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নারায়ণই

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥" [তৈত্তি০ নারা০ ১৪] "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [ছান্দো০ ৬।২।৩] "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যাদয়ঃ। পরব্রহ্মভূত-পরমপুরুষবেদনমেব চ মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে॥"
"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে"॥
[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাদিনা একতাং গতাঃ সর্ব্বে বেদান্তাঃ; তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতং কর্ম্ম চ বেদবিহিতবর্ণাশ্রমসম্বন্ধিযজ্ঞাদিকমেব বদন্তি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদয়ঃ।

কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপর-নারায়ণানুবাকসিদ্ধতত্ত্বপরাঃ কেষুচিদুপাসনাদিবিধিপরেষু বাক্যেষু শ্রুতাঃ প্রজাপতিশিবেন্দ্রাকাশপ্রাণাদিশব্দা ইতি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১৩১] ইত্যত্র

পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব,' 'তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এই মহান্ পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি।' 'লোকে সেই এই পুরুষকে জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্মুক্ত) হন। [তাঁহাকে পাইবার] আর অন্য পথ নাই।' ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। আর বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুগত যজ্ঞপ্রভৃতিকেই মোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করিবেন।' 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায় প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত) তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য্য, এ কথা "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" এই সূত্রেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্। তথা "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যারভ্য "স একাকী ন রমেত" [মহো০ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতং স্রষ্টারং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ*।" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতো বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বোপাসনানুষ্ঠানাভিধানাৎ পশুপতিমতমনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—পাশুপতৈর্হি অনুমানমাত্রগম্যস্যেশ্বরস্য কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্তকারণত্বমাত্রমুচ্যতে। তথা সতি অশরীরস্য প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, সশরীরস্য চ সাবয়বত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অনুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ। তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাহ্যানামনুমানাৎ হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা; তথা সতি দৃষ্টানু-

---

হইয়াছে। এইরূপ, '[সৃষ্টির পূর্ব্বে] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না', এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ 'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপই ছিল,' ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবদ্ধ নাই,) সেই সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করায় পাশুপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাশুপতগণ যদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরকেও কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠান

---

* 'খ' পুস্তকেতু "আসীৎ" শব্দো নাস্তি।

সারেণ কুলালাদিবদধিষ্ঠানং কর্ত্তব্যম্; ন চ কুলালাদের্ম্মৃদাদ্যধিষ্ঠানবৎ পশুপতের্নিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যতে, অশরীরত্বাৎ; সশরীরাণামেব হি কুলালাদীনামধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগন্তব্যম্; তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেঽনিত্যত্বে চ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [১।১।৩] ইত্যত্র দোষস্যোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির ন্যায়) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিভ্যঃ (কর্ম্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোঽপি করণানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়াণি অধিতিষ্ঠতি, ঈশ্বরোঽপি তথৈব প্রধানম্ অধিতিষ্ঠেৎ, ইতি চেদুচ্যেত, তৎ ন বক্তব্যম্; কুতঃ? ভোগাদিভ্যঃ—কর্ম্মাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্ববৎ ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদিপ্রসক্তেঃ, ন চেশ্বরস্যাপি ভোগোঽভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ।

যদি বল, দেহস্বামী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি সম্ভাবিত হইতে পারে; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তুর্জীবস্য করণ-কলেবরাদ্যধিষ্ঠানমশরীরস্যৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ মহেশ্বরস্যাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যত ইতি চেৎ; ন, ভোগাদিভ্যঃ,

---

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে। অথচ কুম্ভকার প্রভৃতিরা যেরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কখনই উপপন্ন হয় না; কারণ, তিনি অশরীরী—[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত। জগতে সশরীর কুম্ভকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎপাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয়; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না; কেন না, তাঁহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রেই অভিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে যেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয়।

পুণ্যাপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যাপাপ-রূপাদৃষ্টবত্তয়া তৎফলভোগাদি সর্ব্বং প্রসজ্যেত; অতো নাধিষ্ঠান-সম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমভাব) অসর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরস্যাপি পুণ্যাপুণ্যবত্ত্বে সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাস্পদত্বম্, অসর্ব্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যাপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও সৃষ্টি-সংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যাদিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবত্ত্বে জীববদন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাদ্যাস্পদত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা চ স্যাৎ, ইত্যনাদরণীয়মেবেদং মতম্। "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ [পূর্ব্বমী° ১।১।৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধ-স্যানাদরণীয়ত্বে সিদ্ধেঽপি পশুপতিমতস্য বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থং "পত্যুর-সামঞ্জস্যাৎ" ইতি পুনরারম্ভঃ। যদ্যপি পাশুপত-শৈবয়োর্বেদাবিরোধিন ইব কেচন ধর্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

---

জীবের যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য ও পাপারূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করায় তদনুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[সূত্রস্থ] 'বা' শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত। পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব—সৃষ্টি, সংহার এবং অসর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদরণীয় বা উপেক্ষার যোগ্য। ['শ্রুতির সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদরণীয় নহে'] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের অনাদরণীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থই "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" এই অধিকরণ পুনর্ব্বার আরব্ধ হইয়াছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে পাশুপত ও শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই যেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি বেদবিরুদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপর তত্ত্বের বিপর্য্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্ত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্ব্বমসমঞ্জসমেবেতি ‘অসামঞ্জস্যাৎ’ ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্।] উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না)।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাত্বতদর্শনসম্মতং সিদ্ধান্তং পরিষ্কর্ত্তুমুপক্রমতে “উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ” ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ। এষা হি তেষাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাসুদেব এবৈকঃ পরমকারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্মাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কারো জায়তে ইতি।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্; কুতঃ? উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্য জীবস্য উৎপত্তেঃ শ্রুতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; কারণ, তাহাদের অভিমত জীবোৎপত্তি সম্ভবপর হয় না; কেন না, শ্রুতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতন্ত্রসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধিনি পঞ্চরাত্রতন্ত্রেঽপ্যপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে। তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—“পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে” [পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া।

যখন ঐ সমস্ত ধর্ম্মের মূল; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত; এইজন্য “অসামঞ্জস্যাৎ” হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥　সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিহিত মোক্ষসাধন-বোধক পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে

পূর্ব্বপক্ষ]

প্রদ্যুম্ননামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী†।

---

* তাৎপর্য্য—এই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণটি উনচল্লিশ হইতে বিয়াল্লিশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিমত চতুর্ব্যূহবাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি প্রামাণ্যানুসারে এই মতটি অসঙ্গতই বটে। (৪) উত্তর—না এই মতটি অসঙ্গত নহে; কারণ, শ্রুতিতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির ও স্বেচ্ছানুসারে অবতারের কথা উল্লিখিত আছে; (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে।

† তাৎপর্য্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে ‘সাত্বতদর্শন’ও বলা হয়; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় বহুভাগে বিভক্ত।

অত্র জীবস্যোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে; শ্রুতয়ো হি জীবস্যানাদিত্বং বদন্তি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদ্যাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কর্ত্তুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়]।]

[সরলার্থঃ—'সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনো জায়তে' ইতি যদুক্তম্, অত্রোচ্যতে—কর্ত্তুঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ জীবাৎ করণং প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্তুং ন সম্ভবতি; "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্ত্যবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকর্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোরূপী) প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

"সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে" ইতি কর্ত্তুঃ জীবাৎ করণস্য মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোঽপ্যুৎপত্তিশ্রুতেঃ। অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদস্যাপি তন্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যত ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে; কারণ, 'বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্—জীব) জন্মে না, মরেও না' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাত্মার অনাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাঞ্চরাত্র মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥০॥৩৯॥

'সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়' এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন মনের উৎপত্তি নির্দ্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তিবোধক 'ইহাঁ হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করায় এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সম্মত মতটি এইরূপ—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ; এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব হইতেছেন জগৎকারণীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণসংজ্ঞক জীব সংকর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রদ্যুম্ন হইতেও আবার চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হন। ভক্তবৎসল বাসুদেবই স্বেচ্ছানুসারে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ত্রিবিধ দেহ ও নাম গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সঙ্কর্ষণাদিরাও তাঁহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

[সিদ্ধান্তঃ —].

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ)।]

[সরলার্থঃ—'বা'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তৌ। বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি—পরমকারণঞ্চেতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিতে সতি "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বেচ্ছাবতারস্যৈবাত্র অভিধানাৎ তদপ্রতিষেধঃ—তস্য প্রামাণ্যস্য অপ্রতিষেধঃ প্রমাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জীবাদিশব্দাশ্চ শরীরবিশেষধারিণাং বাচকা ইতি ভাবঃ।

সংকর্ষণ প্রভৃতিরাও জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং 'তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাদুর্ভূত হন', ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্বেচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ায় পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম—বিজ্ঞানাদি। সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরস্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ামজানতামিদং চোদ্যম্—যজ্জীবোৎপত্তির্বিরুদ্ধাভিহিতা—ইতি। বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিতসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া। যথা পৌষ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"বিজ্ঞানাদিভাবে" ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'বা' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ (আপত্তি) নিবারিত হইতেছে। 'বিজ্ঞানাদি' অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্ব্বকারণীভূত) পরব্রহ্ম। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম-স্বরূপ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। এই কথাই বলা হইতে যে, যাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহে, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা পৌষ্করসংহিতায়—'যাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

সিদ্ধান্ত—]

"কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্যতে ।
ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমস্তু তৎ।"

ইত্যাদি। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাসুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি সাত্ত্বতসংহিতায়ামুক্তম্—

"ব্রাহ্মণানাং হি সদ্ব্রহ্ম-বাসুদেবাখ্যযাজিনাম্।
বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥" ইতি।

তদ্ধি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড়্গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মব্যূহ-বিভবভেদ-ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা অভ্যর্চ্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে। বিভবার্চ্চনাদ্ব্যূহং প্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-ইতি বদন্তি। বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাদুর্ভাবগণঃ, ব্যূহঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ব্ব্যূহঃ। সূক্ষ্মং তু কেবলষাড়্গুণ্যবিগ্রহং বাসু-দেবাখ্যং পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্করে—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা" ইত্যাদি।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র)' ইত্যাদি। সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাত্বতসংহিতায় (এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে। যথা—'বাসুদেবসংজ্ঞক সৎব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের বিবেক-জ্ঞানপ্রদ ইহাই উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র' ইতি।

সম্পূর্ণ ষড়্বিধগুণসম্পন্ন* এবং সূক্ষ্ম ব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন।' তাহারা বলেন—ভগবদ্বিভব অর্চ্চনায় প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি অবতার সমূহ। ব্যূহ অর্থ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্বিধ গুণময়দেহধারী বাসুদেবনামক পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্কর-সংহিতায়—'যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্ব্বক (জ্ঞানসহকৃত) কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লব্ধ হন' ইত্যাদি। অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

---

* তাৎপর্য্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্বিধ গুণই আবার স্থলবিশেষে ষড়্বিধ 'অঙ্গ' নামেও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য।"

(যোগসূত্রে বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৫ সূত্র)

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্যৈবাশ্রিত-বাৎসল্যনিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-সংগ্রহরূপজন্মনোঽভিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্যাপ্রতিষেধ ইতি। তত্র জীব-মনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি তেষামেব জীবাদিশব্দৈরভিধানমবিরুদ্ধম্; যথা আকাশ-প্রাণাদিশব্দৈঃ ব্রহ্মণোঽভিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

"ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ। স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥"

ইতি জীবোৎপত্তের্বিশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ শ্রুত্যবিরোধ ইত্যর্থঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাঁহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও নাই, বিনাশও নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে; যথোক্তং পরম-সংহিতায়াম্—

"অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া।
ত্রিগুণা কর্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতেরূপমুচ্যতে॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ; সেই হেতুই 'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যনিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মনঃ ওঅহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি 'জীব' প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ করা বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরম-সংহিতায় যেপ্রকার উক্ত হইয়াছে—'অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্য ও নিরন্তর বিকারশীল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ।
স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥" ইতি।

এবং সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব। জন্মমরণাদিব্যবহারস্তু লোক-বেদয়োঃ জীবস্য যথোপপদ্যতে, তথা "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। অতো জীবস্যোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধেবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা।

যশ্চৈষ কেষাঞ্চিদুদ্ঘোষঃ "সাঙ্গেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্" [পঞ্চরাত্র°] ইতি। সাঙ্গেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লব্ধেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তন্ত্রমিতি। সোঽপ্যনাঘ্রাত-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবৃংহণন্যায়কলাপানাং শ্রদ্ধামাত্রবিজৃম্ভিতঃ। যথা "প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহ্বতি যেঽগ্নিহোত্রম্"

কথিত হয়। ব্যাপকতাবশতঃ সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত।' এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার যেরূপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রে কথিত হইবে। অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্রামাণ্যাশঙ্কা, তাহা সুদূরপরাহত।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—'শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমন্বিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া 'পঞ্চরাত্র'-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' এই স্থলে বেদ ও বেদাঙ্গে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল,-যাহারা বেদবাক্যের গন্ধমাত্রও আঘ্রাণ করে নাই, এবং বেদানুকূল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল শ্রদ্ধার পরিস্ফুরণ মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। তন্মধ্যে, শিক্ষাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্প শাস্ত্রে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দসাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা যৌগিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দঃশাস্ত্রে ছন্দোবন্ধ এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কর্ম্মোপযোগী কাল নিরূপিত হইয়াছে।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫।৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-ত্যুক্তম্; যথা চ ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে নারদেন "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্" [ছান্দো০ ৭।১।২] ইত্যারভ্য সর্বং বিদ্যাস্থানমভিধায় "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" ইতি ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাসু সর্ব্বাসু বিদ্যাসু আত্মবেদনালাভবচনং বক্ষ্যমাণভূমবিদ্যা-প্রশংসার্থং কৃতম্; অথবা অস্য নারদস্য সাঙ্গেষু বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে, তদলাভনিমিত্তোঽয়ং বাদঃ; এবমেব শাণ্ডিল্যস্যেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্য-বাসুদেবাখ্য-পরব্রহ্ম-তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে। তথা বেদার্থস্য দুর্জ্ঞানতয়া সুখাববোধার্থঃ শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে—

"অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ।"

প্রত্যহ প্রাতঃকালে 'অসত্যভাষণ করেন,' এই শ্রুতিতে যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পরকালীন হোমের প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্ব্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ; এবং ভূমবিদ্যাপ্রক্রমে (ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি 'হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ স্মরণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, এবং পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও [স্মরণ করিতেছি],' এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিদ্যাস্থানের (জ্ঞান-শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া 'হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত আছি', এই স্থলে ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিদ্যাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন যেমন কেবল পরবর্ত্তী ভূম-বিদ্যার প্রশংসার্থ; অথবা, ষড়ঙ্গসমন্বিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে, ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহির্ভূতার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে]; ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তী বেদান্ত-বেদ্য, বাসুদেবনামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে। এইরূপ বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়তা-নিবন্ধন লোকের অনায়াসে বোধ সম্পাদনার্থই যে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও 'পরমসংহিতা' গ্রন্থে উক্ত আছে—'হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত * সবিস্তর বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিশিষ্ট বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু, এ

---

* তাৎপর্য্য—শিক্ষা ও কল্পসূত্র প্রভৃতি ছয়টিকে 'বেদাঙ্গ' বলে, আর ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রকে বেদের 'উপাঙ্গ' কহে।

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ।
শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥" [পঞ্চরাত্রং] ইতি।
"বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ।
ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্ ॥"
[মহাভা০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৩৫।১] ইতি চ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিল-হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-সংকল্পশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য-চাতুরাশ্রম্যব্যবস্থয়াবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থা-ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যোদার্য্যমহোদধিঃ স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিধ্যর্থবাদমন্ত্ররূপান্ স্বেতর-সকলসুর-নরদুরবগাহাংশ্চাবধার্য্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধি পঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব নিরমিমীতেতি নিরবদ্যম্।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইবে।' অপিচ 'বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।' অতএব বুঝিতে হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও সুশীলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেদ্য, সর্ব্ববিধ হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাসুদেব চতুর্ব্বিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থানুসারে অবস্থিত† নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ ফলাদিপ্রতিপাদক, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বভেদে বিভক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্ররূপী বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—সুর ও নরগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহার্থ বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং এই শাস্ত্রটি নির্দ্দোষ।

---

* বেদৈকবেদ্যঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—আর্য্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূদ্র। এতদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে 'অন্তরাল বর্ণ' বলে; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণে অধিকৃত। আশ্রমও চতুর্ব্বিধ—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্যতম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

[শাঙ্কর-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্তু— পরৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কস্যচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্য প্রামাণ্যনিষেধপরং ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরাননুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ। তথাহি— সূত্রকারেণ বেদান্তন্যায়াভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তি০ ৩৩৫।১।৩৩৬। ৩২] জ্ঞানকাণ্ডেঽভিহিতম্—

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ॥"

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আবিধ্য মতি-মন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথামৃতম্।
ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্॥
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

অন্যেরা যে, এই চারিটি সূত্রকেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সূত্রার্থের অনুকূল হয় নাই, অধিকন্তু সূত্রকারের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। দেখ, সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিয়ম-প্রকাশক সূত্রসমূহ (ব্রহ্মসূত্র) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্য লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পর্ব্বাধ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করিবেন?' এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটার সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয় প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—'দধি হইতে নবনীতের ন্যায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায়, এবং বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি হইতে অমৃতের ন্যায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে লক্ষশ্লোকাত্মক অধ্যাত্মিকাপ্রধান মহাভারতরূপ দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল। চতুর্ব্বেদসমন্বিত অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিদ্যাই) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে 'পঞ্চরাত্র' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। 'ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

শাঙ্কর ব্যাখ্যা দূষণ]

ঋগ্‌যজুঃসামভির্জুষ্টমথর্বাঙ্গিরসৈস্তথা।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥" ইতি।

সাংখ্য-যোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাবভিহিতৌ। যথোক্তম্—

"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" [গীতা০ ৩।৩] ইতি। ভীষ্মপর্ব্বণ্যপি—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।

অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ।

সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।"

[মহাভা০ ভীষ্ম০ ৬৬।৩৯,৪০] ইতি।

কথমেবং ব্রুবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-বাসুদেবোপাসনার্চ্চনাদি-প্রতিপাদনপরস্য সাত্বতশাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যং ব্রূয়াৎ।

ননু চ—

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।

কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে ॥"

[মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০ ৩৫০।১,২]

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে; শারীরকে তু সাংখ্যাদীনি

উপায়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে।' এখানে সাংখ্য ও যোগশব্দে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—'সাংখ্যদিগের জন্য জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কর্ম্মযোগীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে।' ভীষ্মপর্ব্বেও আছে—'পূর্ব্বে যাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্তৃক সাত্বতবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক মাধবই (হরিই) সংকর্ষণের (বলরামের) সহিত অর্চ্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন।' বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাত্বতশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে?

ভাল, 'হে মুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ, এবং পাশুপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্য্যবসিত, অথবা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যে রচিত?' ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে; অথচ শারীরকসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতিষিদ্ধ (অপ্রমাণীকৃত) হইয়াছে; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে; অত ইদমপি তন্ত্রং তত্তুল্যম্। নেত্যুচ্যতে; যতস্তত্রাপীমমেব শারীরকোক্তন্যায়মবতারয়তি। "কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি, পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা?" ইতি প্রশ্নস্যায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি? পৃথক্‌তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা? যদৈকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্? যদা তু পৃথক্‌তত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি, তদৈষাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি বিকল্পাসম্ভবাচ্চৈকমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি। অস্যোত্তরং ব্রুবন্—

"জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।
সাঙ্খ্যস্য বক্তা কপিলঃ" (*) [মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য। আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তুল্য হইতে পারে না; কারণ, এই শারীরকসূত্রে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানেও এতদনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে। 'এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যানুসারী? অথবা পৃথক্ নিষ্ঠানুসারী?' এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক তত্ত্বটি কি? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য থাকায়, অথচ সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না হওয়ায় (†) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সেই একটি শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—'হে রাজর্ষি, এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতানুযায়ী বলিয়া জানিও; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা;'

(*) তাৎপর্য্য—"সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।
উমাপতিঃ পশুপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥"
ইত্যুত্তরে শ্লোকাঃ।

(†) তাৎপর্য্য—বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ 'এরূপও হইতে পারে, অন্যরূপও হইতে পারে' ইত্যাদি প্রকার দ্বৈধভাব। যেমন, কেহ অশ্বে কিংবা হস্তিতে অথবা নৌকাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে, কিম্বা ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে; ক্রিয়া বা কর্ত্তব্য বিষয়েই এরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন সত্য বস্তু সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ঘটকে পট, অশ্ব, কিংবা অন্য যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই অবধারিত হইবে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন, 'সত্য বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না'।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগর্ভ-পশুপতিকৃতত্বেন পৌরুষেয়ত্বং প্রতিপাদ্য—

"অবান্তরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৫।]

ইতি বেদানামপৌরুষেয়ত্বমভিধায়—

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্তুবাদিতয়া অপৌরুষেয়ত্বেন নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্তুবিরুদ্ধাভিধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্তুনি প্রামাণ্যং দুর্লভম্; বেদবেদ্যশ্চ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ; অতঃ তত্তন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতত্ত্বস্য

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেয়ত্ব (সুতরাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে, ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) 'তিনিই (নারদই) অবান্তরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন', এইরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক, পক্ষান্তরে, অপৌরুষেয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পৌরুষেয় দোষ-সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক; এই দুই কারণে [পৌরুষেয় শাস্ত্রগুলির] বস্তুযাথাত্ম্য বিষয়ে প্রামাণ্য দুর্লভ। অথচ, পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই বেদবেদ্য; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তত্ত্বকেও

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষেয় অর্থ পুরুষ-প্রণীত; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য যতক্ষণ যুক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ঈশ্বরপ্রসূত শ্রুতির যেমন স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবিবর্জ্জিত; তখন অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না কেন? কারণ, তৎপ্রণেতা নারায়ণকে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়ৈব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি। তদিদমাহ চ—

"সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৬৫০।৬৮] ইতি।

"যথাগমং যথান্যায়ম্" ইতি ন্যায়ানুগৃহীত-তত্তদাগমোক্তং বস্তু পরামৃশতো নারায়ণ এব সর্ব্বস্য বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তত্তন্ত্রাভিহিতানাং তত্ত্বানাম্। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] "বিশ্বং নারায়ণঃ" [তৈত্তি০ নারা০১৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দধানস্য নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তেতি তৎস্বরূপ-তদুপাসনাভিধায়ি তত্তন্ত্রমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদুদ্ভাবয়িতুং শক্যম্। অতস্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

"এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে॥" [মহাভা০ শা, মো, ৩৪৯।৮১]

ইতি। সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

---

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা।' "যথাগমং যথান্যায়ং" কথার অর্থ এই যে, ন্যায়ানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অব্রহ্মাত্মক (মিথ্যা); তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব। 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ', ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্ব্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, 'সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবাপন্ন; এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র', নামে অভিহিত হয়।' 'সাংখ্য-যোগ' অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরাঙ্গান্যেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ যমনিয়মাদ্যাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকর্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং ব্রহ্মাত্মকত্বম্ যোগস্য চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কর্ম্মণাং চ তদারাধনরূপতামভিদধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি। এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতম্ ইতি। শারীরকে চ সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্। যোগপাশুপতয়োশ্চ ঈশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা, বেদবহিষ্কৃতাচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পশুপতিস্বরূপং চ। অতঃ

শাস্ত্র; 'বেদারণ্যক' অর্থ—বেদ ও আরণ্যক; 'পরস্পরাঙ্গ' অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ (*) যোগ, এবং বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের সত্যতাস্বীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মাত্মভাব বুঝিতে হয়। আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ব্রহ্মোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কর্ম্মসমূহকেও ব্রহ্মেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করায় প্রকৃতপক্ষে উহারা ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশক। পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আর শারীরকসূত্রেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অব্রহ্মাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। আর যোগশাস্ত্রে এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনা ও বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যোগ ও পশুপতির স্বরূপ প্রতিষিদ্ধ হয়

(*) তাৎপর্য্য—'যম নিয়মাদি,' এই আদি শব্দে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অবশিষ্ট ছয়টি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে।

তন্মধ্যে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে দ্রব্য গ্রহণ না করা। (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), স্বাভাবিক বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা, তপস্যা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা। (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উদ্বেগ না হয়, তাহার নাম আসন। (৪) প্রাণায়াম—প্রাণসংযম—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা। (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখা। (৭) ধ্যান—একই বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ)। (৮) সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে হইলে পাতঞ্জল-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ দ্রষ্টব্য।

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

[মহাভার০ শান্তি-মোক্ষ০ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তত্তদভিহিত-তত্তৎস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্য্যম্ ; জিন-সুগতাভিহিত-তত্ত্ববৎ সর্ব্বং ন বহিষ্কার্য্যমিত্যুচ্যতে। "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টমম্ উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই। এই জন্যই 'সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক, অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য ; অতএব তর্ক দ্বারা ইহাদের অন্যথা করা উচিত নহে,' এই বাক্যেও, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত (জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের ন্যায় সর্ব্বাংশেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ; কেননা, তাহা হইলেই "যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

বিয়দধিকরণম্।]

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২॥৩॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বিয়ৎ (আকাশ) অশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতি নাই)।]

[সরলার্থঃ—বিয়ৎ আকাশং নোৎপদ্যতে; কুতঃ? অশ্রুতেঃ বিয়দুৎপত্তিবোধিকায়াঃ শ্রুতেরভাবাৎ। আত্মন ইব নিরবয়বস্যাকাশস্যোৎপত্তির্ন সম্ভবত্যপীত্যাশয়ঃ ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না; কারণ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই; বিশেষতঃ আত্মার ন্যায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩॥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহ্যতন্ত্রাণাং ন্যায়াভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্; ইদানীং স্বপক্ষস্য বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য্যতয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্য কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র বিয়দুৎপদ্যতে, নবা? ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? ন বিয়দুৎপদ্যতে

পূর্ব্বপক্ষ।]

বেদবহির্ভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; এই জন্য এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশতঃও ঐ সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে। এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের সম্ভাবনা নাই, তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-প্রণালীর নির্দ্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে। (*) তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংশয় হইতেছে যে, আকাশ উৎপন্ন হয় কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'বিয়দধিকরণ'। প্রথম হইতে নয়টি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আকাশোৎপত্তি। (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক যখন কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও যখন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না। (৪) উত্তর—আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে যখন "তস্মাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক উদাহরণ বা হেতু প্রভৃতিও যখন কার্য্যকারী হয় না, তখন আত্মার দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব পৃথিব্যাদি ভূতের ন্যায় আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং ব্রহ্মই নিখিল জগতের একমাত্র মূল কারণ।

ইতি। কুতঃ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ; অসম্ভাবিতস্য তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্ত্যাদেঃ শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি। ন খলু নিরবয়বস্য সর্ব্বগতস্যাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে; অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎপত্তিরাম্নায়তে—"তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি। তৈত্তিরীয়কাথর্বণাদিষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১], "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাধ্যতে ইতি ॥২॥৩॥১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। আকাশোৎপত্তিবিষয়ে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপ্যস্তি। ন চ শ্রুতিসিদ্ধোঽর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যন্যথাকর্ত্তুং শক্যতে ইতি ভাবঃ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও রহিয়াছে। অথচ, শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অন্যথা করা চলে না ॥২॥৩॥২॥]

[যুক্তিযুক্ত]; কারণ? শ্রুতির অভাবই কারণ। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয়; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি, তাহা কখনই শব্দোল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে না; কেন না, আত্মার ন্যায় নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই নিরূপণ করিতে পারা যায় না; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'; অতএব তৈত্তিরীয় এবং আথর্ব্বণ প্রভৃতি শ্রুতিতে 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,' ইত্যাদি স্থলে শ্রূয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩॥১॥

অস্তি তু আকাশস্যোৎপত্তিঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণান্তরাপ্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব। ন চ শ্রুতিপ্রতিপন্নেঽর্থে তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যনুমানমুদেতুমলম্; আত্মনোঽনুৎপত্তির্ন নিরবয়বত্ব-প্রযুক্তেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩॥২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—"তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুতায়াঃ তেজউৎপত্তেরন্যথা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাভিহিতত্বাচ্চ "তস্মাদ্বা-এতস্মাৎ" ইত্যাদির্বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন', এই শ্রুতিতে যে, সর্ব্বপ্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না; এই কারণে এবং 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)', এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে, অর্থাৎ ঐ শ্রুতির 'সম্ভূত' শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্যরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কথনই উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০আন০ ১] ইত্যাদি বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, "তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬৷২৷৩] ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপদ্যত ইতি তেজ-

---

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অস্তি তু"। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও উৎপত্তি আছে; কারণ, যদিও অন্য কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর নিরবয়বত্ব নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই উত্থিত হইতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, আত্মার অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১॥৩॥২॥ [সিদ্ধান্ত।]

আকাশোৎপত্তিবোধক 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' ইত্যাদি শ্রুতিকে গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল'; শ্রুত্যুক্ত এই তেজ-

উৎপত্তিপ্রাথম্যেন বিয়দুৎপত্তিপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ, "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোঽমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া চ মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্যাৎ (হইতে পারে), চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ (ব্রহ্মশব্দের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একস্যৈব 'সম্ভূত' শব্দস্য আকাশপক্ষে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদিপক্ষে চ মুখ্যত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। একস্যাপি 'সম্ভূত'শব্দস্য আকাশে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদৌ চ মুখ্যত্বং স্যাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য 'তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যত্র প্রকৃতৌ গৌণত্বং, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশে গৌণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যার্থতা কল্পনা করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই 'ব্রহ্ম' শব্দের যেমন প্রকৃতিতে গৌণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক 'সম্ভূত' শব্দেরও আকাশে গৌণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

একস্যৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গৌণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদিষ্বনুষক্তস্য মুখ্যত্বং স্যাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইত্যত্র প্রধানে গৌণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্যই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং আকাশের (নিত্যতাবোধক) 'বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য)', এই অমৃতত্ব শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি আকাশের অভিব্যক্তি বা তদনুরূপ অন্য কোনও গৌণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে] ॥২॥৩॥৩॥

যদি বল, একই 'সম্ভূত' শব্দের আকাশের পক্ষে গৌণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্যাচ্চ" ইত্যাদি। 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল', এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গৌণরূপে ব্যবহৃত হইলেও 'বায়ু হইতে অগ্নি' ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] 'সম্ভূত' শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই হইতে পারে। উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, 'তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', এ স্থলে একই ব্রহ্ম-শব্দ যেরূপ প্রকৃতিতে গৌণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্নেব প্রকরণে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ। অনুষঙ্গে চ শ্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃত্তির্বিদ্যত এবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু ভেদ নাই)।]

[সরলার্থঃ—উক্তামাশঙ্কামপনেতুমাহ—"প্রতিজ্ঞাহানিঃ" ইত্যাদি। বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী ; যতঃ তন্মুখ্যত্বে এব "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি ; কুতঃ ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশস্যাপি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণার্থত্বে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না ; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য— ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না ; কাজেই অব্যতিরেকত্বনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সর্ব্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুত্যনুসারেণান্যাসাং বিয়দুৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বং কল্পয়িতুং ন যুজ্যতে ; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যৈব বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা ;

প্রকরণেই 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়', এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ অনুষঙ্গস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের যে, অন্যত্র সম্বন্ধ করা, তাহার নাম অনুষঙ্গ,) পদাবৃত্তির ন্যায় পদার্থেরও অবশ্যই আবৃত্তি আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গৌণার্থ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও 'যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়' ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অন্যত্র সম্বন্ধ বা অন্বয় করা হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আকৃতি ও উচ্চারণ মাত্র একরূপ। শব্দ যখন বিভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন? এই জন্য শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন—"যাবন্তঃ শব্দাঃ তাবন্তোঽর্থাঃ", অর্থাৎ শব্দও যত, অর্থও তত, সুতরাং ঐ 'সম্ভূত' শব্দের অগ্নি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেও বুঝিতে হইবে, শব্দ এক নহে, সুতরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। তস্যা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশস্যাপি ব্রহ্ম-কার্য্যত্বেন তদব্যতিরেকাদেব ভবতি ॥২॥৩॥৫॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সর্ব্বাত্মকত্ববাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে; তস্য ছান্দোগ্যোক্ত-তেজসঃ প্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুমশক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'আকাশ সম্ভূত হইল', ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতশ্চ বিয়দুৎপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাব-ধারণশব্দাৎ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৩] ইত্যেবমাদি-শব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোঽব্যতিরেক-প্রতীতেঃ। নচ "তৎ তেজো-ঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতির্ব্বিয়দুৎপত্তিং বারয়তি। বিয়দুৎপত্ত্যবচনমাত্রেণ তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নাং বিয়দুৎপত্তিং ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত না হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে। কারণ, 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল', এই বাক্যেও সৃষ্টির পূর্ব্বে [ব্রহ্মের] একত্বাবধারক শব্দ রহিয়াছে, এবং 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজন্যত্ব নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্তভাব প্রতীত হইতেছে। আর 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র; সুতরাং তাহা কখনই অন্যশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

সতঃ পরমকারণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ। তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্যাব্যক্তমহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ৎপবনাদিকস্য প্রপঞ্চস্যৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবস্যানুৎপত্তির্নোপপদ্যত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

তেজোঽধিকরণম্।] **তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই) আহ (বলিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বায়োঃ সকাশাৎ তেজ উৎপদ্যতে, যতঃ "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয়; কারণ, 'বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল' ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোস্বিৎ তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎস্বরূপ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তদ্ভিন্ন প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব জানা যাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

পূর্ব্বপক্ষ।] ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মাতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে; (*) এখন চিন্তা হইতেছে যে, পরবর্ত্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণীভূত ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়? অথবা তত্তৎভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মাত্মক তত্তৎ পদার্থ

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'তেজোঽধিকরণ'। ইহা দশম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত আটটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি। (২) সংশয়—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি? না—তত্ত্বিকারভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভৌতিক বায়ু প্রভৃতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ; ব্রহ্ম পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ মাত্র। (৪) উত্তর—বায়্বাদিভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মই সমস্ত জগতের মূল কারণ।

ইতি। কুতঃ ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপদ্যতে ; "বায়োরগ্নিঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥

আপঃ ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল)।]

[সরলার্থঃ—আপোঽপি অতঃ তেজস উৎপদ্যন্তে ; যতঃ "অগ্নেরাপঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথৈব আহ ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয় ; কারণ, 'অগ্নি হইতে জল,' এই শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১১॥]

আপোঽপি অতঃ—তেজস এবোৎপদ্যতে "অগ্নেরাপঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] "তদপোঽসৃজত" [ছান্দো° ৬।২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও)।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্ভ্য এব উৎপদ্যতে ; যতঃ স্বয়ং শ্রুতিরেব "অদ্ভঃ পৃথিবী", "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" ইত্যাহ ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী', এবং 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥]

পৃথিবী অদ্ভ্য উৎপদ্যতে—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি° আন° ২] "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো° ৬।২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয়। কারণ ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা 'বায়ু হইতে অগ্নি' এই শ্রুতিই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'অগ্নি হইতে জল,' 'তিনি জল সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'জল হইতে পৃথিবী [উৎপন্ন হইল]', 'জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল' ইতি ॥২॥৩॥১২॥

নন্থ অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যভিধীয়তে? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অন্যান্ত শব্দ হইতেও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং 'অন্ন'-শব্দেন পৃথিব্যভিধানোপপত্তিরুচ্যতে—"অধিকার" ইত্যাদিনা। অত্র-'অন্ন' শব্দেন পৃথিব্যেবাভিধীয়তে, নত্বন্যৎ; কুতঃ? "অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ"। অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্য পৃথিবীবাচকত্বে হেতুঃ; রূপং তাবৎ—"অগ্নের্যৎ রোহিতং রূপং, তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যত্র অপ্‌তেজসোঃ সমানজাতীয়ং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে; শব্দান্তরঞ্চ—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়ং অন্নস্য পৃথিবীবাচকত্বে অপরং নিমিত্তমিত্যর্থঃ।

শ্রুত্যুক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন— অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে। প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে 'অন্ন' শব্দের উল্লেখ; দ্বিতীয় হেতু—অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্ল ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অন্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই 'অন্ন' ও জল, উভয়ই তেজের স্থায় স্বতন্ত্র দুইটি ভূত; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", এই অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দেশ রহিয়াছে; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, "তা অন্নম্ অসৃজন্ত" বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যধিকারাৎ পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে। অদনীয়স্য সর্ব্বস্য পৃথিবীবিকারত্বাৎ কারণে কার্য্যশব্দঃ। তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্ রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" [ছান্দো° ৬।৪।১] ইত্যপ্‌-তেজসোঃ সজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে। শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে "অদ্ভ্যঃ-

---

আপত্তি হইতেছে যে, শ্রুত্যুক্ত 'অন্ন' শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অধিকার" ইত্যাদি।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় 'অন্ন'-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্থিব; এইজন্য অন্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সমুল্লেখ— 'অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলেরই রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ রূপ; তাহা অন্নেরই রূপ'; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) 'অন্ন' শব্দের অর্থ। আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি শ্রূয়তে। অতঃ পৃথিব্যেবান্নশব্দেনোচ্যতে ইত্যদ্ভ্য এব পৃথিবী জায়তে। উদাহৃতাস্তেজঃপ্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহদাদয়োঽপি স্বানন্তরবস্তুন এবোৎপদ্যন্তে, যথাশ্রুত্যভ্যুপগমাবিরোধাৎ।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" [মুণ্ড° ।২।১।৩]

"তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" [মুণ্ড° ১।১।৮]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° ১।২।] "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণঃ পরম্পরয়া কারণত্বেঽপ্যুপপদ্যন্ত- ইতি ॥২॥৩॥১৩॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধ্যানাৎ (তাঁহার ইচ্ছা রূপ) এব (নিশ্চয়) তু (কিন্তু) তল্লিঙ্গাৎ (সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সঃ (তিনিই—ব্রহ্মই)।]

[সরলার্থঃ—'তু'শব্দঃ প্রাগুক্তাশঙ্কানিবারণার্থঃ। মহত্তত্ত্বাদিরূপাণাং কার্য্যাণামপি পূর্ব্বপূর্ব্ববস্তুশরীরকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণম্; কুতঃ? তদভিধ্যানলক্ষণাৎ তল্লিঙ্গাৎ—অভিধ্যানং—সংকল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিরূপাৎ সংকল্পাৎ মহদাদিকারণানামপি পুরুষোত্তমেক্ষাপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে; অন্যথা অচেতনানাং তথাবিধেক্ষানুপপত্তিরিতি ভাবঃ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তি সূচনার্থ 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যগুলিও পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারই কারণত্বসূচক 'সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল—আমি বহু হইব' ইত্যাদি সঙ্কল্পের কথা রহিয়াছে। অচেতন তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্তদ্বস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) 'অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী', [এই স্থলে অন্নের স্থলে] পৃথিবী শব্দও শ্রুত হইতেছে। অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে; সুতরাং জল হইতেই পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে)। এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তিকথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ, মহদাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্তুশরীরকঃ স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধ্যানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ। অভিধ্যানম্ "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পঃ, "তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি" [ছান্দো॰ ৬।২।৩।৪] ইত্যাত্মনো বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনামপি কারণানাং তথাবিধেক্ষাপূর্ব্বিকৈব স্বকার্য্যসৃষ্টিরিতি গম্যতে। তথাবিধঞ্চেক্ষণং তত্তচ্ছরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণ উপপদ্যতে। শ্রূয়তে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি তিষ্ঠন্" [বৃহদা॰ ৫।৩] ইত্যাদি। সুবালোপনিষদি চ "যস্য

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ইঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও বিশ্বাধার পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়', 'তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়', 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়', 'তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি, পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত শ্রুতিসমূহ সঙ্গত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

'তু' শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই বস্তুশরীরক সেই পুরুষোত্তমই মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ; কারণ ?—

সিদ্ধান্ত।]

তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার স্রষ্টৃত্বজ্ঞাপক অভিধ্যানই কারণ। অভিধ্যান অর্থ—'বহু হইব' এইরূপ সংকল্প (কামনা), 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু হইব, জন্মিব', 'সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব', আত্মার বহুভাবপ্রাপ্তি-বিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণবোধক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহৎ, অহঙ্কার ও আকাশাদির কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই সেই কারণবস্তুময়শরীরধারী পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঈক্ষণ সম্ভবপর হয়, অচেতন জড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

বিশেষতঃ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়), [যথা—] 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন', 'যিনি জলে অবস্থান করেন', 'যিনি তেজে অবস্থান করেন', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন' 'যিনি আকাশে অবস্থান করেন' ইত্যাদি। সুবালোপনিষদেও আছে—'পৃথিবী যাঁহার

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যস্যাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যস্য বুদ্ধিঃ শরীরম্” “যস্যাব্যক্তং শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিষু শ্রূয়মাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপদ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে) তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারম্পর্য্য) অতঃ (এই কারণে) উপপদ্যতে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ। “আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-পারম্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।” ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোঽপি সমঃ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ তত্তদ্বস্তুশরীরকাদ্‌ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিরুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ ‘তু’শব্দটি অবধারণার্থক। ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার; তাহাও উক্ত কারণেই উপপন্ন হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির ন্যায় যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যরূপঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু প্রতীয়তে; স চ ক্রমস্তত্তদ্রূপাৎ ব্রহ্মণস্তত্তৎ-কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপদ্যতে। পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যশ্রবণ-

---

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার যাঁহার শরীর’ ‘বুদ্ধি যাঁহার শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’ ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে, সেই সেই উপাদানভূত বস্তুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জন্য পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায় সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে। পরম্পরা সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই আনন্তর্য্যশ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে। অতএব,

মুপরুধ্যতে। অতঃ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবা০ ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবস্যোত্তম্ভনম্ ॥২॥৩॥১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (মধ্যে) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ যেহেতু [পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণসৃষ্টেরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরম্পরয়া উৎপদ্যতে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খম্" ইত্যেবংজাতীয়ক-সৃষ্টিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ; ন, কুতঃ? অবিশেষাৎ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যস্য প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তেষু সর্ব্বত্র অন্বয়াবিশেষাৎ; অতঃ তেজঃপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বল, প্রাণ ও ভূতবর্গ সৃষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়; কারণ, ইহার অনুকূলে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * খং বায়ুঃ" এইরূপ বাক্য রহিয়াছে। না, ইহা বলিতে পার না; কারণ, "এতস্মাৎ জায়তে" (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাদিরও যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩॥১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে। যদুক্তম্ "এতস্মাজ্জায়তে" [সুবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণোঽনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ উৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাবগতা

বুঝিতে হইবে, 'ইঁহা হইতেই' ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩॥১৫॥

জ্ঞানোৎপাদনের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। আরও যে উক্ত হইয়াছে, 'ইঁহা হইতে জন্মে' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া শ্রুত হইতেছে; অতএব, অন্যান্য বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষে অকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ সৃষ্টিতে যেমন "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব কথিত আছে, কিন্তু অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টিতে সেরূপ কোনও ঈক্ষণক্রম বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের সৃষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরম্পরা সম্বন্ধেই কারণতা।

উত্তভ্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, ক্রমবিশেষপরত্বাদস্য বাক্যস্য; অত্রাপি সর্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ। খাদিষু তাবৎ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ ক্রমোঽত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ্ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমেণোৎপদ্যতে ইতি প্রতীয়তে। অতঃ সর্ব্বস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ এব সম্ভবস্যোত্তম্ভনমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ; তন্ন; অবিশেষাৎ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [সুবাল০ ২।১৩] ইত্যনেনাবিশেষাৎ। বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাঞ্চ "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্যাভিধেয়স্য সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধক্রমবিরোধাচ্চ নেদং ক্রমপরম্; "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" ইত্যারভ্য "তম.........একী ভবতি" [সুবাল০ ২] ইত্যন্তেন ক্রমান্তরপ্রতীতেঃ। অতোঽব্যক্তাদিশরীরকাৎ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত সৃজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতে ("আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও ("এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই "এতস্মাৎ জায়তে" বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতেছে না। না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, 'ইঁহা হইতে প্রাণ' এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অভিপ্রায় এই যে, "এতস্মাৎ জায়তে" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধেয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাদ্য, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে।

বিশেষতঃ অন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে; কেন না, 'পৃথিবী জলে বিলীন হয়' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়' এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যেই অন্যপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রভৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রুত্যুক্ত

তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—না সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে নহে; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞাপনের নিমিত্তই "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে। অতএব "আকাশাৎ বায়ুঃ" ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরব্রহ্মই আপনার শরীরস্থানীয় আকাশাদি পদার্থমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্রমিকত্বাশঙ্কা অমূলক।

সর্ব্বকার্য্যাণামুৎপত্তিঃ। তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দাস্তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈবা- ভিদধতি ॥২॥৩॥১৬॥

নন্বেবং সর্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিত্বে সতি তৈস্তৈঃ শব্দৈঃ তত্তদ্বস্তু-ব্যপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যেত; তত্রাহ—

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থ) স্যাৎ (হইবে) তদ্ব্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখ্য) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) তাঁহার সদ্ভাবেই সদ্ভাব)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ তদ্ব্যপদেশঃ—তদ্বাচকশব্দোঽপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব স্যাৎ, ন তু গৌণঃ; কুতঃ? তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং স্বাত্মভূত-ব্রহ্মাধীনসদ্ভাবাৎ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যেব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ আত্মানং লভন্তে; অতঃ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিষয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গৌণ নহে (মুখ্যই—বাচকই বটে); কারণ, সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মের সদ্ভাবেই তেজঃপ্রভৃতির সদ্ভাব বা অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, যাহার অস্তিত্ব যাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যপাশ্রয়ঃ তত্তচ্ছব্দ-ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ। সমস্তবস্তুপ্রকারিণো ব্রহ্মণঃ বেদান্তশ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্য্যপ্রতীতেঃ, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ

তেজঃ প্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম'-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মসিদ্ধ যে, বিশেষ বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—"চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু বিষয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগী। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—প্রকারী বা বিশেষ্য; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশশ্রবণের পূর্ব্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয়-না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতেই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি); সেই

তৎপর্য্যবসানস্য, লোকে তত্তদ্বস্তুমাত্রে বাচ্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভঙ্‌ক্ত্বা ভঙ্‌ক্ত্বা ব্যপদিশ্যন্তে।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্তদ্বস্তুমাত্রবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্যাৎ—অমুখ্যঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য —"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু" ইত্যুচ্যতে। চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো ব্রহ্মণ্যভাক্তঃ মুখ্য এব; কুতঃ? ব্রহ্মভাবভাবিত্বাৎ সর্ব্বশব্দানাং বাচকভাবস্য, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ং তেজোঽধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্।] **নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু নিত্যত্ব) চ (পরন্ত) তাভ্যঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্যঃ "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ নিত্যতাবগমাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মা নোৎপদ্যতে, কুতঃ? অশ্রুতেঃ জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরভাবাদিত্যর্থঃ।

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী—আত্মা) জন্মে না, মরে না' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ 'আত্মা জন্মরহিত নিত্য' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*)।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু"। চরাচরব্যপাশ্রয় যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মেতে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে; কারণ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্তাবাধীন; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥ [দ্বিতীয় তেজোঽধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকার সূত্রস্থ 'ভাক্ত' শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী; সুতরাং প্রকারীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে যত শব্দ আছে, সমস্তই তাদৃশ বিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক; তবে যে, ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও ব্রহ্মেরই প্রকার; এইজন্য ব্যবহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইয়া এক

বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবস্যাপ্যুৎপত্তিরস্তি নেতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? অস্তীতি; কুতঃ? একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তেঃ, প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ। বিয়দাদেরিব জীবস্যাপ্যুৎপত্তিবাদিন্যঃ শ্রুতয়শ্চ সন্তি—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্" [তৈত্তি০ অষ্ট০ ১।১] "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজুঃ০ ২ অষ্ট০] "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" [ছান্দো০ ৬।৮।৪] "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি০ আন০] ইতি। এবং সচেতনস্য জগত উৎপত্তিবচনাৎ জীবস্যাপ্যুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চ জীবস্য ব্রহ্মত্বাবগমাৎ জীবস্য নিত্যত্বম্ ইতি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্ব্বিয়দাদেরপি ব্রহ্মত্বাব-

---

[পূর্ব্বপক্ষ— জীবোৎপত্তি।]

[ইতঃপূর্ব্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই; কারণ?—তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বাবধারণও সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি রহিয়াছে—'যাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন', 'হে সোম্য, সৎব্রহ্মই এই সমস্ত জীবগণের মূল, সৎব্রহ্মই আশ্রয় এবং সৎব্রহ্মই বিলয়-স্থান', 'এই সমস্ত ভূত যাহা হইতে জন্মলাভ করে' ইতি। এইরূপে চেতনসমন্বিত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম যখন নিত্য, এবং "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য হইতেও যখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে]; না, তাহা হইলে] 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', 'নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয়

যেগকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশমাত্রকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মুখ্যার্থ নহে। দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন যে, যদিও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তথাপি চরাচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভ্রান্ত, অর্থাৎ গৌণার্থ নহে, মুখ্যার্থই বটে; কারণ, ব্রহ্মই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অর্থাৎ নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন শব্দই তাঁহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না।

গমাৎ তস্যাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ। অতো জীবোঽপি বিয়দাদিবদুৎপদ্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপদ্যতে, কুতঃ? শ্রুতেঃ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ২।১৮] "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯] ইত্যাদিভির্জ্জীবস্যোৎপত্তিপ্রতিষেধো হি শ্রূয়তে। আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩।] "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ। অতশ্চ নাত্মোৎপদ্যতে।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপদ্যতে? ইত্থমুপপদ্যতে—জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বাচ্চ। এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে। অতএব, আকাশাদির ন্যায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি (*)।

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব স্থাপন।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না; কারণ? শ্রুতিই কারণ; কেন না, 'বিপশ্চিৎ ব্যক্তি জন্মেও না, মরেও না,' 'দুইটির মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়েই অজ (জন্মরহিত)' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে। [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—] 'যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক, এবং যিনি এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন', 'এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত (চিরকাল একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না' ইত্যাদি। [যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন হয় না।

ভাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে? হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে

(*) তাৎপর্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অনুৎপত্তিবাদ। (২) সংশয়—আকাশাদি জড় পদার্থের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবেরও নিশ্চয়ই উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয় না; কারণ, তদনুকূল কোন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য।

বিয়দাদিবদুৎপত্তিমত্ত্বমঙ্গীকৃতং স্যাৎ; নেত্যুচ্যতে; কার্য্যত্বং হি নাম একস্য দ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্যাপ্যস্ত্যেব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ,—বিয়দাদেরচেতনস্য যাদৃশোঽন্যথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবস্য; জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসলক্ষণো জীবস্যান্যথাভাবঃ, বিয়দাদেস্তু স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণঃ। সেয়ং স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তির্জ্জীবে প্রতিষিধ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৄন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকং ভোক্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যতাং চ প্রতিপাদ্য ভোগ্যগতমুৎপত্ত্যাদিকম্, ভোক্তৃগতঞ্চাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যত্বম্, নিরবদ্যত্বম্, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধিপত্বম্, বিশ্বস্য পতিত্বং চ প্রতিপাদ্য সর্ব্বাবস্থয়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি শরীরত্বম্, তস্য চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্; অতঃ সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্ম; তৎ কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্ত-ব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুশরীরং তিষ্ঠতি; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

---

অন্য বা অতিরিক্ত হইতে পারে না; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়]। ভাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল? [আমরা] বলিতেছি, না,—তাহা হয় না; কেননা, কার্য্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবশ্য, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন আকাশাদির যেরূপ অন্যথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্যথাভাব সেরূপ হয় না; কারণ, জীবের অন্যথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র; কিন্তু আকাশাদির অন্যথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্ত্তন ঘটে। এই স্বরূপান্যথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্যথাভাব নহে)।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতিপাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্ত্যাদি ভোক্তাতে প্রতিষেধ করিয়া, এবং ভোক্তৃগত পুরুষার্থের (সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিষেধ করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দ্দোষ, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতএব, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকায় সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত হন। বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণাবস্থ ব্রহ্ম;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্। তত্র কারণাবস্থস্য কার্য্যাবস্থাপত্তাবচিদংশস্য কারণাবস্থায়াং শব্দাদিবিহীনস্য ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমত্তয়া স্বরূপান্যথাভাবরূপবিকারো ভবতি। চিদংশস্য চ কর্ম্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায় তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি। উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রংশে তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি; কারণাবস্থায়া অবস্থান্তরাপত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ। অত এবৈকস্যাবস্থান্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" [ছান্দো০ ৬।১।৩,৪] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তঃ—"যথা সোম্যৈকেন" ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ। ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-তত্তদ্দেহসম্বন্ধ-বিয়োগাভিপ্রায়াঃ জীবস্যোৎপত্তি-মরণবাদিন্যঃ "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" [যজু০ অষ্ট০ ২] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অচিদংশবৎ স্বরূপান্যথাত্বাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিন্যো নিত্যত্ববাদিন্যশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদ্যাঃ "নিত্যো নিত্যানাম্" [শ্বেতা০ ৬।১৩] ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। স্বরূপান্যথাত্ব-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাস-রূপোভয়বিধানিষ্টবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ "স বা এষ মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশাপ্রাপ্ত চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন; তিনিই কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম। তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না; ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্যই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্য্যাবস্থায় ভোগার্হ-শব্দাদিরূপে অন্যথা-ভাবাত্মক বিকার ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্তাতেও আবার তাদৃশ অবস্থাদ্বয়-বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটিয়া থাকে। আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার, তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান। অতএব একই বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া 'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,' এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে 'হে সোম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,' ইত্যাদি বাক্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক বিশেষ বিশেষ দেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিয়োগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক 'প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ। আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক ও নিত্যতাবোধক 'জন্মে না, মরে না', ইত্যাদি এবং 'নিত্যেরও নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাসম্পাদক' ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিৎ-অংশের (জড়পদার্থের) ন্যায় ইহার স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না। পরতত্ত্ববিষয়ক 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোঽমরোঽমৃতো ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ। এবং সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে। “তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইতি হি নামরূপবিভাগভাবাভাবাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি।

যে তু অবিদ্যোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি; সর্ব্বেঽপ্যেতে অবিদ্যা-শক্তেরুপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তীনাং চ প্রলয়কালেঽবস্থানেঽপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগাভাবাদেবোপপাদয়ন্তি। “বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ।”

ব্রহ্ম’, ‘নিত্যেরও নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাসরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বদা চেতনাচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে। ‘সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল’, এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সদ্ভাব ও অসদ্ভাবানুসারেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন।

কিন্তু, যাহারা—জীবকে অবিদ্যোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধি-কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তৃরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিদ্যাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*)।

(*) তাৎপর্য্য—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিসংবাদী নহে; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্ত্তমানের ন্যায় কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় না; তখনও সে সমস্তই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না মাত্র, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্ত্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃত্ব শক্তি অবিলুপ্তই থাকে; এবং প্রলয়কালে নিয়মন বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার সেই নিয়ন্তৃত্ব বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে; অর্থাৎ বর্ত্তমানের সমস্ত পদার্থই তখনও সূক্ষ্ম—শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে, কেবল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই দ্বৈতাভাব নিবন্ধন নহে।

"ন কর্ম্মাবিভাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাৎ, উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রাভ্যাং জীবভেদস্য তৎকর্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বাভ্যুপগমাচ্চ। ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাদ্যবিদ্যয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহ্যতি, অন্যস্য পারমার্থিকানাদ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরাভাবাৎ। অপরস্য ব্রহ্মৈব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কর্ম্মফলানি চানিষ্টানি ভুঙ্‌ক্তে; নিয়ন্ত্রংশস্য ভোক্তৃত্বাভাবেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্মাদভিন্নং ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্‌ক্তে। অস্মাকং তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সর্ব্বদা-নিরস্তনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে; প্রকারভূত-চিদচিদ্বস্তুগতা অপুরুষার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চেতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩॥১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] 'কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দ্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ হয় না'। '[সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়।' এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ হন; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই। অপরের মতে (উক্ত তৃতীয় পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট কর্ম্মফলও ভোগ করেন। নিয়ন্তার ভোক্তৃতা না থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগ্‌ভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন [বলা হইয়াছে]। আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দোষসংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন। সমস্ত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অপ্রার্থনীয় দুঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষণীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে]; অতএব সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণ ॥৩॥]

জ্ঞাধিকরণম্।] জ্ঞোঽত এব ॥২॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই)।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব আত্মনো জ্ঞানবত্ত্বম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বদ্ধো মুক্তশ্চাত্মা জ্ঞঃ—জ্ঞাতৈব, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু 'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন', ইত্যাদি শ্রুতিই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্ঞাতাই বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপদ্যত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপ্যতে। কিং সুগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্? উত কণভুগভিমত-পাষাণকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্যগুণকম্? অথ জ্ঞাতৃত্বমেবাস্য স্বরূপম্? ইতি। কিং যুক্তম্? চিন্মাত্রমিতি; কুতঃ? তথা শ্রুতেঃ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে হি "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা० ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্য্যায়স্য স্থানে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি কাণ্বা অধীয়তে। তথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি०

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।—সুগত (বুদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্যই কি আত্মার স্বরূপ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক [অস্বাভাবিক) চৈতন্যগুণসম্পন্ন পাষাণাদি-তুল্য (*) জড়স্বরূপ? কিংবা জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? শুধু চৈতন্য-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই]। কারণ? যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে। কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাখীয় 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করত' এই স্থানে কাণ্বশাখীরা 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, 'বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) তাৎপর্য্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু পাষাণাদির ন্যায় অচেতন; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চৈতন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্য গুণ নহে, আগন্তুক অনিত্য। রামানুজের মতে চৈতন্যই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ; উভয়ের মতে এইমাত্র পার্থক্য।

আন০ ৫।১] ইতি কর্ত্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রূয়তে। স্মৃতিষু চ "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ" [বিষ্ণু০ পু০ ১।২।৬] ইত্যাদি-ষ্বাত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে। অপরস্তু জীবাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ স্বাভাবিকেঽভ্যুপগম্যমানে, তস্য সর্ব্বগতস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, করণানাঞ্চ বৈয়র্থ্যাৎ, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদিষু সতোঽপ্যাত্মনশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ, জাগ্রতঃ সামগ্র্যাং সত্যাং জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদস্য ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি জ্ঞাতৃত্বম্; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্। সর্ব্বগতত্বং চাত্মনোঽবশ্যাভ্যুপেত্যম্, সর্ব্বত্র কার্য্যোপলব্ধেঃ সর্ব্বত্রাত্মনঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব কার্য্যসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ। শ্রুতিরপি সুষুপ্তিবেলায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি" [ছান্দো০ ৮।১১।২] ইতি। তথা মোক্ষদশায়াং জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি "ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]ইতি। 'জ্ঞান-

---

থাকেন', এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্ত্তৃভূত আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে। 'প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে। অপরে (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বগত সেই জীবের সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত; আর করণ অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত। বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিদ্যমান থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয়; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক। বিশেষতঃ জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, সর্ব্বত্রই যখন তাহার কার্য্য দেখা যায়, তখন সর্ব্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; [সর্ব্বগত জীবের গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিভূত শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায় তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই। বিশেষতঃ শ্রুতিও সুষুপ্তিসময়ে তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'নিশ্চয়ই এই সুষুপ্ত ব্যক্তি এখন 'আমি হইতেছি অমুক' এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না' ইতি। এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—'প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না' ইতি। তবে যে, জীবকে 'জ্ঞানস্বরূপ' ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণা দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ; এই অসাধারণভাব

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্তু জ্ঞানস্য তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“জ্ঞোঽত এব”।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃত্বস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ; কুতঃ? অতএব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি প্রকৃতা শ্রুতিঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে। তথা ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-বাক্যে মুক্তামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা” “মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মালোকে” [ছান্দো০ ৮।১২।৪,৫], “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।৭।১] “নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্” [ছান্দো০ ৮।১২।৩], অন্যত্রাপি “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি” [ছান্দো০ ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম আত্মা” ইতি পৃষ্ট্বা “যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [বৃহদা০

সূচনার জন্য গুণকেই গুণিরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*)।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে, এবং জড়স্বরূপও নহে। কারণ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ শ্রুতিই কারণ। “নাত্মা শ্রুতেঃ” এই সূত্রে যে শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা হইতেছে। এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন (অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, [আত্মা] মনের সাহায্যে সে সমুদয় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, ‘[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, ‘আত্মসমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি। অন্যত্রও আছে—‘পশ্য অর্থাৎ আত্মদর্শী কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে?’ এই প্রশ্নের পর বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘অধিকরণ’টী ঊনিশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবত্ত বা জ্ঞাতৃত্ব। (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ? কিংবা জ্ঞানবান্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান্ নহে। (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ; এই জন্যই সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় তাহার জ্ঞান থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান্ জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে।

৬।৩।৭।] ইতি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"] বৃহদা০ ৬।৫।১৫] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ", তথা "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" [প্রশ্ন০ ৪।৯] "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ" [প্রশ্ন০ ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্তূক্তং জ্ঞাতৃত্বে স্বাভাবিকে সতি সর্ব্বগতস্য তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি; তত্রোচ্যতে—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের)।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি "শ্রুতেঃ" ইত্যনুবর্ত্ততে। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।" "যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যাদিষু জীবস্য দেহাদুৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্য চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্য চ অস্মিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ শ্রূয়তে; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

'মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রপথে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়'। 'যে সমস্ত কর্ম্মী পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন', 'সে স্থান হইতে আবার কর্ম্ম করিবার জন্য এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন'। এই সমস্ত শ্রুতিতে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন অভিহিত আছে; সুতরাং জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে', 'এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, আস্বাদনকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা', 'এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা অংশ' (*) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই সর্ব্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে; তদুত্তরে বলা হইতেছে— "উৎক্রান্তি" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—কলা অর্থ অংশ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার; এইজন্য পুরুষকে 'ষোড়শকল' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—"স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নম্ অন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ." (৬।৪)। অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র (বেদত্রয়), কর্ম্ম (যাগাদি) ও লোক সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন। এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত ষোলটি পদার্থকে পুরুষাশ্রিত 'কলা' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

নায়ং সর্ব্বগতঃ, অপিতু অণুরেবায়মাত্মা; কুতঃ? উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং শ্রুতেঃ। উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রূয়তে—“তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ” [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি। গতিরপি—“যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি [কৌষী০ ১।২] ইতি। আগতিরপি—“তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইতি। বিভুত্বে হেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপদ্যেরন্ ॥২॥৩॥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির)।]

[সরলার্থঃ—সূত্রে চ-শব্দোঽবধারণার্থঃ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধধ্বংসাদিনিবন্ধনং কথঞ্চিৎ উৎক্রান্তেরুপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্ অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্; তস্মাদপি অণুরাত্মেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

আত্মা সর্ব্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে; কাজেই আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাত্মা সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে; পরন্তু এই আত্মা অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই) বটে; কারণ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ ‘এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (হৃদয়াগ্র-পথে) অথবা, চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অন্য কোনও শরীরাবয়ব হইতে (*) নির্গত হয়,’ এখানে জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে; ‘যে কেহ (কর্ম্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন’ এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং ‘সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার জন্য এই লোকাভিমুখে আগমন করেন’, এই স্থলে আবার আগমনও শোনা যাইতেছে। জীবের বিভুত্বপক্ষে (সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়াগুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহা দেহ হইতে জীবাত্মার নির্গমন কালের কথা। এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে এইরূপ বর্ণিত আছে,—যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন আত্মার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত হইয়া যায় এবং জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয়ের অগ্রভাগ উদ্ভাসিত হইতে থাকে; এই হৃদয়াগ্রভাগকে ‘নাড়ীমুখ’ও বলা হয়। তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশময় করিয়া তাহা দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা আদিত্যমণ্ডলে গমনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কর্ম্মের অনুশীলন করিয়াছেন; তাহারা চক্ষু-দ্বারা, যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা মূর্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) দ্বারা, এবং অপরে নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পথেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।

চ-শব্দোঽবধারণে। যদ্যপি শরীরবিয়োগরূপত্বেনোৎক্রান্তিঃ স্থিতস্যাপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপদ্যতে; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে; অতস্তে স্বাত্মনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩॥২১॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছ্রুতেঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাৎ (অন্যের প্রসঙ্গবশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যুপক্রমে "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যত্র জীবাত্মনঃ অতচ্ছ্রুতেঃ—অণুত্ববিপরীতমহত্ত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কুতঃ? ইতরাধিকারাৎ—জীবেতরস্য পরমাত্মনঃ তত্র অধিকারাৎ, "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" ইতি হি মধ্যে যঃ পরমাত্মা প্রস্তুতঃ, তস্যৈব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, 'এই যে বিজ্ঞানময়' এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, 'সেই এই আত্মা মহান্ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত।' এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্ত্বের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, এখানে অপরেরই (পরমাত্মারই) অধিকার হইয়াছে; অর্থাৎ "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ", এই কথার পরে পরমাত্মার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 'মহান্ অজ আত্মা' বাক্যেও সেই পরমাত্মাকেই বিশেষিত করিয়া বলা হইয়াছে, জীবকে বলা হয় নাই; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি জীবং প্রস্তুত্য "স বা এষ মহানজ আত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্ত্বশ্রুতেঃ নাণুর্জীব

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত। যদিও সর্ব্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্য্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না; ঐ দুইটি কার্য্য তাহাকে নিজেই সম্পাদন করিতে হইবে; অতএব আত্মা সর্ব্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

'ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্ত্তী এই যে বিজ্ঞানময়' এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর 'সেই এই মহান্ অজ আত্মা' এই স্থানে আত্মার মহত্ত্বশ্রুতিথাকায়, যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা মৃত্যুকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য, কিন্তু জীবদবস্থায় দেহের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, মৃত্যু সময়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; এই সম্বন্ধ ধ্বংসই তাহার 'উৎক্রান্তি' বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না। এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, চন্দ্রলোকে গমন এবং সেখান হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মার নিজেকেই করিতে হইবে, সেখানে আর আপেক্ষিক বলিলে চলিবে কিরূপে।

ইতি চেৎ; ন, ইতরাধিকারাৎ—জীবাদিতরস্য প্রাজ্ঞস্য তত্রাধিকারাৎ;— যদ্যপ্যুপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" [বৃহদা° ৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহত্ত্বম্, ন জীবস্য ॥২॥৩॥২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাং (অণুবোধক শব্দ ও অল্প পরিমাণ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্বশব্দেন সাক্ষাৎ অণুশব্দেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ অণুরেব বেদিতব্যঃ। স্বশব্দস্তাবৎ—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" ইত্যণুশব্দঃ; উন্মানং চ—"আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যারাগ্রপরিমাণশ্রবণম্। এতাভ্যামপি হেতুভ্যাং জীবস্যাণুত্বং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ॥

'অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে', এই স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুত্ববোধক শব্দ আছে এবং 'এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়াছে' এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। [চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের নাম 'আরা'] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রূয়তে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" [মুণ্ড° ৩।১।৯] ইতি। উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্; অণুসদৃশং বস্তূদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্য শ্রূয়তে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" [শ্বেতাশ্ব° ৫।৯] ইতি; "আরাগ্র-

---

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মারই অধিকার (সম্বন্ধ বা বর্ণনা) রহিয়াছে। যদিও উপক্রমে জীবই শ্রুত হইয়াছে সত্য, তথাপি 'প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা যাহার বিজ্ঞাত হইতেছে' এই মধ্যবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইতেছেন; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উক্ত মহত্ত্বও তাঁহার সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, কখনই জীবের সম্বন্ধে নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিশেষতঃ, 'প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে (জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,' এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুপরিমাণ শ্রুত হইতেছে। উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা। তন্নির্দ্দেশক শ্রুতি যথা—'কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (সূক্ষ্ম) জানিতে হইবে',

মাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৮] ইতি চ। অতোঽণুরেবায়-মাত্মা ॥২॥৩॥২৩॥

অথ স্যাৎ—আত্মনোঽণুত্বে সকলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপদ্যেত ইতি; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্যাণুপরিমাণত্বে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—"অবিরোধঃ" ইত্যাদিনা। জীবস্যাণুত্বেঽপি সর্ব্বাবয়ব-বেদনানুভবো ন বিরুধ্যতে, চন্দনবৎ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থো-ঽপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিক মনুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আহ্লাদ উৎপাদনকরে, ঠিক তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩॥২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দ্দেহৈকদেশবর্ত্ত্যপি সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং জনয়তি, তদ্বদাত্মাঽপি দেহৈকদেশবর্ত্তী সকলদেশবর্ত্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩॥২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অভ্যুপগমাৎ (স্বীকৃত হওয়ায়) হৃদি (হৃৎপদ্মমধ্যে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্য বৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ [তথাভাবঃ], ইতি চেৎ; তন্ন, কুতঃ? হৃদি হৃৎপদ্মমধ্যে এব অভ্যুপগমাৎ জীবাবস্থানস্য; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্য-মিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব সঙ্গত হইতে পারে না; না—তাহা নহে; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে; [সুতরাং চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩॥২৫॥]

'আত্মা মহান্ হইলেও আরার (চর্ম্মভেদক অস্ত্রের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে।' অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩॥২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদের্দেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্তু তন্ন বিদ্যত ইতি চেৎ, ন; আত্মনোঽপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যুপগমাৎ; হৃদয়-দেশে হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ শ্রূয়তে—"হৃদি হ্যয়মাত্মা, তত্রৈকশতং নাড়ীনাম্" [প্রশ্ন° ৩।৬] ইতি; তথা "কতম আত্মা" [বৃহদা° ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃত্য "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ" ইতি আত্মনো দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ; ন তু চন্দনস্য দেশ-বিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্ত্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্ত্তিনোঽপি সকলদেহব্যাপিত্বে নিদর্শনমাহ—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি। প্রদীপাদ্যালোকো যথা একদেশগতোঽপি প্রভয়া অনেকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি এক-দেশগতোঽপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা দেহৈকদেশে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইবে॥২॥৩॥২৬॥]

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনা [একই সময়ে দুঃখাদির অনুভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না; অপরের মতাবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন "অবিরোধঃ" ইত্যাদি।

শ্বেতচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আহ্লাদ উৎপাদন করে, তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা অনুভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৪॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে; সুতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য থাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ বিশেষ কিছু নাই? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে; কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। যথা—'এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে।' সেইরূপ 'কোনটি আত্মা?' এইরূপ উপক্রম করিয়া [বলিয়াছেন যে,] 'প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, যাহা হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ।' আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই সূত্রে চন্দনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের ন্যায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৫॥

এখন একদেশবর্ত্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—"গুণাদ্বা" ইত্যাদি।

'বা'-শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ ; আলোকবৎ—যথা মণি-দ্যুমণিপ্রভৃতীনামেকদেশবর্ত্তিনাম্ আলোকোঽনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থস্যাত্মনো জ্ঞানং সকল-দেহং ব্যাপ্য বর্ত্ততে ; জ্ঞাতুঃ প্রভাস্থানীয়স্য জ্ঞানস্য স্বাশ্রয়াদন্যত্র বৃত্তির্মণি-প্রভাবদুপপদ্যত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩॥২৬॥

ননূক্তং (*) জ্ঞানমাত্রমেবাত্মেতি ; তৎ কথং জ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গুণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের ন্যায়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণস্য গন্ধস্য যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্‌ভাবেনাপি অবস্থিতিরুপলভ্যতে, তথা আত্মগুণস্যাপি জ্ঞানস্য আত্মনো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ । তথা চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি। অত্রহি জ্ঞাতুঃ পুরুষস্য জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন ততো জ্ঞানস্য ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে যেরূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, 'এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩॥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধস্য গুণত্বেনোপলভ্যমানস্য ততো ব্যতিরেকঃ ; তথা

পরমত-নিষেধার্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোকের ন্যায় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন, একস্থানবর্ত্তী মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়; হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহ ব্যাপীয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মণিপ্রভার ন্যায়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রভাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্যত্রও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩॥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি 'আমি

(*) বিজ্ঞানমাত্রম, ইতি ক, পাঠঃ।

জ্ঞানামীতি জ্ঞাতৃগুণত্বেন প্রতীয়মানস্য জ্ঞানস্যাত্মনো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*)। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—"জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জ্ঞানাতীত্যনুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু 'নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, 'আমি জানিতেছি' এই অনুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু 'জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না' এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কথনেও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

স্বশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিশ্যতে "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যত্তুক্তং "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।২২], "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" [তৈত্তি০ আন০ ৫।১], "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ" (†) [বিষ্ণু পু০ ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিশ্যতে ইতি, তত্রাহ—

তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্গুণসারত্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত গুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার ন্যায়।)]

[সরলার্থঃ—নন্বাত্মনো জ্ঞান-গুণকত্বে 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশো নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—'তদ্গুণসারত্বাৎ' ইতি।

তদ্গুণসারত্বাৎ—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানং যস্য, তস্য ভাবঃ তদ্গুণসারত্বম্, তস্মাৎ হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—"সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশঃ, অন্যথা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জ্ঞান যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি স্থলে তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই আত্মার সার বা প্রধান, এইজন্যই আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

(*) ব্যতিরেকসিদ্ধিং দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ, ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) নির্মলম্ 'ইত্যন্তঃ 'খ' ঘ' পাঠঃ।

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ; তদ্‌গুণসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-গুণসারত্বাৎ আত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ। বিজ্ঞানমেবাস্য সারভূতো গুণঃ, যথা প্রাজ্ঞস্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে— "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি° আন° ৭।১] "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" [তৈত্তি° ভৃগু° ৬।১] ইতি। প্রাজ্ঞস্য হ্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি° আন° ৮।৪], "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" [তৈত্তি° আন° ৯।১] ইতি, যথা বা "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১।১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-শব্দেন ব্যপদেশঃ। "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি° আন° ১।১।২], "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" [মুণ্ড° ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইতি বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি' এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে। 'এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে—জ্ঞানকর্ত্তা' এই শ্রুতিও সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না,' এই শ্রুতিতে ব্যতিরেক-বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন', 'যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ করেন', এবং 'প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদ্‌গুণসারত্বাৎ" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে। তদ্‌গুণসারত্ব অর্থ—যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—'এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত', 'আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন।' প্রাজ্ঞ পরমাত্মারও আনন্দই সারভূত গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—'তাহা [হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ', 'ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না', অথবা, যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', এখানে বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, [তেমনি] 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত', 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ', ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু দর্শনের মতেই গন্ধকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবীর গন্ধই নানাবিধ সংযোগের ফলে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় মাত্র।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্ত্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমনিয়তবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানং বিহায় আত্মনঃ বর্ত্তিতুমশক্যত্বাদপীত্যর্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবতি বহ্ন্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্য অগ্নিকে 'প্রকাশ' বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানস্য যাবদাত্মভাবিধর্ম্মত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ ষণ্ডাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন গৌরিতি ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ। চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোঽপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩॥৩০॥

যচ্চোক্তং সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানস্য ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥২॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—শুক্রাদির ন্যায়) তু (কিন্তু) অস্য (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিদ্যমানের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব)।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্ত্যাদিষু জ্ঞানস্যাদর্শনাৎ তস্য যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—'পুংস্ত্বাদিবৎ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত্যাদৌ সতঃ সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানস্যৈব জ্ঞানস্য জাগরাদৌ অভিব্যক্তিযোগাৎ নৈতচ্চোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্ত্বাদিবৎ—পুংস্ত্বং যথা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সদেব যৌবনে অভিব্যজ্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ।

বাল্য বয়সে পুরুষত্ব (শুক্রাদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্ব্বার অভিব্যক্ত হয় মাত্র; সুতরাং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আত্মগুণত্ব ব্যাহত হয় না ॥২॥৩॥৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহভাবী ধর্ম্ম বা গুণ, সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না। সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি ষণ্ড (ষাঁড়)

তু-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্ত্যাদিষপি বিদ্যমানস্য জাগর্য্যাদিষভিব্যক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বোপপত্তিঃ; পুংস্ত্বাদিবৎ—যথা পুংস্ত্বাদ্যসাধারণস্য ধাতোর্বাল্যাবস্থায়াং সতোঽপ্যনভিব্যক্তস্য যুবত্বেঽভিব্যক্তৌ পুংসত্ত্বত্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি। সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্য স্বরূপানুবন্ধি—"তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্" [গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যপদেশাৎ। সুষুপ্ত্যাদিষপ্যয়মর্থঃ প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্; তস্য বিদ্যমানস্য জ্ঞানস্য বিষয়গোচরত্বং জাগর্যাদাবুপলভ্যতে। এতে চাত্মনো জ্ঞাতৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রাগেবোপপাদিতাঃ; অতো জ্ঞাতৃত্বমেব জীবাত্মনঃ স্বরূপম্; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ। "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্য জ্ঞানাভাব উচ্যতে; অপি তু "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি"

প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী, অর্থাৎ যতকাল ষণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোত্বের সত্তাও ততকাল; এই কারণে গোত্বাদিধর্ম্মবোধক শব্দেও ষণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ; এই কারণেও বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২॥৩॥৩০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান কখনই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুংস্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদি।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র; সুতরাং তাহার স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে। পুংস্ত্বাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (যাহার অভাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বাল্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে আবার অভিব্যক্ত হয়। সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে, [ইহাও তদ্রূপ]। সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও 'এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ হইতেই জানা যায়। আর সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, 'অহং' পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র। আত্মার যে, এই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই আত্মার স্বরূপানুগত ধর্ম্ম; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে)। 'মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না', এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু ['জীব] এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়', এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইতি সংসারদশায়াং যৎ ভূতানুবিধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্ম-নাশাদিদর্শনম্, তৎ মুক্তস্য ন বিদ্যতে—"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্, সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্" "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" [ছান্দো০ ৮।১২।৩,৫] ইত্যাদিশ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্ব্বগতত্বে দূষণমাহ—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥২॥৩॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (সর্ব্বদাই বিষয়োপলব্ধি ও তাহার অভাব হইবার সম্ভাবনা) অন্যতরনিয়মঃ (কেবলই উপলব্ধি, বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম) বা (অথবা) অন্যথা (এরূপ না হইলে)।]

[সরলার্থঃ—অন্যথা—আত্মনঃ সর্ব্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ—নিত্যং যুগপদেব উপলব্ধ্যনুপলব্ধী প্রসজ্যেয়াতাম্, অথবা অন্যতরনিয়মঃ—উপলব্ধিরেব বা, অনুপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মাশয়ঃ—সর্ব্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, যদি বা অনুপলব্ধেরেব হেতুঃ স্যাৎ, তদা আত্মনঃ সর্ব্বদা সত্বাৎ সর্ব্বদৈব উপলব্ধিঃ অনুপ-লব্ধির্বা প্রসজ্যেত ; নতু কদাচিদুপলব্ধিঃ, কদাচিদনুপলব্ধির্বা। উভয়হেতুত্বে চ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী যুগদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্ব্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্ অণুশ্চেত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি সর্ব্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না। অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩॥৩২॥]

ভূতানুগত্য নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না, এই কথাই উক্ত হইতেছে ; কারণ, তাহা হইলেই 'জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না ; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না ; কেবল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন', ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥৩॥৩১॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্ব্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি।

অন্যথা—সর্ব্বগতত্বপক্ষে তস্য জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী সহৈব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলব্ধিরেব বা নিত্যং স্যাৎ, অনুপলব্ধিরেব বা। এতদুক্তং ভবতি—লোকে তাবদ্ বর্ত্তমানয়োরাত্মোপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্ব্বগতো হেতুঃ স্যাৎ,—উপলব্ধেরেব বা, অনুপলব্ধেরেব বা। উভয়হেতুত্বে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত; যদ্যুপলব্ধেরেব, সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্রানুপলম্ভো ন স্যাৎ। অথানুপলব্ধেরেব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রোপলব্ধির্ন স্যাৎ—ইতি। অস্মাকং শরীরস্যান্তরেবাবস্থিতত্বাদাত্মনস্তত্রৈবোপলব্ধির্নান্যত্রেতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ। করণায়ত্তোপলব্ধিরপি সর্ব্বেষামাত্মনাং সর্ব্বগতত্বেন সর্ব্বৈঃ করণৈঃ সর্ব্বদা সংযুক্তত্বাৎ অদৃষ্টাদেরপ্যনিয়মাদুক্তদোষঃ সমানঃ ॥২॥৩॥৩২॥ [৪র্থ অধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে সর্ব্বদাই একসঙ্গে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে। উভয়ই হইতে পারে না এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্ব্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই আত্মা যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উভয়েরই (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসক্তি হয়। আর যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলব্ধি) হইতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপলব্ধি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*)। আমাদের মতে (আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানগুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবে, অন্যত্র হইবে না ; সুতরাং উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে। [পরমতে] বিষয়োপলব্ধিকে ইন্দ্রিয়াধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্ব্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না, তখন এই পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (†) ॥২॥৩॥৩২॥ [চতুর্থ অধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—সময়বিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়েরই হেতু ? (২) কিংবা কেবল উপলব্ধিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে এক সময়েই আত্মার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়ই ঘটিতে পারে ; অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই উপলব্ধি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি বা অজ্ঞান থাকিতে পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও জ্ঞানগুণবান্ বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না।

(†) তাৎপর্য্য—যাহাদের মতে আত্মা অণুপরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়টী উপলব্ধির বিষয়

কর্ত্রধিকরণম্।। **কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২॥৩॥৩৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—কর্ত্তা (কর্ত্তা) শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য)।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জ্ঞাতা অণুশ্চেতি স্থিতম্; ইদানীং তস্য কর্ত্তৃত্বমপি ব্যবস্থাপ্যতে—"কর্ত্তা" ইত্যাদিনা।

শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবান্ চ মন্তব্যঃ, অন্যথা 'ইদং কর্ত্তব্যম্, ইদং ন কর্ত্তব্যম্' ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ আনর্থক্যমেব প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্ব্বে আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—"কর্ত্তা" ইত্যাদি।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্ত্তাও বটে; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাণুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; ইদানীং কিং স এব কর্ত্তা? উত স্বয়মকর্ত্তৈব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্ত্তৃত্বমাত্মন্যধ্যস্যতি? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? অকর্ত্তৈবাত্মেতি; কুতঃ? আত্মনো হ্যকর্ত্তৃত্বম্, গুণানামেব চ কর্ত্তৃত্ব-

[পূর্ব্বপক্ষে আত্মনঃ অকর্ত্তৃত্বম্।]

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্ত্তা? অথবা নিজে অকর্ত্তা হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্ত্তৃত্বধর্ম্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র? (*)। [কোন্ পক্ষটি] যুক্তিযুক্ত? আত্মা

পূর্ব্বপক্ষ—আত্মার অকর্ত্তৃত্ব।

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু যাহাদের মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহাদের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্ব্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধি-গোচর হইতে পারে। অদৃষ্টকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মকেও) উহার বিভেদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; সুতরাং অদৃষ্টকেও উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিয়ামক বলিতে পারা যায় না।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'কর্ত্রধিকরণ,' ইহা ৩৩শ হইতে ৩৯শ পর্য্যন্ত নয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্ত্তৃত্ববাদ। (২) সংশয়—কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি আত্মার? কিংবা প্রকৃতির? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। (৪) উত্তর—না কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি আত্মারই বটে, প্রকৃতির নহে; আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বৃথা হইয়া যায়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব আত্মাই কর্ত্তা, এবং তাহার প্রতিই বিধিনিষেধপ্রয়োগ; আত্মা তদনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেষু শ্রূয়তে। তথাহি কঠবল্লীষু জীবস্য " ন জায়তে ম্রিয়তে" [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্ব্বং প্রকৃতিধর্ম্মং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে" [কঠ০ ২।১৯]

ইতি। হন্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ। তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবস্যাকর্ত্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তু ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে" [গীতা০ ৩।২৭]
"নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।" [গীতা০ ১৪ ১৯]
"কার্য্য-কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" [গীতা০ ১৩।২০]

ইতি চ। অতঃ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্ত্তৃত্বমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি।

অকর্ত্তা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে। দেখ, কঠোপনিষদে 'জন্মে না; মরে না' ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্ত্তৃত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—'হন্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহারা উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, 'এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না'; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হন্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না। স্বয়ং ভগবান্ই এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্ত্তৃত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—'প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক 'আমি করিতেছি' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে'। 'দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্তারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ত্রিগুণেরই কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকেন', 'কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখ-দুঃখ-ভোগের কর্ত্তৃত্বে পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন', ইতি। অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্ত্তৃত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।"

আত্মৈব কর্ত্তা, ন গুণাঃ; কস্মাৎ? শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। শাস্ত্রাণি হি "যজেত স্বর্গকামঃ" "মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীত" ইত্যেবমাদীনি স্বর্গ-মোক্ষাদিফলস্য ভোক্তারমেব কর্ত্তৃত্বে নিযুঞ্জতে; নহ্যচেতনস্য কর্ত্তৃত্বেঽন্যো নিযুজ্যতে। শাসনাচ্চ শাস্ত্রম্; শাসনঞ্চ প্রবর্ত্তনম্; শাস্ত্রস্য চ প্রবর্ত্তকত্বং বোধজননদ্বারেণ; অচেতনং চ প্রধানং ন বোধয়িতুং শক্যম্। অতঃ শাস্ত্রাণামর্থবত্ত্বং ভোক্তুশ্চেতনস্যৈব কর্ত্তৃত্বে ভবেৎ। তদুক্তং—"শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" [পূর্ব্বমীমাংসান্যায়] ইতি। যদুক্তং "হন্তা চেন্মন্যতে" ইত্যাদিনা হনন-ক্রিয়ায়ামকর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ শ্রূয়ত ইতি; তদাত্মনো নিত্যত্বেন হন্তব্যত্বাভাবাদুচ্যতে। যচ্চ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" ইত্যাদিনা গুণানামেব কর্ত্তৃত্বং স্মর্য্যত ইতি; তৎ সাংসারিকপ্রবৃত্তিষস্য কর্ত্তৃতা সত্ত্বরজস্তমোগুণসংসর্গকৃতা, ন স্বরূপপ্রযুক্তেতি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন গুণানামেব কর্ত্তৃতেত্যুচ্যতে। তথা চ তত্রৈবোচ্যতে—

[সিদ্ধান্তে আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্।]

"কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু"। [গীতা০ ১৩।২১]

ইতি। তথা তত্রৈবাত্মনশ্চ কর্ত্তৃত্বমভ্যুপেত্যোচ্যতে—

আত্মাই কর্ত্তা, গুণসমূহ অর্থাৎ গুণপরিণাম বুদ্ধি কর্ত্তা নহে; কারণ?—শাস্ত্রের সার্থকতাই কারণ। কেননা, 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যাগ করিবে', 'মুমুক্ষু পুরুষ ব্রহ্মোপাসনা করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহও স্বর্গ ও মোক্ষাদি ফলের ভোক্তাকেই কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে; অথচ অচেতন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব হইলে কখনই অপরকে (পুরুষকে) নিযুক্ত করা উচিত হইত না। বিশেষতঃ শাসন করে বলিয়াই শাস্ত্র; শাসন অর্থ—[কর্ত্তব্য কার্য্যে] প্রবৃত্ত করান। [উপদিষ্ট বিষয়ে] জ্ঞানোৎপাদন দ্বারাই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকত্ব সিদ্ধ হয়; অথচ অচেতন প্রধানের (প্রকৃতির) কখনই প্রবোধ-সমুৎপাদন করা যাইতে পারে না। অতএব চেতন আত্মার কর্ত্তৃত্ব হইলেই শাস্ত্রসমূহের সার্থকতা হইতে পারে। [মীমাংসাশাস্ত্রে] ইহা উক্তও আছে—'প্রয়োক্তাতেই—কার্য্যকর্ত্তাতেই শাস্ত্রফল [শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াফল (অকর্ত্তাতে নহে)]।

আর "হন্তা চেৎ মন্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রে যে, হনন-ক্রিয়ায় আত্মার অকর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে, বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নিত্য আত্মার হনন অসম্ভব বলিয়াই বলা হইতেছে। আর যে, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" ইত্যাদি বাক্যে গুণসমূহেরই কর্ত্তৃত্ব শোনা যাইতেছে, বলা হইয়াছে, তাহাতেও ঠিক সাংসারিক ব্যাপারে যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংসর্গ দ্বারাই সম্পাদিত হয়, কেবলই স্বরূপ দ্বারা সম্পাদিত হয় না; এইজন্য স্বকীয় ও পরকীয় কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের বিবেকপ্রদর্শনার্থ গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বই কেবল কথিত হইতেছে। সেখানেই এইরূপ কথিত আছে যে,—'ইহার যে, সৎ ও অসৎ ক্ষেত্রে জন্ম, [প্রকৃতপক্ষে] গুণসঙ্গ (প্রকৃতি-সম্বন্ধই) তাহার কারণ।' এইরূপ, সেখানেই (ভগবদ্গীতাতেই) আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও বলা

"তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥" [গীতা০ ১৮।১৬] ইতি।
"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্"॥ [গীতা০ ১৮।১৪]

ইত্যধিষ্ঠানাদি-দৈবপর্য্যন্তসাপেক্ষে সত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে য আত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং মন্যতে, ন স পশ্যতীত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৩৩॥

উপাদানাদ্বিহারোপদেশাচ্চ ॥২॥৩॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপাদানাৎ (প্রাণসমূহের গ্রহণ হইতে), বিহারোপদেশাৎ) পরিভ্রমণের উপদেশ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"স যথা মহারাজঃ ...এবমেবৈষ এতান্ গৃহীত্বা তস্য শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইত্যত্র প্রাণ-গ্রহণে ভ্রমণে চ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বোপদেশাদপি কর্ত্তৃত্বং তস্য অধ্যবসিতব্যমিত্যর্থঃ ॥

'মহারাজ যেমন, তেমনি এই আত্মা এই প্রাণসমূহকে (ইন্দ্রিয়গণকে) গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে স্বশরীরমধ্যে পরিভ্রমণ করে,' এখানে প্রাণসমূহের গ্রহণে ও যথেচ্ছ বিচরণে আত্মার কর্ত্তৃত্বোপদেশ থাকায়ও আত্মারই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥৩৪॥]

"স যথা মহারাজঃ" ইতি প্রকৃত্য "এবমেবৈষ এতান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" [বৃহদা০ ৪।১।১৮] ইতি প্রাণানামুপাদানে বিহারে চ কর্ত্তৃত্বমুপদিশ্যতে ॥২॥৩॥৩৪॥

হইতেছে—'এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে, যে লোক কেবল আত্মাকেই (অকর্ত্তারূপে) জানে, বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হওয়ায় সেই দুর্ম্মতি বাস্তবিক পক্ষে আত্মাকে দর্শন করে না।' 'অধিষ্ঠান (স্থূলদেহ), কর্ত্তা, নানাবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা বা ব্যাপার, আর পঞ্চম দৈব (অদৃষ্ট), [এ সমস্তই কার্য্যনির্ব্বাহের কারণ।'] এইরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব যখন অধিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া দৈবপর্য্যন্ত পাঁচটি সহায়সাপেক্ষ, তখন যে লোক একমাত্র আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ত নিশ্চয়ই [আত্মাকে] দর্শন করে না ॥২॥৩॥৩৩॥

'প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন' এইরূপ কথার পর 'এই আত্মাও তেমনি এই সমস্ত প্রাণকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীরমধ্যে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করে' এই স্থলে প্রাণসমূহের গ্রহণে ও বিচরণে [আত্মারই] কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করা হইয়াছে ॥২॥৩॥৩৪॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাৎ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্য্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘটে] ।]

[সরলার্থঃ—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্ত্তা মন্তব্যঃ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দ্দিশ্যতে, অপিতু বুদ্ধিরেব; তর্হি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—'বিজ্ঞানম্' ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥

'বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াথাকেন,' ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্ত্তা, বুদ্ধি কর্ত্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" [তৈত্তি° আন° ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্ত্তা। বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ 'বিজ্ঞানেন ইতি করণবিভক্তি-নির্দ্দেশঃ স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলব্ধিবৎ (অনুভূতির ন্যায়) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে যথা উপলব্ধেরনিয়মো দোষ উক্তঃ, তদ্বৎ কর্তৃরূপায়াঃ প্রকৃতেরপি সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ্যাৎ তৎকৃতানি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষেণ ভোগায় স্যুঃ, পক্ষান্তরে কস্যাপি বা ন স্যুঃ, ভোগাভোগহেত্বোঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কর্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে; কারণ, প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

আত্মনোঽকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভুত্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ; তদ্বদাত্মনোঽকর্তৃত্বে প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তস্যাঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বেষাং ভোগায় স্যুঃ, নৈব বা কস্যচিৎ। আত্মনাং বিভুত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্। অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপদ্যতে, যদায়ত্তা ব্যবস্থা স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্য্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোঽকর্তৃত্বে হি অকর্ত্তুশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃরূপায়া বুদ্ধেরেব ভোক্তৃত্বশক্তির্ভবিতুমর্হতি; সুতরাং ভোক্তৃত্বশক্তেরপি বিপর্য্যয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি কর্ত্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃরূপা বুদ্ধির পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয়; সুতরাং ভোক্তৃত্ব-শক্তিরও বিপর্য্যয় হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বানুপপত্তের্ভোক্তৃত্বশক্তিরপি তস্যা এব স্যাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃত্বশক্তির্হীয়েত। ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধেরেব

'বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,' এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, 'বিজ্ঞান' শব্দে আত্মার নির্দ্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন 'বিজ্ঞানং' স্থলে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দ্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার বিভুত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে। প্রকৃতি যখন সর্ব্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ সর্ব্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে; না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না। আর সকল আত্মাকেই যখন বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এই জন্যই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয় না, যাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটিতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্ব-শক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে; সুতরাং আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ

সম্পদ্যত ইতি আত্মসদ্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্যাৎ। "পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" [সাংখ্যকারিকা০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্য সমাধেরপি সৈব কর্ত্রী ভবেৎ; সমাধিশ্চ—'প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মি' ইত্যেবংরূপঃ, ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধিঃ 'প্রকৃতেরন্যাঽহমস্মি' ইতি সমাধাতুং শক্নোতি; তস্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্রী বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্রী স্যাৎ। স চ সমাধিঃ 'প্রকৃতেরন্যোঽস্মি' ইত্যেবংরূপঃ; ন চ প্রকৃতেরন্যোঽস্মীতি প্রকৃতিঃ সমাধাতুমলম্। অতোঽপ্যাত্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সদ্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ', (*) ইহাই হইতেছে তাহাদের (সাংখ্যবাদিগণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্রী হইবে। সেই সমাধির আকারও 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই 'আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন' এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩॥৩৮॥

(*) তাৎপর্য্য।—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ বা চিন্ময় ও অকর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মটি বুদ্ধির নিজস্ব, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। উক্ত আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য সাংখ্যে অনেকগুলি হেতু বা যুক্তি উপন্যস্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'ভোক্তৃভাবাৎ' একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি? না, ভোক্তৃত্বই প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, ভোক্তার জন্যই ভোগ্যের সৃষ্টি; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক; সেই ভোক্তাও যদি আবার বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার জন্যও আবার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার জন্যও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে, তন্নিবারণার্থ স্বতন্ত্র একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অন্য-কৃত কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিলে জগতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইত; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া

নন্বাত্মনঃ কর্তৃত্বেঽভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বদা কর্তৃত্বান্নোপরমেত, ইত্যত্রাহ—

যথা চ তক্ষোভয়ধা ॥২॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সূত্রধর) উভয়ধা (উভয় প্রকার)।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী সূত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোঽপি কর্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়ধা বর্ত্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কর্ম্মসু উভয়ধা ব্যবস্থা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিশ্চ উপপদ্যতে। বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে তু অচেতনতয়া তস্যা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়ধা ব্যবস্থা নোপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—সূত্রধর যেমন কার্য্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেমনি চেতন আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্রবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোঽপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু নেচ্ছতি, তদা ন করোতি। যথা তক্ষা বাশ্যাদিকরণসন্নিধানেঽপি ইচ্ছানুগুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ। বুদ্ধেস্তু অচেতনায়াঃ কর্তৃত্বে তস্যাঃ ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সর্ব্বদা কর্তৃত্বমেব স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমং কর্ত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কখনই তাহার কর্ত্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদুত্তরে বলিতেছেন—"যথা চ" ইত্যাদি।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা না করে, তখন করে না। যেমন তক্ষা (সূত্রধর) বাইশ্ প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন সন্নিহিত থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না। কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইলে তাহার কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে, কখনও কর্ত্তৃত্বের বিরাম হইতে পারে না। ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চম কর্ত্রধিকরণ ॥ ৫ ॥]

স্বীকার করিতে হয়। এখন আত্মা যদি কর্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কর্ত্রী হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধিকেই স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ; কাজেই ভোক্তৃত্বের অনুপপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ হইবে ; এইজন্যই ভাষ্যকার, ভোক্তৃত্বের অভাবে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসম্ভাব আশঙ্কা করিয়াছেন।

পরায়ত্তাধিকরণম্।) **পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥**

[পদচ্ছেদঃ—পরাৎ (পরমাত্মা হইতে) তু (কিন্তু) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ক শ্রুতি হইতে)।]

[জীবস্য কর্তৃত্বং কিং পরায়ত্তম্? উত স্বায়ত্তম্? ইতি শঙ্কায়াং পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাহ—"পরাৎ" ইত্যাদি। জীবস্য কর্তৃত্বং তু পরাৎ পরমাত্মন এব নিষ্পদ্যতে, নতু স্বতঃ; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদৌ জীবকর্তৃত্বস্য পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বভাবতঃ নহে। কারণ? যেহেতু 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্যামিরূপে শাসন করিয়া থাকেন।' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবস্য কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যেণ? উত পরমাত্মায়ত্তম্? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? স্বাতন্ত্র্যেণেতি। পরমাত্মায়ত্তত্বে হি বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত। যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশক্তঃ, স এব নিযোজ্যো ভবতি। অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণাস্য কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; তৎ কর্তৃত্বম্ অস্য জীবস্য পরাৎ -পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি স্বায়ত্ত? অথবা পরমেশ্বরায়ত্ত? কি পাওয়া গেল? স্বায়ত্তই বটে; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে। যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিয়োগার্হ হইয়া থাকেন; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্তৃত্ব; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" (*)।

'তু' শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। জীবের যে সেই কর্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পরায়ত্তাধিকরণ'। ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ব। (২) সংশয়—জীবের সেই কর্তৃত্ব স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধক শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে। (৪) উত্তর—না—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—জীবের কর্তৃত্ব সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই অধীন, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাজ্য।

এব হেতোর্ভবতি; কুতঃ? শ্রুতেঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি। স্মৃতিরপি—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।" [গীতা০ ১৫।১৫],
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নন্বেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টানুযায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্য)।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতশুভাশুভকর্ম্মসাপেক্ষঃ সন্ জীবং কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে। এবমেব হি সতি জীবং প্রতি বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যং নৈষ্ফল্যং ন ভবতি। 'আদি'-শব্দেন নিগ্রহানুগ্রহাদিপরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূর্ব্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ? 'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন।' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—'আমিই সকলের হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে।' 'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়া দ্বারা পরিভ্রামিত করত সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন' ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত হইলে [জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়] বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ" ইত্যাদি।

সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্ত্তয়তি। পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্য প্রবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতৎ ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ। আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে। যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে পরস্বত্বাপাদনম্ অন্যতরানুমতিমন্তরেণ নোপপদ্যতে; (*) অথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বস্যৈব ভবতি। পাপকর্ম্মসু নিবর্ত্তনশক্তস্যাপ্যনুমন্তৃত্বং ন নির্দয়ত্বমাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্।

নন্বেবম্ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি" [কৌষী০

অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা অনুকূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। ইহা কোন প্রমাণ হইতে জানা যায় ? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে [জানা যায়]। 'আদি' শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে। যেমন উভয়ের সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে অন্যতরের (স্বত্বাধিকারী দুই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি দ্বারাই সেই দানফল ভোগ করিয়া থাকে (†), ইহাও তদ্রূপ। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পাপকর্ম্মে অনুমতি প্রদান করায় যে, নির্দ্দয়ত্ব দোষ হয় না, তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ভাল, এরূপ হইলে, 'ইনিই (ঈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(*) তথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং তস্যৈব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যক। এই জন্য একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রথমোক্ত দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই উক্ত দান-ফলের অধিকারী হয়; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে; সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কাজেই ফলভোগেও তাহারই সংপূর্ণ অধিকার। তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই দয়াপরবশ হইয়া পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, এই জন্য এখানে প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী মাত্র।

৩।৯] ইত্যুন্নিনীষয়া অধোনিনীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়তীত্যেতৎ নোপপদ্যতে। উচ্যতে—এতন্ন সর্ব্বসাধারণম্, যস্তু অতিমাত্র-পরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তমনুগৃহ্ণন্ ভগবান্ স্বয়মেব স্বপ্রাপ্ত্যুপায়েষ্বতিকল্যাণেষু কর্ম্মস্বেব রুচিং জনয়তি। যশ্চ অতিমাত্র-প্রাতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ত্ততে; তং নিগৃহ্ণন্ (*) স্বপ্রাপ্তি-বিরোধিষ্বধোগতিসাধনেষু কর্ম্মসু রুচিং জনয়তি। যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ" [গীতা০ ১০।৮] ইত্যারভ্য
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা" [গীতা০ ১০।১১] ইতি।

তথা "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্"। [গীতা০ ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন', এই যে, ঊর্দ্ধে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় (ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছায়) তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সঙ্গত হইতেছে না। [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সর্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই সমান নহে; পরন্তু যে লোক সর্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাঁহারই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কর্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। আর যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কর্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ংই যাহা বলিয়াছেন—'আমিই সর্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমা হইতেই সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনাকারী সেই সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে।' 'তাহাদের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই আমি তাহাদের আত্মারূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি।' এইরূপ,—'সেই নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (ঈশ্বরে অনাশ্রিত—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) 'গ' পুস্তকেতু 'নিগৃহ্ণন্' ইতি পাঠো নোপলভ্যতে। তথা 'রুচিং জনয়তি' স্থলে 'সজ্জয়তি' ইতি পাঠশ্চ উপলভ্যতে।

"মামাত্ম-পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ"। [গীতা০ ১৬।১৮]

ইত্যন্তমুক্ত্বা—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু" ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]

ইত্যুক্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধিকরণম্। ॥ অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দ্দেশ হেতু) অন্যথা (প্রকারান্তরে, চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিত্বং (দাশ ও কিতবাদিভাব) অধীয়তে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ)।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাত্মনোঽংশঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্তুমাহ—"অংশঃ" ইত্যাদি।

জীবঃ খলু পরমাত্মনঃ অংশ এব, কুতঃ ? ভেদব্যপদেশাৎ—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাত্মনোঃ ভেদ উপদিশ্যতে; অন্যথা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাত্মনোরভেদোঽপি ব্যপদিশ্যতে। অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিত্বম্ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ পুনঃ" ইত্যাদৌ দাশভাবং কিতবাদিভাবঞ্চ ব্রহ্মণঃ অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষশ্চ দ্বয়মপি উপপদ্যতে; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মশরীরতয়া চাভেদ ইতি ভাবঃ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাত্মারই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব পরমাত্মারই অংশ; যেহেতু শ্রুতিতে তাহার ভেদনির্দ্দেশও আছে, আবার অন্যথা—অন্যপ্রকারে—অভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। জীবকে পরমাত্মার অংশ বলিলে ভেদাভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব নির্দ্দেশ করায় অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে; সুতরাং জীবকে পরমাত্মার অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঈশ্বর-শূন্য বলিয়া থাকেন', এই হইতে—'নিজের ও পরের দেহে (অবস্থিত) আমাকে সর্ব্বতোভাবে দ্বেষ করতঃ অসূয়া করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির দোষাবিষ্কারের নাম অসূয়া)।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'দ্বেষকারী ক্রূরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আমি নিরন্তর সংসারে অশুভময় আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি' ॥২॥৩॥৪১॥

জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিময়ং জীবঃ পরস্মাদত্যন্তভিন্নঃ ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্ ? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যবচ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ ? ইতি সংশয্যতে ; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। নন্নু "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্ম০সূ ২।১।১৫,২২] ইত্যত্রৈবায়মর্থো নির্ণীতঃ। সত্যম্ ; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেন বিশেষতো নির্ণীয়তে ; যাবদ্ধি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবস্য ব্রহ্মণোঽনন্যত্বম্, ব্রহ্মণস্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অত্যন্তভিন্ন ইতি ; কুতঃ ? "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতা০ ১।৯] ইত্যাদিভেদনির্দ্দেশাৎ। জ্ঞাজ্ঞয়োরভেদশ্রুতয়স্তু 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদৌপচারিক্যঃ। ব্রহ্মণোংঽশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, একবস্ত্বেকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদ্গতা দোষা ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ ; খণ্ডনান-

---

জীবের কর্ত্তৃত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই ? কিংবা উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ সংশয় হইতেছে। ভাল, "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দেভ্যঃ" "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" এই সূত্রদ্বয়েই ত এবিষয় নির্ণীত হইয়াছে ; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু নানাত্ব ও একত্ব-বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বিষয়টিই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই উপপত্তি বা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র ; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এখন কি পাওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির হইল ? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ ? 'দুইটি আত্মাই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও ঈশ্বর, এবং [অপরটি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশই কারণ। জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও 'অগ্নি দ্বারা সেক করিবে' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঔপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কেন না, 'অংশ' শব্দটি হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত। আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে ; কারণ, ব্রহ্মবস্তু কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ইত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, প্রাগুক্তদোষপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাদত্যন্তভিন্নস্য চ তদংশত্বং দুরুপপাদম্। যদ্বা, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীবঃ; কুতঃ? "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো° ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৬ ৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। নানাত্ববাদিন্যস্তু প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথাসিদ্ধাদ্বৈতোপদেশপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাবিদ্যান্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে। অথবা, ব্রহ্মৈব অনাদ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ। কুতঃ? তত এব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাৎ। ন চায়মুপাধির্ভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্, বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি। কুতঃ? অন্যথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ। উভয়থা

উহা অখণ্ড। বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্ব্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপপাদন করাও সহজ নহে। অথবা, ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে); কারণ? 'তুমি হইতেছ ব্রহ্ম' 'এই আত্মা (জীব) ব্রহ্মস্বরূপ' জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ। [অভেদ প্রতিপাদন করা ভিন্ন যাহাদের আর] গত্যন্তর নাই, সেই অদ্বৈতোপদেশপর শ্রুতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্যায় প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অভেদবাদী শ্রুতিসমূহকেও অবিদ্যান্তর্গত (মিথ্যা) বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন (*)। অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব; কারণ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ। উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (†)। কারণ? অন্যথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয়-

---

(*) তাৎপর্য্য—জীব যদি ব্রহ্মেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভেদ যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদশ্রুতিগুলিকে নিশ্চয়ই 'অনুবাদ' বলিতে হইবে; অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য্য নাই; অথচ জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হইলে অভেদবোধক শ্রুতিগুলি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন—নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শক্তি সত্ত্বে শ্রুতির আনর্থক্য স্বীকার করা উচিত হয় না; কাজেই অভেদ শ্রুতির বল অধিক। অতএব, অভেদশ্রুতিসমূহ যেমন ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক শ্রুতিকেও অজ্ঞানান্তর্গত মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'অংশাধিকরণ; ইহা ৪২শ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত একাদশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বরূপ। (২) সংশয়—জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না অভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক শ্রুতিসমূহ ঔপচারিক বা গৌণার্থবোধক, অভেদবোধক শ্রুতিই যথার্থ। ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্রতা সঞ্চয় করাই জীবের প্রয়োজন।

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ব--সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে। অন্যথা চ— অভেদেন ব্যপদেশোঽপি "তৎ ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে। অপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়তে একে—"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ" ইত্যাথর্বণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে। ততশ্চ সর্ব্বজীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোংঽশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মসৃজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব—তৎসংহার্য্যত্ব—তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাক্ত্বাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ। অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্। ন চ অখণ্ডৈকরস-

প্রকারেই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও সৃজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার অন্যপ্রকারেও—'তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অন্যেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—'ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ' (*) এইরূপ আথর্ব্বণ শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিরূপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অতএব সর্ব্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এই-রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দ্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যে, ভেদনির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাহা নহে; কেন না; ব্রহ্ম-সৃজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মাঙ্গত্ব), ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে; সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ বা অনর্থকও নহে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্যই যে, অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে। বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তাৎপর্য্য—দাশ—জাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত্ত। কিতব—ধূর্ত্ত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদন করা হইল।

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোঽতদ্ভাবানুসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্ব্বক-বিয়দাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তসুখদুঃখভাগিত্বম্, অভোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা তন্নিয়-মনেনান্তর্য্যামিত্বম্, জীবভূতস্য স্বস্য কারণ-ব্রহ্মাত্মভাবানুসন্ধানম্, সংসার-মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্ব্বাণেন ভ্রমিতব্যমিত্যুপদিশ্যতে ; তথা সত্যুন্মত্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ। উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব। ন হি দেবদত্তাদেরেক-স্যৈব গৃহাদ্যুপাধিভেদান্নিয়ন্তৃ-নিয়াম্যভাবাদিসিদ্ধিঃ। অত উভয়ব্যপ-দেশোপপত্তয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩॥৪২॥

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—(মন্ত্রাক্ষর হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ইত্যস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাদপি জীবো ব্রহ্মণোঽংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

'সমস্ত জীবগণ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে' এই মন্ত্র হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অবধারিত হইতেছে ॥ ২॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [পুরুষসূ০] ইতি

অতত্ত্বাবানুসন্ধান, অর্থাৎ অব্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য সংকল্পপূর্ব্বক আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা, সেই প্রকটীকরণের ফলে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার (বেদব্যাসের) পক্ষে ভ্রমোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে উন্মত্তপ্রলাপ হইয়া পাড়ে। আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বনির্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়াম্য, এইরূপ নির্দ্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিযোগে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। অতএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥৪২॥

'সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোঽংশো জীবঃ। অংশবাচী হি পাদশব্দঃ। "বিশ্বা ভূতানি" ইতি জীবানাং বহুত্বাদ্বহুবচনং মন্ত্রে, সূত্রেঽপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্। "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।১৮] ইত্যত্রাপ্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ঈশ্বরাদ্ভেদস্যাত্মনাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ। এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্বে প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামেকরূপত্বেঽপি ভেদকাকার আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষমৈরবগম্যতে। "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্মবহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—অপি চ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ইত্যাদৌ জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেঽপি ॥

'জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" [গীতা০ ১৫।৭] ইতি জীবস্য পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে', এই মন্ত্রবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। 'পাদ' শব্দটি অংশবাচক। জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে 'বিশ্বা ভূতানি' স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। আর [অংশো নানাব্যপদেশাৎ] এই সূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জন্যই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, 'তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে। এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাসত্ত্বেও [পরস্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থতত্ত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" এই পঞ্চম সূত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

'জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন' এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেঽপি জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বেন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (প্রভাপ্রভৃতির ন্যায়), তু (কিন্তু) ন (না) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্যেরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"প্রকাশাদিবৎ" ইত্যাদি।

সূত্রে 'তু'শব্দঃ শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বেঽপি জীবো যৎস্বরূপঃ যৎস্বভাবশ্চ, পরঃ পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশাদিবৎ—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং অংশভূতা অপি স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ। অতো ন সর্ব্বথা জীবস্বারূপ্যং ব্রহ্মণি প্রসঞ্জনীয়মিত্যর্থঃ॥

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ নহে। যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্ম্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি, যথা গবাশ্ব-শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোঽংশঃ, তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্নস্থানবর্ত্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবত্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু'শব্দটি উক্ত অশঙ্কা বারণ করিতেছে; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির ন্যায় জীবও পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ, বিশেষণীভূত গোত্বাদি যেমন জাত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ, অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ। কারণ, অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ম্, বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে; এবং জীব-পরয়োর্ব্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে। তদিদ-মুচ্যতে—"নৈবং পরঃ" ইতি। যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীব-পরয়োর্ব্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে; অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে; "তৎ ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১০।৩] "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মেতিশব্দা অপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমতোরিব চ জগদ্-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিভাবম্। যথা;—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।"

ইত্যাদি। চকারাৎ "যস্যাত্মা শরীরম্" ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভাযুক্তের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন; যথা,—'এক-দেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও তদ্রূপ।' ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, 'এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য'। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। সেইজন্য বলা হইতেছে—"নৈবং পরঃ", অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে। প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্য বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্‌ভূতই বটে।

এবং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণ শক্তি-শক্তিমদ্রূপেণ শরীরাত্মভাবেন চ অংশাংশিভাবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥"
"যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ" [বিষ্ণু পু০ ১।২২।৫৬, ৩৮] ইত্যাদিনা। চকারাৎ শ্রুতয়োঽপি—"যস্যাত্মা শরীরম্," [বৃহদা০ ৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীত্যুচ্যতে ॥২॥৩॥৪৬॥

এবং ব্রহ্মণোঽংশত্বে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্বে, জ্ঞত্বে চ সর্ব্বেষাং সমানে কেষাঞ্চিদ্বেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ দর্শনস্পর্শনাদ্যনুজ্ঞা, কেষাঞ্চিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথমুপপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবজনিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদনির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে, অভেদ নির্দ্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 'তুমিই তৎস্বরূপ', 'এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে 'তৎ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় 'ত্বম্' (তুমি) 'অয়ং' (ইহা) এবং 'আত্মা' শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় [অভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।] এ বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন। যথা—'এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দ্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]'। 'হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্ত্তৃক যে কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হরির তনুস্বরূপ' ইত্যাদি। সূত্রস্থ 'চ'কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্মৃতিশাস্ত্রই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে ;] শ্রুতিসমূহও 'আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে [জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩॥৪৬॥

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব, এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম যদি সমস্ত জীবেরই সমান হইল, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি (অধিকার), আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিষেধ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে] দর্শনস্পর্শনাদির অনুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিষেধ) দৃষ্ট হয়, এ সমস্ত উপপন্ন হয় কিরূপে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অনুজ্ঞা-পরিহারৌ" ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি-রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ— অনুজ্ঞা-পরিহারৌ (অনুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বেষাং জীবানামবিশেষণ ব্রহ্মাংশত্বেঽপি ব্যক্তিভেদেন অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধ্যয়নাদৌ অনুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিষেধঃ, ইত্যেবংরূপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ্ উপপদ্যেতে; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নেঃ জ্যোতিরাত্মনা একত্বেঽপি ব্রাহ্মণগৃহ-শ্মশানাদি-সম্বন্ধাৎ গ্রাহ্যত্ব-হেয়ত্বে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অনুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ। যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও শ্মশানাগ্নি পরিত্যাজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশত্ব-জ্ঞত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপশুচ্যশুচিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপদ্যেতে; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরগ্নিত্বেনৈকরূপত্বেঽপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহ্রিয়তে, শ্মশা-নাদেস্তু পরিহ্রিয়তে; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরনুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-দেস্তু পরিহ্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসন্ততেঃ (অবিচ্ছিন্নভাবের অভাব হেতু) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্য্যের অভাব।)

[সরলার্থঃ—জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেঽপি অসন্ততেঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বাদপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাঙ্কর্য্যাভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের ফলভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশত্ব ও জ্ঞাতৃত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অনুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু শ্মশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয়; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অনুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামন্যোন্যভেদাদণুত্বেন প্রতি-শরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোঽপি ন ভবতি। ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদে চ উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োর্জীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্ব্বে দোষাঃ সন্তীত্যভিপ্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

ননু ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যবিদ্যাকৃতোপাধিভেদাদ্ভোগব্যবস্থাদয় উপ-পদ্যন্তে ; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং)।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধায়কঃ যঃ খলু অবিদ্যোপাধিরূপঃ হেতুঃ কল্প্যতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেত্বাভাস এব ; ততশ্চ নাসৌ তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি ; প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্য, যে অবিদ্যা-উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না ; কেন না, প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অখণ্ডৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য স্বরূপতিরোধানপূর্ব্বকোপাধিভেদোপ-পাদনহেতুরাভাস এব। প্রকাশৈকস্বরূপস্য প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্।

ব্রহ্মাংশত্বাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-পরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্য্য—একের ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না। কিন্তু যাহাদের মতে ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মই জীব বলিয়া কথিত হন, এবং যাহাদের মতে মায়োপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত হয় ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই স্বমতে ভোগব্যতিকরের অভাব অভিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অখণ্ড, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্য, যে হেতু কল্পিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে ; কেন না, প্রকাশই যাহার একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বেই উপপাদন করা হইয়াছে।

(*) তত্রাহ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

'আভাসা এব' ইতি বা পাঠঃ, তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬,৯] "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ। অবিদ্যাপরিকল্পিতোপাধিভেদেঽপি সর্ব্বোপাধিভিরুপহিতস্বরূপস্যৈকত্বা-ভ্যুপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তদবস্থ এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেঽপ্যুপাধিভেদহেতুভূতানাদ্যদৃষ্টব-শাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভির্ব্রহ্মণঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাখ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেরপি ভোগনিয়ামকতা নাস্তি, ততশ্চ প্রাগুক্তা দোষাস্তদবস্থা এবেত্যর্থঃ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥]

অথবা, "আভাসা এব' এইরূপই সূত্রের পাঠ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ উপাধিভেদ সমর্থনের অনুকূলে যে সমস্ত হেতুর উপন্যাস করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দ্দোষ হেতু নহে। সূত্রস্থ 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, 'জীব হইতে পৃথগ্ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া' 'জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,' 'সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে' ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরোধ হয়। বিশেষতঃ অবিদ্যাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য দোষ হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা (ভোগব্যতিকরাভাব) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন "অদৃষ্টানিয়মাৎ" ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনঃ জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ।" অর্থাৎ জলে প্রতিফলিত সূর্য্যাদি প্রতি-বিম্বের ন্যায় এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে। ইঁহার মতে একই সূর্য্যের বিভিন্ন জলপাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বের কার্য্য যেরূপ পরস্পরে সঙ্কামিত হয় না, এবং বিম্বস্বরূপ সূর্য্যকেও স্পর্শ করে না, তেমনি বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিম্বের সুখদুঃখাদিও পরস্পরে কিংবা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলের ব্যতিকর হইতে পারে না।

উপাধিপরম্পরাহেতুভূতস্যাদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মস্বরূপাশ্রয়ত্বেন নিয়মহেত্বভাবাদব্যবস্থৈব, উপাধিভিরদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্রহ্মস্বরূপচ্ছেদাসম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাদিষু (অভিপ্রায়াদিতে) চ (ও) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যাদাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥
আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিষয়েও অনিয়মই রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতাভিসন্ধ্যাদিষ্বপি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না)।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি চেৎ, ন, কুতঃ ? অন্তর্ভাবাৎ—সর্ব্বেষামেব উপাধীনাং ব্রহ্মপ্রদেশান্তর্গতত্বাদব্যবস্থা তদবস্থৈবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের যে অংশ যে উপাধির সহিত সম্বদ্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অন্যত্র নহে। না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্রহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত; সুতরাং বিভাগ করিবে কে ? ॥২॥৩॥৫২॥] [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥ ৭॥]

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য
তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্রহ্মস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন তাহাও ভোগ নিয়ামক হেতু হইতে পারে না; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল; কেন না, উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্রহ্মের স্বরূপভেদ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে; তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপদ্যত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ন, উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্ব্বপ্রদেশানাং সর্ব্বোপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ব্যতিকর-স্তদবস্থ এব। প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেঽপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্তৎপ্রদেশ-সম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্যাৎ। পূর্ব্বত্র "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্য-তরনিয়মো বান্যথা।" "উপলব্ধিবদনিয়মঃ॥" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।৩২,৩৬] ইত্যাভ্যাং সূত্রাভ্যাং বেদবাহ্যানাং সর্ব্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ; অত্র তু "আভাস এব চ" ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈর্ব্বেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা অংশগুলি সম্বন্ধ হওয়ায় অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বদ্ধ, তখন সমস্ত উপাধিইত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল। আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*)।

পূর্ব্বে "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা॥" আর "উপলব্ধিবদনিয়মঃ" এই দুইটি সূত্রে, যাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখানে আবার "আভাস এব চ" ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ব-বাদীদিগের (শঙ্কর প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ॥২॥৩॥৫২॥

[সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—যাহারা জীবকে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্যুত বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসাংকর্য্য দোষ পরিহারার্থ এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক অখণ্ড হউক, এবং যদিও জীব তাঁহা হইতে অপৃথক্ পদার্থ হউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ ঘটে, কেবল সেই অংশেই সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে, অন্যাংশে হয় না; তাহারা এইরূপে সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কল্পনা যুক্তিসহ হয় না; কারণ, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বুদ্ধি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে; সুতরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই রহিল। অতএব প্রদেশভেদ কল্পনায়ও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না।

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্।] **তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ)।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতেঃ জীবো নোৎপদ্যতে, তথা "ঋষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ··· প্রাণো বাব ঋষয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিত্যুপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অপি নোৎপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি 'সেই ঋষিগণই অগ্রে সৎস্বরূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্ত্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য কার্য্যত্বেনোৎপত্তাবুক্তায়াং জীবস্য কার্য্যত্বেঽপি স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা ; তৎপ্রসঙ্গেন জীব-স্বরূপং শোধিতম্ ; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোৎ-পত্ত্যাদিপ্রকারো বিশোধ্যতে। তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্য্যত্বং জীববৎ ? উত বিয়দাদিবৎ ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্ ? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব্ব-পক্ষী—"তথা প্রাণাঃ" ইতি। প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি। যথা জীবো নোৎপদ্যতে ; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপদ্যন্তে। কুতঃ ? শ্রুতেঃ। যথা জীব-

ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্যথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্ত্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে। তদ্বিষয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্য্যত্ব, তাহাও কি জীবের ন্যায় ? অথবা আকাশাদির ন্যায় ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? নিশ্চয়ই জীবের ন্যায় পক্ষই ; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন "তথা প্রাণাঃ" ॥ (*)।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ। জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ। ইহা প্রথম হইতে তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। (২) সংশয়—জীবের ন্যায় প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না ; কারণ, প্রলয়-কালেও ইহাদের বিদ্যমানতা-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে ; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির ন্যায় নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্যানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তথা প্রাণানামপ্যনুৎপত্তিঃ শ্রুতেরেবাব-গম্যতে (*)। "তথা প্রাণাঃ" ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে। কা পুনরত্র শ্রুতিঃ?—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি; ঋষয়ো বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ," [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিন্দ্রিয়াণাং সদ্ভাবঃ শ্রূয়তে। প্রাণশব্দে বহুবচনাদিন্দ্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে। নচেয়ং শ্রুতিঃ "বায়ুশ্চান্ত-রিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] "সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িত্বেন পরিণেতুং শক্যা, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [শতপথ০ ৬।১।১] ইতি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রলয়বেলায়ামপ্য-বস্থিতত্বশ্রবণাৎ। উৎপত্তিবাদিন্যস্তু জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্যা ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্তে; কুতঃ? "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"

কারণ? শ্রুতিই কারণ। শ্রুতি হইতে যেমন জীবের অনুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণ-সমূহের অনুৎপত্তিও শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে। 'তথা প্রাণাঃ' বলায় এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রুতি কি? 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল? [উত্তর—] অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহারা? [উত্তর—] এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,' এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও ঋষিগণের সদ্ভাব শোনা যাইতেছে। এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দ্রিয়গণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে। আর 'বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনস্তমিত ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু' ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় এই শ্রুতিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না; কারণ, "অসদ্বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়-কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে। পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলিকেও অবশ্যই গৌণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির ন্যায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ? 'হে সোম্য, অগ্রে এই

(*) প্রাণানামপি অতিদিশ্যতে, ইতি 'খ, ঙ' পাঠঃ।

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ প্রাগবস্থানাসম্ভবাৎ। ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবদুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং চাদর্শনাৎ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিবাক্যেঽপি প্রাণশব্দেন পরমাত্মৈব নির্দ্দিশ্যতে। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" [ছান্দো০ ১।১১।৫] ইতি প্রাণশব্দস্য পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ। "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নত্বচেতনেম্বিন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

"ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে? ইতি চেৎ; তত্রাহ—

জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' 'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব অবধারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ 'ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণের] বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হয় না। আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় যে, ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অন্যার্থে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, আত্মার ন্যায় [ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না। 'অগ্রে ইহা অসৎই ছিল' ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'প্রাণই সেই ঋষি', এই 'ঋষি' শব্দও সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, ['ঋষয়ঃ প্রাণাঃ' এই 'ঋষি ও প্রাণ' শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে] বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"গৌণ্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ঋষি শব্দের অর্থ—যাহারা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সংসারাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন। 'ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ"; সুতরাং সত্যবাদিতাও তাঁহাদের আর একটি ধর্ম্ম। উক্তপ্রকার অর্থকে লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে সপ্তপ্রকার ঋষির পরিগণনা করিয়াছেন—'সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ। কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ।" (রত্নকোষ)। তন্মধ্যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি। কণ্ব ও নারদাদি দেবর্ষি। ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি। ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি। জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি। সুশ্রুতাদি শ্রুতর্ষি। ঋতুপর্ণ প্রভৃতি রাজর্ষি। ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরপর অপকৃষ্ট।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাজ্ঞান সম্পন্নের প্রতিই 'ঋষি' শব্দের প্রয়োগ মুখ্য; সুতরাং এখানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যচিন্ময় ব্রহ্মেই 'ঋষি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্ব্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্বস্য] অসম্ভবাৎ, প্রাণসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং তস্য ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ "ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি বহুবচনশ্রুতিঃ গৌণী বোদ্ধব্যেত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতির্গৌণী, বহ্বর্থাসম্ভবাৎ ; তস্যৈব পরমাত্মনঃ সৃষ্টেঃ প্রাগ-বস্থানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্ব্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্ব্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কস্য নাম্নঃ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্য অভাবাৎ তদ্বাচকশব্দস্যাপ্যভাবঃ ; ততশ্চ তৎকারণীভূতবাগিন্দ্রিয়স্যাপ্যভাবো-ঽনুমীয়তে। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যেষামিন্দ্রিয়াণামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্ব্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্য নামধেয়স্য বাগ্বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-

---

ব্রহ্মেতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (মুখ্যার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও 'প্রাণ' শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাক্ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবী ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রয়ের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্ব্বে নহে) । 'এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল',

মাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাৎ তদানীং বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যাভাবাচ্চ তানি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তগত্যধিকরণম্।] **সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতেঃ (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষরূপে কথিত হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—গতেঃ লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্তানামেব গতিশ্রবণাৎ, “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তৈব প্রাণা বেদিতব্যাঃ; ন ন্যূনাঃ, নাপ্যধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু ‘যখন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়াণি কিং সপ্তৈব স্যুঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে। শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কিং প্রাপ্তম্? সপ্তেতি। কুতঃ? গতের্বিশেষিত-ত্বাচ্চ। গতিস্তাবৎ জায়মানেন ম্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব শ্রূয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; সুতরাং বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিদ্যমান ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে? অথবা একাদশটি? শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ। (*) কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? সাতই বটে। কারণ? গতি এবং বিশেষোক্তিই কারণ। প্রথমতঃ জায়মান বা ম্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তগত্যধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অন্তঃকরণ মন—একাদশ। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা একাদশই সত্য, সপ্ত নহে।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত" [মুণ্ড০ ২।১।৮] ইতি। বীপ্সা পুরুষভেদাভিপ্রায়া। বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" [কঠ০ ২।৬।১০] ইতি। শরীরান্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ। এবং জীবেন সহ জন্ম-মরণয়োঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাৎ, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ জীবস্য করণানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈবেতি গম্যতে। যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন "অষ্টৌগ্রহাঃ" [বৃহদা০ ৫।২।৯] "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ, দ্বাববাঞ্চৌ" ইত্যাদিষু চতুর্দ্দশপর্য্যন্তানি প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাহঙ্কারচিত্তাখ্যানীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে, তেষাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবস্যাল্পাল্পোপকারকত্বমাত্রেণৌপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে।' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 'সপ্ত'-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিরুক্তি হইয়াছে, [কিন্তু সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাভিপ্রায়ে নহে]। বিশেষতঃ, 'যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া থাকেন', এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরমা গতি অর্থ—শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা। এইরূপে, জন্ম ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় 'জ্ঞানানি' (জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা, বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন; এতদ্ভিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতিপাদক 'আটটি গ্রহ' 'প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ' ইত্যাদি বাক্যে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), অহঙ্কার ও চিত্তসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অল্পপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্ত্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াং হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োঽপি ইন্দ্রিয়াণি সন্তি, "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র আত্ম-শব্দেন মনোঽভিহিতম্। অতঃ এবং—সপ্তৈব ইন্দ্রিয়াণীতি। ইয়াংশ্চাত্র বিশেষঃ—প্রয়াণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান থাকে; শ্রুতি বলিতেছেন 'জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ।' অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে; পরন্তু একাদশটি বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥]

ন সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্য ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ। দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনামিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদ আদানাদিঃ; অতস্তেঽপি সন্ত্যেব। অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। অধ্যবসায়াভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। অতঃ "দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ" [বৃহদা০ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোঽভিধীয়তে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"হস্তাদয়স্তু" ইত্যাদি। কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি; কারণ, দেহে জীবাত্মার অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে; শ্রোত্রাদির ন্যায় হস্ত প্রভৃতিরও বস্তুগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ঐরূপ নহে, অর্থাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে। এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব উহারা একাদশই বটে। এই জন্যই 'জীবে অর্থাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা', এখানে 'আত্মা' শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে।

"ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।" [গীতা° ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।

একাদশং মনশ্চাত্র" [বিষ্ণুপু°১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেন্দ্রিয়সঙ্খ্যা স্থিতা। অধিকসঙ্খ্যাবাদাঃ মনোবৃত্তি-ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যপদেশাস্তু তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যবিশেষ-প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণাণুত্বাধিকরণম্।] **অণবশ্চ ।।২।।৪।।৬।।**

[পদচ্ছেদঃ—অণবঃ (অণুপরিমাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামণুত্বমাহ—"অণবশ্চ" ইত্যাদিভিঃ। তে সর্ব্বে প্রাণাঃ অণবশ্চ অণুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অণুপরিমাণও অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মও বটে (বিভু নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

"ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" [বৃহদা° ১।৫।১৩] ইত্যানন্ত্য-শ্রবণাদ্বিভুত্বং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

'ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি।' ইন্দ্রিয়গণকে তৈজস (রাজস) বলিয়া থাকেন; তাহাদের অধিষ্ঠাতা] দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ', ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই) নিশ্চিত হইতেছে। মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দ্দেশ, আবার স্থান বিশেষে গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দ্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥ ২ ॥]

'সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত' এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (†) 'মুখ্য

(*) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" অর্থাৎ সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং এতদনুসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দ্দশ হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমুদয়ই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই সাতটিই জীবের সঙ্গে প্রয়াণ করে; এই জন্য এই সাতটিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য; হস্তাদি সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্যও নহে; ভাষ্যকার 'বিবক্ষিত কার্য্য' পদে এই পরলোকগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'প্রাণাণুত্ব' নামক অধিকরণটি ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে। ইহার অবয়ব পাঁচটি এইরূপ। (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ। (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভু, কি অণু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভু (ব্যাপক); সুতরাং অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে। (৪)

"প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিমিতত্বে সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাদিষু পার্শ্বস্থৈর-নুপলভ্যমানত্বাদণবশ্চ প্রাণাঃ। আনন্ত্যশ্রুতিস্তু "অথ যো হৈতাননন্তানু-পাস্তে" [বৃহদা০ ৩।৫।১৩] ইত্যুপাসনশ্রবণাদুপাস্য-প্রাণবিশেষণভূত-কার্য্যবাহুল্যাভিপ্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোঽপি উৎপদ্যতে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়; কারণ, 'ইহা হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্ণীতো মুখ্যপ্রাণঃ "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্য্যভূত-প্রাণন-সদ্ভাবশ্রবণাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে" ইতি জন্মশ্রবণস্য জীব-জন্মশ্রবণবদুপ-

---

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে' এইরূপে উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু এমত অবস্থায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ সমূহের অণুত্বও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্য প্রাণের কার্য্য বা বৃত্তি বহুবিধ; সেই কার্য্যগত বাহুল্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে; কারণ, 'যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে উপাসনা করেন' এই শ্রুতিতে ঐরূপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৬॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। '[তখন] বায়ুহীন স্বধাসমেত সেই এক বস্তু [প্রাণ] স্পন্দমান ছিল' এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসদ্ভাব কথিত আছে; এবং "এতস্মাৎ জায়তে" এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় (গৌণার্থেও)

উত্তর—প্রাণের পরিমাণ বিভু নহে—অণুই বটে। কারণ, বিভু বা সর্ব্বব্যাপী পদার্থের কোথাও গমনাগমন সম্ভব হয় না; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে; আর মধ্যম পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে গতিশীল ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্বস্থ লোকের নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ গোচর হইত; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণসমূহ নিশ্চয়ই অণু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, স্বরূপতঃ নহে, অণুই উহাদের স্বরূপ।

পত্তের্নোৎপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্য প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তি-শ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। "আনীদবাতম্" ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে; অপি তু পরস্য ব্রহ্মণ একস্যৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে; "অবাতম্" ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। পূর্ব্বেণৈব তুল্যন্যায়ত্বেঽপি পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয়ং প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াধিকরণম্।] **ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৪॥৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক্ নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সোঽয়ং পঞ্চবৃত্তির্মুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্; কুতঃ? "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ" ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, 'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে', এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোঽয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাভূত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্? তস্য বা স্পন্দ-রূপক্রিয়া? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ? ইতি বিশয়ে বায়ুরেবেতি.

উপপন্ন করা যাইতে পারে; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে] সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয়; "এতস্মাৎ জায়তে" শ্রুতিতে পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ, এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে। বিশেষতঃ "আনীদবাতম্" শ্রুতিও জীবসম্বন্ধী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে; কেন না, সেই স্থানেই 'অবাত' বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে; সুতরাং 'অবাত' বিশেষণ সঙ্গত হয় না]। পূর্ব্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্ত্তী সূত্রের সুবিধার জন্য পৃথক্ ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥　　[তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাভূত শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ? অথবা বায়ুরই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াস্বরূপ? অথবা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি ব্যপদেশাৎ। যদ্বা বায়ুমাত্রে প্রাণত্ব-প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিবায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধেশ্চ তৎ-ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েত্যুচ্যতে; কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ; নহি তেজঃ-প্রভৃতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্দ্রব্যতয়োপদিশ্যতে। "যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ" ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তত্ত্বান্তর-মিতিজ্ঞাপনার্থম্। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি 'প্রাণঃ স্পন্দতে' ইতি ক্রিয়াবতি দ্রব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাত্রে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে; কারণ, 'যিনি প্রাণের ও প্রাণ' এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ]। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ রহিয়াছে—'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়' ইতি। এই পৃথক্ নির্দ্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না। তবে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু' বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থাবিশেষাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন 'প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে' এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি; কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) তাৎপর্য্য—এই 'বায়ুক্রিয়াধিকরণ'টি অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ? কিংবা বায়ুর ক্রিয়া মাত্র? অথবা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্ট বায়ুই বটে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই বটে; কারণ, শ্রুতিতে আছে, 'যাহা প্রাণ, তাহা বায়ু', আর বায়ুর ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ আছে। (৪) উত্তর—না—শুধু বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে; কারণ, তাহা হইলে শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দ্দেশ বৃথা হইয়া পড়ে। (৫) নির্ণয়—অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুই প্রাণ-শব্দবাচ্য; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে।

কিময়ং প্রাণো বায়োর্ব্বিকারঃ সন্ অগ্নিবদ্ভূতান্তরম্ ? নেত্যাহ—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ।।২।।৪।।৯।।

[পদচ্ছেদ:—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়) তু (কিন্তু) তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব। কুতঃ? তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দ্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে; কারণ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দ্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ। তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্ট্যাদিভ্যোঽবগম্যতে। চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু। তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে। প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্য বিশিষ্টাভিধানমাদিশব্দেন গৃহ্যতে; "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ" "যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" [ছান্দো০ ১।২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টাভিধানাৎ ॥২॥৪॥৯॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অন্নের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ? (*) না,—স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "চক্ষুরাদিবত্তু" ইত্যাদি।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহাও জীবের একপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে। প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃ-প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দ দ্বারা প্রাণ-শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ 'প্রাণ' এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে; কেন না, 'এই যে মুখ্য প্রাণ,' 'এই যে মধ্যম প্রাণ' ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

(*) তাৎপর্য্য—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় মহাভূত অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে, অগ্নির ন্যায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথচ স্বতন্ত্র একটি ভূত পদার্থ? অথবা অন্য কিছু?

চক্ষুরাদিবদস্যাপি করণত্বে তদ্বদস্যাপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্; সা তু ন দৃশ্যতে; অতো নায়ং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-মর্হতি, ইতি চেৎ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্। অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি উপকারসাধনরাহিত্যাচ্চ ন দোষঃ—প্রাণস্য ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ "যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাত্মিকাং উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব। জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অস্য প্রাণস্য জীবং প্রত্যুপকার-বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি; যত উপকার-বিশেষরূপাং শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি শ্রুতিঃ— "যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" [ছান্দো০ ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাদ্যুৎক্রমণেঽপি শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাং চ

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায় 'করণ' বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণের পক্ষে ত তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন "অকরণত্বাচ্চ" ইত্যাদি।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য্য); অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের) উদ্ভাবনা করিতেছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই [প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—'যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত হইলে পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের ন্যায় (অস্পৃশ্য) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' এই কথা বলিয়া বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ। অতঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোঽয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদিনা জীবস্যোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নন্বেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি স্যুঃ; তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের ন্যায়) ব্যপদিশ্যতে (ব্যবহৃত হয়)।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ—অবস্থাভেদা যস্য, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে। যথা একস্যৈব মনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্; অথবা, যথা অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোঽপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যদ্বা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাণাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, অপানাদয়োঽপি তথেত্যর্থঃ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ যেমন অথবা অবিদ্যা অস্মিতাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি ভেদ বা যেমন মন হইতে কখনই অবস্থা পদার্থ নহে, তেমনি প্রাণও একই বটে, কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ উহারা পৃথক্ পদার্থই নহে। অথবা, কামাদি বৃত্তি ও তৎকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদিও প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেঽপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

---

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখতা) অভিহিত হইয়াছে। অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির ন্যায়ই শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া থাকে; সুতরাংই তাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না] ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক্ পদার্থই হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পঞ্চবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" [বৃহদা০ ৩৫।৩] ইতি বচনাৎ। এবং "প্রাণোঽপানো ব্যান-উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাৎ অপানাদয়োঽপি প্রাণস্যৈব বৃত্তিবিশেষাঃ; ন তত্ত্বান্তরমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্।]

অণুশ্চ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (সূক্ষ্ম) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ্ অয়ং প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥
উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫॥]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)'; তেমনি 'প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্রিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের 'মনোবৎ' কথার ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'মনোবৎ'—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই বটে; অথবা যোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশনামক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত আছে, সেই পাঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র নহে। অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কামাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চত্ব সংখ্যা রক্ষা পায় না, কামাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—দশ; সুতরাং উহাদের গ্রহণ হইতেই পারে না।

আমাদের মনে হয়, দৃষ্টান্তে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চত্ব-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে; এবং সূত্রের ভঙ্গীতেও তাহা বোধ হয় না; অথচ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কুত্রাপি প্রসিদ্ধও নাই, এবং অবিদ্যা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও যোগশাস্ত্রোপযোগী পারিভাষিকমাত্র; সুতরাং সে সমুদয়ও এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে, "মনোবৎ"—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অধ্যবসায়, অহঙ্কার ও মননরূপ বৃত্তিভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই ত্রিবিধ নামভেদ প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে, সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ হইলেও উহারা ফলতঃ একই বটে।

অণুশ্চায়ম্, পূর্ব্ববদুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যাদিষু। অধিকাশঙ্কা তু "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" [বৃহদা০ ৩।৩।২২] "প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" "সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ মহাপরিমাণ ইতি।

পরিহারস্তু—উৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নত্বে সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্।] **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক পরিচালনা) তু (কিন্তু) প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনাম্ অগ্ন্যাদীনাং অধিষ্ঠানং বাগাদিষু প্রেরকতয়া অবস্থানং তু তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ সংকল্পাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ—"যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়তি" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যত্র কথিতমপ্যেতৎ প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্ ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করেন; কারণ, 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

'জীব উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে', ইত্যাদি স্থলে অণুত্ব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*)। 'প্রাণ এই ত্রিলোকের সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান' 'প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,' 'এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত' ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত আশঙ্কা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাত্রেরই অবস্থিতি যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব লইয়াই] প্রাণের বিভুত্ব-বাদেরও উপপত্তি হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥ [পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের পরিমাণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ? না—বিভুপরিমাণ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভু—মহৎপরিমাণ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভু নহে, অণুপরিমাণই বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভুত্ব শ্রুতি কেবল সর্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব জ্ঞাপকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে।

সশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়ত্তা পরিমাণং চোক্তম্; তেষাং প্রাণানামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্ব্বমেব "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গাদুপপাদিতম্; জীবস্য চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" [বৃহদা০ ৪।১।১৬] ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ। তদিদং জীবস্য অগ্ন্যাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিশয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ স্বায়ত্তম্; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্"ইতি।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধিষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি। আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ। কুত এতৎ? শব্দাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্য্যেষু—পরম-

---

ইতঃপূর্ব্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ অভিহিত হইয়াছে; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বেই "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" এই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত হইয়াছে; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং 'এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কাম্য বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলাষানুসারে বর্ত্তমান থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্ন্যাদি দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি তাহাদের স্বাধীন? অথবা পরমেশ্বরাধীন? এইরূপ সংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বরাপেক্ষিত নহে]; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্" ইতি (*)॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্ত্তৃত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ; পরমাত্মার সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে]। ইহা কি হইতে জানা যায়?—শব্দ হইতে,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই 'জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠান' নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ, এই দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান। (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন? অথবা ঈশ্বরাধীন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বাধীনভাবেই বটে। (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন। (৫) নির্ণয়—অতএব সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে।

পুরুষ-মননায়ত্তত্বশাস্ত্রাৎ। যথা অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিষু "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নে-রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি, স আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্" "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" [বৃহদা° ৫।৭।৫।৭,৯,২২,১৮] ইত্যাদি। যথা চ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি° আন° ৮।১] ইতি। তথা, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা° ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্য (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্যত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তস্য পরমাত্মাধিষ্ঠানস্য নিত্যত্বাচ্চ নিয়তত্বাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাদীনাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বমবশ্যমভ্যুপেতব্যমিত্যর্থঃ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্বপদার্থেই তুল্য; এইজন্যও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এবং জীবাত্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরমপুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*)। সেই শাস্ত্র যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামিব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রকরণে 'যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন, অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাহাকে জানে না, অগ্নিই যাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা', 'যিনি বায়ুতে অবস্থান করেন', 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন', 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন', 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি; এবং 'ইঁহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইঁহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন।' এইরূপ আরও আছে—'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন' ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—অধিষ্ঠান অর্থ পরিচালিত করা। জীবাত্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে প্রধানতঃ শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই শাস্ত্রটি এই—"দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ। চন্দ্রশ্চ।" (কূর্ম্মপুরাণ)। অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ (অন্তঃকরণ), এই একাদশটি

সর্ব্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বস্য নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিয়তত্বাচ্চ তৎসঙ্কল্পাদেবৈষামধিষ্ঠাতৃত্বমবর্জ্জনীয়ম্। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ "[তৈত্তি° আন° ৬।২।৩] ইত্যাদিনা পরমপুরুষস্য নিয়ন্তৃত্বেন সর্ব্বচিদচিদ্বস্ত্বনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী শ্রূয়তে; স্মর্য্যতে চ—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। [গীতা° ১০।৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্।] ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়পদবাচ্য), তদ্ব্যপদেশাৎ (ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ হেতু) অন্যত্র (অন্যত্র) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের)।]

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ অন্যত্র অন্যেষু চক্ষুরাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাদ্যাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই 'ইন্দ্রিয়'-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে অব্যভিচরিত; সেই কারণেও জ্যোতিরাদির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য্য। 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী) হইলেন', ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃভাবে চেতনাচেতন সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ; এ কথা—'আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি'. ইত্যাদি স্মৃতিতেও কথিত আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে—দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতাঃ (বরুণ), অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ব্রহ্মা (ক), এবং চন্দ্র, এই একাদশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন জড়স্বভাব; পরপ্রেরণা ব্যতীত তাহাদের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উক্ত দেবতাগণই তাহাদিগকে নিয়মবদ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করিয়া থাকেন; সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও আবার পরমেশ্বরের ইচ্ছিতেই পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে।

কিং সর্ব্বে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টা ইন্দ্রিয়াণি; উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়াণি, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি; কুতঃ? শ্রেষ্ঠাদন্যেষ্বেব প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" [গীতা০ ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনস্কেষ্বেব ইন্দ্রিয়-শব্দো ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরলার্থঃ—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য ভেদশ্রবণাৎ, সুষুপ্ত্যাদৌ ইন্দ্রিয়োপরমেঽপি প্রাণস্থিতেঃ বৈলক্ষণ্যাৎ কার্য্যভেদাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোঽব-গম্যতে ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এবং সুষুপ্তিসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইত্যাদিবিন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

---

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে? এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়; কারণ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহেই ইন্দ্রিয়ত্ব নির্দ্দেশ আছে। কারণ 'দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,' ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

'এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ। (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয় পদবাচ্য? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে।

মবগম্যতে। মনসঃ পৃথক্শ্রবণেঽপি তস্যান্যত্রেন্দ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—"মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" [গীতা০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ। বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠপ্রাণস্যোপলভ্যতে,—সুষুপ্তৌ হি প্রাণস্য বৃত্তিরুপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে। কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-সাধনত্বম্, প্রাণস্য তু শরীরেন্দ্রিয়ধারণম্; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ; তথা চ শ্রুতিঃ "ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্, তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে" ইতি। রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-প্রবৃত্তয়োঽভবন্নিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

সংজ্ঞামূর্ত্তি ক্ল‌প্ত্যধি-করণম্।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি ক্ল‌প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিক্ল‌প্তিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ (ত্রিবৃৎ-কর্ত্তার) উপদেশাৎ (কর্ত্তৃত্বোপদেশ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ব্যষ্টিপ্রপঞ্চসৃষ্টিঃ কিং চতুর্মুখাৎ? অথবা তচ্ছরীরকাৎ পরমাত্মনঃ? ইতি সংশয়ে প্রত্যাহ "সংজ্ঞা"ইত্যাদি। সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্ল‌প্তিঃ—দেবাদীনাং নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তুঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্ম্মুখাৎ। কুতঃ? উপদেশাৎ—"অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্ত্তৃকত্বনির্দ্দেশাৎ পরমাত্মকর্ত্তৃকমিত্যুপ-দিশ্যতে; অতঃ ব্যষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্ত্তৃত্বমধ্যবসীয়তে ইত্যর্থঃ॥

ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য? অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কার্য্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদুভয়-সৃষ্টিও ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমাত্মারই কর্ম্ম, চতুর্ম্মুখের নহে; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের ন্যায় মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অন্যত্র 'মনঃ যাহাদের ষষ্ঠ, সেই ইন্দ্রিয়গণকে' ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কেননা, সুষুপ্তি সময়ে মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির কোনরূপ ক্রিয়াই তখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণেরকার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা করা মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন; এইজন্য ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্তৃত্বং চ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ। জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চ পরায়ত্তমিতি চানন্তরং স্থিরীকরণায় স্মারিতম্। যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ, সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈব কর্ম্ম? উত তেজঃপ্রভৃতি-শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ? ইতীদানীং চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? সমষ্টিজীবস্যেতি; কুতঃ? "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি জীবকর্তৃকত্বশ্রবণাৎ। নহি পরা দেবতা স্বেন রূপেণ নাম-রূপে ব্যাকরবাণীত্যৈক্ষত; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি বচনাৎ।

নন্বেবম্, চারেণানুপ্রবিশ্য পরবলং সঙ্কলয়ানীতিবৎ "ব্যাকরবাণি" ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্তৃস্থক্রিয়শ্চ প্রবিশতির্লাক্ষণিকঃ স্যাৎ। নৈবম্, তত্র রাজ-

---

প্রয়োগ হইয়া থাকে। তদনুরূপ শ্রুতি এই—'তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই (মুখ্যপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল।' অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'রূপমভবন্' অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪॥১৬॥ [সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্ব্বেই তাহা কথিত হইয়াছে। তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বরায়ত্ত, একথাও দৃঢ়তর করিবার জন্য অব্যবহিত পরেই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) কার্য্য? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-শরীরধারী পরমেশ্বর-কৃত জলাদিসৃষ্টির ন্যায় হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য্য? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য্য, ইহাই [যুক্তি সঙ্গত]। কারণ? যেহেতু, 'এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব', এইরূপে উহাতে জীবেরই কর্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে। কেন না, পর দেবতা ত 'স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব' এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন]; "কারণ, অনেন জীবেনাত্মনা" শব্দ রহিয়াছে।

ভাল, এইরূপ হইলে ত 'আমি গুপ্তচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সৈন্য-সংখ্যা সংকলন করিব' এই কথার ন্যায় "ব্যাকরবাণি" (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—আমি) এবং কর্তৃনিষ্ঠ 'প্র-বিশ্' ধাতু, তাহাওত লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইয়া পড়ে? না—

চারয়োঃ স্বরূপভেদাৎ লাক্ষণিকত্বম্, ইহ তু জীবস্যাপি স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বাৎ তেন রূপেণ প্রবেশো ব্যাকরণং চাত্মন এবেতি ন লাক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ সহযোগলক্ষণেয়ং তৃতীয়া, কারকবিভক্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপপদবিভক্তেরন্যায্যত্বাৎ। ন চ করণে তৃতীয়া, ব্রহ্মকর্তৃকয়োঃ প্রবেশ-ব্যাকরণয়োর্জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ। ন চ জীবস্য কর্তৃত্বং প্রবেশমাত্রে পর্য্যবস্যতি, নামরূপব্যাকরণং তু ব্রহ্মণ এবেতি শক্যং বক্তুম্, ক্ত্বা-প্রত্যয়েন সমানকর্তৃত্বপ্রতীতেঃ। জীবস্য স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বেঽপি পরস্বরূপব্যাবৃত্ত্যর্থঃ "অনেন জীবেন" ইতি পরাক্তেন পরামর্শঃ; অতো হিরণ্যগর্ভকর্তৃকেয়ং নামরূপব্যাক্রিয়া। অতএব চ স্মৃতিষু চতুর্মুখকর্তৃক-সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণং সঙ্কীর্ত্ত্যতে—

এরূপ হইতে পারে না; কারণ সেখানে, রাজার ও চরের স্বরূপতই পার্থক্য রহিয়াছে, এখানে কিন্তু এই জীব ব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং তৎস্বরূপই বটে; কাজেই জীবরূপে প্রবেশ ও নামরূপ ব্যাকরণ কার্য্য ফলতঃ নিজেরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য; অতএব লাক্ষণিকত্বের সম্ভাবনাই নাই (*)। আর ["অনেন জীবেন"] এই তৃতীয়া বিভক্তিও যে, সহযোগলক্ষণা অর্থাৎ 'জীবের সহিত' এইরূপ সহার্থে বিহিত, তাহাও নহে; কারণ, কারক-বিভক্তির (অভেদে তৃতীয়া) সম্ভব সত্ত্বে উপপদবিভক্তির (সহার্থে তৃতীয়ার) কল্পনা করা অনুচিত। আর এই তৃতীয়া বিভক্তিটি করণেও নহে; কেননা, ব্রহ্মকর্তৃক যে, প্রবেশ ও নাম-রূপ ব্যাকরণ, তাহাতে জীবেরও সাধকতমতা (প্রধান সাধনতা) নাই। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, জীবের কর্তৃত্ব শুধু প্রবেশকার্য্যেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু নাম ও রূপের প্রকটীকরণ-কার্য্যে স্বয়ং ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব; কেন না, 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (অনুপ্রবিশ্য) দ্বারা উভয় কার্য্যেই একের কর্তৃত্ব প্রতীত হইতেছে; কর্তা বিভিন্ন হইলে 'অনুপ্রবিশ্য—ব্যাকরবাণি' বলা কখনই সঙ্গত হইত না। ব্রহ্মাংশত্বনিবন্ধন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার পরব্রহ্মভাব নিবৃত্তির জন্যই 'অনেন জীবেন' এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এই যে, নাম-রূপব্যাকরণ, তাহার কর্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ এবং সেইজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রেও চতুর্মুখ-কৃত সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যেই নাম ও রূপের সৃষ্টি বর্ণিত আছে—'হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বৈদিকশব্দ সমূহ হইতেই দেবাদি

(*) তাৎপর্য্য—রাজা অনেক সময় এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা অবগত হইব। এই স্থলে প্রকৃত পক্ষে শত্রু সৈন্য মধ্যে রাজা নিজে প্রবেশ করেন না; সুতরাং রাজা যে 'আমি প্রবেশ করিব' বলিতেছেন, তাহা সত্য নহে, কারণ, সেখানে 'আমি'র প্রবেশ নাই; সুতরাং সে স্থলে 'আমি' অর্থে আমার লোক, এই জন্য 'আমি' এই উত্তম পুরুষ ও তাহার প্রবেশকর্তৃত্ব, উভয়ই লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণার্থক হইয়াছে। কিন্তু জীব যখন ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, তখন ব্রহ্মের 'আমি জীবরূপে প্রবেশ করিব' বলায় কিছুই অনুচিত কথা হয় নাই; কারণ, ব্রহ্মের পক্ষে জীবকে 'আমি' বলা ঠিকই হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর লক্ষণা বা গৌণার্থ শঙ্কা হইতেই পারে না।

"নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ (*)।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥"
[বিষ্ণু০ পু০ ১।৫।৬৩] ইত্যাদি;

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু" ইতি।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ, তস্যৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ। ত্রিবৃৎকরণং কুর্ব্বত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি", ইতি সমানকর্ত্তৃকত্বপ্রতীতেঃ। ত্রিবৃৎকরণং তু চতুর্ম্মুখস্যাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃৎকৃতৈস্তেজোঽবন্নৈর্হি অণ্ডমুৎপাদ্যতে; চতুর্ম্মুখস্য চাণ্ডে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্ত্তব্য বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিঃ' ইত্যাদি (†)।

সূত্রস্থ 'তু'-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ বারণ করিতেছে; সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তি অর্থ—নাম ও রূপের প্রকটীকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম; কারণ, তাঁহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—'সেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—'আমি এই জীবাত্মরূপে এইভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটিত করিব; তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিব' এইরূপে সমানকর্ত্তৃত্বই প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা, তাঁহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্ত্তা বলা হইয়াছে। অথচ, চতুর্ম্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্ব্বকালীন] ত্রিবৃৎকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে, অণ্ডসম্ভূত, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

(*) প্রবর্ত্তনম্' ইতি 'গ, ঙ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণটি সপ্তদশ হইতে ঊনবিংশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন পদার্থগত নাম-রূপ সৃষ্টি। (২) সংশয়—এই সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কার্য্য? অথবা হিরণ্যগর্ভশরীরধারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য? (৩) পূর্ব্বপক্ষ সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা, পরমেশ্বর নহে। (৪) উত্তর—না—সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টি নামরূপসৃষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কার্য্য। এই মাত্র বিশেষ যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিসৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ অর্থ—আদি পুরুষ চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা।

"তস্মিন্নণ্ডেঽভদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ" ইতি। অতস্ত্রিবৃৎকরণং পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ; তৎসমানকর্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তস্যৈবেতি বিজ্ঞায়তে। কথং তর্হি—"অনেন জীবেন" ইতি সংগচ্ছতে? "আত্মনা জীবেন" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনাভিধীয়তে; যথা—"তৎ তেজ ঐক্ষত", "তদপোঽসৃজত", "তা আপ ঐক্ষন্ত" "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো০ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে। অতো,জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম নাম-রূপব্যাকরণম্। এবং চ "প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি প্রবিশতিরুত্তমপুরুষশ্চাক্লিষ্টৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ। প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্তৃকত্বমপ্যুপপদ্যতে। চতুর্মুখশরীরকস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্মুখকর্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে।

অতঃ "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদিবাক্যস্যায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোঽবন্ন-রূপাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য

'সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে উৎপন্ন হইলেন।' অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে 'এই জীবরূপে' শব্দটি সঙ্গত হয় কিরূপে? হাঁ, আত্মার সহিত জীবশব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। যেমন, 'সেই তেজঃ সংকল্প করিল; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল', 'সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল', এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুময় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন; [ইহাও তদ্রূপ]। অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে)। বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই 'প্রবেশ' কথার এবং উত্তমপুরুষ ('আমি') প্রয়োগেরও সহজতই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে।

অতএব, "সেয়ং দেবতা" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—'এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মরূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূপ দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্নামধেয়ানি চ করবাণি। তদর্থমন্যোন্যসংসর্গমপ্রাপ্তানামেষাং তেজোঽবন্নানাং বিশেষসৃষ্ট্যসমর্থানাং তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি। অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্মেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ স্যাৎ, নামরূপব্যাকরণস্য ত্রিবৃৎকরণেনৈককর্ত্তৃকত্বাৎ পরমাত্মকর্ত্তৃকমিতি ন শক্যতে বক্তুম্, ত্রিবৃৎকরণস্যাপি জীবকর্ত্তৃকত্বসম্ভবাৎ। অণ্ড-সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃৎকরণপ্রকার উপদিশ্যতে—"যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহীতি, (*) "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" [ছান্দো০ ৬।৫।১] ইত্যাদিনা। তথা পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে "যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য" ইত্যাদিনা চতুর্ম্মুখ-সৃষ্টাগ্ন্যাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎসু ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শ্যতে। নাম-রূপ-ব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃৎকরণং শ্রূয়তে—"সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ করিব'। আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব'। অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পরব্রহ্মেরই কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃৎকরণের সহিত এককর্ত্তৃকত্ব নির্দ্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটীকরণেরও কর্ত্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কেননা, জীবও ত ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা হইতে পারে ? কারণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়,—'হে সোম্য, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', 'ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়, যাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনঃ হয়' ইত্যাদি। এইরূপ পূর্ব্বেও, 'অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর' ইত্যাদি শ্রুতিতে চতুর্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত আছে। অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃৎকরণ শোনা যাইতেছে—

(*) বিজানীহীতি' ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ।

অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" [ছান্দো০ ৬।৩।৩৩,৪] ইতি। তত্রাহ—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২।৪।১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভৌমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দং (শ্রুতি অনুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—নন্নু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি "যথা খলু সোম্যে-মাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহি" ইত্যুপক্রম্য "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠঃ, তন্মনঃ" ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথমুপপদ্যতে ? বাঢ়ং ; নায়ং ত্রিবৃৎকরণ-প্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভুক্তানাম্ অন্নাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—"মাংসাদি" ইত্যাদি।

মাংসাদি ভৌমং—মাংস-মনসী পার্থিবে ইষ্যেতে ; ইতরয়োশ্চ—অপ্‌তেজসোরপি যথাশব্দং শ্রুত্যনুসারেণ বিকারা ইষ্যন্তে। ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্যা ইত্যর্থঃ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন 'হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণীকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও', এই কথার পর 'অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,' এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কথন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক্ ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভুক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

দেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও শ্রুতি অনুসারে বুঝিতে হইবে। মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, ইহারা জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; সুতরাং "অন্নমশিতং" ইত্যাদি শ্রুতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভুক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২।৪।১৮॥]

'সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাত্মরূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন', ইতি। তদুত্তরে বলিতেছেন—"মাংসাদি ভৌমম্" ইত্যাদি।

যদুক্তম্ অণ্ডসৃষ্ট্যুত্তরকালং চতুর্ম্মুখসৃষ্ট-দেবতাদিবিষয়োঽয়ং "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি ত্রিবৃৎকরণোপদেশ ইতি, তন্নোপপদ্যতে; "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুত্বেনাণীয়স্ত্বেন চ ব্যপদিষ্টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ; "আপঃ পীতাঃ" ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্থবিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; নচৈবমিষ্যতে; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যেতে, "অন্নমশিতং ত্রেধা" ইতি প্রক্রমাৎ। যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" ইতি পর্য্যায়য়োর্যথাশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে। "আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে" ইত্যপামেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে; তথা "তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে; অতঃ পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ, অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্; "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

---

'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণোপদেশকে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরবর্ত্তী চতুর্ম্মুখকর্ত্তৃক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতেছে না। কেননা, 'ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে', এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু, অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে; আর "আপঃ পীতাঃ", এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় সূক্ষ্ম প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে; পরন্তু মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের ন্যায় মাংস এবং মনেরও পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে; কেন না, উপক্রমে আছে—'ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে [পরিণত হয়]'। অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ 'জল পীত হইয়া' 'তেজঃ ভুক্ত হইয়া' এই শ্রুত্যুক্ত অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুত্যনুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া থাকে। 'জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়', এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। এইরূপ 'ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে' এখানেও শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্, এই তিনটি তেজের বিকার। বিশেষতঃ এরূপ হইলেই 'হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আপোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ইতি বাক্যশেষবিরোধাচ্চ। অতঃ “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো০ ৬।৩।৪] ইত্যুক্ত-স্ত্রিবৃৎকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে; তথা সতি মনঃ-প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যণীয়স্ত্বেন তৈজসত্বাৎ “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ” ইত্যাদি বিরুধ্যতে। প্রাগেব ত্রিবৃৎকৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং পুরুষং প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকস্য ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে। অণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চ তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণেন ভবিতব্যম্, অত্রিবৃৎকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ। অন্যোন্যসংযুক্তানামেব হি কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্; তদেব চ ত্রিবৃৎকরণম্। তথা চ স্মর্য্যতে—

“নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ॥
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে”। [বিষ্ণুপু০ ১।২।৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার’ এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিলেন’ এই শ্রুত্যুক্ত ত্রিবৃৎকরণপ্রণালীই যে, ‘অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়’ বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই যখন অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম), তখন উহারাও তৈজস হইতে পারিত; অথচ উহারা তৈজস হইলে ‘হে সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়’ এই শ্রুতিটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রে ত্রিবৃৎকৃত হইয়া পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিভক্ষিত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই এই ‘অন্নম্ অশিতম্’ ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ। অণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর ত্রিবৃৎকরণ হওয়া আবশ্যক; কারণ, ত্রিবৃৎকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই হয় না; কেননা, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে সামর্থ্য ঘটে; এবং সেই পরস্পর সম্মিলনেরই নাম ত্রিবৃৎকরণ। সেইরূপ স্মৃতিতেও আছে—‘সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্; সেই কারণে তাহারা সংহতি বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূলভূত পর্য্যন্ত) সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন

(*) তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা” ইত্যেবং মনুসংহিতাপাঠঃ।

ইতি। অতএব চ অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইতি পাঠক্রমোঽর্থক্রমেণ বাধ্যতে। অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিষগ্ন্যাদিত্যাদিষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনং শ্বেতকেতোঃ শুশ্রূষোরণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেন; তস্য বহিষ্ঠবস্তুষু ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনাযোগাৎ ত্রিবৃৎকৃতানাং কার্য্যেষু অগ্ন্যাদিত্যাদিষু ক্রিয়তে ॥২॥৪॥১৮॥

স্যাদেতৎ, "অন্নমশিতম্" "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" ইতি ত্রিবৃৎকৃতানামন্নাদীনামেকৈকস্য তেজোঽবন্নাত্মকত্বেন ত্রিরূপস্য কথমন্নমাপস্তেজ ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি; তত্রাহ—

করিল (*)। অতএব, 'ব্রহ্ম এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাদের (ভূতত্রয়ের) এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন' এই শ্রুত্যুক্ত পাঠক্রম অর্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (†)। তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শুশ্রূষু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সুতরাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃৎকৃত ভূত-কার্য্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শন করা হইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা, এরূপ হয় হউক; কিন্তু ত্রিবৃৎকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক, তখন "অন্নমশিতম্" "আপঃ পীতাঃ" "তেজোঽশিতম্" এই যে, 'অন্ন', 'অপ্' ও 'তেজঃ' বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বৈশেষ্যাত্তু" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব; ইহাই আদ্য সৃষ্টি এবং সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপাদন করে না বলিয়া অবিশেষ নামে অভিহিত। যাহা হইতে আমরা পর্য্যায়ক্রমে সুখ, দুঃখ বা মোহ উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার নাম বিশেষ; স্থূলভূতসমূহ ঐ বিশেষ সংজ্ঞার অন্তর্গত। সূক্ষ্মভূত সমূহ যেপর্য্যন্ত ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ জীবের কোনপ্রকার ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয় না; এই জন্যই পঞ্চীকরণের (ত্রিবৃৎকরণের) আবশ্যক হয়। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥" (পঞ্চদশী।

(†) তাৎপর্য্য—মীমাংসাশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, "পাঠক্রমাৎ অর্থক্রমো বলীয়ান্" অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই অধিক বলবান্। এই জন্য অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে পাঠক্রমকে উপেক্ষা করিতে হয়। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং (হোমীয় চরুং) পচতি। এখানে অগ্রে চরুপাক না হইলে হোমই হইতে পারে না, চরুই হোমের দ্রব্য; সুতরাং চরুপাকের পরে হোম বুঝিতে হইবে। অতএব ঐরূপ অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য অগ্রে অগ্নিহোত্র হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহার পশ্চাৎকর্ত্তব্যতাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ এখানেও, যদ্যপি অগ্রে নামরূপের ব্যাকরণ, পশ্চাৎ ত্রিবৃৎকরণের কথা থাকুক, তথাপি, অত্রিবৃৎকৃত ভূত সমূহ দ্বারা যখন কোনপ্রকার স্থূলকার্য্যই হইতে পারে না, তখন সেঅবস্থায় নামরূপও প্রকাশিত হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে ঐরূপ পাঠ-ক্রম অবশ্যই উপেক্ষণীয়, এবং অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ, পশ্চাৎ নামরূপ-ব্যাকরণ; কিন্তু যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় নহে।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাৎ (আধিক্যহেতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় 'তদ্বাদ' শব্দ অধ্যায়সূচক)।]

[সরলার্থঃ—যদি সর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকৃতম্, তর্হি তেজঃ প্রভৃতীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপদ্যতাম্? ইত্যাহ—"বৈশেষ্যাৎ" ইত্যাদি।

যদ্যপি সর্ব্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃৎকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাৎ—একৈকস্মিন্ তেজঃপ্রভৃতীনাং আধিক্যরূপবিশেষভাবসদ্ভাবাৎ তদ্বাদঃ তত্তৎসংজ্ঞয়া নির্দ্দেশ উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা॥

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেজঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে যাহার ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অধ্যায়সমাপ্তির জন্য 'তদ্বাদ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥ ২ ॥ ৪ ১৮॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যং—বিশেষভাবঃ। ত্রিবৃৎকরণেন ত্রিরূপেঽপ্যেকৈকস্মিন্ অন্নাদ্যা-ধিক্যাৎ তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্যোতয়তি॥২॥৪॥১৯॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৪॥

[সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য। ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা ভূত-ত্রয়াত্মক হইলেও এক একটিতে অন্নাদিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অন্নাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*)। 'তদ্বাদ' কথাটির দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২ ॥

(*) তাৎপর্য্য।—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃৎকৃত হইলেও বিশেষ এই যে, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতে নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ মাত্র সংমিশ্রিত আছে; সেই অংশক অর্দ্ধাংশানুসারেই পৃথিব্যাদি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬। অধিকরণ—১০। দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪২। অধিকরণ—৮
তৃতীয় পাদে—„ —৫২। অধিকরণ— ৭। চতুর্থ পাদে—„ —১৯। অধিকরণ—৮

চতুর্থ খণ্ড।

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সমেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২২—আষাঢ়।

শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী

তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র ২৭। অধিকরণ—৬।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০। অধিকরণ—৮।

তৃতীয় পাদে -সূত্র—৬৪। অধিকরণ--২৬।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১। অধিকরণ—১৫।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্।] **তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ (দেহান্তর-প্রাপ্তিতে) রংহতি (গমন করে) সংপরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া) প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং (প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জীবস্যোৎক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ" ইত্যাদিভিঃ। দেহাৎ দেহান্তরগমনে জীবঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংযুক্তঃ অসংযুক্তো বা গচ্ছতীতি সংশয্য সিদ্ধান্তমাহ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তৌ জীবঃ সংপরিষ্বক্তঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্যক্ মিলিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যতে; কুতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি; নিরূপণং—প্রতিবচনঞ্চ তাবৎ—"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি। তত্র হি দেহারম্ভিকা ত্রিবৃৎকৃতা আপঃ কর্ম্মিণা জীবেন সহ দ্যুলোক-পর্জ্জন্য-পৃথিবী-পুরুষরূপেষু অগ্নিষু অনুপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ যোষিদগ্নৌ পুরুষবচসঃ পুরুষ-শব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাকারতাং ভজন্তে ইত্যর্থোঽবধার্য্যতে; অতঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ॥

এখন জীবের উৎক্রমণ প্রণালী নিরূপিত হইতেছে,—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় দেহোপাদান সূক্ষ্মভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে; ইহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণের প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে ॥৩।১।১॥]

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেককারণং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধম-পরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্ষুভিরুপাস্যতয়া বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যয়মর্থঃ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহার-পরপক্ষ-প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপসংশোধনৈ-

---

ভাষ্যানুবাদ। অতীত অধ্যায়দ্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ' সর্ব্বপ্রকার দোষসংস্পর্শ শূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সাগরস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পর ব্রহ্মকেই মুমুক্ষুগণের উপাস্য বলিয়া সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে; যাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, তজ্জন্য স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্ব্বক পরপক্ষনিরাস, এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্য্যের সংশোধনের

স্তদ্দূর্ব্বাহহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ; অতোঽধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতম্। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুমিষ্যতে,—

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ত্ততে। উপাসনা-রম্ভাভ্যর্হিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তুব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি; তৎ-সিদ্ধ্যর্থং জীবস্য লোকান্তরেষু সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্য মূর্চ্ছতশ্চ দোষাঃ, পরস্য চ ব্রহ্মণস্তদ্‌রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃ প্রতিপাদ্যতে।

তত্র দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভহেতুভির্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্ত এব গচ্ছতি, উত ন? ইতি চিন্তায়াম্—যত্র যত্র জীবো যাতি, তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং সুলভত্বাদসম্পরিষ্বক্তো যাতীতি প্রাপ্তম্। পশ্চাদপি পূর্ব্বপক্ষবীজান্যুপন্যস্য নিরসিষ্যতি। তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন পরবর্ত্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ভূত উপাসনার চিন্তা রহিয়াছে। উপাসনা আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ। তদুভয়-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবেরই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, আর পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষরাহিত্য এবং কল্যাণময় গুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

তন্মধ্যে, এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে দেহান্তরারম্ভের হেতুভূত সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে কি না, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতসূক্ষ্ম সুলভ অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যখন সূক্ষ্মভূত সমূহ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, তখন জীব ভূতসূক্ষ্মে সংপরিষ্বক্ত বা বেষ্টিত না হইয়াই গমন করে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। ইতঃপরও পূর্ব্বপক্ষের কারণ সমূহ উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিবেন (*)।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ।' ইহা প্রথম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত সাতসূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও দেহান্তর উদ্দেশে গমন। (২) সংশয়—দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে জীব সেই ভাবি-দেহের উপাদান সূক্ষ্মভূত সমূহ লইয়াই যায় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভূতসূক্ষ্ম যখন সর্ব্বত্রই সুলভ, তখন তাহা আর সঙ্গে লইবার আবশ্যক হয় না; জীব তাহা না লইয়াই লোকান্তরে গমন করে। (৪) উত্তর—না—পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় প্রশ্ন ও প্রতিবচনানুসারে জানা যায় যে, জীব

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ—ইতি। "সঙ্গা-মূর্ত্তিকৢপ্তিঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৪।১৭] ইতি মূর্ত্তি-শব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগমনে ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ। কুতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং—প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাম্। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্ন-প্রতিবচনে আম্নায়েতে—শ্বেতকেতুং কিল আরুণেয়ং পাঞ্চালঃ প্রবাহনঃ কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশম্, পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্, দেবযান-পিতৃযাণপথব্যাবর্ত্তনে, অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং চ বেত্থেতি পৃষ্ট্বা ইদমপি পপ্রচ্ছ—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"? [ছান্দো° ৫।৩।৩] ইতি। তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতিব্রুবংশ্চ দ্যুলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা "তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো° ৫।৪।২] ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবস্য প্রাণা অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্যুলোকে শ্রদ্ধাখ্যং বস্তু প্রক্ষিপন্তি; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে;

[জীবের ভূতসূক্ষ্মে সম্পরিষ্বঙ্গ নিরূপণ—]

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ" ইত্যাদি। "সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৢপ্তিঃ" এই সূত্রে 'মূর্ত্তি' শব্দে দেহ বর্ণিত হইয়াছে; এখানে 'তৎ' শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে। সূত্রের অর্থ এই যে, তদন্তর-প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর-গমন সময়ে জীব ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে। কারণ? প্রশ্ন ও নিরূপণ বা প্রতিবচনই কারণ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন পঠিত আছে যে, পঞ্চালপতি প্রবাহণ রাজা অরুণতনয় শ্বেতকেতুকে কর্ম্মিদিগের গন্তব্য স্থান, [সেখান হইতে] প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাণনামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি বা বিচ্ছেদ স্থান, এবং কোন লোক চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি? এইরূপ প্রশ্নের পর ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'তুমি জান কি—পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহ কিরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে'? তাহার পর, এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া দ্যুলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, 'সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দিয়া থাকেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন', ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, জীবের দেবতা-সংজ্ঞক প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধানামক বস্তু অর্পণ করেন; সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ-নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই

ভূতসূক্ষ্ম সহকারেই লোকান্তরে গমন করে, তদ্রহিত হইয়া নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের দেহান্তরারম্ভেও পূর্ব্বতন ভূতসূক্ষ্মই উপাদান, নূতন ভূতসূক্ষ্ম নহে।

তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পর্জ্জন্যেঽগ্নিত্বেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি; স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তমন্নং ভবতি; তচ্চান্নং ত এব পুরুষেঽগ্নিত্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র রেতো ভবতি; তচ্চ ত এব যোষায়ামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তং গর্ভো ভবতি, ইত্যুক্ত্বা আহ—"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো° ৫।৯।১] ইতি। এবং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়মাপঃ পুরুষ-শব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমুক্তে পূর্ব্বাস্বপ্যাহুতিষু অনুবর্ত্তমানানা-মেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তম্ ভবতি। অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং দেহহেতুভূতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র যাতীতি গম্যতে ॥৩॥১॥১॥

ননু "আপঃ পুরুষবচসঃ" [ছান্দো° ৫।৯।১] ইত্যুক্তে অপাং পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জীবেন তাসামেব পরিষ্বঙ্গঃ প্রতীয়তে; অতঃ কথং সর্ব্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষ্বঙ্গঃ? ইতি; তত্রাহ—

আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পর্জ্জন্যে (মেঘে) নিক্ষেপ করে; পর্জ্জন্যে প্রক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষরূপে (বারিধারারূপে) পরিণত হয়; পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহই আবার সেই বর্ষকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জলই আবার অন্ন বা শস্যাকার ধারণ করে; সেই অন্নকেও আবার সেই প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে; পুরুষদেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয়; সেই প্রাণসমূহই আবার সেই শুক্রকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেহে নিষিক্ত করে; সেখানে তাহা গর্ভাকার ধারণ করে। এই কথার পর বলিয়াছেন—'এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত বা অর্পিত জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয়। ইহার অর্থ এই যে, এই প্রকারে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহই পুরুষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এই কথায় ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রথম আহুতিতে নিয়ত-সম্বদ্ধ সূক্ষ্ম জল সমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের হেতুভূত বা উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৩॥১॥১॥

ভাল, 'অপ্‌সমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়' এই কথা বলিলে জলেরই পুরুষাকারে পরিণতি প্রতীতি হয়; সুতরাং পরলোকগামী জীবের সঙ্গে একমাত্র জলেরই পরিষ্বঙ্গ বা সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে; অতএব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সঙ্গে পরিষ্বঙ্গ বলা হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্র্যাত্মকত্বাৎ" ইত্যাদি।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩॥১॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্র্যাত্মকত্বাৎ (ত্রিবৃৎকৃতত্ব হেতু) তু (আশঙ্কানিবারণার্থ) ভূয়স্ত্বাৎ (বাহুল্য বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—নমু শ্রুতৌ কেবলম্ অপ্‌সম্বন্ধস্যোক্তত্বাৎ কথং সর্ব্বৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ-পরিষঙ্গঃ কল্প্যতে ? ইত্যাহ "ত্র্যাত্মকত্বাৎ" ইত্যাদি।

তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ। সর্ব্বস্যৈব ত্রিবৃৎকরণেন ত্র্যাত্মকত্বাৎ অপাং গ্রহণেনৈব সর্ব্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিগ্রহো বেদিতব্যঃ। তত্র অপাং ভূয়স্ত্বাদাধিক্যাদেব অপ্‌শব্দেন নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ॥

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত—ত্র্যাত্মক; তখন অপের উল্লেখ দ্বারাই অপরাপর ভূতসূক্ষ্মেরও অনুগমন বুঝিতে হইবে; তবে ভূতসূক্ষ্মের মধ্যে জলের আধিক্য রহিয়াছে বলিয়াই কেবল অপ্‌-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ॥৩॥১॥২॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। দেহারম্ভিকাণামপাং কেবলানাং ন দেহারম্ভসম্ভবঃ। দেহাদ্যারম্ভায় হি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" [ছান্দো০ ৬।৩।৩] ইতি ত্রিবৃৎকরণম্। কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ। দেহে চ লোহিতাদিভূয়স্ত্বেন আরম্ভকেষ্বপাং ভূয়স্ত্বং গম্যতে ॥৩॥১॥২॥

প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥১॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণগতেঃ (প্রাণের অনুগমন হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো যাতীত্যাহ—প্রাণগতেশ্চেতি। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি," ইত্যত্র প্রাণশব্দ-বাচ্যানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং জীবেন সহ অনুগমনশ্রুতেরপি তদাশ্রয়ত্বেন ভূতসূক্ষ্মরূপেণ দেহস্যাপি গমনং প্রতীয়তে ; অতঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো গচ্ছতীতি সুষ্ঠূক্তমিতি ভাবঃ॥

'জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয় সমূহও তাহার অনুগমন করে,' এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও গমন করে। দেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের গতি অসম্ভব; সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়রূপে দেহোপাদান ভূত-সূক্ষ্মেরও অনুগমন প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥৩॥]

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। দেহান্তরারম্ভক হইলেও শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না ; কারণ, দেহাদি কার্য্য সমুৎপাদনার্থই 'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন' এই ত্রিবৃৎকরণের [আবশ্যক হইয়াছিল]। তবে যে, কেবলই জলের উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার এক মাত্র কারণ। বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় রুধিরাদি-ভাগের আধিক্য থাকায় আরম্ভক পদার্থের মধ্যেও জলেরই ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥২॥

ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তস্য গমনমিতি গম্যতে। উৎক্রামতি জীবে প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রূয়তে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" [বৃহদা° ৬।৪।২] ইতি। স্মর্য্যতে চ--

"মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ইতি।

নচ নিরাশ্রয়াণাং গতিরুপপদ্যতে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি গতিরভ্যুপগন্তব্যা ॥৩॥১॥৩॥

অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ ॥৩॥১॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেঃ (অগ্নিপ্রভৃতির গমন শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), ভাক্তত্বাৎ (যেহেতু ভাক্ত বা গৌণার্থ-বোধক)।]

[সরলার্থঃ—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যম্" ইত্যত্র মরণসময়ে বাগাদীনাম্ অগ্নিপ্রভৃতিষু গতিশ্রুতেঃ—অপ্যয়শ্রবণাৎ জীবেন সহ বাগাদীনাং গমনমনুপপন্নম্ ইতি; তন্ন; কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ,—তত্র বাগাদি-শব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বাৎ। ভাক্তত্বঞ্চৈতেষাং "ওষধীর্লোমানি, বনস্পতীন্ কেশাঃ" ইতি লোমাদিভিঃ সহ পাঠাদবগম্যতে। নহি মৃতস্য লোমাদয়ঃ দেহাদ্ উৎপ্লুত্য ওষধীর্গচ্ছন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ যথা তত্র লোমাদিশব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বম্, তথা অত্র বাগাদিশব্দানামপীতি ভাবঃ॥

যদি বল, 'যে সময় এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' এই শ্রুতিতে মৃত্যু সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতেই লয় প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে; সুতরাং জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের গমনের কথা উপপন্ন হইতেছে না; না,—একথাও বলিতে পার না; কারণ, এখানে বাগাদি শব্দগুলি ভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু বাগাদির অভিমানী দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ, ঐ প্রকরণেই আছে—'লোমরাশি তৃণলতাসমূহকে, এবং কেশসমূহ ওষধি ও বৃক্ষবিশেষকে প্রাপ্ত হয়,' এখানে কেশাদির যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৃণলতায় লয় হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাদের অভিমানী দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি বাগাদি শব্দস্থলেও বাগাদির দেবতা-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩॥১॥৪॥]

"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" [বৃহদা০ ৫।২।১৩] ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাদিষু অপ্যয়-শ্রবণাৎ তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরন্যথা নেয়া, ইতি চেৎ ; ন ; ভাক্তত্বাৎ অগ্ন্যাদিম্বপ্যয়-শ্রবণস্য। কথং ভাক্তত্বম্? ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" ইত্যনপিযদ্ভির্লোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ। অতশ্চক্ষুরাদ্যপ্যয়শ্রুতিরধিষ্ঠাতৃ-দেবতাপক্রমণপরা ॥৩॥১॥৪॥

এই কারণেও ভূতসূক্ষ্ম-সম্মিলিত জীবের গমন প্রতীতি হইতেছে;—কেন না, জীব যখন উৎক্রমণ (দেহ হইতে বহির্গমন) করে, সেই সময় প্রাণেরও অনুগমন কথিত আছে—'জীব উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় ইন্দ্রিয়সমূহও অনুগমন করে' ইতি। স্মৃতিতেও কথিত আছে—'[জীব সুষুপ্তি ও. মৃত্যু কালে] মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।' 'দেহাধিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে, এবং যে সময় দেহ হইতে বহির্গমন করে, সেই সময়, বায়ু যেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি লইয়া যায়, তদ্রূপ [জীবও] এই সমস্ত [ইন্দ্রিয়কে] গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়।' নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না; অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে সূক্ষ্মভূত-সমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন স্বীকার করিতে হয় ॥৩॥১॥৩॥

যদি বল, '[যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণসময়ে প্রাণসমূহের অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে লয়ের কথা শ্রুত হওয়ায় জীবের সঙ্গে যে, প্রাণ সমূহের গমনশ্রুতি, তাহা অন্যার্থে পরিণত করিতে হইবে। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, যে হেতু অগ্নি প্রভৃতিতে যে, প্রাণসমূহের অপ্যয়-শ্রবণ, তাহা ভাক্ত (মুখ্যার্থবোধক নহে)। ভাক্ত কেন? যে হেতু 'লোমসমূহ ওষধিসমূহকে (তৃণ লতা প্রভৃতিকে) প্রাপ্ত হয়, এবং কেশসমূহ বনস্পতিকে (বৃক্ষাদিকে) প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে সত্য-সত্যই যাহারা বিলীন হয় না, সেই কেশ লোমাদির সহিত ইহা একত্র পঠিত হইয়াছে। অতএব, চক্ষুঃ প্রভৃতির অপ্যয়-শ্রুতি (অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা) কেবল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে বহির্গমন-বোধক মাত্র, (কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির বিলয়-বোধক নহে) ॥৩॥১॥৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৩॥১॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রথমে (প্রথম) অশ্রবণাৎ (শ্রবণ না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তাঃ (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) হি (যেহেতু) উপপত্তেঃ (যুক্তি সম্মত)।]

[সরলার্থঃ—"এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি প্রথমে দ্যুলোকেঽগ্নৌ অপাম্ অশ্রুতত্বাৎ শ্রদ্ধা-শব্দমাত্রশ্রবণাচ্চ আপো ন গচ্ছন্তীতি চেৎ, ন; কুতঃ? হি যস্মাৎ তাঃ আপ এব শ্রদ্ধা-শব্দেনোচ্যন্তে ইতি উপপত্তের্গম্যতে। প্রথমম্ অপামেব পৃষ্টত্বাৎ প্রতিবচনেঽপি তাসামেব প্রতিনির্দেশ উপপদ্যতে, নত্বন্যস্য; অতঃ শ্রদ্ধাপিতা আপ এব শ্রদ্ধেত্যুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

'দেবতাগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) এই দ্যুলোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন,' এই প্রথমোক্ত দ্যুলোকাগ্নিতে অপ্-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূতসূক্ষ্ম) গমন করে না; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার অনুরোধে বুঝিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা-শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে; নচেৎ জলবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥৩।১।৫॥]

যদুক্তমদ্ভিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিঃ পরিষ্বক্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামবগম্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, দ্যুলোকাগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাশ্রবণাৎ। "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি শ্রদ্ধৈব হোম্যত্বেন শ্রুতা। শ্রদ্ধা নাম জীবস্য মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা; অতো নাপস্তত্র হোম্যা ইতি চেৎ; ন; যতঃ তাঃ—আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিধীয়ন্তে; কুতঃ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ। "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।৩,৩] ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্যুলোকাগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুতা; তত্র যদি শ্রদ্ধা-শব্দেনাপো নোচ্যেরন্; ততোঽন্যথা

যদি বল, পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন (উত্তরবাক্য) হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংসৃষ্ট সূক্ষ্ম জলে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করিয়া থাকে; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, দ্যুলোকাগ্নিতে প্রথম যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহুতি শ্রুত হয় নাই, পরন্তু, 'সেই এই অগ্নিতে (দ্যুলোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন; এইরূপে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। জীবের মনোবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা-নামে প্রসিদ্ধ; অতএব জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য নহে। না, এ কথাও বলিতে পার না; কেন না, যে হেতু সেই অপ্ বা জলই সেখানে শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কারণ? প্রশ্ন ও প্রতিবচনের উপপত্তিই কারণ। 'পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি?' এই প্রশ্নের প্রতিবচনের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্যুলোকাগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তথাপি শ্রদ্ধা-শব্দে যদি জল-অভিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল

প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ। "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ" [ছান্দো° ৫।১।১] ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অপ্ত্ব-মেব সূচয়তি। "বেত্থ যথা" ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ "ইতি তু পঞ্চম্যাম্" ইতি 'ইতি'-শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে। শ্রদ্ধা-সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতোগর্ভ-রূপেণাপাং পরিণামমুক্ত্বা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে। শ্রদ্ধা-শব্দস্য চাপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—"অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ" [৩ অষ্ট° ২।৪।৩৩] ইতি। "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো° ৫।৪।২] ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপামেবোপ-পদ্যতে। অতো ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীত্যুপপন্নম্ ॥৩॥১॥৫॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩॥১॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্রুতত্বাৎ [জীবের উল্লেখ] (শ্রুত না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); ন (না), ইষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞাদিকর্ত্তাদিগের) প্রতীতেঃ (প্রতীতি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যাদৌ প্রশ্নে, তৎপ্রতি-বচনে চ জীবস্য অশ্রুতত্বাৎ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীতি নোপপদ্যতে, ইতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ "অথ যে ইমে গ্রামে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদৌ বেদোক্ত-যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠাতৃণাং জীবানামেব শ্রুতত্বাদিত্যর্থঃ॥

যদি বল, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় জীবই যে, ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা বলিতে পারা যায় না। না,—এই স্থানে যজ্ঞাদিকারী জীবেরই গতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে; অতএব জীব যে, ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা সঙ্গতই বলা হইয়াছে ॥৩॥১॥৬॥]

একপ্রকার, আর তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অন্যপ্রকার, ইহা বড়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, 'এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়', এই প্রতিবচনোপ-সংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অপ্ত্ব (জলত্ব) সূচনা করিতেছে। "ইতি তু পঞ্চম্যাম্" এই প্রতিবচনবাক্যে 'ইতি' শব্দ দ্বারাও "বেত্থ যথা" এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের পরিণতি বলিয়া শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, 'এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে।' বিশেষতঃ বেদেও শ্রদ্ধা-শব্দের জলার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—'অপ্ প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্' ইতি। 'দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে

যৎ পুনরুক্তম্—অদ্ভিঃ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীত্যয়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদবগম্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, অস্মিন্ বাক্যে জীবস্যাশ্রবণাৎ। অত্র হি শ্রদ্ধাদয় এবাবস্থাবিশেষা হোম্যত্বেন শ্রুতাঃ, ন তু জীবস্তৎপরিষ্বক্তঃ; ইতি চেৎ; তন্ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—অস্মিন্নেব বাক্যে হি উত্তরত্র ব্রহ্মজ্ঞান-বিধুরেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণো দ্যুলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো ভবন্তি, পুণ্য-কর্ম্মাবসানে চ পুনরাগত্য গর্ভং প্রাপ্নুবন্তীত্যুচ্যতে—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" [ছান্দো° ৫।১০।৩] ইত্যারভ্য "পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তদ্ দেবানামন্নম্, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" [ছান্দো° ৪।৫।৬], "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো° ৪।৫।৬], "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" [ছান্দো° ৪।৫।৬] ইতি।

সোমরাজ সমুদ্ভূত হয়;' এই যে, সোমাকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। অতএব, জীব যে, অপরাপর ভূতসহকৃত জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা অবশ্যই উপপন্ন হইতেছে ॥৩।১।৫॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে,—জীব যে, জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, এই অর্থই কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে; তাহাও সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, এই বাক্যে জীবের উল্লেখই নাই। কেন না, এখানে কেবল জলেরই অবস্থা-বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়-সমন্বিত জীব ত শ্রুত হইতেছে না; এ কথা যদি বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সেখানে ইষ্টাদিকারীদিগের (যজ্ঞাদি-কর্ত্তাদের) প্রতীতি রহিয়াছে। এই বাক্যেরই শেষাংশে কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত কেবলই যজ্ঞাদিকারী পুরুষগণ দ্যু-লোক প্রাপ্ত হইয়া সোম-রাজা হন, এবং পূর্ব্বকর্ম্মের অবসানে পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া গর্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—'পক্ষান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত, এই তিনটি কর্ম্মের উপাসনা করেন (*), তাহারা ধূম অর্থাৎ ধূমাদি-চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ প্রাপ্ত হন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে যে,] পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে [গমন করে]। ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন,' 'যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে (চন্দ্রলোকে) অবস্থান করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে; যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে

(*) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত 'ইষ্ট,' 'পূর্ত্ত' ও 'দত্ত' এই তিনটি কর্ম্মের পরিচয় এইরূপ—
"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে।
বাপী-কূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে।
শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদি চ যদ্ দানং 'দত্তম্' ইত্যভিধীয়তে।"
ইহ[illegible] অমারত্তক।

অত্রাপি দ্যুলোকাগ্নৌ "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি তদেকার্থত্বাৎ শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্টঃ সোমরূপদেহবিশিষ্টো ভবতীত্যুক্তমিতি গম্যতে। দেহস্য জীববিশেষণৈক-স্বরূপস্য বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্য্যবস্যতি; অতঃ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীত্যুপপদ্যতে ॥৩॥১॥৬॥

ননু চ "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাৎ "সোমো রাজা" ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্যাভক্ষণীয়ত্বাৎ; তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৩॥১॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাক্তং (গৌণার্থক), বা (অথবা) অনাত্মবিত্ত্বাৎ (আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—ননু জীবস্য ভক্ষ্যত্বাসম্ভবাৎ সোমরাজস্য চ দেবভক্ষ্যত্ববচনাৎ নাত্র জীবাভি-ধানম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"ভাক্তং বা" ইত্যাদি।

অথবা "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইত্যত্র যৎ ভক্ষ্যত্বমুক্তম্, তৎ ভাক্তং ভোগোপকরণত্বেন গৌণমেব; কুতঃ? অনাত্মবিত্ত্বাৎ আত্মজ্ঞানবিরহাদিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণা শ্রুতিরপি তথৈব দর্শয়তি "যথা পশুঃ, এবং স দেবানাম্" ইতি। বস্তুতস্তু "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি" ইত্যাদিনা দেবানাং ভক্ষণমেব অপ্রসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবকে ভক্ষণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব, অথচ সোমরাজাকে ভক্ষণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সোমরাজ-শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—অথবা, কর্ম্মীদিগের আত্মজ্ঞান না থাকায় ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরন্তু—উপভোগ-সাধন মাত্র। 'গৃহস্থের যেমন গবাদি পশু, দেবগণের পক্ষে কর্ম্মীরাও তদ্রূপ,' এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেবগণের ভক্ষণই নাই ॥৩॥১॥৭॥]

যে প্রাণী রেতঃসেক করে, বহুলাংশে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে।' এখানেও কথিত হইয়াছে যে, 'দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধার হোম করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হইয়া থাকে,' পূর্ব্ব বাক্যের সহিত একবাক্যতানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহ-বিশিষ্টকেই সোমরূপ-দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত; সুতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃত পক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেই পর্য্যবসিত হইতেছে; অতএব জীব যে, সম্পরিষ্বক্ত (ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত) হইয়াই গমন করে, এ কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩॥১॥৬॥

ভাল কথা, 'তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন,' এই শ্রুতিতে সোমরাজাকে দেব-ভক্ষ্য বলায় বুঝা যাইতেছে যে, "সোমো রাজা" এই স্থলে জীব অভিহিত হইতেছে না; কারণ, জীব ত আর ভক্ষণযোগ্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভাক্তম্" ইত্যাদি।

বা-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্ত্তয়তি। ইষ্টাদিকারিণোঽনাত্মবিত্ত্বাৎ স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহামুত্র চ বর্ত্ততে। ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনং কুর্ব্বন্নুপ-করোতি; আরাধন-প্রীতৈর্দ্দেবৈর্দ্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমান-ভোগস্তদুপকরণং ভবতি। "যথা পশুরেবং স দেবানাম্" [বৃহদা০ ৩।৪।১] ইত্যনাত্মবিদো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি আত্মবিদাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অনাত্মবিদাং চ দেবভোগ্যত্বং দর্শয়তি— "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" [গীতা০ ৭।২৩] ইতি। অতো জীবস্য দেবানাং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্ববচনম্; অতস্তদ্ভাক্তম্। তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রূয়তে "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" [ছান্দো০ ৩।৬।১] ইতি। তস্মাদ্ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীতি সিদ্ধম্ ॥৩।১।৭॥

[প্রথমং তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

কৃতাত্যয়াধিকরণম্] **কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥৩।১।৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—কৃতাত্যয়ে (কৃতকর্ম্মের শেষে) অনুশয়বান্ (কর্ম্মশেষের সহিত) [আগমন করে]; দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং (দৃষ্ট—শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে), যথেতং (যেরূপে গমন), অনেবং (সেরূপে নহে) চ (ও)।]

সূত্রস্থ বা-শব্দে উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের আত্মজ্ঞান না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপকরণরূপে অবস্থান করে।—ইহলোকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের আরাধনা করত উপকার করে; তাহার পর ঐহিক আরাধনায় প্রীত দেবগণের প্রদত্ত (স্বর্গাদি) পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও আবার তাহাদেরই অনুরূপ ভোগলাভ করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি যে, দেবগণের উপকরণীভূত হয়, তাহা 'লোকের যেরূপ পশু, দেবগণের নিকট কর্ম্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ,' এই শ্রুতি এবং 'দেবযাজী পুরুষেরা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়', এই গীতাবাক্যও আত্মজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অনাত্মজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মী জীব দেবগণের ভোগোপকরণীভূত হয়, এই অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ বলা হইয়াছে, (কিন্তু বাস্তবিকই কবলিত করণাভিপ্রায়ে বলা হয় নাই); অতএব ঐ ভক্ষণ-শব্দটি ভাক্ত—গৌণার্থবোধক অবাস্তবিক। এইজন্য কেবল তৃপ্তি-লাভই দেবগণের ভক্ষণস্থানীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে—'দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।' অতএব জীব যে, সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩।১।৭॥

[প্রথম তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

[সরলার্থঃ—কৃতস্য কর্ম্মণঃ অন্তে কর্ম্মফলভোগাবসানে ইত্যর্থঃ, চন্দ্রলোকাৎ নিবর্ত্তমানঃ জীবঃ অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্ট-কর্ম্মসম্পন্ন এব নিবর্ত্ততে, ইতি দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবগম্যতে। শ্রুতিস্তাবৎ "রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে" ইত্যাদ্যা; স্মৃতিস্তাবৎ "ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মশেষেণ জাতিং রূপম্" ইত্যাদ্যা। [অবরোহে বিশেষমাহ—] যথা যেন পথা ইতং গতং চন্দ্রমণ্ডলে, অনেবং চ—আরোহণক্রমেণ প্রকারান্তরেণ চ [নিবর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]। চন্দ্রমস আকাশম্ ইত্যারোহণক্রমঃ, বায়ুধূমাভ্রাদি চ প্রকারান্তরমিতি ভাবঃ॥

জীব চন্দ্রমণ্ডলে স্বকৃত কর্ম্মফলভোগের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত ফিরিয়া আইসে; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি এই যে, 'যাহারা রমণীয় কর্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় জন্ম লাভ করে' ইত্যাদি; স্মৃতি এই যে, 'সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কর্ম্ম-শেষানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে', ইত্যাদি। বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যেরূপ ক্রম, প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রম কিন্তু সেইরূপ এবং অন্যরূপও বটে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে আকাশে অবতরণমাত্র আরোহণের অনুরূপ, আর বায়ু-ধূমাদিতে অবতরণ আরোহণের অননুরূপ ॥৩।১।৮॥]

কেবলেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাণেন পথা গমনম্, কর্ম্মফলাবসানে পুনরাবর্ত্তনং চাম্নাতম্—"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো০ ৫।১০।৩] ইতি। তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি? উত ন? ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্? কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্যোপভুক্তত্বাৎ নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্। অনুশয়ো হি উপভুক্তশিষ্টং কর্ম্ম; তচ্চ কৃৎস্নফলোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে। "যাবৎ সংপাতমুষিত্বা" ইতি বচনাৎ কৃৎস্নোপভোগশ্চ জ্ঞায়তে। সম্পতন্তি অনেন স্বর্গং লোকমিতি সম্পাতঃ—কর্ম্মোচ্যতে। শ্রুত্যন্তরং চ—

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, তাহাদের যে, ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন হয়, এবং কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে—'স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে (চন্দ্রমণ্ডলে) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে' ইতি। এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রত্যবরোহণকালে কি অনুশয়-সহকারে প্রত্যবরোহণ করে? অথবা অনুশয় রহিত ভাবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কর্ম্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন অনুশয়সহযোগে অবতরণ করে না, ইহাই পাওয়া গেল। অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম; সমস্ত ফলের ভোগ হইয়া গেলে তাহার (অনুশয়ের) আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না। সেখানে যে, সমস্ত কর্ম্মফলেরই ভোগ হয়, তাহাও "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে। যাহা দ্বারা স্বর্গলোকে সম্যক্ পতন (গমন) করা হয়, তাহার নাম 'সম্পাত' সম্পাত-শব্দে কর্ম্মই অভিহিত হয়। এতদনুরূপ শ্রুত্যন্তরও আছে—'এই জীব এখানে যে কিছু

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥" [বৃহদা০ ৬।৪।৬]
ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি। কুতঃ ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—ব্রাহ্মণযোনিং ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি প্রত্যবরূঢ়ান্ প্রতি শ্রূয়তে। অমুষ্মাল্লোকাৎ প্রত্যবরূঢ়েষু রমণীয়কর্ম্মাণো রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে; কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ

শুভাশুভ কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের শেষ হইলে কর্ম্মলব্ধ সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে' ইতি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

সানুশয় জীবের প্রত্যাবর্ত্তন সিদ্ধান্ত।]

অনুশয়সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যবরোহণ (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন) করিয়া থাকে, (নিরনুশয় নহে)। কারণ? দৃষ্ট ও স্মৃতি হইতে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে [ইহা জানা যাইতেছে]। তন্মধ্যে, 'অতএব, ইহলোকে যাহারা রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে রমণীয় যোনি—ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর যাহারা কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে কুৎসিত যোনি—কুক্কুরযোনি, শূকরযোনি কিংবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,' চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিও কথিত আছে, অর্থাৎ পরলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের মধ্যে শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কুৎসিত-কর্ম্মকারীরা শূকর-চাণ্ডালাদি

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'কৃতাত্যয়াধিকরণ'। ইহা অষ্টম হইতে একাদশ, এই চারি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"যাবৎসম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুত্যুক্ত জীবের পুনরাগমন। (২) সংশয়—প্রত্যাবৃত্তির সময় জীব সানুশয় কিংবা নিরনুশয় হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব ফিরিয়া আসিবার কালে, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মও তাহার সঙ্গে থাকে, কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—চন্দ্রলোকে যখন সমস্ত কর্ম্মই উপভুক্ত হয়, তখন কর্ম্মশেষ তাহার সঙ্গী হইতে পারে না; অতএব নিরনুশয়ভাবেই প্রত্যবরোহণ করে। (৪) উত্তর—না—সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যবরোহণ করে, নিরনুশয় অবস্থায় নহে; কারণ, "যাবৎ সম্পাতং" প্রভৃতি শাস্ত্রে যে, চন্দ্রলোকে কর্ম্মভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগোপযুক্ত কর্ম্মেরই কথা অভিহিত হইয়াছে। অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম। (৫) নির্ণয়—অতএব, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণের সময় নিশ্চয়ই কর্ম্মশেষ তাহার সহচর হয়, এবং তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয়।

কুৎসিতাংশ্চ শূকর-চণ্ডালাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি প্রত্যবরূঢ়াণাং পুণ্যপাপকর্ম্মযোগং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিম্বঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি" [গৌতম০ ২ প্র০ ১১ অ০ ১২—১৩] ইতি। তথা—"ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবদুভয়োর্লোকয়োঃ সুখ এব বর্ত্ততে" [আপস্তম্ব০ ২।১।২।৩] ইতি। "যাবৎ সম্পাতম্" (*) ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কর্ম্মবিশেষ-বিষয়ম্; "যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" ইতীদমপি তদ্বিষয়মেব। অভুক্ত-ফলানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং চ কর্ম্মণাং কর্ম্মান্তরফলানুভবাৎ নাশোঽপ্যনুপপন্নঃ। অতোঽমুং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথেতম্ অনেবং চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে—আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরপক্ষ-দক্ষিণায়ণষন্মাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্র-

---

কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে', এই শ্রুতিও চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মসম্বন্ধই প্রদর্শন করিতেছেন। 'নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী (ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) পুরুষেরা মৃত্যুর পর কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পশ্চাৎ সেই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (শিক্ষা), ধন, চরিত্র, সুখ ও মেধাসম্পন্ন অর্থাৎ উপদেশ-ধারণক্ষম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মধারণ করেন, কিন্তু যাহারা বিম্বক্ অর্থাৎ বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয়।' এইরূপ, 'তাহার পর যখন পরিবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়, তখন ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা (জ্ঞান) দ্রব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অবশিষ্ট কর্ম্মও চক্রের ন্যায় ইহ-পরকালে কেবলই সুখ-সম্পাদন করিয়া থাকে।' যে সমস্ত কর্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত কর্ম্মপ্রতিপাদনেই 'যাবৎ সম্পাতম্' শ্রুতির তাৎপর্য্য; এবং "যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" শ্রুতিও তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কর্ম্মভোগেও সে সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই আরোহণের অনুসারে এবং প্রকারান্তরেও প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যে প্রকার পথে আরোহণ করিয়া থাকেন, কতকটা সেই প্রকারে আবার কতকটা অন্যপ্রকারেও অবতরণ করিয়া থাকেন। আরোহণের ক্রম—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক; কিন্তু

(*) সম্পতনম্' ইতি উপনিষদ্বিষ্কঃ 'গ' পাঠঃ।

ক্রমেণ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধূমাভ্র-মেঘ-ক্রমেণ। তত্রাকাশাবরোহণাদ্ যথেতম্; বায়ুাদিপ্রাপ্তেঃ পিতৃলোকাদ্য-প্রাপ্তেশ্চানেবম্ ॥৩॥১॥৮॥

চরণাদিতি চেৎ, ন, তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৩॥১॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চরণাৎ (আচরণ—আচারবোধকশব্দ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি,) ন (না), তদুপলক্ষণার্থা (তাহারই—কর্ম্মেরই বোধক) ইতি (ইহা) কার্ষ্ণাজিনিঃ (কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্য)।]

[সরলার্থঃ—"য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদৌ চরণাৎ—চরণ-পদবাচ্যস্য আচারস্যৈব ব্রাহ্মণাদি-জন্মকারণত্বেন অভিধানাৎ ন সানুশয়াবরোহণং সংগচ্ছতে ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থা। যদ্যপি শ্রুতৌ চরণ-শব্দ এব প্রযুক্তঃ, তথাপি তেন তদনুগতং কর্ম্মৈব বোদ্ধব্যম্, পুণ্যকর্ম্মণ এব শুভপ্রাপ্তিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধেঃ, ইতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যঃ মন্যতে ইত্যর্থঃ।

যদি বল, 'যাহারা ইহলোকে রমণীয়-চরণশীল' ইত্যাদি শ্রুতিতে আচারবোধক চরণ-শব্দ থাকায় প্রত্যবরোহণ সময়ে কর্ম্মসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না। না—এ কথাও ঠিক হয় না; কারণ, ঐ চরণ-শব্দই আচারসমন্বিত কর্ম্মের বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনিনামক আচার্য্যের অভিমত ॥৩॥১॥৯॥]

প্রত্যবরোহণের ক্রম অন্যরূপ—চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ। তন্মধ্যে, আকাশাদিতে অবরোহণ 'যথেত' অর্থাৎ আরোহণের তুল্য; (কেননা, আরোহণের সময়ও আকাশাদিক্রমের উল্লেখ রহিয়াছে), আর বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তি নিবন্ধন 'অনেবম্' অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের অন্যথাভাবও হইতেছে (*) ॥৩॥১॥৮॥

(*) তাৎপর্য্য—সূত্রটির অভিপ্রায় এই যে, যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে, আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই; মৃত্যুর পর তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে; সেখানে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন করে, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে? অথবা, চন্দ্রলোকে তাহাদের অভুক্তও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম থাকে; সেই কর্ম্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আইসে এবং তদনুরূপই জন্ম পরিগ্রহ করে? উক্ত আশঙ্কা নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ সেখানে সম্ভব হয় না। মনে করুন, কোন লোক এমন একটি হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লইল, যেখানে দৈনিক দশ টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না; সেই আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিল; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইল; কেন না, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না।

'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' 'পাপং কর্ম্মাচরতি' ইতি কর্ম্মণি চরতেঃ প্রয়োগাৎ, পৃথগ্‌নির্দ্দেশস্য চ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধবিষয়ত্বেন 'গো-বলীবর্দ্দন্যায়েনোপপত্তেঃ, "মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা ন্যায্যা" ইতি সুকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণ-শব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সন্ধ্যা-বন্দনাদেঃ কর্ম্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্। অতঃ সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩॥১॥১১॥

[ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্যয়াধিকরণম্ ॥২॥]

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, 'পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম্ম আচরণ করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মরূপ অর্থে 'চর' ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং 'গো-বলীবর্দ্দ' ন্যায়ানুসারেও সাক্ষাৎশ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ কর্ম্ম বিষয়েও [কর্ম্ম ও আচারের] পৃথক্ নির্দ্দেশের উপপত্তি বা সার্থকতা সম্ভব হওয়ায়, বিশেষতঃ মুখ্যার্থের সম্ভবসত্ত্বে লক্ষণার অনৌচিত্য বশতঃ সুকৃত ও দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপই 'চরণ'শব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ (*)।

এখানে এই বাদরি আচার্য্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত; পরন্তু কার্ষ্ণাজিনির মতে শিষ্টাচারানুমিত (সাধুলোকের আচার দর্শনে যে শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই) শ্রুতি-বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের যে, অপরাপর কর্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করাই মুখ্য ফল, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে (†)। অতএব [বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকে, (নিরনুশয় লোকেরা নহে) ॥৩॥১॥১১॥ [ইতি দ্বিতীয় কৃতাত্যয়াধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—শিষ্টজনানুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই শ্রুতিমূলক; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, যাহা শ্রুতিবিহিত নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মের বিধায়ক সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায় না; হয়ত তদ্বোধক স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু যাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কর্ম্ম কখনই সজ্জনগণের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; এই জন্য তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কৢপ্ত শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি স্বরূপতঃ অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কিংবা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমুদয়কে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্প্য শ্রুতি। আলোচ্য স্থানে, 'অনবদ্যানি কর্ম্মাণি' এই কর্ম্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, প্রচলৎ শ্রুতিতেই কর্ম্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে; আর 'অস্মাকং সুচরিতানি' এই স্থলীয় কর্ম্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, শ্রুতিতে আচার-বোধক কেবল 'সুচরিত' শব্দমাত্র আছে, কর্ম্ম-শব্দ নাই; সুতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কর্ম্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয়।

'গো-বলীবর্দ্দ' ন্যায়টি এইরূপ—বলীবর্দ্দ অর্থ—ষণ্ড (ষাঁড়), ষণ্ড কখনও গো ভিন্ন নহে; তথাপি লোকে ষণ্ডের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগ্‌ভাবে আবার ষণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকে। তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবদ্য কর্ম্মের উল্লেখের পরও আবার 'সুচরিত' শব্দে পৃথক্ করিয়া কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ হইতেই কর্ম্ম ও সুচরিতের পার্থক্য হইতে পারে না।

(†) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে ষষ্ঠ-সূত্রোক্ত কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, সুচরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কর্ম্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে।, আর বাদরি বলিলেন যে, না—সুচরিত শব্দের কর্ম্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত; সুতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

অ-নিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণম্।]

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩॥১॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অ-নিষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞকারীভিন্নদিগের) অপি (ও) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইত্যত্র অ-নিষ্টাদিকারিণাম্ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম অকুর্ব্বতাং পাপিনামপি চ চন্দ্রলোকে গমনং অবিশেষেণ শ্রুতমস্তি ; অতঃ পাপিণামপি চন্দ্রমণ্ডলে গতিরস্তীতি ভাবঃ ॥

যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করে না—পাপী, তাহাদেরও চন্দ্র-লোকে গমন হয় ; কারণ, 'যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে', এই শ্রুতিতে অবিশেষে সকলের পক্ষেই চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১॥১২॥]

কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তম্ ; ইদানীম্ অ-নিষ্টাদিকারিণোঽপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি চিন্ত্যতে। যে বিহিতং ন কুর্ব্বন্তি, নিষিদ্ধং চ কুর্ব্বন্তি, তে উভয়েঽপি পাপকর্ম্মাণোঽনিষ্টাদিকারিণঃ। কিং যুক্তম্ ? তেঽপি চন্দ্রমসং

পূর্ব্বপক্ষ—] পাপীর চন্দ্রলোকে গমন।

যাহারা জ্ঞানরহিতভাবে কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তসংজ্ঞক কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যাগমন করে, এ কথা বলা হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্ম করে না—পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি না ? যাহারা বিহিত কর্ম্ম করে না. এবং যাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবা করে, পাপকর্ম্মশীল তাহারা উভয়েই এখানে 'অ-নিষ্টাদিকারী' শব্দে অভিহিত হইয়াছে (*)। কোন পক্ষটি

করিবার আবশ্যক হয় না। কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্তাংশ এই যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তদ্বিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। এবং সেই অনুমিত শ্রুতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের ফল হইতেছে—কর্ম্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম না করিলে কেহই অপর কোন কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মুখ্য ফল।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অ-নিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণ,' এই অধিকরণটি দ্বাদশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত দশটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পাপীদিগের মৃত্যুর পরকালীন গমন বা গন্তব্যস্থান। (২) সংশয়—বিহিত কর্ম্মে বিমুখ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে তৎপর—পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"যে বৈ কে চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের

"রমণীয়চরণাঃ" "কপূয়চরণাঃ" [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি ন চরণ-শব্দেন পুণ্য-পাপরূপং কর্ম্মাভিধীয়তে, চরণ-শব্দস্য লোক-বেদয়োরাচারে প্রসিদ্ধেঃ। লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তমিতি পর্য্যায়ানভিমন্যন্তে; বেদে চ "যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি" "যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি" [তৈত্তি০ শিক্ষা০ ১১।২]. ইতি চরণ-কর্ম্মণী ভেদেন ব্যপদিশ্যেতে; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনিবিশেষপ্রাপ্তিঃ, নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ; তন্ন; চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মন্যতে, কেবলাদাচারাৎ সুখদুঃখপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। সুখদুঃখে হি পুণ্যপাপরূপ-কর্ম্মফলে ৩।১।৯॥

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩॥১॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—আনর্থক্যম্ (আনর্থক্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তদপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে)।]

যদি বল, "রমণীয়চরণাঃ" ও "কপূয়চরণাঃ" এই শ্রুত্যুক্ত "চরণ'-শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম অভিহিত হইতেছে না; কেননা, লোকব্যবহারে ও বেদে আচারার্থেই চরণ-শব্দ প্রসিদ্ধ। লৌকিক জনেরা (ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকেরা) চরণ, আচার, শীল ও বৃত্ত, এই শব্দগুলিকে পর্য্যায় বা সমানার্থক বলিয়া মনে করেন; বেদেও 'যে সমস্ত কর্ম্ম অনবদ্য বা নির্দ্দোষ, সে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে', 'আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধু ব্যবহার, তুমি সে সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারবান্ হইবে।' এইরূপে আচরণ ও কর্ম্ম পৃথক্‌শব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চরণ হইতেই অর্থাৎ শীল বা আচার হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে, অনুশয় (কর্ম্মশেষ) হইতে নহে। না—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, কার্ষ্ণাজিনিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই 'চরণ' শব্দটি কর্ম্মেরও উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ এই 'চরণ'-শব্দই এখানে আচরণের ন্যায় পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মও বুঝাইতেছে; কারণ, কেবলই আচার হইতে সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না; কেননা, সুখ ও দুঃখ পুণ্য-পাপময় কর্ম্মেরই ফল স্বরূপ; [সুতরাং কেবলই আচার হইতে সুখদুঃখোৎপত্তি সম্ভব হয় না] ॥৩।১।৯॥

ঠিক এইরূপ, চন্দ্রলোকে ভোগোপযোগী নহে, এরূপ অভুক্ত কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কর্ম্মী পুরুষেরা সেখান হইতে আপন আপন ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মটুকু লইয়া (অনুশয়বান্ হইয়া) ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, এবং সেই সহচর কর্ম্মই তাহাদের ভোগোপযুক্ত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মসহকারেই চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, এবং এখানেও তদনুসারেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী ফল উপভোগ করিয়া থাকে।

[সরলার্থঃ—তর্হি বিফলত্বাৎ স্মৃতিবিহিতস্যাচারস্যানর্থক্যমেব প্রাপ্তম্, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যকর্ম্মণঃ; "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ," "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু "ইত্যাদিস্মৃতিভ্যো হি সদাচারস্য কর্ম্মোপযোগিত্বাৎ নৈবানর্থক্যমিতি ভাবঃ॥

ভাল, তাহা হইলে ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়িল? না; পুণ্যকর্ম্মমাত্রেই সদাচারের অপেক্ষা বা আবশ্যক রহিয়াছে। 'বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না,' 'সন্ধ্যাবিহীন ও অশুচি অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে অনর্হ (অযোগ্য)' ইত্যাদি শাস্ত্রেও পুণ্যকর্ম্মে সদাচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে॥৩॥১॥১০॥]

এবং তর্হি অফলত্বাদাচারস্য স্মৃতিবিহিতস্যানর্থক্যমেবেতি চেৎ; তন্ন, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ। আচারবত এব পুণ্যকর্ম্মস্বধিকারঃ—"সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু", (*) "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। অতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনেরভিপ্রায়ঃ॥৩॥১॥১০॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ॥৩॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—সুকৃত-দুষ্কৃতে (পাপ ও পুণ্য) এব (নিশ্চয়), ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য)।].

[সরলার্থঃ—'পুণ্যং কর্ম্ম আচরতি, পাপং কর্ম্ম আচরতি' ইত্যেবং লোকপ্রসিদ্ধেঃ "রমণীয়চরণাঃ" ইত্যত্র চরণ-শব্দেন সুকৃত-দুষ্কৃতে পুণ্য-পাপে এব অভিধীয়েতে, ইতি পুনর্ব্বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে ইত্যর্থঃ॥

'পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম্ম আচরণ করিতেছে' ইত্যাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, "রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদি স্থলেও 'চরণ'শব্দে সুকৃত (পুণ্য) ও দুষ্কৃতই (পাপই) অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ আচার অর্থ নহে॥৩॥১॥১১॥]

যদি বল, এইরূপ হইলে ত নিষ্ফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে? না—তাহা হয় না; কারণ, পুণ্যকর্ম্মমাত্রই তদপেক্ষিত অর্থাৎ সদাচার-সাপেক্ষ। কেন না, 'সন্ধ্যাবিহীন অশুচি (সদাচারহীন) ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে অনর্হ বা অনধিকারী,' বেদসমূহও আচারহীন লোককে পবিত্র করে না' ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, আচারবান্ ব্যক্তিরই অধিকার; অতএব কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উল্লিখিত চরণ-বোধক শ্রুতি পুণ্যকর্ম্মেরই উপলক্ষণার্থক (বোধক)॥৩॥১॥১০॥

(*) সর্ব্বকর্ম্মণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

পাপকর্ম্মণাং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥৩॥১॥১৫॥

ননু সপ্তসু লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ ; অত আহ—

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তত্র (সেখানে) অপি (ও) তদ্ব্যাপারাৎ (যমের আজ্ঞারূপ কার্য্য বশতঃ) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব)।]

[সরলার্থঃ—তত্র তেষু চিত্রগুপ্তাদ্যধিষ্ঠিতেষু সপ্তসু নরকেষ্বপি তদ্ব্যাপারাৎ যমাজ্ঞারূপ-ব্যাপারবশাদেব গমনাৎ অবিরোধঃ,—সপ্তসু নরকস্থানেষু গচ্ছতাং কথং যমশাসনপ্রাপ্তিঃ ? ইত্যেবংরূপো যো বিরোধঃ প্রসক্তিতঃ, তস্য অভাবঃ। অতঃ পাপিনামপি যমযাতনানুভবানন্তরং চন্দ্রলোকে আরোহাবরোহৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥

সেই রৌরবাদি সপ্তপ্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলের পক্ষেই যমালয়ে গমন হইল না বলিয়া যে, বিরোধ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অভাব বা পরিহার হইল ॥৩॥১॥১৬॥]

তেষ্বপি সপ্তসু যমাজ্ঞয়ৈব গমনাদবিরোধঃ। অতোঽনিষ্টাদি-কারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকর্ম্মানুরূপং যাতনাশ্চানুভূয় পশ্চাচ্চন্দ্রা-রোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩॥১॥১৬॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (বিদ্যার ও কর্ম্মের) ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) প্রকৃতত্বাৎ (প্রস্তাব থাকায়)।]

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে রৌরবপ্রভৃতি সাতটি নরকও স্মরণ করিয়া থাকেন (*) ॥৩॥১॥১৫॥

যাহারা সপ্তবিধ লোকে (নরকস্থানে) গমন করে, তাহাদের যম-সদনপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তত্রাপি" ইত্যাদি।

সেই সপ্তবিধলোকেও (নরকেও) যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয় ; সুতরাং কোন বিরোধ নাই। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা প্রথমে যমলোকে যাইয়া এবং স্বীয় কর্ম্মানুরূপ বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পশ্চাৎ চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩॥১॥১৬॥

(*) তাৎপর্য্য—নরক অর্থ—পাপকর্ম্ম-জন্য দুঃখভোগের স্থানবিশেষ। পুরাণশাস্ত্রে নরকভেদ অনেকপ্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাতটি প্রধান নরকের নাম মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—"বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি" ইত্যাদিনা। সূত্রে তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন চ পাপিনাম্ অর্চ্চিরাদিনা ব্রহ্মগমনম্, ধূমাদিনা বা চন্দ্রলোকগমনং সম্ভবতি। কুতঃ? বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ তৎফলকত্বাৎ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ বিদ্যাফলত্বাৎ, চন্দ্রলোক-প্রাপ্তেশ্চ কর্ম্মফলত্বাদিত্যর্থঃ। কথমিত্যেতদ্ অবগম্যতে? ইতি চেৎ; ইত্যাহ—প্রকৃতত্বাৎ—বিদ্যা-কর্ম্মণী হি প্রকৃত্য তৎফলত্বেন গতিদ্বয়স্য তত্র কীর্ত্তনাদিত্যর্থঃ। "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ, যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিসমভিসম্ভবন্তি" ইতি, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইতি হি তত্র প্রকৃতমিতি ভাবঃ॥

এখন আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—সূত্রস্থ তু-শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন। 'অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন, আর ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন, এই উভয়ই বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে; কারণ, "তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" ইত্যাদি স্থলে বিদ্যা, আর "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব পাপীদিগের পক্ষে অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে গমন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥৩॥১॥১৭॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরস্তীত্যে-তন্নোপপদ্যতে; কুতঃ? বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি; বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ দেবযান-পিতৃযাণয়োঃ। এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূর্ত্তদত্তবিধুরত্বাৎ পিতৃযাণেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি।

দেবযান-পিতৃযাণয়োর্ব্বিদ্যাবিষয়ত্বং পুণ্যকর্ম্মবিষয়ত্বং চ কথমবগম্যতে?

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—"বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ" ইত্যাদি। উক্ত অসৎপক্ষ-নিরাসার্থ তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে নাই, সেই সমস্ত পাপিগণেরও যে, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহা সংগত হইতেছে না; কারণ, দেবযান ও পিতৃযাণ, উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলোপভোগ সাধন করা। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন বলিয়া অনিষ্টাদিকারীদিগের (যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) পক্ষে দেবযানপথে প্রস্থান করা যেরূপ সম্ভবপর হয় না, ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তকর্ম্মের অভাব থাকায় পিতৃযাণে প্রস্থান করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না।

[সিদ্ধান্ত – পাপিগণের চন্দ্রাদি-লোকে গমন নিষেধ।]

যদি বল, দেবযান ও পিতৃযাণ পথদ্বয়ের যে, [যথাক্রমে] বিদ্যাবিষয়ত্ব ও পুণ্যকর্ম্মবিষয়ত্ব, অর্থাৎ

"রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নির্বৈতরণী তথা। কুম্ভী পাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকানি তু। তামিস্রশ্চান্ধতা-মিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।"

গচ্ছন্তীতি; কুতঃ? তেষামপি হি তদ্‌গমনং শ্রুতম্—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" [কৌষী০ ১।২] ইত্যবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩।১।১২॥

এবং তর্হি সুকৃত-দুষ্কৃতকারিণোরুভয়োরপ্যবিশিষ্টৈব গতিঃ স্যাৎ? নেত্যাহ—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥৩॥১॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সংযমনে (যমালয়ে) তু (শঙ্কানিবৃত্তিসূচক) অনুভূয় (অনুভব করিয়া) ইতরেষাং (অপর সকলের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) আরোহাবরোহৌ (চন্দ্র-মণ্ডলে গমন ও সেখান হইতে প্রত্যাগমন), তদ্‌গতি-দর্শনাৎ (যেহেতু যেখানে গতির উল্লেখ দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনর্বিশেষঃ—ইতরেষাং পাপিনাং পুনঃ সংযমনে যমালয়ে পাপফলং দুঃখম্ অনুভূয় আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রলোকে গমনম্ ততঃ প্রত্যাগমনঞ্চ ভবতঃ; কুতঃ? তদ্‌গতি-দর্শনাৎ পাপিনাং যমালয়-গতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

এইমাত্র বিশেষ যে, পাপিগণ যমালয়ে পাপের ফল ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে, আবার সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে; কারণ, পাপিগণেরও যমালয়ে গতির উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩।১।১৩॥]

যুক্তিযুক্ত? তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ? যেহেতু তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে। কেননা, 'যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ করে (মরে), তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে' এই স্থলে সাধারণভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩।১।১২॥

ভাল, একথা হইলে ত সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতা উভয়েরই গতি সমান হইতে পারে? অর্থাৎ উভয়ের গতিতে কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না? না,—এইজন্য বলিতেছেন—"সংযমনে তু" ইত্যাদি।

কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে। (৪) সিদ্ধান্ত—"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" এইস্থানে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে নির্দ্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে, পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন হয় না; পুণ্যাত্মাদেরই হয়; অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্ম্মে রত থাকা উচিত।

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি ; ইতরেষাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়ৈব, নান্যথা ; কুতঃ ? তদ্‌গতি-দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকর্ম্মণাং যমবশ্যতয়া তদ্‌গমনম্ "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে" [কঠ০ ২।৬] "বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্" [আরণ্য০ ২ প্র০ ১ প০] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৩॥

স্মরন্তি চ ॥৩॥১॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ 'পরাশরাদয়ো মহর্ষয়ঃ সর্ব্বেষাং যমবশ্যতাম্—"সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" ইত্যাদিষু ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি মহর্ষিগণও 'ভগবন্, ইহারা সকলেই যমের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত লোকের পক্ষেই যমবশ্যতা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৪॥]

স্মরন্তি চ সর্ব্বেষাং যমবশ্যতাং পরাশরাদয়ঃ "সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" [বিষ্ণু০ পু০ ৩।৭।৫] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৪॥

অপি সপ্ত ॥৩॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) সপ্ত (সপ্তসংখ্যক)।]

[সরলার্থঃ—পাপিনাং গন্তব্যত্বেন নিরূপিতান্ নরকান্ সংখ্যাতঃ সপ্তাপি স্মরন্তীত্যর্থঃ ॥

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নরক সাতটি বলিয়াও স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৫॥]

সূত্রস্থ তু-শব্দ উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; ইতর সকলের অর্থাৎ অ-নিষ্টাদিকারী—যাহারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দ্দিষ্ট যাতনা ভোগের পরই হইয়া থাকে, অন্যথা নহে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও গতি দৃষ্ট হয়। পাপকর্ম্মকারীদিগের যে, যমবশ্যতাগ্রহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—'যে ব্যক্তি মনে করে যে, কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারংবার আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।' 'লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজকে দর্শন করা হয়' ইত্যাদি ॥৩॥১॥১৩॥

পরাশরাদি ঋষিগণও 'হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি স্থলে সকলের সম্বন্ধেই যমবশ্যতার কথা স্মরণ করিয়া থাকেন (উল্লেখ করিয়া থাকেন) ॥৩॥১॥১৪॥

ইতি চেৎ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ। প্রকৃতা হি দেবযানে বিদ্যা, পিতৃযাণে চ কর্ম্ম, "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইত্যুক্ত্বা "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ" ইত্যাদিনা দেবযান-বচনাৎ, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইত্যুক্ত্বা "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদিনা পিতৃযাণবচনাচ্চ [ছান্দো০ ৫।১০।৩]। "যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎপ্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইত্যেতদপি বচনং 'যে ইষ্টাদিকারিণস্তে সর্ব্বে' ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩।১।১৭॥

ননু পাপকর্ম্মণাং চন্দ্রগমনাভাবে পঞ্চমাহুত্যসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপদ্যতে; "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।৯।১] ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রূয়তে, সা চাহুতিশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকেতি দর্শিতম্; অতঃ শরীরারম্ভায়ৈব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাববশ্যাভ্যুপেত্যাবিত্যত আহ—

বিদ্যার ফল যে, দেবযান, আর কর্ম্মের ফল যে, পিতৃযাণ, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে? [উত্তর—] যেহেতু সেই উভয়ই (বিদ্যা ও কর্ম্মই) সেখানে প্রস্তাবিত; কারণ, দেবযানের উপায়-রূপে বিদ্যার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, আর পিতৃযাণের উপায়রূপে কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। যথা—'অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,' এই কথা বলিয়া 'তাহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর দিবসাভিমানী দেবতাকে [প্রাপ্ত হন]' ইত্যাদি বাক্যে দেবযানপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'পক্ষান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই কর্ম্মত্রয়ের উপাসনা করে,' এই কথা বলার পর 'তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাণের (ধূমাদি পথের) কথা বলা হইয়াছে। আর 'যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোককেই প্রাপ্ত হয়,' এই বাক্যটির অর্থও—'যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা সকলে' এইরূপ অর্থে পরিণত করিতে হইবে (*) ॥৩।১।১৭॥

ভাল, পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ায় পঞ্চমী আহুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে; তন্নিবন্ধন শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না; অথচ 'হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে' এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শোনা যায়। অগ্রে চন্দ্রপ্রাপ্তি হইলেই যে, সেই আহুতি পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে, [তদভাবে পারে না,] ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব মৃত পাপিগণেরও শরীরারম্ভের জন্যই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"ন তৃতীয়ে" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসম্এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", এই শ্রুতিতে যদিও "তে সর্ব্বে" (তাহারা সকলে) কথায় অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে

ন, তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥৩।১।১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) তৃতীয়ে (তৃতীয়স্থানে—জায়স্ব-ম্রিয়স্বনামক পাপীর স্থলে) তথা (সেইরূপ) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধে হেতু)।]

[সরলার্থঃ—নম্নু পাপিনাং চন্দ্রলোকে গমনাভাবে পঞ্চমাহুতেরভাবাৎ পুনর্দেহারম্ভো নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—"ন তৃতীয়ে" ইত্যাদি ॥

ন,—ইয়মাপত্তির্নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ; কুতঃ ? তৃতীয়ে স্থানে তথোপলব্ধেঃ—দেহারম্ভায় পঞ্চম্যা আহুতেরনপেক্ষত্বদর্শনাৎ। তথাহি—"বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি" এতৎ-প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে" ইত্যাদৌ তৃতীয়-স্থানস্য দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষত্বদর্শনাদ্ অত্রাপি তথা কল্প্যতে ইতি ভাবঃ। পাপিনোঽত্র তৃতীয়স্থান-পদেনোচ্যন্তে ॥

আপত্তি হইতেছে যে, পাপীরা যদি চন্দ্রলোকে গমনই না করে, তাহা হইলে পঞ্চমী আহুতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের দেহারম্ভই হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, তৃতীয় স্থানে (কীট মশকাদি পাপিদেহে) সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, প্রশ্ন হইল—'তুমি কি জান—কেন এই দ্যুলোক মৃত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইতেছে না' ? [উত্তর—] 'বারংবার আগমনশীল এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী উক্ত উভয় পথেই গমন করে না, ইহাই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান ; এই কারণেই উক্ত লোকটি পূর্ণ হয় না'। এখানে কীটাদির দেহারম্ভে পঞ্চমী-আহুতির অভাব দেখা যাইতেছে ; অতএব পাপী-দিগের দেহারম্ভেও তদ্রূপ পঞ্চমী আহুতির আবশ্যক হয় না ॥৩।১।১৮॥]

তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা ; কুতঃ ? তথোপলব্ধেঃ—তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্ম্মাণ উচ্যন্তে ; তেষাং দেহারম্ভে পঞ্চ-মাহুত্যনপেক্ষত্বমুপলভ্যতে—"বেথ যথা কেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে"

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারম্ভের জন্য আর পঞ্চম আহুতির আবশ্যক হয় না ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়। এখানে 'তৃতীয় স্থান' শব্দে কেবল-পাপকর্ম্মকারীদিগকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তাহাদের দেহারম্ভে পঞ্চম আহুতির অনপেক্ষতা বা অনাবশ্যকতা দেখা

সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের বাটীতে কেহ যদি বলেন —'এখন সকল লোককে ভোজন করাইয়া দাও,' সেখানে সাধারণভাবে প্রযুক্ত 'সকল লোক' শব্দে যেমন উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ্য করা হয়,—দেশের যাবতীয় লোককে বুঝান হয় না, তেমনি এখানেও শ্রুতির 'তে সর্ব্বে' কথায় মৃত-ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—ইষ্টাদিকারী, কেবল তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে ; সুতরাং মৃত্যুর পর পাপিগণের পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডলে আরোহণ কিংবা সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

[ছান্দো॰ ৫।৩।৩] ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-চন (*) তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব-ম্রিয়স্বেত্যে-তৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে" [ছান্দো॰ ৫।১০।৮] ইতি তৃতীয়স্থানস্য দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন দ্যুলোকাসংপূর্ত্তিবচনাদস্য তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা। "পঞ্চম্যামাহুতৌ" ইতি চাপাং পঞ্চমাগ্নিসম্বন্ধস্য পুরুষবচস্ত্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি, [ছান্দো॰ ৬।৩।১] নান্যৎ নিবারয়তি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩॥১॥১৮॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥৩॥১॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যতে (স্মরণ করা হয়) অপি (ও) চ (এবং) লোকে (জগতে)।]

[সরলার্থঃ—লোকে অস্মিন্ জগতি পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতি-মন্তরেণাপি দেহারম্ভঃ শ্রূয়তে ; অতঃ দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতের্নিয়মেনাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥

জগতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদিগেরও পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা শোনা যায় ; অতএব জন্মের জন্য পঞ্চমাহুতির একান্ত অপেক্ষা নাই ॥৩॥১॥১৯॥]

যাইতেছে। 'তুমি জান—কেন এই লোক (দ্যুলোক) পূর্ণ হয় না ?' এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা হইয়াছে—'বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূত সমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও [গমনে অধিকারী] হয় না, ইহাই জায়স্ব-ম্রিয়স্বনামক তৃতীয় স্থান ; সেই হেতুই ঐ লোকটি পূর্ণ হয় না'। এখানে তৃতীয়স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্যুলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায় দ্যুলোকের পরিপূরণের অভাব কথন হেতু [বুঝিতে হইবে যে,] দেহারম্ভের জন্য সর্ব্বত্রই পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা বা নিয়ত আবশ্যকতা নাই। 'পঞ্চমী আহুতিতে [আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়',] এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমাগ্নিতে জল-সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু [দেহারম্ভে] কারণান্তরের প্রতিষেধ করিতেছে না ; কেন না, শ্রুতিতে [পঞ্চম্যামেব] এইরূপ অবধারণ-বোধক শব্দ নাই (†) ॥৩॥১॥১৮॥

(*) কতরেণ চ' ইতি 'ক, খ' পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধতয়া পরিত্যক্তঃ।

(†) তাৎপর্য্য—"পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" এই শ্রুতিতে যদিও যোষিৎসম্বন্ধরূপ পঞ্চমী আহুতিকে দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত যে দেহারম্ভ হইতেই পারে না, তাহা এ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ, সেইরূপ অভিপ্রায় হইলে, "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ" শ্রুতিতে "আহুতৌ এব" এইরূপ অবধারণসূচক একটি 'এব' শব্দের প্রয়োগ থাকা আবশ্যক হইত ; সেই 'এব' শব্দ দ্বারা দেহারম্ভে কারণান্তরের ব্যাবৃত্তি করা সম্ভব হইত ; তাহা না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহুতির দেহারম্ভকতা মাত্র প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু দেহারম্ভক কারণান্তর নিবৃত্তি করা অভিপ্রেত নহে।

পুণ্যকর্ম্মণামপি কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভো লোকে স্মর্য্যতে—দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাম্ ॥৩॥১॥১৯॥

দর্শনাচ্চ ॥৩॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতাবপি তথা দর্শনাৎ পঞ্চমাহুতিমন্তরেণাপি দেহারম্ভ উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ॥

শ্রুতিতেও সেইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং দেহারম্ভের জন্য সকলের পক্ষেই যে, পঞ্চমাহুতির আবশ্যক আছে, তাহা নহে ॥৩॥১॥২০॥]

(*) শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভঃ "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" [ছান্দো০ ৬।৩।১] ইতি, এবমুদ্ভিজ্জ-স্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহুতিমন্তরেণ উৎপত্তির্দৃশ্যতে ॥৩॥১॥২০॥

ননু স্বেদজানামত্র ন সঙ্কীর্ত্তনমস্তি, "ত্রীণ্যেব বীজানি" ইতি বচনাৎ; তত্রাহ—

জগতে কোন কোন পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরও পঞ্চমাহুতি-নিরপেক্ষভাবে দেহারম্ভের কথা শোনা যাইয়া থাকে। যেমন, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির (†) ॥৩॥১॥১৯॥

শ্রুতিতেও কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চমাহুতি ব্যতীতও দেহারম্ভ দৃষ্ট হয়,—'সেই এই ভূতসমূহের তিনপ্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ, (পক্ষীপ্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ-স্বেদজপ্রভৃতি)', এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজের (মশক ও মক্ষিকাদির) পঞ্চমাহুতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥১॥২০॥

ভাল কথা, শ্রুতিতে "ত্রীণ্যেব" ('তিনটিমাত্রই') এইরূপ কথা থাকায় স্বেদজের ত উল্লেখই নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—তৃতীয়েত্যাদি।

(*) চ-কারাৎ শ্রুতাবপি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদরাজ প্রসিদ্ধ ধনুর্ব্বেদবিদ্ দ্রোণাচার্য্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ একটি যজ্ঞ করেন; দৈবানুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমি হইতেই একটি পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি কন্যা—দ্রৌপদী সমুৎপন্ন হয়। দেহলাভের জন্য তাহাদিগকে আর পঞ্চম আহুতিতে—স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয় নাই; সুতরাং দেহারম্ভের জন্য যে, স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে, সেরূপ কোন নিয়ম সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব পাপিগণের চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের দেহলাভে কোন বাধা হইতে পারে না।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ (তৃতীয়—উদ্ভিজ্জ-শব্দে সংগ্রহ) সংশোকজস্য (স্বেদজের)।]

[সরলার্থঃ—অত্র "ত্রীণ্যেব" ইতিবচনাৎ স্বেদজানামুল্লেখো নাস্তি ; তৎ কথং স্বেদজানামুদাহরণম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েত্যাদি।

সংশোকজস্য স্বেদজস্য তৃতীয়-শব্দেন "আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" ইতি 'উদ্ভিজ্জ'-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

যদিও শ্রুতিতে স্পষ্টকথায় স্বেদজের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয়—'উদ্ভিজ্জ' শব্দেই সংশোকজের—স্বেদজের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥৩॥১॥২১॥]

সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপি "আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" [ছান্দো০ ৬।৩।১] ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জ-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অতঃ কেবলপাপকর্ম্মণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি ॥৩॥১॥২১॥

[ইতি তৃতীয়ম্ অ-নিষ্টাদিকার্য্যধিকরণম্ ॥৩॥]

তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্।]

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥৩॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ (আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি) উপপত্তেঃ (যুক্তিহেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহণসময়ে তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ আকাশাদি-সাদৃশ্যপ্রাপ্তির্ভবতি, নতু তৎ-স্বারূপ্যম্ ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—সুখদুঃখভোগাভাবাৎ সাদৃশ্যোপপত্তেঃ, তদ্ভাবানুপপত্তেশ্চেত্যর্থঃ ॥

ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশাদিস্বরূপ হয় না ; কারণ, সে অবস্থায় যখন সুখদুঃখভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য ছাড়া তদ্ভাব-প্রাপ্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হইলে, সে অবস্থায়ও তাহার সুখদুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারিত ॥৩॥১॥২২॥]

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষ্বক্তাঃ সানুশয়াশ্চন্দ্রমসোঽবরোহন্তি, (*)

"আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" এই শ্রুতিতে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজের—স্বেদজেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব যাহারা কেবলই পাপকর্ম্মকারী, তাহাদিগের চন্দ্রাদি-লোকে গমন সম্ভবপর হয় না ॥৩॥১॥২১॥　[ইতি তৃতীয় অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ ॥৩॥]

যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ম্মশেষসহকারে চন্দ্রলোক হইতে নামিয়া

(*) চন্দ্রমসমবরোহন্তি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যুক্তম্; অবরোহপ্রকারশ্চ "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" [ছান্দো০ ৫।১০।৫] ইতি বচনাৎ। "যথেতমনেবঞ্চ" ইত্যুক্তম্; তত্রাস্য আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ দেবমনুষ্যাদিভাববদ্ আকাশাদিভাবঃ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাত্রম্? ইতি বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থস্য সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ; ইতি প্রাপ্তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে। তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎ-সাদৃশ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। কুত এতৎ? উপপত্তেঃ—সোমভাব-মনুষ্যভাবাদৌ হি সুখদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ; অত্র তু আকাশাদৌ সুখদুঃখোপভোগা-

---

আইসে, এ কথা উক্ত হইয়াছে। আর অবরোহের প্রকার বা প্রণালীও—'অনন্তর গমনানুসারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে; প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে [অবরোহণ করে], বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, (অভ্র অর্থ—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে,' ইত্যাদি বচন হইতে [জানা গিয়াছে]। তাহার পর 'যথেতম্ অনেবং চ' অর্থাৎ যেরূপে গমন, সেইরূপে এবং অন্যপ্রকারেও [ফিরিয়া আইসে), এ কথাও উক্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে যে, আকাশাদিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবমনুষ্যাদি-দেহ প্রাপ্তির ন্যায়? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য বা সমানরূপতা প্রাপ্তি মাত্র? এইরূপ সংশয়ে [মনে হয় যে,] শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয়, তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদিভাবই প্রাপ্ত হয়; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব" ইতি (*)।

[সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য-প্রাপ্তি]

তৎস্বাভাব্যাপত্তি অর্থ—আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি; এইরূপ অর্থের কারণ? উপপত্তিই কারণ; কেননা, সোমভাবে ও মনুষ্যাদিভাবে যে, তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেইসেইরূপে সুখদুঃখ উপভোগ করা; কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন সুখদুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তখন

(*) তাৎপর্য্য—এই তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের আকাশাদি ক্রমে প্রত্যবরোহণে তদ্ভাবাপত্তি। (২) সংশয়—তদ্ভাবাপত্তি অর্থ কি আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি, অথবা আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি। আরোহণের সময়ে যেরূপ সোমাদিভাব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ এখানেও আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই 'তদ্ভাবাপত্তি' কথার অর্থ হওয়া উচিত। (৩) উত্তর—না—এখানে আকাশাদি-স্বরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগই সোমাদিভাব প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য; এখানে কিন্তু সুখ-দুঃখভোগ নাই; সুতরাং অকারণ আকাশাদিরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না। (৪) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব তদ্ভাবাপত্তি কথার অর্থ—আকাশাদির সহিত মিশ্রিত ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ, তৎস্বরূপতা নহে।

ভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গকৃত-তৎসাদৃশ্যাপত্ত্যভিপ্রায়ম্ ॥৩।১।২২॥ [ইতি চতুর্থং তৎস্বাভাবাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৪॥]

নাতিচিরাধিকরণম্।] নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩।১।২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অতিচিরেণ (অধিক বিলম্বে) বিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ আছে)।]

[সরলার্থঃ—ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ আকাশাদিপ্রাপ্তৌ কিং চিরমবস্থানম্? উত ন? ইত্যাহ—নাতিচিরেণেতি।

উত্তরত্র ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষাৎ "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" ইতি বিশেষ্য চিরাবস্থানস্য উক্তত্বাৎ আকাশাদিষু অবস্থানং তু অতিচিরেণ বিলম্বেন ন, অপিতু অবিলম্বেন ততো নিষ্ক্রমণং ভবতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ॥

আকাশাদিভাবে যে অবস্থান, তাহাতে অধিক বিলম্ব হয় না; কারণ, পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণেই বিলম্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আকাশাদির মধ্যে অবস্থানে বিলম্ব হয় না ॥৩।১।২৩॥]

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদ্ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং তিষ্ঠতি? উতানিয়মঃ? ইতি বিশয়ে নিয়ম-হেত্বভাবাদনিয়মঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাতিচিরেণ ইতি। কুতঃ? বিশেষাৎ—উত্তরত্র ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি বিশিষ্য কৃচ্ছ্র-

---

তদাপত্তি বা আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অভিপ্রায় এইরূপ যে, আকাশাদির সহিত মিলিত হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে জীবের সূক্ষ্মদেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু আকাশাদির স্বরূপই হইয়া যায় না ॥৩।১।২২॥

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ব্রীহিপ্রভৃতিভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থায় জীব কি দীর্ঘকাল অবস্থান করে? অথবা কালের কোন নিয়ম নাই? এইরূপ সংশয়স্থলে নিয়ামক কোন হেতু না থাকায় অনিয়মই প্রাপ্ত হইয়াছিল; তদুত্তরে বলিতেছেন—"নাতিচিরেণ" ইতি।

অতি বিলম্বে নহে; অর্থাৎ আকাশাদিরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে হয় না; কারণ কি? বিশেষোক্তিই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তী ব্রীহিপ্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তিতেই 'ইহা হইতেই

নিষ্ক্রমণত্বাভিধানাৎ পূর্ব্বত্র হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তাবচিরনিষ্ক্রমণং গম্যতে। 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি চ্ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ; দুর্নিষ্প্রপততরং—দুঃখ-নিষ্ক্রমণতরমিত্যর্থঃ ॥৩।১।২৩॥

[ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥]

অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্।] অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভি-লাপাৎ ॥৩।১।২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যাধিষ্ঠিতে (অপর জীবের আশ্রয়ীভূতে) পূর্ব্ববদভিলাপাৎ (পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিরই তুল্যরূপে উল্লেখ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—অন্যেন জীবেন অধিষ্ঠিতে ভোগ্যরূপেণ অধিকৃতে ব্রীহ্যাদৌ অবরোহতাং সংশ্লেষ-মাত্রং ভবতি, নতু তত্র কথঞ্চিৎ ভোগ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ, আকাশাদিষু হি যথা অভিলাপঃ—সংশ্লেষমাত্রোক্তিঃ, অত্রাপি তথৈব অভিলাপাৎ, জন্ম-হেতুভূত-কর্ম্মানভি-লাপাচ্চেত্যর্থঃ।

অপর জীবকর্ত্তৃক ভোগের জন্য আশ্রিত ব্রীহ্যাদি দেহে চন্দ্রলোকাগত জীবের সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না। কারণ? আকাশাদির সম্বন্ধে যেরূপ কথা আছে, ব্রীহ্যাদিভাবেও ঠিক সেইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৩।১।২৪॥]

অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ বা নির্গমন হয়', এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে বিলম্ব হয় না, (নচেৎ ব্রীহ্যাদিভাব হইতে 'কষ্টে নির্গমন হয়' বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না)। ছান্দস বলিয়া 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' পদের একটি ত-কারের লোপ হইয়াছে; (দুর্নিষ্পপততরম্ বুঝিতে হইবে)। 'দুর্নিষ্প্রপততর' অর্থ—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে যেখান হইতে নির্গমন হয় (*) ॥৩।১।২৩॥

[পঞ্চম নাতিচিরাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'নাতিচিরাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আকাশাদি অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ। (২) সংশয়—নিষ্ক্রমণ কি দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অথবা তাহার কোনও নিয়ম নাই। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নিয়ামক কোন কারণ না থাকায় অনিয়মই সত্য। (৪) উত্তর- না--শ্রুতিতে পরবর্ত্তী ব্রীহ্যাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে অল্পকালেই নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে কালবিলম্ব হয় না।

অবরোহন্তো জীবা ব্রীহ্যাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রূয়তে "মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা জায়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি। তে কিমন্যৈর্ভোক্তৃভির্ব্রীহ্যাদিশরীরৈরধিষ্ঠিতান্ ব্রীহ্যাদীন্ আশ্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ব্রীহ্যাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিশয়ে "জায়ন্তে" ইতি বচনাৎ 'দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে' ইতিবদ্ ব্রীহ্যাদি-শরীরা এব, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি। জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব। কুতঃ ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ—আকাশাদি-মেঘপর্য্যন্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ। যত্র হি ভোক্তৃত্বমভিপ্রেতম্ ; তত্র তৎ-সাধনভূতং কর্ম্মাভিলপ্যতে—"রমণীয়চরণাঃ, কপূয়চরণাঃ" [ছান্দো০ ৫।৬।৭] ইতি। ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কর্ম্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্য স্বর্গোপভোগ্য-ফলস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ স্বর্গোপভোগাদেব সমাপ্তত্বাৎ,

---

'তাহা মেঘরূপী হইয়া বর্ষণ করে, তাহারা এখানে (পৃথিবীতে) ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য), যব, ওষধি (তৃণ-লতা), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াইরূপে জন্মধারণ করে', এই বাক্যে শ্রুত হইতেছে যে, চন্দ্রলোক হইতে আগমনকারী জীবগণ ব্রীহি প্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে। এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহারা কি ব্রীহ্যাদি-শরীরধারী অপর জীবগণের অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদির সহিত সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র লাভ করে ? অথবা তাহারাই ব্রীহ্যাদিশরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সংশয়স্থলে, 'দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানেও 'জায়ন্তে' শব্দ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] তাহারাও ব্রীহ্যাদিশরীরধারীই বটে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"অন্যাধিষ্ঠিতে" ইত্যাদি।

অপর জীবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর জীবের ভোগ্যভূত ব্রীহিপ্রভৃতি-শরীরে তাহাদের কেবল সংশ্লেষ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (কোনরূপ ভোগ হয় না)। কারণ কি ? যেহেতু এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় অভিলাপ বা শব্দবিন্যাস রহিয়াছে। যেখানে ভোক্তৃত্ব বা ভোগকর্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনীভূত কর্ম্মেরও উল্লেখ হইয়া থাকে। [যথা—] "রমণীয়চরণাঃ * * * কপূয়চরণাঃ" ইত্যাদি। বিশেষতঃ আকাশাদিভাব-প্রাপ্তির উল্লেখস্থলেও যেমন কর্ম্মের উল্লেখ নাই, এখানেও তেমনি [স্থাবরাদি জন্মের কারণীভূত] কোন কর্ম্মেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কর্ম্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ্য, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত স্বর্গোপভোগেই ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার পর, যে সমস্ত কর্ম্মের ফল

অনারব্ধস্য (*) চ "রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যে কর্ম্মান্তরাভাবাচ্চ। অত আকাশাদিভাববচনবদ্ ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মবচন-মৌপচারিকম্ ॥৩।১।২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩।১।২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অশুদ্ধং (পাপকর) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি প্রত্যবরোহতাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মনো হেতুভূতং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম শ্রুতং নাস্তি, তথাপি স্বর্গফলকং যজ্ঞাদি কর্ম্মৈব পশুবীজাদিহিংসাসাধ্যত্বাদ্ অশুদ্ধং পাপসংকীর্ণম্; তদেব চ ব্রীহ্যাদিজন্মনোঽপি হেতুর্ভবিষ্যতীতি চেৎ; ন,—নৈতদ্বাচ্যম্; কুতঃ? শব্দাৎ "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্যাদেব যজ্ঞার্থহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।

যদিও প্রত্যবরোহণকারীদিগের স্থাবরাদিভাবে জন্মলাভের হেতুভূত কোনও কর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না সত্য; তথাপি, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যখন পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; অথচ হিংসামাত্রই যখন পাপকর—দুঃখজনক, তখন যজ্ঞাদি কর্ম্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; তাহার ফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম হইতেই পারে। না—তাহা পারে না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না; সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মও অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত হইতেছে না; কাজেই তৎফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না ॥৩।১।২৫॥]

নৈতদস্তি—যদন্যাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃত্ব-হেত্বভাবাৎ ন ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃত্বহেতুসদ্ভাবাৎ—স্বর্গোপভোগ্যফলম্ ইষ্টাদিকর্ম্মৈবাশুদ্ধম্—পাপমিশ্রম্, অগ্নীষোমীয়াদি-

---

এখনও আরব্ধ হয় নাই, অনারব্ধফলক সেই সমস্ত কর্ম্মের কথা "রমণীয়চরণাঃ * * * ও কপূয়চরণাঃ" এই শ্রুতিতেই বলা হইবে, এবং ইহার মধ্যে অপর কোন কর্ম্মেরও উল্লেখ নাই; [কাজেই বলিতে হয় যে, স্থাবরাদিভাবে জন্মের কারণীভূত কোন কর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না]। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির কথা যেমন ঔপচারিক, ব্রীহ্যাদিভাবে জন্মোক্তিও তেমনি ঔপচারিক বা গৌণার্থক ॥৩।১।২৪॥

না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদি-শরীরে যে, সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র হয়, এবং ঐ প্রকার ভোগের কোন কারণ না থাকায় যে, ব্রীহ্যাদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক হইতেছে না; কেননা, সেখানেও ভোগের হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ করিতে হয়, সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মমাত্রই অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; কারণ, ঐ সমস্ত কর্ম্মই অগ্নীষোমীয়াদি

(*) 'খ' পুস্তকে তু 'চ' শব্দো নাস্তি।

হিংসাযুক্তত্বাৎ। হিংসা চ "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ পাপমেব।

ন চাত্র পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অগ্নীষোমীয়-হিংসাবিধির্হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বং বোধয়তি; "ন হিংস্যাৎ" ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্। অথোচ্যেত—অগ্নীষোমীয়াদিষু

(অগ্নি ও সোম উদ্দেশে প্রদেয়) পশুহিংসাদিযুক্ত (*)। 'কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না' এই শাস্ত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় হিংসা-কার্য্য নিশ্চয়ই পাপজনক।

বিষয়ের ভেদ বা পার্থক্য থাকায় এখানে পদাহবনীয়াদির ন্যায় 'উৎসর্গাপবাদভাবও অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবও সম্ভবপর হইতেছে না। ["অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"] এই যে, অগ্নীষোমীয়হিংসাবিধি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুহিংসার বিধায়ক শাস্ত্র, ইহা কেবল হিংসার যজ্ঞোপকারকতাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ পশুহিংসা যে, যজ্ঞের উৎকর্ষমাত্রসাধক, কেবল তাহাই বুঝাইতেছে; আর "ন হিংস্যাৎ" শাস্ত্রটি কেবল হিংসার পাপ-জনকতামাত্রই [জ্ঞাপন করিতেছে] (†)। আর যদি বল, অগ্নীষোমীয়াদি হিংসাকার্য্যে যে, লোকের

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত স্থাবরদেহে ভোগোপযোগী কোন পাপ কর্ম্ম সঞ্চিত না থাকায় তাহাদিগকে ঐ সমস্ত দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ পুরুষদেহে প্রবেশের অনুকূল বলিয়াই অন্যজীবের ভোগায়তন ব্রীহ্যাদিদেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষদেহে প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে মাত্র; বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোন প্রকার ভোগ-সম্বন্ধ হয় না; কারণ, ভোগমাত্রই কর্ম্মের ফল; অথচ অনুশয়িগণের এমন কোন কর্ম্ম তৎকালে অভিব্যক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত দেহে যাহার ফল-ভোগ হইতে পারে। অতএব ব্রীহ্যাদিদেহে তাহাদের কেবল সংশ্লেষমাত্রই হয়, ভোগ হয় না।

এখন বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, না সেখানেও তাহাদের ভোগ সম্ভবপর হয়; কারণ, অনুশয়িগণ যে সমস্ত যাগাদি কর্ম্মের ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত যাগাদি কর্ম্ম নিশ্চয়ই অল্পাধিক-পরিমাণে পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; হিংসামাত্রই পাপ; পাপের ফল দুঃখ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ স্বর্গভোগ্য যাগ-ফল সুখসম্পৎ স্বর্গে ভোগ করিয়া ফিরিবার সময় যজ্ঞীয় হিংসার ফল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই ব্রীহ্যাদি দেহ ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ সমস্ত দেহে প্রবেশ করা তাহাদের জন্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

(†) তাৎপর্য্য—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না, এই সাধারণ নিষেধ হইতে জানা যাইতেছে যে, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ—পাপকর। আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত," 'অগ্নীষোমীয়' (অগ্নি ও সোমদেবতা উদ্দেশে) পশু বধ করিবে, "বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলম্ আলভেত" বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেত বর্ণ ছাগল বধ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে যে; যজ্ঞীয় পশু-হিংসা বেদানুমোদিত; সুতরাং পাপজনক নহে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, একই শ্রুতিশাস্ত্র একবার বলিলেন, হিংসামাত্রই অনর্থকর, অবশ্য বর্জ্জনীয়। আবার বলিলেন—যজ্ঞীয় পশু-হিংসা যজ্ঞের উপকারক—বিধিবোধিত—অবশ্যকর্ত্তব্য। এখন এই বিরোধ পরিহারের উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তিগণ বলেন—'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। সামান্য বা সাধারণ বিধির নাম—উৎসর্গ, আর

বিশেষ বিধির নাম—অপবাদ। উৎসর্গ বিধি অপেক্ষা অপবাদ বিধি (বিশেষ বিধি) বলবান্। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ-বিধিই (অপবাদ বিধিই) প্রবল হয়; অপবাদ-বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উৎসর্গ বিধির কার্য্য হইয়া থাকে। তদনুসারে বুঝিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্থানে "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র হিংসার বিধান করিয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থলেই—অবৈধ হিংসা স্থলেই "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি", এই সামান্য নিষেধ শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে যে হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ—পাপকর, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হিংসা নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রই যখন পাপপুণ্যের একমাত্র মানদণ্ড, শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাই পুণ্য, আর শাস্ত্র যাহার অকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পাপ; তখন শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞীয় হিংসা পাপকর হইবে কেন? সুতরাং যজ্ঞাদি কার্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনুশয়িদিগের ব্রীহ্যাদিরূপে জন্মও সম্ভব পর হইতে পারে না।

কিন্তু সাংখ্যকারগণ এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাহারা বলিয়াছেন—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ও "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শাস্ত্র যখন একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক নহে, তখন উহাদের মধ্যে 'উৎসর্গাপবাদ' নিয়মই চলিতে পারে না। যেখানে একই বিষয়ে উভয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই উৎসর্গাপবাদ বা সামান্য-বিশেষ ন্যায় সঙ্গত হয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় 'সামান্য-বিশেষ' ন্যায় সঙ্গতই হইতে পারে না। দেখ, "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" শাস্ত্রটি বলিতেছে, যে কোন প্রাণীর হিংসাই নিষিদ্ধ পাপ-জনক, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে বলিয়া কোন বিশেষ নাই। আর "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" শাস্ত্রটি বলিতেছে—অগ্নীষোমীয় পশুবধ ঐ যজ্ঞের উপকারক অর্থাৎ উৎকর্ষ-সাধক; কিন্তু ঐরূপ বধ কার্য্য যে, পাপজনক কি না, তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলে নাই। একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসামাত্রই পাপজনক, আর একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসা যজ্ঞ-কার্য্যের উৎকর্ষ-সাধক; সুতরাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যাইতেছে না। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগপ্রতীকারার্থ অনেক পশু-বধের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লোক-হিতকর বলিয়া কি সে সমস্ত পশু-বধ পাপজনক হইবে না? প্রকৃত পক্ষে, হিংসামাত্রই যখন পাপ, তখন সে সমুদয়-হিংসাতেও নিশ্চয়ই পাপ হইবে। এই প্রকার যজ্ঞীয় পশু-বধ যজ্ঞোপকারী হইলেও, নিশ্চয়ই পাপজনক হইবে; তবে, সে পাপের মাত্রা এতই অল্প যে, তাহার জন্য আর পৃথগ্‌ভাবে জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না।

প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও ঐ পাপের প্রতীকার হইতে পারে; পক্ষান্তরে; প্রভূতপরিমাণে পুণ্য-ফল ভোগের মধ্যে ঐ সামান্য পাপফল ভোগ করা কাহারও পক্ষেই বিশেষ উদ্বেগকর হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীত-স্বর্গসুধা-মহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্।" অর্থাৎ রাশীকৃত পুণ্যফল-স্বর্গসুধা-হ্রদে নিমগ্ন বিজ্ঞ জনেরা সামান্য পাপোৎপাদিত দুঃখরূপ বহ্নিকণা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকেন। উভয় মতই বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভিমত; সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক; তবে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তটি যেন অনেকের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়; কারণ, উহাতে সকল পক্ষেরই কতকটা মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে, এবং যুক্তি ও বিচারসহও বটে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—"ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানং। তথা পশোরালভনং ন হিংসা॥" শ্রীধরস্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—যেষু যেষু শাস্ত্রেষু সুরায়া ভক্ষো বিহিতঃ, তত্র পানং—ঘ্রাণং (ন তু গলাধঃকরণম্)। তথা পশোঃ আলভনমপি হিংসা জীবোপঘাতঃ ন, (অপিতু উৎসর্গ এব)।' অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রে সুরাপানের বিধি আছে, বুঝিতে হইবে, সে সমস্ত স্থলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—আঘ্রাণমাত্র, আর পশুর আলভন অর্থও পশুর প্রাণ-বিয়োগকরণ নহে, পরন্তু ত্যাগমাত্র। ইহা হইতেও সাংখ্যবাদীরা যজ্ঞীয় পশু-হিংসার অকর্ত্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞে 'পশুহিংসার পক্ষপাতী লোকেরা উল্লিখিত বচনটির এইরূপ অর্থ করেন যে, শাস্ত্রবিহিত সুরাপান পানই নহে, অর্থাৎ পান বলিয়াই গণ্য নহে; এবং বিহিত পশুবধও হিংসা-পদবাচ্য নহে; কারণ, উহাতে কোন পাপ হয় না। সুতরাং হিংসাযুক্ত যাগাদি কার্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না।

বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাস্কন্দতি, রাগপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ তস্যেতি। নৈবম্; ইহাপি রাগপ্রাপ্তেরবিশিষ্টত্বাৎ। "স্বর্গকামো যজেত" [যজুঃ০ ২।৫।৫] ইত্যেবমাদৌ হি কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাদ্ যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ত্ততে। অগ্নী-ষোমীয়াদিষপি তেষাং ফলসাধনভূতস্য যাগাদেরুপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য রাগাদেব প্রবর্ত্ততে। লৌকিক্যামপি হিংসায়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসায়াঃ স্বসমীহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ত্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ। তথা নিত্যেষপি কর্ম্মসু "সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সুখম্" [আপস্তম্ব০ ২।১।২।২] ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুদ্ধিযুক্তত্বম্। অত ইষ্টাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধি-যুক্তানাং স্বর্গেঽনুভাব্যং ফলং স্বর্গেঽনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ব্রীহ্যাদি-স্থাবরভাবেনানুভূয়তে। স্থাবরভাবঞ্চ পাপফলং স্মরন্তি—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" [মনু০ ১২।৯] ইতি। অতো ব্রীহ্যাদি-

---

প্রবৃত্তি, তাহা বিধিবোধিত; সুতরাং "ন হিংস্যাৎ" শাস্ত্র কখনই সেই বৈধপ্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে পারে না; কারণ, রাগপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই ঐরূপ নিষেধের বিষয়, [কিন্তু বৈধহিংসা নহে]। না—এরূপও বলিতে পার না; কারণ, এখানেও রাগ-প্রাপ্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই; কেননা, 'স্বর্গকাম পুরুষ অর্থাৎ স্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে', ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদির কর্ত্তব্যতা-বিধান থাকায় লোকে যজ্ঞাদিকর্ম্মের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া সেই স্বর্গাদিফলের লোভেই যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; 'অগ্নীষোমীয়' প্রভৃতি যাগ স্থলেও, শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত যাগের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই ফলের লোভেই যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর লৌকিক হিংসাতেও (যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এরূপ হিংসাতেও) লোকে কোন প্রমাণ দ্বারা নিজের অভীষ্ট ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফলের প্রত্যাশায়ই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না। আর নিত্যকর্ম্মসমূহেও 'স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম সুখলাভ হয়' ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুরাগ বশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং নিত্যকর্ম্ম-সমূহেরও অশুদ্ধত্ব সমান। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া সে সমস্ত কর্ম্মের স্বর্গভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া পশ্চাৎ হিংসাভাগের ফল—দুঃখ ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরভাবে অনুভব করিয়া থাকে। স্থাবরাদি জন্ম যে, পাপের ফল, মনু তাহা স্মরণ করিয়াছেন—"মনুষ্য শরীরজ কর্ম্মদোষে (পাপকর্ম্মানুসারে) স্থাবরত্ব (বৃক্ষাদিজন্ম) প্রাপ্ত হয়'।

ভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? শব্দাৎ—অগ্নীষোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাভাবশব্দাৎ। পশোর্হি সংজ্ঞপননিমিত্তাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং বদন্তং শব্দমামনন্তি—"হিরণ্য-শরীর ঊর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি" [—০?] ইত্যাদিকম্। অতিশয়িতাভ্যুদয়-সাধনভূতো ব্যাপারোঽল্পদুঃখদোঽপি ন হিংসা; প্রত্যুত রক্ষণমেব। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু" [যজুঃ০ ২।৬।৭।৪৯] ইতি। চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্বিকাল্পদুঃখকারিণমপি রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ ॥৩॥১॥২॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥৩॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—রেতঃসিগ্‌যোগঃ (রেতঃসেক করিতে যাহারা সমর্থ, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ) অথ (অতঃপর)।]

অতএব অনুশয়িগণ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই ব্রীহিপ্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে; এ কথা যদি বল, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ? শব্দই কারণ,—অগ্নীষোমীয়াদি পশুবধের স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুত্ব নিবন্ধন অহিংসাত্ববোধক শব্দই কারণ। শ্রুতিও পশুর যথাবিধি বধের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—'হিরণ্ময় শরীর ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গলোক লাভ করে,' ইত্যাদি। বিশেষতঃ প্রচুরতর সুখ-সম্পত্তির সাধনভূত ব্যাপার (বধ) যদি অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদও হয়, তথাপি তাহা হিংসা (পাপজনক) হয় না; বরং উহা পশুর রক্ষা বলিয়াই গণ্য হয় (*)। সেইরূপ মন্ত্রবর্ণও আছে—[হন্যমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—হে পশো,] 'এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না; তুমি সুগমপথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ; পুণ্যবানেরা যেখানে গমনকরেন, পাপীরা গমনকরে না, সবিতা দেব তোমাকে সেখানে স্থান প্রদান করুন'। চিকিৎসকও চিকিৎসাকালে রোগীকে অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে, তথাপি অভিজ্ঞলোকেরা তাহাকে রক্ষকই বলেন, এবং সম্মানও করিয়া থাকেন, (কিন্তু দুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন না) ॥৩॥১॥২৫॥

(*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞার্থে পশুবধবিধায়ক শাস্ত্রই যখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি এবং জ্যোতির্ম্ময় দেহধারণের কথা বলিতেছেন, তখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের নিধনও হিংসা-পদবাচ্য হইতে পারে না; পরন্তু পশুর উন্নতিবিধায়ক বলিয়া রক্ষণ-পদবাচ্য হওয়াই উচিত। কেন না, অনিষ্টকর নিধনই প্রকৃতপক্ষে হিংসানামে অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞীয় পশুগণের প্রাণবিয়োগেও যখন মহৎ উপকার সাধিত হয়, তখন সে নিধনও উন্নতিরই নামান্তর মাত্র বলিতে হইবে। কারণ, সাধুজনেরা বলেন—"সৎসংসর্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি।"

[সরলার্থঃ—অথ ব্রীহ্যাদিভিঃ সম্বন্ধানন্তরং অনুশয়িনাম্ রেতঃসিগ্‌যোগঃ রেতঃসেক-কারিভিঃ মনুষ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধমাত্রম্ "যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। অয়মাশয়ঃ—রেতঃসিগ্‌যোগো যথা সম্বন্ধমাত্রম্, নতু তদ্রূপেণ জন্ম, তথা ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীতি মন্তব্যম্॥

ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্‌যোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃসেক করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে কেবল প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র ॥৩।১।২৬॥]

ইতশ্চ ঔপচারিকং ব্রীহ্যাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহ্যাদিভাব-বচনানন্তরং "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্‌ভূয় এব ভবতি" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং শ্রূয়মাণো যথা তদ্‌যোগমাত্রং (*) প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীত্যর্থঃ ॥৩।১।২৬॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনেঃ (যোনি অর্থ—নির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান; তৎপ্রাপ্তির পর) শরীরং (মনুষ্যাদিদেহ)।]

[সরলার্থঃ—যোনেঃ, নিয়তমুৎপত্তিস্থানং—যোনিরুচ্যতে, তৎপ্রাপ্তেরনন্তরং মনুষ্যাদিশরীরং প্রাপ্যতে অনুশয়িভিরিতিশেষঃ। ইতঃপূর্ব্বম্ আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্যোগমাত্র-মেবেত্যর্থঃ ॥৩।১।২৭॥]

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব সুখ-দুঃখোপভোগসদ্ভাবাৎ। ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্‌যোগমাত্র-মেবেত্যর্থঃ ॥৩।১।২৭॥ [ইতি ষষ্ঠম্ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩।১॥

অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদিভাবে জন্মের কথা যে, ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণার্থক, তাহা এই কারণেও বুঝা যাইতেছে ; যেহেতু ব্রীহ্যাদিভাবোক্তির পর, 'যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে যে অন্ন ভক্ষণ করে, বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে', এই শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ রেতঃসিগ্‌ভাবে যেরূপ রেতঃসেককারীদের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধমাত্র বুঝাইতেছে, ব্রীহ্যাদিভাবোক্তিতেও ঠিক তদ্রূপই বটে ॥৩।১।২৬॥

যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়িদিগের শরীরপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, সেই শরীরেই সুখ দুঃখ-ভোগের সম্ভাব আছে, (তৎপূর্ব্বে নাই)। তাহার পূর্ব্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল সংযোগ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (ভোগ হয় না) ॥৩।১।২৭॥ [ইতি ষষ্ঠ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ ॥৬॥]

ইতি শ্রীরামানুজ-বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩।১॥

(*) 'তদ্ভাবমাত্রম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সন্ধ্যাধিকরণম্।]

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩॥২॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—সন্ধ্যে (স্বপ্নসময়ে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়), আহ (বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষ্যতে—"সন্ধ্যে" ইত্যাদিনা। জাগ্রৎ-সুষুপ্ত্যোঃ সন্ধৌ ভবতি ইতি সন্ধ্যম্; তত্র চ "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদিভিরভিহিতা রথাদিসৃষ্টিঃ জীবকৃতা। কুতঃ? হি যস্মাৎ "স হি তস্য কর্ত্তা" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ জীবমেব স্বপ্নদৃশং স্রষ্টারমাহ ॥

শ্রুতিতে যে, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিসময়ে—স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টির কথা আছে; স্বপ্নদর্শী জীবই তাহার কর্ত্তা; কারণ, 'সেই জীবই তাহার কর্ত্তা' ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই স্বাপ্ন-সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে ॥৩॥২॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

এবং কর্ম্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিযোগেন জাগ্রতো জীবস্য দুঃখিত্বং স্থাপিতম্ (*); ইদানীমস্য স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষ্যতে। স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রূয়তে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ

এইরূপে স্বীয় কর্ম্মানুসারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিত্ব প্রতিপাদিত হইল; এখন ইহার (জীবের) স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিত (বিচারিত) হইতেছে (†)—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুত হইতেছে যে, 'যেখানে রথ নাই, রথযোগ অশ্বাদি নাই, এবং পথও নাই; অথচ রথ, অশ্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করে; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ্ নাই ও প্রমুদ্ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ সৃষ্টি করে (‡); সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়)

(*) খ্যাপিতম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই সন্ধ্যাধিকরণটি প্রথম ছয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—স্বপ্নদৃশ্য বিষয়ের সৃষ্টি। (২) সংশয়—স্বাপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা কি জীব? না ঈশ্বর?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব যখন স্বপ্ন দর্শনের কর্ত্তা এবং 'স হি কর্ত্তা' কথায়ও যখন তাহারই কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বাপ্নসৃষ্টিতেও জীবেরই কর্ত্তৃত্ব হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না, জীব সত্বিত ও সত্যসংকল্প হইলেও তাহার সে ক্ষমতা অন্তর্হিত বা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব হইতেই পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব অপরাপর সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্ন সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বরেরই কার্য্য, জীবের নহে।

(‡) তাৎপর্য্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে প্রীতি, তাহার নাম আনন্দ (প্রিয়), প্রাপ্তিতে যে প্রীতি, তাহার নাম মুদ্, আর উপভোগে যে তৃপ্তি, তাহার নাম প্রমুদ্।

বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা" [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়ং রথাদিসৃষ্টির্জীবেনৈব ক্রিয়তে? আহো-স্বিদীশ্বরেণ? ইতি। কিং যুক্তম্? সন্ধ্যে সৃষ্টির্জীবেনেতি। কুতঃ? সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্"ইতি বচনাৎ। সা তু জীবেনৈব ক্রিয়তে, "সৃজতে স হি কর্ত্তা" ইত্যাহ হি; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র প্রতীয়তে ॥৩॥২॥১॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—নির্ম্মাতারং (নির্ম্মাণকর্ত্তা) চ (ও) একে (কেহ কেহ), পুত্রাদয়ঃ (পুত্র প্রভৃতি [কাম্য পদার্থ], চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—একে শাখিনঃ এনং জীবং নির্ম্মাতারং—ন কেবলং স্বপ্নদৃশ্যানাং দ্রষ্টারমেব, অপিতু স্রষ্টারমপি অধীয়তে "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" ইত্যাদৌ। অত্র চ 'কাম'-শব্দেন কাম্যভূতাঃ পুত্রাদয়ঃ নির্দ্দিশ্যন্তে, নতু ইচ্ছামাত্রমিত্যর্থঃ ॥

কোন কোন বেদশাখীরা 'এই প্রাণপ্রভৃতি সুপ্ত হইলেও যিনি (জীব) বিবিধ কাম (কাম্যপদার্থ) নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন' ইত্যাদি স্থলে জীবকে স্বপ্নদৃশ্যের নির্ম্মাতাও বলিয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে 'কাম' শব্দে কাম্যভূত পুত্রাদিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল ইচ্ছা মাত্র নহে ॥৩॥২॥২॥]

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কামানাং নির্ম্মাতারমেকে শাখিনোঽধীয়তে "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" [কঠ০ ২।৫।৮] ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দ্দিশ্যন্তে, নেচ্ছা-

---

নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে। সেই (জীবই) তাহার (সৃষ্টির) কর্ত্তা হয়'। ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদিসৃষ্টির কর্ত্তা? অথবা ঈশ্বর? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? সন্ধ্য-কালীন সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে। কারণ? যেহেতু স্বপ্নাবস্থাকেই 'সন্ধ্য' বলা হইয়া থাকে; কেন না, [জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা] 'তৃতীয় স্থান স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্য' এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। সেই সন্ধ্যসৃষ্টি জীবকর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয়; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"সৃজতে, সহি কর্ত্তা"। এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে ॥৩॥২॥১॥

অপি চ, কোন কোন বেদ-শাখীরা এই জীবকে স্বপ্নদৃশ্য 'কাম' সমূহের নির্ম্মাতাও বলিয়া থাকেন—'এই প্রাণপ্রভৃতি সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ (জীব) বিবিধ কাম নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকে' ইতি। পুত্রপ্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত; এই জন্য তাহারাই কাম-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছা বা অভিলাষমাত্র নহে। কেন না,

মাত্রম্। পূর্ব্বত্র হি "সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব" [কঠ০ ১।১।২৫] "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" [কঠ০ ১।১।২৩] ইতি পুত্রাদয় এব কামাঃ প্রকৃতাঃ। অতো রথাদীন্ জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি; জীবস্য চ সত্যসঙ্কল্পত্বং প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্; অত উপকরণাদ্যভাবেঽপি সৃষ্টিরুপপদ্যতে ॥৩॥২॥২॥ ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥৩॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—মায়ামাত্রং (কেবলই মায়া—মিথ্যা) তু (পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তিসূচক) কার্ৎস্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপে) অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (যেহেতু স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় না)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্ত্যর্থঃ। স্বপ্নে দৃশ্যমানং রথাদিকং তু মায়ামাত্রম্ অঘটন-ঘটনরূপং সৃষ্টমিত্যর্থঃ। মায়া-শব্দো হি আশ্চর্য্যবাচী; তাদৃশাশ্চর্য্যসৃষ্টির্হি মহামায়িনং পরম-পুরুষাং পরমেশ্বরাদন্যেন কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ। তেষাং মায়ামাত্রত্বং তু কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন যথাযথরূপতয়া অনভিব্যক্তত্বাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তির সূচক। স্বপ্নে যে, রথাদিসৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র—অঘটন-ঘটনপটু মহা আশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের সৃষ্টি; কারণ, যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই স্বপ্নদৃষ্টের আশ্চর্য্যরূপতার জ্ঞাপক। তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি সত্য-সংকল্প মহামায়ী পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না ॥৩॥২॥৩॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুষ্করিণ্যাদ্যর্থজাতং মায়ামাত্রং পরমপুরুষসৃষ্টমিত্যর্থঃ। মায়া-শব্দো হ্যাশ্চর্য্যবাচী; "জনকস্য কুলে জাতা

ইহার পূর্ব্বে 'তুমি ইচ্ছামতে সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বরণ (প্রার্থনা) কর,' ইত্যাদি বাক্যে পুত্রপ্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদির সৃষ্টি করে। জীবেরও যে, সত্যসংকল্পতা (যাহা ইচ্ছা, তাহা করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা) প্রজাপতির বাক্যে শোনা গিয়াছে। অতএব সৃষ্টির উপযুক্ত উপকরণ না থাকিলেও [জীবেরপক্ষে] এইরূপ সৃষ্টিকরা উপপন্ন হইতেছে ॥৩॥২॥২॥

সূত্রস্থ তু-শব্দে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে। স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পদার্থসমূহ কেবলই মায়া—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট। মায়া-শব্দ স্বভাবতই আশ্চর্য্যবাচক;

দেবমায়েব নির্ম্মিতা” [রামায়ণে, বাল০ ১।২৭] ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ। অত্রাপি “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানঃ”—সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ। “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”—স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যাশ্চর্য্যরূপত্বমেবাহ। এবংবিধাশ্চর্য্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসঙ্কল্পস্য পরমপুরুষস্যৈবোপপদ্যতে, ন জীবস্য; তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদিযুক্তস্যাপি সংসারদশায়াং কাৎ´স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ন জীবস্য তথাবিধাশ্চর্য্যসৃষ্টিরুপপদ্যতে। “কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ” ইতি চ পরমপুরুষমেব নির্ম্মাতারমাহ—

“য এষু (*) সুপ্তেষু জাগর্ত্তি। * * * *
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥” [কঠ০ ২।২,৮]

কারণ, ‘দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা যায়। আর এখানেও ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ—অশ্বাদিনাই এবং পথ নাই’ কথার অর্থ—উহা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভবের গোচর হয় না। আর ‘রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি করে’ কথার অর্থ এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জন্য সৃষ্টি করে। সুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতাই জ্ঞাপন করিতেছে। এবংবিধ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা সত্যসংকল্প (যাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না, সেই) পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে কখনও হয় না। জীব প্রকৃতপক্ষে সত্যসংকল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহা সম্পূর্ণরূপে অনভিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। আর ‘পুরুষ নানাবিধ কাম নির্ম্মাণ করত’ এই বাক্যও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেই নির্ম্মাতা বলিতেছেন (†)। কেন না, ‘ইহারা সুপ্ত হইলেও যিনি জাগ্রৎ থাকেন’, ‘তিনিই শুক্র (উজ্জ্বল), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না,’ ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহারবাক্যেও পরম-

(*) এষ:’ ইতি শাঙ্করভাষ্যসম্মত ঔপ নষদঃ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বপ্নদৃশ্য সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদ প্রচলৎ আছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অস্তিত্বহীন, এবং পূর্ব্বানুভূত জাগ্রৎকালীন সত্য পদার্থেরই অনুভবজাত সংস্কারের ফল—স্মরণ মাত্র। জাগ্রৎ-অবস্থায় যে যে বিষয়ের অনুভব হয়, আগন্তুক নিদ্রা-দোষে সেই সমস্ত বিষয়েরই বিশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ সংঘটন করিয়া দেয়; এই জন্যই ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বৈদান্তিকগণ এরূপ সিদ্ধান্তে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। তাহারা বলেন, স্বপ্নে যখন রথ গজাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, বিশেষতঃ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নকালে রথাদি-সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাৎকালিক প্রত্যক্ষ-যোগ্য রথাদি পদার্থের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে। আপত্তি হইতে পারে যে, সে সময় নানাপ্রকার স্বপ্নপদার্থ সৃষ্টির উপাদান কোথায়? এবং ক্ষুদ্রশক্তি জীব তাহার সৃষ্টিই বা করিবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীব উহার সৃষ্টি করে না, মায়াধীশ্বর স্বয়ং পরমেশ্বরই উহা সৃষ্টি করেন; তিনি সত্যসংকল্প; সুতরাং জীবের কর্ম্মানুসারে তিনিই নিজের ইচ্ছামাত্রে ঐ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করেন, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা করেন না।

ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতেঃ। "অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা" [বৃহদা° ৪।৩।১০] ইতি চ তয়া শ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ পরমপুরুষমেব কর্ত্তারমাহ ॥৩।২।৩॥

স্বাভাবিকং চেৎ জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদিকম্, কুতস্তৎ নাভিব্যজ্যতে? ইত্যত আহ—

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥৩।২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পরাভিধ্যানাৎ (পরব্রহ্মের অভিধ্যান—সংকল্পবশতঃ) তু (আশঙ্কানিবারক) তিরোহিতং (আবৃত—অবরুদ্ধ), ততঃ (তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে) হি (নিশ্চয়ে) অস্য (ইহার—জীবের) বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ ও মোক্ষ)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্য অপহতপাপ্মত্বাদিকং স্বাভাবিকং চেৎ, কুতো ন অভিব্যজ্যতে? ইত্যাহ "পরাভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি।

সৌত্রঃ তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমপুরুষস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পাদেব তু পুনঃ [জীবস্য অপহতপাপ্মত্বাদিকং] তিরোহিতম্ অস্তি। ভগবচ্ছাসনাতিক্রমণরূপাপরাধবশাৎ পরমপুরুষ এব জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং সমাবৃণোতীত্যর্থঃ। ততঃ তস্মাৎ পরমেশ্বরসংকল্পাদেব অস্য জীবস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভবতঃ, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥

ভাল, জীব যদি স্বভাবতই অপহতপাপ্মাদিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই রূপের প্রকাশ হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতই কর্ম্মাপরাধযুক্ত জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারেই জীবের বন্ধন-মোক্ষও ঘটিয়া থাকে ॥৩।২।৪॥]

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পরাভিধ্যানাৎ—পরমপুরুষসঙ্কল্পাৎ, অস্য জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্; অনাদিকর্ম্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধস্য

পুরুষ পরমেশ্বরেরই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম সমূহের প্রতীতি হইতেছে। 'তাহার পর, বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা' এই শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সহিত একবাক্যতানুসারে পরমপুরুষেরই স্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।৩।২।৩॥

আচ্ছা, অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্মই যদি জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ পায় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "পরাভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি।

উক্ত আশঙ্কানিবারণের জন্য সূত্রে তু-শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাভিধ্যান হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাবশেই এই জীবের স্বভাবসিদ্ধ রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ

স্যস্য স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোধাপয়তি; ততঃ তৎসঙ্কল্পাদেব হি অস্য জীবস্য বন্ধ-মোক্ষৌ শ্রুতৌ "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি° আন° ৭।২] "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" [তৈত্তি° আন° ৮।১] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥৪॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেহযোগাৎ (দেহধারণবশতঃ) বা (অথবা) সঃ (তাহা—শক্তির আবরণ) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ; সঃ ঐশ্বর্য্যতিরোভাবোঽপি দেহযোগাৎ সৃষ্টি-কালে দেব-মনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধাৎ, প্রলয়কালে চ নামরূপবিভাগানর্হ-সূক্ষ্মাচিৎসম্বন্ধাৎ ভবতীত্যর্থঃ ॥

সূত্রের বা-শব্দটি বিকল্পার্থক,—সৃষ্টিসময়ে দেবমনুষ্যাদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ, আর প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হ সূক্ষ্ম জড়সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব হইয়া থাকে ॥৩॥২॥৫॥]

সোঽপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি, সূক্ষ্মাচিচ্ছক্তিযোগ-দ্বারেণ বা; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিদ্বস্তুনা সংযোগাদ্ভবতি, প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুযোগাৎ। অতোঽনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ স্বপ্নে জীবো ন রথাদীন্ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্রষ্টুং শক্নোতি। "তস্মিন্ লোকাঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই অনাদি কর্ম্মপরম্পরা ক্রমে কৃতাপরাধ জীবের সেই কল্যাণময় রূপ অন্তর্হিত করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। এ কথা শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন (অন্যত্র অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্ব্বভয়নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, তখনই সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত হয়; আর যখন ইঁহাতে অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার পর, তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হইয়া থাকে।' 'ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন,' ইঁহার ভয়ে বায়ু [নিয়মিত ভাবে] সঞ্চরণ করিতেছে,' ইত্যাদি ॥৩॥২॥৪॥

জীবের যে, সেই স্বরূপ-তিরোভাব, তাহা দেহ-যোগ দ্বারাও হয়, আর সূক্ষ্ম জড়শক্তি দ্বারাও হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহাকারে পরিণত জড়পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে নাম ও রূপাকারে অবিভক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড়বস্তুর সহযোগ বশতঃ হইয়া থাকে। অতএব স্বাভাবিক রূপ অভিব্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব স্বীয় সংকল্প মাত্রে রথাদি সৃষ্টি

শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" [কঠ০ ২।২।৮] ইতি সর্ব্বেষু স্বপ্নেষু জাগরণং সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষস্যৈব সম্ভবন্তি। অতো জীবানামল্পাল্পকর্ম্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবন্মাত্রকালাবসানান্ তদেকানুভাব্যানর্থানুৎপাদয়তি ॥৩॥২॥৫॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সূচকঃ (সূচক) চ (ও) হি (নিশ্চয়) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন), তদ্বিদঃ (স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা)।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্নো হি সূচকশ্চ শুভাশুভ-জ্ঞাপকোঽপি ভবতীতি শ্রুতেরবগম্যতে,—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥"

ইতি। তদ্বিদঃ স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকম্ আচক্ষতে। নচ জীবঃ স্বয়মেব স্বস্যাশুভং সংকল্পয়তীতি কল্পয়িতুমপি যুক্তম্; অতঃ স্বাপ্নসৃষ্টিরীশ্বরকৃতৈবেতি ভাবঃ॥

আর স্বপ্ন যে, ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, তাহা 'যখন কোনও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ স্বপ্নসময়ে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, এবং স্বপ্নাধ্যায়বিদ্ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভফলের সূচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৩॥২॥৬॥] [প্রথম সন্ধ্যাধিকরণ ॥১॥]

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থা ন জীবসঙ্কল্পপূর্ব্বকাঃ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যতে—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" [ছান্দো০ ৫।২।৯]

ইতি; "অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" [০— ?]

করিতে সমর্থ হয় না। আর 'তাঁহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না,' এই যে সকলের স্বপ্নদশায়ও জাগরণ এবং সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম, তাহাও পরমপুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মানুযায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই স্বপ্নকালমাত্রস্থায়ী এবং কেবল তত্তৎজীবের অনুভবযোগ্য বিষয় সমূহ (পরমেশ্বরই] সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩॥২॥৫॥

এই কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমুদয় জীবের ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট নহে; কেন না, যেহেতু 'যখন কোনও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,' 'স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষকে দর্শন করে, তাহা হইলে সেই পুরুষই ইহাকে (দ্রষ্টাকে) বধ করে, অর্থাৎ' দ্রষ্টার মৃত্যু সূচনা করে।'

ইত্যাদেশ্চ। স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকমাচক্ষতে। সূচকত্বঞ্চ স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্য নোপপদ্যতে; তথাচাশুভস্যানিষ্টত্বাৎ শুভস্য সূচকমেব স্রষ্টা পশ্যেৎ। অতঃ স্বপ্নে সৃষ্টিরীশ্বরেণৈব কৃতা ॥৩॥২॥৬॥

[ইতি প্রথমং সন্ধ্যাধিকরণম্ ॥১॥]

তদভাবাধিকরণম্।]

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতে-রাত্মনি চ ॥৩॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাবঃ (স্বপ্নের অভাব) নাড়ীষু (নাড়ীর মধ্যে) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ে শ্রুতি হইতে) আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সুষুপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে—"তদভাবঃ" ইত্যাদিভিঃ। তদভাবঃ স্বপ্নাভাবঃ—সুষুপ্তিঃ নাড়ীষু হিতাখ্যাসু আত্মনি চ ভবতি; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ—"আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি," "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি," ইত্যাদি-শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

এখন সুষুপ্তি অবস্থার পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের অভাব—সুষুপ্তি-অবস্থা নাড়ীতে এবং আত্মাতেও হয়; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। যথা—'তখন (সুষুপ্তিসময়ে) এই সমস্ত নাড়ীতে মিলিত হয়,' এবং 'হে সোম্য, জীব তখন (সুষুপ্তিসময়ে) সৎ-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়,' ইত্যাদি ॥৩॥২॥৭॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

ইদানীং সুষুপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে। ইদমাম্নায়তে—"যত্রৈতৎ সুপ্তঃ

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গলামঙ্গলের সূচক বা জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে। স্বপ্নাধ্যায়বিদ্ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। নিজের সংকল্পায়ত্ত বিষয়ের কখনই অশুভসূচকতা সম্ভব হয় না; কারণ, তাহা হইলে অশুভ যখন কাহারই ইষ্ট বা অভিলষিত নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ-সূচক বিষয়ই সংকল্প করিয়া তাহা দর্শন করিত, [অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না;] অতএব স্বপ্নসৃষ্টি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকৃত [জীবকৃত নহে] ॥৩॥২॥৬॥

[ইতি প্রথম সন্ধ্যাধিকরণ ॥১॥]

সম্প্রতি সুষুপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে—এইরূপ পঠিত আছে যে, 'এই সমস্ত জীব যে

সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন (*) বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।৬।৩] ইতি ; তথা "অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" [বৃহদা০ ২।১।১৯] ইতি; তথা "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি" [ছান্দো০ ৬।৮।১] ইতি। এবং নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ সুষুপ্তিস্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। কিমেষাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিশয়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতেঃ যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিকল্প]

সময় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়া এবং সম্যক্ প্রসন্নতা লাভকরিয়া কোনপ্রকার স্বপ্ন-সন্দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়'; এই রূপ, 'অতঃপর যখন সুপ্ত হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন 'হিতা' নামক যে, দ্বাসপ্ততি-সহস্র-সংখ্যক (বাহাত্তর হাজার) নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ অভিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া 'পুরীততে' শয়ন বা অবস্থান করে'; সেইরূপ, 'পুরুষ যে সময় এইরূপে 'স্বপিতি' (সুপ্ত) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য, তখন সৎ-ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়' ইতি। এইরূপে নাড়ীসমূহ, 'পুরীতৎ' ও ব্রহ্ম, তিনই সুষুপ্তিস্থানরূপে শ্রুত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই সুষুপ্তির জন্য কি এই স্থানত্রয়েরই বিকল্প? অথবা সমুচ্চয়? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, [স্থানত্রয়ের মধ্যে যখন] পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিভাব প্রতীতি হইতেছে না, এবং একই সময়ে যখন তিনস্থানে অবস্থান করাও সম্ভবপর হইতেছে না, তখন বিকল্প-পক্ষই যুক্তিযুক্ত (†)। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"তদভাবঃ" ইতি (‡)।

(*) কঞ্চন' ইতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া সাধারণতঃ নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা (ব্রহ্ম), এই তিনেরই উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'পুরীতৎ' নামক নাড়ীর কতকটা অংশ ত্বক্-সংযুক্ত আর কতকটা অংশ ত্বক্-হীন; মন যতক্ষণ ত্বক্ সংবলিত অংশে থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ত্বক্‌হীন অংশে গমনের পর তাহার আর সে অনুভবশক্তি থাকে না। এখন 'বিকল্প' পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখন বা নাড়ীতেই সুষুপ্তি উপস্থিত হয়, কখন বা পুরীততে হয়, কখনও বা আত্মাতে হয়; আর সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে সুষুপ্তির প্রারম্ভ, পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে। এখন এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানার্থ এই সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'তদভাবাধিকরণ'। ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের সুষুপ্তিস্থান-নির্ণয়। (২) সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা, এই তিনটির মধ্যে যে কোন এক একটিই কি সুষুপ্তির স্থান? অথবা তিনটিই সুষুপ্তির তুল্য স্থান! (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটিরই উল্লেখ আছে, এবং এক একটিকেই যখন সুষুপ্তিস্থান বলিলে উপপত্তি হয়, তখন

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভাবঃ—ইতি। তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—সুষুপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি আত্মনি চ ভবতি, এষাং (*) স্থানানাং সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ ত্রয়াণাং স্থানত্বশ্রুতেঃ। ন চ কার্য্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো ন্যায্যঃ। সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্বা-পর্য্যঙ্কবৎ নাড্যাদীনাং কার্য্যভেদঃ। তত্র নাড়ী-পুরীততৌ প্রাসাদ-খট্বাস্থানীয়ৌ; ব্রহ্ম তু পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্। অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ॥৩॥২॥৭॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) প্রবোধঃ (জাগরণ) অস্মাৎ (ইহা হইতে—ব্রহ্ম হইতে)।]

[সরলার্থঃ—[যতঃ] ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্, অতঃ কারণাৎ অস্মাৎ ব্রহ্মণ এব জীবানাং প্রবোধঃ জাগরণং ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া অবধারিত হইল, সেই হেতু জীবগণের প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণও সেই ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে ॥৩॥২॥৮॥] [ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

তদভাব অর্থ—স্বপ্নের অভাব—সুষুপ্তি; সুষুপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ীসমূহে পুরীততে এবং আত্মাতে সম্পন্ন হইয়াথাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয়—তুল্য সম্বন্ধ, কিন্তু বিকল্প নহে। কারণ? যে হেতু তদনুকূল শ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনেরই সুষুপ্তিস্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন কার্য্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব সত্ত্বে বিকল্প কল্পনা করা অনুচিতও হয়; কারণ, তাহাতে পাক্ষিক বাধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন একটিকে সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া ধরা হয়, তখন অপর দুইটির সুষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রাসাদ, খট্বা ও পর্য্যঙ্কের ন্যায় এখানেও কার্য্যগত প্রভেদ সম্ভবপর হইতে পারে; তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ, এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্বাস্থানীয়, আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয়; অতএব ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুষুপ্তিস্থান, (প্রত্যেকে নহে) (†) ॥৩॥২॥৭॥

প্রত্যেক সুষুপ্তিতে তিনটির সমুচ্চয় করা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না—স্থানের বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি যখন তিনটিকেই সুষুপ্তিস্থান বলিয়াছেন, এবং এক একটিকে সুষুপ্তির স্থান বলিলে যখন অপর দুইটি স্থানের সুষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পরে, বিশেষতঃ সুষুপ্তির প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পর্য্যবসান বা সমাপ্তিরূপে যখন তিনেরই স্থানত্ব উপপন্ন হইতে পারে, তখন সুষুপ্তির জন্য উক্ত স্থানত্রয়ের সমুচ্চয় হওয়াই ন্যায্য। (৫) নির্ণয়—অতএব নাড়ী ও পুরীতৎ, এই দুইটি সুষুপ্তির প্রথম ও মধ্যাবস্থার স্থান, আর ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান।

(*) তেষাং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—যেমন প্রাসাদের মধ্যে খাট, এবং তন্মধ্যে পর্য্যঙ্ক অবস্থিত থাকিয়া নিদ্রার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে, তেমনি নাড়ী, পুরীতৎ এবং আত্মাও যথাযোগ্যরূপে সুষুপ্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং সুষুপ্তির পক্ষে স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় সম্ভবপর হইতেছে।

যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ; অতোঽস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং জীবানাং প্রবোধঃ শ্রূয়মাণ উপপদ্যতে—"সত আগম্য (*) ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" [ছান্দো০ ৬।১০।২] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥৮॥

[ইতি দ্বিতীয়ং তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যধিকরণম্।]

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৩॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সঃ (সুষুপ্ত পুরুষ) এব (নিশ্চয়) তু (পুনঃ) কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ (কর্ম্ম, অনুস্মৃতি—আমি সেই পুরুষই, এইরূপ স্মরণ, শব্দ (শ্রুতি) ও বিধি—শাস্ত্রীয় বিধান হইতে)।]

[সরলার্থঃ—কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধে উত্তিষ্ঠতি? অথবা অন্যঃ? ইতি সংশয়ে আহ—"স এব তু" ইতাদি। তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। প্রবোধসময়ে তু সঃ সুষুপ্ত এব সমুত্তিষ্ঠতি, নান্যঃ। কুতঃ? কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ সুষুপ্তস্য ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ স্বকৃতস্য চ পূর্ব্বকর্ম্মণস্তেনৈবোপভোক্তব্যত্বাৎ, 'স এবাহম্' ইতি সুপ্তোত্থিতস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, "যদ্যদ্ভবন্তি, তথা ভবন্তি" ইতি শ্রৌত-শব্দাৎ, মোক্ষ-সাধনবিধেশ্চ। সুষুপ্তৌ চেৎ সর্ব্বে মুচ্যেরন্ ব্রহ্মসম্পত্ত্যা, মোক্ষসাধনবিধেরানর্থক্যমেব প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ॥

সেই সুষুপ্ত ব্যক্তিই প্রবোধ সময়ে পুনর্ব্বার উত্থিত হয়; কারণ? প্রথমতঃ সুষুপ্ত ব্যক্তিকেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিভঙ্গের পরও 'আমি সেই লোকই বটে' এইরূপ অনুস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে; তৃতীয়তঃ 'সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়' এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে; চতুর্থতঃ মোক্ষসাধনের উপদেশ অনর্থক হইতে পারে; সুষুপ্তিতেই যদি ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-সাধনের উপদেশ (বিধি) নিরর্থক হইয়া যাইত; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্ত জীবই পুনর্ব্বার উত্থিত হয়, অন্য নহে॥ ৩॥ ২॥ ৯॥]

যেহেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই সুষুপ্তির স্থান বা আশ্রয়; সেই হেতু '[জীবগণ] সৎ-ব্রহ্ম হইতে আসিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আগমন করিতেছি,' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা জাগরণও উপপন্ন হইতেছে॥ ৩॥২॥৮॥

[ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ॥ ২॥]

(*) আগত্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধসময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্যঃ ? ইতি সংশয়ে অস্য সকলোপাধিবিনির্মুক্তস্য ব্রহ্মণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীন-শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

স এব তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কুতঃ? কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম্ম তাবৎ—সুষুপ্তেন পূর্ব্বকৃতং পুণ্যাপাপরূপং তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং সুপ্তঃ,

---

প্রবোধ-সময়ে—সুষুপ্তিভঙ্গের পরে সুষুপ্ত জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়? অথবা অপর জীব? এরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, সুষুপ্ত জীব যখন সর্ব্বপ্রকার উপাধিরহিত ও ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ মুক্তপুরুষের সহিত যখন তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—পূর্ব্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন [মনে হয় যে,] অন্য জীবই উত্থিত হয়; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—"স এব তু" ইতি।

[পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তিভঙ্গে অন্য জীবের উত্থান]

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। সেই সুষুপ্ত জীবই উত্থিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আইসে। কারণ? কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিই কারণ। তন্মধ্যে কর্ম্ম এই যে, যেহেতু সুষুপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তখন তাহার পূর্ব্বসম্পাদিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল তাহাকেই উপভোগ করিতে হইবে; তাহার পর, যেহেতু 'যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই

[সিদ্ধান্ত—সুষুপ্তের উত্থান]

তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সুষুপ্তোত্থান। (২) সংশয়—যে জীব সুষুপ্ত হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উত্থিত হয়, না—অন্য জীব? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তির সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পূর্ব্বশরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে, পুনরুত্থিত হয়, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, সুষুপ্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় মুক্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রাত্যহিক সুষুপ্তিতেই মুক্তি সম্ভব হইলে মুক্তির জন্য সংবোপদেশও অনর্থক হইতে পারে; এবং জাগরণের সময় প্রত্যেকেই 'সেই আমি বলিয়া' আপনার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব স্মরণ করিয়া থাকে, অধিকন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়; এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, সুষুপ্ত জীবই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে, অপরে নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

স এব প্রবুদ্ধোঽস্মীতি। শব্দোঽপি—সুষুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ স এবেতি দর্শয়তি—"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তথা ভবন্তি" [ছান্দো০ ৬।১০।২] ইতি। বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ সুষুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকাঃ স্যুঃ। ন চাসৌ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত আবির্ভূতস্বরূপঃ—"তদ্ যত্রৈতৎ সুষুপ্তঃ" ইতি সুষুপ্তং প্রকৃত্য "নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" [ছান্দো০ ৮।১১।২] ইতি বচনাৎ। মুক্তস্য চ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।৩।৪], "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।৩] "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২], "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিঃ শ্রূয়তে।

জাগরিত হইয়াছি,' এইরূপ অনুস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যেহেতু 'তাহারা (সুপ্ত জীবগণ) এখানে (জাগ্রদবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) বা বরাহ, কীট বা পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক,—যে যে যাহা যাহা থাকে, [সুষুপ্তি ভঙ্গের পরও] তাহারা তাহাই হইয়া থাকে,' এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণও দেখাইতেছে যে, সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই (পৃথক্ জীব নহে)। বিশেষতঃ সুষুপ্তিতেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। আর এই সুষুপ্ত ব্যক্তি যে, সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতেও বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূতস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহার যে, সচ্চিদানন্দ রূপই প্রকাশ পায়, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি 'জীব যে সময় এইরূপে সুষুপ্ত হয়,' এইরূপে সুষুপ্ত জীবের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সম্প্রতি এই জীব—আমি হই এইপ্রকার, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,' ইত্যাদি। অথচ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে 'পর জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন,' 'তিনি স্বরাজ্ হন, সর্ব্ব জগতে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে,' 'তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয় দর্শন করেন, এবং সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্ব বিষয় প্রাপ্ত হন,' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহও শ্রুত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সুষুপ্ত

অতঃ সুষুপ্তঃ সংসরন্নেব (*) আয়স্তসর্ব্বকরণো জ্ঞানভোগাদ্যশক্তো বিশ্রামস্থানং (†) পরমাত্মানমুপসম্পদ্যাশ্বস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩৷২৷৯॥

[ইতি তৃতীয়ং কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যধিকরণম্ ॥৩॥]

মুগ্ধাধিকরণম্।] **মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩৷২৷১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মুগ্ধে (মূর্চ্ছিতে) অর্দ্ধসম্পত্তিঃ (মরণের অর্দ্ধেক অবস্থা) পরিশেষাৎ (যেহেতু স্বপ্নাদি অবস্থার অতিরিক্ত)।]

[সরলার্থঃ—মূর্চ্ছা কিং সুষুপ্ত্যাদ্যন্যতমাবস্থা অবস্থান্তরং বা ? ইতি বিচার্য্যতে—"মুগ্ধে" ইত্যত্র ॥

মুগ্ধে মূর্চ্ছিতে পুরুষে যা অবস্থা (মূর্চ্ছা), সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিঃ—মরণায় অর্দ্ধেন সম্পত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্বা, অর্দ্ধেন মরণে, অর্দ্ধেন চ সুষুপ্তৌ নিবিশতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? পরিশেষাৎ প্রাণাদীনাং সর্ব্বব্যাপারোপরমাৎ সা ন জাগরাদ্যবস্থা ; প্রাণাস্তিত্বেন চ ন মরণাবস্থা ; আকার-বৈলক্ষণ্যাচ্চ ন সুষুপ্তিঃ ; সুতরামেব সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা ইহা একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুগ্ধে অর্থাৎ মূর্চ্ছিত পুরুষে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা জাগরাদি অবস্থার অতিরিক্ত অর্দ্ধ-সম্পত্তি অর্থাৎ মরণেরই আধা-আধি অবস্থা ; কারণ, জাগরাদি অবস্থার সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা ঐসমস্ত অবস্থার অন্তর্গত হইতে পারে না ॥৩৷২৷১০॥]

ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সুস্থ হয় এবং ভোগের জন্য পুনশ্চ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় (‡) ॥৩৷২৷৯॥

[কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিনামক তৃতীয় অধিকরণ ॥৩॥]

(*) অপাস্ত' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) বিশ্রমস্থানম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—বেদান্ত মতে দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। তন্মধ্যে দৃশ্যমান এই অন্নময় দেহ স্থূল দেহ, সপ্তদশাবয়বাত্মক দেহ সূক্ষ্ম দেহ, আর জীবোপাধিভূত অবিদ্যার নাম কারণ দেহ। সুষুপ্তি সময়ে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহই বিনষ্ট হইয়া যায়। নিকটস্থ লোকেরা যে, সুষুপ্তের স্থূল শরীর দর্শন করে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র, সত্য নহে। তৎকালে কেবল কারণ-দেহ মাত্র বিদ্যমান থাকে। অন্তঃকরণ না থাকায় তখন তাহার জ্ঞান শক্তির বিকাশ থাকে না, কেবল ক্রিয়া-শক্তির মাত্র বিকাশ থাকে ; সেই জন্যই সুষুপ্তের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়। জীব সে সময় কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া কেবল তদ্গত সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকিলেও তখন অবিদ্যাবিষয়ে অবিদ্যাবৃত্তি বিদ্যমান থাকে ; এই জন্য সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এই

মুগ্ধমধিকৃত্য চিন্ত্যতে,—কিমিয়ং মূর্চ্ছা সুষুপ্ত্যাদ্যন্যতমাবস্থা, উতাবস্থান্তরম্? ইতি বিশয়ে সুষুপ্ত্যাদীনামন্যতমাবস্থায়ামেব মূর্চ্ছাপ্রসিদ্ধ্যুপপত্তেরবস্থান্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাদন্যতমাবস্থা; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ—ইতি। মুগ্ধে পুরুষে যা তস্যাবস্থা, সা মরণায়ার্ধসম্পত্তিঃ। কুতঃ? পরিশেষাৎ—ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরৌ, জ্ঞানাভাবাৎ;

এখন মুগ্ধ (মূর্চ্ছিত) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তাকরা হইতেছে,—এই মূর্চ্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্যতম অবস্থা? অথবা পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থা? এইরূপ সংশয়ে বলা হইতেছে যে, সুষুপ্তি প্রভৃতির কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব হইতে পারে, অথচ উহার পৃথক্ অবস্থান্তরত্ব কল্পনার পক্ষেও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা সুষুপ্তি প্রভৃতিরই অন্যতম অবস্থা। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ" (*)।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই অর্দ্ধাবস্থা; কারণ? পরিশেষই কারণ, অর্থাৎ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় অন্তর্ভূত না হওয়াই কারণ (†)। মুগ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে।

প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে যে, "সুখমহম্ অস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহার শেষাংশই তাৎকালিক অবিদ্যানুভূতির স্মরণ। আচার্য্যগণ অতি সংক্ষেপে অতি উত্তমরূপে সুষুপ্তির একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই—

"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥"

অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি সমস্তই বিলীন হইয়া গেলে পর, জীব তখন অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই জীবই আবার জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্মবশে জাগরিত হয় এবং পুনশ্চ সুষুপ্ত হয়।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'মুগ্ধাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূর্চ্ছাবস্থা। (২) সংশয়—মূর্চ্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত? অথবা স্বতন্ত্র একটি অবস্থা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মূর্চ্ছা যখন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অবস্থা বলা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না—নিমিত্ত ও আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মূর্চ্ছা কখনই সুষুপ্ত্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না; অতএব ইহা মরণেরই অর্দ্ধ সম্পত্তি মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব মূর্চ্ছা অবস্থাটি সুষুপ্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে, মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি মাত্র।

(†) তাৎপর্য্য—'পরিশেষ' অর্থ—"প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।" (ন্যায়)। অর্থাৎ যাহাদের প্রাপ্তিসংভাবনা থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে অপর সকলগুলি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যে, অবশিষ্ট বিষয়ে কার্য্য প্রতীতি, তাহার নাম 'পরিশেষ'। এখানে সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে মূর্চ্ছার অন্তর্ভাবের সংভাবনা ছিল, তন্মধ্যে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগুলি নিষিদ্ধ হওয়ায় কাজেই অবশিষ্ট অবস্থান্তরে মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ে এখানে 'পরিশেষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিমিত্ত-বৈরূপ্যাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন সুষুপ্তি-মরণে। নিমিত্তং (*) হি মূর্চ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ। পারিশেষ্যাৎ মরণার্ধসম্পত্তির্মূর্চ্ছা। মরণং হি সর্ব্বপ্রাণ-দেহসম্বন্ধোপরতিঃ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহ-সম্বন্ধাবস্থিতির্মূর্চ্ছা ॥৩॥২॥১০॥

[ইতি চতুর্থং মুগ্ধাধিকরণম্ ॥৪॥]

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।] **ন স্থানতোঽপি পরস্যো-ভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥৩॥২॥১১॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ানুসারে) অপি (ও), পরস্য (পরব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাব), সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জাগরাদিস্থান-সম্বন্ধনিবন্ধনা দোষা জীববদ্ অন্তর্যামিণি পরব্রহ্মণ্যপি সম্ভবন্তি নবেতি বিচার্য্যতে।

স্থানতঃ জাগরাদিস্থানসম্বন্ধাদপি পরস্য ব্রহ্মণঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ; কুতঃ? যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ "য আত্মা অপহতপাপ্মা…সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ" "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্," "সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ" "ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ" ইত্যাদ্যাসু উভয়লিঙ্গং—নিরস্তনিখিলদোষ-সম্বন্ধ-নিখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপম্ উপলভ্যতে। এতাবতা সগুণত্বং নির্গুণত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধমিতি ভাবঃ॥

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ন্যায় অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোন দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে—

জাগরণাদিস্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনপ্রকার দোষস্পর্শ হয় না; কারণ, সর্ব্বত্র—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে তাহার উভয় লিঙ্গ—নির্দ্দোষ গুণে সগুণভাব, আর হেয়গুণাভাবে নির্গুণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ হইলেও নিত্য-নির্দ্দোষ গুণসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না ॥৩॥২॥১১॥]

(*) তাৎপর্য্য—"নিমিত্তং হি ইতি। আদি-শব্দেন অত্যন্তানিষ্টশ্রবণাদ্যভিপ্রেতম্। তর্হি মরণান্তর্গতা? ইতি শঙ্কায়াম্ আকার-বৈরূপ্যং বিবৃণোতি "মরণং হি" ইতি। নিমিত্তবৈরূপ্যাৎ সুষুপ্তিব্যাবৃত্তিঃ, আকার-বৈরূপ্যাৎ মরণব্যাবৃত্তিঃ। 'ন সুষুপ্তি-মরণে' ইত্যুক্তেঃ আসন্নতয়া সুষুপ্তি-মরণয়োঃ ধীস্থত্বাৎ পারিশেষ্যমুক্তবান্। পশ্চাৎ মরণান্তর্ভাবশঙ্কায়াম্ আকারবৈরূপ্যং বিবৃতং। সুষুপ্তৌ প্রাণো ভূয়িষ্ঠমুপলভ্যতে, মূর্চ্ছায়ামল্পঃ কিঞ্চিদুপলভ্যতে, মৃতৌ ন কিঞ্চিদপি। বাহ্যবায়ুনা ভূয়িষ্ঠমাপ্যায়িতঃ সুষুপ্তৌ, মূর্চ্ছায়াং কিঞ্চিদাপ্যায়িতঃ, অনাপ্যায়িতস্য প্রাণস্যোপলম্ভানর্হত্বাৎ।

অন্যে তু—মূর্চ্ছিতঃ কিং মরণায় পরমাত্মানমভিসম্পন্নঃ? উত স্বাপ্নে তস্মিন্ বিলীনঃ? উত প্রকারান্তরগতঃ? ইতি বিচারমাচক্ষতে। জাগ্রদাদিষু অন্যতমেত্যেকবিচারান্তর্ভাবাৎ পৃথক্‌করণে ফলভবাৎ দ্বেধা বিচার উচিতঃ। বিচারস্য পরমাত্মপর্য্যন্তত্বং চ বিফলম্, পারিশেষ্যহেতোঃ পরমাত্মপর্য্যন্তত্বে অতৎপর্য্যন্তত্বে চাবিশেষাৎ।" ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা।

দোষদর্শনাদ্ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্যাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাত্মকত্বপ্রতিপাদনায়ারভ্যতে।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মুগ্ধ্যুৎক্রান্তিষু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবস্য যে দোষাঃ, তে তদন্তর্য্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্র তত্রাবস্থিতস্য সন্তি, নেতি বিচার্য্যতে। কিং যুক্তম্? সন্তীতি। কুতঃ? তত্তদবস্থ-শরীরেঽবস্থানাৎ।

নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্য হেতুও উহা সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা নহে; কেন না, মূর্চ্ছার নিমিত্ত—আঘাত প্রভৃতি, (কিন্তু সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে); অতএব উক্ত অবস্থা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মূর্চ্ছাবস্থাটি মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি (*) ॥৩॥২॥১০॥

অবস্থাগত দোষ দর্শনে বৈরাগ্য-সঞ্চার হইতে পারে; এই জন্য জীবের সুষুপ্ত্যাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে; এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলাষ সমুৎপাদনার্থ প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও নিখিলকল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদনের জন্য [সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্র] আরম্ভ করিতেছেন (†)।

তন্মধ্যেও আবার জাগরণ, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও উৎক্রমণ, এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে,—কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? [সেই সমস্ত দোষ] হয়, এই পক্ষই; কারণ?—যেহেতু তিনি সেই সেই অবস্থাপন্ন শরীরে অবস্থান করেন।

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ন ক্রমো মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি, কিং তর্হি?—অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বম্, অর্দ্ধেন অবস্থান্তর-পক্ষস্য ইতি।"

অর্থাৎ আমরা যে, মূর্চ্ছা সময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতেছি, তাহা নহে; তবে কি?—মূর্চ্ছাবস্থাটি সুষুপ্তি অবস্থার অর্দ্ধেক, আর অবস্থান্তরের অর্দ্ধেক। অভিপ্রায় এই যে, মূর্চ্ছা যে, সম্পূর্ণই একটি স্বতন্ত্র অবস্থা, তাহা নহে; পরন্তু কতকটা সুষুপ্তির, আর কতকটা অন্যরকমের অবস্থা; কিন্তু কখনই ব্রহ্ম-সম্পত্তি নহে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'উভয়লিঙ্গাধিকরণ'। ইহা একাদশ হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত পনর সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় জাগরাদি অবস্থাগত অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত অবস্থাজনিত দোষ সমূহ জীবের ন্যায় পরমেশ্বরেও সংঘটিত হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পরমেশ্বর যখন অন্তর্য্যামিরূপে ঐ সমস্ত অবস্থার সহিত সম্বদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত সংবদ্ধ। (৪) উত্তর—না পরমেশ্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরমেশ্বর উভয়-লিঙ্গ—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেশ্বর কখনই জীবের ন্যায় সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাগত দোষে কলুষিত হন না।

ননু "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ॥" [ব্রহ্মসূ° ১।২।৮] "স্থিত্যদনাভ্যাং চ॥" [ব্রহ্মসূ° ১।৩।৬] ইত্যাদিষু পরস্যাকর্ম্মবশ্যত্বেন দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকর্ম্মবশ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণস্তত্তৎস্থান-সম্বন্ধাদ্ দোষ উচ্যতে? ইত্থমুচ্যতে—কর্ম্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থজননানি ভবন্তি, ইতি "দেহযোগাদ্বা" [ব্রহ্মসূ° ৩।২।৫] ইত্যত্রোক্তম্; তচ্চ দেহ-সম্বন্ধস্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি; ইতরথা কর্ম্মাণ্যেব দুঃখং জনয়িষ্যন্তি, কিং দেহসম্বন্ধেন? অতোঽকর্ম্মবশ্যত্বে সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধো-ঽপুরুষার্থ এব; অতস্তন্নিয়মার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেঽপ্যপুরুষার্থসম্বন্ধো-ঽবর্জ্জনীয়ঃ; পূয়শোণিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতমপ্যপুরুষার্থ এব। অতো যদ্যপি জগদেককারণং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ (*) ব্রহ্ম, তথাপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" "যো

প্রশ্ন হইতেছে যে, "সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ" এবং "স্থিত্যদনাভ্যাং চ" ইত্যাদি স্থানেই ত কর্ম্মের অধীন নয় বলিয়া পরব্রহ্মের দোষাভাবও উক্তই হইয়াছে, এখন আবার কর্ম্মের অ-বশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই তত্তৎস্থানসম্বন্ধ বশতঃ দোষসম্বন্ধের শঙ্কা করা হইতেছে কিরূপে? এইরূপে—[বলা হইতেছে—] দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক হয় না; এই কথাই "দেহযোগাদ্বা সোঽপি" এই সূত্রে কথিত হইয়াছে; দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাই পুরুষার্থ নয়; এই জন্যই সেই অপুরুষার্থত্বোক্তি সঙ্গত হয়; নচেৎ কর্ম্মসমূহই যখন দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ, তখন আর দেহ-সম্বন্ধের আবশ্যক কি? অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পরব্রহ্ম স্বকৃত কর্ম্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ অশুচি (†) দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই তাহা অপুরুষার্থ; অতএব দেহের নিয়মন বা পরিচালনার্থ স্বেচ্ছাক্রমে দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ (দুঃখ-সম্বন্ধ) অনিবার্য্য হইতেছে; কেন না, পূয ও শোণিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেও তাহা কখনই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রার্থনীয়—অভীষ্ট হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতের একমাত্র কারণ এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণময় গুণের আকর হউন, তথাপি 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,' 'যিনি

(*) কল্যাণগুণাকরশ্চ' ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—পাতঞ্জলদর্শনের "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ" (২।৪০)। এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, যাঁহারা শৌচ বা পবিত্রতা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা ভৌতিক দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; সেই জন্য তাঁহারা আপনার শরীরেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং অপরের সহিতও সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। অন্যত্র কথিত আছে যে, "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভাৎ নিঃস্যন্দাৎ নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥" অর্থাৎ স্থান—জরায়ু, বীজ—শুক্রশোণিত, উপষ্টম্ভ—অস্থি প্রভৃতি, নিঃস্যন্দ—সর্ব্বদা নানা ছিদ্র পথে ক্লেদনির্গমন; নিধন—মৃত্যু, আধেয়শৌচ—মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয়; উক্ত কারণে পণ্ডিতগণ দেহকে অশুচি বলিয়া মনে করেন।

রেতসি তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৩।২২,১৮,২৩] ইত্যাদিবচনাৎ তত্র তত্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“ন স্থানতোঽপি পরস্য” ইতি। ন পৃথিব্যাত্মাদিস্থানতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণোঽপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ? উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি—যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে,—নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। “অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।১।৫],

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।”
“তেজো বলৈশ্বর্য্যমহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।”

[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৮৪,৮৫],

আত্মাতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি শুক্র মধ্যে অবস্থান করত,’ ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তত্তৎ স্থান-সম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষ সমূহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—“ন স্থানতোঽপি পরস্য” ইতি।

[স্থানসম্বন্ধ জনিত দোষাশঙ্কা-খণ্ডন।]

পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ? যেহেতু সর্ব্বত্রই উভয়লিঙ্গ শ্রুতি রহিয়াছে—যেহেতু সর্ব্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পরব্রহ্ম উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই অভিহিত আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শশূন্যত্ব ও নিখিল কল্যাণময় গুণাকরত্ব, এতদুভয় লক্ষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কেন না, ‘ব্রহ্ম অপহত-পাপ্মা (নিষ্পাপ), জরামরণবর্জ্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসংকল্প (তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না); ‘তিনি (পরমেশ্বর) সমস্ত কল্যাণময়-গুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাত্রে ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন; [পরমেশ্বর] তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র পাত্র; এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তমাধম সকলের ঈশ্বররূপী; তাঁহাতে ক্লেশাদি দোষ নাই (*)।’ যিনি ‘বিষ্ণুসংজ্ঞক

(*) তাৎপর্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে ক্লেশের বিভাগ পাঁচপ্রকার কথিত হইয়াছে—“অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভি-নিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ” (২।৩)। তন্মধ্যে অবিদ্যা—অজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান, অস্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া মনে

"সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্ ॥"　[বিষ্ণু০ ১।২২।৫৩]
ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্য উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্ ॥৩॥২॥১১॥

ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না), প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রুতিতে) অতদ্বচনাৎ (যেহেতু সেইরূপ উক্তি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বভাবতোঽপহতপাপ্মত্বাদি-গুণকস্যাপি জীবস্য ভেদাৎ দেহসম্বন্ধেন অবস্থাভেদপ্রাপ্তেঃ দোষসম্বন্ধঃ, তথা পরমেশ্বরস্যাপি অন্তর্যামিতয়া অবস্থাভেদাৎ দোষসম্বন্ধঃ সম্ভবতি ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি-প্রত্যেক-শ্রুতৌ তদ্বচনস্য—সদোষত্বোক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদি বল, জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপ্মাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহসম্বন্ধাদি নিবন্ধন তাহার পাপাদি দোষসম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হইলেও অন্তর্য্যামিত্ব রূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সদোষত্ব হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্দ্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

যথা জীবস্য প্রজাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্যাপি দেবাদি-দেহযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগঃ, তথান্তর্য্যামিনঃ পরস্যাপি স্বতোঽপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্য তত্তদ্দেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগোঽবর্জনীয়ঃ, ইতি চেৎ ; তন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৩, ২২] ইত্যাদিষু

পরম পদ (জীবের গন্তব্য স্থান), তিনি সমস্ত হেয়-গুণবর্জ্জিত,' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা গিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

যদি বল প্রজাপতিবাক্যে জীবের অপহত-পাপ্মত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম্ম অবগত হইলেও যেমন দেবাদি দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদানুসারে অপুরুষার্থের—দোষের সম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তর্যামী পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও [অন্তর্যামীরূপে] দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থত্ব দোষ-সংস্পর্শ অনিবার্য্য। না—তাহা নহে ; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেরূপ কথা নাই,—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করত' ইত্যাদি প্রত্যেক পর্য্যায়েই (তুল্যার্থক বাক্যেই) 'তিনিই তোমার

ভয়। রাগ—সুখাভিলাষ, দ্বেষ—দুঃখবিষয়ে ত্যাগবুদ্ধি। অভিনিবেশ—মরণত্রাণ। 'ক্লেশাদি' এই 'আদি' শব্দে অন্যান্য হেয় গুণও বুঝিতে হইবে।

প্রতিপর্য্যায়ং "স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৩৩] ইত্যন্তর্য্যামিনো-ঽমৃতত্ববচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ব্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-প্রতিষেধাৎ। জীবস্য তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি "পরাভিধ্যানাত্ত্ তিরোহিতম্" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৪] ইত্যত্রোক্তম্।

নন্বু স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতোঽপি তত্তদ্বস্তুস্বভাবায়ত্তাপুরুষার্থসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ, ইত্যুক্তম্; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদ্বস্ত্বপি স্বভাবতোঽপুরুষার্থস্বরূপম্; কর্ম্ম-বশ্যানাং তু কর্ম্ম-স্বভাবানুগুণ্যেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্তু কালভেদেন পুরুষভেদেন চ সুখায় দুঃখায় চ ভবতি; বস্তুস্বরূপপ্রযুক্তে তু তাদ্রূপ্যে সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বস্য সুখায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্যাৎ; নচৈবং দৃশ্যতে; তথাচোক্তম্—

"নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম।
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়েের্ষ্যাগমায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ।
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।

অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এইরূপে অন্তর্যামীর 'অমৃতত্ব' নির্দ্দেশ দ্বারা তত্তৎস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে নিয়মিতকারী পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে, তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও "পরাভিধ্যানাত্ত্ তিরোহিতম্" এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভাল, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলেও সেই সেই বস্তুর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ যে, তাঁহার পক্ষেও অনিবার্য্য, এ কথাও ত বলা হইয়াছে। না—সে কথাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; কেন না, অচিৎ জড় বস্তু যে, স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ, তাহা নহে; পরন্তু যাহারা কর্ম্ম-বশ্য বা কর্ম্মাধীন, তাহাদেরই নিজ নিজ কর্ম্মের স্বভাবানুসারে পরমেশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছানুসারে একই বস্তু কালভেদে ও পুরুষভেদে সুখের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে মাত্র। সেই সুখ দুঃখ যদি বস্তুর স্বভাবসিদ্ধই হইত, তাহা হইলে ত সকল বস্তুই সকলের পক্ষে সর্ব্বদা কেবলই সুখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইতে পারিত, অথচ সেরূপ ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ কথিতও আছে—'হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়; যেহেতু একই বস্তু সুখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখের কারণ এবং ঈর্ষ্যা-কোপের কারণ হইয়া থাকে; সেই হেতু বস্তু আর বস্তুস্বরূপ হয় কিরূপে? অর্থাৎ কোন বস্তুই একাকার নহে। যেহেতু সেই বস্তুই প্রীতির কারণ হইয়া আবার দুঃখেরও কারণ হয়,

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্ ॥”

[বিষ্ণুপু০ ২।৬।৪৬—৪৮] ইতি।

অতো জীবস্য কর্ম্মবশ্যত্বাৎ তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন তত্তদ্বস্তুসম্বন্ধ এবাপুরুষার্থঃ স্যাৎ; পরস্য তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধস্তত্তদ্বিচিত্রনিয়মনরূপ-লীলারসায়ৈব স্যাৎ ॥৩॥২॥১২॥

অপি চৈবমেকে ॥৩॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি চ (আরও) এবং (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্ শরীরে শরীরিত্বেন অবস্থিতি-সাম্যেঽপি জীবস্য দোষসম্বন্ধিত্বং পরস্য চ তদসম্বন্ধিত্বং স্বশব্দেনৈব অধীয়তে—“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি” ইতি॥

আরও এক কথা, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীরিরূপে অবস্থান করিলেও জীবের দোষ-সম্বন্ধিত্ব, আর পরমেশ্বরের নির্দ্দোষত্ব কোন কোন বেদশাখীরাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—‘সহচর ও সমানস্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে অবস্থান করে। তন্মধ্যে একটি পক্ব কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করে না, কেবল দর্শন করে মাত্র’ ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

এবং সেই বস্তুই ক্রোধের কারণ হইয়া আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে; অতএব সুখস্বভাবও কোন বস্তু নাই, এবং দুঃখ-স্বভাবও কোন বস্তু নাই।’ অতএব, জীব শুভাশুভ কর্ম্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধই তাহার পক্ষে অপুরুষার্থ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র নিয়মন বা শাসনরূপ লীলারসেরই কারণীভূত হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

(*) তাৎপর্য্য—জাগতিক কোন পদার্থই স্বভাবতঃ সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে; তবে কিনা, শুভাশুভ-কর্ম্মের অধীন জীবগণের নিজ নিজ পুণ্য ও পাপকর্ম্মই জাগতিক জড় বস্তু অবলম্বনে অনুরূপ সুখ ও দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে; এই কারণেই—বাহ্য বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখের অভাব নিবন্ধনই একই বস্তু একই ব্যক্তির নিকট এক সময়ে সুখের কারণ হইয়া আবার সময়ান্তরে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কখনও একই সময়ে একই বস্তু এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক হইয়া—আবার অপর ব্যক্তির পক্ষে দুঃখের নিদান হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; জীবের কর্ম্মই সাময়িকভাবে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র। পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাত্মক কোন কর্ম্ম নাই; সুতরাং কোন বস্তুই তাঁহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদক হয় না; কাজেই বস্তুসম্বন্ধ রূপ ভেদ সত্ত্বেও জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

অপিচ, একে শাখিন একস্মিন্নেব দেহ-সংযোগে জীবস্যাপুরুষার্থং পরস্য তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বর্য্যায়ত্ত-দীপ্তিযোগঞ্চ স্বশব্দেনাধীয়তে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥" [মুণ্ড০ ৩।১।১]

ইতি ॥৩॥২॥১৩॥

অথ স্যাৎ—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্ব্বকং নাম-রূপব্যাকরণমিতি ব্রহ্মণোঽপি তদাত্মভূতস্য দেব-মনুষ্যাদিরূপত্বং তন্নামভাক্ত্বঞ্চাস্তি; ততশ্চ "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদিবিধি-নিষেধশাস্ত্র-গোচরত্বেন কর্ম্ম-বশ্যত্বমবর্জ্জনীয়মিতি। তত্রাহ—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অরূপবৎ (রূপরহিত) এব (নিশ্চয়) হি অবধারণ) তৎপ্রধানত্বাৎ (তাহারই প্রাধান্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—মনুষ্যাদি শরীরেষু শরীরিত্বেন অবস্থিতমপি তৎ পরং ব্রহ্ম অরূপবৎ—রূপরহিততুল্যমেব; কুতঃ? প্রধানত্বাৎ রূপাদিনির্ব্বাহকত্বাৎ রূপনামভাগিনো জীবস্য কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব-নির্ব্বাহার্থমেব পরস্য ব্রহ্মণঃ তত্তচ্ছরীরে অবস্থানম্, নতু স্বস্য ভোক্তৃত্বার্থমিত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য; কারণ, তিনিই প্রধান, অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্ব্বাহক। অভিপ্রায় এই যে, নামরূপভোক্তা জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থই ব্রহ্মের সর্ব্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে ॥৩॥২॥১৪॥]

বিশেষতঃ কোন কোন বেদশাখীরা একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ, আর পরমেশ্বরের তদভাব (অপুরুষার্থের অভাব) এবং নিয়মন বা জগৎপরিচালনশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যাধীন দীপ্তি বা স্বপ্রকাশ ভাবও স্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিয়া থাকেন—'সহযোগী সমান-স্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে (দেহে) আলিঙ্গন (অবস্থান) করেন। তন্মধ্যে একটি পক্ষ কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) সাক্ষিরূপে দর্শন করে মাত্র' ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, 'আমি এই জীবাত্মা রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (সংজ্ঞা ও আকৃতি) প্রকটিত করিব', এই শ্রুতিতে [দেখা যায়,] ব্রহ্মাত্মক জীবের অনুপ্রবেশ-দ্বারাই নাম ও রূপের প্রকটীকরণ হইয়াছে। সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেব-মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে। সেই কারণেই 'ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রের অধীন হওয়ায় ব্রহ্মেরও কর্ম্ম-বশ্যতা অপরিহার্য্য হইতেছে। এতদুত্তরে বলিতেছেন—"অরূপবদেব" ইত্যাদি।

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদের তদ্ ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব; জীববৎ শরীরিত্বনিবন্ধনং কর্ম্মবশ্যত্বমস্য ন বিদ্যত-ইত্যর্থঃ। কুতঃ? নির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ। "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্‌ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৮।১৪।১] ইতি সর্ব্বানু-প্রবেশেঽপি নাম-রূপকার্য্যাস্পর্শেন নামরূপয়োর্নির্বোঢ়ৃত্বমেব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি।

ননু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্য্যামিত্বে কথমরূপবদিতি—রূপসম্বন্ধরহিত-তুল্যত্বমুচ্যতে? ইত্থম্—যথা জীবস্য তত্তজ্জন্য-সুখদুঃখভাক্ত্বেন তত্তদ্রূপ-সম্বন্ধঃ, তথা তদভাবাৎ পরস্যারূপবত্ত্বম্। বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কর্ম্ম-বশ্যমেবাধিকুর্ব্বন্তি; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম। ততশ্চান্তর্য্যামি-রূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়-লিঙ্গমেব ॥৩॥২॥১৪॥

ননু চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১।১] ইত্যাদিভি-র্নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যত্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-সত্যকামত্বাদিকং "নেতি নেতি" [বৃহদা° ৪।৩।৬] ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যম্; তৎ কথং

দেবাদি-শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যদিও সেইরূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য। অভিপ্রায় এই যে, শরীরাধিষ্ঠান নিবন্ধন জীবের যেমন কর্ম্মবশ্যতা হয়, শরীরাধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কর্ম্ম-বশ্যতা হয় না। কারণ? যেহেতু [নাম-রূপের] নির্ব্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া ব্রহ্মের প্রধানত্ব রহিয়াছে। 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম', এই শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নাম-রূপজনিত কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে; সুতরাং তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে।

ভাল, দেবাদি-শরীরে সম্বন্ধ নিবন্ধন অন্তর্য্যামিত্ব সত্ত্বেও 'অরূপবদেব' শব্দে রূপসম্বন্ধরহিতের তুল্য বলা হয় কিরূপে? [উত্তর—] এইরূপে—সাময়িক বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ ভজনা করে বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের সেরূপ দুঃখভাগিত্ব না থাকায় অরূপবদ্ভাব সিদ্ধ হয়। আর বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্রসমূহও কর্ম্ম-বশ্যেরই অধিকার-সম্পাদক; অতএব [অ-কর্ম্মবশ্য] ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত; এবং সেই হেতুই ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও সর্ব্বপ্রকার দোষ-বিবর্জ্জিতত্ব ও কল্যাণময়গুণাকরত্বরূপে উভয় লক্ষণান্বিতই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি ; অত আহ—

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশবৎ (আলোকের ন্যায়) চ (ও) অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং সার্থকত্বরক্ষায়ৈ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্, তথা "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি বাক্যানাম্ অবৈয়র্থ্যাৎ "সার্থক্যরক্ষার্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

"সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তেমনি "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্যও ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥]

যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদিবাক্যা-বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব্ব-জ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্ব্বাত্মকত্ব-নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদিদোষত্বাদ্যভিধায়িবাক্যা-বৈয়র্থ্যাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ॥৩॥২॥১৫॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আহ (বলিতেছেন) চ (ও) তন্মাত্রং (কেবলই তৎস্বরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—যত্তু "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যম্, তদপি ব্রহ্মণঃ তন্মাত্রং জ্ঞানস্বরূপতামাত্রম্ আহ কথয়তি, নতু ধর্ম্মান্তরং বারয়তীত্যর্থঃ ॥

'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতাই কেবল বুঝাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মান্তরের নিষেধ করিতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥]

কিঞ্চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বাক্যং ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং

"ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্য বশতঃ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; তেমনি 'সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, অবিদ্যাদিসর্ব্বদোষরহিতত্ব' প্রভৃতি বোধক বাক্যসমূহেরও অবৈয়র্থ্য হেতু অর্থাৎ প্রামাণ্য রক্ষার জন্যই উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

অপিচ, 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপতাই কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু বাক্যান্তর হইতে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্মের অবগতি হইয়াছে, তাহার বারণ

বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি। "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি চ নিষেধবিষয়োঽনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥৩॥২॥১৬॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও) অথো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রং চ ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিত্যনির্দ্দোষত্বং চ দর্শয়তি ; "যো মামজমনাদিং চ" ইত্যাদৌ তথা স্মর্য্যতে চ ॥

'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে'—ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও নিত্য-নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এবং 'যে লোক আমাকে অজ (জন্মরহিত), অনাদি ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও ঐরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥]

দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরস্তনিখিলদোষত্বঞ্চ—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭।৮],

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৯]

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

করিতেছে না। ইহার পরই "নেতি নেতি" নিষেধের বিষয় (নিষেধ্য ধর্ম্মের কথা) বলা হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্ব্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে—'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাগণেরও পরম দৈবত স্বরূপ তাহাকে। তিনিই কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতির অধিপতি ; তাঁহার জনকও কেহ নাই, এবং অধিপতিও কেহ নাই'। 'তাঁহার কার্য্য—দেহ ও করণ—ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান বা অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে'। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত বিষয় জানেন, এবং জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' 'ইঁহার ভয়ে বায়ু চলিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে,' 'তাহা (প্রজাপতির শত আনন্দ)

"স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি॰ আন॰ ৮।৪]
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"
[তৈত্তি॰ আন॰ ৯।১] ইতি
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।"
[শ্বেতাশ্ব॰ ৬।১৯] ইত্যাদি। স্মর্য্যতে চ—
"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্।" [গীতা॰ ১০।৩]
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" [গীতা॰ ১০।৪২]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে॥" [গীতা॰ ৯।১০]
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" গীতা॰ ১৫।১৭]
"সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্।
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ।
নিরবদ্যঃ পরপ্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ॥" [বিষ্ণুপু॰ ৫।১।৪৭-৪৯]
ইত্যাদিঃ। অতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতস্যাপি ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থান-প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি ॥৩॥২॥১৭॥

ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ,' 'মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, সে লোক কোথা হইতেও ভীত হয় না,' 'ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরংশ) শান্ত, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লেপ),' ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—'যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে,' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি,' 'প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় বা নেতৃত্বে চরাচর-সমন্বিত জগৎ প্রসব করে; হে কুন্তিনন্দন, এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে,' 'পরমাত্মা নামে কথিত উত্তম-পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে পৃথক্ ও অব্যয়াত্মা, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন'। 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তি, জ্ঞান ও বলৈশ্বর্য্যবান্, হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উৎপত্তিরহিত, বশী, ক্লেশ, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, ও কামাদির সহিত অসম্বদ্ধ, নির্দ্দোষ, অপ্রাপ্য, অনাশ্রিত এবং নিত্যবিদ্যমান,' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র-অবস্থিত হইলেও উভয়বিধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

পরিহরতি—

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ (*) ॥৩॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ) [নিবারিত হইয়াছে]। অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান হেতু) উভয়সামঞ্জস্যাৎ (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ,) এবং (এইরূপ) দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—পরিহারমাহ—বৃদ্ধি-হ্রাসেত্যাদি। পূর্ব্বসূত্রাৎ নেতি অনুবর্ত্ততে। নৈবং চোক্তম্; পৃথিব্যাদিষু অন্তর্ভাবাৎ প্রসক্তং পরমাত্মনঃ তদ্‌গতবৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিবার্য্যতে, ইতি উভয়-সামঞ্জস্যাৎ দৃষ্টান্ত-দ্বয়োপাদানসামঞ্জস্যাদ্‌ অবগম্যতে, অন্যত্র এবং দর্শনাদপি। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।" ইত্যত্র বস্তুতঃ স্থিতমাকাশং, "জলাধারেষ্বিবাংশুমান্" ইত্যত্র চ বস্তুতঃ অনবস্থিতং সূর্য্যাদিকম্, এতদুভয়মুপাদায় অনবস্থিতস্য যথা ন দোষসংস্পর্শঃ, তথা অবস্থিতস্যাপি দোষ-সংস্পর্শাভাবো জ্ঞাপিত ইতি ভাবঃ।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন,—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, পরমাত্মা পৃথিবীপ্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও পৃথিব্যাদিগত বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে; আকাশ ও জল-সূর্য্যাদি, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সূর্য্যাদি যেমন জলাদিতে অবস্থিত না হইয়া দোষে লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও তেমনি বটে। কেন না, আকাশ যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও স্থান-দোষে লিপ্ত হয় না; পরমাত্মার সম্বন্ধেও সেই কথা। বিশেষতঃ এইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়॥৩॥২॥২০॥]

পৃথিব্যাদিস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ পৃথিব্যাদিস্থানগত-বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্ত্বমাত্রং সূর্য্যাদি-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্ত্যতে। কথমিদমবগম্যতে? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ" "জলাধারে-

---

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"বৃদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্" ইত্যাদি।

পৃথিব্যাদি স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্ত্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল সূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে। কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে? [উত্তর—] উভয় সামঞ্জস্য হইতে। অর্থাৎ ঐরূপে প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য বা অবিরোধ হইতেই এইরূপ অবধারিত হইতেছে। 'একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধারভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে',

---

(*) শঙ্করাদিভিস্তু "দর্শনাচ্চ" ইতি পৃথক্ সূত্রত্বেন পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতঞ্চ পৃথক্।

ম্বিবাংশুমাম্” [যাজ্ঞবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৪] ইতি দোষবৎস্বনেকেষু বস্তুষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাকাশস্য, বস্তুতোঽনবস্থিতস্যাংশুমতশ্চোভয়স্য দৃষ্টান্তস্য উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্বনিবর্ত্তনমাত্রে প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি। ঘটকরকাদিষু যথা বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ষু পৃথক্ পৃথক্ সংযুজ্যমানমপ্যাকাশং বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে; যথা চ জলাধারেষু বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদ্‌গতবৃদ্ধি-হ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে; তথায়ং পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেষ্বচেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তত্তদ্‌গত-বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানোঽপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব। এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাং-শুমতো হেত্বভাবাজ্জলাদিদোষানভিষ্বঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষ্ববস্থিতস্যাপি পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেত্বভাবান্ন দোষসম্বন্ধঃ—ইতি।

দর্শনাচ্চ—দৃশ্যতে চৈবং সর্ব্বাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেঽপি বিবক্ষিতাংশ-সাধর্ম্যাদ্দৃষ্টান্তোপাদানম্—‘সিংহ ইব মাণবকঃ’ ইত্যাদৌ। অতঃ

‘বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেমন [পৃথক্ হন],’ এখানে দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত সূর্য্য, এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষসংস্পর্শনিবারণরূপ মুখ্যপ্রতিপাদ্যাংশেই সামঞ্জস্য যুক্ত বা সুসঙ্গত হইতেছে। আকাশ যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি-ভাগী ঘট ও করকাদিতে (করকা অর্থ—শীল বা বরফ) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে প্রতিবিম্বমান সূর্য্য যেরূপ জলাধারাদিগত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম্ম দ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাচেতন বিবিধাকার পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধিহ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও এক ও সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শরহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ।

ইহাই উক্ত হইতেছে যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্ত্তমান সূর্য্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় জলাদির দোষে সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত হইলেও তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষপ্রতিপক্ষ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষসম্বন্ধ হয় না।

বিশেষতঃ ব্যবহার-দর্শনও অপর হেতু,—সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ‘সিংহ সদৃশ বালক’ ইত্যাদি স্থলে। অতএব, স্বভাবতই অজ্ঞানাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ-

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়ে) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা (সাদৃশ্য) সূর্য্যকাদি-বৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ সর্ব্বগতস্যাপি পরব্রহ্মণঃ নিত্যনির্দ্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়-লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থানপ্রযুক্ত-দোষৈরসংস্পর্শঃ ; অতএব চ হেতোঃ সূর্য্যকাদিবৎ জলপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ ইত্যুপমা, "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা," "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেম্বিবাংশুমান্" ইত্যাদিষু।

যেহেতু পর-ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও তত্তৎ-স্থানবিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতুই শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাহার উপমারূপে উল্লেখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্যাপি পরস্য ব্রহ্মণো ন তৎপ্রযুক্ত-দোষভাক্ত্বম্ ; অতএব জল-দর্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ পরমাত্মা তত্র তত্রাবস্থিতোঽপি নির্দ্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেষূপমা ক্রিয়তে—

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেম্বিবাংশুমান্ ॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" [যাজ্ঞবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৪] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥১৮॥

অত্র চোদয়তি—

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) ন (না) তথাত্বং (সেইরূপ ভাব)।]

যেহেতু পর-ব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না, এই হেতুই জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও নির্দ্দোষ থাকেন। শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে,—'একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তেমনি বহু জলাধারে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্যের ন্যায় আত্মা এক হইয়াও অনেক প্রদেশস্থ হয়। সর্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও বিভিন্ন-ভূতে অবস্থিত হওয়ায় জল-চন্দ্রের (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের) ন্যায় একধা এবং বহুধাও দৃষ্ট হয়' ইত্যাদি স্থানে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

[শঙ্কতে—অম্বুবদগ্রহণাৎ—অম্বুনি জলে সূর্য্যো যথা পরমার্থতোঽবিদ্যমান এব ভ্রান্ত্যা তত্র স্থিত ইব গৃহ্যতে; সুতরাং তত্র তদ্দোষানবকাশঃ; পরমাত্মা তু ন তথা গৃহ্যতে; অপি তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ পরমার্থত এব তত্রস্থো গৃহ্যতে; সুতরামেব পরমাত্মনঃ ন তথাত্বং—সূর্য্যস্যেব ন তৎপ্রযুক্ত-দোষাসংস্পর্শিত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

এখন আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য্য যেরূপ প্রকৃতপক্ষে জলমধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র; সুতরাং জলাদিদোষে সূর্য্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে যখন সেরূপ প্রতীতি হয় না; পক্ষান্তরে 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্যানুসারে পরমাত্মার সত্যসত্যই সর্ব্বত্র অবস্থিতি জানা যাইতেছে; কাজেই জল-সূর্য্যাদির ন্যায় পরমাত্মার পক্ষে পৃথিব্যাদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকা সম্ভবপর হইতেছে না॥ ৩॥ ২॥ ১৯॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং দ্যোতয়তি। অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বু-দর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্ব্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৩,৪,২২] ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতঃ সূর্য্যাদেরম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষাননুষঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব। অতো ন তথাত্বং—দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৩॥২॥১৯॥

কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—"অম্বুবদগ্রহণাৎ" ইত্যাদি সূত্রে। সূত্রস্থ তু-শব্দে দোষোদ্ভাবন সূচনা করিতেছে। 'অম্বুবৎ' এই স্থলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত (অম্বুনি) পদের পর 'বৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। জল ও দর্পণাদি পাত্রে যেরূপ সূর্য্য ও মুখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হয় না। কেন না, ভ্রান্তিবশতই জলাদি পাত্রমধ্যে সূর্য্য প্রভৃতিকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা তন্মধ্যে অবস্থিত নহে; পরমাত্মার পক্ষে কিন্তু 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন,' 'যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন' 'যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন' এই জাতীয় শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই পরমাত্মাকে পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধ-জনিত দোষ যে, সূর্য্য ও দর্পণাদিকে সংস্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ; অতএব তথাত্ব (সেইরূপ ভাব) নাই, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যভাব হইতে পারে না॥ ৩॥ ২॥ ১৯॥

স্বভাবতো নিরস্তনিখিলাজ্ঞানাদিদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাকরস্য পৃথিব্যাদিস্থানতোঽপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩॥২॥২০॥

অথ স্যাৎ—"দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ" [বৃহদা০ ৪।৩।১] ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য "তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং—যথা মাহারজনং বাসঃ" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইত্যাদিনা (*) আকারবিশেষং চাভিধায় "অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইতি সর্ব্বং প্রকৃতং ব্রহ্মণঃ প্রকারম্ ইতি-শব্দেন পরামৃশ্য তৎ সর্ব্বং প্রতিষিধ্য সর্ব্ববিশেষাধিষ্ঠানং তন্মাত্রমেব ব্রহ্ম ; বিশেষাস্ত্বেবংবিধং স্বস্বরূপমজানতা ব্রহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি। অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি। অত্রাহ—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র) হি (নিশ্চয়ে) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন), ততঃ (তদপেক্ষা) ব্রবীতি (বলিতেছেন) চ (ও) ভূয়ঃ (অধিকগুণ)।]

সম্বন্ধবর্জ্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদ্‌গুণের আকর পরমাত্মার পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধনও দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ২০ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, 'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,' (মূর্ত্ত অর্থ স্থূল বা সাবয়ব, আর অমূর্ত্ত অর্থ সূক্ষ্ম নিরবয়ব)। এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া 'সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের (ব্রহ্মের) রূপটি—যেমন হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র,' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করিয়া 'অতঃপর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা [উৎকৃষ্ট] নাই, ইহা হইতে পৃথক্‌ও অপর কিছু নাই,' এই শ্রুতি আবার ইতি-শব্দে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করত সে সমুদয়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্ম্ম সমূহও আপনার স্বরূপানভিজ্ঞ ব্রহ্মকর্ত্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি" ইত্যাদি।

(*) ইত্যাদিনা চ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সরলার্থঃ—নমু "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদিনা প্রপঞ্চমাত্রস্যৈব ব্রহ্মরূপত্ব-প্রতিষেধাৎ সন্মাত্রমেব ব্রহ্মাবগম্যতে, তৎ কথমুভয়লিঙ্গত্বম্ ? ইত্যাহ—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং" ইত্যাদি।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যত্র কৃৎস্নপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মরূপত্বেন উপদিষ্টতয়া তন্নিষেধাসম্ভবাৎ "নেতি নেতি" ইতি শ্রুতিঃ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি—ইতঃপূর্ব্বং প্রকৃতাঃ যে বিশেষধর্ম্মাঃ, ব্রহ্মণঃ, তন্মাত্রবত্ত্বং নিবারয়তি নেতি নেতীত্যাদিকা শ্রুতিঃ; যস্মাৎ ততঃ তস্মাদপি ভূয়ঃ অধিকং গুণজাতং ব্রবীতি—"অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ। অতো ন প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মরূপতাপ্রতিষেধঃ সিধ্যতীতি ভাবঃ॥

ভাল, "অথাত আদেশঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপতা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল সন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ; সুতরাং তাহার উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতেছে কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্" ইত্যাদি।

[প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছু রূপ নাই; সেই ভ্রম নিবারণের জন্য] "নেতি নেতি" শ্রুতি নিষেধ দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল ইহাই তাহার রূপ নহে; আরও আছে। এই জন্যই শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণবিশেষের উল্লেখ করিতেছেন॥ ৩॥ ২॥ ২১॥]

নৈতদুপপদ্যতে—যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃত-বিশেষবত্ত্বং "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি প্রতিষিধ্যতে ইতি; তথা সতি ভ্রান্তজল্পিতায়মানত্বাৎ। নহি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সর্ব্বং তদ্বিশেষণত্বেনোপদিশ্য পুনস্তদেবানুন্মত্তঃ প্রতিষেধতি। যদ্যপি নির্দ্দিশ্যমানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব; ইতরেষাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্।

না,—"নেতি নেতি" শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষগুণ-সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। কেন না, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার যে, তাহারই নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্মত্ত ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। যদিও পূর্ব্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তর-সিদ্ধও বটে, তথাপি সে সমুদয় পদার্থ যে, ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে, এবং অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, এই উভয়ই জানা নাই; সুতরাং

অতস্তেষামনুবাদাসম্ভবাদ্ অত্রৈবোপদিশ্যন্তে ; অতস্তন্নিষেধো নোপপদ্যতে। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতীদং বাক্যম্। যে ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানেয়ত্তা "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিধ্যতে। নেতি নেতি—নৈবম্—নৈবম্, উক্তপ্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম। উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি ; অতশ্চ প্রকৃত-বিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি। ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" [বৃহদা° ৪।৩।৬] ইতি। অয়মর্থঃ—'ইতি নেতি' যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ বস্তু পরং নহি অস্তি ;

সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই 'অনুবাদ' [প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করাকে 'অনুবাদ' বলে।] হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানেই (ঐ শ্রুতিতেই) সে সমুদয়ের প্রথম উপদেশ করা হইতেছে (*) ; সুতরাং সে সমুদয়ের নিষেধ হইতেই পারে না। যেহেতু এই প্রকার [অবস্থা], সেইহেতু [বলিতে হইবে,] উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবত্ত্বেরই প্রতিষেধ করিতেছে। ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাব প্রতীত হইয়াছিল, 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। 'নেতি নেতি' অর্থ—এরূপ নহে—এরূপ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা (তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা), এখানে ইতি-শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

বিশেষতঃ নিষেধের পরও, ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন। কারণ, [শ্রুতি] আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—"নহ্যেতস্মাদ্ ইতি নেতি" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, "ইতি ন" (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই,

---

(*) তাৎপর্য্য—প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদ বাক্যের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যে সমস্ত বিষয় প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সে সমস্ত বিষয়ের উপদেশক বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য্য। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিশেষণরূপে যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে। যে কয়েকটি ধর্ম্ম প্রমাণান্তর-সিদ্ধ, সে সমুদয়ও ব্রহ্মবিশেষণরূপে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; অবিজ্ঞাত বলিয়াই শ্রুতি এখানে বিশেষ করিয়া সে সমুদায়ের উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্ব্ববাক্যোক্ত কোন ধর্ম্মকেই 'অনুবাদ' বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। অতএব শ্রুতি উপাদেয়ত্ব-বোধে যে সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছে, নিজেই আবার তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ত উহা উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে॥

ব্রহ্মণোঽন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্। তস্য চ নির্ব্বচনং "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষা-মেষ সত্যম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি। প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরামৃশ্যন্তে; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ; তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোঽপ্যেষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কর্ম্মানুগুণ্যেন জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে; পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপ্মনস্তৌ ন বিদ্যেতে; অতস্তেভ্যোঽপ্যেষ সত্যম্। অতশ্চৈবং বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ (*) "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে; অপি তু পূর্ব্বপ্রকৃতেয়ত্তামাত্রম্। অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩॥২॥২১॥

তথাচ (†) ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-রূপানুবাদেন তন্নিষেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়ত্তা-প্রতিষেধ উক্তঃ; তদেব প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দ্রঢয়তি—

অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে 'সত্যের সত্য', সেই নামের নির্ব্বাচন বা যৌগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে); এই জন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় তাহারও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্য-পদবাচ্য, ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ; কেন না, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবাত্মসমূহের জ্ঞানে সংকোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপ্মা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই; এই জন্যই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য। অতএব, উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই [বুঝিতে হইবে যে,] 'নেতি নেতি' কথায় ব্রহ্মের সবিশেষভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না; পরন্তু পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাবই—(প্রতিষিদ্ধ হইতেছে)। অতএব পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যখন অপর কোনও প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের অনুবাদ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না; সুতরাং তাহার প্রস্তাবিতরূপে আশঙ্কিত পরিচ্ছিন্নত্বই কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন সেই প্রমাণান্তরাগোচরত্বই দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিতেছেন—"তদব্যক্তম্" ইত্যাদি।

(*) গুণব্রাতযোগাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তথা চ' ইতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (ব্রহ্ম) অব্যক্তং (প্রমাণের অগোচর) আহ (প্রতিপাদন করিতেছেন) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বমেব দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তদব্যক্তম্' ইত্যাদি। তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তম্—প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন ব্যজ্যতে নিরূপ্যতে ইত্যব্যক্তম্। শাস্ত্রং চ এতদাহ—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" ইত্যাদি।

উক্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত বা নিরূপিত হন না, এইজন্য অব্যক্ত। 'তাহার স্বরূপ দর্শনপথে থাকে না; কেহও তাহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না।' 'তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও নহে।' ইত্যাদি শাস্ত্রও তাহাকে প্রমাণাগম্য বলিতেছেন ॥৩॥২॥২২॥]

তদ্ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরেণ ন ব্যজ্যতে; আহ হি শাস্ত্রং "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" [তৈত্তি° নারা° ১।১০] "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" [মুণ্ড° ৩।১।৮] ইত্যাদি ॥৩॥২॥২২॥

হেত্বন্তরঞ্চাহ—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে)।]

[সরলার্থঃ—তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ—অপি চ, সংরাধনে সম্যক্ আরাধনে ভক্তিরূপাপন্ন-নিদিধ্যাসনে ইতি যাবৎ, এব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি, নত্বন্যত্র, ইতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"
"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥" ইত্যাদ্যা ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন—অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতিকর ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না; ইহা প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতি হইতে জানা যায় ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥]

সেই ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণে ব্যক্ত হন না; [অতএব অব্যক্ত]। শাস্ত্রও এ কথা বলিতেছেন—'ইহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে; কেহই চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে পায় না'; 'তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও হন না' ইত্যাদি ॥৩॥২॥২২॥

অপি চ, সংরাধনে—সম্যক্প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এবাস্য সাক্ষাৎকারঃ; নান্যত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
[মুণ্ড০ ৩।২।৩]

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"
[মুণ্ড০ ৩।১।৮] ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—
"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"
"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥" [গীতা০ ১১।৫৩।৫৪]

ইতি ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ "দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং নানুবদিতুং ক্ষমম্॥৩॥২॥২৩॥

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতিসাধন ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই (*) ইহার (ভগবানের) সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে; অন্য প্রমাণে হয় না; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে। তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, 'এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, মেধা অর্থাৎ ধারণাক্ষম বুদ্ধি দ্বারা পারা যায় না, বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও পারা যায় না, পরন্তু এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।' 'অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করে,' ইতি। স্মৃতিও এই যে, 'বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পায় না, তপস্যা দ্বারা পায় না, দান দ্বারা পায় না, এবং যজ্ঞ দ্বারাও পায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে পায়' ইতি। ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনাই যে, সংরাধন অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিসম্পাদক আরাধন, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্ব্বে অবিজ্ঞাত মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের অনুবাদ করিতে কখনই সমর্থ হয় না॥৩॥২॥২৩॥

(*) তাৎপর্য্য—নিদিধ্যাসন অর্থ—অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত মনোবৃত্তিবিশেষ। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে।" (পঞ্চদশী),
অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে সন্দেহ অপনয়নপূর্ব্বক ধ্যেয় বিষয়ে স্থিরীভূত চিত্তের

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥৩॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (জ্ঞান ও আনন্দাদির ন্যায়) চ (ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ (প্রকাশ) চ (ও) কর্ম্মণি (কর্ম্মেতে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে)।]

[সরলার্থঃ —যেষাং বামদেবাদীনাং কর্ম্মণি সংরাধনে অভ্যাসাৎ পুনঃ-পুনরনুশীলনাৎ ব্রহ্মণঃ স্বরূপদর্শনং জাতম্, তেষামেব দর্শনেপ্রকাশাদিবৎ জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তবিশিষ্টতায়া অপি ব্রহ্মরূপত্বে অবৈশেষ্যং বৈশেষ্যাভাবঃ প্রজ্ঞাতম্ ইত্যর্থঃ ॥

আরাধনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বশতঃ বামদেব প্রভৃতি—যাহাদের প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন জন্মিয়াছে, তাহাদের সেই দর্শনেই ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বরূপের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-বিশিষ্ট রূপেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। অতএব "নেতি" বাক্যে মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপের নিষেধ করা হয় নাই ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চ প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বম্ ; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তাদি-প্রপঞ্চবিশিষ্টতায়া অপি ব্রহ্মগুণত্বাবৈশেষ্যং প্রতীয়তে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" [বৃহদা° ৩।৪।১০] ইত্যাদি। ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেষাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্ম্মণি অভ্যাসাদুপলভ্যতে। তদ্বচ্চ অভ্যস্তসংরাধনানাং তেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বমপ্যবিশেষেণ প্রতীয়ত-ইত্যর্থঃ ॥৩॥২॥২৪॥

এই কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। কেন না, যেহেতু যাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষির দর্শনে (ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিতে) প্রকাশাদির ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দাদি স্বরূপের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ বুঝা যাইতেছে না। যথা,—'বামদেব সেই এই ব্রহ্ম সন্দর্শন করত বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম' ইত্যাদি। প্রকাশ ও আনন্দাদি যে, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদির সংরাধন বা ঈশ্বর-প্রীণনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপে সংরাধনে অভ্যস্ত তাহাদের নিকটই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি জগদাত্মভাব তুল্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

একাকারে প্রবৃত্ত চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম নিদিধ্যাসন। রামানুজস্বামী এই নিদিধ্যাসনকেই ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপসংহরতি--

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্যগুণে বিশিষ্ট); তথাহি (সেইরূপ হইলেই) লিঙ্গং (উভয় লিঙ্গত্ব) [সিদ্ধ হইতে পারে)।]

সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ অনন্তেন অপরিসংখ্যেয়েন কল্যাণগুণসমূহেন বিশিষ্টত্বং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্। তথাচ সতি উভয়লিঙ্গং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্॥

অতএব ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণময়গুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥]

অতঃ—উক্তৈর্হেতুভিঃ ব্রহ্মণোঽনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টত্বং সিদ্ধম্। তথাহি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩॥২॥২৫॥

[ইতি পঞ্চমং উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥]

অহিকুণ্ডলাধিকরণম্।] উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহি-কুণ্ডলবৎ ॥৩॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দ্দেশ হেতু) তু (কিন্তু) অহি-কুণ্ডলবৎ (সর্পের কুণ্ডলীভাবের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইতি চ আত্মনো নানাত্বৈকত্বদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—কিমাত্মনঃ স্বরূপমিতি। এতৎসংশয়-নিরাসার্থং তু-শব্দঃ। উভয়ব্যপদেশাৎ শ্রুতাবেব নানাত্বৈকত্বনির্দ্দেশাৎ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তম্ উভয়মেব ব্রহ্মণো রূপম্; অহিকুণ্ডলবৎ—যথা একস্যৈব অহেঃ সর্পস্য কুণ্ডলনাদিভেদেন প্রকারভেদঃ, ব্রহ্মণোঽপি তথেতি ভাবঃ॥

শ্রুতিতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্মের উভয়বিধ রূপই সত্য; যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬॥]

মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকস্য অচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" [বৃহদা০ ২।৩।১] ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। "অথাত আদেশো নেতি নেতি"

ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত উভয়লিঙ্গ বিচারের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—'অতঃ' ইত্যাদি। অতএব অর্থাৎ উল্লিখিত হেতুসমূহ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণবশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে। তাহা হইলেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥

[ইতি পঞ্চম উভয়লিঙ্গাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে। 'অতঃপর' উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা

[বৃহদা০ ২।৩।৬] ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাচিদ্বস্তুরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিষিধ্যতে। "নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" [বৃহদা০ ২।৩।৬] ইতি ব্রহ্মণোঽন্যদুৎকৃষ্টং নহ্যস্তীতি প্রতিপাদিতম্। তদুপপাদনায় "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইতি প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টেভ্যশ্চেতনেভ্যোঽপ্যেষ সত্যমিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদি-সঙ্কোচাভাবাদুক্তম্। তথা "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬] "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" [তৈত্তি০ নারা০ ৩] "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চায়-মর্থোঽবগম্যতে। তস্যাচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্ব-সিদ্ধ্যর্থম্ ;—কিমস্যাচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহি-কুণ্ডলন্যায়েন? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন? উত জীবস্যেব বিশেষণ-বিশেষ্যতয়াংশাংশিভাবেন? ইতি। ইহ স্থাপ্যমানং

নহে' এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম-রূপের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর "নহি এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। ইহারই সমর্থনের জন্য আবার 'অতঃপর ব্রহ্মের নাম হইতেছে—"সত্যস্য সত্যম্" অর্থাৎ সত্যেরও সত্য ; প্রাণই সত্য, তিনি তাহারও সত্য,' এই শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন—জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার সত্যতা উক্ত হইয়াছে। কেন না, কস্মিন্ কালেও জীবগত জ্ঞান-শক্তির হ্রাস হয় না, (একরূপই থাকে)। সেইরূপ, 'প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি', 'জগতের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে,' 'নিত্যের নিত্য চেতনের চেতন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও এই রূপ অর্থই জানা যাইতেছে। সেই অচেতন জড় বস্তু যে, কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব সমর্থনের জন্য এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে (*)—

এই অচেতন পদার্থ যে, ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের ন্যায়? অর্থাৎ একই সর্প যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সর্পের রূপ, ঠিক তেমনই কি? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের (অগ্নি ও তাহার প্রভার) ন্যায় একজাতীয় বলিয়া কি? কিংবা জীবের ন্যায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাত্মক অংশাংশিভাবে? তন্মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অহিকুণ্ডলাধিকরণ' টি ছাব্বিশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত চারিসূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্মরূপত্ববিষয়ে চিন্তা। (২) সংশয়—অচিৎ পদার্থসমূহ ব্রহ্মের কিরূপ রূপ?—ইহা কি অহিকুণ্ডলবৎ অভিন্ন? না এক জাতীয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—একজাতীয়ই বটে; অভিন্ন নহে। (৪) উত্তর—না জীবের ন্যায় অচেতন পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ। (৫) নির্ণয়—অতএব অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে নহে।

বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২৩], "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৫] ইত্যত্র সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্যোৎপত্তিরনন্যত্বং চোক্তম্।

কিং যুক্তম্ ? অহি-কুণ্ডলবদিতি। কুতঃ ? উভয়ব্যপদেশাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" [বৃহদা০ ৪।৫।১] "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তাদাত্ম্যব্যপদেশাৎ, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইত্যাদিভেদব্যপদেশাচ্চ অহেঃ কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ (*) তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ্বস্তূনি ॥৩॥২॥২৬॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥৩॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশাশ্রয় অগ্নি প্রভৃতির ন্যায়) বা (অথবা) তেজস্ত্বাৎ (তৈজসত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ পূর্ব্বোক্ত-পক্ষবারণার্থঃ। যথা প্রকাশ-তদাশ্রয়য়োঃ স্বরূপভেদে সত্যপি তেজস্ত্বাৎ—তেজোরূপেণ একজাতীয়ত্বাদভিন্নত্বম্, ভিন্নকার্য্যকারিত্বাদ্ ভিন্নত্বঞ্চ, তথা অচেতনবস্তু-ব্রহ্মণোরপি ভিন্নত্বমভিন্নত্বঞ্চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ বা-শব্দ দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল; প্রভা ও প্রভার আশ্রয় (অগ্নি প্রভৃতি) যেমন স্বরূপগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই তেজস্ত্ব-জাতির সহিত সম্বদ্ধ থাকায় উভয়ে অভিন্নও বটে, তেমনি অচেতন পদার্থ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব উভয়ই মানিতে হইবে॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥]

এখানে স্থাপন করিতে হইবে; এই জন্য সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ও "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" এই স্থলে সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্টের উৎপত্তি ও অনন্যত্ব (অভেদ) উক্ত হইয়াছে।

কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? অহিকুণ্ডলের ন্যায় পক্ষই। কারণ? যেহেতু উভয়প্রকার ব্যপদেশ 'এ সমস্ত আত্মাই (ব্রহ্মস্বরূপই)', এইরূপে [জগৎ ও ব্রহ্মের] তাদাত্ম্য উপদেশ (অভেদোল্লেখ) রহিয়াছে, এবং যেহেতু 'আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। একই সর্পের যেরূপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্তুসমূহও সেই একই ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষমাত্র, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

(*) রজ্জুভাববৎ' ইতি প্রামাদিকঃ 'গ' পাঠঃ।

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্রূপেণাবস্থানে ভেদ-শ্রুতয়ো ব্রহ্মণোঽপরিণামিত্ববাদিন্যোঽপি বাধিতা ভবেয়ুঃ; অতো যথা তেজস্ত্বেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োরপি তাদাত্ম্যম্; এবমচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩॥২॥২৭॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥৩॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বের ন্যায়) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ প্রাগুক্তপক্ষদ্বয়-প্রতিষেধার্থঃ। অথবা যথা পূর্ব্বত্র "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" ইত্যুভয়থা ব্যপদেশোপপত্তয়ে পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হ-বিশেষণতয়া জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমুক্তম্, এবম্ অচিদ্বস্তুনোঽপি, ইতি মন্তব্যম্॥

ইতঃপূর্ব্বে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে উভয়রূপে উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেমন ব্রহ্মব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়া জীবকে বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে, তেমনি অচেতন পদার্থেরও বিশেষণরূপেই ব্রহ্মাংশত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥২॥২৮॥]

বা-শব্দঃ পক্ষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। একস্যৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষযোগে ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্দ্রব্যরূপত্বাদুক্তদোষাদনির্ম্মোক্ষঃ। অথ প্রভা-তদা-শ্রয়য়োরিব অচিদ্-ব্রহ্মণোর্ব্রহ্মত্বজাতিযোগমাত্রম্। এবং তর্হি অশ্বত্ব-গোত্ব-বদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্তুনোশ্চানুবর্ত্তমানং সামান্যমিতি সকলশ্রুতি-স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ। পূর্ব্ববদেব "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ० ২।৩।৪২] "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" [ব্রহ্মসূ० ২।৩।৪৫] ইতি জীববৎ

পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত বারণার্থ বা-শব্দ। স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক শ্রুতিসমূহ বাধিত (নিরর্থক) হইয়া যাইতে পারে; এই কারণে [বলিতে হইবে যে,] যেমন তেজস্ত্ব-জাতি লইয়া প্রভা ও প্রভাশ্রয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব; অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তেমনি বটে ॥৩॥২॥২৭॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি বারণের জন্য সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। একই দ্রব্যের যদি অবস্থা-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব হইল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের উদ্ধার হইল না। পক্ষান্তরে যদি বল, প্রভা ও তদাশ্রয়ের ন্যায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র; (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না); এরূপ হইলেও, গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ঈশ্বরে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অনুগত ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র; সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

ইহাও পূর্ব্বেরই মত অর্থাৎ "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" এই

পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হ-বিশেষণত্বেন অচিদ্‌বস্তুনো ব্রহ্মাংশত্বম্; বিশিষ্টবস্ত্বেক-দেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। তদেবং প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরাণাং মণি-ব্যক্তি-গুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্‌-সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেহ জীবস্যাচিদ্‌বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম প্রত্যংশত্বম্ ॥৩॥২॥২৮॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" "নাস্য জরয়ৈতৎ জীর্য্যতি" ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মণো জড়ধর্ম্মত্ব-প্রতিষেধাদপি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেনৈব অংশাংশিভাবো মন্তব্য ইত্যর্থঃ। তত্র সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণভূতম্, স্থূল-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কার্য্যভূতমিতি বিভাগঃ॥

'সেই এই আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত), এবং জরামরণবর্জ্জিত, দৈহিক জরা দ্বারা আত্মা জীর্ণ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে অচেতনধর্ম্ম জন্মাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ-বিশেষ্য-রূপেই অংশাংশিভাব বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কারণরূপী, আর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কার্য্যস্বরূপ ॥৩॥২॥২৯॥]

"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" [বৃহদা॰ ৩।৪।২৫] "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি" [ছান্দো॰ ৮।১।৫] ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণোঽচিদ্ধর্ম্ম-প্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ। অতঃ সূক্ষ্ম-

---

সূত্রদ্বয়ে জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্বনিরূপিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মব্যতিরেকে অবস্থান করিতে অক্ষম—অচিৎ বস্তুরও বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আর অচেতন পদার্থ-গুলি তদ্বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হওয়ায় উহাদেরও অভেদ-ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান; অথচ বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকায় ভেদ-ব্যবহারও মুখ্য; তাহার ফলে ব্রহ্মের নির্দ্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া সেই মণি প্রভৃতির বিশেষণরূপে অংশ হয়, অর্থাৎ মণির বিশেষণাংশ প্রকাশ; ব্যক্তির বিশেষণাংশ জাতি (মনুষ্যত্বাদি), গুণীর (গুণযুক্ত ঘটাদির) বিশেষণাংশ গুণ (নীল পীতাদি), এবং আত্মার (জীবের) বিশেষণাংশ তাহার শরীর, তেমনি এখানেও চেতন জীব ও অচেতন জড় পদার্থমাত্রই ব্রহ্মের অংশ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৮॥

'সেই এই আত্মা মহৎ, অজ এবং জরামরণবর্জ্জিত,' 'দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হন না' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অচিৎ-ধর্ম্ম নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই উভয়ের অংশাংশি-

চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, চিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টং স্থূলকার্য্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্যস্য জ্ঞাততেত্যাদি সর্ব্বমুপপন্নম্, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বমপি সিদ্ধম্ ॥৩॥২॥২৯॥

[ইতি ষষ্ঠম্ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥]

পরাধিকরণম্।] **পরমতঃ সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩॥২॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ (সেতু ব্যপদেশ, উন্মানব্যপদেশ, সম্বন্ধব্যপদেশ ও ভেদব্যপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽতিরিক্ত-তত্ত্বান্তর-প্রতিষেধার্থং পূর্ব্বপক্ষত্বেন সূত্রমবতারয়তি—"পরমতঃ" ইত্যাদি।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যারভ্য "অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্" ইত্যন্তেন সূত্রজাতেন প্রতিপাদিতাৎ জগজ্জন্মাদি-কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তীতি কস্যচিৎ মতিঃ স্যাৎ। কুতঃ?—সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ। 'অথ য আত্মা, স সেতুঃ * * * এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা" ইত্যত্র আত্মনঃ সেতুরূপেণ তরিতব্যতয়া ব্যপদেশঃ; "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম," ষোড়শকলং" ইত্যাদৌ চতুষ্পাৎ-ষোড়শকলত্বাদিভিঃ উন্মানব্যপদেশঃ। উদ্ধৃত্য মানম্—উন্মানং পরিমিতত্বম্, ইত্যর্থঃ; "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ইত্যাদৌ চ প্রাপ্য-প্রাপকরূপসম্বন্ধব্যপদেশঃ; "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইতি ব্রহ্মণ উত্তরত্বেন ভেদব্যপদেশশ্চাস্তি; এভ্যঃ হেতুভ্যঃ জগজ্জন্মাদি-কারণাদন্যদপি কিঞ্চিদস্তীতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ।

জগজ্জন্মাদিকারণরূপে যে পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত যে, আর কোনও তত্ত্ব বা বস্তু নাই, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষরূপে "পরমতঃ" ইত্যাদি সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও কোন তত্ত্ব থাকা সম্ভব। কারণ? যেহেতু সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। সেতু নির্দ্দেশ এই যে, 'আত্মা সেতুস্বরূপ, সেই সেতু পার হইয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ রহিয়াছে। 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ও ষোড়শ-কলাযুক্ত,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণও (উন্মানও) লিখিত আছে। 'তিনি অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ', এখানে ব্রহ্ম-সেতুর সাহায্যে অপর কিছু প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধেরও প্রতীতি হইতেছে। তাহার পর, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাঁহা হইতেও যাহা পরবর্ত্তী', এখানে পুরুষ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে 'তদুত্তরতর' বলায় ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই সকল কারণে কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ॥৩॥২॥৩০॥]

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তীতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে অস্যোপাস্যস্য নির্দ্দোষত্বানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বস্থেম্নে।

তত্রেয়মাশঙ্কা—যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্; এতস্মান্নিখিলজগৎ-কারণাৎ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তি। কথম্? "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিঃ" [ছান্দো° ৮।৪।১] ইতি অস্য পরস্য সেতুত্বব্যপদেশাৎ। সেতু-শব্দস্য চ

ভাব বুঝিতে হইবে। অতএব, সূক্ষ্ম-চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ স্বরূপ; আর স্থূল-চেতনাচেতনবস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যস্বরূপ; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের যে, অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব), এবং কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই যে, কার্য্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল, এবং ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্বও রক্ষিত হইল। তাহার ফলে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও কল্যাণময়-গুণবত্ত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

[ষষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

কতকগুলি হেত্বাভাসদর্শনে (*) আশঙ্কা হইতেছে যে, এই 'পর' হইতেও অর্থাৎ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে। এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই এই উপাস্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব এবং অসীম ও সর্ব্বাতিশায়ী অসংখ্য কল্যাণগুণাকরত্ব স্থিরতর হইতে পারে (†)।

এ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম; বোধ হয়, নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে। কেন?—যেহেতু 'এই যে আত্মা, তিনিই সর্ব্বলোক-বিধারক সেতু', এই স্থলে এই পরব্রহ্মেরই সেতুরূপে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যাহা দ্বারা অপর পার প্রাপ্ত

(*) তাৎপর্য্য—হেত্বাভাস অর্থ—যাহা আপাতদৃষ্টিতে হেতুর ন্যায় মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, তাহারও আবার অনেকপ্রকার প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ," অর্থাৎ এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে; কারণ, ইহাতে দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে। এখানে 'দ্রব্যত্ব' হেতু দ্বারা পর্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে সত্য, কিন্তু এই 'দ্রব্যত্ব' ধর্ম্মটি যখন অগ্নি-শূন্য জলহ্রদ প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে, তখন ইহা অগ্নির সাধক বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না; এইজন্য ইহাকে 'সাধারণ' হেত্বাভাস বলে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পরাধিকরণ'। ইহা ত্রিশ হইতে ছয়ত্রিশ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্র লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা। (২) সংশয়—পরব্রহ্ম অতিরিক্তও কোন বস্তু আছে কি না? এবং যদি থাকে, তাহা কি? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"অথ য আত্মা, স সেতুঃ" ইত্যাদি বাক্যানুসারে জানা যায় যে, পরব্রহ্মেরও পার বা শেষ আছে; অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু অবশ্যই আছে। (৪) উত্তর—না—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মই সর্ব্বশেষ, তদতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই।

লোকে কূলান্তরপ্রাপ্তিহেতৌ প্রসিদ্ধেঃ ইতোঽন্যদনেন প্রাপ্তব্যমস্তীতি গম্যতে। তথা "এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।৪।২] ইতি তরিতব্যতা চাস্যাভিধীয়তে; অতশ্চান্যৎ প্রাপ্যমস্তি। উন্মানব্যপদেশাচ্চ—উন্মিতং—পরিমিতম্ ইদং পরং ব্রহ্ম, "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৮।২] "ষোড়শকলম্" [প্রশ্ন০ ৬।১] ইত্যুন্মানব্যপদেশাৎ। স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্যানুন্মিতস্যাস্তিতাং দ্যোতয়তি। তথা সম্বন্ধব্যপদেশশ্চ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্ব-লক্ষণো দৃশ্যতে—"অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৯] "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০ ২।২।৫] ইতি। অতশ্চ পরাৎ পরমস্তি। ভেদেন চ পরাৎপরং ব্যপদিশ্যতে—"পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি" [মুণ্ড০ ৩।২।৮] "পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্" [তৈত্তি০ নারা০ ১।৫] ইতি চ। তথা "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্," "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯,১০] ইতি। অত এভ্যো হেতুভ্যঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি গম্যত ইতি ॥৩॥২॥৩০॥

হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থেই সেতু-শব্দ প্রসিদ্ধ; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর কোনও পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেইরূপ 'এই সেতু পার হইয়া অন্ধ থাকিলেও অনন্ধ হয়', এখানে আবার ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে; কাজেই এতদতিরিক্ত অন্য কিছু প্রাপ্য আছে। ইহার উপর আবার উন্মানেরও নির্দ্দেশ আছে,—এই পরব্রহ্ম উন্মিত অর্থাৎ পরিমিতও বটে; কারণ, 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ও ষোড়শকলাযুক্ত' এই স্থানে চতুষ্পাদ ও ষোড়শ অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কথিত এই উন্মানব্যপদেশই এই সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত (অপরিমিত) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেইরূপ সেতু ও সেতুযুক্তের প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধনির্দ্দেশও অপর একটি হেতু দৃষ্ট হইতেছে,—'দগ্ধেন্ধন (নির্ধূম) অনলের ন্যায় অমৃতের (মোক্ষের) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাঁহাকে', 'ইনিই অমৃত-লাভের সেতু' ইতি; এই কারণেও [বলিতে হয় যে], এই 'পর' অপেক্ষাও পর আছে। বিশেষতঃ 'পর অপেক্ষাও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' 'যাহা পর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ) এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ' এই শ্রুতিও পরাৎপরকে (পর অপেক্ষা পর বস্তুকে) ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেইরূপ, 'সেই পুরুষ দ্বারা এ সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয় পরবর্ত্তী (দূরবর্ত্তী), তাহা নীরূপ ও নিরাময়'। অতএব এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু পদার্থ আছে ॥৩॥২॥৩০॥

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সামান্যাত্তু ॥৩॥২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—সামান্যাৎ (সাদৃশ্যহেতু) তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। নৈতদ্ যুক্তমুক্তম্; কুতঃ? সামান্যাৎ—জগদ্বিধারণরূপ-সেতুসাদৃশ্যাৎ পরব্রহ্মণঃ সেতুত্বোক্তিঃ, ন তু পারবত্ত্বাদি-প্রতিপাদনায়। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" ইতি বাক্যশেষোঽপি জগদ্বিধারকত্বরূপং সেতুসাদৃশ্যমাহ; তথাচ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ভাবঃ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। উক্ত আপত্তি যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, সেতুর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে। তিনি যে, সেতুর ন্যায় জগতের পরস্পরগত ভেদ রক্ষা করিতেছেন, তাহা 'তিনিই এই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য নিবারণের নিমিত্ত জগৎ-বিধারক সেতুস্বরূপ' এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন। অতএব পরব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ॥৩॥২॥৩১॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; যৎ তাবদুক্তং—সেতুব্যপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি; তন্নোপপদ্যতে। ন হ্যয়মত্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরুচ্যতে, "এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি সেতু-সামান্যেন সর্ব্বলোকাসঙ্করকরত্বশ্রুতেঃ। সিনোতি বধ্নাতি স্বস্মিন্ সর্ব্বং চিদচিদ্-বস্তুজাতম্ অসঙ্কীর্ণম্ ইতি সেতুরুচ্যতে। "এতং সেতুং তীর্ত্বা" ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ; যথা 'বেদান্তং তরতি' ইতি ॥৩॥২॥৩১॥

এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সামান্যাত্তু" ইতি। সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে, সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও বস্তু আছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না; কেন না, এখানে যে, কোনও প্রাপ্য বস্তু উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, 'এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদ বা সাংকর্য্য পরিহারের নিমিত্ত', এই শ্রুতিতে সেতুর সাদৃশ্যানুসারে ব্রহ্মেতেও সর্ব্বলোকের সাংকর্য্যনিবারকতামাত্র উল্লেখিত হইয়াছে। [সেতু-পদটি 'ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'ষি' ধাতুর অর্থ—বন্ধন।] আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে অসঙ্কীর্ণভাবে (পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত) বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে 'সেতু' বলা হইয়া থাকে। "এতং সেতুং তীর্ত্বা" এই স্থলেও 'তৃ' ধাতুটি (তীর্ত্বা পদটি) প্রাপ্তিবোধক; যেমন 'বেদান্তং তরতি' অর্থাৎ বেদান্তকে প্রাপ্ত হইতেছে— লাভ করিতেছে, ইত্যাদি ॥৩॥২॥৩১॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধ্যর্থঃ (অবগতির জন্য) পাদবৎ (পাদের ন্যায়)]

[সরলার্থঃ—যোঽয়ং "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" "ষোড়শকলম্" ইত্যাদৌ উন্মানব্যপদেশঃ পরিচ্ছিন্নত্বোক্তিঃ, সোঽপি "বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ" ইত্যাদিবৎ বুদ্ধ্যর্থ এব—উপাসনা-সৌকর্য্যায়ৈবেত্যর্থঃ ॥

আর 'চতুষ্পাদ্' ও 'ষোড়শকল' প্রভৃতি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব নির্দ্দেশ, তাহাও 'ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ' ইত্যাদি 'পাদ'-নির্দ্দেশের ন্যায় কেবল উপাসনার জন্যই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥]

যোঽয়ং "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৮।২] "ষোড়শকলম্" [প্রশ্ন০ ৬।১] "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" [পুরুষ সূ০] ইত্যুন্মানব্যপদেশঃ; স বুদ্ধ্যর্থঃ—উপাসনার্থঃ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১০।১] ইত্যাদিভির্জগৎকারণস্য ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ স্বত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ। জগৎকারণত্বং হি তস্যৈব শ্রূয়তে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১।২] "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [তৈত্তি০ আন০ ৬ ২] ইতি। অতো যথা "বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃপাদঃ [ছান্দো০ ৩।১৮।২] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদ-ব্যপদেশ উপাসনার্থঃ; এবময়মপি ॥৩॥২॥৩২॥

স্বয়মনুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ; তত্রাহ—

এই যে, 'চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম' 'ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম' 'সমস্ত জগৎ ইহার এক পাদ' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার; তাহাও বুদ্ধির জন্যই—উপাসনার নিমিত্তই। কেননা, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব (অনন্তত্ব) অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাহার উন্মান সম্ভবপর হয় না। আর সেই জগৎ-কারণত্ব ধর্ম্মও সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই শ্রুত হইতেছে—'সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব' ইতি। অতএব [বুঝিতে হইবে,] 'ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ (অংশ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মনঃ একটি পাদ' ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দ্দেশ হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানবিশেষাৎ (উপাধিবিশেষযোগে) প্রকাশাদিবৎ (যেমন প্রকাশ বা আলোক প্রভৃতির হয়)।]

[সরলার্থঃ—স্বতোঽপরিচ্ছিন্নস্যাপি পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকাশাদিবৎ স্থানবিশেষাৎ বাগাদিরূপোপাধি-বিশেষসম্পর্কাৎ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানং ন দোষায়। ইতস্ততঃ প্রসৃতস্যাপি সৌরালোকাদের্যথা ঘটরন্ধ্রাদিস্থানভেদেন ক্ষুদ্রত্বাদিপ্রতীতিঃ, তথাত্রাপীতি ভাবঃ ॥

প্রকাশ প্রভৃতির ন্যায় পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্য উপাধিবিশেষ-যোগে যে, তাহার পরিচ্ছিন্নত্বচিন্তা, তাহা দোষাবহ হয় না। আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্রের মধ্যগত, হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৩ ॥]

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানু-সন্ধানং সম্ভবতি; যথা প্রকাশাকাশাদের্বিততস্য বাতায়ন-ঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিত্ত্যনুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩॥২॥৩৩॥

উপপত্তেশ্চ ॥৩॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপত্তেঃ (যুক্তি অনুসারে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উপপত্তেশ্চ নৈষ দোষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বস্যৈব স্বপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' ইতি সেতুত্বব্যপদেশশ্চ উপপদ্যত এবেতি ॥

উপপত্তি হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'এই আত্মাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা দ্বারা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও পাওয়া যায় না; পরন্তু, সাধক যাহাকে (যে আত্মাকে) প্রাপ্যরূপে বরণ করে—প্রার্থনা করে, তৎকর্ত্তৃকই প্রাপ্ত হয়; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বীয় রূপ প্রকাশিত করেন' ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকেই আত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে ॥৩॥২॥৩৪॥]

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অনুন্মিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তখন উপাসনার জন্যই বা তাহার উন্মান (পরিচ্ছেদ) সম্ভব হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্থানবিশেষাৎ" ইত্যাদি।

অনুভবগোচর (সর্ব্বসম্মত) বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদানুসারে তৎসম্পর্কাধীন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উন্মান চিন্তা সম্ভবপর হয়; যেমন প্রকাশাদি পদার্থ (আলোক প্রভৃতি) স্বভাবতঃ বিতত বা বিস্তৃতিসম্পন্ন হইলেও গবাক্ষ ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা সম্ভব হয়, [এখানেও তদ্রূপ] ॥৩॥২॥৩৩॥

যত্তূক্তম্—"অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০ ২।২।৫] ইতি প্রাপ্যপ্রাপক-সম্বন্ধব্যপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্তীতি; তন্ন, প্রাপ্যস্য পরম-পুরুষস্য স্বপ্রাপ্তৌ স্বস্যৈবোপায়ত্বোপপত্তেঃ।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

[মুণ্ড০ ৩।২।৩] ইত্যনন্যোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩॥২॥৩৪॥

তথান্য-প্রতিষেধাৎ ॥৩॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) অন্যপ্রতিষেধাৎ (যেহেতু তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—তথা "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" ইত্যাদৌ পরমপুরুষাদন্যস্য জ্যায়স্ত্বপ্রতিষেধাদপি ততোঽধিকং কিঞ্চিৎ নাস্তীতি জ্ঞায়তে। "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যস্য চায়মর্থঃ—যতঃ পুরুষাদন্যৎ পরতরং নাস্তি, ততঃ তস্মাৎ উত্তরতরং সর্ব্বোৎকৃষ্টতমম্ অনাময়ম্ অরূপঞ্চ তদিতি।

এইপ্রকার 'যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, এবং তদপেক্ষা অতিশয় অণু বা মহৎও নাই', এই শ্রুতিতে পরমপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্ব নাই। "ততো যদুত্তরতরম্" ইহার অর্থও এরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যেহেতু পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অনাময় সর্ব্বোত্তম। সুতরাং ইহা হইতেও, পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ॥৩॥২॥৩৫॥]

আরও যে, বলা হইয়াছে—'ইনি অমৃতের সেতু' এই শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাপকের (সেতুর) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্য বস্তু আছে। তাহাও নহে; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের পক্ষে নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে। যেহেতু 'এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হন না, মেধা (ধারণা-ক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা হন না, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও হন না; পরন্তু ইনি যাহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইতে প্রার্থনা করেন, তাহারই লভ্য হন; এই আত্মা তাহার নিকটই নিজ তনু (স্বরূপ) প্রকাশ করিয়া থাকেন', এই স্থলে অনন্যোপায়ত্ব-বোধক অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিবার পক্ষে তিনি ভিন্ন অন্য উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

যৎ পুনরুক্তম্—"ততো যদুত্তরতরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১০], "পরাৎ পরং পুরুষম্" [মুণ্ড০ ৩।২।৮] "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি; তন্নোপপদ্যতে, তত্রৈব ততোঽন্যস্য পরস্য প্রতিষেধাৎ, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯] ইতি। যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ—ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তীত্যর্থঃ। তথাঽন্যত্রাপি "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি—ইতি নেতি নির্দ্দিষ্টাদেতস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরং ন হ্যস্তীত্যর্থঃ। তথা "ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্ যশঃ" [তৈত্তি০ নারা০, ১।৯] ইতি। তদ্ধি জগদুপাদান-কারণতয়ানন্তরমুক্তম্ "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [তৈত্তি০ নারা০, ১।৮] "স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে" [তৈত্তি০ মহানারা০ ১।৯] ইত্যাদিনা। "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ" [তৈত্তি০ নারা ১।১১]

পুনশ্চ যে, কথিত হইয়াছে,—"ততো যদুত্তরতরম্" "পরাৎ পরং পুরুষম্" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে; সে কথাও উপপন্ন হইতেছে না; কেন না, সেখানেই পরমপুরুষের অতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে;—'যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম বা বৃহৎ ও কিছু নাই' ইত্যাদি। 'যাহা অপেক্ষা অপর কিছু পর (শ্রেষ্ঠ) নাই,' একথার অর্থ এই যে, কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক কিছু নাই। সেইরূপ অন্যত্রও আছে—"নহি এতস্মাদ্ ইতি নেতি—অন্যৎ পরমস্তি," এই 'ইতি-নেতি' কথার অর্থ—পূর্ব্বকথিত এই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেইরূপ 'কেহই তাহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ' ইতি। ইহার পরেও তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে, -'সেই পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যুৎ জন্মলাভ করিয়াছে'। 'সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন' (*); 'জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত হইলেন', এই হইতে আটটি [মন্ত্র, কর্ম্ম-কাণ্ডে পঠিত আছে'] (†) ইত্যাদি

(* তাৎপর্য্য--নারায়ণকৃত 'দীপিকা' নামক টীকায় এই মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'স আত্মা আপঃ কর্ম্মফলং প্রদুঘে পূরিতবান্। কে?—উভে ইমে; বিশেষমাহ—অন্তরিক্ষম্ অথো সুবঃ (স্বঃ)। দুহির্বিকর্ম্মকঃ। আপঃ অপঃ কর্ম্মফলম্ অন্তরিক্ষ-স্বর্লোকৌ প্রহিতবান্ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অর্থাৎ সেই আত্মা কর্ম্মফল দোহন করিয়াছিলেন—তদ্দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন। কাহাকে? এই উভয়কে। সেই উভয়কে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য—নারায়ণকৃত 'দীপিকা' নামক টীকায় ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—'অদ্ভ্যঃ কর্ম্মফলেভ্যঃ হিরণ্যগর্ভঃ সম্ভূতঃ প্রাদুর্ভূতঃ। ইতি অষ্টাবিতি।—ইত্যারভ্য অষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্ব্বকাণ্ডে পঠিতাঃ, অত্র পঠিতব্যাঃ।

ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি। "ততো যদুত্তরতরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১০] ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্ব্বত্র—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

ইতি পরস্য ব্রহ্মণো মহাপুরুষস্য বেদনমেবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোঽমৃতত্বস্য পন্থাঃ, ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥"

[শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮।৯] ইতি পুরুষস্য পরত্বম্, তদ্ব্যতিরিক্তস্য পরত্বাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্; য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১০] ইতি পূর্ব্বোক্তমর্থং হেতুতো নিগময়তি—যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ, ততো য এতৎ পুরুষতত্ত্বং বিদুঃ, ত এবামৃতা ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিযন্তি ইতি; অন্যথা উপক্রম-বিরোধোঽনন্তরোক্তিবিরোধশ্চ। "পরাৎ

শ্রুতিও এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। যদি বল যে, তাহা হইলে "যদুত্তরতরম্" কথায় কিরূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে? [তদুত্তরে বলিতেছি যে,] ইতঃ পূর্ব্বে 'তমের অতীত আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষ-ধামে যাইবার আর অন্য কোন পথ নাই।' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্য 'যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম বা মহৎও কিছু নাই। বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ (স্থির নিস্পন্দ) একজন স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত হইয়াছে।' এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্বে অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন করিয়া "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই পূর্ব্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্য উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—'সকলেরশেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময় (নিরাময়) ও অরূপ; সেই হেতু যাহারা এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হন, কেবল তাহারাই অমৃত (মুক্ত) হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখভোগ করে' ইতি। এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের

অ. ইতি এবম্, অষ্টৌ—ব্যাপ্তৌ বিষ্ণোঃ স্বরূপং নিরূপিতম্। অশূ ব্যাপ্তৌ। অষ্টশব্দেন সমষ্টি-ব্যষ্টী দ্বে অপি [illegible]॥১২॥

অর্থাৎ অপ্ হইতে—কর্ম্মফল হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পূর্ব্বকাণ্ডে [illegible]) পঠিত আছে, এখানেও তাহাদের পাঠ করিতে হইবে।

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” [মুণ্ড০ ৩।২।৮] ইতি পূর্ব্বত্র “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি অক্ষরাৎ—অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোঽদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবেহাপি ‘পরাৎ পরঃ’ ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩॥২॥৩৫॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অনেন (এই ব্রহ্মের দ্বারা), সর্ব্বগতত্বং (সর্ব্বব্যাপিত্ব), আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে)।]

[সরলার্থঃ—আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ “নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং” “ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ ব্যাপ্তিবাচক-শব্দেভ্যঃ অনেন ব্রহ্মণা সর্ব্বগতত্বং স্বব্যতিরিক্তবস্তু ব্যাপ্তত্ব-মবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

‘নিত্য বিভু (ব্যাপক) সর্ব্বগত ও অতিশয় সূক্ষ্ম’ ‘নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’ ইত্যাদি আয়ামাদিশব্দ অর্থাৎ ব্যাপকতাদিবোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মকর্ত্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩॥২॥৩৬॥]

অনেন ব্রহ্মণা সর্ব্বগতত্বম্—সর্ব্বস্য জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোঽবগম্যমানম্ অস্মাৎ পরং নাস্তীত্যবগময়তি। আয়ামশব্দস্তাবৎ “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯]।

“যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [পুরুষসূক্তম্]

“নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।”

উপক্রম বিরুদ্ধ হয়, এবং পরবর্ত্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয়। আর “পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ইহার অর্থও এই যে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই পূর্ব্ববাক্যে অক্ষর-পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর—সমষ্টি-পুরুষ; তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট—অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ (পরব্রহ্ম), তাঁহাকেই এখানে ‘পরাৎ পর’ কথায় সমষ্টিপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩॥২॥৩৫॥

সর্ব্বব্যাপকতাবোধক আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত; এই সর্ব্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করিতেছে। আয়াম-শব্দ এই যে, ‘সর্ব্বজগৎ সেই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ’ এবং ‘এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পরব্রহ্ম) সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন,’ ‘ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভু সর্ব্বগত এবং অতিসূক্ষ্ম যে ভূতযোনিকে

[মুণ্ড০ ১।১।৬] আদিশব্দাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" [বৃহদা০ ৪।৫।১] "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭ ২৫।২] ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। অত ইদং পরং ব্রহ্মৈব সর্ব্বস্মাৎ পরম্ ॥৩॥২॥৩৬॥

[ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ॥৭॥]

ফলাধিকরণম্।] **ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩॥২॥৩৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—ফলং (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি) উপপত্তেঃ (উপপত্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—জীবানাম্ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং চ ফলং ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অতঃ অস্মাৎ পরমপুরুষাদ্ এব ভবতি; কুতঃ? উপপত্তেঃ; উপপদ্যতে হি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্মহামায়স্য পরমেশ্বরস্যৈব ঐহিকামুষ্মিক-ফলদানসামর্থ্যম্, নতু অচেতনস্য ক্ষণধ্বংসিনঃ কর্ম্মাদেরিত্যর্থঃ ॥

জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বর হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ? যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য উপপন্ন হয়, কিন্তু ধ্বংসশীল অচেতন কর্ম্মাদির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না ॥৩॥২॥৩৭॥]

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবস্য সর্ব্বাবস্থাসু সদোষত্বম্, প্রাপ্যস্য চ পরমপুরুষস্য নির্দ্দোষত্বং, কল্যাণগুণাকরত্বং, সর্ব্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ; অতঃপরম্ উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎপ্রাপ্তিরূপমপবর্গাখ্যং ফলমিতি সম্প্রতি ব্রূতে। তুল্যন্যায়তয়া শাস্ত্রীয়-

---

(সর্ব্বভূতের কারণকে) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।' 'শব্দাদি' এই 'আদি'-শব্দে 'ব্রহ্মই এই সমস্ত,' 'আত্মাই এই সমস্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে। অতএব এই পরব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা পর বা চরম সীমা (অন্য কিছু নহে) ॥৩॥২॥৩৬॥

[ইতি সপ্তম পরাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

ব্রহ্মোপাসনায় উৎসাহ সমুৎপাদনার্থ জীবগণের সর্ব্বাবস্থাতেই সদোষত্ব, আর প্রস্তাবিত পরমপুরুষের নির্দ্দোষত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরত্বও কথিত হইয়াছে; অতঃপর উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষনামক ফলও এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। (*)

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ফলাধিকরণ। ইহা সাইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত চারিসূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের কর্ম্মফল। (২) সংশয়—যাগাদি কর্ম্মই কি নিজ নিজ ফল প্রদান করে? কিংবা পরমেশ্বরই প্রদান করেন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ— কর্ম্মই যখন অপূর্ব্ব— পুণ্য ও পাপ সমুৎপাদন দ্বারা

মৈহিকামুষ্মিকমপি ফলম্ অত এব পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভবতীতি সামান্যেন 'ফলমতঃ' ইত্যুচ্যতে। কুত এতৎ? উপপত্তেঃ—স এব হি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরুপাসনেন চারাধিত ঐহিকা-মুষ্মিকভোগজাতং স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপমপবর্গং চ দাতুমীষ্টে; নহ্যচেতনং কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমর্হতি ॥৩॥২॥৩৭॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিনির্দ্দেশ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদৌ পরমপুরুষস্যৈব ভোগাপবর্গলক্ষণ-ফলদাতৃত্বশ্রবণাদপি তথা অবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যেহেতু 'সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, অন্নদাতা, ধনপ্রদ এবং তিনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন'; ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরেরই সর্ব্বফল-দাতৃত্ব, অন্যের নহে ॥৩॥২॥৩৮॥)

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৪], "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি০ আন০, ৭।১] ইতি ভোগাপবর্গরূপং ফলময়মেব দদাতীতি হি শ্রূয়তে ॥৩॥২॥৩৮॥

সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষমাহ—

শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক, উভয় ফলই এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। তুল্যকক্ষ বলিয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়বিধ ফলই গ্রহণ করিতে হইবে; এই জন্য সামান্যাকারে 'ফল' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি? যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তি, নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি তিনি যোগ, দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনা দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও তৎস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অচেতন ক্ষণধ্বংসী কর্ম্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩॥২॥৩৭॥

'সেই এই মহান্ অজ আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা; ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন' এই স্থলে, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল যে, তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুত হইতেছে ॥৩॥২॥৩৮॥

ফল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি? (৪) উত্তর—না—কর্ম্ম অচেতন ও ক্ষণবিনাশী; সুতরাং কালান্তরভাবী ফলপ্রদান করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কর্ত্তা বলিতে হইবে। (৫) প্রয়োজন—অতএব জীবগণের পরমেশ্বরারাধনায় যত্নপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥৩।২।৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্ম্মং (ধর্ম্ম-পদবাচ্য যাগাদিকর্ম্মকে) জৈমিনিঃ (পূর্ব্বমীমাংসাপ্রণেতা), অত এব (এই হেতুই)।]

[সরলার্থঃ—অত্রার্থে আচার্য্য-বিপ্রতিপত্তিমাহ—"ধর্ম্মম্" ইত্যাদিভিঃ। জৈমিনির্নাম আচার্য্যঃ ধর্ম্মং যাগ-দান-হোমোপাসনাদিরূপমেব ফলদাতারম্ আহ ; কুতঃ ? অতএব—উপপত্তেঃ শ্রুতত্বাচ্চৈব। লোকে তাবৎ কৃষ্যাদেঃ দানাদেশ্চ কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ ফলদাতৃত্বং দৃষ্টম্, বেদেঽপি তথৈব কল্পয়িতুং যুক্তমিত্যুপপত্তিঃ। তথা 'যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া কর্ম্মবিধানস্য অন্যথানুপপত্ত্যা অপূর্ব্বদ্বারা কর্ম্মণ এব ফলসাধনত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

এখন কথিত বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে—আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি ধর্ম্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, (ব্রহ্ম নহে); কারণ, যুক্তি ও শ্রুতি হইতে ঐরূপই জানা যায়। যুক্তি এই যে, জগতে ভূমি-কর্ষণ কর্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল প্রদান করিতে দেখা যায় ; সুতরাং বেদেও সেইরূপই স্বীকার করা উচিত। শ্রুতি এই যে, 'স্বর্গকামী পুরুষের পক্ষে বিহিত যাগাদি কর্ম্ম ফলসাধক না হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কাজেই অদৃষ্ট দ্বারা ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল-সাধনতা স্বীকার করিতে হয় ॥৩।২।৩৯॥]

অতএব—উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপ-ধর্ম্মমেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। লোকে হি কৃষ্যাদিকং (*) কর্ম্ম, দানাদিকং চ কর্ম্ম সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্ ; এবং বেদেঽপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেঽপি পরম্পরয়া অপূর্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমুপপদ্যতে। তথা "যজেত স্বর্গকামঃ" [যজুঃ০, ২।৫।৫] ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিসাধয়িষিত-স্বর্গস্য কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যভিদধদ্ অন্যথানুপপত্ত্যা অপূর্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমবগময়তি ॥৩।২।৩৯॥

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন। জগতে স্বয়ং কৃষ্যাদি কর্ম্মকে এবং দানাদি কর্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে বেদেও যাগ, দান ও হোমাদি কর্ম্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ পরম্পরা সম্বন্ধেও পুণ্যরূপ অপূর্ব্ব-সমুৎপাদন দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয়। সেইরূপ স্বর্গসাধনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে কর্ত্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক 'স্বর্গকাম পুরুষ যাগ করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে উপপত্তি বা সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া, ঐ বিধি শাস্ত্রও অপূর্ব্বদ্বারাই ফল-সাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩।২।৩৯॥

(*) কৃষ্যাদিকর্ম্ম, ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) বাদরায়ণঃ (তন্নামক আচার্য্য), হেতুব্যপদেশাৎ (ঈশ্বরের হেতুত্ব নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। বাদরায়ণঃ তু আচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তং পরমেশ্বরস্যৈব ফলদাতৃত্বং মন্যতে। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ—"বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলমালভেত ভূতিকামঃ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদিষু বায্বাত্মনাবস্থিতস্য পরমেশ্বরস্যৈব কাম্যফলপ্রদান-হেতুত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ॥

পূর্ব্বোক্ত জৈমিনিপক্ষ-নিরাসার্থ সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণনামক আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই (পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব পক্ষকেই) সঙ্গত মনে করেন; কারণ? যেহেতু ফলপ্রদানে তাহারই হেতুত্ব উল্লেখিত হইয়াছে—'ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে; বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা; কর্ম্মকর্ত্তা স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান', এই শ্রুতিতে বায়ুরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই ফলপ্রদানে কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব স্বয়ং পরমেশ্বরই কর্ম্মফল প্রদান করেন, অচেতন কর্ম্ম নহে ॥৩।২।৪০॥ [ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পূর্ব্বোক্তং পরমপুরুষস্যৈব ফলপ্রদত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ—"যজ-দেব-পূজায়াম্" ইতি দেবতারাধনভূত-যাগাদ্যারাধ্যভূতাগ্নি-বায্বাদিদেবতানামেব তত্তৎফল-হেতুতয়া তস্মিংস্তস্মিন্নপি বাক্যে ব্যপদেশাৎ—"বায়ব্যং শ্বেতমা-লভেত ভূতিকামঃ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়ে-নোপধাবতি; স এবৈনং ভূতিং গময়তি" [যজুঃ০ ২।১।১] ইত্যাদিষু কামিনঃ সিসাধয়িষিত-ফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোঽপি বিধ্যপেক্ষিত এবেতি-নাতৎ-

---

পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তির জন্য তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্তই [সঙ্গত] মনে করেন। কারণ কি? যেহেতু ঐরূপই ব্যপদেশ বা নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—'যজ্' ধাতুর অর্থ দেবপূজা; যেহেতু দেবতার আরাধনস্বরূপ যাগাদি কর্ম্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্তৎফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—'বায়ু-দৈবতক শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে; বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয়; সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান', ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীপ্সিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্যও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে; কাজেই ইহার অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য আশঙ্কা

পরঽশঙ্কা যুক্তা। এবমপেক্ষিতেঽপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিত্যাগম্ অশ্রুতাপূর্বাদি-পরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহন্তে। লিঙ্ভাদয়োঽপি দেবতারাধনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্য কর্তৃব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নান্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্।

তদেবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদিশব্দাৎ বায্বাদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে। বায্বাদ্যাত্মনা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতয়া ফল-প্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রূয়তে—

"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ।
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ॥" [তৈত্তি০ নারা০ ১।৬] ইতি।

করাও যুক্তিযুক্ত হয় না (*)। এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার বা বিশেষাবধারণ প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারিত সত্ত্বেও যে, তাহা পরিত্যাগ করা এবং অশ্রুত (যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ) অপূর্ব্বের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনই তাহা সহ্য করেন না। বিশেষতঃ, [যজেত ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে; একটি লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়, অপরটী প্রকৃতি 'যজ্' প্রভৃতি ধাতু; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধি বিরচিত হয়;] কথিত লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিস্বরূপ যজ্ ধাতুর অর্থ—যাহা দেবতার আরাধনাত্মক যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, শব্দ-শাস্ত্রসম্মত যোগার্থানুসারে কর্তৃব্যাপার-সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু অলৌকিক আর কিছু প্রতিপাদন করিতেছে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অতএব এইপ্রকারে "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ুপ্রভৃতিরই ফলদান-কর্তৃত্ব জানা যাইতেছে। আবার সেই পরমপুরুষই যে, বায়ুপ্রভৃতি আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, ইহাও শোনা যাইতেছে—'জগতের নাভিস্বরূপ (পরব্রহ্ম) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলে বহুপ্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ।' অন্তর্যামিব্রাহ্মণেও—'যিনি

(*) তাৎপর্য্য—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু হইতেই কর্ম্মকর্তার অভীষ্ট ফল লাভ কথিত হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মই যখন বিশেষ বিশেষ নাম ও আকৃতিযোগে বায়ু প্রভৃতিরূপেও পরিচিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে যে, স্বয়ং ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতিরূপেও জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন; সুতরাং ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে, অচেতন কর্ম্মের নহে। বিশেষতঃ "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিটি অর্থবাদ বা প্রশংসাসূচক বাক্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা "বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলমালভেত" এই বিধিবাক্যের সহিত সম্বন্ধ; কাজেই সেই বিধির অনুরূপ অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে॥

অন্তর্যামিব্রাহ্মণে চ "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ যস্য বায়ুঃ শরীরম্" "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্" "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৭,৫,৯] ইত্যাদি শ্রূয়তে। স্মর্য্যতে চ—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্হর্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥"

[গীতা০ ৭।২১।২২] ইতি,

"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" [গীতা০ ৯।২৪] ইতি। প্রভুরিতি ফলপ্রদায়ীত্যর্থঃ।

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥" [গীতা০ ৭।২৩]

"যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্" ইতি চ। লোকে চ কৃষ্যাদিভির্বিচিত্ররূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈরাজানং ভৃত্যদ্বারেণ সাক্ষাদ্বা অর্চয়ন্তি; অর্চিতশ্চ রাজা তত্তদর্চ্চনানুগুণং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে। বেদান্তাস্তু অতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিং নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধং স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাদ্য,

---

বায়ুতে অবস্থান করেন,' 'বায়ু যাঁহার শরীর,' 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,' 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন,' ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—'যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার যে যে মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি। সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে, তদনন্তর আমারই প্রদত্ত সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে' ইতি। 'আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু.'। প্রভু অর্থ ফল প্রদাতা। আরও আছে—'দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয়।' 'যাহারা আমার আরাধনা করে, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়'। জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সমস্ত অর্জ্জিত দ্রব্যে রাজার অর্চ্চনা (আরাধনা) করিয়া থাকে; রাজাও অর্চ্চিত হইয়া অর্চ্চনার অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বেদান্তশাস্ত্রসমূহ কিন্তু, 'যিনি শব্দ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণের সম্ভাবনাক্ষেত্রও নহে, অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষ সংস্পর্শশূন্য এবং স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বাতিশায়ী, নিরবধি ও অশেষ কল্যাণময় গুণের সাগরস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে, তাঁহার আরাধনাত্মক যাগ, দান,

তদারাধনরূপাণি চ যাগদানহোমাত্মকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্ত্তনার্চন-ধ্যানানি চ তদারাধনানি, আরাধিতাৎ পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভোগাপবর্গরূপং ফলং চ বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩॥২॥৪০॥

[ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজ-বিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥২॥

হোম প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্ত্তন, অর্চ্চনা ও ধ্যানরূপ তাহার আরাধনা, এবং আরাধিত সেই পরম পুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব এ সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ, (কোথাও অসামঞ্জস্য নাই) ॥৩॥২॥৪০॥

[ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবৎ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের
দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্।] **সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩॥৩॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্, সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান [দহরাদি উপাসনা একই বটে], চোদনাদ্যবিশেষাৎ (যেহেতু বিধি ও ফলাদিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যাভেদচিন্তনায় গুণোপসংহারাখ্যোঽয়ং তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু শ্রূয়মাণা দহরবিদ্যা কিমেকৈব? উত ভিন্না, ইতি সংশয়নিরূপণায়াহ—"সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্" ইত্যাদি। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রতীয়মানং দহরাদ্যুপাসনম্ একমেব, নতু নানা; কুতঃ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ—চোদনা নাম ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকং বাক্যম্; আদি-শব্দেন স্বরূপ-ফলসংবন্ধাখ্যাদীনাং সংগ্রহঃ; কর্ম্মবিধিষ্বিব তেষামবিশেষাদিতি ভাবঃ॥

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে; কারণ, তদ্বিষয়ক বিধি, ফল ও নামাদিগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব, একই বিদ্যা বিভিন্নশাখায় ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১]

উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্বপর্য্যন্তম্; ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদচিন্তা প্রস্তূয়তে। প্রথমং তাবদেকস্যা বৈশ্বানরবিদ্যাদিকায়া অনেকশাখাসু শ্রূয়মাণায়াঃ কিমেকবিদ্যাত্বম্? উত বিদ্যাভেদঃ? ইতি চিন্ত্যতে।

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা-সমুৎপাদনার্থ অবশ্যবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে; এখন নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (স্বীকার) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের চিন্তা আরব্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্নশাখায় শ্রূয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিদ্যা কি একই বিদ্যা, অথবা বিভিন্ন বিদ্যা? (*)

(*) তাৎপর্য্য—এই 'উপসংহার অর্থ'—অন্য স্থলে উক্ত বিষয়ের যে অন্যত্র স্বীকার বা প্রয়োগ। বিকল্প অর্থ—যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, কেবল সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্যত্র নহে। বিভিন্ন শাখায় একই নামে এবং একই ফলের উদ্দেশে বিহিত বিদ্যা যদি একই হয়, তাহা হইলে অন্যস্থানীয় গুণেরও অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে; আর বিদ্যা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন বেদান্তের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের স্বরূপ, নাম, ফল ও উপাস্য, সমস্তই এক, কেবল গুণ বা উপাসনাঙ্গের সামান্য মাত্র ন্যূনাধিকভাব রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন 'শাখান্তর-প্রত্যয়' ন্যায়ানুসারে বিভিন্নশাখীয় একজাতীয় কর্ম্মের একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ নিয়ম চলিতে পারে কি না? যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে একনামীয় ঐ সমস্ত বিদ্যার ঐক্যও ঘটিতে পারে সত্য,

অবিশেষপুনঃশ্রবণস্য প্রকরণান্তরস্য চ ভেদকত্বাচ্ছাখান্তরে চোভয়োরবর্জনীয়ত্বাদ্ বিদ্যাভেদ ইতি প্রাপ্তম্। অত এব "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্" [মুণ্ড০ ৩।২।১০] ইতি শিরোব্রতবতাম্ আথর্ব্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে। বিদ্যৈক্যে হি বিদ্যাঙ্গস্য শিরোব্রতস্যান্যেষামপি শাখিনাং প্রাপ্তের্নিয়মো নোপপদ্যতে। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু অবিশেষে পুনঃশ্রবণ অর্থাৎ কিছুমাত্র বিশেষ না করিয়া ঠিক পূর্ব্বের মত পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ, তাহা নিশ্চয়ই ভেদের কারণ হয়; এবং যেহেতু ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখায় উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা [নামে এক হইলেও] বস্তুতঃ ভিন্নই বটে। বিশেষতঃ শাখাভেদে বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই শিরোব্রতনামক ব্রতধারী অথর্ব্ববেদীয়দিগের সম্বন্ধেই 'তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি 'শিরোব্রত' আচরণ করিয়াছে', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা (যাহারা 'শিরোব্রত' আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই,—অন্যকে নহে, এইরূপ নিয়ম করা) সঙ্গত হইতেছে। কেননা, [সর্ব্বশাখীয় একনামক] সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত শিরোব্রত যখন সকলের পক্ষেই অবশ্যানুষ্ঠেয়, তখন '[তাহাদিগকেই বলিবে]' এইরূপ নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত হইত না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে—'যাহারা শিরোব্রত' নামক ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবে, অন্যকে নহে।' এখন সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হয়, তাহা হইলে ত 'গুণোপসংহার' নিয়মানুসারে সকলকেই 'শিরোব্রত' পালন করিতে হইবে; সুতরাং সকলেই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে; কাজেই 'অন্যকে দিবে না' বলিয়া বাদ দিবার কেহ থাকে না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, 'তাহাদিগকেই বলিবে, (অন্যকে নহে)', এইরূপ নিয়ম করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় কথা—উক্ত 'শিরোব্রত'টি কি বিদ্যার অঙ্গ ? অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ ? যদি বিদ্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে বিদ্যার ঐক্য হইতে পারে না; আর যদি কেবল বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাবিশেষের জন্যই ঐরূপ নিয়ম লিখিত হইতে পারে; সুতরাং বিদ্যার ঐক্যে কোনরূপ বাধা হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে উক্ত 'শিরোব্রত'টি অধ্যয়নেরই অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে; সুতরাং বিদ্যার ঐক্যই যুক্তিসম্মত; অতএব, শাখান্তরন্যায়ের ন্যায় বেদান্তেও গুণোপসংহার সম্পাদনার্থ এই তৃতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ'। ইহা প্রথম হইতে চারিটি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তগত উপাসনা বা বিদ্যাভেদ। (২) সংশয়—বিভিন্ন শাখাগত একনামীয় সমস্ত বিদ্যাই কি এক ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রকরণ ও শাখার ভেদ থাকায় তদ্গত বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন,—এক নহে। (৪) উত্তর—না—বিধি ও ফল প্রভৃতি সমস্তই যখন একপ্রকার, তখন প্রকরণাদি ভেদেও বিদ্যাভেদ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একনামীয় কোন বিদ্যায় অপ্রস্তুত থাকিলেও অন্য শাখোক্ত গুণ সমূহ আনীয়া পূরণ করিতে হইবে॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি। কুতঃ ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ— চোদনা তাবৎ "উপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১, বৃহদা০ ৩।৪।৫] "বিদ্যাৎ" [কঠ০ ৬।১৭] ইত্যেবংজাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ। আদি-শব্দেন "একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনাখ্যাবিশেষাৎ।" [পূর্ব্বমী০ ২।৪।৯] ইতি কর্ম্মকাণ্ড-শাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যা গৃহ্যন্তে। এষাং চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবেয়ং বিদ্যেতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তথাহি—ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ—"বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো০ ৫। ১৮।১] ইতি চোদনা তাবদেকরূপা; বেদ্যৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্য বিদিপর্যায়স্যোপাসেঃ বেদ্যভূত-বৈশ্বানরৈক্যাদ্ রূপমপ্যবিশিষ্টম্; অখ্যা চ বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা; ফলসংযোগোঽপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোঽবিশিষ্টঃ। অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখান্তরেঽপি বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।১॥

সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, তৎ-সমস্ত একই উপাসনা। কারণ ? যেহেতু চোদনাপ্রভৃতির বিশেষ বা পার্থক্য নাই। চোদনা অর্থ—'উপাসনা করিবে', 'জানিবে', এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাত্বর্থঘটিত বিধিবাক্য। আদি-শব্দে ['ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কর্ম্ম সমূহ] একই বটে; কারণ, ফলসংযোগ, রূপ, বিধি ও নামের কোনও পার্থক্য নাই', এই কর্ম্মকাণ্ডীয় অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার 'শাখান্তরাধি-করণ' সূত্রোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যার (নামের) গ্রহণ করা হইতেছে। (*) অতএব উক্ত বিধিপ্রভৃতির স্বরূপগত বিশেষ না থাকায় শাখান্তরেও 'ইহা সেই বিদ্যাই বটে' এইরূপেই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে।

সেইরূপই [দেখিতেও পাওয়া যায়,]—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ক, উভয় শাখাতেই 'বৈশ্বানরকে উপাসনা করিবে' এই বিধি একইরূপ; বিদি-পর্য্যায় অর্থাৎ বেদনের সমানার্থক উপাসনার স্বরূপটি একমাত্র বেদ্যপদার্থ (বিজ্ঞেয় পদার্থ) দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে; এখানে সেই বিজ্ঞেয় বৈশ্বানরপদার্থটি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনারও স্বরূপতঃ অবিশিষ্ট বা একরূপ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই সমান; অতএব এই সমস্ত কারণে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] শাখাভেদেও বিদ্যার ভেদ হয় না, (একত্বই ঘটে) ॥৩।৩।১॥

(*) তাৎপর্য্য—"একং বা" ইত্যাদি সূত্রটি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ের নবম সূত্র। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, একটি বেদশাখায় যে সমস্ত কর্ম্মের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের) উল্লেখ রহিয়াছে, শাখান্তরেও যদি সেই নামীয় কর্ম্মের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিভিন্নশাখোক্ত কর্ম্মগুলিকে কি একই কর্ম্ম বলিয়া ধরিতে হইবে ? না পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয় সমাধানার্থ বলিলেন যে, না—

যত্তুক্তম্—অবিশেষপুনঃশ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়-ভেদপ্রতীতেন বিদ্যৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥৩॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (উল্লেখের প্রভেদ হেতু) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), একস্যাং (এক বিদ্যাতে) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অবিশেষেণ পুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরত্বেন চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্যৈকত্বম্, ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ একস্যামপি বিদ্যায়াং শ্রোতৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ সংগচ্ছতে। যত্র হি একস্মিন্নেব শ্রোর্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ বিদ্যতে, তত্রৈব বিদ্যাভেদঃ প্রতিপত্তব্য, ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, অবিশেষ বা একই প্রকার পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকায় বিধেয় বিদ্যারও ভেদ হওয়াই উচিত। [তাহাও হইতে পারে না,] কারণ, এক বিদ্যাতেও উপদেশ্য শ্রোতার ভেদানুসারে ঐরূপ পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে একই শ্রোতার জন্য প্রকরণভেদ ও পুনরুল্লেখ করা হয়, সেখানেই বিদ্যাভেদ বুঝিতে হয় ॥৩॥৩॥২॥]

অবিশেষপুনঃশ্রুত্যা প্রকরাণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি চেৎ—একস্যামপি বিদ্যায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চোপপদ্যতে। যত্র হ্যেকস্মিন্ প্রতিপত্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ

আরও যে, বলা হইয়াছিল, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিদ্যারও ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না; এখন তাহারই অনুবাদপূর্ব্বক পরিহার করিতেছেন "ভেদাৎ নেতি" ইত্যাদি।

যদি বল, অবিশেষে পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ বশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না; [না, এ আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না;] কারণ, যেখানে প্রতিপত্তা (বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন ভিন্ন হয়, (এক না হয়,) সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-ভেদ উপপন্ন হয়। যেখানে প্রতিপত্তা (শ্রোতা) এক হইলেও পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ থাকে,

---

একই নামীয় কর্ম্ম বিভিন্ন বেদশাখায় উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কর্ম্মের নাম, স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং উদ্দেশ্য বা ফল যখন এক, তখন সেই কর্ম্মগুলিকেও একই বুঝিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য থাকিয়াও যদি অন্যাংশে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মকে পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিদ্যতে ; তত্রান্যথানুপপত্ত্যা বিধেয়ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ ; প্রতিপত্তৃভেদে তু তৎপ্রতিপত্ত্যর্থতয়া পুনঃশ্রুত্যাদ্যুপপত্তেস্তত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩॥৩॥২॥

যচ্চোক্তং শিরোব্রতবতামাথর্ব্বণিকানামেব 'বিদ্যোপদেশনিয়ম-দর্শনাদ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়ত ইতি ; তত্রাহ –

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ স্বাধ্যায়স্য (বেদাধ্যয়নের) তথাত্বে (সেইরূপ বিষয়ে) হি (নিশ্চয়ে) সমাচারে (সমাচারনামক গ্রন্থে) অধিকারাৎ (অতিদেশ হইতে) চ (ও), সববৎ (যজ্ঞাঙ্গ-স্নানের ন্যায়) চ (ও) তন্নিয়মঃ (অনুষ্ঠানের নিয়ম)।]

[সরলার্থঃ—শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গম্, অপি তু স্বাধ্যায়স্য আথর্ব্বণবেদাধ্যয়নস্য তথাত্বে শিরোব্রতজন্যসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং হি তন্নিয়মঃ শিরোব্রতানুষ্ঠানাবশ্যকত্বম্ ; কুতঃ ? "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীয়ীত" ইত্যধ্যয়নসম্বন্ধাৎ, সমাচারে তদাখ্যে গ্রন্থে 'অধিকারাচ্চ "ইদমপি বেদব্রতেন ব্যাখ্যাতম্" ইতি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাদপীত্যর্থঃ। "ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত" ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দশ্চ বেদপরঃ; সববৎ ; যথা আথর্ব্বণিকাঃ সবহোমাঃ আথর্ব্বণিকৈকাগ্নিযাগবিষয়ত্বেন তত্রৈব নিয়ম্যন্তে, তথা ইদমপীতি ভাবঃ ॥

উক্ত শিরোব্রতটি বিদ্যাঙ্গ নহে; পরন্তু স্বাধ্যায়ের সম্বন্ধেই অর্থাৎ অথর্ব্ববেদাধ্যয়নের পক্ষেই ঐরূপ শিরোব্রতের নিয়ম, অন্যত্র নহে ; কারণ, 'ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা (অথর্ব্ববেদ) অধ্যয়ন করিবে না', এইরূপে অধ্যয়নেরই কথা রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাচারনামক গ্রন্থে ইহার বেদব্রতত্ব-ধর্ম্মও অতিদিষ্ট হইয়াছে। আর অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নিযজ্ঞপ্রকরণীয় সবহোমগুলি যেমন ঐ যজ্ঞেই প্রযোজ্য, তেমনি এই শিরোব্রতও আথর্ব্বণবেদাধ্যয়নেই নিয়মিত, অন্যত্র নহে। বিশেষতঃ শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-শব্দের অর্থও বেদ ; সুতরাং তদ্বিষয়েই ব্রতের নিয়ম ॥৩॥৩॥৩॥]

সেখানেই কেবল ঐরূপ উল্লেখের অন্য কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না বলিয়া বিধেয়ের ভেদানুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে ; কিন্তু বিদ্যাগ্রহীতার ভেদ থাকিলে তাহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থই ঐরূপ পুনরুল্লেখাদির সঙ্গতি হইতে পারে ; সুতরাং সেখানে আর নূতন কিছু বিধান করা সম্ভবপর হয় না (*) ॥৩॥৩॥২॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—'শিরোব্রত'-সম্পন্ন আথর্ব্বণিকদিগের সম্বন্ধেই বিদ্যোপদেশের নিয়ম দর্শনে বিদ্যাভেদই প্রতীতি হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে একই বিষয়কে একইরূপে উপদেশ না করা আবশ্যক হইতে পারে ; কারণ, সেখানে বিদ্যা এক হইলেও উপদেশের পাত্র (বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন

নৈতদস্তি—শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিদ্যাভেদং দ্যোতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্য বিদ্যাঙ্গত্বাভাবাৎ। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি তন্নিয়মঃ—স্বাধ্যায়স্য তথাত্বসিদ্ধ্যর্থং—তজ্জন্য সংস্কারভাক্তু সিদ্ধ্যর্থং হি শিরোব্রতোপদেশ-নিয়মঃ, ন বিদ্যায়াঃ। কুত এতৎ? "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীয়ীত" [মুণ্ড০ ৩।২।১১] ইতি তস্যাধ্যয়ন-সংযোগাৎ; সমাচারেঽধিকারাচ্চ—সমাচারাখ্যে গ্রন্থে "ইদমপি বেদব্রতেন (*) ব্যাখ্যাতম্" ইত্যতিদেশাৎ। "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত" [মুণ্ড০ ৩।২।১০] বেদবিদ্যামিত্যর্থঃ। সববচ্চ তন্নিয়মঃ—যথাহি সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্য্যাদয়ঃ শতোদনপর্য্যন্তা আথর্বণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩॥৩॥৩॥

দর্শয়তি চ ॥৩॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্বয়ং শ্রুতিরপি বিদ্যায়াঃ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং দর্শয়তি। তথাহি—ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায়াং "তস্মিন্ যদন্তঃ" ইতি অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকমুক্তম্; তৈত্তিরীয়কে তু কেবলং "তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্" ইত্যেবোক্তম্, নতু গুণাষ্টকমপি; তচ্চ বিদ্যৈক্যে সতি সংগচ্ছতে; ন পুনর্বিদ্যাভেদে ইত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং শ্রুতিও বিভিন্নবেদান্তোক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে', এই দহরবিদ্যায় আটটি গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি কেবল তাঁহার উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন; গুণের নামও করেণ নাই। উভয় বিদ্যা এক হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে ॥৩॥৩॥৪॥]

না,—শিরোব্রতের উপদেশ যে, বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে, তাহা নহে; কেন না, যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের (বেদাধ্যয়নের) 'তথাত্ব' সিদ্ধির নিমিত্তই তাহার নিয়ম, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের তথাত্বসিদ্ধির জন্যই—শিরোব্রতজন্য সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্যই শিরোব্রতের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপদেশ, কিন্তু বিদ্যার জন্য নহে। ইহার কারণ কি?

ভিন্ন; সুতরাং বিভিন্ন প্রসঙ্গ ক্রমে একই বিদ্যার বারংবার উল্লেখ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে উপদেশের পাত্র এক—অভিন্ন; সেখানে যদি পুনরুল্লেখাদি থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুল্লেখাদির সার্থকতা রক্ষার জন্যই বিদ্যাভেদ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ একই লোকের নিকট একই বিদ্যার একইরূপে বারংবার উল্লেখের অন্য কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না; কাজেই সেরূপ স্থলে বিদ্যাভেদ কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

(*) বেদব্রতন্তেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনস্য সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্। তথা। "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১] ইত্যুক্ত্বা "কিং বিদ্যতে, যদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।২] ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকম্ অপ পাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্ উপাস্য ইত্যুক্তম্; তৈত্তিরী তু ছান্দোগ্যস্থং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য [তৈত্তি০ নারা০ ১০। "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" ইতি গুণা বিশিষ্টস্য পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে; তদুভয়ত্র বিদ্যৈকত্বেন গুণে সংহারাদেবোপপদ্যতে ॥৩॥৩॥৪॥

তদেবং শাখান্তরাধিকরণন্যায়সিদ্ধং বিদ্যৈক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়ো মাহ—

যেহেতু 'ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না', এই শ্রুতিতে সেই শিরোব্র সহিত অধ্যয়নের সংযোগ বা সংবন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ যেহেতু সমাচারেও ইহার অধি হইয়াছে, অর্থাৎ 'সমাচার'-নামক গ্রন্থে 'ইহাও (শিরোব্রতও) বেদব্রতরূপে ব্যাখ এইরূপে [ইহার অধ্যয়নাঙ্গত্ব] অতিদিষ্ট হইয়াছে। আর 'তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মা বলিবে' এই 'ব্রহ্মবিদ্যা' অর্থও—বেদবিদ্যা। বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও সববৎ—অর্থাৎ অ বেদোক্ত একাগ্নিযাগসম্বন্ধী সূর্য্যাদি-শতোদনপর্য্যন্ত সাতটি সবহোম যেরূপ সেই একাগ্নিযা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাগ্নি প্রভৃতিতে হয় না; ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অথর্ব্ববেদাধ্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥৩॥

স্বয়ং শ্রুতিও উপাসনায় সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিদ্যার এ প্রদর্শন করিতেছেন। দেখ—ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করি হইবে,' এই কথা বলিয়া 'এখানে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে,' এই প্রশ্নপূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপা প্রতিপাদন করিয়াছে; আর তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে কেবল ছান্দোগ্যোক্ত গুণসমূহের প্র নির্দ্দেশ বা অনুকর্ষণ মাত্র করিয়া 'সেখানেও দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্ত যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে,' এইরূপে ছান্দোগ্যোক্ত অষ্টবিধ-গুণস পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে। উভয় শ্রুতিতে উক্ত বিদ্যা যদি এক হয়, তাহা হইতে গুণোপসংহার করা সঙ্গত হইতে পারে, [কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে] ॥৩॥৩॥৪॥

এইপ্রকার 'শাখান্তর'-ন্যায়-সিদ্ধ বিদ্যৈকত্ব স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়ো বলিতেছেন—"উপসংহারঃ" ইত্যাদি।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ সমানে চ ॥৩।৩।৫॥

[পদচ্ছেদঃ— উপসংহারঃ (অন্যত্র উক্তধর্ম্মের অন্যত্র স্বীকার), অর্থাভেদাৎ (উদ্দেশ্যের ঐক্য হেতু) বিধিশেষবৎ (বিধির অঙ্গের ন্যায়) সমানে (সমানস্থানে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যৈক্যব্যবস্থায়াঃ প্রয়োজনমাহ—"উপসংহারঃ" ইত্যাদিনা। এবঞ্চ সমানে দহরাদ্যুপাসনে একস্মিন্ সতি অর্থাভেদাৎ তদ্বিদ্যাঙ্গত্বেন উপকারাভেদাৎ বিধিশেষবৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে বৈশ্বানর-বিদ্যাদিবিধি-শেষতয়া বিহিতস্য গুণস্যোপসংহারঃ, তথা বেদান্তান্তরেঽপি উপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ।

এখন বিদ্যৈকত্ব-ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিতেছেন—যখন একই বেদান্তে দহরাদি উপাসনা সমান বা অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের (প্রয়োজনের) ঐক্য হেতু অন্য বেদান্তেও বিধিশেষের ন্যায় অর্থাৎ বিধির অঙ্গের ন্যায় গুণোপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।৫]

এবং সর্ববেদান্তেষু সমানে সত্যুপাসনে বেদান্তান্তরাম্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ; কুতঃ? বিধিশেষবদর্থাভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুতো বৈশ্বানর-দহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিদ্যাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়তে; তথা বেদান্তান্তরোদিতোঽপি তদ্বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন তদুপকারাবিশেষাদুপসংহর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। চ-শব্দোঽবধারণে ॥৩।৩।৫॥

[ইতি প্রথমং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥]

এইপ্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পঠিত গুণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে। কারণ? যেহেতু বিধিশেষের ন্যায় অর্থের—প্রয়োজনের অভেদ রহিয়াছে। এক বেদান্তে শ্রুত বৈশ্বানরোপাসনা-বিধির অঙ্গস্বরূপ গুণ যেমন সেই বিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ থাকায় তাহার উপকাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি অপর বেদান্তে পঠিত গুণেরও সেই বিদ্যার উপকার-সাধক বলিয়া তাহার উপকারার্থই উপসংহার করা আবশ্যক হয়। সূত্রস্থ চ-শব্দের অর্থ অবধারণ ॥৩।৩।৫॥

[ইতি প্রথম সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ ॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

অন্যথাত্বাধিকরণম্।] অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্না-
বিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথাত্বং (প্রকারান্তর) শব্দাৎ (শব্দানুসারে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ কিছু নাই)।]

[সরলার্থঃ—বাজিনাং ছন্দোগানাঞ্চ উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যোপাসনং শত্রুপরাভব-ফলায় বিহিতমস্তি "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ—ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য উদগায়ৎ" ইতি বাজিনাং ; "অথ হ এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইতি চ ছন্দোগানাম্। তত্র বিদ্যৈক্যম্? উত ন? ইতি সংশয্য পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রমাহ—"অন্যথাত্বম্" ইত্যাদি।

শব্দাৎ—বাজিনাম্, উদ্গীথকর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানাং তু উদ্গীথকর্ম্মণি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্। তথা বাজিনাম্ উদ্গীথে এব প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানাস্তু উদ্গীথা-বয়বে প্রণবে, ইত্যেবং শব্দভেদাদ্ অন্যথাত্বং বিদ্যাভেদ ইতি চেৎ; ন, ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিশেষাৎ শত্রুপরাভবফলকোপক্রমাবিশেষাদিত্যর্থঃ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা বিহিত আছে। বৃহদারণ্যকে আছে—'দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথোপাসনা কর, [মুখ্যপ্রাণ] 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে গান করিলেন'। ছান্দোগ্যে আছে—'অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য বা প্রধান প্রাণ, তাহাকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন'। এই উভয় স্থলের উদ্গীথোপাসনা এক? কি ভিন্ন? এইরূপ সংশয় করিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—"অন্যথাত্বম্" ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যকে উদ্গীথকর্ত্তা প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যোপনিষদে উদ্গীথের কর্ম্মস্বরূপ প্রাণকে উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্গীথের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্গীথাংশ প্রণবকে প্রাণবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এইপ্রকার উপদেশের প্রভেদ থাকায় উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক নহে; ইহা যদি বল; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উভয় স্থলেই কিছু মাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শত্রুপরাভবরূপ একই ফলোদ্দেশে উপাসনার উপক্রম বা আরম্ভ হইয়াছে; অতএব বিদ্যা-ভেদ হইতেই পারে না ॥৩॥৩॥৬॥]

এবং চোদনাদ্যবিশেষাদ্ বিদ্যৈকত্বম্, একত্বে চ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ,

---

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে, বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিদ্যার একত্ব

ইত্যুক্তম্; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞাহেতুভূত-চোদনাদ্যবিশেষোঽস্তি, নেতি (*) নিরূপ্য নির্ণীয়তে—

অস্তি উদ্গীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ। বাজিনাং তাবৎ—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" [বৃহদা০ ৩।৩।১] ইত্যারভ্য "তে হ দেবা উচুঃ—হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুদ্গীথেনাসুর-বিধ্বংসনং প্রতিজ্ঞায় উদ্গীথে বাগাদি-মনঃপর্য্যন্ত-দৃষ্টৌ অসুরৈরভিভবমুক্ত্বা, "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" ইত্যাদিনা উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুর-পরাভবমুক্ত্বা—"ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ" ইতি শত্রু-পরাজয়ফলায়োদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। এবং ছন্দোগানামপি

হইবে, এবং বিদ্যার একত্ব হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে। অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা অবলম্বন করিয়া [সেই সমস্ত বিদ্যায় একত্বের জ্ঞাপক] প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধিপ্রভৃতির অবিশেষ (সাম্য) আছে কি না, তাহা নিরূপণ করত সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে (†)।

বাজসনেয়ীদিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদ্গীথনামক একটি বিদ্যা (উপাসনা) আছে। তন্মধ্যে বাজীদিগের (যজুর্ব্বেদীদিগের) আছে,—'প্রজাপতির সন্তান দুইপ্রকার—দেবতা ও অসুর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল, আমরা যজ্ঞে 'উদ্গীথ' দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম (পরাজিত) করিব,' এইপ্রকারে উদ্গীথের সাহায্যে অসুরবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্ হইতে মনঃপর্যন্ত প্রাণসমূহে উদ্গীথ দৃষ্টি করিলেও অসুরগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এই কথা বলিয়া 'অনন্তর এই আসন্য প্রাণকে বলিয়া-ছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অসুরগণের পরাভবের কথা বলিয়া 'যে লোক এইরূপ জানে, তাহার দ্বেষকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে,' এইরূপে শত্রুর পরাজয়রূপ ফলের উদ্দেশে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন (‡)। এইরূপ ছন্দোগ-

---

(*) নেতীতি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'অন্যথাত্ব' অধিকরণটি ষষ্ঠ হইতে নবম পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত 'উদ্গীথবিদ্যা।' (২) সংশয়—উভয়স্থানীয় উদ্গীথবিদ্যা কি একই বিদ্যা? অথবা পৃথক্ ভিন্নভিন্ন?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উভয়স্থানেই যখন বিধি ও ফলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে। (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথ-গানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে; আর ছান্দোগ্যে প্রাণকে উদ্গীথ-গানের কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রভেদ থাকায় উভয়স্থানীয় উদ্গীথোপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না॥

(‡) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের (স্তোত্রবিশেষের) নাম 'উদ্গীথ।' উদ্গীথের মধ্যে প্রণব অক্ষরটি সন্নিবিষ্ট আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্ব্বক উপাসনা করিবার বিধান আছে;

"দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" [ছান্দো° ১।২।১] ইত্যারভ্য— "তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" ইত্যুদ্গীথেনাসুরপরাভবং প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদ্গীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায়—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো° ১।২।৭,৮] ইত্যাদিনা উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা "যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসতে, এবং হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে" ইতি শত্রুপরাভবায় উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়াশ্রবণেঽপি ফল-সাধনত্ব-শ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্প্যতে। উদ্গীথ-বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন ক্রতুসাদ্গুণ্যফলত্বেঽপ্যার্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে—কিমত্র বিদ্যৈক্যম্? উত ন? ইতি। কিং যুক্তম্?

দিগের (ছান্দোগ্যোপনিষদেও) আছে—"দেবগণও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল।" এইরূপ উপক্রমের পর 'ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে (অসুরগণকে) সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিব,' এইরূপ মনে করিয়া দেবতাগণ উদ্গীথ আহরণ (সংগ্রহ) করিয়াছিলেন।' এইরূপ উদ্গীথের সাহায্যে অসুর পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদ্গীথে বাগাদি-দৃষ্টির দোষ নির্দ্দেশ করিয়া, অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদ্গীথরূপে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন,' ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথে প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা অসুরপরাভবের কথা বলিয়া 'খনিত্র (খুঁন্তি) যেমন প্রস্তর খণ্ডকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উক্ত উদ্গীথজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে লোক পাপাচরণ করে, সে লোকও বিধ্বস্ত হয়,' এইরূপ শত্রুপরাভবরূপ ফলসিদ্ধির জন্য উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। [উদ্গীথ প্রকরণে] বেদন বা উপাসনা বিষয়ে বিধিপ্রত্যয় ('উপাসীত' 'বিদ্যাৎ' ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য) না থাকিলেও ঐ উপাসনার ফল-সাধনতা বা ফলোৎপাদকতা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে। উদ্গীথ বিদ্যাটি যজ্ঞোপকারক; সুতরাং যজ্ঞোৎকর্ষ সাধনকরা তাহার ফল হইলেও, এইরূপ যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদবাক্যাবগত তাদৃশ ফলও যে, অবশ্যই গ্রহণীয়, ইহা দেবতাধিকরণে (প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ২৩—৩২ সূত্রে) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যার একত্ব? অথবা নানাত্ব? কোন পক্ষটি

ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে। পার্থক্য এই যে, বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথগানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদ্গীথগানের কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উদ্গীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে উদ্গীথোপাসনা বলে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে হইলে বৃহদা-রণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ ? উভয়ত্রোদ্গীথস্যৈবাধ্যস্তপ্রাণভাবস্যোপাস্যত্ব-শ্রবণাচ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ফলসংযোগস্তাবৎ শত্রুপরিভবরূপো ন বিশেষ্যতে। রূপমপি—অধ্যস্তপ্রাণভাবোদ্গীথাখ্যোপাস্যৈক্যাদবিশিষ্টম্। চোদনা চ— বিদি-ধাত্বর্থগতা অবিশিষ্টা। আখ্যা চ—উদ্গীথবিদ্যেত্য-বিশিষ্টা। অত্র রাদ্ধান্তি-চ্ছায়য়া পরিচোদ্য পরিহরতি—"অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ"—ইতি।

যদুক্তং বিদ্যৈক্যমিতি, তন্নোপপদ্যতে, রূপভেদাৎ। রূপান্যথাত্বং হি শব্দাদেব প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে হি "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" [বৃহদা° ৩।৩।৭] ইত্যুদ্গানস্য কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যাঽসুরপরাভবমুক্ত্বা—"য এবং বেদ" ইতি কর্ত্তর্য্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে। ছান্দোগ্যে—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো° ১।২।৭,৮] ইত্যুদ্গানস্য কর্ম্মণ্যুদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা—"য এবংবিদি পাপং কাময়তে" ইতি এবং-শব্দাৎ কর্ম্মণ্যেবোদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। একত্র

যুক্তিযুক্ত ? বিদ্যার একত্বই [যুক্তিযুক্ত]; কারণ ? যেহেতু উভয় স্থলেই প্রাণভাব আরোপণ-পূর্ব্বক এক উদ্গীথেরই উপাস্যত্ব শ্রুত হইতেছে, অথচ বিধিপ্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ নাই। প্রথমতঃ শত্রুপরাভবরূপ যে ফলসংযোগ বা ফলসম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যাইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ প্রাণভাব যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদ্গীথাখ্য উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগতও কোন পার্থক্য (বৈলক্ষণ্য) নাই; তৃতীয়তঃ বিদ্ধাতুর অর্থ—বেদনবিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট, এবং 'উদ্গীথ' এই নামও উভয় স্থলেই সমান। এবিষয়ে, সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মত আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—"অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ" ইতি।

বিদ্যার যে, একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না; কারণ, যেহেতু স্বরূপগত পার্থক্য আছে। স্বরূপের যে, অন্যথাত্ব (পার্থক্য), তাহা শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে। কেন না, বাজসনেয়কে 'অনন্তর এই মুখবর্ত্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর; 'তথাস্তু' বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিল', এইরূপে উদ্গীথগানের কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টির ফলে অসুরপরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে; এবং 'যিনি এইরূপ জানেন' এই 'এবং' শব্দ হইতেও গানকর্ত্তাতেই প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে—'অতঃপর যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন', এই স্থলে উদ্গীথগানের কর্ম্মভূত উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অসুরপরাভবের কথা বলিয়া, 'যে লোক এবংবিধ-জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে' এই প্রকার 'এবং' শব্দ দ্বারা গানেরই

কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্যত্র কর্ম্মণি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্যথাত্বং স্পষ্টম্। রূপান্যথাত্বে চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাদ্যবিশেষোঽকিঞ্চিৎকর ইতি বিদ্যাভেদ ইতি চেৎ; তন্ন, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র উদ্গীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে—[বৃহদা০ ৩।৩.১] "তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুপক্রমে শ্রূয়তে। ছান্দোগ্যেপি –"তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" [ছান্দো০ ১।২।১] ইতি। অত উপক্রমাবিরোধায়—"তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" [বৃহদা০ ৩।৩।৭] ইত্যধ্যস্তপ্রাণভাব উদ্গীথ উদ্গান-কর্ম্মভূত এব পাকাদিষ্বোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিবক্ষয়া কর্ত্তৃত্বেনোচ্যতে; অন্যথা উপক্রমগত উদ্গীথশব্দঃ কর্ত্তরি লাক্ষণিকঃ স্যাৎ; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।৬॥

কর্ম্মভূত (গেয়স্বরূপ) উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে। অতএব একস্থলে কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অন্যত্র কর্ম্মেতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায়, [উভয় স্থানীয় বিদ্যার] অন্যত্ব বা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিদ্যার স্বরূপগত অন্যথাত্ব সিদ্ধ হইলেই বিধেয় বা কর্ত্তব্যবিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল; বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পর, কেবল বিধি-প্রভৃতির অবিশেষ বা একরূপতা কিছুই করিতে পারে না (অকিঞ্চিৎকর); সুতরাং [উভয়-স্থলের] বিদ্যা ভিন্ন—এক নহে; ইহা যদি বলিতে ইচ্ছাকর, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যেহেতু কিছুই বিশেষ নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদ্গীথ-সাধনের শত্রু-পরাভবরূপ ফল শ্রুত হইতেছে,—বৃহদারণ্যকে উদ্গীথোপক্রমে 'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল, আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিব,' এইরূপ শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্যেও [উদ্গীথোপক্রমে 'দেবতাগণ সেই উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা আমরা এই অসুরগণকে নিহত করিব'। অতএব উপক্রমের বিরোধ-পরিহারার্থই [বলিতে হইবে যে,] 'এই প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্গান করিয়াছিল', এই স্থলে প্রাণভাব অধ্যাসে উদ্গানের কর্ম্মস্বরূপ উদ্গীথকেই ক্রিয়াসৌকর্য্য-জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্য্যে যেমন ওদনাদির কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি উদ্গীথেরও কর্ত্তৃত্ব বলা হইতেছে। তাহা না হইলে, উপক্রম-স্থিত উদ্গীথ-শব্দটি লাক্ষণিক (গৌণার্থক) হইতে পারে; অতএব উভয়স্থানীয় বিদ্যাই এক, পৃথক্ নহে (*) ॥৩।৩।৬॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে; সেই কারণে, উপক্রমগত বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতে হয়, এবং উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যানুসারে অর্থ বিশেষ নিরূপণ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহারবাক্যে প্রাণের উদ্গীথকর্ত্তৃত্ব-বোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কর্ম্মত্ব নির্দ্দেশ

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩।৩।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বা (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) প্রকরণভেদাৎ (যেহেতু প্রকরণের পার্থক্য), পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ (পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—সিদ্ধান্তমাহ—"নবা" ইত্যাদিনা। নবা-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। রূপৈক্যাদ্‌-বিদ্যৈক্যমিতি যদুক্তম্, তৎ নবা নৈব সংগচ্ছতে; কুতঃ? প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণং হি উভয়ত্র ভিদ্যতে। তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ—'ওম্' ইত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" ইতি উদ্‌গীথাবয়বভূতং প্রণবম্ উপাস্যত্বেনোপক্রম্য "উদ্‌গীথমাজহ্রুঃ" ইতি প্রণববিষয়মুপাসনমুক্তম্। বৃহদারণ্যকে তু "হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইতি কৃৎস্নোদ্‌গীথবিষয়কমুপাসনমুক্তম্। অত উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্ট্যাবিশেষেঽপি রূপভেদাদ্বিদ্যাভেদো মন্তব্যঃ। পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ,—যথা হি একস্যামপি শাখায়াম্ উদ্‌গীথোপাসনে তুল্যেঽপি হিরণ্ময়-পুরুষদৃষ্টেঃ পরোবরীয়স্ত্বাদি-গুণবিশেষদৃষ্টির্ভিদ্যতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ।

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—রূপের ঐক্যনিবন্ধন যে, বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্‌গীথাবয়ব প্রণবে মাত্রপ্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপগত পার্থক্য নিবন্ধনই পরোবরীয়-স্ত্বাদিগুণের ন্যায় বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, একই শাখাগত উদ্‌গীথো-পাসনায় যেমন হিরণ্ময়-পুরুষাদি দৃষ্টির নির্দ্দেশ থাকায় পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ভেদ হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ॥৩।৩।৭॥]

নবেতি পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নচৈতদস্তি, যদ্‌বিদ্যৈক্যমিতি; কুতঃ? প্রকরণভেদাৎ—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" ইতি প্রকৃতমুদ্‌গীথাবয়ব-

---

এইরূপ প্রাপ্তি-সংভাবনায় বলিতেছি—"নবা" ইত্যাদি।

'নবা' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। বিদ্যার যে, একত্ব বলা হইয়াছে; তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে না; কারণ? যেহেতু প্রকরণ এক নহে। 'ওম্ এই উদ্‌গীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে', এইরূপে প্রস্তাবিত উদ্‌গীথের অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'এই অক্ষরের

[সিদ্ধান্ত— বিদ্যাভেদ স্থাপন।]

থাকায়, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্ম্মত্ব নির্দ্দেশ থাকায় উপসংহারস্থ কর্তৃবাচী শব্দটিকে গৌণার্থবোধক বলিতে হইবে। পাকের কর্ম্মভূত তণ্ডুল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন 'তণ্ডুল স্বয়ংই সিদ্ধ হইতেছে' এইরূপে তণ্ডুলের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও কর্ম্মভূত প্রাণকেই তাহার অনায়াসসাধ্যত্ব-জ্ঞাপনের জন্য কর্তৃরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভূতং প্রণবং প্রস্তুত্য—"এতস্য বা অক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি"—[ছান্দো০ ১।১।১,১০] "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" ইত্যারভ্য—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো০ ১।২।১,৭] ইত্যুদ্গীথাবয়বভূত-প্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়তে; বাজিনস্তু তাদৃশ-প্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ "হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইতি কৃৎস্নমুদ্গীথং প্রস্তুত্য—"অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়" [বৃহদা০ ৩।৩।১,৭] ইত্যাদি কৃৎস্নোদ্গীথবিষয়মধীয়তে; অতঃ প্রকরণভেদেন বিধেয়ভেদঃ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিদ্যৈক্যম্।

কিঞ্চ, "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইতি পূর্ব্বপ্রকৃত উদ্গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্ছন্দোগানামুপাস্যঃ; বাজিনাং তু কৃৎস্নস্যোদ্গীথস্য কর্ত্তোদ্গাতা প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি। "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" ইত্যুদ্গাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দ্দিশ্য—"য এবং বেদ" ইত্যুদ্গাতৈবাধ্যস্ত-প্রাণভাব উপাস্যো বিধীয়তে; অতশ্চ রূপভেদঃ। নচোদ্গাতর্য্যুপাস্যে

(প্রণবের) উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা হইতেছে'—'দেবতা ও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।' এইরূপ উপক্রমের পর ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্যোপনিষদে) উদ্গীথের অংশস্বরূপ প্রণবের উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—'অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন' ইতি। বাজীদিগের (যজুর্বেদীদিগের বৃহদারণ্যকে) এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রকরণ বা প্রস্তাব না থাকায়, 'ভাল, আমরা যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিব' এইরূপে সমস্ত উদ্গীথোপাসনার উপক্রম করিয়া 'অতঃপর, এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথোপাসনা কর'; এই সম্পূর্ণ উদ্গীথের উপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব প্রকরণের ভেদ থাকায় বিষয়ের ভেদ, বিষয়ের ভেদে আবার আকৃতি বা স্বরূপেরও ভেদ হইতেছে; সুতরাং বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না। অপিচ, 'অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন', এই যে, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত উদ্গীথাংশ প্রণব, যাহাতে প্রাণাত্মভাব আরোপিত হইয়াছে; তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্য, কিন্তু বাজসনেয়ীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উদ্গীথের কর্ত্তা উদ্গাতাই (গানকর্ত্তাই) প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্য। অভিপ্রায় এই যে, 'অতঃপর, এই আস্তবর্ত্তী প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য গান কর; তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের জন্য গান করিলেন', এইরূপে উদ্গীথগানের কর্ত্তাতে প্রাণভাবের আরোপ নির্দ্দেশ করিয়া 'যিনি এই প্রকার জানেন' এইরূপে প্রাণস্বরূপতা যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই

বিহিতে "উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" [বৃহদা০ ৩।৩।১] ইত্যাখ্যায়িকোপক্রম-বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদ্‌গাতুরুপাসনে উদ্‌গীথস্যোদ্‌গানকর্মভূতস্যাবশ্যা-পেক্ষিতত্বাৎ তস্যাপি পরপরিভবাখ্যং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ। অতো রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদ ইতি চোদনাদ্যবিশেষেঽপি ন বিদ্যৈক্যম্। পরো-বরীয়স্ত্বাদিবৎ—যথৈকস্যামপি (*) শাখায়ামুদ্‌গীথাবয়বভূতে প্রণবে পরমাত্ম-দৃষ্টিবিধানসাম্যেঽপি হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট-দৃষ্টিবিধানমর্থান্তরভূতম্ ॥৩॥৩॥৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি ॥৩॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞাতঃ (নাম হেতু) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে), অস্তি (আছে), তৎ (তাহা) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথবিদ্যেতি সংজ্ঞায়া একত্বাৎ তৎ—বিদ্যৈক্যম্ উক্তম্ চেৎ ; তু পুনঃ তদপি—বিষয়ভেদেঽপি সংজ্ঞৈক্যম্ অস্তি ; যথা ছান্দোগ্যে প্রথমাধ্যায়োক্তাসু ভিন্নাস্বপি বহ্বীষু বিদ্যাসু উদ্গীথ-বিদ্যেতি সংজ্ঞৈক্যমস্তি, তথা অত্রাপীতি ভাবঃ ॥

উদ্গীথবিদ্যা এইরূপ নামের ঐক্যনিবন্ধন যদি বিধেয় বিদ্যারও একত্ব বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপও আছে, অর্থাৎ বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার অভেদ আছে। যেমন, ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বিদ্যাতেই একই 'উদ্গীথ' নাম দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৮॥]

উদ্গাতারই উপাস্যতা বিধান করিয়াছেন ; এই কারণেও বিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদ হইতেছে। আর উদ্গাতারই উপাস্যত্ব বিহিত হইলে যে, 'উদ্গীথ দ্বারা অতিক্রম করিব' এই গল্পোপক্রমের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা, তাহাও উচিত হয় না ; কেন না, উদ্গাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কর্ম্মভূত উদ্গীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে ; সুতরাং শত্রুপরিভবরূপ ফল সিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে। অতএব, রূপভেদে যখন বিদ্যার ভেদ হয়, তখন বিধিপ্রভৃতির অভেদসত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদির ন্যায়,—যেমন এক শাখাতেও (এক ছান্দোগ্যোপনিষদেও) উদ্গীথাংশ প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও হিরণ্ময় পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্ত্বাদি-গুণ-বিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ (†) ॥৩॥৩॥৭॥

(*) যথৈকস্যামেব' ইতি 'গ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত একবার উদ্গীথোপাসনার কথা আছে ; পুনশ্চ অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাচ্ছলে উদ্গীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম সাত খণ্ডে উদ্গীথাবয়ব—ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে ; আর অষ্টম খণ্ড হইতে যে উদ্গীথোপানার কথা আছে, তাহাতে আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে ; অধিকন্তু

উদ্গীথবিদ্যেতিসংজ্ঞৈক্যাৎ তৎ—বিদ্যৈক্যমুক্তং চেৎ, তৎ সজ্ঞৈক্যং বিধেয়ভেদেঽপ্যস্ত্যেব ; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নিহোত্রে, কুণ্ডপায়িনা-ময়নাগ্নিহোত্রে চ ; যথাচ উদ্গীথবিদ্যেতি চ্ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠ-কোদিতাসু বহ্বীষু বিদ্যাসু ॥৩।৩।৮॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩।৩।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যাপ্তেঃ (সর্ব্বত্র সম্বন্ধ থাকায়) চ (ও) সমঞ্জসং (সঙ্গত হয়)।]

[সরলার্থঃ—প্রথমপ্রপাঠকে উপক্রমবৎ উত্তরাস্বপি উদ্গীথবিদ্যাসু উদ্গীথাবয়বস্য প্রণবস্যোপাস্যত্বব্যাপ্তেঃ মধ্যেঽপি "উদ্গীথমাজহ্রুঃ" ইতি 'উদ্গীথ'-শব্দস্য প্রণবপরত্বমেব সমঞ্জসং সুসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমের ন্যায় পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও উদ্গীথাংশ প্রণবের উপাস্যত্ব ব্যাপ্ত থাকায় মধ্যবর্ত্তী 'উদ্গীথ' শব্দেরও প্রণবার্থ হওয়াই সঙ্গত হয় ॥৩।৩।৯॥]

ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাস্বপি বিদ্যাসু উদ্গীথাবয়বস্য প্রণবস্য প্রথমপ্রস্তুতস্যোপাস্যত্বেন ব্যাপ্তেশ্চ তন্মধ্যগতস্য "তদ্ধ দেবা উদ্গীথ-মাজহ্রুঃ" [ছান্দো০ ১।২।১] ইত্যুদ্গীথ-শব্দস্য প্রণববিষয়ত্বমেব সমঞ্জসম্। অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ "পটো দগ্ধঃ" ইত্যাদিষু দৃশ্যতে। অতশ্চোদ্গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদ্গীথ-শব্দনির্দ্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণ-

---

'উদ্গীথবিদ্যা' এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়া থাকে ; [সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ,] বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব নিশ্চয়ই হইতে পারে। যেমন, নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই 'অগ্নিহোত্র' সংজ্ঞা, এবং ছান্দোগ্যোপ-নিষদের প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু বিদ্যাতেই একই 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা রহিয়াছে, [ইহাও তেমনি] ॥৩।৩।৮॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমবর্ণিত উদ্গীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও অনুগত থাকায় তন্মধ্যগত 'দেবতাগণ সেই উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন' এই 'উদ্গীথ'-শব্দেরও প্রাণবার্থতাই সমঞ্জস বা সঙ্গত হয়। আর 'বস্ত্র দগ্ধ' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, সমুদায়বাচক (সমষ্টিবোধক) শব্দেরও তদবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদ্গীথাংশ প্রণবার্থেই উদ্গীথ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ;

'পরোবরীয়ান্' ও 'অনন্ত' প্রভৃতি শব্দে পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণেরও বিধান করা হইয়াছে ; কাজেই প্রথম সাত খণ্ডোক্ত উদ্গীথোপাসনা নামতঃ এক হইলেও ফলতঃ পৃথক্ দুইটি উপাসনা। এখানে একই শাখায় উক্ত একনামক উদ্গীথোপাসনা যেরূপ এক নহে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদ্গীথবিদ্যাও তদ্রূপ এক নহে।

দৃষ্ট্যোপাস্যঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ। বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদ্‌গীথ-বিষয় উদ্‌গীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদ্‌গীথস্য কর্ত্তোদ্‌গাতা প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি বিদ্যানানাত্বং সিদ্ধম্ ॥৩॥৩॥৯॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অন্যথাত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

সর্ব্বাভেদাধিকরণম্ ।] **সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩॥৩॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বাভেদাৎ (সর্ব্বাংশের অভেদ হেতু) অন্যত্র (কৌষীতকীয় প্রাণবিদ্যায়) ইমে (এই সমস্ত গুণ) ।]

[সরলার্থঃ—"যো হ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং বেদ, * * * প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি বাজিনাং ছন্দোগানাং কৌষীতকিনাঞ্চ প্রাণবিদ্যা সমাম্নাতা। তত্র যদ্যপি প্রাণস্য জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বাদিকং ত্রিষ্বপি সমানং, বাগাদিগতবশিষ্ঠত্বাদিকন্তু উভয়ত্র সমানমপি কৌষীতকিনাং তন্নাস্তি; তথাপি সর্ব্বাভেদাৎ জ্যেষ্ঠত্বোপপাদনপ্রকারস্য সর্ব্বস্য তুল্যরূপত্বাদ্ বিদ্যৈক্যমিতি অন্যত্র—কৌষীতকি-প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপসংহর্ত্তব্যা এবেত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়ী ছান্দোগ্য ও কৌষীতকীদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে কথিত আছে যে, 'যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে যদিও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি সর্ব্বত্রই সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধর্ম্মগুলিই কৌষীতকীদিগের নাই, তথাপি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধর্ম্মেরই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥১০॥]

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিদ্যা আম্নায়তে—[ছান্দো° ৫।১।১] "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি; প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইত্যাদিঃ (*)। তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকং

সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু বৃহদারণ্যকে উদ্‌গীথ-শব্দ যখন সমস্তটা উদ্‌গীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদ্‌গীথকর্ত্তা—উদ্‌গাতাই প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্য; কাজেই বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩॥৩॥৯॥

[দ্বিতীয় অন্যথাত্বাধিকরণ ॥২॥]

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উভয় উপনিষদেই 'প্রাণবিদ্যা' পঠিত আছে—'যে লোক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাস্যত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও

(*) ইত্যাদি' ইতি 'ক খ' পাঠঃ।

প্রাণমুপাস্যং প্রতিপাদ্য বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃসু বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠাত্ব-সম্পদায়তনত্বাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাং দেহস্য চ প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন দেহায়ত্ততত্তৎ-কার্য্যত্বেন চ প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি। এবং ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদ্যতে। কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদিতঃ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদিসম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভিদ্যত ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ। যদ্যপ্যুভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যগুণক উপাস্যঃ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠত্বাদিভিরপি গুণৈর্যুক্তঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতীয়তে, ইতরত্র তু তদ্বিধুর ইত্যুপাস্য-রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে।

মনেতে যথাক্রমে বসিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদ্রূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবলী সমস্তই প্রাণের অধীন; এই কারণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট এবং বসিষ্ঠত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও সেইরূপই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্য বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বসিষ্টত্বাদিগুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই। অতএব সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন হইতেছে? অথবা বিদ্যার অভিন্নত্বই থাকিতেছে? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? ভিন্ন হইতেছে পক্ষই। কারণ? রূপভেদই কারণ। যদিও উভয় স্থলেই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য, তথাপি এক স্থলে প্রাণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও উপাস্যতা প্রতীত হইতেছে, অন্যস্থলে (কৌষীতকীদিগের উপনিষদে) কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে; সুতরাং উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনারও ভেদসিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য্য ইহার নাম সর্ব্বাভেদাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—(১) ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতক্যুপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা। (২) সংশয়—এই উপনিষৎত্রয়োক্ত প্রাণবিদ্যা কি একই? না ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যদিও জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই সমান, তথাপি ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গত বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্ব প্রভৃতি গুণযোগে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু কৌষীতকিদিগের তাহা নাই; সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। (৪) উত্তর—না—বিদ্যাভেদ হইতে পারে না; কারণ, যদিও কৌষীতকিদিগের উপাস্য প্রাণে বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগের

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ ; অন্যত্র—কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে—বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উপাস্যাঃ সন্তি ; কুতঃ ? সর্বাভেদাৎ—প্রতিজ্ঞাত-প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যোপপাদনপ্রকারস্য সর্বস্য তত্রাপ্যভেদাৎ। তথাহি—চ্ছান্দোগ্য-বাজসনেয়িনাং প্রাণবিদ্যায়াম্—"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে ব্যূদিরে" [ছান্দো° ৫।১।৬], "অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" [বৃহদা° ৮।১।৭] ইতি চোপক্রম্য বাগাদ্যেকৈকাপক্রমণে অন্যেষাং সপ্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য চ স্থিতিং তত্তৎ কার্য্যং চাবিকলং প্রতিপাদ্য প্রাণোৎক্রমণে সর্বেষাং বিশরণমকার্য্যকরত্বং চাভিধায় সর্বেষাং প্রাণাধীন-স্থিতিত্ব-তদধীনকার্য্যত্বাভ্যাং প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্য্যস্য প্রাণাধীনত্বম্—"অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি" [ছান্দো° ৫।১।১৩] ইত্যাদিনা বাগাদিভিরনূদ্যতে। কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্য-প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ। "অথ হেমা দেবতাঃ

"সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে"—না—এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, (একই বটে) অন্যত্র অর্থাৎ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উপাস্যতা রহিয়াছে। কারণ ? যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু সেখানেও প্রতিজ্ঞাত (যাহা বর্ণনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; সেই) প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণের সমর্থনপ্রণালী সমস্তই একরূপ। দেখ,—ছন্দোগ ও বাজসনেয়ীদিগের প্রাণবিদ্যায় 'এই দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ প্রাধান্য খ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছিলেন।' 'নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে' এইরূপে আরম্ভ করিয়া বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত অপরাপর ইন্দ্রিয় ও শরীরের পূর্ব্ববৎ অবস্থান ও কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া, শেষে প্রাণের উৎক্রমণে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি ও কার্য্যকারিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রাণেরই জ্যেষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

[সিদ্ধান্ত—বিদ্যার একত্ব।]

এইরূপে সমর্থিত বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্বই—'অতঃপর বাক্ বলিল—আমার যে বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তোমারও সেই বসিষ্ঠত্ব গুণ হউক' এইরূপে বাক্প্রভৃতিকর্ত্তৃক অনূদিত হইতেছে মাত্র। কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের জন্য বাক্-

---

নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বসিষ্ঠত্বাদি গুণলাভের হেতু বলায় প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐসকল গুণ-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব রূপভেদ না থাকায় বিদ্যাভেদও হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীয় প্রাণোপাসনায়ও বসিষ্ঠত্বাদিগুণের উপসংহার করিতেই হইবে।

প্রজাপতিং পিতরমেত্যাব্রুবন্—কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ” [কৌষী০ ৫।১।১] ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্; বাগাদিভিঃ স্বস্বগুণানাং বসিষ্ঠত্বাদীনাং প্রাণাধীনত্বানুবাদমাত্রং তু ন কৃতম্। নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাং বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতানাং প্রাণাধীনকার্য্যত্বোপপাদনেনৈব প্রাণস্য বাগাদিবসিষ্ঠত্বাদিগুণহেতুত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ। তদেব হি প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্, যদ্ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্। অতোঽত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদি-গুণযোগাৎ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্নঃ, ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩।৩।১০॥

[ইতি তৃতীয়ং সর্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥]

প্রাণবিদ্যাবিষয়মন্যদপি নিরূপণমনন্তরমেব করিষ্যতে যথা প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদ্যনুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুক্তানামপি বসিষ্ঠত্বাদীনাং কৌষীতকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং যৈর্গুণৈর্বিনা নোপপদ্যতে, তে ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্বাস্বপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ‘অতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?’ ইত্যাদি বাক্যে বাক্‌প্রভৃতির গুণসমূহ এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন; তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজনিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের উল্লেখ করে নাই; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কেননা, একমাত্র প্রাণই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণেরও হেতু বা কারণ, তাহাও সেই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, প্রাণের যে, বাগাদি-ইন্দ্রিয়গত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ-সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই তাহার বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্ব, [ইহা ত পূর্ব্ববাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে]; অতএব, এখানেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে; সুতরাং বিদ্যার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ হইতেছে না ॥৩।৩।১০॥ [ইতি তৃতীয় সর্ব্বাভেদাধিকরণ ॥৩॥]

অব্যবহিত পরেই প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ করিতে হইবে। প্রাণের যেমন বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া, কথিত না থাকিলেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতকিদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তেমনি যে সমস্ত গুণ না জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানা যাইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই যে, সে সমস্ত গুণগুলির অনুসন্ধান বা উপসংহার করিতে হইবে, এই বিষয়টি এখন নিরূপিত হইতেছে—“আনন্দাদয়ঃ” ইত্যাদি।

আনন্দাদ্যধিকরণম্।] আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি) প্রধানস্য (প্রধানের—ব্রহ্মের)।]

[সরলার্থঃ—'অভেদাৎ' ইত্যনুবর্ত্ততে। আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ-সত্য-জ্ঞানামলত্বাদয়ঃ ব্রহ্ম-স্বরূপলক্ষণা গুণাঃ সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ? প্রধানস্য গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্রাভেদাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অভেদাৎ' শব্দটি এখানে আসিতেছে। আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলত্ব-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক, সমস্ত পরবিদ্যাতেই (ব্রহ্মোপাসনাতেই) সে সমস্ত গুণের উপসংহার করা আবশ্যক; কারণ, প্রধানভূত গুণী—ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক অভিন্ন-স্বরূপ ॥৩।৩।১১॥]

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসূপসংহারোঽস্তি নেতি বিচার্য্যতে। অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণশ্রুতানামেবোপসংহার ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য। অভেদাদিতি বর্ত্ততে; প্রধানস্য গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষূপাসনেষ্বভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্ভাবাদ্ গুণানাম্ সর্ব্বত্রানন্দাদয়স্তদ্গুণা উপসংহর্ত্তব্যাঃ ॥৩।৩।১১॥

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাত্মক গুণসমূহের উপসংহার আছে কি না? ভিন্নপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহের উপসংহারবিষয়ে প্রমাণ না থাকায় [বুঝা যায় যে,] স্বপ্রকরণপঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, (ভিন্নপ্রকরণীয় গুণের উপসংহার করিতে হয় না।) এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তিতে বলিতেছি (*)—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইতি।

পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অভেদাৎ' কথাটির অনুবৃত্তি হইয়াছে। প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহও গুণী হইতে অপৃথক্ হওয়ায় আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহের সর্ব্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।১১॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম আনন্দাধিকরণ। ইহা একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—সাত সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহ। (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই আনন্দাদি ধর্ম্ম গুলির উপসংহার করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভিন্ন প্রকরণস্থিত বলিয়া সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না। (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত; এবং সে সমস্ত গুণ ত্যাগ করিলে যখন ব্রহ্মচিন্তাই সম্ভবপর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতির উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্নপ্রকরণস্থিত হইলেও আনন্দাদি ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই উপসংহার করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োঽপি "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৫।২] ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন শ্রুতাঃ সর্ব্বত্র প্রসজ্যেরন্। নেত্যাহ—

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥৩।৩।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়-শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি), উপচয়াপচয়ৌ (হ্রাস ও বৃদ্ধি) হি (নিশ্চয়ে) ভেদে (ভেদসত্ত্বে)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণ আনন্দাদীনাং প্রাপ্তাবপি "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ" ইতি প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ। কুতঃ? ব্রহ্মণঃ স্বরূপগুণত্বাভাবাৎ তেষাম্। ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদিস্বীকারে হি উপচয়াপচয়ৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; ততশ্চ তস্য নির্ব্বিকারত্বং ব্যাহন্যেতেতি ভাবঃ। প্রিয়-মোদ-প্রমোদাঃ—ইষ্টদর্শন-লাভ-ভোগজন্যা আনন্দবিশেষাঃ।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের প্রাপ্তি সত্ত্বেও 'প্রিয়ই তাঁহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বাম পক্ষ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রিয়শিরস্ত্বপ্রভৃতি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ বিকার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে, আনন্দ, তাহার নাম প্রিয়, লাভে যে আনন্দ, তাহার নাম মোদ, আর ভোগে যে আনন্দ, তাহার নাম প্রমোদ ॥৩।৩।১২॥]

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ, তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপণমাত্রান্তর্গতত্বাৎ প্রিয়-

---

এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গুণীর (ব্রহ্মের) পার্থক্য না থাকায় 'প্রিয়ই তাহার শিরঃ (মস্তক)' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মগুণরূপে শ্রুত প্রিয়-শিরস্ত্বাদি গুণেরও সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যায় উপসংহার হইতে পারে? না—হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি।

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার, বলিলেও প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণসমূহের অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ উপসংহার করা সম্ভব হয় না; কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে; কেননা, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধত্বরূপ গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয় প্রভৃতিকে রূপক-কল্পিত ব্রহ্মের শির প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এরূপ কথাকে রূপককল্পনা না বলিলে—

শিরস্ত্বাদীনাম্। অন্যথা শিরঃপক্ষপুচ্ছাদ্যবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণোঽপ্যু-পচয়াপচয়ৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। তথাচ সতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বিরুধ্যতে ॥৩॥৩॥১২॥

নন্বু এবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামৈশ্বর্য্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যকারুণ্যাদীনাং গুণা-নামনন্তানাং গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বমাত্রেণ তত্রাশ্রুতানামপ্যুপসংহারে সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রসজ্যেরন্, আনন্ত্যাদুপসংহারাশক্তিশ্চ। তত্রাহ—

ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥৩॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যাৎ ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক বলিয়া)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং প্রিয়-শিরস্ত্বাদিভ্য আনন্দাদীনাং বিশেষমাহ—ইতরে ত্বিতি ॥ তু-শব্দঃ পূর্ব্বোক্তামাশঙ্কামুচ্ছিনত্তি; ইতরে আনন্দাদয়ঃ পুনঃ অর্থসামান্যাৎ ব্রহ্মস্বরূপসমত্বাৎ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অনুবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

[প্রিয়শিরস্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে আনন্দাদি পদার্থগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক; এইজন্য সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥১৩॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যাৎ সর্ব্বত্রানুবর্ত্তন্তে যে তু অর্থসমানাঃ—অর্থস্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বেনার্থপ্রতী-ত্যনুবন্ধিনঃ; তেঽর্থস্বরূপবৎ সর্ব্বত্রানুবর্ত্তন্তে। তে চ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দা-

---

শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদ সত্য হইলে ফলতঃ ব্রহ্মের উপচয়াপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সম্ভাবনা হইতে পারে। অথচ তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২॥৩॥১২॥

ভাল, এইরূপে, ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ গুণী 'ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার করা যখন স্থির হইল, তখন সর্ব্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে। অথচ ব্রহ্মের গুণ যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইতরে তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির বারণ করিতেছে। পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ গুণীর সমানার্থক, অর্থাৎ গুণী পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অনুকূল ভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায় হয়, সে সমস্ত পদার্থগুলি গুণীরই মত সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুবৃত্ত বা উপসংহৃত হইয়া থাকে। সত্য,

মলত্বানন্তত্বানি (*)। "যতো বা ইমানি" [তৈত্তি० ভৃগু० ১] ইত্যাদিনা জগৎকারণতয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি० আন० ১।১] "আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি० ভৃগু० ৬] ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপতো নিরূপ্যতে। অত উপাস্য-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বানন্দাদয়োঽনুবর্ত্তন্তে। যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রতিপন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্‌স্থিতিত্বেঽপি (†) প্রতীত্যনুবন্ধিত্বাভাবাৎ যে যত্র শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্য্যাঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩॥৩॥১৩॥

যত্তু উপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপণমাত্রার্থাঃ, ন তু ব্রহ্মগুণাঃ। তর্হি অতথারূপস্য ব্রহ্মণস্তথাত্বেন রূপণং কিমর্থং ক্রিয়তে? অতথাভূতস্য হি তথাত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনেন ভবিতব্যম্; যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" [কঠ० ১ অনু० ৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকস্য তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূত-

---

জ্ঞান, আনন্দ, নির্ম্মলত্ব (নির্দ্দোষত্ব) ও অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ। কেননা, 'যাহা হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনিই আবার আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন। অতএব উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্যই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতে আনন্দাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি করিতে হয়। উক্তপ্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজ্ঞাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি গুণাশ্রয় ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বরূপপ্রতীতির নিয়তসহচর নয় বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, সেখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে। অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥৩॥৩॥১৩॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে যে, পুরুষাকারে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, কেবল তাহারই নির্ব্বাহার্থ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐগুলি ব্রহ্মের গুণ নহে। [ভাল কথা,] তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম যখন ব্রহ্মের গুণই নহে, তখন তাহাকে সেইরূপে কল্পিত করিবার উদ্দেশ্য কি?—যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয়; যেমন—'আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপাসক ও তাহার

(*) সত্যজ্ঞানানন্দামলত্বানি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) গুণ্যপৃথক্‌স্থিতত্বেঽপি' ইতি 'খ' পাঠঃ।

শরীরেন্দ্রিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্ । নচেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাদ্ ব্রহ্মগুণত্বং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামভ্যুপেত্যম্ । তত্রাহ—

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ —আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশে), প্রয়োজনাভাবাৎ (যেহেতু অন্য কোনও প্রয়োজন নাই) ।]

[সরলার্থঃ—প্রয়োজনাভাবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিকল্পনায়াঃ প্রয়োজনান্তরানুপলব্ধেঃ আধ্যানায় অনুচিন্তনার্থমেব ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদি-ধর্ম্মোপদেশো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়-শিরস্ত্বাদি কল্পনার যখন অন্য কোনরূপ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, তখন ইহাকে কেবল ব্রহ্মচিন্তার সাহায্যার্থই রূপক-কল্পনা মাত্র বুঝিতে হইবে ॥৩।৩।১৪॥]

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপণোপদেশঃ ক্রিয়তে । আধ্যানং অনুচিন্তনম্—উপাসনমুচ্যতে । "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যত্রোপদিষ্টাধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে হ্যানন্দময়-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদিত্বেন রূপয়িত্বোপদিশ্যতে । যথা অন্নময়ঃ পুরুষোঽয়ং দেহঃ শিরঃপক্ষাদিভিঃ "তস্যেদমেব শিরঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১, অনু০ ১] ইত্যাদিনা বুদ্ধাবারোপ্যতে ; যথা চ প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়াঃ "তস্য প্রাণ এব শিরঃ" [তৈত্তি০ আন০ ২, অনু০ ৩] ইত্যাদিনা প্রাণাদ্যবয়বৈর্ব্বুদ্ধাবারোপ্যন্তে, এবমেভ্যো-

---

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্যোপকরণ সমূহকে রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু সেরূপ কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়শিরস্ত্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"আধ্যানায়" ইত্যাদি।

অন্য কোনও প্রয়োজন না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] ধ্যানের জন্যই এইরূপ রূপকের উপদেশ করা হইতেছে। আধ্যান-শব্দে অনুচিন্তন—উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' এই স্থলে ধ্যানরূপ বেদন (জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসিদ্ধির অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্—মস্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা হইতেছে। যেমন পুরুষ-পদবাচ্য এই অন্নময় স্থূল দেহকে 'ইহাই তাহার শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যে শির ও পক্ষাদি বিশিষ্টরূপে বুদ্ধ্যারূঢ় করান হইয়া থাকে, এবং 'প্রাণই তাহার শিরঃ' ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে প্রাণাদি-অবয়বযোগে বুদ্ধিগোচর করান হইয়া থাকে ; ঠিক তেমনি উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেরই অন্তরাত্মা

ইর্থান্তরভূতস্তদন্তরাত্মা আনন্দময়োঽপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃ-প্রভৃতিত্বেন রূপিতৈরাধ্যানায় বুদ্ধাবারোপ্যতে। এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ন সর্ব্বদা আনন্দময়-প্রতীতাবনুবর্ত্ততে ॥৩॥৩॥১৪॥

আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ আত্ম-শব্দাৎ আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাত্ম-শব্দাদপি শিরঃপক্ষাদয়ো ন ব্রহ্মগুণাঃ ॥

'ইহা অপেক্ষাও অন্তরস্থ অন্য আনন্দময় আত্মা আছে', এখানে আত্মশব্দ থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, শির: ও পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই গুণ ॥৩॥৩॥১৫॥]

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি০ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দেন নির্দেশাৎ আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়স্তস্য সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং রূপণমাত্রমিতি গম্যতে ॥৩॥৩॥১৫॥

আনন্দময়কেও শিরঃপ্রভৃতিরূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয়মোদাদি ধর্ম্মসহযোগে কেবল উপাসনার জন্যই বুদ্ধ্যারূঢ় করান হইতেছে। যেহেতু এইরূপে বুদ্ধ্যারূঢ় করিবার জন্যই আনন্দময়ের প্রিয়শিরস্ত্বাদিরূপ কল্পনা, সেই হেতুই আনন্দময়ের অনুভূতি সময়ে সর্ব্বদা প্রিয়-শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি হয় না। (*) ॥৩॥৩॥১৪॥

'অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়' এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দের নির্দ্দেশ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক ও পক্ষ পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপাত্তর সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে) ॥৩॥৩॥১৫॥

(*) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর প্রথমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" বলিয়া অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, দেহ ও পুচ্ছাদিভাবে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার পর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকেও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি যোগে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, "অন্যঃ পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের মত (পক্ষীর ন্যায়)। প্রিয় (অভীষ্ট বস্তুর দর্শনজ প্রীতি) তাহার মস্তক, মোদ (অভীষ্ট লাভজ সুখ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (অভীষ্ট ভোগজ সুখ) তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ তাহার দেহপিণ্ড, এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। লোকের প্রতীতি-সৌকর্য্যার্থ এখানে ব্রহ্মকে একটি দেহবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; দেহী হইলেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক হয়; এই জন্য শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবয়ব নহে; কাজেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উহাদের সম্বন্ধও হইতে পারে না।

নন্বু "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" [তৈত্তি০ আন০ ২।১] "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ [তৈত্তি০ আন০ ৩।২] ইত্যাত্মশব্দস্যানাত্মস্বপি পূর্ব্বং প্রযুক্তত্বাৎ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি০ আম০ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে ?　তত্রাহ—

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অন্যত্র) উত্তরাৎ (বাক্যশেষ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যত্র আত্ম-শব্দেন পরমাত্মন এব গৃহীতিঃ গ্রহণম্, ইতরবৎ—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যত্র যথা আত্ম-শব্দেন পরমাত্মনো গ্রহণম্, অত্রাপি তথা। কুতঃ ? উত্তরাৎ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যানন্দময়-বিষয়কাদুত্তরবাক্যাদয়মর্থো নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

"অন্যোঽন্তর আত্মা" এই স্থলে 'আত্মা' শব্দে আনন্দময় পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মস্বরূপই ছিল' এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দে যেরূপ পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ। ইহার কারণ এই যে, 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন' এই পরবর্ত্তী বাক্যটি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৬॥]

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্ ; ইতরবৎ—যথেতরত্র "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" [ঐতরেয়০ ১০ ১।১] ইত্যাদিম্বাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ। কুত এতৎ ? উত্তরাৎ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] ইত্যানন্দময়বিষয়াদুত্তরা-দ্বাক্যাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্যত্র যেরূপ অর্থাৎ 'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল ; সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব' ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, 'ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে আনন্দময়', এখানেও তদ্রূপ আত্মা-শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে। এরূপ অর্থের হেতু কি ? পরবর্ত্তী বাক্যই হেতু—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', আনন্দময়বিষয়ক এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যই উক্তপ্রকার অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্বয়াৎ (সম্বন্ধ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), স্যাৎ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়াদিষু অনাত্মসু আত্মশব্দস্যান্বয়াৎ -সম্বন্ধদর্শনাৎ ন কেবলং বাক্যশেষবশাৎ পরমাত্মপরত্বমস্য নিশ্চেতুং শক্যমিতি চেৎ; বাঢ়ম্; স্যাৎ—নিশ্চয়ো ভবেদেব। কুতঃ? অবধারণাৎ—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যত্র আত্ম-শব্দস্য পরমাত্মপরত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। পরমাত্মনি বুদ্ধ্যারোপায়ৈব অন্নময়াদীনামনাত্মনামুপন্যাস ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রথমে অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আনন্দময়ের স্থলেও আত্মাশব্দ পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে না। হাঁ, নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে; যেহেতু "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ" বাক্যেও আত্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থ ই নিশ্চিত হইয়াছে ॥৩।৩।১৭॥]

পূর্ব্বত্র প্রাণময়াদিষ্বনাত্মস্বাত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেতুং শক্যত-ইতি চেৎ; স্যাদবধারণাৎ—স্যাদেব নিশ্চয়ঃ। কুতঃ? অবধারণাৎ পূর্ব্বত্রাপি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ অন্নময়াদনন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্ম-বুদ্ধিরবতীর্ণা; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদনন্তরে মনোময়ে; তত আনন্দময়ে প্রক্রান্তা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদনন্তরাভাবাদুত্তরাচ্চ "সোঽকাময়ত" [তৈত্তি° আন° ৬।২] ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেত্যুপক্রমেঽপ্যপরমাত্মনি পরমাত্ম-বুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩।৩।১৭॥

[ইতি চতুর্থম্ আনন্দাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥]

যদি বল, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উত্তর বাক্যানুসারেই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। না,—অবধারণ হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ অবশ্যই ঐরূপ নিশ্চয় হইতে পারে। কারণ? যেহেতু এইরূপই অবধারণ রহিয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল' এই বাক্যে পরমাত্মা অর্থ ই নিশ্চিত হওয়ায় প্রথমতঃ 'অন্নময়ের' অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'প্রাণময়ে' পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে; তাহার পর 'প্রাণময়ের' পরবর্ত্তী 'মনোময়ে', তাহার পর 'বিজ্ঞানময়ে' [পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে]; অবশেষে 'আনন্দময়ে' সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেননা, ইহার পর এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই, এবং ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত; সুতরাং 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন' এই বাক্যে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থ নিশ্চিত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] উপক্রমবাক্যেও অ-পরমাত্মাতে (অন্নময়াদিতে পরমাত্মবুদ্ধির জন্যই আত্মশব্দের সম্বন্ধ করা হইয়াছে,—অতএব এ সিদ্ধান্তটি নির্দ্দোষ (*) ॥৩।৩।১৭॥]

(*) তাৎপর্য্য—কোনও দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, আচার্য্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না, তাহারা প্রথমতঃ সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়টির উল্লেখমাত্র করিয়া তদপেক্ষা স্থূল তত্ত্ব—যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়,

কর্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ।] **কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥৩॥৩॥১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—কার্য্যাখ্যানাৎ (কর্ত্তব্যতোপদেশ হেতু) অপূর্ব্বং (প্রথমোপদেশ) ।

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বোক্তপ্রাণবিদ্যাশেষং চিন্তয়িতুমিদমারভ্যতে—কার্য্যাখ্যানাদিত্যাদি । ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ প্রাণবিদ্যাপ্রকরণে অশনাৎ প্রাক্ পশ্চাচ্চ আচমনম্, আচমনীয়ানাঞ্চ অপাং প্রাণবাসস্ত্বম্ উক্তম্ । তত্র স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তাদাচমনাদন্যদেব বিদ্যাঙ্গম্ আচমনং বিধীয়তে ? উত প্রাণবাসস্ত্বমাত্রম্ ? ইতি সংশয্যাহ—কার্য্যাখ্যানাৎ শাস্ত্রস্য অপ্রাপ্তার্থোপদেশপরত্বাৎ অপূর্ব্বং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তং প্রাণবাসস্ত্বমেবাত্র বিধীয়তে, ন তু স্মৃতিপ্রাপ্তম্ আচমনমপীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন এবং ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্ত্ব অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। সেখানে আচমন যখন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপদেশ করাই যখন শাস্ত্রের স্বভাব, তখন স্মৃতি ও সদাচারলব্ধ আচমনীয় জলে অনন্যলব্ধ প্রাণবাসস্ত্বচিন্তাই বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, আচমন নহে ॥৩॥৩॥১৮॥]

পূর্ব্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানীং চিন্ত্যতে। ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্যমুক্ত্বা প্রাণস্য বাসস্ত্বেনাপোঽভিধীয়ন্তে। ছান্দোগ্যে তাবৎ "স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি, আপ ইতি হোচুঃ, তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি" [ছান্দো০ ৫।২।২] ইতি। বাজসনেয়কে "কিং মে বাসঃ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি প্রাণেন পৃষ্টা বাগাদয় ঊচুঃ

এখন পূর্ব্বকথিত প্রাণবিদ্যারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাসরূপে (আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে) আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলিল কোন বস্তু আমার বস্ত্র হইবে ? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] জল। এইজন্যই ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন করে; [তাহা দ্বারাই প্রাণ] বস্ত্র লাভ করে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে' ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—'আমার (প্রাণের) বস্ত্র কি ?' প্রাণ-কর্ত্তৃক বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, 'জলই [তোমার] বস্ত্র ; এই

সেরূপ বিষয়ের উপদেশ করিতে থাকেন। তাহার পর যখন দেখেন যে, শ্রোতা এখন সূক্ষ্ম তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। আলোচ্য স্থলে লোকহিতৈষিণী শ্রুতিও প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখমাত্র করিয়া অন্নময় স্থূল দেহ প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি পরমাত্মা না হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"আপো বাস ইতি, তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "তস্মাদেবংবিদ্ অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদ্ এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে, উতাপাং প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানমিতি। "অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেৎ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইত্যাচমনে বিধিপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনগ্নতা-সংকীর্ত্তনস্য স্তুত্যর্থতয়াপ্যুপপত্তেশ্চ, ভোজনাঙ্গস্যাচমনস্য স্মৃত্যাচার-প্রাপ্তত্বেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণ-বিদ্যাঙ্গমাচমনান্তরং বিধীয়তে, ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—

কারণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভোজন করিবার অগ্রে এবং ভোজন করিবার পশ্চাৎ আচমন করিয়া থাকেন, এইরূপে তাহারা 'প্রাণকে অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) করিতেছি' বলিয়া মনে করেন 'অতএব এই প্রকার তত্ত্বাভিজ্ঞ লোক ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনের পরেও আচমন করিবে, [তাহা দ্বারা] এই প্রাণকেই অনগ্ন করিয়া থাকে' ইতি। এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে? অথবা [আচমনীয়] জলে প্রাণবাসস্ত্ব-মাত্রের (প্রাণাচ্ছাদকত্বমাত্রের) চিন্তা বিহিত হইতেছে? 'ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে এবং ভোজন করিবার পরেও আচমন করিবে' এইরূপে আচমনে বিধিপ্রত্যয় (আচামেৎ) শ্রুত হওয়ায় এবং 'ইহাকেই (প্রাণকেই) অনগ্ন করিয়া থাকে' এই স্থলে উপাসনায় বিধিপ্রত্যয় না থাকায়, বিশেষতঃ অনগ্নতাসম্পাদনের কথাটি স্তুতিবাদরূপেও উপপত্তি করা যাইতে পারে, এবং ভোজনাঙ্গ আচমন যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন "আচামেৎ" এই বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিদ্যার অঙ্গভূত স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত হইয়াছে (*)। এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম কার্য্যাখ্যানাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট প্রাণবিদ্যায় আচমন ও আমনীয় জলে প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তা। (২) সংশয়—সেখানে কি প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত? কিংবা স্মৃতি ও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলেই প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তামাত্র বিহিত? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অভিনব কোনপ্রকার ক্রিয়াজ্ঞাপন করাই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং এখানেও যখন "আচামেৎ" পদে বিধিপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রধানতঃ আচমনই বিধেয়। (৪) উত্তর—না—আচমন বিধেয় নহে; কেবল প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তাই বিধেয়; কেন না, যাহা প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত, সেই আচমনের বিধান করা অনাবশ্যক। (৫) প্রয়োজন—অতএব স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারমাত্র প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলেই প্রাণবাসস্ত্বচিন্তা করিতে হইবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আচমনীয়ানামপাং প্রাণস্য বাসস্ত্বানুসন্ধানমেবেহ অপূর্ব্বম্—অপ্রাপ্তং বিধীয়তে, কার্য্যাখ্যানাৎ—অপ্রাপ্তাখ্যানাৎ, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি "কিং মে বাসঃ" "আপো বাসঃ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "অদ্ভিঃ পরিদধতি" [ছান্দো০ ৫।২।২] "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্যাপাং প্রাণবাসোদৃষ্টিপরত্বপ্রতীতেরাচমনস্য স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তত্বাদাচমনম্ অনূদ্যাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি। অতএব চ্ছান্দোগ্যে "তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি [ছান্দো০ ৫।২।২] ইত্যদ্ভিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩॥৩॥১৮॥

[ইতি পঞ্চমং কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥]

সমানাধিকরণম্।] সমান এবং চাভেদাৎ ॥৩॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ সমানঃ (সমান—এক) এবং (এইরূপে) চ (ও) অভেদাৎ (ঐক্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিদ্যা নাম কাচিদ্বিদ্যা পঠিতা ; তয়োশ্চ একত্র—"স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্" ইত্যাদি ; অন্যত্র চ "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভারূপঃ সত্যম্" ইত্যাদি। এবমুভয়ত্র মনোময়ত্বাদিকে সমানে সতি বশিত্বাদেরপি সত্যসংকল্পত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিদ্যৈক্যমিত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কের অগ্নিরহস্যে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্যে আছে—'সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী + + + আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি ; বৃহদারণ্যকে আছে—'এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও সত্যরূপ' ইত্যাদি। এইরূপে উভয় স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকিলেও বশিত্বাদি গুণের ভেদ না থাকায় অর্থাৎ ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায় নিশ্চয়ই বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে ॥৩॥৩॥১৯॥]

আচমনীয় জলে যে, কেবল প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তা, ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়—অপূর্ব্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে। কেন না, যেহেতু কার্য্যাখ্যানে—অপ্রাপ্ত বিষয়ের কথনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাদৃশ বিষয় প্রকাশনেই শব্দের সার্থকতা বা প্রামাণ্য। এই কথা বলা হইতে যে, বাক্যের উপক্রম ও উপসংহারস্থ 'আমার আচ্ছাদন কি ?' 'জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে' 'তাহাতে এই প্রাণকেই অনগ্ন বা আচ্ছাদিত করা হয়' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাণবাসস্ত্ব' চিন্তায়ই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যারভ্য "স আত্মানমুপাসীত—মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসঙ্কল্পমাকাশাত্মানম্" ইতি। তথা তস্মিন্নেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নায়তে "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যং তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" [বৃহদা০ ৫।৬।১] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। সংযোগ-চোদনাখ্যানামবিশেষেঽপি বশিত্বাদ্যুপাস্য-গুণভেদেন রূপভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—সমান এবমিতি।

হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলের অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র করিয়া সেই জলেই প্রাণবাসস্ত্ব-চিন্তার বিধান করা হইতেছে। এই কারণেই 'সেই হেতুই শোত্রিয়বর্গ ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন' এই ছান্দোগ্য বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাই ॥৩॥৩॥১৮॥ [পঞ্চম কার্য্যাখ্যানাধিকরণ ॥৫॥]

বাজসনেয়কে (শুক্লযজুর্ব্বেদে) অগ্নিরহস্যনামক প্রকরণে 'সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সংকল্প-প্রধান' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সে লোক মনোময় প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে' এইরূপে 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' নামে একটি বিদ্যা বা উপাসনা অভিহিত আছে। সেই বৃহদারণ্যকেই আবার পুনশ্চ 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' পঠিত হইয়াছে, 'সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ (জীব) বর্ত্তমান আছেন, যেমন ব্রীহি (ধান্য বিশেষ) কিংবা যব, তদ্রূপ। সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি, এবং এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকে যথাযথরূপে শাসন করেন', ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন? অথবা এক? ফল-সংযোগ, বিধি-বাক্য ও সংজ্ঞার বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্যগত বশিত্বাদিগুণের প্রভেদ থাকায় বিদ্যাও ভিন্ন হইতেছে, (এক নহে)। এইরূপ প্রাপ্তিসম্বন্ধে বলা হইতেছে—"সমান এবম্" ইতি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সমানাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—শাণ্ডিল্যবিদ্যা। (২) সংশয়—অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা কি এক? না—ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্যগত বশিত্বাদি গুণ যখন পৃথক, তখন উভয় স্থানের বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন, এক নহে। (৪) উত্তর—না—উপাস্যগত মনোময়ত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান এবং বশিত্বাদিগুণসমূহও যখন বস্তুগত্যা সত্যসংকল্পত্বাদিগুণ হইতে ভিন্ন নহে; তখন স্বরূপগত ভেদ নাই; সুতরাং বিদ্যারও ভেদ নাই। (৫) প্রয়োজন—অতএব অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে এক বলিয়াই চিন্তা করিবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

যথা অগ্নিরহস্যে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসঙ্কল্পত্বগুণগণঃ শ্রুতঃ ; এবং বৃহদারণ্যকেঽপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিকস্য বশিত্বাদেশ্চ সত্যসঙ্কল্পত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩॥৩॥১৯॥

[ইতি ষষ্ঠং সমানাধিকরণম্ ॥৬॥]

সম্বন্ধাধিকরণম্ ।] **সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩॥৩॥২০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সম্বন্ধাৎ (সম্বন্ধ হেতু) এবং (এই প্রকার) অন্যত্র (অন্য স্থলে) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—"য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষিন্" ইত্যুপক্রম্য আদিত্য-মণ্ডলে অক্ষিণি চ সত্যাখ্যস্য ব্রহ্মণো ব্যাহৃতি-শরীরত্বেনোপাস্যত্বমুক্ত্বা "তস্যোপনিষদহরিত্যধি-দৈবতম্" "তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্" ইতি রহস্যনামদ্বয়ম্ উপাসনাঙ্গতয়া পঠিতমস্তি ; তত্র সংশয়ঃ—কিমিদং নামদ্বয়মুভয়সাধারণম্ ? উত তত্তৎস্থাননিয়তম্ ? ইতি। অত্রোচ্যতে—যথা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্যৈকস্যৈবোপাস্যত্বেন বিদ্যৈক্যম্, এবম্ অন্যত্রাপি—অক্ষ্যাদিত্যাধার-স্যাপি একস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্থানদ্বয়সম্বন্ধাৎ নাস্তি রূপভেদঃ, অতো বিদ্যৈক্যমিত্যর্থঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে 'এই যে আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে পুরুষ, + + + তাহার অধিদৈবত নাম অহঃ, আর অধ্যাত্ম নাম অহম্', এইরূপ দুইটি নাম—উপাসনার অঙ্গরূপে পঠিত আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নামদ্বয় কি বিভিন্ন-স্থানীয় উপাসনায় পৃথক্ রূপে প্রযোজ্য ? অথবা উভয় স্থলেই উভয় নাম অবিশেষে প্রযোজ্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যেমন মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্যের ঐক্যনিবন্ধন বিদ্যার ঐক্য, এবং তন্নিবন্ধন গুণোপসংহারও সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্যত্রও—অক্ষি ও আদিত্য সম্বন্ধী উপাস্য সত্যব্রহ্মেরও একত্বনিবন্ধন উভয় স্থলেই উভয় নামের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥২০॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"সত্যং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৭।৪।২] ইত্যুপক্রম্য "তদ্যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং

অগ্নিরহস্যে যেমন মনোময় প্রাণশরীর, ভারূপ ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ শ্রুত আছে; তেমনি বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণ-সমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং তদতিরিক্ত বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন সত্যসংকল্পত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না সুতরাং উভয়স্থানীয় বিদ্যারই ঐক্য বা অভিন্নতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥　　　[ষষ্ঠ সমানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—'সত্য-ব্রহ্ম' এইরূপ কথার পর 'সেই যে সত্য, তাহা এই প্রসিদ্ধ আদিত্য ; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মধ্যে অবস্থিত পুরুষ,' এইরূপ

দক্ষিণেঽক্ষিন্” [বৃহদা° ৭।৫।১] ইত্যুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেঽক্ষিণি (*) চ সত্যস্য ব্রহ্মণো ব্যাহৃতি-শরীরত্বেনোপাস্যত্বমুক্ত্বা “তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতম্” [বৃহদা° ৭।৫।৩] “তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্” ইতি দ্বে উপনিষদৌ—রহস্যনামনী উপাসনশেষতয়াম্নায়েতে। তে কিং যথাশ্রুত-স্থানবিশেষনিয়তত্বেন ব্যবস্থিতে? উতোভয়ত্রোভে অনিয়মেন? ইতি সংশয়ে সতি অস্য ব্যাহৃতি-শরীরস্যৈবোপাস্যস্য ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ সম্বন্ধাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাৎ সংযোগাদ্যভেদাচ্চ বিদ্যৈক্যাদনিয়মেনেতি প্রাপ্তম্। তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপীতি।

যথা মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টস্যৈকত্বাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাদ্ বিদ্যৈক্যাদ্ গুণোপসংহারঃ; এবমন্যত্রাক্ষ্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যস্যৈকত্বেন বিদ্যৈক্যাদুভয়োরুভয়ত্রোপসংহারঃ ॥৩॥৩॥২০॥

ভূমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে সত্যাখ্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতিশরীরবিশিষ্টরূপে উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে দুইটি উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্যনাম (যাহা কেবল শাস্ত্রৈকগম্য,) উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে—‘অহঃ,’ আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে—‘অহম্’। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে যেখানে যে নাম পঠিত আছে, কেবল সেখানেই কি সেই নামটি ব্যবহার্য্য? অথবা তাহার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে? তদ্বিষয়ে সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যাহৃতি-শরীরবিশিষ্ট সত্যাখ্য উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উভয়স্থানেরই সম্বন্ধ থাকায় উপাস্যের ঐক্য রহিয়াছে; উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ নাই, এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই; অতএব বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন উভয়স্থলেই নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—“সংবন্ধাদেবমন্যত্রাপি” ইতি (†)।

পূর্ব্বসূত্রস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগত ভেদাভাব হেতু বিদ্যার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার করা হইয়াছে; তেমনি অন্যত্র অক্ষি ও আদিত্যসংসৃষ্ট সত্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হওয়ায় উভয়স্থানেই উভয় নামের উপসংহার [করিতে হইবে] ॥৩।৩।২০॥

(*) অক্ষণি’ ইতি ‘খ’ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সম্বন্ধাধিকরণ। বিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি বিরচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত সত্য ব্রহ্মের ‘অহঃ’ ও ‘অহম্’ নামদ্বয়। (২) সংশয়—উক্ত নামদ্বয় কি অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত উভয় পুরুষের সাধারণ? অথবা নিয়মিত অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, সেখানেই তাহার প্রয়োগ বা ব্যবহার, (অন্যত্র নহে)। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন বা (নিশ্চয়ই নহে) বিশেষাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ—যৎ বিদ্যৈকত্বাদুভয়োর্নাম্নোরুভয়ত্রাবিশেষেণ উপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইতি ; তৎ ন বা নৈব সংগচ্ছতে। কুতঃ ? বিশেষাৎ—উভয়ত্র হি উপাস্যরূপং বিশিষ্যতে বিভিদ্যতে—একত্র আদিত্যস্থানসম্বন্ধি, অন্যত্র চ অক্ষিস্থানসম্বন্ধীতি ; ততশ্চ বিদ্যাভেদাৎ নাম্নোরপি নিয়তত্বমিত্যর্থঃ॥

বিদ্যার একত্ব বা অভেদনিবন্ধন যে উভয় নামের উভয়স্থানে উপসংহারের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা সংগত হইতে পারে না ; কারণ, আদিত্য ও অক্ষিরূপ স্থানভেদে উপাস্যেরও স্বরূপ পৃথক্ হইতেছে ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত নামদ্বয়েরও পার্থক্যনিবন্ধন উপসংহার হইতে পারে না ॥ ৩। ৩। ২১ ॥]

ন বৈতদস্তি—যদ্বিদ্যৈক্যাদুপসংহারঃ—ইতি। কুতঃ? বিশেষাৎ—উপাস্যরূপ-বিশেষাৎ। ব্রহ্মণ একত্বেঽপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্থতয়া উপাস্যত্বম্, ইতরত্রাক্ষ্যাধারতয়োপাস্যত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিত্বভেদেন রূপ-ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ। নৈবং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াঃ উপাস্যস্থানং ভিদ্যতে, উভয়ত্র হৃদয়াধারত্বেনোপাস্যত্বাৎ। অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩॥৩॥২ ॥

দর্শয়তি চ ॥৩॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) চ (ও)।]

এইরূপ আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি—"নবা বিশেষাৎ" ইতি। নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না যে, বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে। কারণ? যেহেতু বিশেষ—উপাস্যের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে। উপাস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও এক স্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্য; অন্যত্র অক্ষিগতরূপে উপাস্য ; এইরূপ বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্যের রূপভেদ বশতঃ বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই ; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব রহিয়াছে। অতএব উক্ত নাম দ্বয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত, সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্যত্র নহে ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

অক্ষি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্য যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে। (৪) উত্তর—না—স্থানভেদে উপাস্যেরও স্বরূপভেদ হওয়ায় বিদ্যারও ভেদ এবং তন্নিবন্ধন নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অনুপসংহার। (৫) নির্ণয়—অতএব নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত নামদ্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে।

[সরলার্থঃ—"তস্যৈতস্য তদেব রূপং, যদমুষ্য রূপম্" ইত্যাদিনা স্বয়ং শ্রুতিরপি অক্ষ্যাদিত্যাধারয়োঃ রূপাদ্যতিদেশেন গুণানুপসংহারং দর্শয়তি। বিভেদকত্বে হি অতিদেশো নাপেক্ষ্যতে।

বিশেষতঃ 'সেই আদিত্যপুরুষের যাহা রূপ, এই পুরুষেরও তাহাই রূপ' ইত্যাদি শ্রুতিই অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপবিশেষের অতিদেশ দ্বারাও উভয়ের গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছে॥ ৩। ৩। ২২॥] [সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ॥ ৭॥]

দর্শয়তি চাক্ষ্যাধারাদিত্যাধারয়োর্গুণানুপসংহারং "তস্যৈতস্য তদেব রূপং, যদমুষ্য রূপম্" [ছান্দো০ ১।৭।৫] ইত্যাদিনা রূপাদ্যতিদেশেন। স্বতো হ্যপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা॥৩॥ ॥২২॥

[সপ্তমং সম্বন্ধাধিকরণম্॥৭॥]

সম্ভৃত্যধিকরণম্।] **সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥৩॥৩॥২৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তি (সম্যক্ভরণ ও দ্যুলোকব্যাপকতা) অপি (ও) চ (এবং) অতঃ (এই হেতু)।]

সরলার্থঃ—"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান" ইত্যত্র ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং গুণানাং সম্ভৃতিঃ দ্যুব্যাপ্তিশ্চেত্যাদি গুণজাতং পঠিতমস্তি, তৎ পুনঃ উপাসনাবিশেষাঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমপি সর্ব্বেষূপাসনেষু উপসংহর্ত্তব্যম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—অতএব স্থানভেদাদেবব্যবস্থাভেদসিদ্ধান্তাদেব সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি অপি তত্তৎস্থান এব চিন্তনীয়ং; নতু সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ॥

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে সম্ভৃতি ও দ্যুলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্তৎস্থানেই চিন্তনীয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে॥৩॥৩॥২৩॥]

[অষ্টম সম্ভৃত্যধিকরণ॥ ৮॥]

'সেই এই অক্ষিপুরুষের তাহাই রূপ, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আদিত্যপুরুষের রূপ' ইত্যাদি বাক্যে রূপাদির অতিদেশ দ্বারা, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিও অক্ষিস্থ ও আদিত্যস্থ পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ, যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আবশ্যক হইয়া থাকে, [কিন্তু রূপভেদ না থাকিলে আপনা হইতেই উভয়স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারিত, তজ্জন্য আর অতিদেশের আবশ্যক হইত না]॥ ৩। ৩।২২॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ॥ ৭॥]

তৈত্তীরিয়কে নারায়ণীয়ানাং (*) খিলেষু চ—

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥"

ইতি ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং বীর্য্যাণাং সম্ভৃতিঃ দ্যুব্যাপ্তিশ্চেত্যাদিগুণজাতমাম্নাতম্। তেষামুপাসনবিশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সর্ব্বাসু বিদ্যাসূপসংহারে প্রাপ্ত উচ্যতে—"সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তীতি সমাহারদ্বন্দ্বত্বাদেকবদ্ভাবঃ। সম্ভৃত্যাদিকমনারভ্যাধীতমপি অতএব স্থানভেদাদ্ব্যবস্থাপ্যম্; ন সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যম্। কথম্ অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনিয়তত্বম্? স্বসামর্থ্যাদিতি ব্রূমঃ। দ্যুব্যাপ্তিস্তাবৎ হৃদয়াদ্যল্পস্থানগোচরাসু বিদ্যাসু নোপসংহর্ত্তুং শক্যা;

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে 'ব্রহ্মেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল, এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন; ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন; সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ হয়'? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীর্য্যরাশির সঞ্চিতভাব ও দ্যুলোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে; কিন্তু কোনও উপাসনাবিশেষের প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই; অতএব সমস্ত বিদ্যায়ই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর হয় কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি" ইত্যাদি (†)।

'সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি' পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব হওয়ায় একবচন হইয়াছে, (নচেৎ দ্বিবচনে 'সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তী' হইতে পারিত)। সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণবিশেষে পঠিত না হইলেও অর্থাৎ সামান্যভাবে পঠিত হইলেও, এই কারণেই—পূর্ব্বোক্ত স্থানভেদ বশতই তাহাদের পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। ভাল, যে সমস্ত গুণ কোনও প্রকরণবিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে (কোন এক বিশেষ উপাসনা মধ্যে) নিবদ্ধ থাকিবে কেন? আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতানুসারেই থাকিবে।

প্রথমতঃ হৃদয়াদি অল্পস্থানবিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যায় ত দ্যুব্যাপ্তিগুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণনিচয়ও যখন

(*) নারায়ণীয়ানাম্' ইতি 'ক' পাঠো ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই সম্ভৃত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সম্ভৃত্যাদি গুণ। (২) সংশয়—সামান্যাকারে উল্লিখিত ঐ গুণদ্বয়ের অন্যত্রও উপসংহার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ইহা যখন কোনও বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তখন অবশ্যই অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে। (৪) উত্তর—না—সামান্যাকারে পঠিত হইলেও এই স্থানভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব ক্ষুদ্র স্থানাবলম্বী কোন বিদ্যায়ই উহাদের উপসংহার নাই।

সম্ভৃত্যাদয়োঽপি তৎসহচারিণস্তত্তুল্যদেশা ইত্যল্পস্থানবিষয়াসু বিদ্যাস্বনুপসংহার্য্যাঃ। শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যাস্বল্পস্থান-বিষয়াসু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪.৩] "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইত্যাদয়স্তত্র তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়ত্বাপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টস্যোপাস্যস্য মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩॥৩॥২৩॥

[অষ্টমং সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

পুরুষবিদ্যাধিকরণম্।] **পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩॥৩॥২৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষবিদ্যায়াম্ (পুরুষবিদ্যানামক উপাসনায়) অপি (ও) চ (এবং) ইতরেষাং (অপরাপর গুণের) অনাম্নানাৎ (যেহেতু পাঠ নাই)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তৈত্তিরীয়কে চ পঠিতা পুরুষবিদ্যা ভিন্নৈব ; কুতঃ ? যজমানপত্ন্যাদীনাং যজ্ঞাবয়বানাম্ ইতরেষাং সবনত্রয়াণাং চ একত্র পঠিতানাম্ অন্যত্র অনাম্নানাং অপঠিতত্বাদিত্যর্থঃ। চকারাৎ ফলভেদসমুচ্চয়ঃ। তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমপ্রাপ্তিঃ ফলং, ছান্দোগ্যে তু 'শতং জীবতি'ইতি শতবর্ষজীবিত্বং ফলম্, তস্মাদপি ন বিদ্যৈকত্বমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কোপনিষদে পুরুষবিদ্যা নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। উক্ত উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র—এক নহে। কারণ, এক স্থলে যজমানপত্নী ও সবনত্রয়াদি যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অন্য স্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ ফলেরও প্রভেদ রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্তি বিদ্যাফল, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষজীবন বিদ্যাফল। কাজেই বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥৩॥৩॥২৪॥

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিদ্যাম্নায়তে—"তস্যৈবংবিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ,

---

তাহারই সহচর, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণও দ্যুব্যাপ্তি-গুণেরই তুল্যদেশবর্ত্তী ; সুতরাং সে সমস্ত গুণেরও অল্পস্থানাবলম্বী বিদ্যাসমূহে উপসংহার হইতে পারে না। আর 'পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ' 'এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই হৃদয়ান্তবর্ত্তী আকাশও সেই পরিমাণ' ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্রস্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরাদিবিদ্যায় উপসংহারযোগ্য না হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য বস্তুর মহিমা-প্রকাশনেই উহাদের তাৎপর্য্য ; (সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপসংহারে কোনও দোষ হইতেছে না)॥৩॥৩॥২৩॥

[অষ্টম সম্ভৃত্যধিকরণ ॥৮॥]

তৈত্তিরীয়কোপনিষদে 'পুরুষবিদ্যা' নামে একটি উপাসনা কথিত আছে। যথা—'এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা), শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, শরীর তাহার

শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হিঃ" [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২] ইত্যাদিকা। ছান্দোগ্যেঽপি পুরুষবিদ্যা আম্নায়তে—"পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি" [ছান্দো০ ৩।১৬।১] ইত্যাদিকা। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। পুরুষ-বিদ্যেতি নামৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাশ্রবণাৎ "প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি" [ছান্দো০ ৩।১৬।৭] ইতি চ্ছান্দোগ্যে শ্রুতস্যৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফল-সংযোগস্যাপ্যবিশেষাদ্বিদ্যৈক্যম্ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

উভয়ত্রাম্নাতয়োর্বিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাত্বেঽপি বিদ্যাভেদোঽস্ত্যেব ; কুতঃ ? ইতরেষামনাম্নানাৎ—একস্যাং শাখায়ামাম্নাতানাং গুণানা-মন্যত্রানাম্নানাৎ। তথাহি—"যৎ সায়ং প্রাতর্মধ্যন্দিনং চ, তানি সবনানি" [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যাদয়স্তৈত্তিরীয়কে আম্নাতাঃ, ছান্দোগ্যে

কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় সমিধ্), বক্ষঃস্থল বেদি, লোম সমূহ বর্হিস্ (কুশ)', ইত্যাদি। ছান্দোগ্যো-পনিষদেও পুরুষবিদ্যা পঠিত আছে। যথা—'প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ুঃ' ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কি না।

[পূর্ব্বপক্ষ—] 'পুরুষবিদ্যা' এই নামের ঐক্য থাকায় এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞাবয়ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফলের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—'সে লোক ষোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে,' এই ফলই পুরুষ-বিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ায় ফলসম্বন্ধেরও কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই ; সুতরাং উভয়-স্থানীয় পুরুষবিদ্যাই এক। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—(*)

[সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ।] তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যাদ্বয়ের ('পুরুষবিদ্যা' এই) নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ বা পার্থক্য আছে। কারণ ? যেহেতু নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্ম্মেরই উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণ সমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। দেখ ;—'এই যে, সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন।' ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই পুরুষবিদ্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপ-নিষদুক্ত পুরুষবিদ্যা। (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি ভিন্ন ? না, এক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—'পুরুষবিদ্যা' নামের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক। (৪) উত্তর—না—সর্বনত্রয়-কল্পনার প্রভেদ থাকায়, এবং যজমান ও পত্নী প্রভৃতি-কল্পনারও পার্থক্য থাকায় রূপ ভেদ ঘটিতেছে ; কাজেই বিদ্যারও ভেদ হইতেছে। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় বিদ্যার ভেদ নিবন্ধন নামোপসংহার হইবে না।

সবনত্বেন নাম্নায়ন্তে; ত্রেধা বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন কল্প্যতে; ছান্দোগ্যে শ্রুতানামশিশিষাদীনাং দীক্ষাদিত্বকল্পনং তৈত্তিরীয়কে ন কৃতম্; যজমানপত্ন্যাদিপরিকল্পনং চান্যথা। অতো রূপমুভয়ত্র ভিদ্যতে। তথা ফলসংযোগোঽপি ভিদ্যতে; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্ব্বানুবাকে "ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত" [তৈত্তি° নারায়ণ° ৭৯ অনু] ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন "ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" [তৈত্তি° নারায়ণ° ৫২ অনু] ইত্যুক্ত্বা "তস্যৈবং বিদুষঃ" ইত্যাদিনা আম্নাতা পুরুষবিদ্যা—অস্যৈব ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি গম্যতে। অতো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্; "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গম্" [পূর্ব্বমীমাংসা ন্যায়ঃ] ইতি ন্যায়াৎ তৈত্তিরীয়কাম্নাতা পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি গম্যতে। ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিফলা পুরুষবিদ্যেত্যুক্তম্। অতো রূপ-সংযোগয়োর্ভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইত্যেকত্রাম্নাতানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩॥৩॥২৪॥

[নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

ছান্দোগ্যে কিন্তু এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনত্রয়রূপে কল্পিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে (ভোজনেচ্ছাপ্রভৃতিকে) দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও অন্যপ্রকার করা হইয়াছে; অতএব উভয় স্থানেই বিদ্যার স্বরূপ ভিন্ন হইতেছে। এইরূপ ফলসংযোগও (ফলোল্লেখও) উভয় স্থলে একরূপ নহে। যেখ, তৈত্তিরীয়কে ইহারই পূর্ব্বানুবাকে 'জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের উদ্দেশে 'ওম্' ইত্যাকারে স্বীয় আত্মাকে সংযোজিত বা সমাহিত করিবে' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া তাহার ফলরূপে আবার 'ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়' এই কথা বলিয়া "তস্য এবংবিদুষঃ" বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন; বুঝা যাইতেছে যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদেরই যজ্ঞত্ব কল্পনা মাত্র, (স্বতন্ত্র নহে)। অতএব ইহা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল। বিশেষতঃ 'সফল ক্রিয়ার সন্নিধানে উক্ত ফলরহিত ক্রিয়া সেই সকল কার্য্যেরই অঙ্গরূপ' এই নিয়মানুসারেও বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে)। ছান্দোগ্যে কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন হওয়ায় বিদ্যাও ভিন্ন (এক নহে); সুতরাং একস্থানে পঠিত গুণ সমূহের অপর বিদ্যায় উপসংহার হইতে পারে না ॥৩।৩।২৪॥

[নবম পুরুষবিদ্যাধিকরণ ॥৯॥]

বেধাদ্যধিকরণম্।] বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বেধাদি (বেধাদি মন্ত্রের) অর্থভেদাৎ (যেহেতু প্রয়োজনের ভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ - আথর্ব্বণিকাদ্যুপনিষদারম্ভে পঠিতাঃ 'শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য' ইত্যাদয়ো মন্ত্রা ন বিদ্যাঙ্গভূতাঃ, অপিতু অধ্যয়নাঙ্গভূতা এব। কুতঃ ? অর্থভেদাৎ প্রয়োজন-ভেদাদিত্যর্থঃ। মন্ত্রাণাঞ্চ প্রয়োজনমন্যৎ, বিদ্যায়াশ্চান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩।৩।২৫॥

আথর্ব্বণিকা উপনিষদারম্ভে "শুক্রং প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদীন্ মন্ত্রানধীয়তে; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব" [সাম০ রহস্যব্রাহ্মণে০] ইত্যাদ্যামনন্তি; কাঠকাস্তৈত্তিরীয়কাশ্চ "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" [তৈত্তি০ শী০ ১ অনু০] ইত্যাদিকম্; শাট্যায়নিনশ্চ "শ্বেতোঽশ্বো হরিনীলোঽসি" ইত্যাদিকম্; ঐতরেয়িণস্তু মহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে—"ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হত্বা মহানভবৎ" ইত্যাদি; কৌষীতকিনোঽপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব "প্রজাপতির্ব্বৈ সম্বৎসরস্তস্যৈষ আত্মা—যন্মহাব্রতম্" ইতি; বাজসনেয়িনস্তু প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুপনিষদারম্ভেষ্বধীতাঃ "শুক্রং প্রবিধ্য" "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাঙ্গম্, উত নেতি। কিং যুক্তম্ ? বিদ্যাঙ্গমিতি। কুতঃ ? সন্নিধিসমাম্নানাৎ

অথর্ব্ববেদীয়গণ উপনিষৎ প্রারম্ভে 'শুক্র বিদ্ধ করিয়া এবং হৃদয় প্রবিদ্ধ করিয়া' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; সামবেদীয়গণ রহস্যব্রাহ্মণের প্রারম্ভে 'হে প্রকাশমান সূর্য্য, যজ্ঞ প্রসব কর (যজ্ঞ সম্পাদনে অনুকূল হও)' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; কাঠক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার 'সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন' ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন, শাট্যায়ন-শাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'তুমি হইতেছ হরিনীল শ্বেত অশ্ব' ইত্যাদি। ঐতরেয়, শাখীরা আবার—'ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করিয়া বড় হইয়াছিলেন' ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়া থাকেন। কৌষীতকীরাও 'প্রজাপতিই সংবৎসর; ইহাই তাহার আত্মা, যাহার নাম মহাব্রত,' এইরূপে মহাব্রত ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ীরা কিন্তু 'দেবগণ সত্রে (যাগে,) নিমগ্ন ছিলেন' ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ প্রারম্ভে পঠিত "শুক্রং প্রবিধ্য" "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় বিদ্যারই অঙ্গভূত কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? বিদ্যাঙ্গপক্ষই। কারণ ? যেহেতু বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিদ্যাঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে। যদিও [সন্নিধান অপেক্ষা] বলবান্ শ্রুতি, লিঙ্গ ও

বিদ্যাঙ্গত্বপ্রতীতেঃ। যদ্যপি "শুক্রং প্রবিধ্য" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০] ইত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রবর্গ্যাদেশ্চ কর্ম্মণঃ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্ভির্যথাযথং কর্ম্মসু বিনিয়োগোঽবগম্যতে, তথাপি "শং নো মিত্রঃ" [তৈত্তি০ শী০ ১ অনু০] "সহ নাববতু" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০] ইত্যাদের্মন্ত্রস্যান্যত্র বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাচ্চ বিদ্যাঙ্গত্বমবর্জ্জনীয়মিতি সর্ব্বাসু বিদ্যাসু ইমে মন্ত্রা উপসংহর্ত্তব্যাঃ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বেধাদ্যর্থভেদাৎ—"শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য" "ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি" [তৈত্তি০ শী০ ১ অনু০] "ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্" [তৈত্তি০ শী০ ১২ অনু০ ১] "তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ"

বাক্যানুসারে (*) "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম সমূহের যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি "শং নো মিত্রঃ" "সহ নাববতু" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্য কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নাই, অথচ বিদ্যাধিকারেই (উপনিষদে) পঠিত, তখন কিছুতেই ইহাদের বিদ্যাঙ্গত্ব বারণ করা যাইতে পারে না; অতএব সমস্ত উপাসনাতেই উক্ত মন্ত্রসমূহের উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি— "বেধাদ্যর্থভেদাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্ত—উক্ত মন্ত্র সমূহের বিদ্যাঙ্গত্ব খণ্ডন।]

"শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য", 'ঋত (সত্য প্রিয় বাক্য, অথবা ব্রহ্ম) বলিব, সত্য বলিব, ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি,' 'আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন বীর্য্যসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদ্বেষসম্পন্ন না হই'

(*) তাৎপর্য্য—মীমাংসা দর্শনে এইরূপ একটি সূত্র আছে, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ" (মীমা০ ৩.৩।১৪)। ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা (সংজ্ঞা বা নাম), ইহাদের মধ্যে যখন একই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব হেতু অপেক্ষা পরবর্ত্তী হেতুগুলি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যেমন শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্ব্বল; আবার লিঙ্গ অপেক্ষাও বাক্য দুর্ব্বল; এইরূপ বাক্য অপেক্ষাও প্রকরণ দুর্ব্বল ইত্যাদি। বিলম্বে অর্থপ্রতিপাদনই এই দুর্ব্বলতার কারণ; অপেক্ষাকৃত প্রথমে যাহার সাহায্যে অর্থ নিশ্চয় করা যায়, অন্যাপেক্ষা তাহারই বলবত্তা, অর্থাৎ তদনুসারেই অর্থ বিশেষ-অবধারণ করিতে হয়। শ্রুতি লিঙ্গাদির পরিচয় এইরূপ

"শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যা কথম্?—ইত্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা।"

অর্থাৎ দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকবিভক্ত্যন্ত পদের নাম শ্রুতি; লিঙ্গ অর্থ ক্ষমতা অর্থবোধনোপযোগী সামর্থ্য; বাক্য অর্থ—সম্মিলিত পদসমূহ। কথম্? (ইহা কিপ্রকারে?) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষোত্থাপিত পদ-

[তৈত্তি০ ভৃগু০ ১ অনু০ ১] ইত্যাদিভির্লিঙ্গৈরভিচারাধ্যয়নাদিশেষাং বিনিয়োগাবগমাৎ ন বিদ্যাঙ্গত্বম্। এতদুক্তং ভবতি—যথা "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাৎ "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনামভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে, এবমেব "ঋতং বদিষ্যামি" "তেজস্বিনাবধীতমস্তু" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাদেব স্বাধ্যায়-শেষত্বং "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে; অতো ন তেষাং বিদ্যাঙ্গত্বম্ ইতি। "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনাং প্রবর্গ্যাদিব্রাহ্মণানাং চেহ পাঠো দিবাকীর্ত্যত্বারণ্যেঽনুবাক্যত্বকৃতঃ ॥৩॥৩॥২৫॥

[ইতি দশমং বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥]

ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক (*) অধ্যয়নাঙ্গত্বই জানা যাইতেছে, তখন আর ইহাদের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতে পারে না।

এই কথা বলা হইতেছে যে, "হৃদয়ং প্রবিধ্য" এই মন্ত্রানুসারে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক তেমনি "ঋতং বদিষ্যামি", "তেজস্বিনাবধীতমস্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারেও "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অধ্যয়নাঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে; (†) সুতরাং সে সমুদয় মন্ত্রের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতেই পারে না। তবে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবর্গ্যাদি ব্রাহ্মণের যে, এখানে পাঠ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না, এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ করিতে হয়, (এই কারণে উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাঙ্গ বলিয়া নহে) ॥৩॥৩॥২৫॥ [দশম বেধাদ্যধিকরণ ॥১০॥]

সমূহের নাম প্রকরণ। স্থান অর্থ—পাঠক্রম; সমাখ্যা অর্থ—যোগবল—যৌগিকার্থ। আলোচ্যস্থলে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি—দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে; এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থপদও রহিয়াছে; সুতরাং বলবত্তর শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে "শুক্রং প্রবিধ্য" মন্ত্রের কর্ম্মে বিনিয়োগই আপাতসিদ্ধান্ত বটে।

(*) তাৎপর্য্য—বেদে এমন কতকগুলি ক্রিয়ার বিধান আছে, যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শত্রুর সংহার সাধন করা যাইতে পারে। শত্রু-সংহারোদ্দেশে বিহিত সেই ক্রিয়াগুলিকে অভিচার বা আভিচারিক ক্রিয়া বলে; যেমন 'শ্যেনযাগ' প্রভৃতি। 'হৃদয়-চ্ছেদনাদি বোধক' মন্ত্রগুলি ঐরূপ আভিচারিক ক্রিয়াতেই পঠনীয়, অন্যত্র নহে।

(†) তাৎপর্য্য—"শুক্রং প্রবিধ্য" এই মন্ত্রাংশের ঐরূপ অর্থও করা যাইতে পারিত সত্য, কিন্তু "হৃদয়ং প্রবিধ্য" কথা দ্বারা প্রথমাংশের আভিচারিক-ক্রিয়াঙ্গত্ব অবধারিত হওয়ায় তাহার বাধা ঘটাইতেছে। ঠিক সেইরূপ, "ঋতং বদিষ্যামি" ইত্যাদি কথায় যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত বাক্য অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তি পাঠমাত্র, তখন ঐ জাতীয় "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্র গুলিকেও অধ্যয়নের অঙ্গ—শান্তিপাঠরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং বিদ্যার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

হান্যধিকরণম্। **হানৌ তূপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কুশা-চ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥**

[পদচ্ছেদঃ— হানৌ (পুণ্যাপাপবিমোচনে) তু (কিন্তু) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ (যেহেতু উপায়ন-শব্দের শেষভূত; উপায়ন অর্থ—প্রবেশন), কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ (কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়) তৎ (তাহা) উক্তম্ [পূর্ব্বমীমাংসায়] (কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—'তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যত্র কেবলং পুণ্যাপাপবিমোচনং পঠিতম্। "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যত্র কেবলপ্রবেশঃ; "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" ইত্যত্র চ হানম্ উপায়নঞ্চ। তদত্র সন্দিহ্যতে—কিং সর্ব্বাসু বিদ্যাসু এতদুভয়মচিন্তনং বিকল্পেনানুষ্ঠেয়ম্? উত সমুচ্চয়েন? ইতি। তত্রাহ—হানাবিত্যাদি।

তু-শব্দঃ সংশয়নিরাকরণার্থঃ। হানিঃ—পুণ্যাপাপবিমোচনম্। উপায়নঞ্চ প্রবেশনম্। "হানৌ" ইতি উদাহরণপ্রদর্শনমাত্রার্থম্। হানৌ—কেবলে বিমোচনে কেবলে বোপায়নে শ্রূয়মাণেঽপি তয়োঃ সর্ব্বত্র সমুচ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ? উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্য হানি-বাক্য-শেষত্বাৎ। কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ, যথা "বানস্পত্যাঃ কুশাঃ" ইত্যাম্নাতস্য বাক্যস্য তদ্বিশেষ-বাচি—"ঔদুম্বর্য্যঃ কুশাঃ" ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্থম্। যথা—"দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ" ইতি সামান্যতঃ পঠিতস্য তৎক্রমবিশেষবাচক-"দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বম্" ইত্যেতৎ প্রদেশান্তরস্থম্। যথা, "হিরণ্যেন ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রদেশান্তরস্থস্য তৎ-কালবিশেষবাচি—"সময়া-বিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রদেশান্তরস্থম্; যথা চ "ঋত্বিজ উপগায়ন্তু" ইতি প্রদেশান্তরস্থস্য "নাধ্বর্য্যুরুপগায়েৎ" ইতি তৎপর্য্যুদাসরূপং প্রদেশান্তরস্থম্; এবমেব উপায়নবাক্যস্য হানিবাক্যশেষতয়া সর্ব্বত্র সমুচ্চয়ঃ, ন তু বিকল্প ইত্যর্থঃ ॥

'তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন (নির্ম্মল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন,' এখানে কেবল পুণ্যাপাপ পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই। 'তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদ্‌গণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে', এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই; 'সে তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ পাপ লাভ করে', এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিদ্যাতেই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—"হানৌ তু" ইত্যাদি।

তু-শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সংশয়বারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। বাক্যশেষে যখন উপায়নের—পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপগ্রহণের কথা আছে, তখন হানিতেও (ত্যাগেও) উপায়নের (গ্রহণের) এবং উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে; যেমন ভিন্ন স্থানে পঠিত 'কুশা' 'ছন্দঃ,' 'স্তুতি' ও 'উপগানে'রও ভিন্ন স্থানে গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি। এ কথা মীমাংসাশাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩।৩।২৬॥]

[একাদশ হান্যধিকরণ ॥১১॥]

ছন্দোগা আমনন্তি—"অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহো-র্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" [ছান্দো০ ৮।১৩।১] ইতি; আথর্ব্বণিকাশ্চ "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" [মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি; শাট্যায়-নিনস্তু "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যাদি; কৌষীতকিনস্তু "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" [কৌষী০ ১ অনু০ ৪] ইতি। এবং ক্বচিৎ পুণ্যপাপয়োর্হানিঃ, ক্বচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎপ্রাপ্তিঃ, ক্বচিদুভয়ঞ্চ শ্রুতম্। তদুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সর্ব্ববিদ্যাঙ্গমাস্থেয়ম্, সর্ব্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ-স্যাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্যপাপপ্রহাণস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ প্রহীণবিষয়-ত্বাচ্চোপায়নস্য। তচ্চিন্তনঞ্চ বিধীয়মানং সর্ব্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমর্হতি।

তত্রেদং বিচার্য্যতে—হানিচিন্তনম্ উপায়নচিন্তনম্ উভয়চিন্তনঞ্চ

ছন্দোগণ পাঠ করিয়া থাকেন—'অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া (নির্ম্মল হয়), তেমনি আমি পাপপূর্ণ শরীর বিধূত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব' ইতি। অথর্ব্ববেদীরাও বলেন—"বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন, ইতি। শাট্যায়ন-শাখীরা পাঠ করেন—'তাহার পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে; সুহৃদ্গণ পুণ্যকর্ম্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম্ম লাভ করে' ইত্যাদি। কৌষীতকীরা পাঠ করেন যে, 'জ্ঞানী পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ শুভ কর্ম্মফল লাভ করে, আর অপ্রিয়গণ অশুভ কর্ম্মফল লাভ করে' ইতি। এইরূপে কোথাও পুণ্য ও পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্রিয়গণকর্ত্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের গ্রহণ, কোথাও আবার তদুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। বিদ্যাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত হইলেও সমস্ত বিদ্যাতেই তাহা স্বীকার করিতে হয়; কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে; [সুতরাং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই চিন্তনীয়]। অতএব তদ্বিষয়ে যে, চিন্তার বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ হইতে পারে।

এখন এবিষয়ে এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, হানিচিন্তা (ত্যাগচিন্তা), উপায়নচিন্তা,

বিকল্পেরন্, উপসংহ্রিয়েরন্ বা। কিং যুক্তম্? বিকল্পেরন্নিতি। কুতঃ? পৃথগাম্নানসামর্থ্যাৎ। সমুচ্চয়ে হি সর্ব্বত্রোভয়ানুসন্ধানং স্যাৎ, তচ্চ কৌষীতকিবাক্যেনৈব সিদ্ধমিত্যন্যত্রাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। অতোঽনেকত্রাম্নানস্য বিকল্প এব প্রয়োজনম্। শাখাধ্যেতৃভেদেন পরিহর্তুং শক্যমনেকত্রাম্নানম্; অবিশেষ-পুনঃশ্রবণং হ্যধ্যেতৃভেদপরিহার্য্যম্; অত্র তু হানিরেব দ্বয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চৈকস্যাম্। ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্, সর্ব্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানমিত্যুক্তত্বাৎ। অত্রেদমুচ্যতে—

(গ্রহণচিন্তা) এবং উভয়চিন্তা, এ সমস্তের বিকল্প (*) হইবে? কিংবা সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? বিকল্পিত হইবে, এই পক্ষই। কারণ? বিভিন্ন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ পাঠই কারণ। উক্ত চিন্তায় যদি সমুচ্চয়ই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই পাপ বিমোচন ও তাহার গ্রহণ, এতদুভয়েরই চিন্তা হইতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা ত সিদ্ধ হইতেছে না। কেন না, সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে কৌষীতকী বাক্যেই যখন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অন্যত্র তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পাঠের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন যে, বিকল্পবিধান করা। অধ্যয়নের কর্ত্তৃভেদেও যে, পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেন না, অবিশেষে বা একই প্রকারে যে পুনঃপাঠ, অধ্যেতৃভেদে কেবল তাহারই পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে ত সেরূপও সম্ভব হয় না। এখানে আছে—দুইটি শাখাতে কেবল উপায়নের (গ্রহণের) শ্রবণ, [সুতরাং সর্ব্বত্র অবিশেষ-শ্রবণ বলা যাইতে পারে না।] বিশেষতঃ উক্তপ্রকার অনুসন্ধান বা চিন্তাকে যখন সর্ব্বশেষভূত অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিদ্যাভেদেও ইহার ব্যবস্থা (বিকল্প) করা সম্ভবপর হইতে পারে না। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—"হানৌ তু" ইত্যাদি (†)।

(*) তাৎপর্য্য—একাধিক বিষয়ের যদি একই স্থানে একই রকমে প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে 'সমুচ্চয়,' আর বিষয়গুলিকে যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলে 'বিকল্প।' এখানেও পুণ্য-পাপ ত্যাগ ও তাহাদের অন্যত্র প্রবেশন, এই উভয় বিষয়কে যদি একত্র করিয়া সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা হইবে সমুচ্চয়, আর যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হইবে বিকল্প।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'হান্যধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সমকালীন পুণ্যপাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তদুভয়ের প্রবেশ চিন্তা। (২) সংশয়—পুণ্য ও পাপের ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই কর্ত্তব্য, অথবা বিকল্প, অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার জন্য বিকল্প হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—না—অন্যত্র একস্থানের কুশা ও ছন্দঃ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অন্যস্থানীয় বাক্যের অঙ্গভূত হইয়া একার্থ-প্রতিপাদক হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ। (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিদ্যাতেই হানি ও উপায়নের (ত্যাগের ও গ্রহণের) সমুচ্চয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

'হানৌ তূপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ' ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্। কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে শ্রূয়মাণে তয়োরিতরেতরসমুচ্চয়োঽবশ্যম্ভাবী। কুতঃ? উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ —উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ। উপায়নবাক্যস্য হি হানিবাক্য-শেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা ত্যক্তয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বা-দুপায়নবাক্যস্য।

প্রদেশান্তরাম্নাতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরাম্নাতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্তা উপন্যস্যন্তে—কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিতি। কালাপিনঃ (*) "কুশা বানস্পত্যাঃ" [—০?] ইত্যামনন্তি; শাট্যায়নিনাং তু "ঔদুম্বর্য্যঃ কুশাঃ" [—০?] ইতিবাক্যং সামান্যেন বানস্পত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔদুম্বর্য্য ইতি বিশিংষৎ তদ্বাক্যশেষতামাপদ্যতে; তথা "দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ" [—?] ইত্যাদিনা অবিশেষেণ দেবাসুরাণাং ছন্দসাং প্রসঙ্গে

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির খণ্ডন সূচনা করিতেছে। 'হানৌ' এই কথাটি কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থ মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, কেবলই হানি বা কেবলই উপায়ন বা গ্রহণ শ্রুত হইলেও উভয়স্থানেই তদুভয়ের উপসংহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ? যেহেতু উপায়ন-শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অধীন; কেন না, ত্যাগ-বোধক 'হানি' বাক্যের অধীন হওয়াই উপায়ন-বাক্যের পক্ষে সঙ্গত হয়; কারণ, উক্ত উপায়ন-বাক্যটি জ্ঞানিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করে, উপায়ন-বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়াদিতেছে।

[সিদ্ধান্ত — সমস্ত বিদ্যায় হানোপায়ন চিন্তা ।]

এক স্থানে পঠিত বাক্য ও যে, অন্য স্থানীয় বাক্যের শেষ বা অঙ্গভূত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত সমূহ উপন্যস্ত হইতেছে—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়। কলাপশাখীরা পাঠকরিয়া থাকেন—'বানস্পত্য (বনস্পতি—বৃক্ষ, তৎসম্বন্ধী—বানস্পত্য) কুশসমূহ'। আবার শাট্যায়নশাখীরা বলেন 'ঔদুম্বরী কুশসমূহ', এখানে কালাপ-বাক্যে 'কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র জানাগিয়াছে, কিন্তু শাট্যায়নীদিগের 'ঔদুম্বরী' বাক্যে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া 'ঔদুম্বরী' বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, শাট্যায়নীদিগের বাক্যটিকে ঐ কালাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষকমাত্র বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'দেবতা ও অসুরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা' ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাকারে দৈব ও আসুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যবোধক

(*) কৌষীতকিনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বম্" ইতি বচনং ক্রমবিশেষং প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি; তথা "হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি" [—?] ইত্যবিশেষেণ প্রাপ্তে "সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি" [৬ কা০ ৬ প্র০ ২১ অনু০] ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং ভজতে; তথা "ঋত্বিজ উপগায়ন্তি" [—?] ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্য "নাধ্বর্য্যু-রুপগায়েৎ" [৬ কা০ ৩ প্র০ ১ অনু০ ইতি বাক্যমনধ্বর্য্যুবিষয়তামবগময়ৎ তদ্বাক্যশেষত্বমৃচ্ছতি। এবং সামান্যেনাবগতমর্থং বিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমস্য বাক্যস্য তচ্ছেষত্বমনভ্যুপগচ্ছদ্ভিস্তয়োরর্থয়োর্বিকল্পঃ সমাশ্রয়িতব্যঃ; স চ সম্ভবত্যাং গতৌ ন যুজ্যতে। তদুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে "অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ" [পূর্ব্বমী০ ১০।৮।৪] ইতি। তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেকবাক্যত্বাৎ কেবলস্য হানস্য, কেবলস্য চোপায়নস্যাভাবাদ্বিকল্পো নোপ-

---

'দৈব চ্ছন্দঃসমূহ প্রথম' এই বাক্যটি পূর্ব্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। সেইরূপ, 'হিরণ্য দ্বারা ষোড়শীনস্তোত্র গানকরিবে' এই স্থলে স্তোত্রপাঠের কোনও সময় বিশেষ উল্লিখিত না থাকিলেও, বিশেষ সময় বোধক 'সূর্য্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শি-স্তোত্র সংস্কার করিবে' এই বাক্যটি ঐ সামান্যবাক্যেরই অঙ্গত্ব ভজনা করিতেছে। এই প্রকার 'ঋত্বিকগণ গান করেন' এইবাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গানকরা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী) উপগান করিবে না', অধ্বর্য্যু ভিন্ন ঋত্বিক্‌গণের গানকর্ত্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি ঐ সামান্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই শেষভূত হইয়াছে। এই প্রকারে, সামান্যাকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে যাহারা সামান্যমুখী বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উভয় বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় সত্য, কিন্তু উপায়সত্ত্বে ত সেরূপ করা উচিত হয় না। পূর্ব্বমীমাংসায় সে কথা উক্ত হইয়াছে—'বৈধ কর্ম্মের বিকল্প গ্রহণকরা যখন অনুচিত, তখন (বিভিন্ন-স্থানবর্ত্তী সামান্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অন্য বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে; নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না' ইতি। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও কেবল বিমোচন বোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থ-বোধনে তাৎপর্য্য হেতু, কেবলই বিমোচন বা কেবলই গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প কল্পনাও উপপন্ন হইতে পারে না। তবে কৌষীতকীদিগের যে, পুণ্য-পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণের উল্লেখ, তাহা যখন উভয় স্থলেই অবিশেষ বা সমান, তখন বুঝিতে হইবে যে, শ্রোতৃ-ভেদানুসারে

পদ্যতে। কৌষীতকিনামুভয়াম্নানমবিশেষপুনঃশ্রবণত্বেন প্রতিপত্তৃভেদাদ-বিরুদ্ধম্ ॥৩॥৩॥২৬॥ [একাদশং হান্যধিকরণম্ ॥১১॥]

সাম্পরায়াধিকরণম্।] **সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥৩॥৩॥২৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—সাম্পরায়ে (দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে) তর্ত্তব্যাভাবাৎ (ভোক্তব্য না থাকায়), তথা (সেই প্রকার) হি (নিশ্চয়ে) অন্যে (অপর সকলে)।]

[সরলার্থঃ—বিদুষঃ সুকৃত-দুষ্কৃতহানিঃ কিং দেহোৎক্রান্তিসময়ে অধ্বনি চ ক্রমশো ভবতি ? উত দেহোৎক্রান্তিসময়ে এব যুগপৎ ? ইত্যাহ—সাম্পরায়ে" ইত্যাদি।

সাম্পরায়ে দেহাৎ সমুৎক্রান্তিসময়ে এব নিরবশেষং সুকৃতদুষ্কৃতহানির্ভবতি। কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ। ভোগার্থং হি সুকৃত-দুষ্কৃতাপেক্ষা, নতু বিদুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ ভোক্তব্যমস্তি; তস্মাৎ নাস্তি তদানীং তদপেক্ষা ইত্যর্থঃ। অন্যে শাখিনঃ তথৈব অধীয়তে—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে "ইত্যাদি।

জ্ঞানী পুরুষ যে, পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কোন সময় ?—তাহা দেহত্যাগের সময়ে কতক, আর গন্তব্য পথে কতক ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ত্যাগ করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

সাম্পরায়ে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগকরেন ; কেন না, তাহার অন্য কোনপ্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য-পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না। 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্যশাখীরা স্পষ্টাক্ষরেই সেইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩॥৩॥২৭ ॥]

সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমুপায়নঞ্চ সর্ব্বাসু বিদ্যাসু চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্ ; তদ্ধানং কিং-দেহবিয়োগকালে দেহাদুৎক্রান্তস্যাধ্বনি চ, উত দেহবিয়োগকাল-এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রেতি যুক্তম্, উভয়ধা শ্রুতত্বাৎ। এবং হি কৌষীত-

---

অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে ; সুতরাং উহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥ ৩॥৩॥২৬ ॥ [একাদশ হান্যধিকরণ ॥ ১১ ॥]

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের যে, সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে, এ কথা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এখন বিচার্য্য-বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি দেহত্যাগের সময়ে এবং দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয় ? অথবা কেবল দেহত্যাগের সময়েই হয় ? এইরূপ সংশয়ে, মনে হয়, যেন উভয় স্থানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেন না, শ্রুতিতে উভয়প্রকার ত্যাগেরই কথা শোনা যায়। কৌষীতকীরা এইরূপ পাঠ করিয়া

কিনঃ সমামনন্তি "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকং গচ্ছতি" [কৌষী০ ১।৩।৪] ইত্যুপক্রম্য "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা-হত্যেতি, তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে" ইতি [কৌষী০ ১।৩।৪]। অত্র বাক্যে অধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতহানিঃ প্রতীয়তে। তাণ্ডিনস্তু "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি" ইতি। অত্র তু দেহবিয়োগকাল ইতি প্রতীয়তে; শাট্যায়নকেঽপি "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি পুত্রেষু দায়সক্রান্তিসমকালং সুকৃতদুষ্কৃত-সংক্রমণং শ্রূয়মাণং দেহবিয়োগকাল ইতি গম্যতে। অতঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেক-দেশো দেহবিয়োগকালে হীয়তে, শেষস্ত্বধ্বনি; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে — "সাম্পরায়ে" ইতি।

থাকেন যে 'তিনি এইরূপে দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন,' এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন 'তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই নদীকে অতিক্রম করেন (পার হন), তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন'। কথিত শ্রুতিবাক্য হইতে পথিমধ্যেই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে। আবার তাণ্ড্যশাখীরা বলেন, 'অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলিত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া [নির্মল হয়], তেমনি আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপবিমোচন-পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব' ইতি। এখানে কিন্তু দেহত্যাগের সমকালেই [পাপ-ত্যাগ] প্রতীত হইতেছে। তাহার পুত্রগণ ধন লাভ করে, সুহৃদ্গণ শুভ কর্ম্ম, আর শত্রুগণ অশুভ কর্ম্ম [গ্রহণ করে]', এই শাট্যায়ণ শ্রুতিতেও পুত্রেতে ধন-সংক্রমণের সময়ই অর্থাৎ পুত্রগণ যে সময় ধনাধিকার লাভ করে, ঠিক সেই সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ-শ্রুত থাকায় বেশ বুঝাযাইতেছে যে, দেহ-বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়াথাকে। অতএব [বলিতে হইবে যে,] পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়, আর অপরাংশ পথিমধ্যে নষ্ট হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন "সাম্পরায়ে" ইত্যাদি।(*)

(*) তাৎপর্য্য — এই সাম্পরায়াধিকরণটি ২৭ — ৩১শ পর্য্যন্ত পাঁচ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। তাহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ — (১) ব্রহ্মলোকগামী বিদ্বানের পুণ্যপাপ-বিমোচনের উপযুক্ত সময়। (২) সংশয় — দেহ হইতে বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ ক্ষয় হয়? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ — শ্রুতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্যপাপ-বিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেহত্যাগের সময়ে কতক, আর পথিমধ্যে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়। (৪) উত্তর — না — দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়, পথিমধ্যে ত্যাগের আর কিছু থাকে না। (৫) নির্ণয় অতএব উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে।

সাম্পরায়ে—দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে নিরবশেষং হীয়েতে। কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ—বিদুষো দেহবিয়োগাৎ পশ্চাৎ সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ। বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ হি সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং ভোক্তব্যে সুখ-দুঃখে ন বিদ্যেতে। তথা হি অন্যে দেহবিয়োগাদূর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-সুখদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।১-২] "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।১-২], "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো০ ৬।.৪।২] ইতি ॥৩॥৩॥২৭॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) উভয়াবিরোধাৎ (শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের অবিরোধে)।]

[সরলার্থঃ—দেহবিয়োগকাল এব নিরবশেষকর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চিতে উভয়াবিরোধাৎ—"অশ্ব ইব রোমাণি" "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যুভয়শ্রুত্যোর্বস্তুস্বভাবস্য চাবিরোধেন "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধুনুতে" ইতি শ্রুতিখণ্ডঃ ছন্দতঃ ইচ্ছানুসারেণ—যথা কুত্রাপি বিরোধো ন ভবতি, তথা নেতব্যঃ,—"এতং দেবযানং পন্থানম্" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ প্রাক্ পঠনীয় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময়েই যখন পুণ্যপাপ বিমোচন স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, তখন উভয়ের অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের যাহাতে বিরোধ না ঘটে, সেইরূপেই ইচ্ছানুসারে বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে ॥৩॥৩॥২৮॥]

সাম্পরায়ে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কারণ ? যেহেতু তর্ত্তব্য নাই—জ্ঞানীর দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের সাহায্যে লব্ধব্য কোনও ভোগের সম্ভাবনা নাই। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বানের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল; তদ্ভিন্ন পুণ্য ও পাপের ফলে ভোগযোগ্য সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ তাহার থাকে না; [কাজেই সে সময়ে আর পুণ্য-পাপ থাকিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না]। দেখ, অপর বেদ-শাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের পর, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন আর যে, সুখ দুঃখ ভোগ থাকে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—'অশরীর (শরীরবিযুক্ত) হইলে পর, প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' 'এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হন'। 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে বিমুক্ত (দেহবিযুক্ত) না হয়; তহার পর প্রকৃত মুক্তিলাভ করে' ইতি ॥ ৩॥৩॥২৭ ॥

এবমর্থস্বাভাব্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানিকালেঽবধৃতে সত্যুভয়াবিরোধেন—শ্রুতেরর্থস্বভাবস্য চাবিরোধেন ছন্দতঃ—যথেষ্টং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ। কৌষীতকীবাক্যে "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে" [কৌষী ১ অনু° ৪,৩] ইতি চরমশ্রুতো বাক্যাবয়বঃ "এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্য" ইতি প্রথম শ্রুতাবয়বাৎ প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩॥৩॥২৮॥

অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়ধাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—গতেঃ (পরলোকগমনের) অর্থবত্ত্বং (সার্থকতা) উভয়ধা (উভয় প্রকারে), অন্যথা (অন্যপ্রকারে—তাহা না হইলে) হি (নিশ্চয়ে) বিরোধঃ (বিরোধ হয়)।]

[সরলার্থঃ—অত্র শঙ্কতে—উভয়ধা দেহ-বিয়োগকালে দেবযানপথে চ ভাগশঃ কর্ম্মক্ষয়ে সত্যেব গতেঃ বিদুষো দেবযান-গতিশ্রুতেঃ অর্থবত্ত্বং সফলত্বমুপপদ্যতে ; অন্যথা হি বিরোধঃ ; দেহবিয়োগসমকালমেব সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে হি কর্ম্মফলোপভোগোপযোগি-সূক্ষ্মশরীরস্যাপি অবশ্যং বিনাশঃ স্যাৎ ; ততশ্চ কেবলস্যাত্মনো গতির্নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

যদি দেহ বিয়োগ সময়ে কিয়দংশ পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ যদি পথিমধ্যে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেই দেবযানপথে গতিবোধক শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ, নির্গমনকালেই সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে কর্ম্মাধীন সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং সূক্ষ্মশরীরের অভাবে সর্ব্বব্যাপী আত্মার গমনই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥৩॥৩॥২৯॥]

সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেকদেশস্য দেহবিয়োগকালে হানিঃ, শেষস্য চ পশ্চাৎ, ইতি উভয়ধা কর্ম্মক্ষয়ে সত্যেব গতেরর্থবত্ত্বম্—দেবযান-গতিশ্রুতে-

---

এই প্রকার শ্রুত্যর্থ পর্য্যালোচনার ফলে সুকৃত-দুষ্কৃতহানির সময় অবধারিত হইল। এখন উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের বিরোধ না হয়, সেইরূপে ইচ্ছানুসারে পদ-সমূহের অন্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। কৌষীতকী শ্রুতিতে 'তখন সুকৃত ও দুষ্কৃত পরিত্যাগ করেন' এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশকে 'এই দেবযান পথ লাভ করিয়া' এই প্রথম-পঠিত শ্রুতি বাক্যের অগ্রে লইয়া যাইতে হইবে। [তাহা হইলেই কোন বাক্যেরই বিরোধ থাকে না।] ॥৩॥৩॥২৮॥

পূর্ব্বপক্ষবাদী এই সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহ বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ দেবযান পথে বিনষ্ট হয়, এই উভয় প্রকারে কর্ম্মক্ষয় হইলেই গতির অর্থবত্ত্ব দেবযান-পথে গতি-প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপপন্ন হইতে পারে। এরূপ না হইলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়,

রর্থবত্ত্বমিত্যর্থঃ। অন্যথা হি বিরোধঃ,—দেহবিয়োগকাল এব সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষয়ে সূক্ষ্মশরীরস্যাপি বিনাশঃ স্যাৎ; তথাসতি কেবলস্যাত্মনো গমনং নোপপদ্যতে। অত উৎক্রান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়ো নোপপন্নঃ ॥৩॥৩॥২৯॥

অত্রোত্তরম্—

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপন্নঃ (সঙ্গত হয়) তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ (যেহেতু ঐ জাতীয় বিষয় দৃষ্ট হয়); লোকবৎ (যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি)।]

[সরলার্থঃ—অত্রোত্তরমাহ—"উপপন্নঃ" ইত্যাদিনা। দেহবিয়োগকালে এব সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষয়েঽপি বিদুষো দেবযানপথ উপপন্ন এব। কুতঃ? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—তল্লক্ষণঃ—তজ্জাতীয়ঃ অর্থঃ—অকর্ম্মলভ্যোঽর্থঃ, তস্যোপলব্ধেঃ "স স্বরাড্‌ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদৌ হি কর্ম্মাভাবেঽপি বিদুষো দেহসম্বন্ধরূপোঽর্থ উপলভ্যতে। লোকবৎ—যথা লোকে সন্তাদিবৃদ্ধীচ্ছয়া প্রারব্ধমপি তড়াগাদিকং তদিচ্ছাবিয়োগেঽপি স্নানপানাদৌ উপযুজ্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দেহ-বিয়োগ সময়ে সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও তাহার দেবযানপথে গতি উপপন্ন হয়; কারণ, 'তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে,' ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থই, অর্থাৎ কর্ম্মাভাবেও দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন সন্তবৃদ্ধির ইচ্ছায় যে পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছার বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে স্নান-পানাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে থাকে, ইহাও তেমনি ॥৩॥৩॥৩০॥]

উপপন্ন এবোৎক্রান্তিকালে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ। কথম্? তল্লক্ষণার্থো-পলব্ধেঃ—ক্ষীণকর্ম্মণোঽপ্যাবির্ভূতস্বরূপস্য দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ।

অর্থাৎ দেহ বিয়োগের সমকালেই সমস্ত কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে তদধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই বিনাশ হইতে পারে। তাহা হইলে ত শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন হইতে পারে না; [কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও নিষ্ক্রিয়]। অতএব নিষ্ক্রমণের সময়েই বিদ্বানের সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩॥৩॥২৯॥

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"উপপন্নঃ" ইত্যাদি।

দেহ বিয়োগকালেও সর্ব্বকর্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়; কিপ্রকারে? যেহেতু তল্লক্ষণার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে; [তল্লক্ষণার্থ অর্থ—তজ্জাতীয় অর্থ], অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ের পরই যাহার নিজ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও দেহসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২,৩] "স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইত্যাদিষু দেহসম্বন্ধাখ্যোঽর্থো হ্যুপলভ্যতে। অতঃ ক্ষীণকর্ম্মাণোঽপি সূক্ষ্মশরীর-যুক্তস্য দেবযানেন গমনমুপপদ্যতে।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারম্ভককর্ম্ম-বিনাশেঽবতিষ্ঠত ইতি চেৎ? বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ক্রমঃ। বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্যানারম্ভিকাপি প্রাকৃতসুখদুঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্য সর্ব্বকর্ম্মণাঞ্চ নিরবশেষক্ষয়েঽপি স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পথৈনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং স্থাপয়তি; লোকবৎ—যথা লোকে সস্যাদিসমৃদ্ধ্যর্থমারব্ধে তটাকাদিকে তদ্ধেতুষু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষ্বপি তদেব তটাকাদিকমশিথিলং কুর্ব্বন্তস্তত্র পানীয়পানাদি কুর্ব্বন্তি; তদ্বৎ ॥৩॥৩॥৩০॥

অথ স্যাৎ—জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্ম্মণো নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যর্থমনুবর্ত্ততে, সুখ-

---

[যথা—] 'পর জ্যোতিঃ (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন', 'তিনি সেখানে হাস্য, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন,' 'তিনি স্বরাট্ হন', সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে' 'তিনি এক প্রকার হন, তিনপ্রকার হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে। অতএব কর্ম্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম শরীরযোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে।

যদি বল, কর্ম্মই যখন সূক্ষ্ম-শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্ম্মের অভাবে সূক্ষ্ম শরীরই বা থাকে কিরূপে? আমরা বলি—বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের, মহিমায় [থাকে]। বিদ্যা নিজে সূক্ষ্মশরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃতিক সুখদুঃখোপভোগের সাধনস্বরূপ স্থূল শরীর ও সমস্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ আপনার (বিদ্যার) ফল প্রদানের সাহায্যার্থ দেবযানপথে ইহাকে (বিদ্বান্‌কে) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীরটি রক্ষা করিয়া থাকে। লোকবৎ—জগতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সস্যাদি বৃদ্ধির উদ্দেশে জলাশয় খনিত হইলে পর, তড়াগাদি সৃষ্টির হেতুভূত সেই পূর্ব্বতন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নষ্ট হইয়া গেলেও অবিকৃত ভাবে রক্ষিত সেই তড়াগাদিতে জনসমূহ যথাযথভাবে জলপানাদি কার্য্য করিয়া থাকে; ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৩০॥

আপত্তি হইতে পারে, যাহারা জ্ঞানী—পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, দেহপাত সময়ে তাহাদের কর্ম্মরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ায় দেহপাতের পর, দেবযানপথে গতির নিমিত্ত কেবল সূক্ষ্ম শরীরমাত্রই অনুগত থাকে, কিন্তু সুখ-দুঃখ-ভোগ থাকে না;

দুঃখানুভবো ন বিদ্যতে—ইতি যদুক্তম্, তন্নোপপদ্যতে; বসিষ্ঠাপান্তর-তপঃপ্রভৃতীনাং সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্বানাং দেহপাতাদূর্দ্ধং দেহান্তরসঙ্গমঃ, পুত্রজন্মবিপত্ত্যাদিনিমিত্ত-সুখদুঃখানুভবশ্চ দৃশ্যত ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদধিকারং (অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত) অবস্থিতিঃ (অবস্থান), আধিকারিকাণাম্ (অধিকার বা ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত জীবদিগের)।]

[সরলার্থঃ—আধিকারিকাণাং অধিকারবিশেষে নিযুক্তানাং যাবদধিকারং স্বাধিকার-সমাপ্তিপর্য্যন্তং তদ্ধেতুভূত প্রারব্ধকর্ম্মণামবিনাশাৎ তৎফলভোগায়ৈব দেহেষু অবস্থিতির্ভবতি। অতঃ বসিষ্ঠাদীনাং জ্ঞানিনামপি সুখাদ্যনুভবো ন দোষায়; তেষাং প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াভাবাদিতি ভাবঃ ॥

যাহারা অধিকার-বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরোধে সুখ-দুঃখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ করা দোষাবহ হয় না। অতএব জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠাদিরও সুখদুঃখাদি ভোগ দোষাবহ হইতেছে না ॥৩॥৩॥৩১॥] [দ্বাদশ সাম্পরায়াধিকরণ ॥ ১২ ॥]

নাস্মাভিঃ সর্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতসময়ে সুকৃত-দুষ্কৃতয়োর্বিনাশ উক্তঃ; অপি তু যেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতানন্তরমর্চ্চিরাদিকা গতিঃ প্রাপ্তা, তেষাং দেহপাতসময়ে সুকৃতদুষ্কৃতহানিরুক্তা। বসিষ্ঠাদীনাং ত্বাধিকারিকাণাং ন দেহপাতানন্তরমর্চ্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ, প্রারব্ধস্যাধিকারস্যাসমাপ্তত্বাৎ। তেষাং কর্ম্মবিশেষেণাধিকারবিশেষং প্রাপ্তানাং যাবদধিকার-

---

এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, পরতত্ত্ব-প্রত্যক্ষকারী বসিষ্ঠ ও অপান্তরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও বিপৎ-প্রভৃতি নিমিত্ত সন্দর্শনে সুখ-দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উত্তর বলিতেছেন—"যাবদধিকারম্" ইত্যাদি।

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীরই দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি, তাহা নহে; পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়, দেহপাত সময়ে কেবল তাহাদেরই পুণ্য-পাপধ্বংসের কথা বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ-সম্পাদনে অধিকারপ্রাপ্ত বসিষ্ঠপ্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্চ্চিরাদি পথে (দেবযান পথে) গমন হয় নাই; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারব্ধ অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, (তখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে)। তাহারা যে কর্ম্মের ফলে অধিকার বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত

সমাপ্তি তদারম্ভকং কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে। প্রারব্ধস্য হি কর্ম্মণো ভোগাদেব ক্ষয়ঃ। অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কর্ম্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে। অতস্তেষাং ন দেহপাতাদনন্তরমর্চ্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩॥৩॥৩১॥

[দ্বাদশং সাম্পরায়াধিকরণম্ ॥১২॥]

অনিয়মাধিকরণম্।] **অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩॥৩॥৩২॥**

[পদচ্ছেদঃ—অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব) সর্ব্বেষাং (ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সকলের) শব্দানুমানাভ্যাং (শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত)।]

[সরলার্থঃ—যেষু যেষু উপাসনেষু দেবযানগতিঃ পঠিতা, তন্নিষ্ঠানামেব তচ্চিন্তনমিতি নিয়মো নাস্তি; কিন্তু সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানামিতি। কুতঃ? যত এবং সত্যেব শব্দানুমানাভ্যাম্ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবিরোধঃ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ।

যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবযান পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, সেই সমুদয় উপাসনা-নিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই দেবযানগতি চিন্তনীয়, এরূপ নিয়ম নাই; পরন্তু সমস্ত উপাসকগণের পক্ষেই চিন্তনীয়; কারণ? তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে ॥৩॥৩॥৩২॥]

না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় না। কেন না, একমাত্র ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্যই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকার-সম্পাদক প্রারব্ধ কর্ম্ম অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমানই থাকে; সেই হেতুই তাহাদের দেহপাতের পরও অর্চ্চিরাদি পথে (দেবযান পথে) গমন হয় না (*) ॥৩॥৩॥৩১॥

[দ্বাদশ সাম্পরায়াধিকরণ ॥১২॥]

(*) তাৎপর্য্য—যাহারা পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে অধিকার প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যাহারা সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের সময়ই তাহাদের সমস্ত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং দেবযান পথে উর্দ্ধগতি হয়। আর যাহারা কর্ম্মফলে অধিকারবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিজের সম্পাদনীয় কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহেই অবস্থান করেন, এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন। তাই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

অর্থাৎ স্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কেন না, ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটী কল্পেও প্রারব্ধ কর্ম্ম (যাহার ফল-ভোগার্থ দেহধারণ করা হইয়াছে,) কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই কারণেই মহাত্মা ভরতকে (প্রারব্ধ ভোগার্থ) হরিণ জন্মের পরেও আবার মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

উপকোসলাদিষু যেষূপাসনেষ্বর্চ্চিরাদিগতিঃ শ্রূয়তে ; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, উত সর্ব্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্? ইতি সংশয়ে— ইতরেষ্বনাম্নানাৎ, "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] "শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতীতরসকলব্রহ্মবিদ্যোপস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব,—ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে— অনিয়মঃ—ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বেষাং সর্ব্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়ৈব গন্তব্যত্বাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি। সর্ব্বেষাং তয়ৈব গমনে হি সতি শব্দানুমানাভ্যাম্—শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবেত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—ছান্দোগ্য-

---

উপকোসলাদি যে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চ্চিরাদি-পথে গতি-শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-তৎপর লোকদিগেরই সেই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়? অথবা ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকেরই সেই পথে গতি হয়? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, অপরাপর উপাসনায় দেবযানপথের উল্লেখ না থাকায়, এবং 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য-জ্ঞানে উপাসনা করেন' ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চ্চিরাদি পথে গমনের বিষয়ে প্রমাণও না থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল উপকোসলাদি-কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই [অর্চ্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়]। এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে— "অনিয়মঃ" ইত্যাদি। (*)

সকলেরই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতৎপর সমস্ত লোকের পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্যগন্তব্য; তখন কেবল যে, উপকোসলাদি-উপাসনানিষ্ঠদিগেরই [ঐরূপ গতি হয়,] এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিতও অবিরোধ রক্ষিত হয়; নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ শ্রুতি—ছান্দোগ্য ও

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অনিয়মাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসকদিগের অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ২) সংশয়—উপকোসলবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চ্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যোপাসক দিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অন্যের সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসলাদি বিদ্যায়ই বিশেষ করিয়া অর্চ্চিরাদি পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, উপকোসলাদি বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না। (৪) উত্তর—না,—যে সমস্ত বিদ্যায় অর্চ্চিরাদি পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, তদুপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; পরন্তু ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হইবে; কারণ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে সামান্যতঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা নিগদিত আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব সামান্যতঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই॥

বাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চ্চিরাদিমার্গেণ সর্ব্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং (*) গমনমাহ—"য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিসমভিসম্ভবন্তি" [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতি বাজসনেয়কে ; "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমে (+) ঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি চ্ছান্দোগ্যে ; "য ইত্থং বিদুঃ" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ "যে চেমে" ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসীনাং-শ্চোদ্দিশ্য অর্চ্চিরাদিকা গতিরুপদিশ্যতে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০] "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তপঃশব্দস্যাপি তেনৈকার্থ্যাৎ সত্য-তপঃশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসনঞ্চান্যত্র শ্রুতং "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যুপক্রম্য "শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" [ছান্দো০ ৭।১৯।১] ইতি। স্মৃতিরপি—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" [গীতা০ ৮।২৪]

ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ। এবংজাতীয়কাঃ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে গমনের কথা বলিতেছেন। বৃহদারণ্যকে আছে 'যাহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চি অর্থাৎ দেবযান পথ প্রাপ্ত হন'। ছান্দোগ্যে আছে—'যাহারা এইরূপে তাহা জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে তপোরূপে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চিকে (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন'। "যে ইত্থং বিদুঃ" বাক্যে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠদিগকে, আর "যে চেমে" কথায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনাকারীদিগকে উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই আর্চ্চিরাদি গতির উপদেশ করিতেছেন। কেন না, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' 'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'সত্য' শব্দটি ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত 'তপঃ' শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থক, তখন বুঝিতে হইবে, সত্য ও তপঃ-শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনার কথা অন্য শ্রুতিতেও শ্রুত আছে ; যথা 'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' এইরূপ উপক্রমের পর 'শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইতি। ব্রহ্মবিৎ লোক 'অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ষণ্মাস, এই দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।' এই স্মৃতিশাস্ত্রও (ভগবদ্গীতা-বাক্যও) সমস্ত ব্রহ্মবিদেরই ঐ পথে গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও

(*) সর্ব্বোপাসননিষ্ঠানাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(+) যে চামী' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শ্রুতিস্মৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি। এবং সর্ব্ববিদ্যাসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তৈবোপ-কোসলবিদ্যাদাবনূদ্যতে ॥৩॥২॥৩২॥ [ত্রয়োদশম্ অনিয়মাধিকরণম্ ॥১৩॥]

অক্ষরধ্যধিকরণম্।] **অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবা-ভ্যামৌপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৩৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—সর্ব্ববিদ্যাতে গ্রহণ) সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ (যেহেতু সমান সম্বন্ধ এবং ঐ সমস্তই ব্রহ্মচিন্তার অন্তর্গত) ঔপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদ্‌গুণের ন্যায়), তৎ (তাহা), উক্তম্ [পূর্ব্বমীমাংসায়] (উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনণু" ইত্যাদি, মুণ্ডকে চ "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে * * যৎ তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদি। কিম্ এষামস্থূলত্বাদীনাং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহারো ন বেতি সংশয়ে, আহ—"অক্ষরধিয়াম্" ইত্যাদি।

অক্ষরধিয়াং—অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধ্যস্থূলত্বাদিবুদ্ধীনাং তু সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অবরোধঃ—উপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্—সর্ব্ববিদ্যাসু ব্রহ্মণঃ সামান্যতঃ সম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মানুসন্ধানাব-সানত্বাচ্চ তাসাম্। ঔপসদবৎ—যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যপসদ্‌গুণভূতঃ সামবেদীয়ঃ "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ যজুর্ব্বেদীয়োপসদনুগততয়া যজুর্ব্বেদিকোপাংশু-রূপেণ প্রযুজ্যতে, তথেত্যর্থঃ। তদুক্তং পূর্ব্বমীমাংসায়াম্—"গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" ইতি॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনণু (অসূক্ষ্ম) [বলিয়া থাকেন]' ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—'অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়; * * যাহা সেই অস্থূল ও অনণু' ইত্যাদি। অক্ষরসম্বন্ধে এই অস্থূলত্বাদি চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই গ্রহণকরিতে হইবে? অথবা যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই? তদুত্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সংগৃহীত হইবে; কারণ? যেহেতু সমস্ত বিদ্যাতেই ব্রহ্মের তুল্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভূত; সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তাই সম্পূর্ণ হয় না। ঔপসদ মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; সেখানে ঔপসদ মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও উপসদ্ যখন যজুর্ব্বেদীয়, তখন তদঙ্গভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্ব্বমীমাংসাতেও উক্ত আছে ॥৩॥৩॥৩৩॥]

বহুতর শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ রহিয়াছে। সর্ব্ববিদ্যার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি উপকোসলাদিবিদ্যাতে কেবল অনূদিত বা পুনরুল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৩২॥

[চতুর্দ্দশ অনিয়মাধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি —অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসম-গন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমসুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন; এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইতি। তথা আথর্ব্বণে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্" [মুণ্ড০ ১।১ ৫] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে অক্ষর-শব্দ-নির্দ্দিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতা অস্থূলত্বাদযঃ প্রপঞ্চপ্রত্যনীকতাস্বরূপাঃ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অনুসন্ধেয়াঃ? উত যত্র শ্রূয়ন্তে, তত্রৈব? ইতি। কিং যুক্তম্? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি। কুতঃ? বিদ্যান্তরস্য রূপভূতানাং গুণানাং বিদ্যান্তরস্য রূপত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রতিষেধরূপাণামেষামানন্দাদিবৎ স্বরূপাবগমোপায়ত্বাভাবাচ্চ। আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মণি স্থূল-

---

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—'হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্গণ এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়) অনণু (অণু নয়) অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূন্য (চর্ব্বি রহিত), ছায়ারহিত, অতমঃ (অন্ধকার-বিলক্ষণ), বায়ু ও আকাশ রহিত, অসঙ্গ বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষুঃ শ্রোত্র বাক্ মনঃ তেজঃ প্রাণ সুখ ও মাত্রা (পরিমাণ) রহিত, এবং অন্তর ও বাহ্যশূন্য; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না; হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে' ইতি। এইরূপ অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদেও শোনা যায়—'অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র শূন্য এবং হস্ত পদ রহিত' ইতি। ইহাতে সংশয় এই যে, অক্ষর-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ এই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মসমুদয় কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে শ্রুত, কেবল সেখানেই? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? যেখানে শ্রুত, সেখানেই [চিন্তনীয়], এই পক্ষই। কারণ? যেহেতু এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণসমূহ যে, অন্য বিদ্যারও স্বরূপভূত হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ স্থূলত্বাদির নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপাবগতির উপায়ও হইতে পারে না। [প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে,] যখন নিরালম্বন বা নির্ব্বিষয়ক প্রতিষেধ হইতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপে অবগত ব্রহ্মের

ত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চধর্ম্মাঃ প্রতিষিধ্যন্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ" ইতি।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সর্ব্বব্রহ্মবিদ্যাস্ববরোধঃ—সংগ্রহণমিত্যর্থঃ। কুতঃ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাং—সর্ব্বেষূপাসনেষূপাস্যস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপ-প্রতীতৌ ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্। নচ কেবলমানন্দাদি ব্রহ্মণোঽসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মন্যপ্যানন্দাদের্বিদ্যমানত্বাৎ। হেয়প্রত্যনীকো হি আনন্দাদির্ব্রহ্মণোঽসাধারণং রূপম্। প্রত্যগাত্মনস্তু স্বতো হেয়বিরহিণোঽপি হেয়মসম্বন্ধযোগ্যতাস্তি; হেয়প্রত্যনীকত্বঞ্চ চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধর্ম্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্। অতোঽসাধারণা-

---

স্বরূপ বিষয়েই জাগতিক' স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি "অক্ষরধিয়াং" ইতি (*)।

[সিদ্ধান্তে অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের গ্রহণ।]

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-চিন্তার অবরোধ—গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ? সামান্য ও তদ্ভাবই কারণ; যেহেতু এক অক্ষর ব্রহ্মই সমস্ত উপাসনায় উপাস্য, এবং যেহেতু অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি-ধর্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে; [কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, যেমন আনন্দাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়]। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, কোন বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান করা অর্থ—তাহাকে অসাধারণ বা বিশেষাকারে গ্রহণকরা। প্রত্যগাত্মা—জীবেও যখন আনন্দাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল অনন্দাদি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিশেষ আকার (স্বরূপ) প্রতীতি-গোচর করিতে পারে না। হেয় গুণের বিপরীত আনন্দাদিই হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা অন্যবিলক্ষণ রূপ; কিন্তু প্রত্যগাত্মা (জীব) প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ বিবর্জ্জিত হইলেও হেয়গুণের সহিত সম্বদ্ধ হইবার অযোগ্য নহে। হেয়-প্রত্যনীকত্ব (হেয়-প্রতিকূলত্ব) অর্থ—চেতনাচেতনাত্মক প্রপঞ্চের ধর্ম্ম—স্থূলত্বাদির বৈপরীত্য; অত এব অসাধারণ

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অক্ষরধী' অধিকরণ। ইহা ৩৩—৩৪শ পর্য্যন্ত দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম। (২) সংশয়—অক্ষরোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায়ই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধার্থই যখন অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের উপন্যাস, তখন সমস্ত বিদ্যাতেই তাহারগ্রহণ করা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, এ কথা সত্য নহে; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই উপাস্য; এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তায় অবর্জ্জনীয়, তখন আনন্দাদির ন্যায় অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে।

কারেণ ব্রহ্মানুসন্দধতা অস্থূলত্বাদিবিশেষিতজ্ঞানানন্দাদ্যাকারং ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদীনামানন্দাদিব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি।

গুণানাং প্রধানানুবর্ত্তিত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ঔপসদবৎ ইতি। যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদ্গুণভূতঃ (*) সামবেদপঠিতঃ "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" [০—৭] ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্ত্তিতয়া যাজুর্ব্বেদিকেনোপাংশুত্বেন প্রযুজ্যতে। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।" [পূর্ব্বমীমাংসা] ইতি ॥৩॥৩॥৩৩॥

বা ইতর-বিলক্ষণাকারে যিনি ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদি রূপে বিশেষিত আনন্দাদি স্বরূপেই ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। অতএব আনন্দাদি ধর্ম্মের ন্যায় অস্থূলত্বাদিও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির অন্তর্ভূত হওয়ায় সেইরূপে অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিরূপে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে।

গুণ বা অঙ্গ সমূহ যে, প্রধানের (গুণীর) অনুগামী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'ঔপসদবৎ' ইতি। জমদগ্নিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত (জামদগ্ন্য) চতুরাত্রনামক যাগে যেমন পুরোডাশের (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্যের) সংস্কারক ঔপসদ (উপসদের অঙ্গীভূত) "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই প্রধানের (অঙ্গীর) অনুগত হয়, এইকারণে যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে; [ইহাও সেইরূপ]। প্রথম কাণ্ডেও (কর্ম্ম-মীমাংসায়) একথা উক্ত আছে—'যেখানে গুণ ও মুখ্যের অর্থাং অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে প্রধানের সহিতই বেদসংযোগ বা বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে; কেন না, প্রধানের উপকারার্থই ত অঙ্গের ব্যবস্থা' (†) ॥৩॥৩॥৩৩॥

(*) পুরোডাশাদ্যুপসদ্গুণভূতঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'চতুরাত্র' একটি যজ্ঞের নাম। মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া উহা 'জামদগ্ন্য চতুরাত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের জন্য বিহিত একটি কর্ম্মের নাম উপসদ্। ঐ উপসদ্ কর্ম্মে পঠনীয় "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয়; "উচ্চৈঃ সাম" এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত, কিন্তু 'উপসদ্' কর্ম্মটি যখন যজুর্ব্বেদীয়, এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ; অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্ব্বেদীয় উপসদ্-কর্ম্মের অনুরোধে, "উপাংশু যজুষা" অর্থাং যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র মৃদুস্বরে পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপেই পাঠ করিতে হয়। অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ; সুতরাং যেখানে যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে।

নন্বেবং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ব্রহ্মণ এব গুণিত্বাদ্গুণানাং চ প্রধানানুবর্ত্তিত্বাৎ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইত্যাদেগুর্ণজাতস্য প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতস্যাপ্যব্যবস্থা স্যাৎ। তত্রাহ—

ইয়দামননাৎ ॥৩।৩।৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইয়ৎ (এই পরিমাণ), আমননাৎ (আভিমুখ্যে চিন্তা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আমননাৎ—আভিমুখ্যেন ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ হেতোঃ ইয়দেব—যেন বিনা ব্রহ্মানুসন্ধানমেব ন সম্ভবতি, তাদৃশমেব গুণজাতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যম্। তচ্চ অস্থূলত্বাদিবিশেষিতম্ আনন্দাদ্যেব, ন পুনঃ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে, একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে, সেই হেতু, যাহার অভাবে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সেই অস্থূলত্বাদিসমেত আনন্দাদি ধর্ম্মের উপসংহার করিতে হইবে, কিন্তু "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের নহে; কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তায় অব্যভিচারী উপায় নহে ॥৩।৩।৩৪॥]

আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—অনুচিন্তনম্। আমননাৎ হেতোরিয়দেব গুণজাতং সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দাদিকম্। যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপস্যেতরব্যাবৃত্তস্যানুসন্ধানং ন সম্ভবতি, তদেব সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ। ইতরে তু

ভাল কথা, ব্রহ্মই যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি গুণসমূহ প্রত্যেক বিদ্যায় ব্যবস্থিত বা পৃথগ্ভূত থাকিলেও এখন ত সে সমস্ত গুণের অব্যবস্থা বা অনিয়ম হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সর্ব্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইয়দামননাৎ"।

আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে—তদ্গতভাবে নিরন্তর চিন্তা। আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুসন্ধান বা চিন্তার জন্য এই সমস্ত গুণই—অস্থূলত্বাদি সহকৃত আনন্দাদি গুণই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা গ্রহণ করিতে হইবে; সেই গুণসমূহও এই অস্থূলত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে; তদ্ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহ

সর্ব্বকর্ম্মত্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্ত্তিনোঽপি চিন্তনীয়ত্বেন প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতাঃ ॥৩॥৩॥৩৪॥ [চতুর্দ্দশম্ অক্ষরধ্যধিকরণম্ ॥১৪॥]

অন্তরত্বাধিকরণম্।] **অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩॥৩॥৩৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে) ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ (সর্বপ্রাণিবিশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মার), অন্যথা (তাহা না হইলে) ভেদানুপপত্তিঃ (পৃথক্ উপদেশের সার্থকতা থাকে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), উপদেশবৎ (সদ্বিদ্যায় যেমন [পুনঃ পুনঃ] উপদেশ হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষ্ব" ইত্যুষস্তপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে—"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ * * * অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদি উক্তম্, অনন্তরং কহোলপ্রশ্নস্য প্রতিবচনেঽপি "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি, এতং বৈতমাত্মানং বিদিত্বা * * * অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যন্তমুক্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র বিদ্যৈক্যম্? উত বিদ্যাভেদঃ? ইতি। পূর্ব্বত্র প্রাণনাদিহেতুভূতঃ প্রত্যগাত্মা, উত্তরত্র তু অশনায়াপিপাসাদ্যতীতঃ পরমাত্মা উপাস্যঃ, ইত্যতো বিদ্যাভেদপ্রাপ্তাবুচ্যতে—"অন্তরা" ইত্যাদি।

অন্তরা—"য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যুষস্তপ্রশ্নঃ ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ—কৃৎস্নপ্রাণিপ্রাণনহেতুভূত-প্রত্যগাত্মন এব, অন্যথা প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বং বিনা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; উপদেশবৎ—যথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেকস্যামেব সদ্বিদ্যায়াং "ভগবাংস্ত্বেব মে ব্রবীতু" "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" ইত্যেকাধিকঃ প্রশ্নো দৃষ্টঃ, তথা অত্রাপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'যাহা সর্ব্বান্তর, তাহার কথা আমাকে বল,' এই উষস্তপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—'যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করে, তাহা তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা, * * * তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। তাহার পর কহোলপ্রশ্নের উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, 'যিনি পান ও ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির অতীত, সেই আত্মাকে অবগত হইয়া * * *, তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। উভয়স্থলে একই পরমাত্মা উপাস্য? কিংবা ভিন্ন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্তরা" ইত্যাদি।

যদি বল, 'যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা' এই উষস্তপ্রশ্নের প্রতিবচনে প্রাণিদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-কার্য্যের হেতুভূত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) প্রতিপাদ্য; (পরমাত্মা নহে); কারণ, তাহা না হইলে প্রত্যুত্তরের পার্থক্য হইতে পারে না। না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাপ্রকরণে যেরূপ একই ব্রহ্মবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও সেই প্রকার ॥৩॥৩॥৩৫॥]

প্রধানানুগত হইলেও চিন্তার জন্যই প্রত্যেক বিদ্যায় পৃথক্ রূপে নিরূপিত হইয়াছে, [সুতরাং অন্যত্র সে সমুদয়ের উপসংহার করিবার আবশ্যক নাই] ॥৩॥৩॥৩৪॥

[চতুর্দ্দশ 'অক্ষরধী' অধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে উষস্তপ্রশ্নে এবমাম্নায়তে—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি। তস্য প্রতিবচনম্—"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, যোঽপানেনাপানিতি, স ত আত্মা" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইত্যাদি। অতুষ্টেন তেন পুনঃ পৃষ্ট আহ—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তম্" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইতি। তথা তদনন্তরং কহোলপ্রশ্নে চৈবমাম্নায়তে—"যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। প্রতিবচনঞ্চ—"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি, এবং হৈতমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যাদি "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয্যতে—কিমনয়োর্বিদ্যাভেদোঽস্তি

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উষস্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বল' ইতি। ইহার প্রত্যুত্তর এইরূপ—'যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাদি কার্য্য) করে, তাহাই তোমার সর্ব্বান্তরভূত আত্মা; যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য্য করে, তাহাই তোমার আত্মা' ইত্যাদি। উষস্ত এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন—'দৃষ্টির (জ্ঞানের) দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রুতির (শ্রবণের) শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মননকর্ত্তাকেও মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত্ত—ধ্বংসশীল' ইতি। তাহার পরে, কহোলের প্রশ্নও ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে—'নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা কর' ইতি। ইহার প্রত্যুত্তরও—'যাহা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিত্তাভিলাষ হইতে [মুক্তিলাভ করেন]', এই হইতে 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত '(বিনাশশীল)' এই পর্য্যন্ত (*)। এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অন্তরত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"এষ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বান্তর আত্মা। (২) সংশয়—এই সর্ব্বান্তর কি প্রত্যগাত্মা (জীব)? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বান্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই জীব। (৪) উত্তর—না; এই উভয় বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, জীব নহে। কারণ, জীবের পক্ষে উভয় বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার সুসঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব উপক্রম ও উপসংহারানুসারে উপাস্তের ঐক্য সিদ্ধ হওয়ায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে।

নেতি। কিং যুক্তম্ ? ভেদ ইতি। কুতঃ ? রূপভেদাৎ,—**প্রতিবচনভেদাদ্** রূপং ভিদ্যতে। প্রশ্নস্যৈকরূপ্যেঽপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপলভ্যতে। পূর্ব্বত্র প্রাণনাদীনাং কর্ত্তা সর্ব্বান্তরাত্মত্বেনোচ্যতে, **পর**ত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ। অতঃ পূর্ব্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ-প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে; পরত্র তু তদতিরিক্তোঽশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা অতো রূপং ভিদ্যতে। ভূতগ্রামবত্তশ্চ প্রত্যগাত্মনস্তস্য ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্যান্তরত্বেন (*) সর্ব্বান্তরত্বমপ্যুপপন্নম্। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনঃ সর্ব্বান্তরত্বং ভূতগ্রামমাত্রাপেক্ষত্বেনাপেক্ষিকম্, তথাপি তদেব গ্রাহ্যম্; অন্যথা মুখ্যান্তরাত্মপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে প্রতিবচনভেদো নোপপদ্যতে। প্রতিবচনং হি পূর্ব্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্, পরমাত্মনঃ প্রাণিতৃত্বাপানিতৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ। পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়া-পিপাসাদ্যতীতত্বাৎ।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তি-

উভয় বাক্যে বিদ্যার ভেদ আছে কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভেদপক্ষই। কি কারণে ? যে হেতু রূপভেদ রহিয়াছে। প্রতিবচনের ভেদেই উপাস্য বিষয়ের স্বরূপভেদ ঘটিতেছে। কেন না, প্রশ্ন একরূপ হইলেও প্রত্যুত্তর কিন্তু একাকার দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথম প্রতিবচনে প্রাণনাদি চেষ্টার কর্ত্তাকে সর্ব্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে অশনায়াদি ধর্ম্মরহিতকে সর্ব্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) অভিহিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ও অশনায়া-পিপাসারহিত পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন; অতএব উহা স্বরূপতই ভিন্ন হইতেছে। আর জীবভাবাপন্ন প্রত্যাগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অভ্যন্তরস্থ; তখন তাহার সর্ব্বান্তরত্ব-নির্দ্দেশও অসঙ্গত নহে। যদিও প্রত্যগাত্মার সর্ব্বান্তরভাব ভূতগ্রাম-সাপেক্ষ হওয়ায় আপেক্ষিক হউক, তথাপি এখানে জীবাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ 'অন্তরাত্মা' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের লোভে এখানে পরমাত্মা-অর্থ স্বীকার করিলে প্রতিবচনের পার্থক্য উপপন্ন হয় না। প্রাণন ও অপাননের হেতুত্ব পরমাত্মার সম্বন্ধে সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর বাক্যটি প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে, আর পরবর্ত্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে; কেন না, তাহাকে অশনায়া-পিপাসাদির অতীত বলা হইয়াছে। "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ" বাক্যেও এই প্রকার

(*) সর্ব্বস্যান্তরাত্মত্বেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

রিতি চেৎ—ইতি। অন্তরা—সর্ব্বান্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ-স্বাত্মনঃ—ভূতগ্রামবান্—তদন্তরঃ স্বাত্মা—প্রত্যগাত্মা সর্ব্বান্তর ইত্যুচ্যত-ইত্যর্থঃ। অন্যথা "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" [বৃহদা০ ৫।৪।১] "যোঽশনায়া-পিপাসাদ্যতীতঃ" ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নেতি। ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্ন-প্রতি-বচনয়োঃ। তথাহি—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বন্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রহ্মশব্দস্য পরমাত্মা-সাধারণত্বেঽপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিদুপচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যা পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং "যৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম" [তৈত্তী০ আন০ ১।১] ইতি বিশেষণং ক্রিয়তে। অপরোক্ষত্বমপি সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকালসম্বন্ধিত্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। সর্ব্বান্তরত্বমপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ"

আশঙ্কাই প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরা অর্থ—সর্ব্বান্তরত্ব-প্রতিপাদক প্রতিবচন; 'ভূতগ্রামবৎ-স্বাত্মনঃ' অর্থ—ভূতগ্রামবান্—ভূত সমূহের অভ্যন্তরস্থ স্বাত্মা—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) সর্ব্বান্তর বলিয়া কথিত হইতেছেন। এরূপ অর্থ না হইলে 'যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন', এবং 'যিনি অশনায়া ও পিপাসাদির অতীত' এইরূপ বিভিন্নাকার উত্তর প্রদান সঙ্গত হইতে পারে না; ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—'ন' ইতি।

'ন' অর্থ—বিদ্যাভেদ নাই। কেন না, যেহেতু উভয়স্থানীয় প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয় হইতেছে পরমাত্মা; (অতএব বিদ্যাভেদ হইতে পারে না)। দেখ, 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা' এই প্রশ্ন ত পরমাত্মবিষয়েই বটে; কেন না, ব্রহ্ম-শব্দটি বিশেষরূপে পরমাত্মার বাচক হইলেও, কখন কখন প্রত্যক্-আত্মাতেও গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়; এই কারণে প্রত্যক্-আত্মার ব্যাবৃত্তি বা প্রতিষেধ করিয়া পরমাত্মা-অর্থ বুঝাইবার জন্যই "যৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম" (যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, অর্থাৎ গৌণ বা উপচরিত নহে), কথায় বিশেষিত করা হইয়াছে। আর সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল-সম্বন্ধিত্বরূপ যে, অপরোক্ষত্ব, তাহাও 'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। সর্ব্বান্তরত্ব ধর্ম্মও 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মার অন্তর' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বান্তর্যামী

ইতি সর্ব্বান্তর্যামিণঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি। প্রতিবচনমপি তথৈব পরমাত্মবিষয়ম্। "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি—নিরুপাধিকং প্রাণনস্য কর্ত্তৃত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্তৌ প্রাণনং প্রতি কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ। এবমজানতোষস্তেন প্রাণনে কর্ত্তৃত্বমাত্রমুক্তং মন্বানেন প্রত্যগাত্মনোঽপি সাধারণত্বং প্রতিবচনস্য মত্বা অতুষ্টেন পুনঃ পৃষ্টস্তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনস্য কর্ত্তারং পরমাত্মানমাহ—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াধীনানাং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কর্ত্তারং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনস্য কর্ত্তৃত্বেনোক্ত ইতি ন মন্বীথাঃ; তস্য সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ প্রাণনাদেরকর্ত্তৃত্বাৎ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭।১] ইতি সর্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবান্যত্র শ্রুতম্। অতঃ পূর্ব্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়াদ্যতীতত্বস্য পরমাত্মাসাধারণত্বাৎ। উভয়ত্র "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যুপসংহারশ্চৈকরূপঃ।

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। সেইরূপ প্রতিবচনও ঠিক পরমাত্মবিষয়েই সঙ্গত হয়—সুষুপ্তি সময়ে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কর্ত্তৃত্বই থাকে না, তখন অব্যাহতভাবে প্রাণনকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। এই প্রকারে স্বায় অজ্ঞতা বশতঃ উষস্ত মনে করিলেন যে, এখানে বোধ হয়, কেবল প্রাণন-ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত এই প্রত্যুত্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উষস্ত আগ্রহ সহকারে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে পর, "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত এবং প্রাণন ব্যাপারের নিরুপাধিক (অনাপেক্ষিক—সর্ব্বকালীন) কর্ত্তা পরমাত্মার কথা বলিলেন। ইন্দ্রিয়াধীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয়, তাহার কর্ত্তৃভূত জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে না; কারণ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের কোনরূপ কর্ত্তৃত্বই থাকে না। বিশেষতঃ 'যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণন করিত, কেই বা চেষ্টা করিত' ইত্যাদি অপর শ্রুতিতেও পরমাত্মাকেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণন-হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রশ্ন প্রতিবচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক; কেন না, অশনায়াদি বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা (অশনায়াদি-রাহিত্য), তাহা কেবল পরমাত্মারই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম, (জীবের নহে)। তাহার পর, উভয় স্থানেই 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত বা বিনাশশীল' এই উপসংহার-বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ, [সুতরাং উভয় স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে]। তবে যে, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি

প্রশ্ন-প্রতিবচনাবৃত্তিস্তু কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায়। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপদেশবদ্ ইতি। যথা সদ্বিদ্যায়াম্ "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইতি প্রক্রান্তে সদুপদেশে "ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ ব্রবীত্বিতি" [ছান্দো০ ৬।১।৭] "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" [ছান্দো০ ৬।৫।৪] ইতি প্রশ্নস্য "এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" [ছান্দো০ ৬।৯।৪] ইতি প্রতিবচনস্য চ ভূয়োভূয় আবৃত্তিঃ সতো ব্রহ্মণস্তত্তন্মাহাত্ম্যবিশেষপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে; তদ্বৎ। অত একস্যৈব সর্ব্বান্তরভূতস্য ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনেন রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যম্ ॥৩॥৩॥৩৫॥

অথ স্যাৎ—যদ্যপ্যুভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি বিদ্যাভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ; একত্র সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্যম্, ইতরত্র অশনায়াদ্যতীতত্বেন, ইত্যুপাস্যগুণভেদেন রূপভেদাৎ। প্রষ্টৃভেদাচ্চ,—পূর্ব্বত্র উষস্তঃ প্রষ্টা; উত্তরত্র কহোলঃ—ইতি। তত্রাহ—

বা পুনরুল্লেখ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—পরব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"উপদেশবৎ" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদে সদ্বিদ্যা-প্রকরণে 'তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পর, 'পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন', 'পূজনীয় আপনিই পুনর্ব্বার বলুন,' এই প্রশ্নের এবং 'ইহা অতিশয় অণুস্বরূপ, সমস্ত জগৎই তদাত্মক, তিনিই সত্যস্বরূপ' এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাহার মহিমাবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তেমনই বটে। অতএব, ব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্ম্মের অতীত, তৎপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য; সুতরাং উপাস্য পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে॥৩॥৩॥৩৫॥

এখানে আপত্তি হইতেপারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক, তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্ম একস্থানে হইতেছেন—সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অন্য স্থানে হইতেছেন—অশনায়াদির অতীত; সুতরাং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে। বিশেষতঃ প্রশ্নকর্ত্তার ভেদও বিদ্যাভেদের অপর হেতু—প্রথম প্রশ্নের কর্ত্তা—উষস্ত, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্ত্তা হইতেছেন—কহোল। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিহারঃ (পরস্পর গ্রহণ—বিনিময়) বিশিংষন্তি (বিশেষরূপে বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ইতরবৎ (যেমন—সদ্বিদ্যায় হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—এবং চ, দ্বয়োরেব প্রশ্নকর্ত্রো: প্রশ্নবিষয়ৈক্যে নিশ্চিতে সতি ব্যতিহারঃ—যথোক্তধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ কার্য্যঃ—কহোলেন প্রাণনাদিহেতুত্ববুদ্ধিঃ সর্ব্বান্তরাত্মবিষয়ে কার্য্যা, তথা উষস্তেনাপি অশনায়াদ্যতীতত্ববুদ্ধিঃ কার্য্যেত্যর্থঃ। যথা ইতরত্র সদ্বিদ্যায়াং সর্ব্বাণি প্রতিবচনানি পরমাত্মপরাণি, তথা অত্র উভয়ত্রাপি সর্ব্বাণি যাজ্ঞবল্ক্যবচনানি একমেব সর্ব্বান্তরত্বেন পরমাত্মানং বিশিংষন্তি বিশেষেণ কথয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে এক পরমাত্মাই যখন উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও ব্যতিহার বা বিনিময় করিতে হইবে, অর্থাৎ কহোলকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রাণনাদি-হেতুত্ববুদ্ধি, আর উষস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে—অশনায়াদি-অতীতত্ববুদ্ধি। কেন না, অন্যত্র—ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাতে যেমন সমস্ত উত্তরবাক্যই ব্রহ্মবোধক, তেমনি এখানেও যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক; অতএব উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৩৬॥]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থ-বিষয়াভ্যামেকেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ। প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ম্। দ্বিতীয়ে প্রশ্নে "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যেবকারশ্চ পূর্ব্বত্রোষস্তেন পৃষ্টগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্যাবধারয়তি। প্রতিবচনং চোভয়ত্র "স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়মেক-রূপমেব। বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্রৈব দৃশ্যতে—"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং

"ব্যতিহারঃ" ইত্যাদি। একই বিষয়ের প্রতিপাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্য দ্বারা এবং উপাসনাবিধায়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও যখন একই বস্তুর উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে বিদ্যাভেদ হইতে পারে না।

প্রশ্ন দুইটিও সর্ব্বান্তর আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক। প্রথম প্রশ্নে উষস্তকর্তৃক যাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কহোল-প্রশ্নের বিষয়ও যে, তাহাই (অন্য নহে), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত "যৎ এব" ইত্যাদি শ্রুতিগত 'এব' শব্দে অবধারিত হইতেছে। আর উভয়স্থানীয় যে, প্রতিবচন—'তাহাই তোমার সর্ব্বান্তর' ইত্যাদি, তাহাও সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক—একই প্রকার। উপাসনাবিধায়ক বিধিপ্রত্যয়ও পরবর্ত্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয়; যথা—'সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে', এই প্রকারে

নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। এবং সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-বিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বয়োরবগতে সতি একস্মিন্নেব সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাস্যে উষস্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধিব্যতিহারঃ কর্ত্তব্যঃ,-- উষস্তস্য যা সর্ব্বান্তরাত্মনো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা কহোলেনাপি প্রষ্ট্রা কার্য্যা ; যা চ কহোলস্য তস্যৈব ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা উষস্তেনাপি কার্য্যা। এবং ব্যতিহারে কৃতে উভাভ্যাং সর্ব্বান্তরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যাবৃত্তিরবগতা ভবতি। এবং সর্ব্বান্তরাত্মানং প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তমবগময়িতুং সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বা-শনায়াদ্যতীতত্ব-প্রতিপাদনেন বিশিংষন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি। অতো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বমেবোপাস্যগুণঃ ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্তু তস্যোপ-পাদকাঃ, নোপাস্যাঃ।

ননু উপাস্যগুণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বমেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াদ্য-তীতত্বস্য চ প্রষ্ট্রোঃ ব্যতিহৃত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্ ? তদুচ্যতে—সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেন সর্ব্বান্তরাত্মনি জীবাদ্ ব্যাবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষস্তেনাবগতে সতি কহোলেন জীবস্য সর্ব্বাত্মনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্ব্বান্তরাত্মা

যখন সর্ব্বান্তরত্ব ও আত্মত্ববিশিষ্ট এক ব্রহ্মবিষয়েই উভয়ের প্রশ্ন ও প্রতিবচন অবধারিত হইল, তখন সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ে উষস্ত ও কহোলের পরস্পর বুদ্ধি-ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে। উষস্তের যে, সর্ব্বান্তরাত্মা ব্রহ্মবিষয়ে সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণধারণত্ব চিন্তা, প্রশ্নকর্ত্তা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার কহোলেরও যে, সেই ব্রহ্মবিষয়েই অশনায়াদ্যতীতত্ব চিন্তা, উষস্তকেও সে চিন্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম যে, জীব হইতে পৃথক্, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে। এইপ্রকারে জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাকে বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-ধারণহেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। অতএব এখানে ব্রহ্মের সর্ব্বান্তরাত্মত্বই উপাস্য গুণ, অর্থাৎ সর্ব্বান্তরত্ব-গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ; আর প্রাণন-হেতুত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাস্য গুণ নহে।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্ব্বান্তরত্বই উপাস্য গুণ হউক ; তাহা হইলে ত উভয় প্রষ্টাকেই (জিজ্ঞাসুকেই) আর উভয় স্থলে সর্ব্বান্তরত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব গুণের ব্যতিহারে অনুসন্ধান করিতে হয় না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—উষস্ত যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্ব্বান্তরাত্মা বস্তুটি জীববিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ ; তাহার পরই কহোল মনে করিলেন, জীবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাদৃশ বিশিষ্টগুণযোগেই

ব্যাবৃত্তোঽনুসন্ধেয় ইতি কৃত্বা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মনোঽসম্ভাবিতম্ অশনায়াদি-প্রত্যনীকত্বমুক্তবান্। অতশ্চোপাস্যস্য ব্যাবৃত্তি-প্রতীতিসিদ্ধ্যর্থমুভাভ্যাং পরস্পরবুদ্ধি-ব্যতিহারঃ কর্ত্তব্যঃ। ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—সদ্বিদ্যায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিদ্যতে; ন পুনঃ পূর্ব্বপ্রতিপন্নাদ্ গুণাদ্ গুণান্তরবিশিষ্টতয়োপাস্যং প্রতিপাদ্যতে; তদ্বৎ ॥৩॥৩॥৩৬॥

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভেদে সতি কথমৈক্যমবগম্যতে? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—পরমাত্মা) হি (নিশ্চয়) সত্যাদয়ঃ (সত্যাদি গুণসমুদয়)।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিদ্যায়ামপি "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইতি যা পরা দেবতা প্রকৃতা, "যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষ্বপি সৈব প্রতিপাদ্যতে। হি যতঃ "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি প্রথমপর্য্যায়োক্তা এব সত্যত্বাদয়ো ধর্ম্মা উত্তরত্রাপি সর্ব্বত্র উপসংহ্রিয়ন্তে; অতঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদেঽপি বিদ্যৈক্যমবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাপ্রকরণে 'সেই পরাদেবতা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন' এই বলিয়া প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, প্রথম বাক্যে সত্যাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত আছে, পরবর্ত্তী সমস্ত বাক্যে সেই সমস্ত সত্যাদি ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচন বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩॥৩॥৩৭॥]

সর্ব্বান্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক। তাহারই ফলে, তিনি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন এবং [উত্তরদাতা] যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় না, সেই অশনায়াদি ধর্ম্মাতীতত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; এই কারণেও উপাস্যের জীবব্যাবৃত্তি বা জীব-বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির জন্যই উষস্ত ও কাহোলের পক্ষে পরস্পর বুদ্ধিব্যতিহার করা আবশ্যক হইতেছে। [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] ইতরবৎ; অন্যত্র—সদ্বিদ্যাপ্রকরণে যেমন বারংবার বহুতর প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা সেই একই সৎ-ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র উপাস্যের নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৩৬॥

যদি বল, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা বিদ্যার ঐক্য জানা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সৈব হি সত্যাদয়ঃ" ইতি।

সৈব হি—সচ্ছব্দাভিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব "সেয়ং-দেবতৈক্ষত" [ছান্দো০ ৬।৩।২] "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি প্রকৃতা "যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" [ছান্দো০ ৬।৯।১] ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষু সর্ব্বেষূপপাদ্যতে।

যতঃ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি প্রথমপর্য্যায়োদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষূপপাদ্যোপসংহ্রিয়ন্তে।

কেচিত্তু—'ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥' 'সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥' ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণদ্বয়ং বর্ণয়ন্তি। তত্র পূর্ব্বেণ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্ যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্" [০—?] ইতি বাক্যে জীব-পরয়োর্ব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাদ্যত ইতি উচ্যতে, ইত্যাহুঃ। তৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১৬।৩] ইত্যবগতসর্ব্বাত্মভাববিষয়ত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূর্ব্বমস্তীত্যনাদরণীয়ম্। তত্তু বক্ষ্যতে—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।৩] ইতি।

'সেই পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন' 'তেজঃ পরা দেবতায় লীন হয়' ইত্যাদি স্থলে, যে পরা দেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী 'হে সোম্য, মধুকর (ভ্রমর) সমূহ যেমন মধুতে স্থিরতা লাভকরে' ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ও তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন। কারণ, যে হেতু 'এ সমস্তই তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা', এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্ম্মই সংগৃহীত হইয়াছে।

কেহ কেহ "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ," "সৈব হি সত্যাদয়ঃ" এই সূত্র দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্র দ্বারা 'হে ভগবন্, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি' এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে, বলেন। কিন্তু 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে যে সর্ব্বাত্মভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন "ত্বং বা অহম্" ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় আদর করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ" সূত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে।

ন চ সর্ব্বাত্মত্বানুসন্ধানাতিরেকেণ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবত্বানুসন্ধানম্, জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথ্যং সম্ভবতি। উত্তরেণ চ সূত্রেণ "স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৭।৪।১] ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য "তদ্ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষিন্" [বৃহদা০ ৭।৫।১] ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি; তদপ্যযুক্তম্, উত্তরবাক্যে অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদেন বিদ্যাভেদস্য পূর্ব্বমেব "নবা বিশেষাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।৩ ২১] ইত্যনেন প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চ দ্বয়োরনয়োর্ব্যাহৃত্যাদি-শরীরকত্বেন রূপবতোঃ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ, য এবং বেদ" [বৃহদা০ ৭।৫।২] ইতি পৃথক্‌সংযোগ-চোদনাবতোর্দ্বয়োরুপা-সনয়োঃ—"স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তী-মান্ লোকান্" [বৃহদা০ ৭।৪।১] ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্তয়া নিরপেক্ষেণ পূর্ব্বেণৈকেনোপাসনেনাভেদঃ সম্ভবতি। ন চ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি" [বৃহদা০ ৭।৫।২] ইতি গুণ-ফলাধিকারত্বম্, প্রমাণাভাবাৎ। পূর্ব্বৈক-

---

বিশেষতঃ অগ্রে সর্ব্বাত্মভাব জ্ঞান না থাকিলে পরব্রহ্মে জীবভাব চিন্তা, এবং জীবেও পরব্রহ্ম চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না। [তাহারা আরও বলেন যে,] দ্বিতীয় সূত্রে 'যিনি সেই প্রথমজাত অতীব রমণীয় সত্য ব্রহ্মকে জানেন,' এই বাক্যোক্ত সত্য ব্রহ্মোপাসনা আর 'সেই যে সত্য, এই আদিত্যই তাহা,—যিনি এই আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ, এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত পুরুষ' ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু সেকথাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, পরবাক্যে অক্ষি ও আদিত্য-রূপ স্থানভেদ থাকায়, বিদ্যা যে এক নহে, তাহা পূর্ব্বেই "ন বা বিশেষাৎ" সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যাহৃতি প্রভৃতিকে শরীররূপে কল্পনা করায় এবং 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিধ্বংস ও পরিত্যাগ করেন', এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কখনই 'সেই যে লোক সেই মহারমণীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান জয় করেন' এইরূপ পৃথক্ ফলোল্লেখ থাকায়, অথচ পূর্ব্ব বাক্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী উপাসনার ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না। আর 'পাপধ্বংস ও পাপ বিমোচন যে, উপাসনার গুণ-ফল অর্থাৎ গৌণ ফল, তাহাও নহে; কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। যদি বল, পূর্ব্ববিদ্যা ও পর বিদ্যার একত্বই প্রমাণ; না,—তাহাও বলিতে পার না

বিদ্যাত্বং প্রমাণমিতি চেৎ ; ন ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। একবিদ্যাত্বে নিশ্চিতে পূর্ব্বফলস্যৈব প্রধানফলত্বেনোত্তরয়োঃ ফলয়োর্গুণফলত্বম্, তয়োর্গুণ-ফলত্বে নিশ্চিতে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূর্ব্বেণ বিদ্যৈক্যম্, ইতি ইতরে-তরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভির্যথোক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩॥৩॥৩৭॥

[পঞ্চদশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥]

কামাদ্যধিকরণম্।

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ), ইতরত্র (অন্যস্থলে) তত্র (সেখানে) চ (ও), আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়ায়তনত্ব—প্রভৃতি হেতুতে) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে পঠ্যতে—"দহরো ঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ, তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যুপক্রম্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি। বাজসনেয়কে চ "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র বিদ্যৈক্যম্ ? অথবা বিদ্যাভেদ ইতি। যদ্যপি উভয়ত্র পরমাত্মৈবোপাস্যঃ, তথাপি একত্র আকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বাদ্ অন্যত্র চ আকাশে শয়ানত্বাভিধানাদ্ উপাস্য-রূপং ভিদ্যতে ; রূপভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো ন্যায্যঃ। তত্রাহ—ইতরত্র তত্র চ—ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ কামাদি—সত্যকামত্বাদ্যেব রূপম্ ; কুতঃ ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদিভ্যো হেতুভ্যঃ তৎ সহচারিণঃ সত্য-কামত্বাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; অতো ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে', এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, 'তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' ইত্যাদি। আবার বাজসনেয়কোপনিষদে আছে—'তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বেশ্বর তাহার মধ্যে বাস করেন', উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাস্য এক ; সুতরাং বিদ্যাও এক ; কাজেই উভয়স্থলে উভয় স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৩৮॥]

কারণ, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিদ্যাত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূর্ব্ব-ফলের প্রাধান্য নিবন্ধন পশ্চাৎকথিত ফল-দ্বয়ের গুণত্ব বা অপ্রাধান্য হইতে পারে পক্ষান্তরে পশ্চাদুক্ত ফলদ্বয়ের গৌণ-ফলত্ব নিশ্চিত হইলেই, ফলসংযোগের পার্থক্য না থাকায় প্রথমোক্ত বিদ্যার সহিত পরোক্ত বিদ্যার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায় ; কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিতেছে ; ইত্যাদি বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে ॥৩॥৩॥৩৭॥

[পঞ্চদশ অন্তরত্বাধিকরণ ॥১৫॥]

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যম্” [ছান্দো০ ৮।১।১] ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ “স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ” [বৃহদা০ ৬।৪।১২] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োর্বিদ্যাভেদঃ, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ; অপহত-পাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্যঃ প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্যঃ প্রতীয়তে; অতো রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপাভেদাৎ—ইতরত্র তত্র চ কামাদ্যেব হি রূপং

ছান্দোগ্যোপনিষদে শোনা যায়—‘এই ব্রহ্মপুর শরীরের অভ্যন্তরে যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্মরূপ) গৃহ আছে, ইহার অভ্যন্তরে দহর আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে’ ইত্যাদি। বাজসনেয়কোপনিষদেও শোনা যায়—‘ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা, যাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বাধিপতি’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এই উভয়-স্থলীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন? অথবা এক? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভেদ পক্ষই কারণ? যেহেতু উভয় স্থানগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অপহত-পাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্যরূপে প্রতীত হইতেছে; আর বাজসনেয়কোপনিষদে বশিত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্যরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং উভয় স্থলগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে; রূপভেদ থাকায়ই বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—(*)

না—ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, যেহেতু উপাস্যের রূপভেদ নাই; এখানে ও সেখানে উভয় স্থানেই কামাদি গুণই উপাস্যের প্রকৃত রূপ; অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়-

---

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘কামাদি অধিকরণ’ ইহা আটত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়োক্ত কামাদি গুণ। (২) সংশয়—উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যা কি এক? অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উভয় স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র। (৪) উত্তর - হৃদয়ায়তনত্ব, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থলেই সমান, তখন বিদ্যার স্বরূপতঃ ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় স্থানেই উভয় স্থানীয় গুণগণের উপসংহার করিতে হইবে।

বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাস্যমিত্যর্থঃ। কুত এতদবগম্যতে ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভিস্তাবদুভয়ত্র সৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে ; বশিত্বাদয়শ্চ বাজসনেয়কে শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্য গুণাষ্টকান্যতমভূতস্য সত্যসঙ্কল্পত্বস্য বিশেষা এব, ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীনাম্ অপহতপাপ্মত্বপর্য্যন্তানাং সদ্ভাবমবগময়ন্তি;অতো রূপং ন ভিদ্যতে। সংযোগোঽপি--"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"[ছান্দো০ ৮।৩।৪]"অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি" [বৃহদা০৬।৪।২৫] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিদ্যতে। আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে পরমাত্মবিষয় ইতি "দহর উত্তরেভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ০১।৩।১৩] ইত্যত্র নির্ণীতম্। বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানস্য বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্যাকাশ-শব্দস্য "তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মম্" [তৈত্তী০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্য সুষির-শব্দবাচ্যস্যাকাশস্যাভিধায়কত্বমবগম্যতে ; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।৩৮॥

অথ স্যাৎ—যদুক্তং বাজসনেয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদিসদ্ভাবোঽবগম্যতে ইতি। তন্নোপপদ্যতে, বশিত্বাদীনামেব তত্র

কোপনিষদে সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাস্য। কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ?—আয়তনাদি হেতু হইতে [জানা যাইতেছে] ;—হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি গুণদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে, উভয় স্থানে সেই একই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে। আর বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের অন্যতম সত্যসংকল্পত্ব-গুণেরই বিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে তৎসহচর সত্য-কামত্ব হইতে—অপহতপাপ্মত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সদ্ভাব সূচনা করিতেছে ; কাজেই স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না। ফলসংযোগও ভিন্ন হইতেছে না ; কেন না, 'পর জ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়', 'অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়' এই যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উভয় স্থলেই সমান। "দহর উত্তরেভ্যঃ" এই সূত্রেই অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের আকাশ-শব্দটি পরমাত্মার বাচক। আর বাজসনেয়কেও বশিত্বাদিগুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ শব্দও যে, 'তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে' এই শ্রুত্যুক্ত হৃদয়মধ্যগত 'সুষির' শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব এখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩।৩।৩৮॥

আপত্তি হইতেছে,—বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের সদ্ভাব বুঝা যাইতেছে, বলা হইল ; তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে

পরমার্থতঃ সদ্ভাবাভাবাৎ। তদভাবশ্চ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্" ইতি প্রকৃতেন বাক্যেন "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।১৯।২০,২২] ইত্যুত্তরেণ চোপাস্যস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে ; অতো বশিত্বাদয়োঽপি স্থূলত্বাণুত্ববৎ নিষেধ্যা ইতি প্রতীয়ন্তে ; অতএব ছান্দোগ্যেঽপি সত্যকামত্বাদয়ো ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে ; অতোঽপারমার্থিকত্বাদেবংজাতীয়কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেষূপাসনেষু লোপ ইতি। তত্রাহ—

আদরাদলোপঃ ॥৩॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আদরাৎ (প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অনিষেধ—নিষেধ নহে)।]

[সরলার্থঃ—নন্ু "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিনা প্রাগুক্তস্য বশিত্বাদের্নিষিদ্ধতয়া ব্রহ্মস্বরূপত্বাভাবাৎ কথং সত্যকামত্বাদেরুপাস্যরূপত্বম্? ইত্যাহ—আদরাদিতি।

আদরাৎ—প্রমাণান্তরানধিগতস্য বশিত্বাদেঃ শ্রুত্যা আদরেণ প্রতিপাদনাৎ হেতোঃ অলোপঃ—"নেতি নেতি" ইতি শ্রুত্যা অপ্রতিষেধোঽবগন্তব্য ইত্যর্থঃ॥

ভাল কথা, 'সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বশিত্বাদি গুণসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ায়, তৎসহচর কামাদি গুণসমূহ উপাসনাঙ্গরূপে গৃহীত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আদরাৎ" ইত্যাদি।

যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিজ্ঞাত বশিত্বাদি গুণসমূহ আদর বা আগ্রহ সহকারে প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, "নেতি নেতি" শ্রুতিতে বশিত্বাদি গুণের নিষেধ করা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে. নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে, প্রথমে প্রতিপাদন না করাই উচিত ছিল ॥৩॥৩॥৩৯॥]

বশিত্বাদি গুণের সদ্ভাব বা অস্তিত্বই নাই। 'মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে, জগতে নানা বস্তু কিছু নাই ; যে লোক নানার মত দর্শন করে. সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করে', 'অপ্রমেয় ও ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে' এই প্রস্তাবিত বাক্য দ্বারা এবং পরবর্ত্তী 'সেই এই আত্মা ইহা নহে—ইহা নহে' এই বাক্য দ্বারাও উপাস্য ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা হইতেই বশিত্বাদি গুণের অসদ্ভাবও জানা যাইতেছে; অতএব, স্থূলত্ব ও অণুত্ব গুণের ন্যায় বশিত্বাদি গুণসমূহও নিষেধের বিষয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদেও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না, বুঝিতে হইবে ; সুতরাং অপারমার্থিক বা অবাস্তবিকত্ব নিবন্ধনই এইজাতীয় গুণসমূহের মোক্ষ-সাধন উপাসনায় লোপ বা অভাব নিশ্চিত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"আদরাৎ" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম গুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাং "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১], "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিভিরনয়োঃ শ্রুত্যোরন্যাসু চ মোক্ষার্থোপাসনো-পাস্য-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ ; অপি তু উপসংহার এব কার্য্যঃ। ছান্দোগ্যে তাবৎ "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় "অথ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকে-ষ্বকামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণ-বিশিষ্ট-বেদনস্যাদরং দর্শয়তি। তথা বাজসনেয়কে "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২২]

সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ অন্য কোনও প্রমাণে ব্রহ্ম-গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই সত্যকামত্বাদি গুণ সমূহ যখন—'তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণীয়' 'এই আত্মা নিষ্পাপ, জরা মরণ শোক বুভুক্ষা ও পিপাসা বর্জ্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প', 'সকলের নিয়ন্তা ও সর্ব্বেশ্বর', 'ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোক-ধারক সেতুস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত দুই শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও মোক্ষসাধক উপাসনায় উপাস্য ব্রহ্মের গুণরূপে আদরের সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বশিত্বাদিগুণের কিছুতেই লোপ অর্থাৎ নিষেধ হইতে পারে না ; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে। প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে 'যাহারা এই আত্মতত্ত্ব ও সত্যকামাদি-গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সর্ব্বলোকে তাহাদের কামচার (স্বাতন্ত্র্যলাভ) হইয়া থাকে' এইরূপ সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়া, 'যাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকেই তাহাদের সমাচার বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে' এই শ্রুতিতে অবেদনের (আত্মা ও সত্যকামাদি গুণের উপলব্ধি না করার) নিন্দা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন। সেইরূপ বাজ-সনেয়কেও 'ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি ও পালক'

ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্য্যোপদেশাদ্ গুণেষ্বাদরঃ প্রতীয়তে; এবমন্যত্রাপি।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রতারকবদপারমার্থিকান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরেণোপদিশ্য সংসারচক্রপরিবর্ত্তনেন পূর্ব্বমেব বংভ্রম্যমাণান্ মুমুক্ষূন্ ভূয়োঽপি ভ্রময়িতুমলম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" [বৃহদা০৬।৪।১৯] "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" [বৃহদা০৬।৪।২০] ইতি তু সর্ব্বস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন পূর্ব্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ। "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যত্র চ 'ইতি' শব্দেন প্রমাণান্তরপ্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্ব্বাত্মভূতস্য ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাদ্যতে; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—"অগ্রাহ্যো নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতে, অসঙ্গো নহি সজ্যতে, অব্যথিতো নহি ব্যথতে ন রিষ্যতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি প্রমাণান্তরগ্রাহ্য-বিসজাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে; বিশরণীয়-বিসজাতীয়ত্বাৎ ন

এইরূপে বারংবার ঐশ্বর্য্যোল্লেখ করায় গুণ-বিষয়ে আদরই বুঝা যাইতেছে। অন্যত্রও এই প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ সহস্র সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসলা বা হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রতারকের ন্যায় প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত অবাস্তবিক, কাজেই বর্জ্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ করিয়া, পূর্ব্বেই সংসারচক্রের আবর্ত্তনে অনবরত পরিভ্রাম্যমাণ মুমুক্ষু মানবমণ্ডলীকে পুনর্ব্বার উদ্‌ভ্রান্ত করিবেন, ইহা ত হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে এই জন্য 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ও "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন; এ কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" এই স্থলেও 'ইতি' শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের উল্লেখ দ্বারাও ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বই প্রতিপাদন করা হইতেছে; এবং অব্যবহিত পরেই 'ব্রহ্ম গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্য কোন প্রমাণে গৃহীত হন না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, তাই শীর্ণ হন না; অসঙ্গ, এই কারণে আসক্ত হন না; ব্যথার অযোগ্য, সেই জন্য ব্যথিত (দুঃখিত) হন না, এবং স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না', এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছে। [উল্লিখিত শ্রুতিটির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—] শব্দাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুঝিতে পাওয়া যায়, তিনি তদ্বিজাতীয়; সুতরাং শ্রুতি ভিন্ন কোন প্রমাণেই তাহাকে জানা যায় না।

বিশীর্য্যতে ; এবমুত্তরত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্। ছান্দোগ্যেঽপি "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি, ন বধেনাস্য হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি সর্ব্ব-বিসজাতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্ সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩॥৩॥৩৯॥

নম্বেবমপি "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ; স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনস্য সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্ষোর্ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্ন সগুণং ব্রহ্মোপাস্যম্ ; পরবিদ্যাফলঞ্চ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।৩।৪ ইতীদমেব। অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্নোপসংহার্য্যা ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥৩॥৩॥৪০॥

[**পদচ্ছেদঃ**—উপস্থিতে (ব্রহ্মরূপাপন্ন আত্মাতে) অতঃ (এই কারণেই) তদ্বচনাৎ (জ্ঞাতি প্রভৃতির পুণ্যাদি প্রাপ্তির কথা থাকায়)।]

যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয়, তিনি তদ্বিজাতীয় ; এই জন্য তিনি শীর্ণ হন না। পরবর্ত্তী কথাগুলিরও এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও 'এই শরীরের জরা দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না, এবং ইহার বধেও হত হয় না ; ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-পুর, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত আছে' এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বপদার্থ-বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া—তাঁহাতেই আবার সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের বিধান (জ্ঞাপন) করিয়াছেন ॥৩॥৩॥৩৯॥

ভাল, এরূপ হইলেই বা কি হইল? 'ইহলোকে যাহারা আত্মা ও তদ্গত সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাহাদের সমস্ত লোকে স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ; তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনায় সাংসারিক (পিতৃলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্রেপ্সু মুমুক্ষুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কখনও উচিত হয় না ; আর পরাবিদ্যার যাহা ফল, তাহাও 'পরজ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অতএব যে লোক ব্রহ্মকে পাইতে চাহেন—মুমুক্ষু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপসংহার করা উচিত নহে। এই আশঙ্কায় উত্তর বলিতেছেন—"উপস্থিতে ঽতস্তদ্বচনাৎ" ইতি।

[সরলার্থঃ—নন্থ "স যদি পিতৃলোককামী" ইত্যাদৌ সগুণোপাসনস্য সাংসারিক-ফলশ্রবণাৎ ন মোক্ষসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—"উপস্থিতে" ইত্যাদি।

উপস্থিতে ব্রহ্মসম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতঃ—ব্রহ্মসম্পত্তেরেব হেতোঃ, তদ্বচনাৎ "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদিনা স্বচ্ছন্দতঃ ভোগাদ্যভিধানাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষ এব ফলং, নতু সাংসারিকং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি স্থলে সগুণোপাসনায় সাংসারিক ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন—"উপস্থিতে" ইত্যাদি।

উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে, এই হেতুই—ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই, 'তিনি ভক্ষণ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার ইচ্ছানুরূপ ভোগাদি প্রাপ্তির কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ মুক্তিই সগুণোপাসনার ফল, সংসারভোগ নহে ॥৩৷৩৷৪০॥]

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্, ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতএব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্, স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮৷৩৷৪] ইতি। তদেতৎ চতুর্থে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে। অতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারস্য মুক্তোপভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্ষোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্য্যাঃ ॥৩৷৩৷৪০॥

[ইতি ষোড়শং কামাদ্যধিকরণম্ ॥১৬॥]

উপস্থিতে অর্থ—উপস্থান (প্রাপ্তি); যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন—ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে—সমস্ত বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই আত্মাতে,—অতএব—এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হেতুই সর্ব্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে। যথা—'মুমুক্ষু পুরুষ পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় যথার্থরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি উপজন অর্থাৎ আত্ম-সমীপবর্ত্তী এই স্থূল শরীর স্মরণ করেন না; তিনি ভক্ষণ করেন, এবং মনোময় স্ত্রী, যান (অশ্বাদি) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়া করত রমণ করেন। তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন, সমস্ত জগতে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে', ইতি। এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইবে। অতএব সর্ব্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্ষুগণকেও অবশ্যই সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৷৩৷৪০॥

[ষোড়শ কামাদ্যধিকরণ ॥১৬॥]

তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ।] **তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩॥৩॥৪১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তন্নির্ধারণানিয়মঃ (কর্ম্মেতে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই), তদ্দৃষ্টেঃ (যেহেতু উপাসনার অনিয়ম দৃষ্ট হয়), পৃথক্ (স্বতন্ত্র) হি (যেহেতু) অপ্রতিবন্ধঃ (কর্ম্মফলের কোন প্রকার বাধা না হওয়া) ফলং (ফল) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে "ওঁম্' ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" ইত্যাদি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুদ্গীথাদ্যুপাসনং শ্রূয়তে ; তৎ কিং তেষু কর্ম্মসু নিয়মেনোপাদেয়ম্ ? উত অনিয়মেন ? ইতি বিশয়ে আহ—"তন্নির্ধারণানিয়মঃ" ইত্যাদি ।

নির্ধারণং নাম নিশ্চয়েনাবধারণম্ তস্য—উদ্গীথাদ্যুপাসনস্য যৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া গ্রহণং, তস্য অনিয়মঃ ব্যভিচারঃ অবশ্যকর্ত্তব্যতাভাব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দৃষ্টেঃ—"তেনোভৌ কুরুতঃ যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" ইত্যুভয়থাদর্শনাৎ। হি যতঃ প্রবলকর্ম্মান্তরফলেন যঃ প্রতিবন্ধঃ প্রকৃতকর্ম্মফলোদয়ে বিলম্বনম্, তস্যাভাব এব পৃথক্—প্রকৃতকর্ম্মফলাদন্যৎ ফলম্, নতু কর্ম্মোপাসনয়োরেকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্যে যে, যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অঙ্গসমূহ অবলম্বনে উদ্গীথাদি উপাসনা বিহিত আছে, সেই উপাসনা কি সমস্ত কর্ম্মেই অবশ্য কর্ত্তব্য ? অথবা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন মাত্র ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মেতে যে, অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, "যাহারা এইরূপ জানে (উপাসনা করে), এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করিয়া থাকে', এইরূপে উভয়প্রকারই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ উপাসনা দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি কেবল সমধিক শক্তি লাভ করে মাত্র ; তাহার ফলে অন্যান্য বলবত্তর কর্ম্মফলে এই কর্ম্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না। ইহা হইতেছে প্রকৃত কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ; কাজেই কর্ম্মেতে উপাসনার একান্তকর্ত্তব্যতা নাই ॥৩॥৩॥৪১॥]

[সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

"ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো॰ ১।১।১] ইত্যাদীনি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুপাসনানি কর্ম্মাঙ্গভূতোদ্গীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পর্ণতাদিবৎ কর্ম্মাঙ্গত্বেন নিরূঢ়ানুষ্ঠানানীতি—উদ্গীথাদ্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো॰

কর্ম্মাঙ্গ 'জুহূ' প্রভৃতির যেমন পত্রময়তা বিহিত আছে, তেমনি কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়াও 'উদ্গীথাবয়ব 'ওম্' অক্ষরকে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা 'কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা' বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু উদ্গীথোপাসনা সম্বন্ধে 'বিদ্যা বা উপাসনা সহকারে যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হয়'

১।১। ০] ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশস্য পর্ণতাদিগম্বন্ধ্যপাপ-শ্লোকশ্রবণবৎ পৃথক্-ফলত্বকল্পনাযোগাৎ ক্রতুষু নিয়মেনোপসংহার্য্যানীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নির্ধারণং নিশ্চয়েন মনসোঽবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ; তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ—কর্ম্মসু উদ্গীথাদ্যুপাসনানামনিয়মঃ; কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ—উপলভ্যতে হি উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—"তেনোভৌ কুরুতঃ—যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইত্যবিদুষোঽপ্যনুষ্ঠানবচনাৎ। ন চাঙ্গত্বে সত্যুপাসনস্যানুষ্ঠানানিয়ম উপপদ্যতে। এবমুপাসনস্যানঙ্গত্বে নিশ্চিতে সত্যুপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং 'রাত্রিসত্রন্যায়েন' বীর্য্যবত্তরত্বং কর্ম্ম-ফলাৎ পৃথগ্ভূতং ফলমিত্যবগম্যতে।

এইরূপে বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়া পদের ('করোতি' পদের) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পর্ণময়ী জুহূর স্থলে যেমন পাপশ্লোক (অমঙ্গল কথা) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত হইয়াছে, এখানে ত সেরূপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার উপায় নাই; সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে অবশ্যই ঐ সমস্ত উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"তন্নির্ধারণানিয়মঃ" ইত্যাদি (৭২)।

নির্ধারণ অর্থ—নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপন, অর্থাৎ ধ্যান। তন্নির্ধারণানিয়ম অর্থ—কর্ম্মেতে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাব; কারণ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, 'যে লোক এইরূপ জানে, এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করে' এই শ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষেও কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই (অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাবই) দেখিতে পাওয়া যায়। আর উপাসনা যদি কর্ম্মাঙ্গই হইত, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও তদনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না।

পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কর্ম্মাঙ্গই না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে গেলে 'রাত্রিসত্র' ন্যায়ানুসারে কর্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীর্য্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে (৭৩)।

---

(৭২) তাৎপর্য্য—এই 'তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথোপাসনা। (২) সংশয়—কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্গীথোপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উদ্গীথোপাসনা যখন কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রেই উদ্গীথোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। (৪) উত্তর—উদ্গীথোপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও যখন উহার ফল কর্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র—বীর্য্যলাভ মাত্র, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্গীথোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব, কর্ম্মফলের বীর্য্যবত্তা সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই উদ্গীথোপাসনা করিবে।

(৭৩) তাৎপর্য্য—'রাত্রি-সত্র' ন্যায়টি এই প্রকার,—"প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে, য এতা রাত্রীরুপয়ন্তি" এই 'অর্থবাদ' বাক্য হইতেও কর্ম্মাঙ্গের পৃথক্ ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে

কিমিদং বীর্য্যবত্তরত্বম্ ? কর্ম্মফলস্যৈবাপ্রতিবন্ধঃ। প্রতিবধ্যতে হি কর্ম্মফলং প্রবলকর্ম্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্; তদভাবোঽপ্রতিবন্ধঃ। স হ্যপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্ম-ফলাৎ স্বর্গাদি-লক্ষণাৎ পৃথগ্‌ভূতমেব ফলম্। তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি। অতঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণামপি পৃথক্ফলত্বাদ্ গোদোহনাদিবৎ কর্ম্মসূদ্গীথাদ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপসংহারঃ ॥৩॥৩॥৪১॥]

[ইতি সপ্তদশং তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥]

প্রদানাধিকরণম্।] **প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৪২॥**

[পদচ্ছেদঃ—প্রদানবৎ (ইন্দ্রাদিদেবতা উদ্দেশে হবিঃপ্রদানের ন্যায়) এব (নিশ্চয়) তদুক্তম্ (তাহা কথিত আছে)।]

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই 'বীর্য্যবত্তরত্ব' কথার অর্থ কি ? [উত্তর—] কর্ম্মফলের অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা না থাকা। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অপর কর্ম্ম-ফল যত কাল উপস্থিত থাকে, ততকাল সেই প্রবল কর্ম্মফল দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্ব্বল কর্ম্ম-ফলগুলি প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ, (এবং তাহাই বীর্য্যবত্তরত্ব)। সেই যে, অপ্রতিবন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদি কর্ম্মফল (কর্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি ফল) অপেক্ষা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ফল। ইহাই সূত্রস্থ "পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্' কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও, উহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন কর্ম্মাঙ্গ গো-দোহনাদির ন্যায় (*) কর্ম্মমাত্রেই উদ্গীথাদি উপাসনারও উপসংহার করা একান্ত আবশ্যক নহে ॥৩॥৩॥৪১॥

[ইতি সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

অর্থবাদ বাক্যে যে, প্রতিষ্ঠালাভের কথা আছে, ইহা যজ্ঞ হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অন্যত্র ক্রিয়াঙ্গের স্বতন্ত্র ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনুসারে এখানেও ক্রিয়াঙ্গ উপাসনার অধিক বীর্য্যলাভ-রূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে।

(*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"গোদোহনে পশুকামস্য প্রণয়েৎ", অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ আছে, তাহাকে গোদোহন করিয়া চরুপ্রস্তুত করিতে হইবে। এখানে যজ্ঞীয় চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদঙ্গ গোদোহনের নিত্যতা নাই ; যাহার ঐরূপ ফলেচ্ছা আছে, তাহার পক্ষেই গোদোহন কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে নহে। এখানেও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্ত্তব্যতা নাই, কর্ম্মফলের বীর্য্যবত্তা লাভে যাহার অভিলাষ আছে, তাহার পক্ষেই উপাসনার আবশ্যকতা, অন্যের পক্ষে নহে।

[সরলার্থঃ—দহরবিদ্যায়াং "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান কামান্" ইত্যত্র পরমাত্মচিন্তনবৎ অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণানামপি পৃথক্ চিন্তনং বিহিতম্। গুণচিন্তনে চ তদ্গুণ-বিশিষ্টতয়া পরমাত্মচিন্তনমপি তত্র করণীয়ম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—"প্রদানবদেব" ইত্যাদি।

গুণিনঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপত ঐক্যেঽপি তত্তদ্গুণবিশিষ্টাকারস্য ভেদাৎ প্রদানবৎ তচ্চিন্তনম্ আবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ। যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালম্, ইন্দ্রায়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" ইত্যত্র ইন্দ্রস্যৈকত্বেঽপি রাজত্বাদি-বিশিষ্টতয়া আকারভেদাৎ দেবতাভেদঃ, তেন চ তদুদ্দেশ্যক-হবিঃপ্রদানাবৃত্তিঃ, অত্রাপি তথেত্যর্থঃ তদুক্তং মীমাংসা-সংকর্ষণকাণ্ডে "নানা বা দেবতা পৃথক্ত্বাৎ" ইতি।

দহরবিদ্যাতে আছে—'যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামত্বাদি গুণসমুদয় অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন' ইতি। এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না। তদুত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্নগুণযোগে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃপ্রদানের বিধান আছে, তেমনি এখানেও উপাস্য পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে। গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপভেদ হয়, মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডে তাহা উক্ত আছে ॥৩।৩।৪২॥] [অষ্টাদশ প্রদানাধিকরণ ॥১৮॥]

দহরবিদ্যায়াং "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইতি দহরাকাশস্য পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা "এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্। তত্র সংশয়ঃ—গুণচিন্তনেঽপি তদ্গুণবিশিষ্টতয়া দহরস্যাত্মনশ্চিন্তনমাবর্তনীয়ম্, উত ন, ইতি। দহরাকাশস্যৈব অপহতপাপ্মত্বাদীনাং গুণিত্বাৎ তস্য চ সকৃদেবানু-

---

ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত আছে—'যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে' ইত্যাদি। এই স্থলে প্রথমতঃ দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া "এতান্ চ সত্যান্ কামান্" কথায় আবার তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তাহাতে সংশয় হইতেছে গুণ-চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে, অথবা করিতে হইবে না। কিন্তু এক দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের আশ্রয়—গুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে; সুতরাং

সন্ধাতুং (*) শক্যত্বাদ্ গুণার্থং তচ্চিন্তনং নাবর্ত্তনীয়ম্ ; (†) ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“প্রদানবদেব” ইতি। প্রদানবদাবর্ত্তনীয়মেবেত্যর্থঃ। যদ্যপি দহরাকাশ এক এবাপহতপাপ্মত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিন্তিতঃ ; তথাপি স্বরূপমাত্রাদ্ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ “অপহতপাপ্মা বিজরঃ” [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্যত্বেন বিহিতত্বাৎ পূর্ব্বং স্বরূপেণানুসংহিতস্য অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুসন্ধানার্থমা-

---

গুণের অনুরোধে বারংবার তাহার চিন্তা করা অনাবশ্যক। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“প্রদানবদেব” ইত্যাদি (‡)।

প্রদানের ন্যায় নিশ্চই বারংবার চিন্তা করিতে হইবে। যদিও এক দহরাকাশই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহেরও আশ্রয়—গুণী হউক, এবং যদিও প্রথমেই তাহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া থাকুক, তথাপি, দহরাকাশের যাহা স্বাভাবিক রূপ, গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চই তাহা হইতে ভিন্ন ; সুতরাং 'তিনি নিষ্পাপ ও জরারহিত' ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্ট রূপেও তাহার উপাসনা বিহিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত হইলেও, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরপি তাহার উপাসনা করিতেই হইবে (§)। রাজত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও যেমন, 'রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশ

(*) 'নৈবানুসন্ধাতুম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'নানুবর্ত্তনীয়ম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই 'প্রদানাধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট দহরাকাশের উপাসনা। (২) সংশয়—ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগুলি পৃথক্ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন এক, অথচ তাহারও যখন স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। (৪) সিদ্ধান্ত—না,—দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে যখন তাহার স্বরূপেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে।

(§) তাৎপর্য্য—কোন কোন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ হইয়া থাকে। কেন না, বিশেষণযুক্ত বস্তুটি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার বিশেষণগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন, এবং এক বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায় বস্তুটিকে যেরূপ মনে করা হয়, অপর বিশেষণযোগে কখনই সেরূপ মনে করা হয় না ; তখন বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ স্বীকার করা অনুচিত হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও অপহতপাপ্মত্বাদি বিভিন্ন বিশেষণযোগে নিশ্চয়ই বিভিন্নাকারে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং বিভিন্নাকার বস্তুর একবার মাত্র চিন্তায় কখনই সকল রূপের চিন্তা সিদ্ধ হইতে পারে না ; কাজেই প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই দহরাকাশের চিন্তা করিতে হইবে।

বৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা; যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোড়াশমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ" "ইন্দ্রায়াধিরাজায়" "ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" [যজু০ ২ কা০ ৩ প্র০ ৬ অনু০] ইতীন্দ্রস্যৈব রাজত্বাদিগুণবিশিষ্টত্বেঽপি তত্তদ্গুণসম্বন্ধ্যাকারস্য ভিন্নত্বাৎ প্রদানাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। তদুক্তং সাঙ্কর্ষণে "নানা বা দেবতা পৃথক্ত্বাৎ" [মীমা০] ইতি ॥৩॥৩॥৪২॥] [অষ্টাদশং প্রদানাধিকরণম্ ॥১৮॥]

লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্।] **লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩॥৩॥৪৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ (তদ্গ্রাহক হেতুর বাহুল্য বশতঃ) তৎ (তাহা) হি (নিশ্চয়ে) বলীয়ঃ (সমধিক বলবান্), তৎ (তাহা) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—তৈত্তিরীয়ে দহরবিদ্যানন্তরং "সহস্রশীর্ষং দেবম্ বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্। বিশ্বং-নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্।" ইত্যারভ্য "সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইত্যন্তং পঠিতমস্তি। অত্র কিং প্রকৃতদহরবিদ্যোপাস্যমেব উপাস্যত্বেন বিধীয়তে? উত সর্ব্ববিদ্যাসূপাস্যম্? ইতি সংশয়ে, আহ—অত্র হি নারায়ণশব্দেন প্রাকরণিক-দহরবিদ্যোপাস্যমাত্রং ন বিধীয়তে, অপিতু পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসূপাস্যম্। কুতঃ? লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্গ্রাহক-বাক্যবাহুল্যাদিত্যর্থঃ তৎ হি বাক্যং প্রকরণাৎ বলীয়ঃ, বলবত্তরমিত্যর্থঃ। তদপি -প্রকরণাদ্ বাক্যবলীয়স্ত্বমপি পূর্ব্বমীমাংসায়াং "শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইত্যুক্তম্।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহরবিদ্যার পরেই 'সহস্র মস্তকযুক্ত দীপ্তিমান্, বিশ্বদর্শী, বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক, নির্বিকার পরম প্রভু নারায়ণকে [ভজনা করিবে]' এই হইতে আরম্ভ করিয়া' 'তিনি পরম অক্ষর (অব্যয়) ও স্বপ্রকাশ' এই পর্য্যন্ত পঠিত আছে। এখানে নারায়ণ-শব্দে কেবল দহরবিদ্যার উপাস্যমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু নিখিল পরবিদ্যায় যিনি উপাস্য, তাহারই উপাসনা বুঝিতে হইবে। কারণ? তাহারই গ্রাহক প্রচুরপরিমাণে বাক্য রহিয়াছে; প্রকরণ অপেক্ষাও যে, বাক্যই বলবান্, একথা পূর্ব্বমীমাংসায়ও কথিত আছে ॥৩॥৩॥৪৩॥]

[উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ ॥১৯॥]

পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোডাশ একপ্রকার হবনীয় দ্রব্য) প্রদান করিবে,' 'অধিরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে' 'স্বরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে [হবিঃপ্রদান করিবে.'] ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার গুণসম্বন্ধ বশতঃ ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ায় বারংবার হবিঃপ্রদান করিতে হয়, [ইহাও তদ্রূপ]। মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও এ কথা উক্ত আছে; যথা—'অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন,' অতএব বিভিন্ন, গুণবিশিষ্ট দেবতা উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে' ॥৩॥৩॥৪২॥ [অষ্টাদশ প্রদানাধিকরণ ॥ ১৮ ॥]

তৈত্তিরীয়া দহরবিদ্যানন্তরমধীয়তে—

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্ (*)।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥" [তৈত্তি° নারা° ১]

ইত্যারভ্য "সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিং পূর্ব্বপ্রকৃত-বিদ্যৈয়কবিদ্যাত্বেন তদুপাস্যবিশেষনির্দ্ধারণমনেন ক্রিয়তে, উত সর্ব্ববেদান্তোদিত-পরবিদ্যোপাস্যবিশেষনির্দ্ধারণম্—ইতি। কিং যুক্তম্? দহরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণমিতি। কুতঃ? প্রকরণাৎ। পূর্ব্বস্মিন্ অনুবাকে দহরবিদ্যা হি প্রকৃতা—

"দহং বিপাপ্মং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।

তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥"

[তৈত্তি° নারা° ১০ অনু°] ইতি। অস্মিংশ্চানুবাকে "পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্" [তৈত্তি° নারা° ১১ অনু°] ইত্যাদিনা হৃদয়-পুণ্ডরীকাভিধানমস্য নারায়ণানুবাকস্য দহরবিদ্যোপাস্য-নির্দ্ধারণার্থত্বমুপোদ্বলয়তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—ইতি

তৈত্তিরীয় শাখীরা দহরবিদ্যা সমাপ্তির পরে,'সহস্র শিরোবিশিষ্ট বিশ্বদর্শী বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক পরম প্রভু ও নির্ব্বিকার দেব নারায়ণকে' ইত্যাদি—'তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান্ অক্ষর' ইত্যন্ত উপাসনার বিষয় পাঠ করিয়াথাকেন। তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূর্ব্বপ্রস্তাবিত দহরবিদ্যার সহিত সম্মিলিত ভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্যগত কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্ধারণ করা হইতেছে? অথবা সমস্ত পর বিদ্যাতে যিনি উপাস্যরূপে অবধারিত আছেন, তদ্বিষয়েই বিশেষ কিছু নিরূপণ করা হইতেছে? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? দহরবিদ্যায় যিনি উপাস্য, তৎসম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্ধারণ পক্ষই। কারণ? যেহেতু এখানে তাহারই প্রকরণ বা প্রস্তাব রহিয়াছে। কেন না, পূর্ব্ব অনুবাকে (পরিচ্ছেদে) দহরবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে—'নিষ্পাপ দহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়ই পরমেশ্বরের বাসগৃহ অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান, যাহা দেহমধ্যস্থ 'পুণ্ডরীক' নামে পরিচিত; তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে' ইতি। বিশেষতঃ 'পদ্মকোশসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়' ইত্যাদি বাক্যে যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকের নাম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যার উপাস্যই এই 'নারায়ণ' অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) উপাসনীয়, (অন্য কিছু নহে)। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—"লিঙ্গ-ভূয়স্ত্বাৎ" ইতি (+)।

(*) সম্ভবম্ ইতি 'ক' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—এই 'লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—নারায়ণানুবাকে পঠিত নারায়ণোপাসনা। (২) সংশয়—ইহা কি পূর্ব্ববর্ত্তী দহরবিদ্যার উপাস্য বস্তুরই উপাসনা-প্রকাশক? অথবা

অস্য নিখিলপরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বে ভূয়াংসি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে। তথাহি—পরবিদ্যাসু অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পরতত্ত্ব-পরমাত্মাদিশব্দনির্দ্দিষ্টমুপাস্যং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনূদ্য তস্য নারায়ণত্বং বিধীয়তে; ভূয়সীষু বিদ্যাসু শ্রুতানন্দ্য নারায়ণত্ববিধানভূয়স্ত্বং—নারায়ণ এব সর্ব্ববিদ্যাসূপাস্যম্ অস্থূলত্বাদি-বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্য্যায়ঃ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধি প্রকরণাদ্ বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" [পূর্ব্বমী০ ৩।৩।১৪ ইতি

সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যগত বিশেষ নির্দ্ধারণেই যে, ইহার তাৎপর্য্য তদ্বিষয়ে প্রভূত-পরিমাণে চিহ্ন বা অনুকূল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, সাধারণতঃ পর বিদ্যার উপাস্য বস্তুটি (উপাস্য পদার্থটি) অক্ষর, শিব, শম্ভু, পর ব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দেই সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কেবল নারায়ণত্ব-ধর্ম্মেরই বিধান করা হইতেছে মাত্র। পরবিদ্যাপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে, যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, এখানে যে, গুণসমূহেরই অনুবাদ বা পুনঃকথনপূর্ব্বক একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য নারায়ণই যে, এখানে অস্থূলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মস্বরূপ এরূপ অর্থবিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে প্রভূত প্রমাণ 'লিঙ্গ' আছে।

এখানে 'লিঙ্গ' শব্দটি 'চিহ্ন' শব্দের সমানার্থক; বুঝিতে হইবে যে, চিহ্নভূত বহুতর বাক্য আছে। বাক্য ত প্রকরণ বা প্রস্তাব অপেক্ষাও বলবান্। এ কথা প্রথম কাণ্ডে (পূর্ব্বমীমাংসায়ও) কথিত আছে,—'শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, সমস্ত হেতুগুলির একত্র সম্ভাবনা হইলে, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর হেতুগুলি বিলম্বে অর্থপ্রতীতি জন্মায় বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল' ইতি।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপাস্য বস্তুর উপাসনা-প্রকাশক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্বে যখন দহরবিদ্যার প্রসঙ্গ রহিয়াছে তখন প্রকরণানুসারে এই উপাসনাও দহরবিদ্যার উপাস্যেরই উপাসনা-প্রকাশক। (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও বাক্যই বলবান্, অথচ পরবর্ত্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক। (৫) নির্ণয়—অতএব নারায়ণ-শব্দে কেবল দহর-বিদ্যোপাস্য ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যকেই বুঝিতে হইবে॥

যত্তূক্তং "পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্" [তৈত্তি০ নার০ ১১ অনু০] ইত্যাদিবচনং দহরশেষত্বমস্যোপোদ্বলয়তি—ইতি; তন্ন; বলীয়সা প্রমাণেন সর্ব্ববিদ্যোপাস্য-নির্দ্ধারণার্থত্বেঽবধৃতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তস্যৈব নারায়ণস্যোপাস্যত্বেন তদ্বচনোপপত্তেঃ। নচ "সহস্রশীর্ষম্" ইত্যাদি-দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন পূর্ব্বানুবাকোদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ; "তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" [তৈত্তি০ নারা০ ১০ অনু০] ইত্যুপাসি-গতেন কৃৎপ্রত্যয়েনোপাস্যস্য কর্ম্মণোঽভিহিতত্বাৎ তদুপাস্যে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ। "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ" [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিপ্রথমানির্দ্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্যা।

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"
"তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥"
[তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০]

আর যে, বলা হইয়াছে—"পদ্মকোশপ্রতীকাশং" বাক্যই উক্ত বাক্যের দহরাধীনতা সমর্থন করিতেছে। তাহাও হইতে পারে না; কেন না, অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রমাণ দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যোপাস্যের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ত সেই দহরবিদ্যাতেও নারায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই "পদ্মকোশ" বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আর যে "সহস্রশীর্ষং" পদে দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্ব্বানুবাকস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে; এরূপ শঙ্কা করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, পূর্ব্বানুবাকে আছে—"তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্" এখানে 'উপাসিতব্য' পদে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কর্ম্মভূত (প্রথমান্ত) উপাস্যের নির্দ্দেশ থাকায়, তাহার কর্ম্মপদেও ('সহস্রশীর্ষং' শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" (পুরুষই এই সমস্ত জগৎ), "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ" (নারায়ণই একমাত্র পর তত্ত্ব), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় "সহস্রশীর্ষং" পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থেই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ 'নারায়ণই সর্ব্ব বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন', 'তাহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন,' তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ,' এই সমস্ত

ইতি-নির্দ্দেশৈঃ সর্ব্বস্মাৎ পরো নারায়ণ এব সর্ব্বত্রোপাস্য ইতি নির্ণীয়মানত্বাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩৷৩৷৪৩॥

[ঊনবিংশম্ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্ ॥১৯॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্।] **পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩৷৩৷৪৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্ববিকল্পঃ (পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অগ্নির সহিত বিকল্প—পাক্ষিক অনুষ্ঠান প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রকরণ বা প্রসঙ্গ), স্যাৎ (হইতে পারে) ক্রিয়া (অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মানসবৎ (যেমন দ্বাদশাহ-যাগাঙ্গ মানস গ্রহের হয়)।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কেঽগ্নিরহস্যে "মনশ্চিতো বাক্চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ" ইত্যাদিনা মনশ্চিতপ্রভৃতয়োঽগ্নয়ো বিদ্যাত্মকাঃ সমাম্নায়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে ক্রিয়াত্মক-যাগাঙ্গভূতাঃ ? উত জ্ঞানময়-যাগাঙ্গভূতাঃ ? ইতি। তত্রাহ—"পূর্ব্ববিকল্পঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বস্যৈব ইষ্টক-চিতাগ্নের্বিকল্পঃ—প্রকারভেদেনোপদেশোঽয়ং ক্রিয়াঙ্গভূতঃ স্যাৎ; কুতঃ ? প্রকরণাৎ; প্রকরণং হি তস্যেষ্টকচিতাগ্নেরিতিতং বর্ত্ততে। তত্র 'মানসবৎ' ইতি দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ;—যথা দ্বাদশাহযাগে গ্রহস্য মানসত্বেঽপি ক্রিয়াঙ্গত্বম্, তথাত্রাপীত্যর্থঃ॥

বাজসনেয়কোপনিষদের অগ্নিরহস্যে 'বাক্চিত মনশ্চিত' প্রভৃতি বিদ্যাত্মক অগ্নির কথা উল্লিখিত আছে। সেখানে সংশয় এই যে, ঐ সমস্ত অগ্নি কি ক্রিয়াত্মক যাগেরই অঙ্গভূত ? অথবা কেবল জ্ঞানাত্মক যাগের অঙ্গভূত ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত অগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র; সুতরাং ইহা ক্রিয়া—ক্রিয়াত্মক যাগেরই অঙ্গস্বরূপ। কারণ ? যেহেতু ইহা তাহারই প্রকরণ, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিয়াময় যাগেরই প্রকরণে পঠিত; অতএব দ্বাদশাহ যাগের 'গ্রহ' (হবনীয় দ্রব্যাধার পাত্রবিশেষ) যেরূপ মানস বা মনঃকল্পিত হইলেও ক্রিয়াঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াঙ্গ হইবে ॥৩৷৩৷৪৪॥] [পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০॥]

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে মনশ্চিতাদয়োঽগ্নয়ঃ শ্রূয়ন্তে—"মনশ্চিতো

নির্দ্দেশ থাকায় স্থির হইতেছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্য; সুতরাং ইহা হইতেও "সহস্রশীর্ষং" শব্দে প্রথমাবিভক্তিস্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বুঝা যাইতেছে ॥৩৷৩৷৪৩॥ [ঊনবিংশ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ ॥১৯॥]

বাজসনেয়কোপনিষদের 'অগ্নিরহস্য' নামক প্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ আছে।

বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিতঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিতাদয়ঃ সাম্পাদিকত্বেন বিদ্যারূপাগ্নয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, আহোস্বিৎ বিদ্যাময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিদ্যারূপা এব, ইতি বিশয়ে ক্রিয়ারূপত্বং তাবদাহ—পূর্ব্ববিকল্পঃ—ইত্যাদিনা।

চিত্যাগ্নিত্বেন সম্পাদিতানামেষাং মনশ্চিতাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাকাঙ্ক্ষাণাং স্বদেশে ক্রতুবিধ্যভাবাৎ পূর্ব্বত্র “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা ইষ্টকচিতস্যাগ্নেঃ প্রকৃতত্বাৎ, তস্য চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রতুসন্নিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিতাদয়ঃ তেনেষ্টকচিতেনাগ্নিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যুঃ।

যথা—‘মনশ্চিত (যাহা মানস চিন্তা দ্বারা সম্পাদিত), বাক্‌চিত (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত), প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত, কর্ম্মচিত ও অগ্নিচিত’ ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, মানস সংকল্প-সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যাস্বরূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নি সমূহও কি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্বন্ধী ক্রিয়া স্বরূপ ? অথবা জ্ঞানময় ক্রতুর অন্তর্ভূতরূপে বিদ্যাস্বরূপই বটে ? এইরূপ সংশয় স্থলে, “পূর্ব্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি সূত্রে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন (*)।

অভিপ্রায় এই যে, চয়নযোগ্য (যজ্ঞে যাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই] অগ্নিরূপে পরিকল্পিত মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই কোনও যজ্ঞবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, অথচ ইহাদের স্বপ্রকরণে কোন প্রকার যজ্ঞবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে যখন ‘অগ্রে এই জগৎ অসৎ (নাম-রূপে অনভিব্যক্ত) ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত (প্রকৃত যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয়, সেই) অগ্নিরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে ; সুতরাং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিতই সেই অগ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের নিয়ম থাকায়, সন্নিহিত বা প্রস্তাবিত ক্রিয়াময় ক্রতুরই (যজ্ঞেরই) গ্রহণ করিতে হইবে ; অতএব সেই প্রকরণাধীন মনশ্চিতাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞীয় অগ্নির সহিত বিকল্প্যমান অর্থাৎ প্রকারভেদরূপে কল্পিত

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণ। ইহা ৪৪শ হইতে ৫০শ পর্য্যন্ত সাত সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যোক্ত ‘মনশ্চিত-বাক্‌চিত’ প্রভৃতি অগ্নি সমূহ। (২) সংশয়—এ সমস্ত অগ্নি কি মনঃকল্পিত জ্ঞানাত্মক ? অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ক্রিয়াত্মক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানময়ই বটে, তথাপি পূর্ব্ব প্রকরণোক্ত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্পর্কিত অগ্নির বিকল্প বা প্রকারভেদ—ক্রিয়া-সম্বন্ধীই বটে। (৪) উত্তর—না, ইহা পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির প্রকারভেদ নহে ; এ সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকই বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে স্বতন্ত্র বিদ্যাময় যজ্ঞেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বিদ্যারূপাণামপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানসগ্রহবদ্ উপপদ্যতে। যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যে দশমেঽহনি মানস-গ্রহস্য মনোনিষ্পাদ্য-গ্রহণাসাদন-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহরণ-ভক্ষণত্বেন বিদ্যারূপস্যাপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বঙ্গতয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেহাপি ॥৩।৩।৪৪॥

অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতিদেশাৎ (মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নি ধর্ম্মের অতিদেশ করায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি তেষু পূর্ব্বোক্তেষ্টকচিতাগ্নি-ধর্ম্মাতিদেশাদপি তেন সহৈতেষাং বিকল্পঃ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ।

'সেই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির যাহা পরিমাণ' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত (যজ্ঞাঙ্গ) অগ্নি-ধর্ম্মের অতিদেশ করাতেও বুঝাযাইতেছে যে, মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নিরই বিকল্প বা প্রকার-ভেদ মাত্র ॥৩।৩।৪৫॥]

ইতশ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনশ্চিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং চাবগম্যতে; "তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি

ক্রিয়াত্মকই হইবে। মানস বা চিন্তাময় গ্রহের ন্যায় (*) মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ জ্ঞানাত্মক হইলেও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রিয়ারূপেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। যেমন দ্বাদশাহ (দ্বাদশদিন-নিষ্পাদ্য) যাগে দশমদিবসীয় মানস গ্রহের (হবনীয় দ্রব্যাধার পাত্রবিশেষের) কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র (সূক্ত বিশেষ), প্রত্যাহরণ ও ভক্ষণ সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, উহা বিদ্যাময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া ক্রিয়াস্বরূপ হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকরণীয় যজ্ঞের অঙ্গসম্বন্ধ হওয়ায় মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩।৪৪॥

এই কারণেও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বিকল্প ও ক্রিয়াত্মক বলিয়া বুঝাযাইতেছে ; যেহেতু 'সেই মনশ্চিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, যাহা

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে অগ্নির চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে 'ইষ্টকাচিত' অগ্নি কহে; আর কেবল মনে মনে যে অগ্নিচয়নের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে 'সাম্পাদিক' বা মানস অগ্নি কহে। এই মনশ্চিতাদি অগ্নিও সেই সাম্পাদিক অগ্নিরই অন্তর্ভূত। এখন পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল যে, ইহা যখন ক্রিয়াত্মক যজ্ঞেরই প্রকরণ, এবং যজ্ঞে যখন অগ্নিচয়নের ব্যবস্থা নিয়তই রহিয়াছে, তখন মনশ্চিতাদি অগ্নিগুলি মনঃকল্পিত বিদ্যাত্মক হইলেও অগ্নিরূপে কল্পিত হওয়ায়, বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত অগ্নি পূর্ব্বপ্রকরণস্থ যজ্ঞাগ্নিরই স্থানবর্ত্তী—ক্রিয়াসম্বন্ধী, কেবলই বিদ্যারূপী নহে। সিদ্ধান্তে বলা হইবে যে, যদিও ক্রিয়াময় যজ্ঞপ্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির পাঠ থাকুক, তথাপি পূর্ব্বপ্রকরণীয় যজ্ঞাগ্নির ধর্ম্ম ইহাতে অতিদিষ্ট হওয়ায় এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্ধারণও থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইহা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যারূপ-অগ্নি, ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি নহে।

পূর্ব্বস্মেষ্টক-চিতস্যাগ্নের্বীর্য্যং মনশ্চিতাদিষ্বতিদিশ্যতে ; তেন তুল্য-কার্য্যত্বাদ্বিকল্পঃ। ততশ্চেষ্টকচিতবৎ তৎক্রতু-নির্ব্বর্ত্তনেন তদঙ্গভূতা মনশ্চিত্তাদয়ঃ (ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন (*)) ক্রিয়ারূপা এবেতি ॥৩॥৩॥৪৫॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—বিদ্যা এব (নিশ্চয়ই বিদ্যা স্বরূপ) তু (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) নির্দ্ধারণাৎ (যেহেতু নির্দ্ধারণ আছে), দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতেও পাওয়া যায়) চ (এবং)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—মনশ্চিতাদয়ঃ বিদ্যৈব জ্ঞানাত্মকক্রত্বঙ্গভূতা এব ; কুতঃ ? নির্দ্ধারণাৎ,—স্বত এব তেষাং বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেঽপি "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি বিশেষ্য নির্দ্ধারণং হি তেষাং বিদ্যারূপত্বং সূচয়তি ; দর্শনাচ্চ—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত" ইত্যাদৌ চ ক্রতোর্বিদ্যাময়ত্বমপি হি দৃশ্যতে।

আলোচ্য মনশ্চিতাদি অগ্নি যে, নিশ্চয়ই বিদ্যাস্বরূপ—কেবলই জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াময় যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বৈকল্পিক নহে, তাহা 'এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই বিদ্যাচিত' এই নির্দ্ধারণ-বাক্য হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্ব নিবৃত্তির জন্যই ঐরূপে বিশেষ করিয়া অবধারণ করা হইয়াছে ; নচেৎ মনশ্চিতাদি অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যাত্মকতাসত্ত্বেও আবার বিদ্যারূপত্ব বলিবার আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ 'মনে মনে গ্রহসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি স্থলে যেমন মানস যজ্ঞাঙ্গেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ; এখানেও তেমনি অগ্নির মানসত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৪৬॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তম্—মনশ্চিতাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবেতি ; নৈতদস্তি। বিদ্যারূপা এবৈতে—বিদ্যারূপ-

---

সেই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ', এখানে মনশ্চিতাদি অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ত্তী যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বীর্য্য বা ফলসাধন-শক্তি অতিদিষ্ট (আরোপিত) হইতেছে। অতএব, উভয়েরই কার্য্য যখন একরূপ, তখন অবশ্যই বিকল্প হইবে। অতএব ইষ্টকচিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞনির্ব্বাহক, মনশ্চিতাদি অগ্নিও তেমনি যজ্ঞনির্ব্বাহক ; সুতরাং মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী বিদ্যাস্বরূপ ॥৩॥৩॥৪৫॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াময় ক্রতুর সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় যে, ক্রিয়া স্বরূপই হইবে, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেরূপ হইতে পারে না ;

(*) অয়মংশঃ ক্বচিৎ পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ক্রত্বন্বয়িন ইত্যর্থঃ। কুতঃ? নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ। নির্দ্ধারণং তাবৎ—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি; বাঙ্মনশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারাণাম্ ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্মনসা সম্পাদিতাগ্নিত্বেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেঽপি "বিদ্যাচিতা এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে" ইতি চাবধারণং বিদ্যাময়-ক্রত্বন্বয়েন বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে। দৃশ্যতে চ—অত্রৈবৈষাং শেষী বিদ্যারূপঃ ক্রতুঃ—"তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত" [?] ইতি। ইষ্টকচিতেষ্বগ্নিষু যৎ ক্রিয়াময়ং যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ মনোনির্বর্ত্ত্যেষু মনশ্চিতাদ্যগ্নিষু মনোময়মেবাক্রিয়তেতি বচনাৎ ক্রতুরপি বিদ্যাময়োঽত্র প্রতীয়তে ॥৩॥৩॥৪৬॥

নন্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ইষ্টক-চিতাগ্ন্যুপস্থাপিত-

---

পরন্তু সে সমস্ত অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই—বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধই বটে। কারণ? যেহেতু এইরূপই নির্দ্ধারণ (অবধারণ) রহিয়াছে, এবং অন্যত্রও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নির্দ্ধারণ এই যে, 'সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে; কেন না, এসমস্ত অগ্নি এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-কর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়া থাকে' ইতি। বাক্য, মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহের কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় চয়ন করা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে মনঃকল্পিত (মানস) অগ্নিরূপেই বুঝিতে হয়; অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চিত সত্ত্বেও যে, পুনর্ব্বার বিদ্যারূপত্ব অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিসমূহের বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ এইপ্রকরণেই উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গীস্বরূপ বিদ্যাত্মক ক্রতুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—'তাহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের সাহায্যেই গ্রহসমূহ (হবনীয় দ্রব্যাধার সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই স্তব করিয়াছিলেন, এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যজ্ঞে যে কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কর্ম্ম আছে, মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাত্মক সেই সমস্ত মনশ্চিত-যজ্ঞেও তৎ সমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল' ইতি। এখানে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় অগ্নিতে ক্রিয়াত্মক যে কিছু কর্ম্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদ্য মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল; এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য যজ্ঞটিও নিশ্চয়ই বিদ্যাময় যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥৩॥৩॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, এখানে যখন কোনও বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই, এবং স্বতন্ত্র ফলেরও নির্দ্দেশ নাই; অথচ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে; অতএব ক্রিয়ার

ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রকরণাদ্ বিদ্যাময়-ক্রত্বন্বয়েন বিদ্যারূপত্বৈষাং বাধ্যতে। নেত্যাহ—

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ (প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতু) চ (ও) ন (না), বাধঃ (বিদ্যারূপত্বের বাধা)।]

[সরলার্থঃ—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইতি প্রকরণাপেক্ষয়া শ্রুত্যাদীনাং বলীয়স্ত্বাৎ—বলবত্তরত্বাদপি ন প্রকরণেন বিদ্যাময়-ক্রতু-সম্বন্ধস্য বাধঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইত্যাদ্যা। 'আদি'-শব্দেন বিদ্যারূপত্বগ্রাহিকে লিঙ্গ-বাক্যে অপি পরিগৃহীতে ইত্যর্থঃ।

'শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা ও যৌগিকার্থ, ইহাদের একই বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপরটি দুর্ব্বল,' এই নিয়মানুসারে প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির (সাক্ষাৎ বাক্যার্থের) বলবত্তা হেতু, ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণ দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রুতিকথিত মনশ্চিতাদির বিদ্যারূপত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে 'লিঙ্গ' ও 'বাক্য' নামক অপর হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।৩।৪৭]

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্ত্বেন শ্রুত্যাদ্যবগতঃ ক্রতুরেষাং তদন্বয়শ্চ দুর্ব্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে। শ্রুতিস্তাবৎ "তে

সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ হইতেছে; সুতরাং তাহা দ্বারাই ত এ সমস্তের বিদ্যারূপতা বাধিত হইতেছে? না—বাধিত হইতেছে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাৎ" ইত্যাদি।

প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের সমধিক বলবত্তা হেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিতাদির সহিত তৎসম্বন্ধ কখনই তদপেক্ষা দুর্ব্বল 'প্রকরণ' দ্বারা বাধিত হইতে পারে না (*)। তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, 'নিশ্চয়ই তাহারা বিদ্যাচিত বটে' ইত্যাদি;

(*) তাৎপর্য্য—যে সমস্ত উপায়ে বাক্যের—বিশেষতঃ বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়, পূর্ব্বমীমাংসার একটি সূত্রে সে সমস্ত উপায়গুলি সংকলিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্, অর্থবিপ্রকর্ষাৎ।" শ্রুতি অর্থ—প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ (স্পষ্টার্থক) বাক্য, লিঙ্গ অর্থ—অর্থবিশেষ সমর্থনের ক্ষমতা; বাক্য অর্থ—অর্থবোধক পদসমষ্টি; প্রকরণ অর্থ—প্রসঙ্গ; স্থান অর্থ—উল্লেখের ক্রম; সমাখ্যা অর্থ—নাম বা প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগজ শব্দসামর্থ্য। ইহাদের মধ্যে, পরবর্ত্তী উপায়সমূহ কোন অর্থ প্রকাশ করিবার অগ্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী উপায়গুলি অর্থবিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকে; এই জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী উপায়গুলি দুর্ব্বল। মনে করুন, কোনও সন্দিগ্ধ স্থলে বাদীর অভিমত তাৎপর্য্যের অনুকূল লিঙ্গ অর্থাৎ সমর্থনক্ষম কোনও চিহ্ন আছে কি না, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে যত সময় লাগে, তাহার বহুপূর্ব্বেই অন্য-নিরপেক্ষ 'বাক্য' আপনার অভিমত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ফেলে; কাজেই লিঙ্গ ও প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বলবত্তা অধিক; অধিক বলিয়াই ভাষ্যকার লিঙ্গ ও প্রকরণানুযায়ী অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাক্ষাৎ বাক্যলব্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন; সূত্রকারেরও তাহাই অভিপ্রেত।'

হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি। তাং বিবৃণোতি—"বিদ্যয়া হৈবৈতে এবং-বিদশ্চিতা ভবন্তি" [?] ইতি। বিদ্যয়া—বিদ্যাময়েন ক্রতুনা সম্বদ্ধা মনশ্চিতাদয়শ্চিতা ভবন্তীত্যর্থঃ। "তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে" [?] ইতি লিঙ্গম্। বাক্যং চ—"এবংবিদে চিন্বন্তি" ইতি। সমভিব্যাহারো বাক্যম্। এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতকর্ত্তৃকং সর্ব্বকালব্যাপি চয়নং মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকর্ত্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েষ্টকচিতকার্য্যদ্বারেণ ক্রত্বনুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যাময়ক্রত্বনুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩॥৩॥৪৭॥

যচ্চেদমুক্তম্—বিধি-প্রত্যয়াশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোরন্যোঽত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্ন সম্ভবতি—ইতি ; তত্রাহ—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ ; তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ (অনুবন্ধাদি হেতু বশতঃ) প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববং (অপরাপর জ্ঞানময় যজ্ঞের পার্থক্যের ন্যায়) দৃষ্টঃ (দেখাও গিয়াছে) চ (ও), তদুক্তং (সে কথা কথিত আছে) ।]

এই কথাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, 'এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ সমস্ত অগ্নিকে জ্ঞান দ্বারাই চয়ন করিয়া থাকেন'। এ কথার অর্থ এই যে, বিদ্যার সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানময় যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক 'লিঙ্গ' হইতেছে এই যে, 'যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত, সমস্ত ভূতবর্গ সর্ব্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করত নিদ্রা যায়' [অভিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিবাক্যও মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদ্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে।] "এবংবিদে চিন্বন্তি" এই বাক্যটিও উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তেরই গ্রাহক বা অনুকূল। বাক্য অর্থ—পদসমষ্টি ; উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে, এবংবিদের অর্থাৎ উক্তপ্রকার যজ্ঞবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে সমস্ত ভূতগণ সর্ব্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করিয়া থাকে। এখানে, সর্ব্বদা সর্ব্ব ভূতকর্ত্তৃক যে, মনে মনে অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না ; কারণ, তাহার কর্ত্তা, কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই পরিমিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টরূপে বিহিত ; কাজেই মনঃসম্পাদিত এই চয়নই মনশ্চিতাদির বিদ্যারূপত্বের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩॥৩॥৪৭॥

আরও যে, বলা হইয়াছিল, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায় এবং ফল-বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায় ইহা কখনই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু হইতে পারে না ; তদুত্তরে বলা হইতেছে,—"অনুবন্ধাদিভ্যঃ" ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—ক্রিয়াত্মকাদিষ্টকচিতাৎ ক্রতোর্বিদ্যাময়স্যাস্য ক্রতোঃ অনুবন্ধাদিভ্যঃ পৃথক্ত্ব-মবগম্যতে। অনুবন্ধাঃ—যজ্ঞসাধকাঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ ; আদি-শব্দেন পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রুত্যাদয়ো গ্রাহ্যাঃ। প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ—ইতি দৃষ্টান্তঃ ; যথাহি—প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাদি ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোঃ পৃথক্, তথা অয়মপীত্যর্থঃ। দৃষ্টশ্চ—অনুবাদ-সমানরূপেঽপি বিধিঃ ; যথা—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদৌ। তদুক্তম্ "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" ইতি ॥

এই বিদ্যাময় ক্রতুটি যে, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু হইতেও বুঝা যাইতেছে। অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্পর্কিত গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি। সূত্রস্থ 'আদি' পদে পূর্ব্বোল্লেখিত 'শ্রুতি' প্রভৃতি হেতুগুলির গ্রহণ করিতে হইবে। 'দহরবিদ্যা' প্রভৃতি অন্যান্য প্রজ্ঞা বা উপাসনা যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। বিশেষতঃ 'জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা করা যায়, তাহাই বীর্য্যবান্ হয়' ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা দৃষ্ট হয় ; একথা মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩॥৩॥৪৮॥]

ইষ্টকচিতান্বয়িনঃ ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোর্বিদ্যাময়োঽয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন অনুবন্ধাদিভ্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোঽবগম্যতে। অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তুবন্ত মনসাশংসন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ। আদিশব্দেন শ্রুত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা গৃহ্যন্তে। শ্রুত্যাদিভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যত ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ—যথা প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাদি ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং শ্রুত্যাদিভিরবগম্যতে, এবময়মপি। এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্ভূতে বিদ্যাময়ে যজ্ঞেঽবগতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে। দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু

ইষ্টকচিত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে এই বিদ্যাময় ক্রতু যে, পৃথক্, তাহা পার্থক্যজ্ঞাপক অনু-বন্ধাদি কারণনিচয় হইতেও জানা যাইতেছে। অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্বন্ধী গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি, যাহাদের কথা—'মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল; মনের দ্বারাই আশংসা করিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অনুবন্ধাদি' এই 'আদি' শব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত 'শ্রুতি' প্রভৃতি হেতু সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুবন্ধ ও শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু হইতে বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে। প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ব, ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে দহর-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর বিদ্যার যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তদ্রূপ। এই প্রকারে অনুবন্ধাদি কারণে বিদ্যাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে পর, তদ্বিষয়ে বিধিকল্পনাও করা যাইতে পারে (*) ; অন্যত্রও অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে বিধিকল্পনা-

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, যজেত, কর্ত্তব্যম্,' ইত্যাদি কর্ত্তব্যতাবিধায়ক বাক্যকেই বিধিবাক্য বলে ; এবং তাদৃশ বাক্যানুযায়ী কার্য্য হইতেই লোকের অপূর্ব্ব বা পুণ্যাদি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

কল্প্যমানো বিধিঃ। তদুক্তং "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" [পূর্ব্ব মীমা০ ৩৫।২১] ইতি। ফলঞ্চ "তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" [?] ইত্যতিদেশাৎ স্বক্রতুদ্বারেণেষ্টকচিতস্যাগ্নের্যৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিতাদীনামপি স্বক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যবগম্যতে ॥৩॥৩॥৪৮॥

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্য্যত্বাবগমাৎ (*) ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশোঽবগম্যত ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

ন, সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ॥৩॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) সামান্যাৎ (সজাতীয়তানিবন্ধন) অপি (ও) উপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয়), মৃত্যুবৎ (যেমন মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ), নহি (নিশ্চয়ই নহে) লোকাপত্তিঃ যথার্থ মৃত্যু স্থান প্রাপ্তি)।]

দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসা শাস্ত্রে সে কথাও উক্ত হইয়াছে—'অপূর্ব্ব বা প্রমাণান্তরাসিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্য বচনও বিধিরূপে কল্পিত হয়' ইতি। 'সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রতু যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিতাদির এক একটিই সেই পরিমাণে ফলপ্রদান করে', এই শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রতুফলের অতিদেশ করাতেও বুঝা যাইতেছে যে, ইষ্টকচিত অগ্নি স্বকীয় যজ্ঞ দ্বারা যে পরিমাণে ফলপ্রদান করে, মনশ্চিতাদি অগ্নিও তৎসম্পর্কিত ক্রতু দ্বারা সেই পরিমাণেই ফল প্রদান করে,' ইহাও মনশ্চিতাদি অগ্নির ইষ্টকচিত অগ্নি হইতে পার্থক্যেরই জ্ঞাপক ॥৩॥৩॥৪৮॥

আর যে, বলা হইয়াছে,—অতিদেশের ফলে উভয়ের তুল্যকার্য্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ায় মনশ্চিতাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীতি হইতেছে; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"ন, সামান্যাদপি" ইত্যাদি।

কিন্তু যে সমস্ত বাক্য বিধিপ্রত্যয় রহিত, কেবল প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশকমাত্র; সে সমস্ত বাক্য অনুবাদ মাত্র; ঐ জাতীয় বাক্যের সাহায্যে কাহারো কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। এখানে মনশ্চিতাদি বাক্যেও কোনপ্রকার বিধিপ্রত্যয় নাই, কেবল প্রসিদ্ধার্থের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র, এমত অবস্থায় ঐ বাক্যানুসারে কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার 'বিধিঃ পরিকল্প্যতে' বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনুবাদের তুল্যজাতীয় বাক্যেও যখন বিধি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনশ্চিতাদি বাক্যেও অনুবন্ধাদি হেতুর সাহায্যে বিধি কল্পনা করা দোষাবহ হইতে পারে না।

(*) 'তুল্যবীর্য্যত্বাবগমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সরলার্থঃ—অতিদেশমাত্রেণ মনশ্চিতাদীনাং ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশো ন যুক্তঃ; কুতঃ? সামান্যাদপি—যতঃ কুতশ্চিৎ সামান্যধর্ম্মাদপি অতিদেশোপলব্ধেঃ। মৃত্যুবৎ—ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্; যথা হি "স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইত্যাদিষু হি সংহর্তৃত্বাদি-সামান্যধর্ম্মমাত্রাদতিদেশঃ; ন হি তত্র লোকাপত্তিঃ—মৃত্যুস্থানপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ; অত্রাপি তদ্বদিত্যর্থঃ॥

কেবল যে, শুধু অতিদেশের বলেই মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ? যে কোনরূপ সামান্য-ধর্ম্ম লইয়াও ঐরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে। 'এই যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ উদয়াস্ত ক্রিয়া দ্বারা জগৎসংহারক' ইত্যাদি স্থলে যেরূপ কেবল সংহারকর্তৃত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মটি লইয়াই সূর্য্যমণ্ডলগত পুরুষে মৃত্যু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ পুরুষ মৃত্যু-লোকে অধিকার লাভ করেন না, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৪৯॥]

নাবশ্যমতিদেশাদবান্তর-ব্যাপারস্যাপি তুল্যতয়া ভবিতব্যম্, যেন ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশ এষাং স্যাৎ। যস্মাৎ কস্মাচ্চিৎ সামান্যমাত্রাদতিদেশোপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি "স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইত্যাদিষু সংহর্তৃত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ। নহি তত্র মণ্ডলপুরুষস্য মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ—তদ্দেশপ্রাপ্তিরপি ভবতি; এবমিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিতাগ্নিদেশরূপ-ক্রিয়াময়ক্রত্বনুপ্রবেশেনাপি ন ভবিতব্যম্। অত ইষ্টকচিতাগ্নেঃ স্বক্রতুদ্বারেণ যৎ ফলম্, তদেব-মনশ্চিতাদীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যতিদেশাদবগম্যতে ॥৩॥৩॥৪৯॥

অতিদেশের ফলে প্রধান কার্য্যেরই তুল্যতা হইতে পারে, কিন্তু তা' বলিয়া তদন্তর্ভূত কার্য্যেরও যে, নিশ্চয়ই তত্তুল্যতা হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, যাহার দরুণ এই মনশ্চিতাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পরে। কেন না, যেহেতু যে কোনও সামান্য বা সাদৃশ্যানুসারেই অতিদেশ (একের ধর্ম্ম অন্যত্র আরোপ) হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, 'এই যে, আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু' ইত্যাদি স্থলে কেবল সংহারকর্তৃত্ব ধর্ম্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপত্বের অতিদেশ করা হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, মৃত্যুর যাহা দেশ বা কাল, মণ্ডল-পুরুষের তৎপ্রাপ্তি হয় না। ঠিক তদ্রূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নির সাধর্ম্ম্যমাত্রের অতিদেশ করাতেই যে, ইষ্টকচিত অগ্নি যে স্থানে আশ্রিত, সেই স্থানীয় ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রসিদ্ধ অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের যাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিদ্যাময় ক্রতু সম্বন্ধ দ্বারা সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করা উদ্দেশ্য নহে) ॥৩॥৩॥৪৯॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্ত্বাৎত্বনুবন্ধঃ ॥৩।৩।৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরেণ (পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ দ্বারা) চ (ও) শব্দস্য (মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের) তাদ্বিধ্যং (তথাবিধ ভাব—বিদ্যাময়ক্রতুত্ব), ভূয়স্ত্বাৎ (ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য হেতু), অনুবন্ধঃ (নির্দ্দেশ)।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পরেণ ব্রাহ্মণেন "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ, তস্যাপ এব" ইত্যাদিনা ফলবিধায়কেন বাক্যেন শব্দস্য মনশ্চিতাদিবাচকস্য পদস্য তাদ্বিধ্যং তথাবিধার্থত্বং বিদ্যাময়ক্রতুবোধকত্বং চেদবগম্যতে, তর্হি ক্রিয়াময়প্রকরণে কথমেষাং সন্নিবেশঃ? ইত্যত আহ—ভূয়স্ত্বাৎ ক্রিয়াময়াগ্ন্যঙ্গানামত্র বাহুল্যাৎ তু অনুবন্ধঃ তথা নির্দ্দেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

অপি চ, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় ক্রতুর ফল হইতে ইহার পৃথক্ ফলের নির্দ্দেশ থাকাতেও মনশ্চিতাদিপ্রতিপাদক শব্দগুলিরও তাদৃশ বিদ্যাময় যাগাঙ্গত্বই বুঝিতে হইবে। কেবল ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য থাকায় এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে মনশ্চিতাদির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ॥৩।৩।৫০॥] [বিংশতিতমম্ পূর্ব্ববিকল্পাধিকণ ॥২০॥]

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্যাপি মনশ্চিতাদ্যভিধায়িনঃ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্—তথাবিধত্বম্—বিদ্যাময়প্রতিপাদিত্বমবগম্যতে। পরেণ হি ব্রাহ্মণেন "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ, তস্যাপ এব পরিশ্রিতাঃ" [?] ইত্যাদিনা "স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পৃণানামেনং ভূতমেতৎ সর্ব্বমভিসম্পদ্যতে" [?] ইতি পৃথক্‌ফলা বিদ্যৈব বিধীয়তে ; তথা বৈশ্বানরবিদ্যাদৌ বিদ্যৈব বিধীয়তে। অতোঽগ্নিরহস্যস্য ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি। এবং তর্হি বিদ্যাময়া মনশ্চিতাদয়ো বৃহদারণ্যকেঽনুবন্ধব্যাঃ, কিমর্থমিহানু-

---

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিতাদিবোধক শব্দের তাদ্বিধ্য—তথাবিধত্ব, অর্থাৎ বিদ্যাময় ক্রতুপ্রতিপাদকত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, 'এই লোকই অগ্নিচিত, জল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে' ইত্যাদি পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ—'সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎতৃপ্তিকারীদিগের সমস্ত-লোক সম্পদ্ লাভ করেন', এইরূপ পৃথক্ ফলজনক বিদ্যারই বিধান করিতেছে, (ক্রিয়ার নহে)। এইরূপ 'বৈশ্বানর বিদ্যা' প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিদ্যাই বিহিত হইতেছে (ক্রিয়া নহে)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়ানুষ্ঠানই যে, আলোচ্য অগ্নিরহস্য কাণ্ডের একমাত্র বিষয়, তাহা নহে, [বিদ্যাও তাহার বিষয়।] ভাল কথা, তাহা হইলে ত বিদ্যাময় মনশ্চিতাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড—বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এখানে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

বধ্যন্তে? তত্রোচ্যতে—'ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ' ইতি। মনশ্চিতাদিষু সম্পাদনীয়ানাম্ অগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাৎ সন্নিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩॥৩॥৫০॥

[ইতি বিংশং পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

শরীরে ভাবাধিকরণম্। **এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩॥৩॥৫১॥**

[পদচ্ছেদঃ—একে (কেহ কেহ), আত্মনঃ (আত্মার) শরীরে (শরীরে) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—পরমাত্মা হি উপাসকস্য আত্মস্বরূপতয়া উপাস্যঃ, উপাসকস্য স্বরূপমপি পরমাত্মবদেবোপাস্যমিতি উক্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিং শরীরে বর্ত্তমানস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-বিশিষ্টং স্বরূপমুপাস্যম্? অথবা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্টং যথার্থরূপম্? ইতি। তত্র একে মন্যন্তে—কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টমেব আত্মনঃ স্বরূপমনুসন্ধেয়ম্; কুতঃ? শরীরে ভাবাৎ—শরীরে বর্ত্তমানস্য উপাসিতুরাত্মনঃ তদ্ভাবাৎ—কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টরূপত্বাদিত্যর্থঃ॥

উপাসক জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে, এবং আপনার স্বরূপও জানিতে হইবে, বলা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট রূপই কি চিন্তনীয়? অথবা অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট প্রকৃত স্বরূপই চিন্তনীয়? এ বিষয়ে কেহ কেহ মনে করেন যে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার যখন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিই যথার্থ রূপ, তখন তদ্রূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫১॥]

সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসূপাস্যোপাসনস্বরূপবদ্ উপাসকস্বরূপস্যাপি জ্ঞাতব্যত্ব-মুক্তম্—"ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ" ইতি। বক্ষ্যতি চাস্য প্রত্য-গাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি। কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেহামুত্র সঞ্চারক্ষমোঽনু-

---

"ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ" ইতি, অর্থাৎ মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও যাগাঙ্গ অগ্নির বহুলাংশ বিদ্যমান থাকায় তাহার সন্নিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিতাদিরও উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৫০॥　　[বিংশতিতমম্ পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

সমস্ত পরবিদ্যাতে উপাস্য ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি উপাসকের স্বরূপ চিন্তার কথাও উক্ত হইয়াছে; যথা "ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ" ইতি। পরবর্ত্তী "আত্মেতি তূপযন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ" এই সূত্রেও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মারও স্বরূপ-চিন্তার কথা বলিবেন। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কর্ত্তা, ভোক্তা এবং

সন্ধেয়ঃ, উত প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপঃ ? কি যুক্তম্ ? জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারমাত্র ইত্যেকে মন্যন্তে ; কুতঃ ? অস্যোপাসকস্যাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ; শরীরে বর্ত্তমানস্য তাদৃশমেব রূপম্ ; তাবতৈবানুসন্ধানেন তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেশ্চ। ন হি কর্ম্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জ্ঞাতৃত্বা-দ্যতিরেকেণ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠান-দশায়ামনুসন্ধাতব্যম্ ; তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতি-রিক্তানুসন্ধানে প্রয়োজনাভাবাৎ ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব।

নমু চাত্র "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপ্মত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে ; নৈবম্, "তং যথাযথোপাসতে" ইত্যুপাস্যবিষয়ত্বাৎ তস্য ॥৩॥৩॥৫১॥

ইহলোক-পরলোকসঞ্চরণক্ষম জীবাত্মা ? অথবা প্রজাপতির কথিত অপহত-পাপ্মত্বাদি স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

[এতদুত্তরে] কেহ কেহ বলেন যে. প্রত্যক্-আত্মা এখানে জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই বিবক্ষিত ; কেন না, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সদ্ভাব রহিয়াছে ; অর্থাৎ শরীরে বর্ত্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে ; এবং সেই জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি-ফলাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম ছাড়া,—ফলানুভবকালে যাদৃশ স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না ; কেন না, ঐ পর্য্যন্ত চিন্তা দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; আর এখানেও যখন তদপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন এখানেও সেই প্রকারই, অর্থাৎ কেবল জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ চিন্তাই করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে. 'পুরুষ (সাধক) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে। না,—এরূপও হইতে পারে না ; কেন না, 'তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে', এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্য-বিষয়ক সংকল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, (কিন্তু উপাসকবিষয়ক সংকল্প নহে) (•) ॥৩॥৩॥৫১॥

(•) তাৎপর্য্য—এই 'শরীরে ভাবাধিকরণ'টি ৫১– ৫২ পর্য্যন্ত দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১)বিষয়—উপাস্যের ন্যায় তদতিরিক্ত উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা। (২) সংশয়—উপাসককেও কি কর্ত্তা ভোক্তাপ্রভৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা উপাস্যের ন্যায় অপহতপাপ্মত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ, ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (পার্থক্য) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু পরমেশ্বরের সদ্ভাবে তাহার সদ্ভাব)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—"ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদিনা। নতু এতৎ সম্ভবতি, যং জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধেয় ইতি; যতঃ অস্যাত্মনঃ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থায়াং যো ব্যতিরেকঃ—অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ বিলক্ষণভাবঃ, স এব মোক্ষার্থিভিরুপাস্যঃ, নতু জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টাকারঃ। কুতঃ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ—যো হি যেন ভাবেন ভাবিতঃ ভবতি, স হি তদ্ভাবমেব আপদ্যতে; "তং যথাযথোপাসতে, তথৈব ভবতি" ইতি হি যথোপাসনমেব রূপাপত্তিঃ শ্রূয়তে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ; ব্রহ্মোপলব্ধির্যথা যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ঃ, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়ৈব ইত্যর্থঃ॥

না—এরূপও হইতে পারে না যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই আত্মার চিন্তা করিতে হইবে, অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট রূপে নহে। কেন না, সংসার দশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট রূপ, সেইরূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে; কারণ, 'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই ভাবেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে' এই শ্রুতিতে উপাসনানুরূপ ফল-প্রাপ্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির উপদেশ যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপবিষয়ক, আত্মোপলব্ধির বিধিকেও তেমনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫২॥]

নত্বেতদস্তি—যৎ জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধেয় ইতি; অস্যাত্মনঃ সংসারদশায়া মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোঽপহতপাপ্মত্বাদিকোঽনু

না, এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে' এই শ্রুতিটি উপাস্য বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপাসক বিষয়ে নহে; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছি—'ব্যতিরেকঃ' ইত্যাদি।

না, এরূপ কথা নাই যে, জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে; পরন্তু এই আত্মার সংসারদশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, মোক্ষকালীন বিশেষ ভাবে—অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম,

---

হইবে? (২) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহার অধিক চিন্তা করা যখন অনাবশ্যকও বটে, তখন কর্ত্তা ভোক্তা প্রভৃতিরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। (৪) উত্তর—না—কর্ত্তৃত্বাদি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হইবে না; পরন্তু অপহতপাপ্মত্বাদি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয় - অতএব উপাসকের পক্ষে আপনাকেও উপাস্যবৎ চিন্তা করিতে হইবে না।

সন্ধেয়ঃ; অস্য মোক্ষদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃগ্রূপ এবোপাসন-বেলায়ামাত্মা অনুসন্ধেয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তদ্রূপাপত্তেঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" "তং যথা-যথোপাসতে তথৈব ভবতি" ইতি যথোপাসনমেব হি প্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। ন চ পরস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেদমিতি বক্তুং শক্যতে, প্রত্যগাত্মনোঽপ্যুপাস্য-ভূত-পরব্রহ্মশরীরতয়োপাস্যকোটিনিক্ষিপ্তত্বাৎ। অতঃ প্রজাপতিবাক্যো-দিতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণক-প্রত্যগাত্মশরীর-পরমাত্মোপাসনস্য তথারূপমেব প্রাপ্যম্—ইত্যুক্তং ভবতি। অতএব "এবংক্রতুর্হামুং (*) লোকং প্রেত্যাভি-সম্ভবিতাস্মি" ইত্যুচ্যতে, তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাপ্যাকার এবানুসন্ধেয়ঃ।

উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ; যথা ব্রহ্মোপলব্ধির্বিহিতা যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়া, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েত্যর্থঃ। কর্ম্মস্যাত্মস্বরূপানুসন্ধানং কর্ম্মাঙ্গম্; "যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি কর্ম্মানুষ্ঠান-

---

তদ্রূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মার মুক্তিকালে যাদৃশ-রূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, উপাসনাকালেও তাদৃশ রূপবিশিষ্ট আত্মারই অনুসন্ধান (চিন্তা) করিতে হইবে। কারণ? যেহেতু ঐরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সদ্ভাবেই সেই অপহতপাপ্মত্বাদি রূপ লব্ধ হইয়া থাকে; কেন না, 'পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ ভাবই প্রাপ্ত হয়।' 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে' এই সমস্ত শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ ফলই শ্রুত হইতেছে। আর উক্ত বাক্য যে, কেবল পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, (জীব বিষয়ে নহে), এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাও ত উপাসনীয় পরমাত্মারই শরীর; সুতরাং তাহাকেও উপাস্যশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। অতএব [বলিতে হইবে যে,] প্রজাপতিবাক্যে যাহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণ অভিহিত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মার উপাসনায় তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাই প্রতিপাদিত হইল। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, 'আমি এখানে যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন; পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হইব'। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মা উপাসনাফলে ভবিষ্যতে যে রূপটী লাভ করিবে, শ্রুতিতে সেই রূপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

'উপলব্ধি' অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি আলোচ্য আত্মোপলব্ধিও আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য হইবে। আর ক্রিয়াবিধিতে যে, আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহাও কর্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ; এবং 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে' এই স্থলে শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানই

(*) এবং ক্রতুরিহামুম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মেব হি ফলায় চোদ্যতে। দেহাতিরিক্ত-জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারাত্মাবগতিঃ কালান্তরভাবিফল-সাধনকর্ম্মাধিকারার্থেতি তাবন্মাত্রমেব তত্রাপেক্ষিতমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩॥৩॥৫২॥

[ইতি একবিংশম্ শরীরেভাবাধিকরণম্ ॥২১॥]

অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্।]

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩॥৩॥৫৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গাববদ্ধাঃ (যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত) তু (পুনঃ) ন (না) শাখাসু (বহু শাখায়) হি (সেইরূপই) প্রতিবেদম্ (প্রত্যেক বেদে)।]

[সরলার্থঃ—"ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" ইত্যেবমাদ্যা যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়া বহ্ব্য উপাসনাঃ সন্তি; তাঃ কিং যাসু শাখাসু শ্রূয়ন্তে, তাস্বেব ব্যবস্থিতাঃ? উত সর্ব্বাসু শাখাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ? এবমাশঙ্কায়ামাহ—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি।

অঙ্গাববদ্ধাঃ যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়াঃ উদ্গীথাদ্যুপাসনাঃ ন শাখাসু ন তত্তচ্ছাখাসু নিয়মিতাঃ, অপিতু প্রতিবেদং সর্ব্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ উদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রাশ্রিতাঃ তা উপাসনাঃ, তস্মাৎ যত্র যত্র উদ্গীথাদীনি অঙ্গানি, তত্রৈব তত্তদুপাসনা অনুসর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ॥

'ওঁম্' এই উদ্গীথাক্ষরের উপাসনা করিবে' 'লোকবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে' যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত এইরূপ বহু উপাসনার কথা আছে। এখন শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত উদ্গীথাদি-কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ যে যে শাখাতে উল্লিখিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই কি নিবদ্ধ থাকিবে? অথবা সমস্ত বেদশাখার উদ্গীথাদিস্থলেই অনুসৃত হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি।

কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলি যে যে শাখায় পঠিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে; অর্থাৎ যেখানে যেখানে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানেই উদ্গীথাদির উপাসনা করিতে হইবে। যেহেতু ঐসমস্ত উপাসনা কোন কর্ম্মবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয় নাই, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়াই বিহিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বত্রই উপসংহারযোগ্য ॥৩॥৩॥৫৩॥]

ফলোৎপাদনার্থ বিহিত হইতেছে; আর দেহাতিরিক্ত জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার যে, অবগতি বা অনুভূতির কথা আছে, তাহাও কালান্তরভাবী ফলেরই সাধন বা উপায় স্বরূপ কর্ম্মাধিকারের দ্যোতক মাত্র; কারণ, সেখানে ঐটুকুই কেবল অপেক্ষিত রহিয়াছে; [সুতরাং সেইটুকু জ্ঞাপন করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে;] অতএব এ পক্ষে কিছুমাত্র ন্যূনতা হইতেছে না ॥৩॥৩॥৫২॥　　　[একবিংশতিতম শরীরে ভাবাধিকরণ ॥২১॥]

"ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত", "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত", "উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদিদমেবোক্থম্, ইয়মেব পৃথিবী" "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ ক্রত্বঙ্গাশ্রয়া উপাসনা ভবন্তি; তাঃ কিং যাসু শাখাসু শ্রূয়ন্তে, তাস্বেব নিয়তাঃ, উত সর্ব্বাসু শাখাসূদ্গীথাদিষু সম্বধ্যন্তে ? ইতি বিচারঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে স্থিতেঽপি প্রতিবেদং স্বরভেদাদুদ্গীথাদয়ো ভিদ্যন্তে, ইতি তত্র তত্র ব্যবতিষ্ঠেরন্ ইতি যুক্তা শঙ্কা। কিং যুক্তম্ ? ব্যবতিষ্ঠেরন্নিতি। কুতঃ ? "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি সামান্যেনোদ্গীথসম্বন্ধিতয়া শ্রুতায়াস্তস্যামেব শাখায়াং স্বরবিশেষযুক্তস্যোদ্গীথবিশেষস্য সন্নিধানাৎ তস্মিন্নেব বিশেষে পর্য্যবসানং যুক্তমিতি। এবমাদ্যাস্তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্নিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে', 'লোকে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে', 'প্রজাগণ 'উক্থ উক্থ বলিয়া থাকে, ইহাই উক্থ, ইহাই পৃথিবী, ইহাই লোক, এবং অগ্নিচিত' ইত্যাদি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ-উদ্গীথাদি অবলম্বনে বহুতর উপাসনা বিহিত আছে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ঐ সমস্ত উপাসনা, যে সকল বেদশাখায় পঠিত আছে, কেবল সেইসমস্ত শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে শাখাতে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে।

যদিও [তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেই] সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব, অর্থাৎ একস্থানে উক্ত উপাসনার অন্যত্রও উপসংহারের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদে উচ্চারণ ও স্বরগতভেদ থাকায় যেখানে যাহার উল্লেখ, ঠিক সেখানেই তাহার প্রয়োগ হইতে পারে; এই কারণে এখানে ঐ প্রকার আশঙ্কা করা অসঙ্গত হইতেছে না। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? নির্দ্দিষ্ট স্থলে নিবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত; কারণ ? যেহেতু 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এইরূপে যদিও সামান্যতঃ উদ্গীথের সম্বন্ধানুসারেই উপাসনা শ্রুত হউক, তথাপি সেই শাখাতেই আবার যখন বিভিন্নপ্রকার স্বরসংযুক্ত স্বতন্ত্র উদ্গীথেরও উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সান্নিধ্য বশতঃ সেই শাখাগত সেই উদ্গীথবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত; এইরূপ অপরাপর উপাসনারও নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকা সম্ভব। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ'। ৫৩ ও ৫৪ সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি বিষয়ক উপাসনা। সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনা কি কেবল নির্দ্দিষ্ট শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে বেদশাখায় উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যে শাখায় যাহার উল্লেখ আছে, সেই শাখাতেই তাহার ব্যবহার

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অঙ্গাববদ্ধাস্তু"—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; নহ্যুদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধা উপাসনাঃ তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্; অপি তু প্রতিবেদং সম্বধ্যেরন্, সর্ব্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ। হি-শব্দো হেতৌ। যস্মাৎ শ্রুত্যৈবোদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রাববদ্ধাঃ, তস্মাদ্ যত্রোদ্গীথাদয়ঃ, তত্র সর্ব্বত্র সম্বধ্যেরন্। যদ্যপি স্বরভেদেন উদ্গীথ-ব্যক্তয়ো ভিদ্যন্তে; তথাপি সামান্যেন উদ্গীথশ্রুত্যা সর্ব্বা ব্যক্তয়ঃ সন্নিহিতাঃ, ইতি ন ক্বচিৎ ব্যবস্থায়াং প্রমাণমস্তি। 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়'ন্যায়েন চ সর্ব্বাসু শাখাসু ক্রতুরেকঃ; অতঃ সর্ব্বাসু শাখাসু একস্য ক্রতোঃ সন্নিধানাৎ ক্রত্বঙ্গভূতোদ্গীথাদয়োঽপি সন্নিহিতাঃ, ইতি নৈকস্য সন্নিধিবিশেষোঽস্তীতি ন ব্যবস্থা ॥৩॥৩॥৫৩॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩॥৩॥৫৪॥

[পদচ্ছেদঃ—মন্ত্রাদিবৎ (মন্ত্রপ্রভৃতির ন্যায়) বা (এবং) অবিরোধঃ (বিরোধ নাই)।]

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অঙ্গাববদ্ধাস্তু ইতি।" সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের বারণ করিতেছে। কেন না, কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত উপাসনা কেবল নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না; পরন্তু প্রত্যেক বেদে অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে। হি-শব্দটি হেতুত্ব বোধক; যে হেতু শ্রুতিই ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদ্গীথাদি অঙ্গমাত্রের সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু [বুঝিতে হইবে,] যেখানে যেখানে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই ঐ সমস্ত উপাসনার সম্বন্ধ হইবে। যদিও স্বরগত প্রভেদ থাকায় প্রত্যেক শাখাগত উদ্গীথই ভিন্ন ভিন্ন হউক, তথাপি সামান্যাকারে (সাধারণভাবে) কেবল উদ্গীথ-শব্দের শ্রুতি থাকায় প্রত্যেক উদ্গীথই উপাসনার সন্নিহিত হইতেছে; সুতরাং উপাসনার ব্যবস্থা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ 'সর্ব্ব-শাখাপ্রত্যয়' নিয়মানুসারে জানা যায় যে, সমস্ত শাখাগত যজ্ঞই এক; অতএব সমস্ত বেদশাখাতে একই ক্রতুর সান্নিধ্য থাকায় সেই ক্রতুরই অঙ্গস্বরূপ উদ্গীথাদিও স্বভাবতই সন্নিহিত বা উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং স্বতন্ত্র অপর কোনও উপাসনার যে, সান্নিধ্য আছে, তাহাও নহে; কাজেই শাখাভেদেও উপাসনার প্রভেদ হইতে পারে না ॥৩॥৩॥৫৩॥

হওয়া উচিত, সর্ব্বশাখাতে অনুসরণ করা উচিত হয় না। (৪) উত্তর—না, কোনও নির্দ্দিষ্ট শাখায় ঐ সমস্ত উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে পারে না; কারণ, সামান্যতঃ যেখানে উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই ঐ জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব সর্ব্বশাখাতেই কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি উপাসনা প্রয়োজ্য হইবে।

[সরলার্থঃ—যথা খলু শাখাবিশেষে পঠিতানামপি কর্ম্মাঙ্গভূতানাং মন্ত্রাদীনাং তদঙ্গিনঃ ক্রতোঃ একত্বে সর্ব্বাস্বেব শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। মন্ত্রাদীত্যাদি-পদেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্য-কর্ম্মণাং পরিগ্রহঃ।

মন্ত্র প্রভৃতি যেমন কোন এক শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও প্রধানভূত যজ্ঞের ঐক্যনিবন্ধন সমস্ত শাখাতেই বিনিযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও উদ্গীথাদির একত্ব নিবন্ধন তন্মূলক উপাসনারও সর্ব্ব-শাখায় উপসংহার করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ॥৩॥৩॥৫৪॥]

[ইতি দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥]

বা-শব্দশ্চার্থে; আদিশব্দেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্যকর্ম্মাণি গৃহ্যন্তে; যথা মন্ত্রাদীনামেকৈকশাখাস্বাম্নাতানামপি শেষিণঃ ক্রতোঃ সর্ব্বশাখাস্বেকত্বেন যথাযথং শ্রুত্যাদিভিঃ সর্ব্বাসু শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে; তদ্বদিহাপ্যবিরোধঃ ॥৩॥৩॥৫৪॥

[ইতি দ্বাবিংশম্ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥]

ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্।] **ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং, তথাহি দর্শয়তি ॥৩॥৩॥৫৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভূম্নঃ (ভূমার) ক্রতুবৎ (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের ন্যায়) জ্যায়স্ত্বং (প্রাধান্য), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—বৈশ্বানরবিদ্যায়াং স্বর্লোক-বাযাকাশাদ্যবয়বো বৈশ্বানর আত্মা উপাস্যত্বেন শ্রুতঃ। তত্র কিং সমস্তস্য ব্যস্তস্য বা অবয়বশ উপাসনং কার্য্যম্, ইতি সংশয়ে আহ—"ভূম্নঃ" ইত্যাদি।

ভূম্নঃ সমস্তস্য স্বর্লোকাদ্যবয়বোপেতস্য বৈশ্বানরস্য উপাসনং কার্য্যম্। কুতঃ? যতঃ ক্রতুবৎ তস্যৈব জ্যায়স্ত্বং শ্রেষ্ঠত্বম্। ক্রতুবচ্চৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্,—যথা "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" ইতি বিহিতস্যৈব 'যদষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যনেন অনুবাদঃ কৃতঃ, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। তথাহি সমস্তস্যোপাসনং ক্রবতী শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ—"মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্যঃ" ইত্যাদ্যা।

বৈশ্বানরবিদ্যায় যে, দ্যুলোক ও বায়ু প্রভৃতি অবয়বসমন্বিত বৈশ্বানরের উপাসনা পঠিত আছে, সেখানে দ্যুলোকাদি অবয়ববিশিষ্ট সমস্তের উপাসনাই কর্ত্তব্য, কিন্তু এক একটি অংশের নহে। কেন না, 'পুত্র জন্মিলে দ্বাদশকপালে সম্পাদিত বৈশ্বানর যাগ করিবে, এই প্রসঙ্গে পঠিত "অষ্টাকপাল' যাগ স্থলে যেমন সমস্ত অঙ্গেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও সমস্ত অবয়বেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। 'তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত,' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩॥৩॥৫৫॥] [ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ ॥২৩॥]

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" [ছান্দো০ ৫।১১।১] ইত্যারভ্য বৈশ্বানর-বিদ্যা আম্নাতা ; তত্র বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ত্রৈলোক্যশরীর উপাস্যঃ শ্রুতঃ স্বর্লোকাদিত্যবায়্বাকাশপৃথিব্যবয়বঃ ; তত্র চ দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশঃ সন্দেহঃ, মধ্যকায় ইত্যর্থঃ ; আপো বস্তিঃ, পৃথিবী পাদাবিত্যবয়ববিশেষাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্, উত ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ, অথ সমস্তস্যৈবেতি। কিং যুক্তম্ ? ব্যস্তস্যেতি ; কুতঃ ? উপক্রমে ব্যস্তোপাসনোপদেশাৎ। তথাহি উপদিশ্যতে—ঔপমন্যবাদয়ঃ কিলোদ্দালকষষ্ঠাঃ কেকয়মশ্বপতি-মুপসদ্য "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫। ১১।৬] ইতি পপ্রচ্ছুঃ। স চ তেভ্যঃ প্রত্যেকং স্বোপাস্যান্ দ্যুপ্রভৃতীন্ উক্তবদ্ভ্যো মূর্দ্ধাদিষু ব্যস্তেষূপাসনং তত্র তত্র ফলঞ্চোক্তবান্—

সূত্রের বা-শব্দটি চ-কারের অর্থে প্রযুক্ত। সূত্রস্থ 'আদি'পদে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য, ক্রম (পৌর্ব্বাপর্য্য,) দ্রব্য ও কর্ম্মের গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্র প্রভৃতি যেমন শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত কর্ম্ম (ক্রতু) সমস্ত শাখাতে এক হওয়ায় শ্রুত্যাদি প্রমাণের বলে সমস্ত শাখাতেই সে সমুদয়ের বিনিয়োগ করা বিরুদ্ধ হয় না, এখানেও ঠিক সেইরূপই অবিরোধ বুঝিতে হইবে।৩।৩।৫৪॥

[দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥]

[ছান্দোগ্যোপনিষদে] "প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশ্বানর বিদ্যানামে একটি বিদ্যা বা উপাসনাপদ্ধতি পঠিত আছে। সেখানে স্বর্গলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী যাঁহার শরীরাবয়ব এবং ত্রিজগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর-সংজ্ঞক পরমাত্মা উপাস্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, দ্যুলোক তাহার মস্তক, আদিত্য তাহার চক্ষু, বায়ু, তাহার প্রাণ, আকাশ তাহার সংদেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ, জল তাহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবী তাহার পাদদ্বয়। এস্থলে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্য-শরীরাত্মক এই বৈশ্বানরের প্রত্যেক অংশেরই কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা ব্যস্ত সমস্ত—উভয় রূপের ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যেক অংশের উপাসনা পক্ষই। কারণ ? যেহেতু বাক্যের উপক্রমে ব্যস্তোপাসনারই কথা রহিয়াছে। দেখ, সেইরূপই উপদেশ আছে ; —উদ্দালক ঋষিকে লইয়া ঔপমন্যবাদি ছয় জন ঋষি কেকয়াধিপতি অশ্বপতিনামক রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন,আমাদিগকে তাহারই স্বরূপ উপদেশ করুন' ইতি। অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের উপাস্য দ্যুলোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলে পর, তিনিও ঐ সমস্ত উপাসনাকে বৈশ্বানরের মস্তকাদি এক একটি অংশাবলম্বী উপাসনা এবং সেই সেই উপাসনার ফলও বলিয়াছিলেন,—'তিনিও

"অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি, এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ" [ছান্দো০ ৫।১২।১] ইত্যাদিনা। তেষু তেষূপাসনেষূপাস্যস্য বৈশ্বানরত্বং চাহ। অতো ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্। পরত্র "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্র-মভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো০ ৫।১৮।১] ইতি দ্যুপ্রভৃতি-প্রদেশাবচ্ছিন্নমাত্রে বৈশ্বানরে উক্তস্য মূর্দ্ধাদ্যুপাসনস্য সমাসেনোপসংহার ইত্যবগন্তব্যম্।

অপর আহ—এবমেব সমস্তস্যাপ্যুপাসনং কার্য্যমিতি; পৃথক্‌ফল-নির্দ্দেশাৎ—"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেস্বাত্মস্বন্নমত্তি" [ছান্দো০ ৫।১৮।১] ইতি। নচৈতাবতা বাক্যভেদঃ; যথা ভূমবিদ্যোপক্রমে নামাদ্যুপাসনং তত্তৎফলঞ্চাভিধায় "এষ তু বা অতিবদতি" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যাদিনা ভূমবিদ্যামুপদিশ্য "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তৎফলঞ্চ ব্যপদিশতি; তত্র ভূম-

---

(উপাসকও) অন্ন ভোগ করেন, প্রিয়দর্শন করেন এবং তাহার বংশে ব্রাহ্মণ্যতেজঃসম্পন্ন লোক জন্মধারণ করেন, যিনি এইরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা হইতেছে আত্মার মস্তক মাত্র 'সুতেজা'নামক বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশমাত্র' ইত্যাদি। বিশেষতঃ ঐ প্রত্যেক অংশের উপাসনায় যিনি উপাস্য, তাহারও বৈশ্বানরত্ব বলিয়াছেন। অতএব ব্যস্তের (ভিন্ন ভিন্ন অংশের) উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। ইতঃ পরেও, 'কিন্তু যিনি প্রাদেশমাত্র প্রদেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকাদি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানরের সম্বন্ধে যে, উপাসনা উক্ত আছে, তাহারই সংক্ষেপে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

অপরে বলেন—ব্যষ্টি উপাসনার ন্যায় সমষ্টির উপাসনাও করিতে হইবে; কারণ, 'যে ব্যক্তি প্রাদেশপরিমিত প্রদেশে অর্থাৎ হৃদয়-ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বৈশ্বানর আত্মার এইরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বজগতে, সর্ব্বভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করে,' এই শ্রুতিতে স্বতন্ত্র ফলের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, [পৃথগ্‌ভাবে সমস্তের উপাসনা বিহিত না হইলে, পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।] আর সমস্ত ও ব্যস্ত উভয়ের উপাসনা স্বীকার করিলে যে, বাক্যভেদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও নহে; কেন না, 'ভূমবিদ্যার' প্রকরণে যেমন নাম প্রভৃতির স্বতন্ত্র উপাসনা ও তাহার ফল কথনের পর 'যিনি সত্যবাদী, তিনিই 'অতিবাদী' ইত্যাদি বাক্যে ভূমবিদ্যার উপদেশ করিয়া 'তিনি স্বরাজ্ হন, এবং সর্ব্বজগতে তাঁহার কামচার বা স্বাধীনবৃত্তি হয়' এইরূপে ভূমবিদ্যার স্বতন্ত্র ফলও নির্দ্দেশ

বিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্য নামাদ্যবান্তরোপাসনং তৎফলঞ্চাঙ্গীক্রিয়তে, তথা ইহাপীতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ভূম্নো জ্যায়স্ত্বমিতি। ভূম্নঃ বিপুলস্য সমস্তস্যৈব, জ্যায়স্ত্বং প্রামাণিকত্বমিত্যর্থঃ; একবাক্যত্বাবগতেঃ। তথা হি "প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" ইত্যুপক্রম্য "উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম" [ছান্দো০ ৫।২১।৬] ইতি বৈশ্বানরাত্ম-বুভুৎসয়া ঔপমন্যবাদয়ঃ পঞ্চ মহর্ষয়ঃ তমুদ্দালকমুপেত্য তত্র বৈশ্বানরাত্মবেদনমলভমানাঃ তেন চ সহাশ্বপতিং কেকয়ং বৈশ্বানরাত্মবেদিনমুপসঙ্গম্য "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫।১ ।৬] ইতি

করিয়াছেন। সেখানে ভূমবিদ্যা নিরূপণে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও যেমন তদানুসঙ্গিক নামাদিরও পৃথক্ উপাসনা ও তাহার পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক তেমনই হইবে, (কিছুমাত্র বিশেষ নাই)। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

[সিদ্ধান্ত :—]

'ভূম্নো জ্যায়স্ত্বম্' ইতি। 'ভূম্নঃ' অর্থ বিপুলের, অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বাপর সমস্ত বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা (একার্থবোধকতা) বুঝা যাইতেছে, সেই হেতু সমস্তেরই (মূর্দ্ধাদি সর্ব্বাবয়বেরই) জ্যায়স্ত্ব অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব প্রতীত হইতেছে। দেখ, 'উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল' ইত্যাদি বাক্যোপক্রমের পর, 'হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি অরুণনন্দন সেই উদ্দালক ঋষিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; ভাল, আমরা তাঁহার নিকটই গমন করি', এইরূপে সেই ঔপমন্যব প্রভৃতি পাঁচ জন ঋষি বৈশ্বানর আত্মবিদ্যা লাভের আশায় উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটও বৈশ্বানরাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; তখন তাঁহারা উদ্দালককে সঙ্গে লইয়া বৈশ্বানর-আত্মতত্ত্বজ্ঞ অশ্বপতিনামক কেকয়রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'বর্ত্তমান সময়ে আপনিই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, আমাদিগকে তাহাই

(*) তাৎপর্য্য—এই 'ভূমজ্যায়স্ত্ব'অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—'বৈশ্বানর বিদ্যা' প্রকরণে দ্যুলোকাদি অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরোপাসনা। (২) সংশয়—এখানে কি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, অথবা সমস্ত অবয়বসম্পন্ন একের উপাসনা করিতে হইবে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—দ্যুলোকাদি প্রত্যেক অবয়বের যখন পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা ও তাহার ফলোল্লেখ আছে, তখন সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টির উপাসনাও বিহিত বলিয়া মনে হয়। (৪) উত্তর—না, এখানে ভূমার অর্থাৎ সমস্ত অবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই অভিপ্রেত; তদবয়বের যে, উপাসনা ও তাহার ফলোল্লেখ, তাহা উহারই অন্তর্গত আনুষঙ্গিকমাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরের উপাসকই কর্ত্তারূপে বিহিত।

পৃষ্ট্বা, তৎসকাশাৎ পরমাত্মানং বৈশ্বানরং স্বর্লোকাদি-পৃথিব্যন্তশরীরমুপাস্য-মবগম্য, তৎফলং চ সর্ব্বলোক-সর্বভূত-সর্ব্বাত্মান্নভূত-ব্রহ্মানুভবমবগতবন্তঃ, ইত্যুপসংহারতো বাক্যৈস্যকত্বমবগম্যতে। এবমেকবাক্যত্বেঽবগতে সত্যবয়ববিশেষেষূপাস্তিবচনং ফলনির্দেশশ্চ সমস্তোপাসনৈকদেশানুবাদমাত্র-মিতি নিশ্চীয়তে। ক্রতুবৎ—যথা "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে" [যজু° ২।২।৫ অনু°] ইতি বিহিতস্যৈব ক্রতোরেকদেশাঃ "যদষ্টাকপালো ভবতি" [যজু° ২।২।৫ অনু] ইত্যাদিভিরনূদ্যন্তে, তথা সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্, ন ব্যস্তোপাসনম্। তথাহি দর্শয়তীয়ং শ্রুতিঃ ব্যস্ত্যোপাসনেঽনর্থং ব্রুবতী—"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যঃ" [ছান্দো° ৫।১২।২] ইতি, "অন্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্যঃ" [ছান্দো° ৫।১৩।২] ইত্যাদিকা।

অত ইদমপ্যপাস্তম্,—যন্নামাদ্যুপাসনসাম্যমুক্তম্। তত্র হি নামাদ্যুপা-সনেষ্বনর্থো ন শ্রুতঃ, নামাদ্যুপাসনেভ্যো ভূমোপাসনস্যাতিশয়িতফলত্বং

বলুন'। তাহার পর, সেই অশ্বপতির নিকট হইতে, স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর পরমাত্মাকে উপাস্যরূপে অবগত হইয়া, তাহার ফলস্বরূপ—সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বাত্মাতে অন্নস্বরূপ (ভোগ্য) ব্রহ্মানুভূতিও অবগত হইয়াছিলেন ; প্রকরণের এইপ্রকার উপসংহার হইতেও বাক্যের একত্ব (একবাক্যতা) জানা যাইতেছে। এইরূপে একবাক্যত্ব অবধারিত হইলে পর, প্রধানভূত বৈশ্বানরের অবয়বসমূহের যে, পৃথক্ উপদেশ ও ফলবিশেষ নির্দ্দেশ, তাহাও কেবল সমস্ত বৈশ্বানরোপাসনারই একাংশ মাত্রের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। বৈশ্বানর ক্রতু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; 'পুত্র জন্মিলে পর, দ্বাদশ পাত্রে কৃতসংস্কার বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে', এই পূর্ব্ববিহিত ক্রতুরই একদেশ সমূহ যেমন "যদষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও সমস্তের উপাসনাই ন্যায্য, কিন্তু ব্যস্তের উপাসনা সঙ্গত নহে। ব্যস্তোপাসনে অনিষ্ট-প্রকাশক বক্ষ্যমাণ শ্রুতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছেন—'তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত' ইতি, এবং 'যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তুমি অন্ধ হইয়া পড়িতে' ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যে, নামাদি উপাসনার সহিত সাম্য কথিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ, সেখানে যে, নামাদির উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট ফল শ্রুত হয় নাই, পরন্তু নামাদির উপাসনা অপেক্ষা ভূমার উপাসনায় ফলাধিক্যের

শ্রুতম্—"এষ তু বা অতিবদতি" [ছান্দো০ ৭।১৩।১] ইতি। তত এব তত্র ভূমবিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্য নামাদ্যুপাসনানাং সফলানাং বিবক্ষিতত্বম্ ; অন্যথা অতিশয়িতফলত্বনিমিত্তাতিবাদেন ভূমবিদ্যাস্তুত্যনুপপত্তেঃ ; অতঃ সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্ ॥৩।৩।৫৫॥

[ইতি ত্রয়োবিংশং ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ॥২৩॥]

শব্দাদিভেদাধিকরণম্।] **নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩।৩।৫৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—নানা (বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন), শব্দাদিভেদাৎ (যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শব্দ প্রভৃতি এক নহে)।]

[সরলার্থঃ—একস্যৈব ব্রহ্মণ উপাস্যত্বে তৎপ্রাপ্তেরেব চ ফলত্বেঽপি তদ্বিষয়কাঃ সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যাদয়ো বিদ্যাভেদাঃ নানা—ভিন্না এব ; কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ ;—সদ্-ভূমাপহতপাপ্মত্বাদি-শব্দভেদাদিত্যর্থঃ। শব্দভেদাচ্চ উপাস্যস্য প্রকারভেদঃ, প্রকারভেদেচ সতি উপাসনাভেদঃ প্রতীয়তে। আদি-শব্দাৎ অভ্যাস-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়াদিভেদাঃ পরিগৃহ্যন্তে ॥

একই ব্রহ্ম উপাস্য হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তিই সমস্ত উপাসনার ফল হইলেও সৎ, ভূমা ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় সদ্বিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। আদিশব্দে অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া ও নাম প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে ॥৩।৩।৫৬॥]

[চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥]

ইহ ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-মোক্ষৈকফলাঃ সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যা-দহরবিদ্যোপকোসলবিদ্যা—শাণ্ডিল্যবিদ্যা--বৈশ্বানরবিদ্যানন্দময়বিদ্যাক্ষরবিদ্যাদিকা একশাখাগতাঃ শাখান্তরগতাশ্চোদাহরণম্ ; অন্যাঃ প্রাণাদ্যেকবিষয়ফলাশ্চ। কিমত্র বিদ্যৈক্যম্, উত বিদ্যাভেদঃ, ইতি সংশয্যতে। অত্রেবাসাং

কথামাত্র শ্রুত হইয়াছে। যথা,—'ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্য বলেন' ইতি। সেই কারণেই সেখানে ভূমবিদ্যা প্রতিপাদনে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও নামাদির উপাসনা ও উপাসনা-ফলই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত ; নচেৎ অন্যাপেক্ষা অধিকতর ফলের নিমিত্তীভূত 'অতিবাদ' দ্বারা যে, ভূমবিদ্যার স্তুতি সম্পাদন, তাহা ত সঙ্গত হয় না ; অতএব সমস্তের উপাসনাই যুক্তিযুক্ত, ব্যস্তোপাসনা নহে ॥৩।৩।৫৫॥ [ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ ॥২৩॥]

সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা ও অক্ষরবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যার একমাত্র ফল হইতেছে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা এক শাখাগতই হউক, আর ভিন্ন শাখাগতই হউক, সে সমুদয়কে এই সূত্রের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; তদ্ভিন্ন একই বিষয়ে একই ফলের জন্য বিহিত প্রাণবিদ্যা প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থলে, প্রমাণান্তর দ্বারা উক্ত বিদ্যাসমূহের পরস্পর ভেদ

পরস্পরভেদে সমর্থিতে সত্যেকস্যা দহরবিদ্যাদিকায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়-ন্যায়ঃ। কিং যুক্তম্? বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ? বেদ্যস্য ব্রহ্মণ একত্বাৎ; বেদ্যং হি বিদ্যায়া রূপম্; অতো রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নানা ইতি। নানাভূতা বিদ্যাঃ; কুতঃ? শব্দাদিভেদাৎ—আদি-শব্দেন অভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়ানি গৃহ্যন্তে; শব্দান্তরাদিভিরত্র বিধেয়-ভেদহেতবোঽনুবন্ধভেদা দৃশ্যন্তে। যদ্যপি বেদোপাসীতেত্যাদয়ঃ শব্দাঃ প্রত্যয়াবৃত্ত্যভিধায়িনঃ; প্রত্যয়াশ্চ ব্রহ্মৈকবিষয়াঃ; তথাপি তত্তৎ-প্রকরণোদিত-জগদেক-কারণত্বাপহত-পাপ্মত্বাদি-বিশেষণবিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়-প্রত্যয়াবৃত্ত্যববোধিনঃ প্রত্যয়াবৃত্তিরূপা বিদ্যা ভিন্দন্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-ফল-

---

সমর্থিত হইলে, দহরবিদ্যা প্রভৃতি প্রত্যেক বিদ্যার সম্বন্ধেই [প্রথম সূত্রোক্ত] 'সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়' ন্যায়টি প্রযোজ্য হইতে পারে। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? না, বিদ্যার একত্ব পক্ষই। কারণ? যেহেতু উপাস্য ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক; কেন না, বেদ্য বা উপাস্যই হইতেছে বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ; অতএব স্বরূপের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*) "নানা" ইত্যাদি।

বিদ্যা নানা—ভিন্নই বটে; কারণ? যেহেতু শব্দাদির ভেদ রহিয়াছে। 'শব্দাদি' এই 'আদি' শব্দে অভ্যাস, সংখ্যা, গুণ, প্রক্রিয়া (উপাসনা প্রণালী) ও নামের গ্রহণ হইয়াছে। শব্দভেদাদি কারণেও উপাস্যের ভেদ-গ্রাহক অনুবন্ধভেদ (ভেদ-গ্রাহক ধাত্বর্থাদিভেদ) দেখিতে পাওয়া যায়।

'বেদ' (জানিবে) ও 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জ্ঞানাত্মক উপাসনারই পৌনঃপুন্যবোধক হউক, এবং যদিও ব্রহ্মই উক্ত জ্ঞানসমূহের একমাত্র বিষয় (উপাস্য) হউক, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণোক্ত জগদেককারণত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানানুশীলনবোধক জ্ঞানাবৃত্তিস্বরূপ বিদ্যার ভেদ জন্মাইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল-সম্পাদক উপাসনার বোধক যে সমস্ত বাক্য

(*) তাৎপর্য্য—এই শব্দাদিভেদাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—একই ব্রহ্মবিষয়ে এবং একই মুক্তি ফলের উদ্দেশে বিহিত বিভিন্ন নামীয় সদ্বিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই কি এক? না—ভিন্ন ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্য ও ফল যখন সর্ব্বত্রই এক, তখন ঐ সমস্ত বিদ্যাও এক (৪) উত্তর—না, এক হইতে পারে না; কারণ; বিদ্যাবিধায়ক শব্দ, গুণ ও প্রকরণাদি যখন এক নহে, তখন ঐ সমস্ত বিদ্যাও এক হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রকরণগত ঐ সমস্ত বিদ্যাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই চিন্তা করিতে হইবে।

সম্বন্ধ্যুপাসনবিশেষাভিধায়ীনি চ নিরাকাঙ্ক্ষাণি বাক্যানি প্রতিপ্রকরণং বিলক্ষণবিদ্যাভিধায়ীনীতি নিশ্চীয়তে। অস্মিন্নর্থে "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ" [পূর্ব্বমী০ ১।১।২] ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বকাণ্ডোদিতৈঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধেঽপি পুনরিহ প্রতিপাদনং বেদান্তবাক্যানি অবিধেয়-জ্ঞানপরাণীতি কুদৃষ্টি-নিরসনায়। অতো বিদ্যাভেদ ইতি স্থিতম্ ॥৩॥৩॥৫৬॥

[ইতি চতুর্ব্বিংশং শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥]

বিকল্পাধিকরণম্ ।] **বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩॥৩॥৫৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—বিকল্পঃ (পাক্ষিক অনুষ্ঠান) অবিশিষ্টফলত্বাৎ (যেহেতু উভয়েরই ফল এক অভিন্ন)।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যা-দহরবিদ্যাদিনামকা বহ্ব্যঃ বিদ্যাঃ সন্তি; একস্মিন্নেব পুরুষে তাসাং সমুচ্চয়ঃ (সহানুষ্ঠানং) অস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে।

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপৈকফলজনকতয়া বিহিতানাং সদ্বিদ্যাপ্রভৃতীনাং একস্মিন্ পুরুষে বিকল্পঃ—পৃথগনুষ্ঠানমেব ন্যায্যঃ, নতু সমুচ্চয়ঃ; কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—যতঃ সর্ব্বাসামেব হি সদ্বিদ্যা-দীনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপং ফলং অবিশিষ্টম্ একরূপমেব; তচ্চেৎ একয়ৈব বিদ্যয়া নিষ্পদ্যতে, তর্হি তদর্থং পুনর্ব্বিদ্যান্তরানুষ্ঠানং নোপযুজ্যতে ইতি ভাবঃ॥

সদ্বিদ্যা ও ভূমবিদ্যা প্রভৃতি বহুতর ব্রহ্মবিদ্যা আছে; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি সেই সমস্ত গুলির অনুশীলন করিতে হইবে? অথবা না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় সমস্ত উপাসনারই যখন ফল অবিশিষ্ট, অর্থাৎ একই প্রকার, অথচ একটি মাত্র উপাসনা দ্বারাই যখন সেই ফল সিদ্ধ হইতে পারে, তখন সেই একই ফলের জন্য সমস্ত বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন নাই; কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে না ॥৩॥৩॥৫৭॥]

আছে, প্রত্যেক প্রকরণেই সে সমস্ত বাক্য যখন নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ অপর কোনও বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না, তখন সে সমস্ত বাক্য যে, বিলক্ষণ বা সর্ব্বতোভাবে নূতন স্বতন্ত্রভূত বিদ্যার বিধায়ক, তাহাই নিশ্চিত হয়। যদিও কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'শব্দভেদে কর্ম্মভেদ হয়' ইত্যাদি সূত্র দ্বারাই এই বিষয়টি সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি, বেদান্তবাক্যসমূহ বিধিপর বা বিধায়ক নহে, এইরূপ অসদ্বুদ্ধি নিরাকরণের জন্য এখানে পুনশ্চ তাহারই প্রতিপাদন করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব আলোচ্য বিদ্যা সকল যে, এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তাহা স্থির হইল (*) ॥৩॥৩॥৫৬॥ [চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—এই তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়' ন্যায় দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে, কোন এক শাখায় বিহিত উপাসনার অঙ্গ সমস্ত শাখাতেও উপসংহার করিতে হয়। আর এখানে স্থাপন করা হইতেছে যে, যেখানে নাম, রূপ ও শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে, সেখানে উপাস্য ও উপাসনার ফল এক হইলেও সেই সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনা বস্তুতঃ পৃথক্; সুতরাং পৃথক্ভাবেই সে সমুদয়ের অনুশীলন করিতে হইবে॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলানাং সদ্বিদ্যা-দহরবিদ্যাদীনাং নানাত্বমুক্তম্; ইদানীমাসাং বিদ্যানামেকস্মিন্ পুরুষে প্রয়োজনবত্ত্বেন সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতি, উত প্রয়োজনাভাবাৎ বিকল্প এব,—ইতি বিশয়ে—কিং যুক্তম্? সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি; কুতঃ? একফলানাং ভিন্নশাস্ত্রার্থানামপি সমুচ্চয়দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি একস্যৈব স্বর্গাদেঃ সাধনানামগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং তস্যৈব স্বর্গস্য ভূয়স্ত্বাপেক্ষয়ৈকত্র পুরুষে সমুচ্চয়ঃ; এবমিহাপি ব্রহ্মানুভব-ভূয়স্ত্বাপেক্ষয়া সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিকল্প এব; ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতীতি। কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—সর্ব্বাসাং হি ব্রহ্মবিদ্যানামনবধিকাতিশয়ানন্দ-ব্রহ্মানুভবফলম্ অবিশিষ্টং

ইতঃপূর্ব্বে একই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসাধক সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতির নানাত্ব বা স্বরূপগত পার্থক্য উক্ত হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত বিদ্যার সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে প্রয়োজন আছে কি না; প্রয়োজন থাকিলে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আর না থাকিলে করিতে হইবে না। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? না, সমুচ্চয় পক্ষই; কারণ? যেহেতু বিভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট এক-ফলসাধন বিষয়েও সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, একই স্বর্গাদি ফল-সাধন 'অগ্নিহোত্র' ও 'দর্শ-পূর্ণমাস' প্রভৃতি যজ্ঞ-সমূহেরও স্বর্গফলের প্রাচুর্য্য সম্পাদনের প্রত্যাশায় একই পুরুষকে বারংবার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মানুভূতিরূপ ফলের আধিক্য সাধনের জন্য ঐ সমস্ত বিদ্যারও সহানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

এখানে বিকল্পেরই সম্ভব হয় সমুচ্চয়ের সম্ভব হয় না; কারণ? যেহেতু ফলের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। কেন না, তারতম্যবিহীন নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দানুভূতিরূপ ফল যে, ঐ জাতীয়

(*) তাৎপর্য্য—এই বিকল্পাধিকরণটি ৫৭—৫৮—এই দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপই (১) বিষয়—সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা ও দহর-বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্ম-প্রাপ্তিফলক বিদ্যাসমূহ। (২) সংশয়—উক্ত বিদ্যাগুলি কি একই পুরুষের অনুষ্ঠেয়? অথবা প্রয়োজন না থাকায় এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—একই স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত বিহিত 'দর্শপৌর্ণমাস' ও 'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি যাগের যখন একই ব্যক্তি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করিতে পারে, তখন উক্ত বিদ্যাসমূহেরই বা সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে না কেন? (৪) উত্তর—না, সমুচ্চয় হইতে পারে না; কারণ, যাগ-ফল স্বর্গাদির তারতম্য আছে; সুতরাং ক্রিয়ার আধিক্যে ফলেরও আধিক্য হইতে পারে; কিন্তু বিদ্যাফল ব্রহ্মানুভব যখন সকলের পক্ষেই সমান, এবং হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, তখন বহুবার অনুশীলনেও ফলাধিক্যের সম্ভাবনা না থাকায় সমুচ্চয়ানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন—অনাবশ্যক। (৫) নির্ণয়—অতএব যে কোন ব্যক্তি উক্ত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে কোন একটি বিদ্যাগ্রহণ করিলেই হইবে, উহাদের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

শ্রূয়তে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০ ১] "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" [তৈত্তি০ আন০ ৮ অনু০]

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

[মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইত্যাদিভ্যঃ। ব্রহ্ম হি স্বস্য পরস্য চ স্বয়মনুভূয়মানমনবধিকাতিশয়ানন্দং ভবতি। স চ তাদৃশো ব্রহ্মানুভব একয়া বিদ্যয়া অবাপ্যতে চেৎ, কিমন্যয়া? ইতি ন সমুচ্চয়সম্ভবঃ। স্বর্গাদির্হি দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতশ্চ পরিমিতত্বেন তত্র দেশাদ্যপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ তদর্থিনঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি; ইহ তু তদ্বিপরীতস্বরূপে ব্রহ্মণি তন্ন সম্ভবতি। সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্রহ্মানুভববিরোধ্যনাদিকর্ম্মাবিদ্যা-নিরসনমুখেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলা,—ইত্যবিশিষ্টফলত্বাৎ সর্ব্বাসাং বিকল্প এব॥৩।৩।৫৭॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্যতিরিক্তফলাস্তু বিদ্যাঃ স্বর্গাদিফল-কর্ম্মবদ্ যথেষ্টং বিকল্প্যেরন্, সমুচ্চীয়েরন্ বা, তাসাং পরিমিতফলত্বেন ভূয়স্ত্বাপেক্ষাসম্ভবাৎ। তদাহ—

সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধেই তুল্য; তাহা 'ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' 'তাহা আবার ব্রহ্মজ্ঞ ও অকামহত অর্থাৎ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষে একই আনন্দ'। 'দিব্যদর্শী পুরুষ যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা ও বেদপ্রসূ পুরুষ জগদীশ্বরকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইয়া অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়। নিজে অথবা অপরেই ব্রহ্মবস্তু অনুভব করুক না কেন, অনুভবসময়ে সকলের নিকটই ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন; যদি একই বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অপরাপর বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন কি? কাজেই সমুচ্চয় পক্ষ সম্ভব হইতেছে না। আর স্বর্গাদি ফল যখন দেশ, কাল এবং স্বরূপতঃও পরিমিত বা সীমাবদ্ধ; তখন দেশ কালাদির তুলনায় তাহার পরিমাণেও হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে; কাজেই স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষে ক্রিয়াসমুচ্চয় সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে স্বর্গাদির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ ফলে ত কখনই ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটিই যখন ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক অজ্ঞান-সমুৎসারণপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ফলের সাধক, তখন ফলগত কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকায় উক্ত বিদ্যাসমূহের কখনই সমুচ্চয় হইতে পারে না, পরন্তু বিকল্পই॥৩।৩।৫৭॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥৩।৩।৫৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কাম্যাঃ (কাম্য বিদ্যা সকল) তু (কিন্তু) যথাকামং (ইচ্ছানুসারে) সমুচ্চীয়েরন্ ন বা (সমুচ্চিতও হইতে পারে, নাও হইতে পারে পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ (যেহেতু পূর্ব্বোক্ত কারণ সেখানে নাই)।]

[সরলার্থঃ—কাম্যাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যিতরফলা বিদ্যাঃ পুনঃ যথাকামং কামানুসারেণ সমুচ্চীয়েরন্, বিকল্প্যেরন্ বা ; কুতঃ ? পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ—তৎফলস্য অবিশিষ্টত্বাভাবাৎ পরিমিতত্বাদিত্যর্থঃ ।

যে সমস্ত বিদ্যা কাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিভিন্ন ফলসাধক, ইচ্ছানুসারে সে সমস্ত বিদ্যা সমুচ্চিতও হইতে পারে, আর বিকল্পিতও হইতে পারে ; কেন না, সে সবস্থলে, পূর্ব্বোক্ত ফলগত অপরিমিতত্ব হেতু নাই। অভিপ্রায় এই যে, যদি অধিক ফলের আশা থাকে, তবে কাম্যবিদ্যার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করিবে, নচেৎ করিবে না ॥৩।৩।৫৮॥]

[পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥]

অপরিমিতফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥৩।৩।৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশং বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥]

যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণম্।]

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩।৩।৫৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গেষু (যাগাঙ্গাশ্রিত উপাসনাতে) যথাশ্রয়ভাবঃ (আশ্রয়ানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথাদ্যঙ্গেষু আশ্রিতানাং "উদ্গীথমুপাসীত" ইত্যাদীনাং বিদ্যানাং যথাশ্রয়-ভাবঃ—উদ্গীথাদিবৎ ক্রত্বঙ্গভাবঃ প্রতিপত্তব্য ইত্যর্থঃ ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে, যে সমস্ত উপাসনা-বিহিত আছে, সে সমস্ত উপাসনা তদা-শ্রয়ভূত-উদ্গীথাদির ন্যায়, অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেরূপ যাগাঙ্গ, ঐ সমস্ত উপাসনাও তদ্রূপ যাগাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে ॥৩।৩।৫৯॥]

উদ্গীথাদি-ক্রত্বঙ্গেষ্বাশ্রিতাঃ "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইত্যাদিকা বিদ্যাঃ কিমুদ্গীথাদিবৎ ক্রত্বর্থতয়া ক্রতুষু নিয়মে-

---

[কাম্যবিদ্যাগুলির ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয় বা বিকল্পানুষ্ঠান করিবে ;] কারণ, [উহাদের সম্বন্ধে] অপরিমিতফলত্ব রূপ পূর্ব্বোক্ত হেতু বিদ্যমান নাই ॥৩।৩।৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ।।২১॥]

যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে 'ওঁম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি বহু উপাসনা বিহিত আছে ; সেখানে সংশয় এই যে, উদ্গীথাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনাগুলিও কি

নোপাদেয়াঃ, উত গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থতয়া যথাকামম্,—ইতি বিশয়ে —নিয়মেনোপাদেয়া ইতি যুক্তম্।

নন্বু চাসাং পুরুষার্থত্বেনানিয়মঃ প্রতিপাদিতঃ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্য প্রতিবন্ধঃ ফলম্" [ব্রহ্মসূ০ ৩।৩।৪১] ইত্যত্র। সত্যম্ ; তদেব দ্রঢ়য়িতুং কৈশ্চিৎ লিঙ্গদর্শনৈর্যুক্ত্যা চাক্ষিপ্যতে। তত্র হি "তেনোভৌ কুরুতঃ" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইত্যনিয়মদর্শনাৎ পৃথক্ফলত্বমুক্তম্ ; উপাসনাশ্রয়ভূতোদ্গীথাদিবদুপাসনানামপ্যঙ্গতয়া উপাদাননিয়মে বহবো হেতব উপলভ্যন্তে; নহ্যত্র "গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ" [—০ ?] ইত্যাদিবদুপাসনাবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে; "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইত্যুদ্গীথাদিসম্বন্ধিতয়ৈবোপাসনং প্রতীয়তে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরম্" [ছান্দো০ ১।১।১০]

যজ্ঞোপকারকরূপে প্রত্যেক যজ্ঞেই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদির ন্যায় ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে? এইরূপ সংশয় স্থলে সর্ব্বত্র গ্রহণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় (*)।

ভাল কথা, পুরুষার্থ সাধনে যে, সমস্ত বিদ্যারই নিয়ত আবশ্যক হয় না, তাহা ত "তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ" "তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" এই দুই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; [তবে আর এখানে তাহা প্রতিপাদনের আবশ্যক কি?], হাঁ, যদিও সেখানেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ এই অধিকরণে আরও কতিপয় বিরুদ্ধ হেতু দর্শনে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। সেখানে কেবল "তেনোভৌ কুরুতঃ" এই শ্রুতির সাহায্যেই উপাসনার অনিয়ম বা নিয়ত আবশ্যকতার অভাব দর্শনে পৃথক্ পৃথক্ ফলসাধকতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; কারণ, উপাসনার আশ্রয় বা অবলম্বন স্বরূপ উদ্গীথাদির ন্যায় উপাসনাগুলিও যখন অঙ্গ, তখন উহাদেরও অবশ্য-গ্রহণ পক্ষে বহুতর হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পশু-সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি গোদোহনপূর্ব্বক চরু পাক করিবে' ইত্যাদি স্থলে যেমন কাম্য পশুরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ শ্রুত আছে, এখানে ত সেরূপ কোনও ফলবিশেষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে', এই বাক্য হইতে ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদ্গীথ সম্পর্কিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে মাত্র।

'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞানসহকারে যাহা করা হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হয়,' বর্ত্তমানতা-

---

(*) তৎপর্য্য—এই যথাশ্রয়ভাবাধিকরণটি ৫৯—৬০—পর্য্যন্ত ছয় সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ক্রিয়াঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি-উপাসনা। (২) সংশয়—গোদোহনাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনারও সর্ব্বত্র উপসংহার করা আবশ্যক হয় কি না। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বত্র উপাদান করা আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর—না,—এসমস্ত উপাসনার উপসংহার অবশ্যকর্ত্তব্য হইতে পারে না; কারণ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ক্রতুর বীর্য্যাধিক্য সাধনই উপাসনার সাক্ষাৎ ফল; সেই উপাসনার কেবল অবলম্বনরূপেই সন্নিহিত উদ্গীথ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব উদ্গীথের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই যে, উপাসনাও করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যেখানে ক্রতুরবীর্য্যাধিক্য-সাধনে ইচ্ছা থাকে, কেবল সেই সমস্ত স্থানেই ঐরূপ উপাসনার আবশ্যক হয়, অন্যত্র নহে।

ইতি বর্ত্তমানাপদেশরূপ-বাক্যান্তরাদ্ধি ফলসম্বন্ধো জ্ঞায়তে; স্ববাক্যেনৈবাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধ্যুদ্গীথাদিসম্বন্ধেন নির্দ্ধারিত-ক্রত্বঙ্গভাবস্য বাক্যান্তরস্থ-বর্ত্তমানফল-সম্বন্ধনির্দ্দেশোঽর্থবাদমাত্রং স্যাৎ, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ। অতো যথা উদ্গীথাদয় উপাসনাশ্রয়াঃ ক্রত্বঙ্গতয়া প্রয়োগ-বিধিনা নিয়মেনোপাদীয়ন্তে; তথা তদাশ্রিতাশ্চোপাসনাস্তন্মুখেন ক্রত্বঙ্গভূতাঃ, ইতি নিয়মেনোপাদেয়া এব ॥৩।৩।৫৯॥

শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬০॥

[পদচ্ছেদঃ—শিষ্টেঃ (শাসন—বিধান হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শিষ্টিঃ—শাসনম্—বিধানমিত্যর্থঃ। "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি বিধানাচ্চ হেতোঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশাবগত-ফলসম্বন্ধলাভাৎ প্রাগেব উপাসনস্য উদ্গীথসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে; তস্মাদপি হেতোঃ তদঙ্গতয়া উপাদাননিয়মঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

বিশেষতঃ 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এইরূপ বিধি থাকায়, বিধিরহিত কেবলই বর্ত্তমানতাবোধক "যদেব বিদ্যয়া করোতি", এই বাক্যাবগত ফলপ্রতীতির পূর্ব্বেই ইহার উপাসনাঙ্গতা সিদ্ধ হইতেছে; কাজেই তাহার উপসংহারেরও আবশ্যকতা হইতেছে ॥৩।৩।৬০॥]

শিষ্টিঃ শাসনম্, বিধানমিত্যর্থঃ। "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইত্যুদ্গীথাঙ্গতয়োপাসনবিধানাচ্চোপাদাননিয়মঃ। "গোদোহনেন

মাত্রবোধক এই বাক্যান্তর হইতেও উপাসনার সফলতা জানা যাইতেছে; অতএব, উপাসনা-বিধায়ক বাক্যে কেবল ক্রতুসম্বন্ধ শ্রুত থাকাতেই, ঐ উপাসনার ক্রত্বঙ্গত্ব জানা যাইতেছে; সুতরাং অন্যবাক্যে যে, বর্ত্তমানকালীন ফল সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই অপাপ-শ্লোক-শ্রবণের ন্যায় শুধুই 'অর্থবাদ' মাত্র হইবে, [কখনও ফলবিধায়ক হইবে না।] অতএব, উপাসনার আশ্রয় বা আলম্বনস্বরূপ উদ্গীথ প্রভৃতি যেমন প্রয়োগবিধি অনুসারে (*) যজ্ঞাঙ্গরূপে নিয়তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তেমনি সেই উদ্গীথাশ্রিত উপাসনাগুলিও উদ্গীথের সহযোগে নিয়তই যজ্ঞাঙ্গভাব প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং কর্ম্মাঙ্গরূপে সে সমুদয়ের গ্রহণকরাও অবশ্যই উচিত ॥৩।৩।৫৯॥

শিষ্টি অর্থ—শাসন অর্থাৎ বিধান। 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এই শ্রুতিতে উদ্গীথাঙ্গরূপে উপাসনার বিধান থাকায়, উপাসনারও আবশ্যকতা প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ 'পশুকাম ব্যক্তি গোদোহন দ্বারা চরু প্রস্তুত করিবে', এই শ্রুতিতে যেরূপ অঙ্গ ক্রিয়ায় অধিকারীর

(*) তাৎপর্য্য—বিধি অনেকপ্রকার আছে, বিনিয়োগ বিধি তাহার মধ্যে অন্যতম। যে বিধির সাহায্যে মন্ত্রাদির ক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলে।

পশুকামস্য প্রণয়েৎ" ইত্যাদিবৎ বিধিবাক্যেঽধিকারান্তরাশ্রবণাদুদ্গীথাঙ্গ-ভাব এব হি বিধেয় ইতি গম্যতে ॥৩॥৩॥৬০॥

সমাহারাৎ ॥৩॥৩॥৬১॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাহারাৎ [উদ্গীথ দুষ্ট হইলে] অন্য দ্বারা সমাধানের উপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"হোতৃ-ষদনাদ্ হৈব দুরুদ্গীথমনুসমাহরতি" ইত্যত্র উপাসনস্য সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে, তস্মাদপি উপাসনস্য নিয়মেনোপাদানং প্রতীয়তে। দুরুদ্গীথং—বেদনবিহীনম্ উদ্গীথম্; বেদনহানৌ চ অন্যেন তৎসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

"হোতৃ-ষদনাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আছে যে, উদ্গীথ যদি দুষ্ট হয় অর্থাৎ উপাসনা-বিহীন হয়, তাহা হইলে অন্য ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। এইরূপ বিধান হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই উপাসনার আবশ্যকতা আছে ॥৩॥৩॥৬১॥]

"হোতৃ-ষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতি" [ছান্দো০ ১।৫।৫] ইত্যুপাসনস্য সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে। দুরুদ্গীথং বেদনবিহীনমুদ্গীথম্। বেদনহানাবন্যেন সমাধানং ব্রুবৎ তস্য নিয়মেনোপাদানং দর্শয়তি ॥৩॥৩॥৬১॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩॥৩॥৬২॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ (উপাসনার অঙ্গভূত গুণের সাধারণভাব শ্রুতি হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওঁম্ ইতি আশ্রাবয়তি" ইত্যাদৌ গুণস্য প্রণবাঙ্গো-পাসনস্য সাধারণ্যেন শ্রুতেরপি উপাসনোপাদাননিয়মোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ। সোপাসনস্যৈব প্রণবস্য সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিদর্শনাৎ তৎসহচরস্যোপাসনস্যাপি উপাদাননিয়মঃ প্রতীয়তে ইতিভাবঃ ॥

'এই প্রণবসহযোগেই সমস্ত বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনাসমন্বিত প্রণবের সাধারণ্য বা সর্ব্বত্রানুবৃত্তির শ্রুতি থাকায় প্রণবাঙ্গ উপাসনারও সর্ব্বত্র গ্রহণের আবশ্যকতা অবধারিত হইতেছে ॥৩॥৩॥৬২॥]

সম্বন্ধেই গোদোহনাধিকার শ্রুত আছে, এখানেত সেরূপ কোনও অধিকারান্তরের উল্লেখ শোনা যাইতেছে না; অতএব এখানে বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত উপাসনায় উদ্গীথাঙ্গত্বই বিধেয় বা বিধির বিষয়, (অতএব তাহাই প্রধান) ॥৩॥৩॥৬০॥

'হোতৃ-ষদন হইতে দুরুদ্গীথের পরিপূরণ করিবে' এই শ্রুতিতে উপাসনা-গ্রহণের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইতেছে। দুরুদ্গীথ অর্থ—উপাসনাবিহীন উদ্গীথ। উক্ত শ্রুতিটি উপাসনার অভাবে অন্য দ্বারাও তাহার পরিপূরণের উপদেশ দিয়া, সেই উপাসনার অবশ্য-গ্রহণীয়তাই জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৩॥৩॥৬১॥

উপাসনগুণস্য উপাসনাশ্রয়স্য প্রণবস্য সোপাসনস্য "তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রারয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি" [ছান্দো০ ১।৩।৯] ইতি সাধারণ্যশ্রুতেশ্চোপাসন-সমাহারো গম্যতে। "তেন" ইতি প্রকৃতপরামর্শাৎ সোপাসন এব প্রণবঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরতি। অত উপাসনস্য প্রণবসহভাব-নিয়মদর্শনাচ্চ উদ্গীথাদ্যুপাসনানামুদ্গীথাদিবৎ নিয়মেনোপাদনম্ ॥৩॥৩॥৬২॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩॥৩॥৬৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নবা (নিশ্চয়ই নহে) তৎসহভাবাশ্রুতেঃ (যেহেতু তাহার সহিত ইহার অঙ্গভাব-শ্রুতি নাই)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—নবা নৈব উপাদাননিয়মঃ ; কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—উদ্গীথাদ্যঙ্গভাবাশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ক্রত্বঙ্গভাবো হি অঙ্গভাবঃ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি, * * * তদেব বীর্য্যবত্তরম্" ইতি বীর্য্যবত্তরত্ব-সাধনতয়া শ্রুতায়া বিদ্যায়াঃ ক্রত্বঙ্গরূপতয়া বিনিয়োগাসম্ভবাৎ তদঙ্গভাবো নৈব শ্রূয়তে। যত্র সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বং প্রতিপাদ্যতে, তত্র ফলসাধনত্বস্য প্রাক্প্রতিপাদিতত্বাৎ ক্রত্বঙ্গতয়া তস্য বিনিয়োগো নৈব সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যেহেতু শ্রুতিতে তৎসহভাব অর্থাৎ উদ্গীথাদ্যঙ্গভাবের উল্লেখ নাই, সেই হেতু নিশ্চয়ই উপাদানেরও নিয়ম হইতে পারে না। সহভাব অর্থ—ক্রতুর অঙ্গভাব ; 'বিদ্যার সহিত যাহা করা হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যার কেবল বীর্য্যবত্তরত্ব-সাধনতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং ক্রতুর অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না বলিয়া ক্রত্বঙ্গতাও তাহার সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব সর্ব্বত্র উপাদানের আবশ্যকতা নাই ॥৩।৩।৬৩॥]

'তাহা (তেন) দ্বারাই এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয় ; ওঁম্ বলিয়া শ্রবণ করে, ওঁম্ বলিয়া আশংসা করে, ওঁম্ বলিয়া উদ্গান করে', এখানে উপাসনান্বিত—উপাসনার আশ্রয়ভূত অর্থাৎ উপাসনাসহকৃত প্রণবের সামানাধিকরণ্য (সর্ব্বত্র সম্বন্ধ) শ্রুতি থাকায় উপাসনারও অনুবৃত্তি বুঝা যাইতেছে। শ্রুতির 'তেন' শব্দে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় উপাসনাসহকৃত প্রণবেরই সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে, কেবলই প্রণবের নহে। অতএব প্রণবের সহিত উপাসনার সাহচর্য্য নিয়ম দর্শনেও বুঝা যাইতেছে যে, উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি-উপাসনারও সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।৩।৬২॥

ন চৈতদস্তি—যদুদ্গীথাদ্যুপাসনানাং ক্রতুষু উদ্গীথাদিবদুপাদাননিয়ম ইতি। কুতঃ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—উদ্গীথাঙ্গভাবাশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অঙ্গভাবে হি সহভাবনিয়মো ভবতি। যদ্যপি "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১]ইত্যস্মিন্ পদসমুদায়েঽধিকারান্তরং ন প্রতীয়তে; তথাপি তদনন্তরমেব "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো° ১।১।১০] ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রতুবীর্য্যবত্তরত্বং প্রতি সাধনভাবঃ প্রতিপাদ্যতে। তেন ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূতফল-সাধনভূতা বিদ্যা "উদ্গীথম্ উপাসীত" ইতি কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে। ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূত-ফলসাধনতয়াবগতস্যোপাসনস্য ক্রত্বঙ্গভূতোদ্গীথাঙ্গতয়া বিনিয়োগো

এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—'নবা' ইত্যাদি। ক্রতুতে উদ্গীথাদি ক্রিয়ার যেরূপ অবশ্য গ্রহণের নিয়ম আছে, উদ্গীথাদি-উপাসনাতেও যে, সেইরূপই গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে; কারণ? যেহেতু, তৎসহভাব শ্রুত হয় হয় নাই, অর্থাৎ উপাসনাও যে, উদ্গীথাদির অঙ্গ, এরূপ কথা শ্রুতিতে নাই। অঙ্গভাব থাকিলেই সহভাব—একসঙ্গে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তির নিয়ম হইতে পারে। যদিও "উদ্গীথমুপাসীত" এই শ্রুতিতে অন্যাধিকার (অপর কোনও বিষয়ের) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না সত্য, তথাপি অব্যবহিত পরেই 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হয়' এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে ক্রতুর বীর্য্যবত্তরত্বসাধন বলিয়াই প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সেই জন্যই "উদ্গীথমুপাসীত" এই শ্রুতিতে আবার ক্রতু-ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত ফলের সাধনভূত বিদ্যাটীও উহারই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

যজ্ঞে উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি বিষয়ক উপাসনারও যে, অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, সেরূপ কোনও নিয়ম নাই; কারণ? যেহেতু তৎসহভাবের শ্রুতি নাই, অর্থাৎ উদ্গীথ যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তেমনি উপাসনাও যে, উদ্গীথাদির অঙ্গ, তদ্বোধক কোনও শ্রুতি নাই। অঙ্গভাব হইলেই (উদ্গীথাদির সহিত) সাহচর্য্য নিয়ম সম্ভবপর হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। যদিও "উদ্গীথম্ উপাসীত" এই বাক্যে অপর কোনও বিষয়ের অধিকার বা সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না, (কেবল উদ্গীথাধিকারই প্রতীত হইতেছে সত্য), তথাপি ইহার অব্যবহিত পরেই যখন 'বিদ্যাপূর্ব্বক যাহা কিছু করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হয়,' এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে যজ্ঞের সমধিক বীর্য্যসাধক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, "উদ্গীথম্ উপাসীত" শ্রুতিতে যজ্ঞফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ফলসাধনার্থই বিদ্যার কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে। অতএব ক্রতু-ফল হইতে পৃথক্ ফলের সাধনরূপেই যখন উপাসনার প্রতীতি হইতেছে, তখন উদ্গীথাঙ্গরূপে সেই উপাসনার প্রয়োগ কখনই সঙ্গত হইতে পারে

নোপপদ্যতে। অতঃ (*) উপাসনস্যাশ্রয়াপেক্ষায়াং সন্নিহিত উদ্গীথ আশ্রয়মাত্রং ভবতি।

উদ্গীথশ্চ ক্রত্বঙ্গভূতঃ, ইতি ক্রতুপ্রযুক্তোদ্গীথাদ্যাশ্রয়ে উপাসনে ক্রত্বধিকারিণ এব ক্রতোর্বীর্য্যবত্তরত্বেচ্ছানিমিত্তমিদমধিকারান্তরম্, ইতি ন ক্রতুষু তদুপাদাননিয়মঃ। বীর্য্যবত্তরত্বঞ্চ ক্রতুফলস্য প্রবলকর্ম্মান্তরফলেনা-প্রতিবন্ধ ইত্যুক্তম্; ক্রতোরবিলম্বিতফলত্বমিত্যর্থঃ। পর্ণতাদীনাস্তু "যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি বিদ্যায়াঃ ফলসাধনত্ববদ্ অপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলং প্রতি সাক্ষাৎ সাধন-ভাবো ন শ্রুতঃ, ইতি ক্রত্বঙ্গভূত-জুহ্বাদ্যঙ্গতয়া বিনিয়োগাবিরোধাৎ তদঙ্গ-ভূতানাং ফলান্তর-সাধনভাবকল্পনানুপপত্তেঃ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রং স্যাৎ ॥৩॥৩॥৬৩॥

না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, উপাসনা মাত্রই একটি আশ্রয় বা আলম্বনের অপেক্ষা করে সুতরাং উদ্গীথোপাসনাতেও একটি আশ্রয় বা আলম্বনের আবশ্যক আছে; এইজন্য সন্নিহিত 'উদ্গীথই' উপাসনার সেই আশ্রয়ভাব বা আলম্বনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র; (কিন্তু অঙ্গরূপে উদ্গীথের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই)।

উদ্গীথ ক্রিয়াটিও যজ্ঞেরই অঙ্গ; সুতরাং যজ্ঞে যাহার অধিকার আছে, উদ্গীথানুষ্ঠানেও তাহারই অধিকার আছে; কিন্তু উদ্গীথাশ্রিত উপাসনায় সেরূপ অধিকারের নিয়ম নাই; পরন্তু সেই যজ্ঞাধিকারী পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, আমার ক্রতু অধিক বীর্য্য সম্পন্ন হউক, তাহা হইলেই অর্থাৎ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেই তিনি উপাসনায় অধিকারী হন, নচেৎ হন না; অতএব উদ্গীথ ও উপাসনা, উভয়ের অধিকারী এক নহে; এইরূপ অধিকারের পার্থক্য থাকায় যজ্ঞে উদ্গীথাদি উপাসনার নিয়ম বা অবশ্য-কর্ত্তব্যতার ব্যবস্থা হইতে পারে না। 'বীর্য্যবত্তরত্ব' অর্থ যে, অপর কোনও প্রবল কর্ম্মফল দ্বারা উপস্থিত কর্ম্ম-ফলের বাধা না হওয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ফলকথা, অনুষ্ঠিত যজ্ঞফললাভে বিলম্ব না হওয়াই বীর্য্যবত্তরত্ব। তাহার পর, যজ্ঞাঙ্গ 'জুহূব' পর্ণময়তার সহিতও বিদ্যার সাম্য হইতে পারে না; কারণ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনায় যেরূপ বীর্য্যবত্তরত্বরূপ পৃথক্ ফল-সাধনতা প্রতিপন্ন হইতেছে, জুহূর পর্ণময়তা ধর্ম্মটি কিন্তু সেরূপ পাপশ্লোক শ্রবণাভাব-ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শ্রুত হয় নাই; সুতরাং যজ্ঞাঙ্গ জুহূর অঙ্গরূপে পর্ণময়তার বিনিয়োগে কোনরূপ বাধা না থাকায়, যজ্ঞাঙ্গভূত পর্ণময়তা প্রভৃতির ফলান্তর-সাধনতা কল্পনা সম্ভবপর হয় না কাজেই তৎসম্বন্ধে উক্ত ফলশ্রুতিকে কেবলই 'অর্থবাদ' বলিতে হয়, [কিন্তু এখানে স্বতন্ত্রভাবে ফল-প্রতিপাদক শ্রুতিকে ত আর 'অর্থবাদ' বলা যাইতে পারে না] ॥৩॥৩॥৬৩॥

(*) অথ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখা যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি" ইতি হি শ্রুতিঃ কেবলং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানেনৈব যজমানপ্রভৃতীনাং রক্ষণং ব্রুবতী তদন্যেষাং বিজ্ঞানেঽনাদরং দর্শয়তি। উদ্গীথোপাসনস্থানঙ্গত্বে সত্যেব তদুপপদ্যতে। অতশ্চ উদ্গীথোপাসনস্যোপাদানানিয়মঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

'এবংবিৎ (উদ্গীথোপাসনাসম্পন্ন) ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন' এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাই উপাসনালব্ধ স্বীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করিয়া থাকেন ; সুতরাং অপরাপর ঋত্বিকের উপাসনা-বিজ্ঞানে অনাবশ্যকতাই বুঝা যাইতেছে ; কাজেই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র উপাসনা গ্রহণের নিয়ম হইতে পারে না ॥৩।৩।৬৪॥] [ইতি ষড়্‌বিংশ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতায়াং ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলাখ্যায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩]

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনোপাদানানিয়মং—"এবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি" [ছান্দো০ ৪।১৭।১০] ইতি ব্রহ্মণো বেদনেন সর্ব্বেষাং রক্ষণং ব্রুবতী। উদ্গাতৃপ্রভৃতীনাং বেদনস্যানিয়মে সত্যেতদুপপদ্যতে। অনেন লিঙ্গেন পূর্ব্বোক্তানাং সমাহারাদিলিঙ্গানাং প্রায়িকত্বমবগম্যতে ; অতোঽনিয়ম এবেতি স্থিতম্ ॥৩।৩।৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশং যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩॥

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান ও সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন' এই শ্রুতি [ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে কেবল] ব্রহ্মার জ্ঞান দ্বারাই অপর সকলের রক্ষাবিধানের কথা বলিয়া যজ্ঞে উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের যদি উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়ম (অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাব) থাকে, তাহা হইলেই এই কথার সঙ্গতি হয়, নচেৎ হয় না। এই হেতু-বাক্যের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে সমাহারাদি হেতুগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে গুলি প্রায়িকমাত্র, (নিয়ত আবশ্যক নহে) ; অতএব উপাদানের অনিয়ম সিদ্ধান্তই স্থির রহিল, অর্থাৎ প্রমাণিত হইল ॥৩।৩।৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যানুবাদে তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥৩।৩॥

[পুরুষার্থাধিকরণম্।]

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষার্থঃ (মোক্ষ) অতঃ (ইহা হইতে—বিদ্যা হইতে) শব্দাৎ (শ্রুতি বাক্য হেতু) ইতি (ইহা) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য [মনে করেন]।]

[সরলার্থঃ—গুণোপসংহারচিন্তানন্তরম্, পরমপুরুষার্থোপায়-নিরূপণায় ইদানীং চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে। তত্র কিং বিদ্যায়াঃ? বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্ম্মণো বা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি।

অতঃ অস্যাঃ পূর্ব্বপাদোক্তায়া বিদ্যায়া এব পুরুষার্থঃ সিধ্যতি, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? শব্দাৎ—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদেরিত্যর্থঃ।

তৃতীয় পাদে গুণোপসংহারের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া এখন চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? কিংবা বিদ্যাসহকৃত কর্ম্ম হইতে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি।

বাদরায়ণ-নামক আচার্য্য মনে করেন যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,' "তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলে পর, সেই জ্ঞানীপুরুষ ইহলোকেই অমৃত হইয়া থাকেন।' ইত্যাদি শব্দ হইতে—শ্রুতি বাক্য হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৩॥৪॥১॥]

গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্যৈকত্ব-নানাত্বচিন্তা কৃতা; ইদানীং বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্ম্মণঃ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্? অতঃ—বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে; কুতঃ? শব্দাৎ—দৃশ্যতে হ্যৌপনিষদঃ শব্দো বিদ্যাতঃ পুরুষার্থং ব্রুবন্—

উপাস্যগুণের কোথায় উপসংহার করিতে হইবে, আর কোথায় করিতে হইবে না, তন্নিরূপণার্থ তৃতীয় পাদে বিদ্যার একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে বিচার শেষ করা হইয়াছে; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? কিংবা বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম্ম হইতে হয়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [এতদুত্তরে] ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন যে, ইহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়? ইহার হেতু? শব্দই ইহার হেতু; কেননা, বিদ্যা হইতে যে, পুরুষার্থ লাভ হয়, উপনিষদে তদ্বোধক শব্দ (শ্রুতি-

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি° আন° ১ অনু°],
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"
"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
[পুরুষসূ°],
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
[মুণ্ড° ৩।২।৮] ইত্যাদিঃ ॥৩॥৪॥১॥

অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥৩॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—শেষত্বাৎ (যাগাঙ্গত্ব হেতু) পুরুষার্থবাদঃ (পুরুষার্থ প্রাপ্তির কথা অর্থবাদ মাত্র) যথা (যেমন) অন্যেষু (অন্যত্র—যাগাঙ্গদ্রব্যাদিতে) ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (জৈমিনি-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]।]

[সরলার্থঃ—যেয়ং বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-প্রাপ্তিশ্রুতিঃ, ন সা বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-সাধনত্ববোধিকা, অপিতু ক্রতুশেষত্বাৎ অর্থবাদমাত্রম্; যথা অন্যেষু দ্রব্যাদিষু পৃথক্ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদমাত্রম্, তথা অত্রাপীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যপ্রভৃতিতে উক্ত ফলশ্রুতি মাত্রই অর্থবাদ; উপনিষদের বিদ্যামাত্রই যখন যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাতে যে, ফলশ্রুতির কথা আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র (প্রশংসাবাক্য মাত্র) ॥৩॥৪॥২॥]

বাক্য) দেখিতে পাওয়া যায় যথা—'ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন', 'তমঃ বা অজ্ঞানের অতীত আদিত্য বর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যে জানে, সে ইহলোকেই অমৃত হয়, মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই,' 'স্যন্দমান (প্রবহমাণ) নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি (*) ॥৩॥৪॥১॥

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—"শেষত্বাৎ" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পুরুষার্থাধিকরণ'। প্রথম হইতে বিংশটি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার অবয়ব পাঁচটি এই প্রকার—(১) বিষয়—জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় চিন্তা। (২) সংশয়—কর্ম্মসহকৃত বিদ্যা, অথবা কেবলই বিদ্যা পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মসহকৃত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়; কারণ, কর্ম্মাঙ্গরূপেই বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না, বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কেবল বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ—মুক্তি সিদ্ধ হয়; মুক্তিতে কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধনতা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিকে পুরুষার্থ লাভের জন্য কেবল বিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

নৈতদেবম্—যৎ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ শব্দাদবগম্যতে—ইতি। ন হ্যেষঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিশব্দো বেদনাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিমবগময়তি, কর্ম্মসু কর্ত্তৃভূতস্যাত্মনো যাথাত্ম্য-বেদনপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। অতঃ কর্ত্তুঃ সংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রম্; যথান্যেষু দ্রব্যাদিষু—ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। তদুক্তম্ "দ্রব্যগুণসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ।" [পূর্ব্বমী০ ৪।৩।১] ইতি।

ননু চ কর্ম্মসু কর্ত্তুর্জীবাদন্যো মুমুক্ষুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদান্তেষু বেদ্য উপদিশ্যতে, ইতি প্রাগেবোপপাদিতং "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৭], "ভেদব্যপদেশাচ্চ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৮], "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।২।৩], "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।৩।১৭] ইত্যেবমাদিভিঃ সূত্রৈঃ; তদেব ব্রহ্ম তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যেন জীবাদনতিরিক্তমিত্যেতদপি "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যেবমাদিভির্নিরস্তম্; সামানাধিকরণ্যনির্দেশশ্চ "ঐতদাত্ম্যমিদং

শব্দপ্রমাণ অনুসারে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ-প্রাপ্তি জানা যাইতেছে, বলা হইয়াছে; তাহা সত্য নহে; কেননা, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ যে, বাস্তবিকই বেদন বা উপাসনা হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু কর্ম্মের কর্ত্তৃভূত আত্মার যথার্থস্বরূপ জ্ঞাপন করাই ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রেত—তাৎপর্য্য। অতএব, কর্ত্তার সংস্কার বা গুণাতিশয় সম্পাদন দ্বারা বিদ্যা যখন ক্রতুশেষভূত অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ, তখন ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিদ্যাসাধ্য মোক্ষফলপ্রাপ্তির কথাও যজ্ঞাঙ্গ অন্যান্য দ্রব্যের ফলশ্রুতির ন্যায় অর্থবাদমাত্র বলিয়া জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন। পূর্ব্বমীমাংসায় একথা উক্তও আছে—'যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কার্য্যে যে, ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরার্থ বলিয়া অর্থাৎ যজ্ঞেরই উপকারসাধক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র' ইতি।

ভাল কথা, বেদান্ত শাস্ত্র যে, কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থকেই মুমুক্ষুগণের প্রাপ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, ইহা ত ইতঃপূর্ব্বেই "নেতরোঽনুপপত্তেঃ।" "ভেদব্যপদেশাচ্চ" "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।" "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, নাসম্ভবাৎ।" ইত্যাদি সূত্র সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহারপর অভেদসূচক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যানুসারেও, সেই ব্রহ্মের যে, জীব হইতে অনতিরিক্ততা বা জীবস্বরূপত্ব সম্ভাবনা, তাহাও "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রসমূহ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে; কারণ, 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐ জাতীয় সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ চেতনাচেতন-

সর্বম্” [ছান্দো০ ৬।৮।৭] “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইতি চেতনাচেতনসাধারণঃ “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] “য আত্মনি” তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইত্যাদিনাঽবগত-তত্তদাত্মতয়াবস্থিতিনিবন্ধনঃ, ইতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরুপপাদিতম্ ; তৎ কথং কর্ম্মসু কর্ত্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যোপদেশপরা বেদান্তশব্দা ইতি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতিপাদ্যতে ? উচ্যতে—বেদান্তবাক্যেষ্বেব বিদ্যায়াঃ কর্ম্মপ্রাধান্যং সূচয়দ্ভির্লিঙ্গৈস্তদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশেন চ বেদান্তশব্দা দেহাতিরিক্ত-জীবস্বরূপযাথাত্ম্যোপদেশপরা ইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষিণোঽভিপ্রায়ঃ।

ননু চ কর্ত্তৃসংস্কারমুখেন বিদ্যায়াঃ ক্রত্বনুপ্রবেশো ন শক্যতে বক্তুম্, কর্ত্তুর্লৌকিক-বৈদিকসাধারণত্বেন অব্যভিচরিত-ক্রতুসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ। নৈবম্, লৌকিকস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুর্দেহাদব্যতিরিক্তত্বেঽপ্যুপপত্তের্দেহাতিরিক্ত-

---

সাধারণ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকলের পক্ষেই সমান এবং ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত তাহার তত্তৎবিশেষাকারে অবস্থানই যে, ঐরূপ অভেদনির্দ্দেশের কারণ, তাহাও “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” ইত্যাদি সূত্রে সমর্থিত হইয়াছে ; তবে এখন আবার কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্তৃভূত জীবাত্মার যথার্থস্বরূপোদেশে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করত বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা প্রতিপাদন করা হইতেছে কি কারণে ? হাঁ, বলিতেছি—এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-বাক্যের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি লিঙ্গ বা গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে, যাহারা কর্ম্মাপেক্ষাও বিদ্যার প্রাধান্য সূচনা করিয়া দিতেছে ; সুতরাং তাদৃশ হেতু দ্বারা সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ দর্শনে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও স্বীকার করিতে হয় যে, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশই ঐ সমস্ত বেদান্তবাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য।

আপত্তি হইতেছে যে, কর্ত্তা যখন লৌকিক ও বৈদিক সকক্রিয়া-সাধারণ, অর্থাৎ যজ্ঞাদির কর্ত্তা যেমনি বেদোক্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তেমনি ব্যবহারিক ক্রিয়াও ত নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ; সুতরাং যজ্ঞের সহিত তাহার অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই ; অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় কর্তৃসংস্কারকরূপে বিদ্যাকে ত ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় না ? না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলেও অর্থাৎ জীব দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও লৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তা হইতে পারে ; [কারণ, লৌকিক ক্রিয়ার ফল এই দেহেই ভোগ করা সম্ভবপর হয়,] কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে কখনই পারলৌকিক ফলসাধক বেদোক্ত ক্রিয়ায় কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক হয় ; সুতরাং তাদৃশ

নিত্যাত্মস্বরূপস্য ক্রতাবেবোপযোগাৎ তৎস্বরূপপ্রতিপাদনমুখেন ক্রত্বনুপ্রবেশো ন বিরুধ্যতে। অতো বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ নাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩॥৪॥২॥

কানি পুনস্তানি লিঙ্গানি; যদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশেন বেদান্তশব্দা জীবস্বরূপপরা ইতি নির্ণীয়ন্তে। তত্রাহ—

আচার-দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আচার-দর্শনাৎ (যেহেতু ব্যবহারেও বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহচর্য্য দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদাম্ আচারদর্শনাদপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতীয়তে। দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মপ্রধান আচারঃ; যথা, "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" ইত্যত্র ব্রহ্মবিদগ্রেসরস্য অশ্বপতেঃ কেকয়স্য যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তিঃ, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইতি চ স্মৃতিঃ॥

ব্রহ্মবিদগণের কর্ম্মপ্রধান আচার দর্শনেও জানা যায় যে, উক্ত বিদ্যাসমূহ কর্ম্মাঙ্গই বটে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধানতম অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং রাজর্ষি জনক প্রভৃতিও যে, কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, একথাও ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে; অতএব, বিদ্যাগুলি কর্ম্মাঙ্গই বটে ॥৩॥৪॥৩॥]

ব্রহ্মবিদাং প্রাধান্যেন কর্ম্মস্বেবাচারো দৃশ্যতে—অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ কিল আত্মবিত্তমস্তদ্বিজ্ঞানায়োপগতান্ তানৃষীন্ প্রত্যাহ—"যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" [ছান্দো০ ৫।১১।৫] ইতি। তথা জনকাদয়ো ব্রহ্মবিদগ্রেসরাঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিষু দৃশ্যন্তে—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" [গীতা০ ৩।২০]

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।" [বিষ্ণু০ পু০

আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা তাহার যজ্ঞান্তর্ভাব সিদ্ধ করা বিরুদ্ধ হইতেছে না; অতএব যজ্ঞাঙ্গ হইলেও শুধু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না ॥৩॥৪॥২॥

যে সমস্ত অনুকূল বাক্যের সাহায্যে বেদান্ত-বাক্যসমূহের জীবস্বরূপ-পরত্ব অবধারিত হইতেছে, সেই সমস্ত লিঙ্গ বা অনুকূল বাক্য কি কি, এখন তাহা বলিতেছেন

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্গণের আচারের মধ্যে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা— 'আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ, তাঁহার নিকট আত্ম-বিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সমাগত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন 'হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব' ইতি। এই রূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্শ্রেষ্ঠ জনক প্রভৃতিকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,' 'তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ

৬।৬।১২] ইতি। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মপ্রধানত্বদর্শনাদ্ বিদ্যায়াঃ কর্তৃস্বরূপবেদনরূপত্বেন কর্ম্মাঙ্গত্বমেবেতি ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩॥৪॥৩॥

লিঙ্গমিদম্ ; প্রাপ্তিরুচ্যতাম্ ? (*) ইত্যত্রাহ—

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (তাহা) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ তৎ—বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্ অবগম্যতে। প্রকরণাৎ শ্রুতের্বলীয়স্ত্বাৎ "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি শ্রুতিঃ উদ্গীথমাত্র-বিষয়ে নিয়ন্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

'বিদ্যা সহযোগে যাহাই করা হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ শ্রুতি যখন প্রকরণ অপেক্ষাও প্রবল ; তখন প্রকরণের অনুরোধে ঐ শ্রুতিটিকে কেবলই বিদ্যাবিষয়ে সংকোচিত করিতে পারা যায় না ॥৩॥৪॥৪॥]

শ্রুতিরেব হি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমাহ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি। নেয়ং শ্রুতিঃ প্রকরণাদুদ্গীথমাত্রবিষয়েতি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যা ; যতঃ প্রকরণাৎ শ্রুতির্বলীয়সী ; "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি বিদ্যামাত্রবিষয়া হি ইয়ং শ্রুতিঃ ॥৩॥৪॥৪॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমন্বারম্ভণাৎ (মৃত ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কারের অনুগমন হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোরেকপুরুষানুগমনং চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব সংগচ্ছতে, নান্যথা, ইত্যর্থঃ।

বিদ্যা ও কর্ম্ম, উভয়ই সেই মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে', এই শ্রুতিতে যে, একই মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুগমন কথিত আছে, তাহা কিন্তু বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব ব্যতীত কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না ; অতএব ইহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই প্রমাণিত হইতেছে ॥৩॥৩॥৫॥]

থাকিয়াও বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যেও কর্ম্মপ্রাধান্য দর্শনে জানা যায় যে, কর্ত্তার স্বরূপানুভূতিরূপ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গই বটে ; সুতরাং শুধু বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় না ॥৩॥৪॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রাপ্তিঃ—প্রমাণতঃ সিদ্ধিঃ ; অনুগ্রাহকমুক্তম্, অনুগ্রাহ্যমভিধীয়তামিত্যর্থঃ। আগমপ্রমাণস্য শ্রুতিলিঙ্গাদয়োঽনুগ্রাহকাঃ। (ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা)।

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যং চ দৃশ্যতে। সাহিত্যং চোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব ভবতি ॥৩॥৪॥৫॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বতঃ (বিদ্যাযুক্তের সম্বন্ধে) বিধানাৎ (কর্ম্মের বিধান হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য * * * কুটুম্বে শুচৌ দেশে" ইত্যাদি বিদ্যাবতঃ—অধ্যয়নসম্পন্নস্য কর্ম্মবিধানাৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

'আচার্য্য গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাপিত করিয়া অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে [কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে কৃতাধ্যয়ন অর্থাৎ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা বিধান করায়, বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাধর্ম্মটি কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে) ॥৩॥৪॥৬॥]

বিদ্যাবতঃ কর্ম্মবিধানাদ্ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিত্যবগম্যতে—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যাদৌ। "বেদমধীত্য" ইত্যধ্যয়নবতঃ

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ অনুকূল বাক্যমাত্র, এখন তদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা উচিত; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি।

বিশেষতঃ 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ সহযোগে যাহাই করে, তাহাই বীর্য্যবত্তর হয়' শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতেছেন। উদ্গীথপ্রকরণে পঠিত বলিয়া উক্ত শ্রুতিটিকে কেবল উদ্গীথোপাসনাতেই আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না; কেন না, প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির বল অধিক; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যাই "যদেব বিদ্যয়া করোতি" শ্রুতির বিষয়, কিন্তু কেবল উদ্গীথবিদ্যা নহে ॥৩॥৩॥৪॥

'বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবদ্দশায় সঞ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার (পাপপুণ্য) মৃতব্যক্তির অনুগমন করে' এই শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা ও কর্ম্মের সহগমনও, বিদ্যার যথোক্তপ্রকার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হইতে পারে ॥৩॥৪॥৫॥

আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এবং গুরুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদয় নিঃশেষে সমাপিত করিয়া (সমাবর্ত্তন করিয়া) গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র দেশে [কর্ম্ম করিবে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মের বিধান থাকাতেও, বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে। 'বেদ অধ্যয়ন করিয়া' এই বাক্যটি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে

কর্ম্মাণি বিদধদর্থাববোধপর্য্যন্তাধ্যয়নবত এব বিদধাতি। অর্থাববোধপর্য্যন্তং হি অধ্যয়নমিতি স্থাপিতম্। অতো ব্রহ্মবিদ্যাপি কর্ম্মসু বিনিযুক্তেতি ন পৃথক্‌ফলায়াবকল্পতে ॥৩॥৪॥৬॥

নিয়মাৎ ॥৩॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—নিয়মাৎ (অনুষ্ঠানের নিয়ম হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইত্যাদৌ সর্ব্বস্যাপি পুরুষায়ুষস্য নিয়মেন কর্ম্মসু বিনিয়োগাৎ কর্ম্মণ এব পুরুষস্য ফলপ্রাপ্তিঃ, ন তু বিদ্যায়াঃ, ইত্যবগম্যতে; বিদ্যা তু কর্ম্মাঙ্গমিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ 'মনুষ্য ইহ জগতে কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে', অর্থাৎ মনুষ্যের সাধারণ আয়ুঃ শত বর্ষ, সেই সম্পূর্ণ জীবন কাল কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কখনও বিরত হইবে না' এই শ্রুতি জ্ঞানীর সমস্ত জীবিত কালকেই কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম হইতেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে; কাজেই বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতে হইবে ॥৩॥৪॥৭॥]

ইতশ্চ ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ; "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" [ঈশাবাস্য০ ২] ইত্যাত্মবিদঃ পুরুষায়ুষস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মসু নিয়মেন বিনিয়োগাৎ কর্ম্মণ এব ফলমিত্যবগম্যতে; বিদ্যা তু কর্ম্মাঙ্গমিতি ॥৩॥৪॥৭॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

কর্ম্মের বিধান করিতে যাইয়া—বেদার্থাবগতি পর্য্যন্ত অধ্যয়নবিশিষ্ট (যে ব্যক্তি গুরুমুখীকরণ দ্বারা বেদার্থ অনুভব করিয়াছেন, তাদৃশ) ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিতেছেন বুঝিতে হইবে। কর্ম্মাবগতি পর্য্যন্তই যে, 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ, ইহা [প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই] সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব অপরাপর বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্মানুষ্ঠানেই বিনিযুক্ত (কর্ম্মাঙ্গ); সুতরাং তাহা কখনই পৃথক্‌ভাবে ফল সমুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥৬॥

এই কারণেও বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না; কেন না, 'মনুষ্য ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে' এই শ্রুতি আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালকে নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহা কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে; অধিকন্তু বিদ্যা ত কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ; [সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে তাহার সামর্থ্যও নাই] ॥৩॥৪॥৭॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"অধিকোপদেশাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকোপদেশাৎ (জীবাতিরিক্ত উপাস্যের উপদেশ হেতু) তু (কিন্তু) বাদরায়ণস্য (বাদরায়ণ আচর্য্যের) এবং (এইপ্রকার মত), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তং বক্তুমুপক্রমতে—"অধিকোপদেশাৎ" ইত্যাদিভিঃ ত্রয়োদশভিঃ সূত্রৈঃ।

'তু'-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ। ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্, নাপি কর্ম্মণা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ; অপি তু বিদ্যাত এবেতি বাদরায়ণস্যাচার্য্যস্য মতম্; কুতঃ? অধিকোপদেশাৎ—কর্ত্তুঃ জীবাদ্ অর্থান্তরভূতস্য পরস্যৈব বেদ্যতয়োপদেশাৎ। [এতদপি কথম্? ইত্যাহ—] তদ্দর্শনাৎ—"বহু স্যাং প্রজায়েয়" "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদিষু বেদ্যস্য জীবভিন্নত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ সূচনা করিতেছে; বুঝিতে হইবে, বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ এবং কর্ম্ম হইতেই যে, পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তাহাও নহে; পরন্তু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত বা সিদ্ধান্ত। ইহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু 'আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনিই কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতে পৃথক্‌ভূত পরমাত্মার জ্ঞেয়ত্ব উপদেশ দিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥৪॥৮॥]

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ; বিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ; কুতঃ? অধিকোপদেশাৎ—কর্ম্মসু কর্ত্তুর্জীবাৎ হেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বেন অধিকস্যার্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো বেদ্যতয়োপদেশাৎ ভগবতো বাদরায়ণস্য বিদ্যাতঃ (*) ফলমিত্যেবমেব মতম্। লিঙ্গানি

'তু'-শব্দে উক্ত সিদ্ধান্তের নিষেধ সূচনা করিতেছে। বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে (কর্ম্ম হইতে নহে); কারণ? যেহেতু অধিকের উপদেশ রহিয়াছে—কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তা জীবাত্মা হইতে অধিক—স্বতন্ত্র পদার্থ—যিনি হেয়প্রতিপক্ষ (উত্তম), সীমা ও সংখ্যাশূন্য এবং নিরতিশয় কল্যাণময় গুণগণের আকরস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে বেদ্য বা উপাস্যরূপে উপদেশ করায়, বিদ্যা হইতেই যে, ফল সিদ্ধি হয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত। বিদ্যার

(*) পুরুষার্থ ইত্যেব' ইতি 'গ' পাঠঃ।

তিষ্ঠন্তু; বেদ্যতয়োপদেশস্তু তাবৎ কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনোঽধিকস্যৈব। কথম্? তদ্দর্শনাৎ—প্রত্যগাত্মন্যশুদ্ধে শুদ্ধেঽপি অসম্ভাবনীয়ানন্তগুণাকরস্য বেদ্যস্য নিরস্তনিখিলহেয়গন্ধস্য স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভব-লয়লীলস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্বাঙ্‌মনসাপরিচ্ছেদ্যানন্দস্য কৃৎস্নস্য প্রশাসিতুঃ পরস্য ব্রহ্মণো বেদনোপদেশবাক্যেষু দর্শনাৎ—

"অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫], "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩], "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" [মুণ্ড০ ১।১।৯], "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬ ৮] "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৮।৪] "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি" [তৈত্তি০ আন০ ৪।১] "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ

কর্ম্মাঙ্গত্বগ্রাহক প্রমাণ দূরে থাকুক, উপাস্যরূপে যে, উপদেশ, তাহাও কর্ত্তৃভূত জীবাত্মা হইতে অধিকের—পৃথগ্‌ভূত পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই রহিয়াছে। কি প্রকারে?—যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (বদ্ধ ও মুক্ত) জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, সর্ব্ববিধ হেয়গুণের সম্বন্ধবর্জ্জিত এবং নিজের ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা যাঁহার লীলা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, বাক্য ও মনের অগোচর অসীম আনন্দসম্পন্ন, সর্ব্বশাসক ও জীবাধিপতি পরব্রহ্মেরই উপাসনাবিষয়ক বাক্যসমূহে উপদেশ রহিয়াছে। যথা,—

'যিনি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা-পিপাসাবিবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব্ববিষয় অবগত আছেন, 'ইহাঁর বিবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়া-সামর্থ্য শ্রুত হয়', 'তাহা আবার ব্রহ্মের একটি আনন্দ' 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' 'ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে কোথা হইতেও ভীত হয় না', 'ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই লোকবিধারক সেতু স্বরূপ', 'তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়স্বামী জীবেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই অধিপতিও নাই', 'হে গার্গি, এই

(এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ)" (*) [বৃহদা০ ৫।৮।৯] "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১] ইত্যাদিষু। তস্মাদ্বেদনোপদেশ-শব্দেষু কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ খদ্যোতকল্পস্যাবিদ্যাদি-হেয়-সম্বন্ধযোগ্যস্য গন্ধোঽপি নাস্তীতি পরমপুরুষবিষয়ায়া বিদ্যায়াস্তৎপ্রাপ্তি-রূপমমৃতত্বং তত্র তত্র শ্রূয়মাণং ফলমিতি বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৩॥৪॥৮॥

লিঙ্গান্যপি নিরস্যন্তে—

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তুল্যং (সমান) (তু) (কিন্তু) দর্শনং (আচারদর্শন)।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যায়াঃ প্রধানত্বেঽপি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মাচরণদর্শনং তু তুল্যং—কর্ম্মণামনাচরণ-দর্শনমপ্যস্তীতি ভাবঃ। যথা, "ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদৌ। কর্ম্মাচরণং তু ফলাভিসন্ধিরহিতস্য কর্ম্মণো বিদ্যাঙ্গত্বাৎ; ত্যাগঃ পুনঃ ফলাভিসন্ধি-যুক্তস্য কর্ম্মণঃ বিদ্যাবিরোধিত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিদ্যা স্বপ্রধান হইলেও ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা তুল্য, অর্থাৎ ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়, তেমনি কর্ম্মের অননুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,— 'কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—আমরা কিসের জন্য অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা যজ্ঞ করিব' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম বিদ্যারই অঙ্গ, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহার অনুষ্ঠান করেন, আর কাম্য কর্ম্মমাত্রই জ্ঞানবিরোধী; তজ্জন্য তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥৩॥৪॥৯॥]

অক্ষর (যাহার স্বরূপ হানি ঘটে না, সেই) ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে' 'ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, এবং ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্যে ধাবিত হইতেছে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসনোপদেশক বাক্যসমূহ, কর্ত্তৃ স্বরূপ জীবাত্মার—যিনি পরমাত্মার তুলনায় খদ্যোতসদৃশ এবং অবিদ্যাদিদোষসংস্পর্শের যোগ্য, তাহার নামগন্ধও নাই; সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা হইতে যে, নানা স্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলের কথা শোনা যায়, তাহাই বিদ্যার ফল; অতএব বিদ্যা হইতে যে, পরম পুরুষার্থমোক্ষপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥৩॥৪॥৮॥

এখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত লিঙ্গ সমূহেরও (অনুকূল প্রমাণগুলিরও) প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে— "তুল্যং তু" ইত্যাদি।

(*) বেষ্টিতাংশ সর্ব্বত্র পুস্তকের নোপলভ্যতে।

যদুক্তং—ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনাদ্ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি ; তন্ন ; বিদ্যায়া অনঙ্গত্বেঽপি তুল্যং দর্শনম্, ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনম্ অনৈকান্তিকমিত্যর্থঃ, অননুষ্ঠানস্যাপি দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মত্যাগঃ "ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদৌ। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মত্যাগদর্শনাৎ ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্।

কথমিদমুপপদ্যতে—ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানমননুষ্ঠানঞ্চ ? ফলাভিসন্ধিরহিতস্য যজ্ঞাদিকর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ তথাবিধস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানদর্শনমুপপদ্যতে। বক্ষ্যতি চ—"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ"—[ব্রহ্মসূ° ৩।৪।২৬] ইতি। ফলার্থস্য তস্যৈব যজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণো মোক্ষৈকফলব্রহ্মবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ তস্যানুষ্ঠানদর্শনমুপপন্নতরম্। বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে কর্ম্মত্যাগঃ কথমপি নোপপদ্যতে ॥৩॥৪॥৯॥

যদুক্তম্—শ্রুত্যৈব বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইতি ; তত্রাহ—

পূর্ব্বে যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখাযায়—বলিয়া বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে কারণ, বিদ্যার অনঙ্গতা বিষয়েও তুল্য আচারদর্শন রহিয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ; কেন না, কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়,—'কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, কিসের জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা আমরা যজ্ঞ করিব' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্ম্মত্যাগও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্‌গণের যখন কর্ম্মত্যাগও দৃষ্ট হয়, তখন বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে।

ভাল, ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্ম্মানুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান,—উভয়ই সঙ্গত হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্ম-বিদ্যারই অঙ্গ, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় ; "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" [ব্রহ্মসূ° ৩।৪।২৬] এই সূত্রে সূত্রকারও একথা প্রতিপাদন করিবেন। পক্ষান্তরে, সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াই আবার ফলাকাঙ্ক্ষাসমন্বিত হইলে, একমাত্র মোক্ষফল-সাধক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী হওয়ায় তাহার অনুষ্ঠানাভাবদর্শনও সঙ্গত হয়। বিদ্যা যদি নিশ্চয়ই কর্ম্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকারেই তাহার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না ॥৩॥৪॥৯॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, তদুত্তরে বলিতেছেন—"অসার্ব্বত্রিকী" ইতি।

অসার্ব্বত্রিকী ॥৩॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসার্ব্বত্রিকী (সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে)।]

[সরলার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যত্রোক্তা বিদ্যা ন সার্ব্বত্রিকী—ন বিদ্যামাত্রবোধিকা, অপিতু 'উদ্গীথবিদ্যা'মাত্রবিষয়া। কিঞ্চ, 'যৎ করোতি, বিদ্যয়া এব তৎ করোতি' ইত্যেবং পদসম্বন্ধোঽপি ন, অপিতু 'যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইত্যেবম্।

'যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়,' এই শ্রুতিতে যে, বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহা সার্ব্বত্রিকী অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার বোধক নহে, পরন্তু ইহা কেবল উদ্গীথ-বিদ্যার বোধক মাত্র; সুতরাং সামান্যভাবে বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥৩॥৪॥১০॥]

ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়েয়ং শ্রুতিঃ; অপি তু উদ্গীথবিদ্যাবিষয়ৈব, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি যচ্ছব্দস্যানির্দ্ধারিতবিশেষস্য "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইতি প্রস্তুতোদ্গীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। নহি যৎ করোতি, তদ্বিদ্যয়েতি সম্বধ্যতে; যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরমিতি বিদ্যয়া ক্রিয়মাণং যচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্য তস্য হি বীর্য্যবত্তরত্বমুচ্যতে ॥৩॥৪॥১০॥

যচ্চেদমুক্তম্—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি; তত্রাহ—

উক্ত শ্রুতিটি সাধারণতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক নহে; পরন্তু কেবল উদ্গীথবিদ্যামাত্রবিষয়ক; কেন না, "যৎ এব বিদ্যয়া করোতি" এই 'যৎ' শব্দটি যখন অবিশেষিতভাবে প্রযুক্ত, অর্থাৎ কোনও অর্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, অথচ নিকটেই উদ্গীথের কথা রহিয়াছে; তখন সেই উদ্গীথাংশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'যাহা করে, তাহাই বিদ্যার সহিত করে', এরূপও পদসম্বন্ধ নহে; পরন্তু 'বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া থাকে, এইরূপে বিদ্যা-সহকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে 'যৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অধিকবীর্য্যবত্তামাত্র প্রতিপাদন করা হইতেছে; [সুতরাং উক্ত শ্রুতির 'বিদ্যা' শব্দটি সাধারণতঃ বিদ্যামাত্রেরই বোধক হইতে পারে না; কাজেই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে না] ॥৩॥৪॥১০॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—'জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে' এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহচর্য্য দর্শন হেতু বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গই বটে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"বিভাগঃ শতবৎ" ইতি।

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে ভেদ) শতবৎ (যেমন শতকের)।]

[সরলার্থঃ—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যত্র বিদ্যাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্মাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, ইত্যেব বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ; বিদ্যা-কর্ম্মণোর্বিলক্ষণফলসাধকত্বাৎ। শতবৎ—যথা 'ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িণং শতদ্বয়মন্বেতি' ইত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থঞ্চ শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে, তথাত্রাপীত্যর্থঃ।

'বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে' এইস্থলে বিভাগক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা তাহার নিজের ফল দিবার জন্য সঙ্গে যায়, এবং কর্ম্মও নিজের ফল দিবার জন্যই তাহার সঙ্গে যায়। যেমন 'ভূমি ও রত্নবিক্রেতাকে দুইশত মুদ্রা অনুগমন করে' বলিলে, ভূমির জন্য একশত, আর রত্নের জন্য একশত, এইরূপ পৃথগ্‌ভাবে শত-দ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হয়, এখানেও সেইপ্রকার ॥৩॥৪॥১১॥]

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যত্রোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যা-কর্ম্মণোর্ভিন্নফলত্বাৎ বিদ্যা স্বস্মৈ ফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্ম চ স্বস্মৈ ফলায়েতি বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। শতবৎ—যথা ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িণং শতদ্বয়মন্বেতীত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থং শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে; তথা ইহাপি ॥৩॥৪॥১১॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধ্যয়নমাত্রবতঃ (কেবল অধ্যয়ন কর্ত্তার সম্বন্ধে)।]

[সরলার্থঃ—"বেদমধীত্য" ইত্যত্র চ অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারবিধানাৎ ন তেনাপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ।

বিশেষতঃ 'বেদ অধ্যয়ন করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল অধ্যয়নমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মাধিকার বিহিত থাকায়, উহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ॥৩॥৪॥১২॥]

'বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে, এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিদ্যা ও কর্ম্মের—ভিন্ন ফল দর্শন হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা নিজের ফলপ্রদানের জন্য অনুগমন করে, এবং কর্ম্মও তাহার নিজের ফল প্রদান করিবার জন্যই অনুগমন করে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ বিভাগ বা সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন 'দুইশত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ী ও রত্নবিক্রয়ীর অনুগমন করে' বলিলে, ক্ষেত্রের জন্য একশত, আর রত্নের জন্য একশত, এইরূপই বিভাগ প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইপ্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥১১॥

যদুক্তং বিদ্যাবতঃ কর্ম্মবিধানাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি; নৈতদ্ যুক্তম্, "বেদমধীত্য" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যধ্যয়নমাত্রবতো বিধানাৎ। নচ অধ্যয়নবিধিরেবার্থবোধে প্রবর্ত্তয়তি, আধানবদধ্যয়নস্য অক্ষররাশিগ্রহণমাত্রে পর্য্যবসানাৎ। গৃহীতস্য চ স্বাধ্যায়স্য ফলবৎ-কর্ম্মাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ফলে তদর্থবিচারে পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে; ততঃ কর্ম্মার্থী কর্ম্মজ্ঞানে প্রবর্ত্ততে, মোক্ষার্থী চ ব্রহ্মজ্ঞানে, ইতি ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্। যদ্যপি অধ্যয়ন-বিধিরেব অর্থাববোধে প্রবর্ত্তয়তি; তথাপি ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্, অর্থজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ। যথা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ ফলসাধনভূতং কর্ম্মানুষ্ঠানং অর্থান্তরম্; তথা অর্থজ্ঞানরূপাৎ ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ অর্থান্তরমেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা পুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা, ইতি ন তস্যাঃ কর্ম্মসম্বন্ধগন্ধো বিদ্যতে ॥৩॥৪॥১২॥

নাবিশেষাৎ ॥৩॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু জ্ঞানীকেই বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই)।]

বিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মবিধান হেতু যে, বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, 'বেদম্ অধীত্য' বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ অধ্যয়নবিধিই ত লোককে বেদার্থ-বোধে প্রবর্ত্তিত করে না; কেন না, অগ্নিপ্রভৃতি গ্রহণের ন্যায় এই অধ্যয়ন শব্দটীও কেবল অক্ষররাশি-গ্রহণেই পর্য্যবসিত, অর্থাৎ 'অধ্যয়ন' বলিতে কেবল গুরুর নিকট হইতে বৈদিক অক্ষর লাভমাত্রই বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে, তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে, এরূপ ত বুঝা যায় না। অধীত বেদে কর্ম্ম ও তাহার ফল-নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন সেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নির্ণয়ার্থ বেদার্থ-বিচারে লোকের আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে; তাহার পর কর্ম্মফলার্থী লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মবিধি হইতেই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না।

পক্ষান্তরে, অধ্যয়নবিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে কর, তথাপি বিদ্যা কখনও কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না; কেন না, অর্থজ্ঞান আর বিদ্যা (উপাসনা) ত এক পদার্থ নহে, পরন্তু ভিন্ন পদার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ-বিজ্ঞান হইতে ফলসাধনভূত সেই কর্ম্মানুষ্ঠান যেরূপ পৃথক্ পদার্থ, তদ্রূপ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দ-বাচ্য পুরুষার্থ সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং তাহার সহিত কর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই; [অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না] ৩।৪।১২।

[সরলার্থঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইতি ব্রহ্মবিদাম্ আয়ুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠাননিয়তত্বং দৃশ্যতে; ইতি যদুক্তম্, তন্ন সংগচ্ছতে; কুতঃ? অবিশেষাৎ,—'বিদুষ এব' ইতি বিশেষাভাবাৎ অবিদুষোঽপি তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতিতে বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ সেরূপ নিয়মও সঙ্গত হয় না; কারণ, 'বিদ্বান্ পুরুষই' এইরূপ বিশেষ করিয়া অবধারণ না থাকায়, ঐ শ্রুতিটী বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠান-নিয়ামক হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৩॥]

যচ্চোক্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" [ঈশো০ ২] ইত্যাত্মবিদং জ্ঞানাদ্ ব্যাবর্ত্ত্য যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ময়তীতি; তন্নোপপদ্যতে; অবিশেষাৎ—নহ্যয়ং নিয়মঃ ফলসাধনভূত-স্বতন্ত্রকর্ম্মবিষয়ঃ—ইতি বিশেষ-হেতুরস্তি, বিদ্যাঙ্গভূত-কর্ম্মবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ" [গীতা০ ৩।২০] ইতি চ বিদুষস্তু আ প্রয়াণাদুপাসন-স্যানুবর্ত্তমানত্বাৎ ॥৩॥৪॥১৩॥

এবমর্থস্বাভাব্যেন চোদ্যং পরিহৃত্য "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" [ঈশো০ ২] ইত্যস্য বাক্যস্যার্থমাহ—

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥৩॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্তুতয়ে (প্রশংসার্থ) অনুমতিঃ (অনুমতি) বা (অবধারণে)।]

আরো যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" এই শ্রুতি আত্মবিদ্‌কে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না; কেন না, উপদেশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; উক্ত শ্রুতিতে এমন কোনও নিয়ম করা হয় নাই যে, যাহাতে ফল-সাধনভূত স্বতন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে; কারণ, কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিলেও উহার উপপত্তিতে কোন বাধা হয় না। দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও উপাসনার অনুসরণ করিতে হয়; সুতরাং তদঙ্গভূত কর্ম্মানুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসঙ্গত হয় না; অতএব "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইত্যাদি বচনও এপক্ষে অনুপপন্ন হয় না ॥৩॥৪॥১৩

এইরূপ অর্থ-স্বভাবানুসারে অর্থাৎ সহজসিদ্ধ শব্দার্থ-জ্ঞান হইতে বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ এবং কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্ব স্থাপন দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এখন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতির বাক্যার্থ বলিতেছেন—"স্তুতয়ে" ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—বা-শব্দোঽবধারণে ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বিদ্যায়াঃ প্রকৃতত্বাৎ তৎস্তুত্যর্থমেব তত্র কর্ম্মানুমতিঃ ক্রিয়তে ন তু বিধেয়ার্থম্। অয়ং ভাবঃ,—বিদ্বান্ যাবজ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি বিদ্যামহাত্ম্যাৎ ন তেন লিপ্যতে, ইত্যেবং বিদ্যা স্তূয়তে ॥

সূত্রের বা-শব্দটি অবধারণার্থক ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যারই স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ; "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতিটিও সেই প্রকরণেই পঠিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিদ্যার প্রশংসার্থই কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,—বিদ্যার এমনই মহিমা যে, বিদ্বান্ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন কর্ম্মই তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥৩॥৪॥১৪॥]

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বিদ্যাপ্রকরণাদ্ বিদ্যাস্তুতয়ে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্। বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে কর্ম্মভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি। বাক্যশেষশ্চৈবমেব দর্শয়তি—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" [ঈশো০ ১।২] ইতি ; অতো ন কর্ম্মাঙ্গং বিদ্যা ॥৩॥৪॥১৪॥

কামকারেণ চৈকে ॥৩॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—কামকারেণ (কামনাপূর্ব্বক) চ (ও) একে (কোন কোন বেদশাখীরা)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ ব্রহ্মবিদ্যাবতঃ কামকারেণ স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগম্ অপি অধীয়তে—"কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইত্যাদৌ। অত্র হি বিদুষঃ কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগং কথয়ন্ত্যো বিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ।

অপিচ, কোন কোন শাখীরা বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন। যথা, 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মলোক লাভ করা যায় না' ইত্যাদি। এখানে কর্ম্মসহচর গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ থাকায়, বিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩॥৪॥১৫॥]

সূত্রের বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্" (এ সমস্তই ঈশ্বরব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে), এইরূপে বিদ্যার উপক্রম থাকায়, তৎপ্রকরণে পঠিত ঐ শ্রুতিটিও বিদ্যার প্রশংসার্থই সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে। বিদ্যার এমনই মহিমা যে, সর্ব্বদা কর্ম্ম করিলেও বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত। ঐ প্রকরণের বাক্য-শেষও এই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে—'তুমি মনুষ্য হইলেও, এই প্রকারে যদি অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমাতে কোন কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না ; ইহার অন্যথা হয় না' ইতি। অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৪॥

অপি চ, এবমেকে শাখিনঃ কামকারেণ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্য গার্হস্থ্যত্যাগমধীয়তে—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" [বৃহদা০ ৬।৮।২২] ইতি। বিদুষো বিরক্তস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যকর্ম্মত্যাগং ব্রুবদিদং বচনং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়তি। যজ্ঞাদিকর্ম্মাঙ্গত্বে হি বিদ্যায়াঃ বিদ্যানিষ্ঠস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগো ন সম্ভবতি। অতো ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্ ॥৩॥৪॥১৫॥

উপমর্দ্দং চ ॥৩॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপমর্দ্দং (কর্ম্মের উপমর্দ্দন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পুণ্যাপুণ্যরূপস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দ্দমপি স্বয়ং শ্রুতিরাহ—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

ইত্যাদ্যা। অতঃ কর্ম্মোপমর্দ্দিকায়া বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথমুপপদ্যেত ইতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ 'সেই পরাবর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত হইলে, হৃদয়গ্রন্থি (অভিমানাদি) নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মোপমর্দ্দক বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মোপমর্দ্দক বিদ্যা কখনই কর্ম্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৬॥]

পুণ্যাপুণ্যরূপস্য সমস্তসাংসারিকদুঃখমূলস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দ্দং চ প্রতিবেদান্তমধীয়তে—

আরও এক কথা, এইরূপ কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট এই আত্মলোক লাভ করা যায় না', এই বাক্যটি বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বানের গার্হস্থ্য-ত্যাগ বলাতে, ব্রহ্মবিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। বিদ্যা যদি যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না; অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৫॥

বিশেষতঃ বেদান্তের প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলীভূত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মের উচ্ছেদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" [মুণ্ড০, ২।২।৮।
ইত্যাদিকম্। তৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে ন সঙ্গচ্ছতে॥৩॥৪॥১৬॥

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি॥৩॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু (ঊর্দ্ধ্বরেতা—সন্ন্যাসাশ্রমে) চ (ও) শব্দে (শ্রুতি বাক্যে) হি (নিশ্চয়ে)।]

[সরলার্থঃ—ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ আশ্রমেষু সন্ন্যাসাশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ, দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্। ঊর্দ্ধ্বরেতসামাশ্রমসদ্ভাবে চ প্রমাণমাহ—'শব্দে হি' ইতি হি যস্মাৎ বৈদিকে এব শব্দে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদৌ ঊর্দ্ধ্বরেতস আশ্রমাঃ শ্রূয়ন্তে, অতো নাপ্রামাণিকা ইত্যাশয়ঃ॥

ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ—সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের অসদ্ভাব দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে। 'ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ বা প্রধান বিভাগ' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেও ঊর্দ্ধ্বরেতা আশ্রমের সদ্ভাব জানা যাইতেছে॥৩॥৪॥১৭॥]

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু আশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ তেষ্বগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্। ননু ঊর্দ্ধ্বরেতস আশ্রমা ন সন্ত্যেব, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" [আপস্তম্বশ্রৌতসূ০ ৩।১৪।৮] ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং যাবজ্জীবাধিকারশ্রুতেঃ; শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং চাপ্রামাণ্যাৎ। অত আহ—"শব্দে হি" ইতি। বৈদিকে এব হি

হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। বিদ্যা যদি কর্ম্মেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ত এ কথা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না॥৩॥৪॥১৬॥

অপিচ, ঊর্দ্ধ্বরেতা আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব হেতু এবং তাহাতে অগ্নিহোত্র ও 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব হেতু জানা যায় যে, বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঊর্দ্ধ্বরেতানামে ত কোন আশ্রমই নাই; কারণ, 'যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কর্ম্মে পুরুষের যাবজ্জীবন অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে; আর ঊর্দ্ধ্বরেতা (সন্ন্যাস) আশ্রমের বিধায়ক যে সমস্ত স্মৃতিবাক্য আছে, তাহাও যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে

শব্দে তে দৃশ্যন্তে—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদৌ। যাবজ্জীবশ্রুতিস্ত্ববিরক্তবিষয়া ॥৩॥৪॥১৭॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥৩॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পরামর্শং (অনুবাদমাত্র) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন।] অচোদনাৎ (বিধির অভাব হেতু), অপবদতি (নিন্দা করেন) হি (যেহেতু)।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিস্ত আচার্য্যঃ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদৌ যৎ ঊর্দ্ধরেত-আশ্রমকথনং, অচোদনাৎ—বিধিপ্রত্যয়াভাবাৎ হেতোঃ তৎ খলু পরামর্শং—অনুবাদমাত্রং, ন পুনর্বিধানং মন্যতে; হি যস্মাৎ "বীরহা বা এষ দেবানাং, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাদিকা হি শ্রুতিঃ সন্ন্যাসম্ অপবদতি নিন্দতীত্যর্থঃ। অত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি ভাবঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, সন্ন্যাসের কথা আছে, তাহা পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ মাত্র—কিন্তু বিধি নহে; কারণ, তৎসম্বন্ধে কোথাও বিধিপ্রত্যয় নাই; অধিকন্তু 'যে লোক অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে লোক দেবতাগণের বীর্য্যহানি করে' ইত্যাদি শ্রুতি সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিতেছে। অতএব ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাবে প্রমাণ নাই ॥৩॥৪॥১৮॥]

না ৩)। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, 'ধর্ম্মের স্কন্ধ (প্রধান বিভাগ) তিনটি', 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন' 'প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসিগণ) এই আত্মলোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক যে, শ্রুতি আছে, তাহা বৈরাগ্যবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য; (কিন্তু বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নহে) ॥৩॥৪॥১৭॥

তাৎপর্য্য "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে আজীবন 'অগ্নিহোত্র' যাগানুষ্ঠানের স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে; অথচ প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদস-দক্ষিণাম্। আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে সন্ন্যাসেরও বিধান রহিয়াছে; কিন্তু নিয়ম হইতেছে যে, "শ্রুতি-স্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" অর্থাৎ শ্রুতির সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন শ্রুতিই বলবতী হয়। অতএব যাবজ্জীবাধিকারবোধক শ্রুতির বিরুদ্ধার্থক সন্ন্যাস-বোধক স্মৃতিবাক্য কখনই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কাজেই ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাব সম্বন্ধে আপত্তি হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে নাই, তাহাদের জন্যই 'যাবজ্জীব' শ্রুতি, আর যাহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সন্ন্যাসের বিধান হইয়াছে; সুতরাং উভয় বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রামাণ্য থাকিতেছে

যদিদং "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো° ২।২৩।১] ইত্যাদৌ বৈদিকে শব্দে ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা দৃশ্যন্তে ; অতস্তে সন্ত্যেবেতি ; নৈতদুপপদ্যতে ; যতঃ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিষু বাক্যেষু তেষামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রং ক্রিয়তে—অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ। কুত এতৎ ? অচোদনাৎ—অবিধানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র বিধিশব্দঃ শ্রূয়তে ; "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিনা হি প্রকৃতং প্রণবেন ব্রহ্মোপাসনং স্তূয়তে, "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যুপসংহারাৎ ; অতোঽন্যার্থমনুবাদমাত্রমত্রক্রিয়তে তেষামাশ্রমাণাম্। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো° ৫।১০।১] ইতি চ দেবযানবিধিপরত্বাৎ তত্রাপি নাশ্রমান্তরবিধিসম্ভবঃ। অপি চ, অপবদতি হি শ্রুতিরাশ্রমান্তরং "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" [যজু° ১ কাণ্ড° ৫ প্র° অনু°] ইত্যাদিকা। অত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥৩॥৪॥১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুষ্ঠেয়ং (অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ নামক আচার্য্য) [মনে করেন], সাম্যশ্রুতেঃ (শ্রুতির তুল্যতা হেতু)।]

—

পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বৈদিক শব্দে যখন ঊর্দ্ধরেতা-আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ আশ্রম নিশ্চয়ই আছে ; সে কথা উপপন্ন হইতেছে না ; কারণ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ আশ্রমের পরামর্শ—উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, (বিধান করা হয় নাই)। কি হইতে ইহা জানা যায় ? অচোদনা হইতে অর্থাৎ বিধির অভাব হইতে [জানা যায়]। এ বিষয়ে কোনপ্রকার বিধায়ক শব্দ শ্রুত হইতেছে না পরন্তু 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি বাক্যে কেবল প্রস্তাবিত প্রণব-সাধ্য ব্রহ্মোপাসনারই স্তুতি করা হইতেছে ; কেন না, উপসংহারে আছে—'ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এখানে কেবল অন্যার্থ—ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার্থই উহার অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র তাহার পর, 'অরণ্য মধ্যে এই যাহারা শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন' এই শ্রুতিরও 'দেবযান' পথ-প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য ; সুতরাং সেখানেও আশ্রমান্তরবিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ 'যে লোক অগ্নিনির্ব্বাপিত করে, অর্থাৎ 'অগ্নিহোত্র'যাগ ত্যাগ করে সে ব্যক্তি দেবতাগণের বীর্য্যহানি করিয়া থাকে', ইত্যাদি শ্রুতি ও আশ্রমান্তরের নিন্দাই করিতেছে। অতএব জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, ঊর্দ্ধরেতাদিগের কোনরূপ পৃথক্ আশ্রম নাই ॥৩॥৪॥১৮॥

[সরলার্থঃ—গৃহস্থাশ্রমবৎ আশ্রমান্তরমপি অনুষ্ঠেয়ং—প্রতিপালনীয়ম্, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? সাম্যশ্রুতেঃ—শ্রুতিসাম্যাদিত্যর্থঃ। যত্ত্ব ব্রহ্মসংস্থ-স্তুত্যর্থতয়া কীর্ত্তনং, তত্ত্ব উর্দ্ধরেতস আশ্রমবৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি সমানম্; তত্র গৃহস্থাশ্রমস্য উপাদেয়তায়াং উর্দ্ধরেতস আশ্রমাণামপি উপাদেয়তা স্বত এব সিধ্যতীতি ভবঃ।

বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবশ্যই গ্রহণযোগ্য; কারণ? যেহেতু উভয়েরই সমান শ্রুতি রহিয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির স্তুতির জন্য যে, গুণকীর্ত্তন, তাহা গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় উর্দ্ধরেতা আশ্রমের পক্ষেও তুল্য; সুতরাং উভয়ই সমানরূপে গ্রহণীয় ॥৩॥৪॥১৯॥]

গৃহস্থাশ্রমবদাশ্রমান্তরমপ্যনুষ্ঠেয়ং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? সাম্যশ্রুতেঃ—উপাদেয়তয়াঽভিমত-গৃহস্থাশ্রমসাম্যং হি তেষামপ্যাশ্রমাণাং শ্রূয়তে। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যারভ্য ব্রহ্মসংস্থ-স্তুত্যর্থতয়া সংকীর্ত্তনং গৃহস্থাশ্রমস্যেতরেষাং চ সমানম্। অথ গৃহস্থাশ্রমস্যানুবাদঃ প্রাপ্তৌ সত্যামেব সম্ভবতীতি তস্য প্রাপ্তিরবশ্যাভ্যুপেত্যেতি মতম্; তদিতরেষামপি সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ (*)।

ন চ গার্হস্থ্যধর্ম্ম এব "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যম্" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইতি সর্ব্বৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে, ব্রহ্মচর্য্য-তপসোর্গৃহস্থস্যৈব সম্ভবাদিতি যুক্তম্; 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইতি ত্রিত্বেন সংগৃহ্য "প্রথমো

পূজনীয় বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আশ্রমান্তরও (সন্ন্যাসাশ্রমও) অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কারণ? শ্রুতিসাম্যই কারণ; অভিমত গৃহস্থাশ্রমের যেরূপ গ্রহণীয়তা-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, আশ্রমান্তরের সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাদেয়তা শ্রুতি রহিয়াছে। আর "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্তুতিবাদ, তাহা ত গৃহস্থাশ্রম ও আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য। আর যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় থাকে সেখানে গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখটীও অনুবাদ মাত্র; কিন্তু প্রমাণান্তর প্রাপ্ত না হইলে যখন অনুবাদ করা সম্ভব হয় না; তখন তাহার সম্বন্ধেও প্রমাণ-প্রাপ্তি (প্রমাণসিদ্ধত্ব) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; অপক্ষ-পাতে দেখিতে গেলে, সেকথা সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধেও সমান।

আর যে, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা, এই দুইটী ধর্ম্ম কেবল গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভবপর হয় বলিয়া, শ্রুতির 'যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য' এই সমস্ত শব্দে কেবল গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মই কথিত হইতেছে বলিবে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" এই শ্রুতিতে যে, ত্রিত্ব-বোধক 'ত্রয়ঃ' পদে পূর্ব্বোক্ত তিনটি ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া 'প্রথম, দ্বিতীয় ও

(*) কিমস্যাভিনিবেশাৎ ইতি 'ক' পাঠঃ।

দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইতি বিভাগবচনানুপপত্তেঃ। অতঃ "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্" ইতি গৃহস্থাশ্রম উচ্যতে। অধ্যয়ন-শব্দো বেদাভ্যাসপরঃ। তপঃশব্দেন বৈখানস-পারিব্রাজ্যয়োর্গ্রহণম্, উভয়োঃ তপঃপ্রধানত্বাৎ। তপঃশব্দো হি কায়ক্লেশে রূঢ়ঃ; স চ দ্বয়োরপি সমানঃ। ব্রহ্মচারিধর্ম্ম এব ব্রহ্মচর্য্যশব্দেনাভিধীয়তে। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি পরত্র শ্রূয়মাণো ব্রহ্মসংস্থ-শব্দো যৌগিকঃ সর্ব্বাশ্রম-সাধারণঃ; সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং ব্রহ্মসংস্থাসম্ভবাৎ।

ব্রহ্মণি সংস্থা—সংস্থিতিঃ ব্রহ্মসংস্থত্বম্; তচ্চ সর্ব্বেষাং সম্ভবত্যেব। ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকলাঃ কেবলাশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ; তেষ্বেব ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বভাগ্ ভবতি। তদেতদ্বিস্পষ্টমুক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাম্" [বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৪] ইত্যারভ্য "ব্রাহ্মং সংন্যাসিনাং স্মৃতম্" [বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৭] ইত্যন্তেন বর্ণানামাশ্রমাণাং চ কেবলানাং ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্ত্যন্তং ফলমভিধায়—

তৃতীয়,' এইরূপে বিভাগ করা, তাহা ত তোমার মতে উপপন্নই হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই তিনটি দ্বারা কেবল গৃহস্থাশ্রমই উক্ত হইতেছে। এখানে অধ্যয়ন-শব্দের তাৎপর্য্য বেদাধ্যয়নে, আর 'তপঃ' শব্দের তাৎপর্য্য—বৈখানস (বাণ-প্রস্থ) ও পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস), এই উভয়ের গ্রহণে; কারণ, তপস্যা উভয়েরই প্রধান ধর্ম্ম 'তপঃ' শব্দটি কায়ক্লেশে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কায়ক্লেশ-প্রধান কর্ম্মের বোধক; ইহা উভয়ের পক্ষেই তুল্য; আর 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দেও ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম্ম, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তহার পর 'ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করেন' এই স্থলে যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দের শ্রুতি আছে, সে শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে সম্যক্রূপে যাহার স্থিতি বা নিষ্ঠা আছে, তাহারই বোধক; সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই যখন ব্রহ্মসংস্থা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) সম্ভব, তখন ঐ শব্দটি সর্ব্বাশ্রমসাধারণ, অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমেরই বোধক।

ব্রহ্মবিষয়ে যে, সংস্থা—সম্যক্ স্থিতি—ব্রহ্মসংস্থত্ব (ব্রহ্মনিষ্ঠা), তাহা ত সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাবিহীন কেবলই আশ্রমমাত্রভাগী, তাহারা শুভলোক লাভের অধিকারী; আর তাহাদের মধ্যেই যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হয় (মুক্ত হয়)। এ কথা ভগবান্ পরাশর অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণগণের প্রাজাপত্য লোক লাভ হয়', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়', এই পর্য্যন্ত বাক্যে শুধু বর্ণ ও আশ্রমনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ ফল বলিয়া অবধারিত

একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে।
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥"

[বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৯]

ইতি তেষ্বেব ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভিদধতা। অতো গৃহস্থাশ্রম-তুল্যা ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা অপি দৃশ্যন্ত ইতি তেঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি চ 'অরণ্যে' ইতি তপঃপ্রধানাশ্রমপ্রাপ্ত্যপেক্ষত্বাদ্দেবযানবিধানস্য তত্রাপি তৎ-প্রাপ্তিরঙ্গীকরণীয়া ॥৩॥৪॥১৯॥

পরামর্শপক্ষে বিধানপক্ষে চ গৃহস্থাশ্রমতুল্যমেষামপ্যনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যু-পপাদ্য বিধিরেবায়মাশ্রমাণাং সর্ব্বেষাম্, নানুবাদ ইত্যুপপাদয়িতুমাহ—

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥৩॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বিধিঃ (বিধান) বা (অবধারণ—নিশ্চয়) ধারণবৎ (কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত ধারণ-শ্রুতির ন্যায়)]

[সরলার্থঃ—ইতঃপূর্ব্বং অনুবাদপক্ষে বিধিপক্ষে চ ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমস্য গৃহস্থাশ্রমতুল্যতয়া অনুষ্ঠেয়ত্বমুক্তম্, ইদানীং তেষাং বিধিপরত্বমেব বক্তুমাহ—'বিধির্ব্বা" ইত্যাদি ॥

বিধিরেবায়ম্ ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমস্য ; ন পুনরনুবাদঃ ; 'ধারণবৎ' ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা, অগ্নিহোত্রে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি" ইত্যত্র 'ধারয়তি' ইতি অনুবাদ-সমানরূপাদপি বাক্যাৎ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাৎ উপরিধারণস্য বিধিঃ কল্প্যতে, তথাত্রাপি প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাদাশ্রমান্তরাণাং বিধিরেবাশ্রীয়তে। "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদিশ্রৌতবিধিম্ অবিদ্যমানমিব কৃত্বা প্রকারান্তরেণাপি আশ্রমান্তরসদ্ভাব উপপাদিত ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্ব্বে বিধিপক্ষ ও অনুবাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমের সদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে, এখন ঐ আশ্রমের বিধিবোধিতত্বও সমর্থন করিতেছেন—"বিধির্ব্বা" ইত্যাদি।

ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাববোধক "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" বাক্যটি বিধিই বটে, অনুবাদ নহে। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ধারণ' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অগ্নিহোত্র প্রকরণে "উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যঃ ধারয়তি" এই বাক্যে 'ধারয়তি' শব্দটী অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, উহা হইতেই যেমন বিধির কল্পনা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে ; কারণ, যে বিষয়ে বিধি নাই, তাহার কখনই অনুবাদ হইতে পারে না ; অতএব, আশ্রমান্তর-সদ্ভাবে বিধিই আছে, বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥২০॥]

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ। বিধিরেবায়মাশ্রমাণাম্ ; ধারণবৎ—যথা-দিষ্টাগ্নিহোত্রে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি" [— ০ ?] ইত্যত্রানুবাদ-সরূপাদপি বাক্যাদুপরিধারণস্যা-প্রাপ্তত্বাদ্বিধিরাশ্রীয়তে ; তদুক্তং শেষলক্ষণে "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" [পূর্ব্বমী০ ৩।৪।১৫] ইতি ; তথাঽত্রাপ্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধিরেবাশ্রয়ণীয়ঃ।

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" [জাবালো০ ৪ খ] ইতি জাবালানামাশ্রমবিধিমসন্তমিব কৃত্বৈতেষ্বন্যপরেষ্বপি বাক্যেম্বাশ্রমপ্রাপ্তিরবশ্যাশ্রয় য়েত্যুপপাদিতম্।

করিয়াছেন ; এবং 'যে সমস্ত যোগী একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানে নিরত, তাহাদের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়,—যাহা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।' এই বাক্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ-দিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব সর্ব্বসম্মত গৃহস্থাশ্রমের ন্যায়, শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেতারও যখন আশ্রম সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তখন সে আশ্রম মনুষ্যের অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। বিশেষতঃ "যে চ ইমে অরণ্যে" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'অরণ্য' শব্দটি থাকায় সেখানেও তপঃপ্রধান বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমই পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং 'দেবযান' পথ বিধানের জন্য উহার অনুবাদ হইলেও, অনুবাদমাত্রই যখন প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ, তখন তদ্বিষয়েও বিধির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। [অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রামাণিক হইতে পারে না] ॥৩॥৪॥১৯॥

সূত্রস্থ বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ ; কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ধারণের' ন্যায় এটিও আশ্রমান্তর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিধি। আদিষ্ট অগ্নিহোত্র যাগে যেমন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি" বাক্যে 'উপরি ধারণ' কথাটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, বিধি না থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না বলিয়া ঐ 'ধারয়তি' পদে বিধি (ধারয়েৎ) কল্পনা করিতে হয়, আলোচ্য স্থলেও তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিধি প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা করিতে হইবে ; কারণ, অপ্রাপ্ত বিষয়ে কখনই অনুবাদ সম্ভবপর হয় না। মীমাংসার 'শেষলক্ষণেও (যে লক্ষণ দ্বারা ক্রিয়ার 'অঙ্গ' নির্ণীত হইয়াছে, সেই লক্ষণেও) এ কথা উক্ত আছে,— '[উদাহৃত 'ধারণ' ক্রিয়াটি] যখন অন্যত্র কোথাও প্রাপ্ত নহে, তখন ঐ 'ধারণে' বিধি কল্পনা করিতে হইবে' ইতি।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী (গৃহস্থ) হইবে, গৃহের পর বনী (বাণপ্রস্থাশ্রমী) হইবে, বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া তাহার পর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাসী হইবে, অথবা গৃহ হইতে বা বন হইতে—যে দিনই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে', এই জাবালশ্রুতিতে যদিও স্পষ্ট কথাতেই সন্ন্যাসের বিধি থাকুক, তথাপি তাহা যেন 'নাই' মনে করিয়াই পূর্ব্বোক্ত অন্যার্থবোধক বাক্য-সমূহেও আশ্রমান্তর প্রাপ্তির (সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্তির) অবশ্য স্বীকার্য্যতা উপপাদন করা হইল

এবমাশ্রমান্তরবিধানাদ্ ঋণশ্রুতির্যাবজ্জীবশ্রুতিরপবাদশ্রুতিশ্চাবিরক্তবিষয়া এবেতি বেদিতব্যা ; অন্যাশ্চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মণাম্ আ প্রয়াণাদবশ্যকর্ত্তব্যতাবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ স্বস্বাশ্রমধর্ম্মবিষয়াঃ । অত ঊর্দ্ধরেতঃসু চ ব্রহ্মবিদ্যাবিধানাদ্ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সিদ্ধম্ ॥৩॥৪॥২০॥

[ইতি প্রথমং পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১॥]

স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ।]

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥৩॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্তুতিমাত্রং (প্রশংসাত্মক অর্থবাদমাত্র), উপাদানাৎ (উদ্গীথাদির গ্রহণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অপূর্ব্বত্ব (যেহেতু প্রথম কথিত) ।]

[সরলার্থঃ—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো য উদ্গীথঃ" ইত্যেবংজাতীয়কানি বহূনি বাক্যানি সন্তি, তানি কিং ক্রত্বঙ্গোদ্গীথস্তুতিপরাণি ? আহোস্বিৎ উদ্গীথাদিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধায়কানি ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? স্তুতিমাত্রত্বমুপপদ্যতে ; কুতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ; নহি উদ্গীথাদয়ো রসতমতয়া কচিদপি প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নাঃ, যেন স্তুতিমাত্রত্বমেষামুপপদ্যেত ইত্যর্থঃ ॥

'এই যে, উদ্গীথ, ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারতম রস,' ইত্যাদি যে সমস্ত উপাসনাবিধায়ক বাক্য আছে, সে সমস্ত কি যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথেরই স্তুতিমাত্রবোধক ? অথবা উদ্গীথপ্রভৃতিতে রসতমত্বাদিদৃষ্টি-বিধায়ক ? যদি বল, এ সমস্ত বাক্য স্তুতিবোধকই বটে ; কারণ, উদ্গীথের সঙ্গে ইহাদের পাঠ রহিয়াছে ; তদুত্তরে বলি, না,—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা যখন উদ্গীথাদির রসতমত্বাদি ধর্ম্মপ্রতিপন্ন হয় নাই, তখন এ সমস্ত বাক্যকে স্তুতিমাত্র বলা যাইতে পারে না ; পরন্তু উদ্গীথাদি-দৃষ্টিবিধায়কই বলিতে হয় ॥৩॥৪॥২১॥]

এইরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের সদ্ভাব প্রমাণিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ঋণবোধক শ্রুতি, যাবজ্জীবশ্রুতি এবং অপবাদশ্রুতিও নিশ্চয়ই বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (*) ; আরও যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে আমরণ কাল কর্ম্মানুষ্ঠানবিধায়ক আছে ; বুঝিতে হইবে, সে সমস্তও বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঊর্দ্ধরেতাদের সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায় প্রমাণিত হইল যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কর্ম্ম হইতে নহে ॥৩॥৪॥২০॥　[ইতি প্রথম পুরুষার্থাধিকরণ ॥১॥]

(*) তাৎপর্য্য—ঋণ-শ্রুতি যথা—"জায়মানো বৈ বিপ্রঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে," অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দৈব, পৈত্র ও আর্ষেয়, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হইয়া জন্ম ধারণ করেন, ইত্যাদি। যাবজ্জীব শ্রুতি যথা,—

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ (*) পরার্দ্ধ্যো-ঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ" [ছান্দো০ ১।১।৩] ইত্যেবংজাতীয়কানি বাক্যানি ক্রত্ববয়বভূতোদ্গীথাদি-স্তুতিমাত্রপরাণি, আহোস্বিৎ উদ্গীথাদিষু রসতমাদি-দৃষ্টিবিধানার্থানীতি। অত্র প্রতিপাদিতমুপাসন-পরত্বমঙ্গীকৃত্য উপাসনস্য পুরুষার্থত্বেন ক্রতুষূপাদানানিয়ম উক্তঃ। কিং যুক্তম্? স্তুতিমাত্র-পরাণীতি। কুতঃ? উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ। ক্রত্বঙ্গভূতানি উদ্গীথাদী-ন্যুপাদায় তেষাং রসতমাদিত্বং প্রতিপাদিতম; যথা জুহ্বাদীনাং পৃথিব্যা-দিত্বং প্রতিপাদয়তো বচনস্য "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" [—০ ?] ইত্যাদিকস্য তৎস্তুতিমাত্রপরত্বম্, তথেহাপি। তদিদমাশঙ্কতে —স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ—ইতি। উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ তৎস্তুতি-মাত্রমেবৈষাং বাক্যানাং বিবক্ষিতমিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে এই যে,—'সেই ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, যাহা 'উদ্গীথ' নামে পরিচিত'; এবংবিধ বাক্যগুলি কি ক্রতুর অবয়ব ভূত উদ্গীথাদির প্রশংসাপর? অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধায়ক? পূর্ব্বেইত উপাসনা-পরত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাই পুরুষার্থসাধক, যজ্ঞেতে উপা-সনানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই; কাজেই এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [উত্তর—] স্তুতিপক্ষই; কারণ? যেহেতু উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাঙ্গ জুহূ প্রভৃতি পদার্থে পৃথিব্যাদিভাব-প্রতিপাদক 'এই পৃথিবীই জুহূ, স্বর্গলোক আহবনীয় (হোমাধার)', ইত্যাদি বচন যেমন জুহূপ্রভৃতির বোধক, তেমনি এখানেও যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়া সেই উদ্গীথাদিসম্বন্ধেই আবার রসতমাদিভাব প্রতিপাদিত হইতেছে। সূত্রের "স্তুতিমাত্রম্, উপাদানাদিতি চেৎ," এই অংশে উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করা হইয়াছে (†)।

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ জীবনকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি। অপবাদ শ্রুতি যথা—"বীরহা বা এষ দেবানাং, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে," যিনি অগ্নি বিসর্জ্জন করেন, তিনি দেবগণের বীর্য্যহানি করেন' ইত্যাদি।

(*) পরার্দ্ধ্যোঽ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'স্তুতিমাত্রাধিকরণ," ইহা ২১শ ও ২২শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উদ্গীথাদি সম্বন্ধে রসতমত্বাদি প্রতিপাদক শ্রুতি। (২) সংশয়—ঐসমস্ত বাক্য কি উদ্গীথাদির প্রাশস্ত্যবোধক কেবল স্তুতি মাত্র? অথবা, উদ্গীথপ্রভৃতিতে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধায়ক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—রসতমত্বাদিবোধক বাক্যেও যখন ক্রিয়াঙ্গ উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে; তখন উদ্গীথাদির

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাপূর্ব্বত্বাৎ—ইতি। ন স্তুতিমাত্রত্বমুপপদ্যতে; কুতঃ? অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি উদ্গীথাদয়ো রসতমাদিতয়া প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নাঃ; যেন তৎ-প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যুৎপত্ত্যর্থং রসতমাদিত্বেনানূদ্যেরন্। ন চ উদ্গীথাদি-বিধিরত্র সন্নিহিতঃ; যেন "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদিবৎ তদেকবাক্যত্বেন যয়া কয়াচন বিধয়া তৎস্তুতিপরত্বমাশ্রীয়েত। অতঃ ক্রতুবীর্য্যবত্তরত্বাদিফলসিদ্ধ্যর্থমুদ্গীথাদিষু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানমেব ন্যায্যম্ ॥৩॥৪॥২১॥

—

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবশব্দাৎ (উপাসনাদি ক্রিয়াবোধক শব্দ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ভাব-শব্দাৎ "উপাসীত" ইত্যাদিক্রিয়াপরশব্দাদপি উপাসনা-বিধিপরত্বমাসাং শ্রুতীনাং ন্যায্যম্, নতু স্তুতিপরত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি ক্রিয়াবিধায়ক শব্দ থাকাতেও উক্ত শ্রুতিসমূহের উপাসনাবিধিপরত্ব হওয়া উচিত, কখনও স্তুতিপরত্ব উচিত হয় না ॥৩॥৪॥২২॥]

উদ্গীথাদির উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যগুলিকে যদি তাহারই স্তুতিবোধক বলিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, 'ন, অপূর্ব্বত্বাৎ', না—ঐ বাক্যের স্তুতিপরত্ব উপপন্ন হয় না; কারণ? অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্তিই ইহার কারণ; কেন না, অপর কোন প্রমাণ দ্বারাই উদ্গীথাদি কর্ম্মগুলি রসতমরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যাহার দরুণ, কেবল প্রশস্ততা-বুদ্ধি সমুৎপাদনার্থই উদ্গীথাদিকে রসতমাদিরূপে অনূদিত করা যাইতে পারে। আর উদ্গীথাদি-বিষয়ক বিধিও ইহার সন্নিহিত নহে যে, "ইয়মেব জুহূঃ, স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদির ন্যায় ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধির সমানার্থক করিয়া যে কোন রকমে সেই বিধির স্তুতিপর করা যাইতে পারে। অতএব ক্রতুর বীর্য্যবত্তরত্বাদি ফলসাধনের জন্য উদ্গীথাদিবিষয়ে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই ন্যায়সঙ্গত; স্তুতিমাত্রপরত্ব নহে ॥৩॥৪॥২১॥

স্তুতিপরত্বই ন্যায্য। (৪) উত্তর—না,—অন্যত্র কোথাও যখন রসতমত্বাদির বিধান দেখা যায় না; অথচ বিধি না থাকিলেও যখন স্তুতিকরা সম্ভবপর হয় না, তখন এ সমস্ত বাক্য বিধিপরই বটে, স্তুতিপর নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি জ্ঞানে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

"উপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইত্যাদি-ভাবশব্দাচ্চ বিধিপরত্বমেব ন্যায্যম্। বিধি-প্রত্যয়যুক্তো হি ক্রিয়াশব্দো বিধেয়মেব স্বার্থমবগময়তি। তস্মাদুপাসনবিধানার্থা এতা শ্রুতয়ঃ ॥৩॥৪॥২২॥

[ইতি দ্বিতীয়ং স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥]

পারিপ্লবাধিকরণম্।] **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥৩॥৪॥২৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—পারিপ্লবার্থা (পারিপ্লব প্রয়োগের জন্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) (না), বিশেষিতত্বাৎ (যেহেতু বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—"প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" "শ্বেতকেতুর্হ আরুণেয় আস" ইত্যাদিকা আখ্যায়িকাঃ কিং পারিপ্লবার্থাঃ? উত বিদ্যাপ্রকাশার্থাঃ আহ—'পারিপ্লবার্থাঃ' ইত্যাদি

"আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যাখ্যায়িকানাং ভূতার্থমাত্রকথনে বিনিয়োগাৎ উদাহৃতা আখ্যায়িকা অপি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থা এব, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ—"আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যস্যানন্তরং "মনুর্বৈ বৈবস্বতো রাজা" ইত্যাদিনা হি মনুপ্রভৃতীনামাখ্যানান্যেব বিশেষিতানি, অতস্তেষামেব তত্র বিনিয়োগঃ; তস্মাৎ বিদ্যার্থা এব অন্যা আখ্যায়িকা ইতি সিদ্ধান্তার্থঃ ॥

'দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন' 'শ্বেতকেতু নামে শ্বেত—অরুণের পুত্র ছিল' ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা উপনিষদের মধ্যে দৃষ্ট হয়; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কি কেবল পারিপ্লবার্থক—আখ্যায়িকাপাঠরূপে ? অথবা বিদ্যাপ্রকাশনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিয়া থাকে' এইরূপ শ্রুতি দৃষ্টে যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থই বটে, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—পারিপ্লবার্থ হইতে পারে না; কারণ, সেখানেই তাহা বিশেষ বলা আছে; অর্থাৎ 'মনুনামে একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যায়িকাগুলিকেই বিশেষ করিয়া পারিপ্লব-প্রয়োগে প্রযোজ্য বলিয়াছেন; সুতরাং অন্যান্য আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যাপ্রশংসার্থই বটে ॥৪॥২৩॥]

বিশেষতঃ 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি শব্দ থাকাতেও [ঐ সমস্ত শ্রুতির] বিধিপরত্ব হওয়া উচিত; কারণ, ('লিঙ্' প্রভৃতি) বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবোধক শব্দে বিধেয় বা অনুষ্ঠেয় বিষয়টিকেই স্বার্থ (শব্দার্থ) বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। অতএব উপাসনার বিধান করাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থ; কিন্তু স্তুতিপ্রকাশন অর্থ নহে) ৩।৪।২২॥

[ইতি দ্বিতীয় স্তুতিমাত্রাধিকরণ]

"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" [কৌষী০ ৩।১] "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস" [ছান্দো০ ৬।১।১] ইত্যেবমাদীনি বেদান্তেষ্বাখ্যানানি কিং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, উত বিদ্যাবিশেষ-প্রতিপাদনার্থানীতি চিন্তায়াম্—"আখ্যানানি শংসন্তি" [—০ ?] ইত্যাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগাৎ ন বিদ্যাপ্রধানত্বং নায্যমিতি চেৎ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগে বিনিয়োগমর্হন্তি ; কুতঃ ? বিশেষিতত্বাদ্বিনিয়োগস্য। "আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যুক্ত্বা "তত্রৈব মনু-

---

প্রতর্দ্দন নামক দৈবোদাসি (দিবোদাসের পুত্র) ইন্দ্রের প্রিয়ভবনে গমন করিয়াছিলেন, 'শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় (আরুণের পুত্র) ছিলেন,' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকাগুলি কি পারিপ্লব-প্রয়োগের (*) জন্য পঠিত হইয়াছে ? অথবা বিশেষ বিশেষ বিদ্যা রহস্য প্রকাশনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে ? এইরূপ চিন্তাবসরে বলা হইতেছে (†)—

'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে' এই শ্রুতিতে আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবে বিনিয়োগ দেখিয়া যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার বিদ্যাপ্রকাশনে তাৎপর্য্য কল্পনা ন্যায় সঙ্গত হয় না ; তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—সমস্ত আখ্যায়িকাই যে, পারিপ্লবে বিনিয়োগার্হ, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা রহিয়াছে ;—'আখ্যায়িকা সমূহ পাঠ করিবে' এই কথা বলিয়া সেই প্রকরণেই আবার 'সূর্য্যবংশে মনুনামে রাজা'

(*) তাৎপর্য্য—'পারিপ্লবপ্রয়োগ' কথাটি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পারিভাষিক। ইহার অর্থ গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—"পারিপ্লব-প্রয়োগো নাম অশ্বমেধে পুত্রামাত্যাদি-পরিবৃতায় রাজ্ঞে 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' ইত্যাদি নানাবিধাখ্যান-কথনম্।" অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্র ও মন্ত্রি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে যে, বিদ্যাসম্পর্কিত বিবিধ আখ্যায়িকা (গল্প ভাগ) শ্রবণ করান, তাহার নাম 'পারিপ্লব প্রয়োগ'। সেই পারিপ্লব-প্রয়োগের জন্য তত্তৎপ্রকরণে বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং ভিন্নপ্রকরণস্থ উপনিষদ আখ্যায়িকাগুলি পারিপ্লব-প্রয়োগে বিনিযুক্ত হইতে পারে না; কাজেই উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলিকে স্বপ্রকরণস্থ বিদ্যার মহিমাপ্রকাশকই বলিতে হয়।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'পারিপ্লবাধিকরণ'টি ২৩শ ও ২৪শ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এই — বিষয়—উপনিষৎ-প্রকরণস্থ আখ্যায়িকা সমূহ। (২) সংশয়—এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ ? অথবা ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা-প্রকাশকমাত্র ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"আখ্যানানি সংশন্তি" এই বাক্যানুসারে আখ্যায়িকাগুলির যখন পারিপ্লবে বিনিয়োগ জানা যাইতেছে, তখন পারিপ্লব-প্রয়োগার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার সৃষ্টি। (৪) উত্তর—পারিপ্লব-প্রয়োগে যে সমস্ত আখ্যায়িকা পাঠকরিতে হয়, সে সমস্ত আখ্যায়িকা সেই সেই প্রকরণেই পঠিত আছে; সুতরাং ভিন্ন প্রকরণস্থ আখ্যয়িকাগুলির আর পারিপ্লবে বিনিয়োগ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যার মহিমাপ্রকাশার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা, পারিপ্লবের জন্য নহে।

বৈবস্বতো রাজা" [— ?] ইত্যাদিনা মন্বাদীনামাখ্যানানি বিশেষ্যন্তে ; অতস্তেষামেব তত্র বিনিয়োগ ইতি গম্যতে। তস্মান্ন সর্ব্বাঃ বেদান্তেষ্বাখ্যান-শ্রুতয়ঃ পারিপ্লব-প্রয়োগার্থাঃ ; অপি তু বিদ্যা-বিধ্যর্থাঃ ॥৩॥৪॥২৩॥

তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩॥৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ -তথা (সেইরূপ) চ (ও) একবাক্যোপবন্ধাৎ (যেহেতু একার্থে সম্বন্ধ হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—তথা একবাক্যোপবন্ধাৎ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিবিধিবাক্যেন একবাক্যতয়া নিবদ্ধত্বাচ্চ সর্ব্বাসাং বেদান্তাখ্যায়িকানাং বিদ্যা-বিধ্যর্থতৈব, নতু পারিপ্লবার্থতা, ইতি গম্যতে ইত্যর্থঃ।

সেইরূপ আত্মজ্ঞান-বিধায়ক "আত্মাকে দর্শন করিবে" ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যাবিধির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পারিপ্লবপ্রয়োগার্থ নহে ॥৩॥৪॥২৪॥]

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইত্যাদি-বিধিনৈকবাক্য-তয়োপবন্ধাচ্চ আখ্যানানাং বিদ্যাবিধ্যর্থান্যেব তানীতি গম্যতে ; যথা "সোঽরোদীৎ" [যজু০ ১।৫।১] ইত্যেবমাদেঃ কর্ম্মবিধ্যর্থত্বম্, ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥৩॥৪॥২৪॥ [ইতি তৃতীয়ং পারিপ্লবার্থাধিকরণম্ ॥৩॥]

অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্।] **অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩॥৪॥২৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) এব (নিশ্চয়) চ (ও) অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা (অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই)।]

ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যায়িকাকেই বিশেষিত করা হইয়াছে ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেখানে ঐসমস্ত আখ্যায়িকারই বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, অন্যের প্রয়োগ নহে। অতএব সমস্ত বেদান্তান্তর্গত আখ্যানশ্রুতিসমূহ পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ নহে, পরন্তু বিদ্যারই রহস্য প্রকাশক ॥৩॥৪॥২৩॥

বিশেষতঃ 'আত্মাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি বিধির সহিত একবাক্যতা সহকারে বিহিত হওয়াতেও বুঝাযাইতেছে যে, "সোঽরোদীৎ" 'সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন') ইত্যাদি আখ্যায়িকাগুলির যেরূপ কর্ম্ম-বিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ, কিন্তু পারিপ্লবে বিনিয়োগ অর্থ নহে, সেইরূপ বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলিও বিদ্যাবিধির প্রশংসার জন্যই বিহিত, কিন্তু পারিপ্লবার্থ নহে ॥৩॥৪॥২৪॥] [তৃতীয় পারিপ্লবাধিকরণ ॥৩॥]

[সরলার্থঃ—ঊর্দ্ধরেতসাং যজ্ঞাদ্যভাবাৎ যজ্ঞাঙ্গবিদ্যাসু অধিকারোঽস্তি নবেতি চিন্ত্যতে—যত ঊর্দ্ধরেতসামপি বিদ্যাসম্বন্ধি আশ্রমান্তরং (সন্ন্যাসাশ্রমঃ) সম্ভবতি, অতঃ অস্মাৎ হেতোরপি তেষাং বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা,—অগ্নীন্ধনং—অগ্ন্যাধানম্; আধানপূর্ব্বকাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মনিরপেক্ষা, কেবলং স্বাশ্রমবিহিত-কর্ম্মমাত্রসাপেক্ষৈবেত্যর্থঃ।

যে হেতু ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগেরও বিদ্যাসাধন আশ্রম রহিয়াছে; সেই হেতুই তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে, কিন্তু তজ্জন্য অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক 'অগ্নিহোত্র ও দর্শ-পূর্ণমাস' প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না; কেবল নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের মাত্র অপেক্ষা করে ॥৩॥৪॥২৫॥]

স্তুতিপ্রসঙ্গাদ্ অবান্তরসঙ্গতি-বিশেষেণার্থদ্বয়ং চিন্তিতম্। বিদ্যাবন্ত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমিণঃ সন্তীত্যুক্তম্—"ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি" [ব্রহ্মসূ° ৩।৪।১৭] ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ। ইদানীমূর্দ্ধরেতসো যজ্ঞাদ্যভাবাৎ তদঙ্গিকা বিদ্যা ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা—ইতি।

যত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমিণো বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন শ্রুত্যা পরিগৃহ্যন্তে—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" [ছান্দো° ২।২৩।১] "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো° ৫।১০।-] "এতমেব প্রব্রাজিনো লোক-

স্তুতি [illegible] বিচারের প্রসঙ্গে আবশ্যকবোধে দুইটী বিষয় বিচারিত হইয়াছে, আর "ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে [illegible] ইত্যাদি সূত্রে জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগেরও আশ্রমসদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে এখন পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে যে, ঊর্দ্ধরেতাদিগের যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তখন যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইতি (*)।

যে হেতু 'ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন' 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন' 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভের আশায় সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

(*) তাৎপর্য্য [illegible] অধিকরণটির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ,—(১) বিষয়—ঊর্দ্ধরেতার সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদিরূপ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা। (২) সংশয়—ঊর্দ্ধরেতার যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার নাই, তখন যজ্ঞাদি-অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যাতেও [illegible] থাকিতে পারে না। (৩) উত্তর—যেহেতু ঊর্দ্ধরেতাও আশ্রমী এবং তাহার সম্বন্ধেও বিদ্যানুশাসন বিহিত [illegible] তখন বুঝিতে হইবে যে, কেবল সেই আশ্রমানুযায়ী বিদ্যাঙ্গ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহারও অধিকার [illegible] তদতিরিক্ত অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, কেবল তাহাতেই তাহার অধিকার [illegible] সুতরাং বিদ্যাতে তাহার অধিকার আছে। নির্ণয়—অতএব ঊর্দ্ধরেতা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী না হইলেও স্বীয় আশ্রমানুযায়ী কর্ম্মে নিশ্চয়ই অধিকারী; কাজেই তাদৃশ কর্ম্মরূপ অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যাতেও [illegible] অধিকার আছে।

মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" [কঠ০ ১।২।১৫] ইত্যাদিকয়া ; অত এবোর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদ্যন-পেক্ষা—অগ্নীন্ধনম্—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্ব্বকাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মানপেক্ষা তেষু বিদ্যা ; কেবলস্বাশ্রমবিহিত-কর্ম্মাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥৩৪২৫॥

[ইতি চতুর্থম্ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥]

সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ।] **সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে-রশ্ববৎ ॥৩॥৪॥২৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বাপেক্ষা (যজ্ঞাদিকর্ম্মের আবশ্যক) চ (ও) যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতিতে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে)।]

সরলার্থঃ ইদানীম্ উর্দ্ধরেতসামিব গৃহস্থানামপি বিদ্যায়াং যজ্ঞাদিকর্ম্মণামপেক্ষা অস্তি নাস্তি বেতি বিচারয়িতুমাহ—সর্ব্বেতি ।

কর্ম্মবতাং গৃহস্থানাং বিদ্যা চ সর্ব্বাপেক্ষা—অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মাপেক্ষিতৈব ; কুতঃ ? যজ্ঞাদি-শ্রুতেঃ,—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদৌ যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাঙ্গত্ব-শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অশ্ববং—যথা গমনসাধনভূতোঽশ্বঃ বল্লাস্তরণাদিসহকৃত এব গৃহ্যতে, তথা গৃহিণাং বিদ্যাপি সপরিকরৈব গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ।

উর্দ্ধরেতাদিগের ন্যায় গৃহস্থগণেরও বিদ্যানুশীলনে যজ্ঞাদি কর্ম্মের আবশ্যক আছে কি না, তাহা নিরূপণের জন্য বলিতেছেন—"সর্ব্বাপেক্ষা"ইত্যাদি।

কর্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যাতে আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে ; কারণ, শ্রুতিতে যজ্ঞাদিও বিদ্যার অঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব অশ্বে গমন করিতে হইলে যেমন অশ্বের উপযোগী বল্গা গদীপ্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিসাধন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলেই, তদঙ্গভূত যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয় ॥৩॥৪॥২৬]

যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উর্দ্ধরেতা আশ্রমিগণও (সন্ন্যাসিগণও) বিদ্যাধিকারীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই হেতুই উর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যানুশীলনে আর অগ্নীন্ধনাদির অপেক্ষা করে না ; অগ্নীন্ধন অর্থ—অগ্নীর আধান—গ্রহণ [গৃহস্থের যেরূপ অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়,] তাহাদের বিদ্যানুশীলনে সেরূপ আধানপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় মাত্র ॥৩॥৪॥২৫

[চতুর্থ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণ ॥৪॥]

যদি বিদ্যা যজ্ঞাদ্যনপেক্ষৈবামৃতত্বং সাধয়তি; তর্হি গৃহস্থেষ্বপি তদনপেক্ষৈব সাধয়িতুমর্হতি, যজ্ঞাদিশ্রুতিরপি "বিবিদিষন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি শব্দাৎ কর্ম্মণো বেদনাঙ্গতাং ন প্রতিপাদয়তীতি; অত আহ— [সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বাপেক্ষা ইতি। অগ্নিহোত্রাদি-সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষৈব বিদ্যা কর্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু; কুতঃ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদয়ো হি বিদ্যাঙ্গত্বেন শ্রূয়ন্তে। যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি, যজ্ঞাদিভির্ব্বেদনং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান-সাধনত্বে সত্যেব যজ্ঞাদিভির্জ্ঞানং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ব্যপদেশ উপপদ্যতে; যথা অসেঃহনন-সাধনত্বে সতি অসিনা জিঘাংসতীতি ব্যপদেশঃ। অতো যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান সাধনত্বমবগম্যতে।

ভাল, বিদ্যা যদি যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তিসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে ত গৃহস্থের সম্বন্ধেও কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মুক্তি সাধন করিতে পারে? এবং যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিও যে, "বিবিদিষন্তি" শব্দানুরোধে কর্ম্মের বেদনাঙ্গত্ব (বিদ্যাঙ্গত্ব) প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পারিবে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সর্ব্বাপেক্ষা" ইত্যাদি (*)।

কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের পক্ষে বিদ্যা নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসাপেক্ষ; কারণ? যজ্ঞাদিবিষয়ক শ্রুতিই কারণ। ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্যক্তিরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, যজ্ঞপ্রভৃতি উপায়ে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির সাহায্যে বেদন (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি সত্যসত্যই জ্ঞানসাধন হয়, তাহা হইলেই 'যজ্ঞাদি দ্বারা বেদন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন' এইরূপ উপদেশ করা উপপন্ন হইতে পারে; যেমন খড়্গ যদি হত্যাকার্য্যের সাধন হয়, তাহা হইলেই 'খড়্গ দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে' বলা সঙ্গত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতএব ঐরূপ উপদেশ হইতেই যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনতা প্রমাণিত হইতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—এই সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের কর্ম্মানুষ্ঠান। (২) সংশয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিলাভের জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ঊর্দ্ধরেতার বিদ্যানুশীলনে যখন ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, তখন গৃহস্থেরও বিদ্যানুশীলনে কর্ম্মাপেক্ষা না থাকাই উচিত। (৪) উত্তর—না, একথা সত্য নহে; অশ্বে আরোহণ করিতে হইলে অশ্বারোহীর যেরূপ বল্গা প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহস্থের পক্ষেও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যানুশীলনকালেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক।

জ্ঞানং চ বাক্যার্থজ্ঞানাদর্থান্তরভূতং ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং বিশদ-তম-প্রত্যক্ষতাপন্ন-স্মৃতিরূপং নিরতিশয়প্রিয়ম্ অহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়ম্ আ প্রয়াণাদনুবর্ত্তমানং মোক্ষসাধনমিত্যুক্তমস্মাভিঃ পূর্ব্বমেব; বক্ষ্যতি চ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১] ইত্যাদিনা। এবংরূপং চ ধ্যানমহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্মভিঃ পরমপুরুষারাধনরূপৈঃ পরমপুরুষপ্রসাদদ্বারেণ জায়তে, ইতি যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তীতি শাস্ত্রে-প্রতিপাদ্যতে।

অতঃ কর্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু যজ্ঞাদিনিত্য-নৈমিত্তিক-সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যা অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোঽশ্বঃ স্বপরিকর-বন্ধপরিকর্ম্মাপেক্ষঃ এবং মোক্ষসাধনভূতাঽপি বিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মপরিকরাপেক্ষা। তদিদমাহ স্বয়মেব ভগবান্—

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥" [গীতা০ ১৮।৫]
"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" [গীতা০ ১৮।৪৬]

ইতি ॥৩॥৪॥২৬॥ [ইতি পঞ্চমং সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ॥৫॥]

আর জ্ঞান যে, বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথক্পদার্থ, এবং ধ্যান-উপাসনাদিশব্দবাচ্য, [illegible] প্রিয় ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিস্বরূপ, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তরভাবে [illegible] অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াই মোক্ষসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, এ কথা প্রথম হইতেই হইয়াছে, এবং পরেও "আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইবে। পরম-পুরুষ মোক্ষসিদ্ধির উপায়ভূত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষের [illegible] অনুগ্রহেই যে, তাদৃশ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই "বিবিদিষন্তি" শ্রুতিতে হইয়াছে। অতএব কর্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যা নিশ্চয়ই যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম-সাপেক্ষ; অশ্ব ইহার [illegible] স্থল—অশ্ব যেমন লোকের গমনসাধন হইয়াও নিজে গমনোপযোগী অন্যান্য কর্ম্মের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ মোক্ষসাধনভূত বিদ্যাও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বসহায় কর্ম্মসমূহের অপেক্ষা করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এ কথা বলিয়াছেন—'যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে পরন্তু অবশ্যই অনুষ্ঠেয়; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাকার্য্য মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন [illegible] 'সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যাহা এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন, [illegible] আশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে' ইতি

[পঞ্চম সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ ॥৫॥]

শমাদ্যধিকরণম্।] **শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩॥৪॥২৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—শমদমাদ্যুপেতঃ (শমদমাদি সাধন সম্পন্ন) স্যাৎ (হইবে), তথাপি (তাহা হইলেও) তু (কিন্তু) তদ্বিধেঃ (যেহেতু বিদ্যাবিধির) তদঙ্গতয়া (তাহার অঙ্গ বলিয়া) তেষাং (সে সমুদয়ের) অপি (ও) অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (যেহেতু অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্ব)।]

[সরলার্থঃ—গৃহস্থস্য শম-দমাদীন্যপি সাধনান্যনুষ্ঠেয়ানি নবেতি সংশয়ে আহ—গৃহস্থো যদ্যপি করণব্যাপারাত্মকেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তঃ, তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ শমদমাদিসাধননিষ্ঠঃ স্যাৎ ; কুতঃ ? তদ্বিধেঃ শমদমাদিবিধানস্য তদঙ্গতয়া বিদ্যাঙ্গত্বেন হেতুনা তেষাং শমদমাদীনামপি অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ অবশ্যং প্রতিপাল্যত্বাৎ ; অতো গৃহস্থানামপি শমদমাদ্যনুষ্ঠানমবশ্যং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। 'শমদমাদি' ইত্যাদি-পদেন উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধানাং সংগ্রহঃ ॥

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না, তদুত্তরে বলিতেছেন—গৃহস্থ যদিও প্রধানতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই নিরত থাকুক, তথাপি শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইবে ; কেননা, শমদমাদির যে, বিধি, তাহাও বিদ্যাঙ্গরূপেই বিহিত ; সুতরাং গৃহস্থের পক্ষেও সেগুলি অবশ্যই অনুসরণীয় ॥৩॥৪॥২৭॥]

গৃহস্থস্য শমদমাদীন্যপি অনুষ্ঠেয়ানি, উত ন, ইতি চিন্তায়াম্—আন্তর-বাহ্যকরণ-ব্যাপাররূপত্বাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানস্য, শমদমাদীনাং তদ্বিপরীত-রূপত্বাচ্চাননুষ্ঠেয়ানি ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

যদ্যপি গৃহস্থঃ করণব্যাপাররূপ-কর্ম্মসু প্রবৃত্তঃ ; তথাপি স বিদ্বান্

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না ? এইরূপ সংশয় স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর করণব্যাপারাত্মক, আর শমদমাদিসাধন-গুলি যখন ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ অব্যাপারাত্মক, তখন গৃহস্থের পক্ষে শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে (*)—

গৃহস্থ যদিও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকুক, তথাপি জ্ঞানানুরাগী

(*) তাৎপর্য্য—এই 'শম-দমাদ্যধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় বিদ্যাঙ্গ শম-দমাদি নিয়মের প্রতিপালন। সংশয়—গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনের আবশ্যক আছে কি না ? পূর্ব্বপক্ষ—শম-দমাদি নিয়মগুলি যখন কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী, তখন শমদমাদি প্রতিপালন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না। উত্তর—না, গৃহস্থেরও শমাদি সাধন করিতে হইবে ; শমদমাদিও গৃহস্থাশ্রমোক্ত ক্রিয়াবিধির অঙ্গ। (৫) নির্ণয়—অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থও শমদমাদি সাধনে বিভূষিত হইবে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ ; কুতঃ ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ—বিদ্যাঙ্গতয়া তেষাং বিধেঃ "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৩] ইতি। বিদ্যোৎপত্তেশ্চিত্ত-সমাধানরূপত্বেন দৃষ্টপরিকরত্বাৎ শমাদীনাম্, বিদ্যানির্বৃত্তয়ে তেষাং শমাদীনামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ তান্যপ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চ করণব্যাপার-তদ্বি-পর্য্যয়রূপত্বেন কর্ম্মণাং শমদমাদীনাং চ পরস্পরবিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ—বিহিতেষু করণব্যাপারঃ, অবিহিতেষু প্রয়োজনশূন্যেষু চ তদুপশম ইতি। ন চ করণব্যাপাররূপ-কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য বাসনাবশাৎ শমাদীনামুপাদেয়ত্বা-সম্ভবঃ, বিহিতানাং কর্ম্মণাং পরমপুরুষারাধনতয়া তৎপ্রসাদদ্বারেণ নিখিলবিপরীতবাসনোচ্ছেদহেতুত্বাৎ। অতো গৃহস্থস্য শমদমাদয়ো-ঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ ॥৩।৪।২৭॥ [ষষ্ঠং শমদমাদ্যধিকরণম্ ॥৬॥]

গৃহস্থ অবশ্যই শমদমাদিসম্পন্ন হইবেন। কারণ ? যেহেতু বিদ্যার অঙ্গরূপে অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়-রূপেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে। যথা,—'অতএব এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষ শান্ত (শমগুণান্বিত) দান্ত (দমগুণান্বিত), উপরত (বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতচিত্ত) তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনাতে আপনাকে (আত্মস্বরূপ) দর্শন করিবে' (*)। জ্ঞানোৎপত্তি যেহেতু চিত্ত-সমাধানাত্মক, এবং জ্ঞানসাধনে প্রত্যক্ষতঃও শমাদির উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু, এবং বিদ্যাসমুৎপাদনার্থ শমাদি-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকাতেও শমাদির অনুষ্ঠানকরা একান্ত আবশ্যক। কর্ম ও শম-দমাদি সাধন, উভয়ের বিষয় যখন এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তখন শুধু করণব্যাপাররূপত্ব ও তদ্বিপরীতানিবন্ধনই কর্ম ও শমাদি সাধনের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ বিরোধ নাই। বুঝিতে হইবে যে, বিহিত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার—কর্মানুষ্ঠান, আর নিষিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের নিবৃত্তি—উপশম। আর ইন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মক কর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকায় (গৃহস্থের) যে, জন্মান্তরীণ শুভসংস্কার বশতঃ শমাদিসাধন গ্রহণ করা অসম্ভব, তাহাও নহে। কেননা, শাস্ত্রবিহিত কর্মমাত্রই যখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক, তখন ভগবৎপ্রসাদের ফলে যাবতীয় বিপর্য্যয়-বুদ্ধিই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; এইজন্যই গৃহস্থের শমদমাদি সাধন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ॥৩।৪।২৭॥

[ষষ্ঠ শম দমাদ্যধিকরণ ॥৬॥]

(*) তাৎপর্য্য—শম-অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয়—মনের নিগ্রহ, দম-অর্থ—বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুপ্রভৃতিকে সংযত রাখা। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, ইত্যাদি বিরুদ্ধস্বভাব দুই-দুইটিকে 'দ্বন্দ্ব' বলে, সেই দ্বন্দ্বে ব্যাকুল না হওয়া তিতিক্ষুর ধর্ম। সমাহিত অর্থ—সমাধিযুক্ত ; সমাধি অর্থ—বহুবিষয়গামী চিত্তবৃত্তিকে একটিমাত্র বিষয়ে স্থাপিত করা।

সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ।] **সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥২৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বান্নানুমতিঃ (সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি) চ (ও) প্রাণাত্যয়ে (প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরকম দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ন বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি ; নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি, ন বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" ইতি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নানুমতিরুপলভ্যতে, সা চানুমতিঃ কিং সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থস্য ? উত প্রাণাত্যয়মাপন্নস্য ? ইতি সংশয় আহ—প্রাণাত্যয়ে জীবিতাপগমদশায়ামেব সর্ব্বান্নানুমতিঃ, ন পুনঃ সর্ব্বদা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—উষস্তস্য তথৈব ব্যবহারদর্শনাৎ ; উষস্তঃ কিল জীবিতাত্যয়দশামাপন্নো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভক্ষিতবান্, হস্তিপক-প্রদত্তজলপানে তু বিমুখো বভুব। অতঃ প্রাণাত্যয়কালে এব সর্ব্বান্নানুমতিরিত্যনুমীয়তে ॥

'ইহার (প্রাণবিদের) কিছুই অনন্ন (যাহা ভক্ষণীয় নয়, এরূপ কিছুই) ভক্ষিত হয় না, অনন্ন গৃহীত হয় না,এবং প্রাণবিদের নিকট কিছুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না' এইরূপে প্রাণতত্ত্ব-বিদ্ ব্যক্তির সর্ব্বান্নভক্ষণের কথা উক্ত আছে। এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই সর্ব্বান্নভক্ষণ কি প্রাণবিদের সার্ব্বকালিক ? অথবা কেবল প্রাণাত্যয় কাল উপস্থিত হইলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না—সকল সময়ে নহে, পরন্তু যখন অনশনে প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়, তখনই ঐরূপ সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের অনুমতি বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐরূপই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চাক্রায়ণ নামে একজন ঋষি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া—মরণাপন্নদশায় একজন হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই হস্তিপকের প্রদত্ত জলপান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণাত্যয় কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি, অন্যত্র নহে ॥৩॥৫॥২৮॥]

বাজিনাং ছন্দোগানাং চ প্রাণবিদ্যায়াং "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" [বৃহদা০ ৫।২।১] ইতি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নানুমতিঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে।

বাজসনেয়ী ও ছন্দোগদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্ন-ভক্ষণাদির অনুমতি আছে। যথা—'এই প্রাণোপাসক অনন্ন (অভক্ষ্য) কিছু ভক্ষণ করেন না, প্রাণোপাসকের নিকট কোন বস্তুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না' ইতি। প্রাণোপাসকের যে, এই সর্ব্বান্ন ভক্ষণে অনুমোদন, ইহা কি সার্ব্বকালিক ? অথবা যে সময় প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, এ বিষয়ে যখন কোন

কিমিয়ং প্রাণবিদ্যানিষ্ঠস্য সর্ব্বান্নানুমতিঃ সর্ব্বদা ? উত প্রাণাত্যয়াপত্তৌ ? ইতি বিশয়ে, বিশেষানুপাদানাৎ সর্ব্বদা,—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"প্রাণাত্যয়ে" ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে ; প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি অন্যত্র ব্রহ্মবিদামপি প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞা, কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ। উষস্তঃ কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রেসরো মটচীহতেষু কুরুষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু ইভ্যগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়মাপন্নো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্তয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাঙ্ক্ষমাণ ইভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং ভিক্ষমাণস্তেন চ 'উচ্ছিষ্টেভ্যোঽন্যে ন বিদ্যন্তে' ইতি প্রত্যুক্তঃ পুনরপি "এতেষাং মে দেহি" [ছান্দো০ ১।১০।৩] ইত্যুক্ত্বা তেন চ ইভ্যেন উচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্মাষান্ প্রতিগৃহ্যানুপান-প্রতিগ্রহমিভ্যেনার্থিতঃ "উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাৎ" [ছান্দো০

বিশেষ কথা কোথাও নাই, তখন সর্ব্বদার জন্যই অনুমতি বুঝা যাইতেছে। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"প্রাণাত্যয়ে" ইত্যাদি (*)।

সূত্রস্থ চ-শব্দটি অবধারণার্থক ; উহার অর্থ-'প্রাণাত্যয় কালেই' কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষেও যখন কেবল প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদপেক্ষা হীনশক্তি প্রাণোপাসকের আর কথা কি ? দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ উষস্ত নামক চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রদগ্ধ কুরুদেশ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইলে পর, কোন এক ইভ্যগ্রামে (ধনীর গ্রামে, অথবা হস্তিপকবহুল গ্রামে) যাইয়া বাস করিতেছিলেন ; অনশনে যখন জীবন সংশয় দশায় উপস্থিত হইল, তখন ব্রহ্মবিদ্যা-পরিসমাপ্তির জন্য প্রাণগত অবসাদ নিবৃত্তির ইচ্ছায়, কুল্মাষভক্ষক (কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিতেছে, এমন কোনও) হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন ; হস্তিপক বলিল, 'যাহা আমি খাইতেছি, এতদতিরিক্ত আমার আর নাই' ; তখন তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কুল্মাষই প্রার্থনা করিলেন, এবং হস্তিপকও আপনার উচ্ছিষ্ট সেই কুল্মাষ

(*) তাৎপর্য্য—এই 'সর্ব্বান্নানুমতি' অধিকরণটি ২৮শ—৩১শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়— ন হ বা" ইত্যাদি সর্ব্বান্নানুমতিবিষয়ক শ্রুতি। (২) সংশয়—এই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি কি সর্ব্বসময়ের জন্য ? অথবা আপৎসময়ের জন্য—যে সময় প্রাণবিয়োগের উপক্রম হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এখানে যখন সময়বিশেষের বিশেষ উল্লেখ নাই, তখন ইহা সর্ব্ব সময়ের জন্যই বটে। (৪) উত্তর—না,—সর্ব্বসময়ের জন্য নহে, পরন্তু যখন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্যই। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণোপাসকের পক্ষেও যথেচ্ছ অন্নভক্ষণ করিতে নাই।

১।১০।৪] ইতি বদন্ চাক্রায়ণঃ 'কিমেতে কুল্মাষা অনুচ্ছিষ্টাঃ ?' ইতি ইভ্যেন পর্য্যনুযুক্তঃ "ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্···কামো ম উদপানম্" ইতি কুল্মাষাখাদনে স্বস্য প্রাণসংশয়াপত্তেস্তাবন্মাত্রখাদনেন ধৃতপ্রাণস্য স্বস্যোচ্ছিষ্টোদকপানং কামকারিতং নিষিদ্ধং স্যাৎ, ইত্যুক্ত্বা স্বখাদিতশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতান্ অপরেদ্যুঃ যাজনেনার্জিজীষয়া জিগমিষুঃ পুনরপি প্রাণসংশয়মাপন্নস্তানেব ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বোচ্ছিষ্টভূতান্ পর্যুষিতাংশ্চখাদ। অতো ব্রহ্মবিদামপি প্রাণসংশয় এব সর্ব্বান্নানুমতিদর্শনাদত্রাবিশেষেণ কীর্ত্তিতমপি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নীনত্বং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেতি নিশ্চীয়তে ॥৩॥৪॥২৮॥

অবাধাচ্চ ॥৩॥৪॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অবাধাৎ (প্রতিবন্ধক না থাকায়) চ (ও)।]

তাহাকে দান করিল; চাক্রায়ণ সেই কুল্মাষ গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক যখন আপনার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলেন, তখন চাক্রায়ণ বলিলেন, না—তাহা হইলে আমাকে উচ্ছিষ্টপায়ী হইতে হইবে। তাহার পর হস্তিপক জিজ্ঞাসা করিল, মৎপ্রদত্ত এই কুল্মাষগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন, 'আমি যদি এই কুল্মাষ ভক্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে জীবনধারণে সমর্থ হইতাম না; সেই জন্যই ইহা ভক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু জলপান ত আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বিলম্বে জলপান করিলেও আমার মৃত্যুভয় নাই; [কাজেই তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করা আমার কর্ত্তব্য নহে।']

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ কুল্মাষ-ভক্ষণাভাবে নিজের প্রাণ-বিয়োগ সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাই কেবল জীবনধারণের উপযোগী ঐ কুল্মাষমাত্র ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু প্রাণধারণে সমর্থ হইয়াও যদি হস্তিপকপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট জল পান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা হইবে' এই রূপ মনে করিয়াই তিনি জলপানে বিরত হইলেন, এবং নিজের ভুক্তাবশিষ্ট কুল্মাষগুলি পত্নীর জন্য বাসভবনে লইয়া গেলেন; পত্নী সেই সমস্ত কুল্মাষ পর দিবসের জন্য রক্ষা করিয়া দিলেন; চাক্রায়ণ পর দিবস যখন যাজন ক্রিয়া দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের অভিলাষে গমন করিবেন, সে সময়ও আবার প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া —হস্তিপকের ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্য্যুষিত সেই কুল্মাষই ভক্ষণ করিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্গণের পক্ষেও প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিতে সামান্যাকারে উল্লেখ থাকিলেও প্রাণবিদের যে, সর্ব্বান্নভক্ষণে অধিকার, তাহা কেবল জীবনাত্যয় সময়ের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে ॥৩॥৪॥২৮॥

[সরলার্থঃ—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইত্যাহারশুদ্ধেঃ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তাবপি অবাধাৎ বিদুষাং সর্ব্বান্নভক্ষণানুমতিরাপদ্‌বিষয়ৈবেতি নিশ্চীয়তে ॥

বিশেষতঃ 'বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধচিত্তে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, আহারশুদ্ধির বিধান আছে, ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপাদনের পক্ষেও তাহার তুল্য প্রয়োজন; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে যে, সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও কেবল আপদ্‌বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪২৯॥]

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তৌ আহারশুদ্ধি-বিধানাবাধাদপি ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বান্নীনত্বমাপদ্‌বিষয়মবগম্যতে। এবং ব্রহ্মবিদামতিশয়িতশক্তীনামপি সর্ব্বান্নীনত্বস্য আপদ্‌বিষয়ত্বাৎ প্রাণবিদোঽল্পশক্তেঃ সর্ব্বান্নানুমতিরাপদ্বিষয়ৈব ॥৩॥৪॥২৯॥

অপি (চ ?) স্মর্য্যতে ॥৩॥৪॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, আপদ্বিষয়মেব সর্ব্বান্নভক্ষণং স্মর্য্যতে চ—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" ইত্যাদৌ ॥

বিশেষতঃ সর্ব্বান্নভক্ষণের ব্যবস্থা যে, কেবলই আপদ্বিষয়ক, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—'যে ব্যক্তি জীবনসংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেখানে সেখানে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও তাদৃশ অন্নভক্ষণ-জনিত পাপে লিপ্ত হয় না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩০॥]

অপি চ, আপদ্বিষয়মেব সর্ব্বান্নীনত্বং ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ স্মর্য্যতে—
"প্রাণসংশয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" [—?] ইতি ॥৩॥৪॥৩০॥

'আহারের বিশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাত্মক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে,' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির জন্য যে, আহার-শুদ্ধির বিধান রহিয়াছে; তাহার সার্থকতা রক্ষার জন্যও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আপৎকালেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সর্ব্বসময়ের জন্য নহে; অতএব ব্রহ্মবিদ্‌ অপেক্ষাও অল্পশক্তিসম্পন্ন প্রাণোপাসকের যে, সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও আপদ্বিষয়েই বুঝা যাইতেছে ॥৩॥৪॥২৯॥

অপিচ, স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ এবং অন্যান্যের সম্বন্ধে কেবল আপৎসময়ের জন্যই সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা 'যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় দশায় উপস্থিত হইয়া যে কোনও স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত (আর্দ্রীকৃত) হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩০॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥৩॥৪॥৩১॥

[**পদচ্ছেদঃ**—**শব্দশ্চ** (শ্রুতিবাক্য) চ (ও) অতঃ (এই হেতু অকামকারে (স্বেচ্ছাচারিতার অভাব বিষয়ে) ।]

[**সরলার্থঃ**—যতঃ সর্ব্বান্নানুমতিঃ সর্ব্বেষামাপদ্বিষয়ৈব, অতঃ হেতোঃ অকামকারে স্বেচ্ছাচারস্য প্রতিষেধে শব্দশ্চ—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি, পাপ্মনা নোৎসৃজা ইতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যঞ্চ বর্ত্ততে।

যেহেতু সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কেবল আপদ্ সময়েই বটে, সেই হেতুই এ বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতার নিষেধক শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে। যথা—'সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাপস্পৃষ্ট হইবার ভয়ে সুরা পান করিবে না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩১॥]

যতো ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ সর্ব্বান্নীনত্বমাপদ্বিষয়মেব; অতএব সর্ব্বেষামকামকারে শব্দঃ—কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দো বর্ত্ততে। অস্তি হি কঠানাং সংহিতায়াং কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দঃ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপ্মনা নোৎসৃজা ইতি" [— ?] ইতি। পাপ্মনা সংসৃষ্টাঃ (*) ন ভবানীতি মত্বা ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতীত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩১॥

[ইতি সপ্তমং সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

বিহিতত্বাধিকরণম্]। বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩॥৪॥৩২॥

[**পদচ্ছেদঃ**—বিহিতত্বাৎ (শাস্ত্রে বিহিত থাকায়) চ (ও) আশ্রমকর্ম্ম (আশ্রমোচিত কর্ম্ম) অপি (ও) ।]

[**সরলার্থঃ**—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিত্যুক্তম্; অতঃ সংশয্যতে'—মুমুক্ষারহিতেন কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়ং নবা ? ইতি। তত্রাহ—

বিহিতত্বাৎ "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি জীবনমাত্রনিমিত্ততয়া বিধানাৎ কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্যমনুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ; সেই জন্য এখানে সংশয় হইতেছে যে, মুক্তিলাভে যাহার ইচ্ছা নাই, শুধু আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেও যজ্ঞাদিকর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয় কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন শুধু আশ্রমিমাত্রের জন্যই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তখন আশ্রমিমাত্রেরই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩॥৪॥৩২॥]

* পাপ্মনা সৃষ্টাঃ ইতি 'ক' পাঠঃ।

যজ্ঞাদিকর্ম্মাঙ্গিকা ব্রহ্মবিদ্যেত্যুক্তম্; তানি চ যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণ্য-মুমুক্ষুণা কেবলাশ্রমিণাপ্যনুষ্ঠেয়ানি? উত ন? ইতি চিন্তায়াম্, বিদ্যাঙ্গানাং সতাং কেবলাশ্রমশেষত্বে (*) নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি যজ্ঞাদীনাং কেবলাশ্রমধর্ম্মত্বং (†) ন সম্ভবতি; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ ও অন্যান্যের সম্বন্ধে সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি কেবল আপৎসময়ের জন্যই বিহিত, সেই হেতু সকলের সম্বন্ধেই অকামকার অর্থাৎ যথেচ্ছ ভক্ষণের নিষেধক শব্দ (শ্রুতিবাক্য) রহিয়াছে। কঠ সংহিতায় তৎপ্রতিষেধক শব্দ আছে; যথা—'সেই হেতু 'আমি পাপী হইব' মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না' ইতি। ইহার অর্থ এই যে, 'আমি পাপস্পৃষ্ট না হই' এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান হইতে বিরত হইবেন ॥৩।৪।৩১॥

[সপ্তম 'সর্ব্বান্নানুমতি' অধিকরণ ॥৭॥]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যে লোক মুমুক্ষু নয়, কেবল আশ্রমস্থ মাত্র, তাহাকেও ঐ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে কি না? যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন ঐ কর্ম্মগুলিকে কেবলই আশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে (‡); অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি কেবলই আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"আশ্রম-কর্ম্মাপি" ইতি। (§)

(*) কেবলাশ্রমি-শেষত্বে' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) কেবলাশ্রমিধর্ম্মত্বং' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—'নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ' কথার অর্থ—একই বিষয়ে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকা। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি বিদ্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে, যে লোক বিদ্যাতে অভিলাষী, তাহার পক্ষেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়, অপরের পক্ষে নহে; ইহা হইল অনিত্য-সংযোগ, আবার সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকেই যদি আশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহার নিত্যতা হইয়া পড়িল; ইচ্ছা থাকুক, আর না-ই থাকুক, আশ্রমী হইলেই তাহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেই হইবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, নিত্য-কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়; সুতরাং উহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়, আর অনিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; করিতেও পারে, না করিতেও পারে; অতএব একই ক্রিয়াতে ঐরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমাবেশ হইতে পারে না। এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে বিদ্যাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে সেই নিত্যানিত্য-সংযোগরূপ দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

(§) তাৎপর্য্য—এই বিহিতত্বাধিকরণটি ৩২শ—৩৫শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। (২) সংশয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়া অবশ্যানুষ্ঠেয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজ্ঞাদিক্রিয়া যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাভিলাষশূন্য অমুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, 'যাবজ্জীবন' শ্রুতি দ্বারা যখন আশ্রমি-মাত্রের সম্বন্ধেই উহার বিধান, তখন মুমুক্ষু না হইলেও, আশ্রমীকে তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব আশ্রমীমাত্রকেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল মুমুক্ষুকেই নহে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আশ্রম-কর্ম্মাপি ইতি। আশ্রমস্য কর্ম্মাপি ভবতি। কেবলাশ্রমিণাপি অনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ। কুতঃ? "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" [তৈত্তি০ ৫০ অনু০] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ—জীবননিমিত্ততয়া নিত্যবদ্‌বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩২॥

তথা বিদ্যাঙ্গতয়া চ "তমেতং বেদানুবচনেন" [তৈত্তি০ ৫০ অনু০] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাদ্‌বিদ্যাশেষতয়াপ্যনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ—

সহকারিত্বেন চ ॥৩॥৪॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সহকারিত্বেন (বিদ্যার সহকারী কারণরূপে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তমেতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুত্যা বিদ্যাঙ্গতয়া বিহিতত্বাৎ সহকারিত্বেন চ বিদ্যোৎপত্তিদ্বারতয়া তৎসহকারিত্বেন চ যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি অবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ॥

অপিচ, বিদ্যাপ্রকরণীয় 'তম্ এতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় বিদ্যার সহকারীরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩॥৪॥৩৩॥]

বিদ্যোৎপত্তিদ্বারেণ বিদ্যাসহকারিতয়াঽপ্যনুষ্ঠেয়ানি। অগ্নিহোত্রাদীনামিব জীবনাধিকার-স্বর্গাধিকারবৎ বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩৩॥

তদ্বদেব কর্ম্মান্তরত্বমপি নাস্তীত্যাহ—

আশ্রমোচিত কর্ম্মেরও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহারা কেবলই আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু মুমুক্ষু নহে, তাহাদের পক্ষেও যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; কারণ? যেহেতু 'যাবৎজীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু শাস্ত্রে পুরুষের শুদ্ধ প্রাণধারণরূপ জীবন-কালকেই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, সেই হেতু আশ্রমীমাত্রেরই কর্ম্মাধিকার আছে ॥৩॥৪॥৩২॥

সেইরূপ বিদ্যাপ্রকরণীয় "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হওয়ায় বিদ্যাঙ্গরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

বিদ্যা-সমুৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠানযোগ্য। একই অগ্নিহোত্র যাগ যেরূপ যাবৎজীবন-নিমিত্তকও হয়, আবার স্বর্গাদি কামনায়ও সম্পাদিত হয়, তেমনি এখানে একই যজ্ঞাদি কর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রয়োগগত পার্থক্যানুসারে উভয়ার্থতা—বিদ্যা-সাধনতা ও আশ্রম-সাধনতা, এই উভয় প্রকার প্রয়োজন সাধন করাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩॥৪॥৩৩॥

এইরূপ কর্ম্মান্তরত্বও নাই, অর্থাৎ বিদ্যার্থক কর্ম্ম আর আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে, স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্, এরূপও হইতে পারে না; এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩॥৪॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে—বিদ্যা ও কর্ম্মার্থত্বে) অপি (ও) তে (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) উভয়লিঙ্গাৎ (যেহেতু উভয়স্থলেই সমান প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বথাপি—যজ্ঞাদীনাং বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বে চ তে এব যজ্ঞাদয়ঃ, নতু স্বরূপতো ভিন্না ইত্যর্থঃ ; কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ উভয়ত্রৈব শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ ঐকরূপ্য-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; যজ্ঞাদীনাং স্বরূপভেদে নাস্তি প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিদ্যার উপকারকই হউক, আর আশ্রমাঙ্গই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম একই প্রকার বুঝিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু উভয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা উহাদের একরূপতাই পরিজ্ঞাত হইতেছে ; অধিকন্তু ঐ উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদি যে, বিভিন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই ॥৩॥৪॥৩৪॥]

সর্ব্বথা—বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বেঽপি, ত এব যজ্ঞাদয় ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; ন কর্ম্মস্বরূপভেদ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ—উভয়ত্র শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য বিনিয়োগাৎ, কর্ম্মস্বরূপভেদে প্রমাণাভাবাচ্চ ॥৩॥৪॥৩৪॥

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩॥৪॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অনভিভবং (বিদ্যোৎপত্তিতে বাধা না হওয়া) চ (ও) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিভিশ্চ তানেব যজ্ঞাদীন্ পরামৃশ্য তৈশ্চ বিদ্যায়া অনভিভবং—পাপকর্ম্মভিঃ বিদ্যোৎপত্তৌ বাধাভাবং চ দর্শয়তি ; অতঃ যজ্ঞাদয়ঃ স্বরূপতো ন ভিদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥

'ধর্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, সেই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা বিদ্যার অনভিভব অর্থাৎ পাপকর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার সমুৎপত্তিতে কোন বাধা হয় না ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, উভয়স্থানে (বিদ্যাতে ও আশ্রমে) সেই একই যজ্ঞের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥৩॥৪॥৩৫॥]

সর্ব্বথা—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিদ্যাঙ্গই হউক, আর আশ্রমাঙ্গই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সেই একই বুঝিতে হইবে ; যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বরূপগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কারণ ? যেহেতু উভয়প্রকারই 'লিঙ্গ' দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয়স্থানীয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দে ঐকরূপ্য প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদির একরূপতা জ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগাংশে মাত্র পার্থক্য করা হইয়াছে। বিশেষতঃ উভয়স্থানীয় কর্ম্মই যে, স্বরূপত ও ভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না ॥৩॥৪॥৩৪॥

"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" [তৈত্তি০ না০ ৫ অনু০] ইত্যাদিভিশ্চ তানেব যজ্ঞাদিধর্ম্মান্ নির্দ্দিশ্য তৈর্বিব্দ্যয়া অনভিভবং—পাপকর্ম্মভিরুৎপত্তি-প্রতিবন্ধাভাবং দর্শয়তি। অহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্হি যজ্ঞাদিভির্ব্বিশুদ্ধে-ঽন্তঃকরণে প্রত্যহং প্রকৃষ্যমাণা বিদ্যোৎপদ্যতে। অতস্ত এবোভয়ত্র যজ্ঞাদয়ঃ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ইতি অষ্টমং বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥]

বিধুরাধিকরণম্।] **অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩॥৪॥৩৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (আশ্রম চতুষ্টয়ের বহির্ভূতদিগের) চ (নিশ্চয়ে) অপি (ও) তু (আশঙ্কানিবারক), তদ্দৃষ্টেঃ (যেহেতু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—চতুর্ণামাশ্রমিণাং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, আশ্রমধর্ম্মাশ্চ বিদ্যায়াঃ সহকারিণঃ—ইতি চোক্তম্ ; অতঃ শঙ্ক্যতে—যে পুনরাশ্রমবহির্ভূতা বিধুরাদয়ঃ, তেষাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো-ঽস্তি নাস্তি বেতি। তত্রাহ—'অন্তরা' ইত্যাদি।

তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ ; চ-শব্দোঽবধারণে ; অন্তরা বর্ত্তমানানাম্ অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়া-মধিকারোঽস্ত্যেব ; কুতঃ ? তদ্দৃষ্টেঃ—অনাশ্রমিণামপি রৈক্ক-ভীষ্ম-ধর্ম্মব্যাধাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, চতুর্ব্বিধ আশ্রমান্তর্গত ব্যক্তিবর্গেরই বিদ্যায় অধিকার আছে, এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী কারণ ; এখন শঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা আশ্রমবহির্ভূত—অনাশ্রমী, তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অন্তরা' ইত্যাদি।

যাহারা কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহে—অনাশ্রমী, তাহাদেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে ; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥৪॥৩৬॥]

চতুর্ণামাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি ; বিদ্যাসহকারিণ আশ্রম-ধর্ম্মা ইতি চোক্তম্। যে পুনরাশ্রমানন্তরা বর্ত্তন্তে বিধুরাদয়ঃ, তেষাং

বিশেষতঃ 'ধর্ম্ম দ্বারা পাপ নষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, পাপকর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তিতেও কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। নিরন্তর যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও আশ্রম, উভয় স্থানেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম এক অভিন্নরূপ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ইতি অষ্টম বিহিতত্বাধিকরণ ॥৮॥]

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চারি আশ্রমের অন্তর্গত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মসমূহও সেই বিদ্যারই সহকারী কারণ ; কিন্তু বিধুর প্রভৃতি যাহারা

ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, ন বা ? ইতি বিশয়ে—আশ্রম-ধর্ম্মৈতিকর্ত্তব্যতাকত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অনাশ্রমিণাং চাশ্রমধর্ম্মাভাবাৎ নাস্ত্যধিকারঃ,—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অন্তরা চাপি তু" ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; চ-শব্দোঽবধারণে। অন্তরা বর্ত্তমানানাম্—অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়ামধিকারোঽস্ত্যেব। কুতঃ ? তদ্দৃষ্টেঃ—দৃশ্যতে হি রৈক্ক-ভীষ্ম-সম্বর্ত্তাদীনামনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্বম্। ন চাশ্রমধর্ম্মৈরেব বিদ্যানুগ্রহ ইতি শক্যং বক্তুম্, "যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" [বৃহদা০ ৬ ৪।২২] ইতি দানাদীনামাশ্রমেষু অনৈকান্তিকানামপ্যনুগ্রাহকত্বদর্শনাৎ। যথা ঊর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যানিষ্ঠত্বদর্শনাদগ্নিহোত্রাদিব্যতিরিক্তৈরেব বিদ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে; তথাঽনাশ্রমিষ্বপি বিদ্যাদর্শনাদ্ আশ্রমানিয়তৈর্জ্জপোপবাস-দান-দেবতারাধনাদিভির্ব্বিদ্যানুগ্রহঃ শক্যতে কর্ত্তুম্ ॥৩॥৪॥৩৬॥

কোন আশ্রমে বর্ত্তমান নহে, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ সন্দেহে পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা যখন আশ্রমধর্ম্মেরই অধীন, অথচ অনাশ্রমীদিগের সহিত যখন কোন রূপ আশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তখন বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার নাই। এই শঙ্কানিরাসার্থ বলা হইতেছে—"অন্তরা" ইত্যাদি (*)।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ, আর অবধারণার্থ 'চ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তরা অর্থাৎ চতুরাশ্রমের বাহিরে বর্ত্তমান—অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার আছে; কারণ ? যেহেতু সেই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়—রৈক্ক, ভীষ্ম ও সংবর্ত্ত প্রভৃতি আশ্রমরহিত ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আর কেবল যে, আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যায় উপকার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, 'যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার দ্বারা [ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে]' ইত্যাদি স্থলে আশ্রমবিশেষে অনিয়ত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যার উপকারবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যা-নিষ্ঠাদর্শনে যেরূপ আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদিভিন্ন উপায়েই বিদ্যার উপকার সাধন করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিদ্যা-নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, যে সমস্ত কর্ম্ম আশ্রমের একান্ত অনুগত নহে, যেমন দান, জপ, উপবাস ও দেবতার আরাধনা প্রভৃতি সে সমস্ত দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধন করা যাইতে পারে ॥৩॥৪॥৩৬॥

(*) তাৎপর্য্য—এই বিধুরাধিকরণটি ৩৬শ—৩৯শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—চতুরাশ্রমের বহির্ভূত লোকদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার চিন্তা। (২) সংশয়—

অপি স্মর্য্যতে ॥৩॥৪॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদ্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইত্যাদৌ অনাশ্রমিণামপি কেবলৈর্জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ সূচ্যতে ; অতোঽনাশ্রমিণামপি অস্তি বিদ্যায়ামধিকার ইতি ভাবঃ ॥

'ব্রাহ্মণ একমাত্র জপকর্ম্ম দ্বারাও সম্যক্‌সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ; অতএব আর কিছু করুক বা না করুক, মৈত্র—সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্নই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও অনাশ্রমীদিগের সম্বন্ধে কেবল জপাদি কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উপকার প্রদর্শিত হইয়াছে ; অতএব অনাশ্রমীদিগেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে ॥৩॥৪॥৩৭॥

অপি চ, অনাশ্রমিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে—
"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥" [মনু° ২।৮৭] ইতি।
সংসিধ্যেৎ—জপাদ্যনুগৃহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩॥৪॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষানুগ্রহঃ (অনাশ্রমি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা উপকার) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" ইত্যাদৌ অনাশ্রম-ধর্ম্মৈঃ ধর্ম্মবিশেষৈরপি বিদ্যানুগ্রহঃ শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ 'তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে আশ্রমধর্ম্মাতিরিক্ত তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যাসম্বন্ধে উপকারের কথা শ্রুত হইতেছে ॥৩॥৪॥৩৮॥]

আরও, আশ্রমবিহীন লোকদিগেরও যে, কেবল জপাদি দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধিত হয়, এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—'ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সংসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ; লোক আর কিছু করুক বা নাই করুক, মৈত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন' ইতি। 'সংসিধ্যেৎ' অর্থ—জপ প্রভৃতি দ্বারা অনুগৃহীত (পরিপোষিত) বিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩॥৪॥৩৭॥

অনাশ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্ম্মেরই বিশেষাংশমাত্র এবং আশ্রমগুলিই যখন তাহার সহকারী কারণ ; তখন অনাশ্রমীদিগের তাহাতে অধিকার থাকিতে পারে না ; (৪) উত্তর—না, অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; কারণ, ঐরূপ অধিকার দেখিতেও পাওয়া যায়। (৫) নির্ণয়—অতএব আশ্রম-বহির্ভূত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যালাভে যত্নপর হইবে।

ন কেবলং ন্যায়-স্মৃতিভ্যাময়মর্থঃ সাধনীয়ঃ ; শ্রূয়তে চ অনাশ্রমনিয়-তৈর্ধর্ম্মবিশেষৈর্ব্বিদ্যানুগ্রহঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মান-মন্বিষ্যেৎ" [প্রশ্নো০ ১।১০] ইতি ॥৩॥৪॥৩৮॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩॥৪॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ অতঃ (ইহা অপেক্ষা—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা) ইতরৎ (অপরটি—আশ্রমিত্ব জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ), লিঙ্গাৎ (তদ্গ্রাহক প্রমাণ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইত্যাদিস্মৃতিপ্রমাণা-দপি, অতঃ অস্মাৎ—অনাশ্রমিত্বাৎ তু পুনঃ ইতরৎ আশ্রমিত্বং জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্ বেদিতব্যম্ অতস্তদেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ 'ব্রাহ্মণ একদিনও আশ্রমরহিত থাকিবে না' ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ হইতেও যাইতেছে যে, অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমী থাকাই উত্তম ; অতএব কোন একটী আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত ॥৩॥৪॥৩৯॥]

তু-শব্দোঽবধারণে ; অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ, ইতরৎ—আশ্রমিত্বমেব জ্যায়ঃ ; অনাশ্রমিত্বমাপদ্বিষয়ম্ ; শক্তস্য ত্বাশ্রমিত্বমেবোপাদেয়মিত্যর্থঃ ; ভূয়োধর্ম্মকাল্পধর্ম্মকয়োরতুল্যকার্য্যত্বাৎ ; লিঙ্গাচ্চ স্মৃতেরিত্যর্থঃ। স্মর্য্যতে চ শক্তং প্রতি আশ্রমস্যোপাদেয়ত্বম্—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইত্যাদিনা। নিবৃত্তব্রহ্মচর্য্যস্য মৃতভার্য্যস্য চ অবৈরাগ্যে সতি দারালাভ আপৎ ॥৩॥৪॥৩৯॥ [ইতি নবমম্ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥]

কেবল যে, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয়টি সমর্থন করিতে হইবে, তাহা নহে পরন্তু যে সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রমানুগত নয়, তাদৃশ ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যার উপকার সাধিত হয় ; তদ্বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে। যথা,—'তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে' ইত্যাদি ৩॥৪॥৩৮।

'তু-শব্দটি অবধারণার্থক। ইহা হইতে—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা, ইতরৎ—অন্য অর্থাৎ আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে, অনাশ্রমী থাকাটা হইল আপৎ-ধর্ম্ম ; সুতরাং সমর্থের পক্ষে আশ্রম-ধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, অধিকগুণসম্পন্ন আর অল্পগুণসম্পন্ন, এতদুভয় কখনই সমানভাবে কার্য্যসাধন করিতে পারে না। [আশ্রমীর পক্ষে গুণাধিক্য স্বাভাবিক, আর অনাশ্রমীর পক্ষেও গুণহীনতা স্বাভাবিক]; বিশেষতঃ সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম-গ্রহণের আবশ্যকতা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—'দ্বিজ একদিনও আশ্রম-রহিত হইয়া থাকিবে না', ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, অথবা যাহার ভার্য্যা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের যে, বৈরাগ্যাভাবসত্ত্বেও ভার্য্যালাভ না হওয়া, তাহাই তাহাদের আপৎ ; [সুতরাং তাহাদের পক্ষেই অনাশ্রমিত্ব দোষাবহ হয় না] ৩॥৪॥৩৯॥ [নবম বিধুরাধিকরণ]

[তদ্ভূতাধিকরণম্।] **তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎতদ্রূপাভাবেভ্যঃ।৩॥৪॥৪০॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ভূতস্য (নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমনিষ্ঠের) তু (কিন্তু) ন (না) অতদ্ভাবঃ (আশ্রম-ত্যাগ জৈমিনেঃ (জৈমিনি মুনির [মত]), অপি (ও) নিয়মাৎ (নিয়মিত হওয়ায়) তদ্রূপা-ভাবেভ্যঃ (আশ্রম ধর্ম্মাদি ত্যাগের নিষেধ হইতে)।

[সরলার্থঃ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-বৈখানস-পারিব্রাজ্যাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-কারোঽস্তি নবা, ইতি সংশয়ে আহ—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি।

তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যন্যতমাশ্রমনিষ্ঠস্য অতদ্ভাবঃ—তত্তদাশ্রমচ্যুতিঃ ন সম্ভবতি; কুতঃ? তদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মাৎ—তত্তদাশ্রমনিষ্ঠানাং যানি রূপাণি বেশাচারাদীনি, তেষাম্ অভাবানাম্ নিয়মবিধানাৎ। যথা—"ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্" ইতি, "অরণ্যমিয়াৎ, ততো ন পুনরেয়াৎ" ইতি, "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইতি চ। অতো নৈষ্ঠিকাদীনামাশ্রমপ্রচ্যুতৌ নাস্তি বিদ্যাধিকার ইতি ভাবঃ। ন কেবলমেতদস্মন্মতম্, অপিতু জৈমিনেরপি মতমেতদিতি শাস্ত্রার্থং দ্রঢ়য়তি॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস (বাণপ্রস্থাশ্রমী) ও সন্ন্যাসী, ইহারা নিজ নিজ আশ্রম হইতে চ্যুত হইলে বিদ্যায় অধিকারী থাকে কি না, এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি।

তদ্ভূত অর্থাৎ নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির অতদ্ভাব নাই, অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রম ত্যাগের নিয়ম নাই; কারণ? যেহেতু 'আচার্য্যকুলবাসী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই জীবন ক্ষয় করিবেন', 'অরণ্যে যাইবে, কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না', 'একবার অগ্নি ত্যাগ করিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নি গ্রহণ করিবে না', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমীর পরিচ্ছদ ও আচারাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে; ইহা কেবল আমাদেরই সিদ্ধান্ত নহে, পরন্তু আচার্য্য জৈমিনিরও ইহাই সিদ্ধান্ত॥৩॥৪॥৪০॥]

নৈষ্ঠিক-বৈখানস-পরিব্রাজকাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-কারোঽস্তি, নেতি চিন্তায়াম্—বিধুরাদিবদ্ অনাশ্রমৈকান্তৈর্দানাদিভি-বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাৎ অস্ত্যধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বোক্ত বিধুরাদির ন্যায় তাহাদেরও আশ্রমবিশেষে অ-নিয়মিত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা বিদ্যালাভে যখন সাহায্য হইতে পারে, তখন তাহাদেরও অবশ্যই অধিকার আছে; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি (*)।

(*) এই তদ্ভূতাধিকরণটি ৪০শ হইতে ৪৩ পর্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ— [illegible] বিষয়— নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমচ্যুত ব্যক্তিদিগের বিদ্যাধিকার চিন্তা। (২) সংশয়—স্ব-স্ব আশ্রমচ্যুত

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমনিষ্ঠস্য—নাতদ্ভাবঃ অতথাভাবঃ—অনাশ্রমিত্বেনাবস্থানং ন সম্ভবতি; কুতঃ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ; তদ্রূপাণি—তেষাং নৈষ্ঠিকাদীনাং রূপাণি বেষাঃ ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ, তেষামভাবাঃ তদ্রূপাভাবাঃ; তেভ্যঃ শাস্ত্রৈর্নিয়মাৎ। নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমপ্রবিষ্টান্ স্বাশ্রমধর্ম্মনিবৃত্তিভ্যো নিযচ্ছন্তি হি শাস্ত্রাণি—"ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইতি, "অরণ্যমিয়াৎ ততো ন পুনরেয়াৎ" "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইতি চ। অতো বিধুরাদিবৎ নৈষ্ঠিকাদীনামনাশ্রমিত্বেনাবস্থানাসম্ভবাৎ ন তানধিকরোতি ব্রহ্মবিদ্যা। 'জৈমিনেরপি' ইত্যবিগানং দর্শয়ন্ উক্তং স্বাভিমতং দ্রঢ়য়তি ॥৩॥৪॥৪০॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ-প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্ভূতের অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এতদন্যতম আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তির অতদ্ভাব—অতথাভাব অর্থাৎ সেই সেই আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ? যেহেতু তদ্রূপাভাবের নিয়ম রহিয়াছে,—তদ্রূপ অর্থ—সেই নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির বেশভূষাদি ধর্ম্ম; সে সমুদয়ের যে অভাব, তাহা—তদ্রূপাভাব; যেহেতু শাস্ত্র ঐ তদ্রূপাভাবের জন্য নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের ত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবাক্যগুলিও নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমপ্রবিষ্ট লোকদিগের সেই সেই আশ্রম হইতে নিবৃত্তির নিষেধ করিতেছেন—

'আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই আপনাকে অবসন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুগৃহেই চিরজীবন বাস করিবেন,' 'অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না,' 'অগ্নিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাহা গ্রহণ করিবে না' ইত্যাদি। অতএব বিধুরাদির ন্যায় নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও আশ্রম বিরহিতভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। কাজেই তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইতে পারে না। 'জৈমিনেরপি' (জৈমিনিরও অভিমত,) এ কথায় বুঝিতে হইবে যে, জৈমিনির সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্বমতের সমর্থন করিতেছেন ॥৩॥৪॥৪০॥

নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বিধুরাদির ন্যায় আশ্রম-ভ্রষ্টদিগেরও জপাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তখন তাহাদেরও অধিকার আছে। (৪) উত্তর—না, তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তাহাদের শুদ্ধি হয় না। নির্ণয়—অতএব নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমভ্রষ্টদিগের কখনই বিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না।

অথ স্যাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রচ্যুতানাং প্রায়শ্চিত্তাদধিকারঃ সম্ভবতি; অস্তি চ প্রায়শ্চিত্তমধিকারলক্ষণে নিরূপিতম্—"অবকীর্ণি-পশুশ্চ তদ্বৎ" [—০] ইতি। অতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্য্যস্য প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তো ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকরিষ্যতীতি। তত্রাহ—

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৩॥৪॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) আধিকারিকম্ (অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত) অপি (ও) পতনানুমানাৎ (পাতিত্য বোধক স্মৃতি অনুসারে), তদযোগাৎ (তাহার প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আধিকারিকং জৈমিনীয়াধিকারলক্ষণে প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তমপি ব্রতচ্যুতানাং নৈষ্ঠিকানাং ন সম্ভবতি; কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ, "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মম্" ইত্যাদিস্মৃতৌ তেষাং পাতিত্যস্যোক্তত্বাৎ, প্রায়শ্চিত্তস্যাপি অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

জৈমিনীয় অধিকার লক্ষণে যে, ব্রতভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকদিগের সম্বন্ধে তাহাও সম্ভব হয় না; কারণ? যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিত্তাভাব উভয়ই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪১॥]

অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকাদীনাং তদ্‌ভ্রষ্টানাং ন সম্ভবতি; কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং প্রচ্যুতানাং পতনস্মৃতেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাসম্ভবাৎ—

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তাহাদেরও ত অধিকার সম্ভব হইতে পারে। কারণ, অধিকারীর লক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে; যথা, 'অবকীর্ণীর (ব্রত-ভ্রষ্টের) পশুও তদ্রূপ' (*) ইতি। অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিরও যখন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর, তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহারও ব্রহ্মবিদ্যায় অবশ্যই অধিকার হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"নচাধিকারিকম্" ইত্যাদি।

ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও সম্ভবপর হয় না; কারণ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব,—অর্থাৎ 'যে দ্বিজ নৈষ্ঠিক

(*) তাৎপর্য্য—'অবকীর্ণী' অর্থ—ক্ষতব্রত, "অবকীর্ণী ক্ষতব্রতঃ" ইত্যমরঃ। যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকব্রত অর্থাৎ যে ব্রত অবলম্বন করিলে আজীবন তাহা পালন করিতে হয়, সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি বুদ্ধিদোষে তাহা ত্যাগ করে; যেমন—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দার-পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহাকে "অবকীর্ণী" বলে। অবকীর্ণী চরেৎ গত্বা ব্রহ্মচারী তু মৈথুনম্। নৈঋতং পশুমালভ্য গর্দ্দভং স বিশুধ্যতি," অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইলে অবকীর্ণী হয়; তিনি নিঋতি-দৈবতক গর্দ্দভ পশু আলম্ভন করিয়া—গর্দ্দভ পশু-সাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন, এই স্মৃতি শাস্ত্রে অবকীর্ণীর সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে।

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি, যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥"
[আগ্নেয়ঃ ১৬।৫।২৩] ইতি
অতোঽধিকারলক্ষণোক্তং প্রায়শ্চিত্তম্ ইতরব্রহ্মচারিবিষয়ম্ ॥৩॥৪॥৪১॥

উপপূর্ব্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্ ॥৩॥৪॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপূর্ব্বং (উপপাতক) অপি (ও) ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ) ভাবং (প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব) অশনবৎ (মধুপ্রভৃতি সেবনের ন্যায়), তৎ (তাহা) উক্তম্ (কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—একে আচার্য্যাঃ নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যাদি-প্রচ্যবনম্ উপপূর্ব্বং—উপপাতকম্, ইতি হেতোঃ তত্র ভাবং—প্রায়শ্চিত্ত-সদ্ভাবমপি মন্যন্তে ; অশনবৎ যথা মধ্বশনাদি-নিষেধঃ তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ নৈষ্ঠিকোপকুর্ব্বাণয়োঃ সমানম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ—"উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—উপকুর্ব্বাণস্য যদুক্তং, তচ্চেৎ নৈষ্ঠিকাদীনামপি অবিরোধি, তদা উত্তরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপি সম্ভবতীতি।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতির যে, ব্রতভঙ্গ, তাহা উপপাতক (মহাপাতক নহে) ; অতএব তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। উদাহরণ—যেমন মধু-সেবনাদির নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—উভয়ের পক্ষেই তুল্য, ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও ঠিক তদ্রূপ। স্মৃতিশাস্ত্রেও একথা আছে ; যথা, 'যদি বিরুদ্ধ না হয় তবে উপকুর্ব্বাণের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সে সমুদয় হইতে পারে' ॥৩॥৪॥৪২॥]

ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী যাহা দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে পারে, এরূপ কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির গুরুতর পাতিত্য এবং তন্নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তাসম্ভব জ্ঞাপন করিতেছে কাজেই অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা অপর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকের সম্বন্ধে নহে ॥৩॥৪॥৪১॥

(*) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ। যাহারা যথারীতি গুরুগৃহে বাস করত বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাবর্ত্তন করে, অর্থাৎ দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা উপকুর্ব্বাণ ; আর যাহারা আজীবন গুরুগৃহে বাস ও তদনুবর্ত্তী নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহারা 'নৈষ্ঠিক' নামে অভিহিত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কখনও গৃহীত ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে পাতকী হন। সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থও নৈষ্ঠিকধর্ম্মেরই অন্তর্গত ; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়ম। এখানে 'আত্মঘাতী' শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকদিগের পাপ আত্মহত্যারই অনুরূপ সুতরাং অত্যন্ত গুরুতর। পক্ষান্তরে, তাহাদের পাপ আজীবন সহচর, দেহপাতে বিশ্রাম হয় ;

নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনমুপপূর্ব্বম্—উপপাতকম্, মহাপাতকেষ্বপরিগণিতত্বাৎ, ইতি তত্র প্রায়শ্চিত্তস্য ভাবং বিদ্যমানতামপ্যেকে আচার্য্যা মন্যন্তে; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকুর্ব্বাণস্য নৈষ্ঠিকাদীনাং চ সমানম্; তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ "উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি" [গৌত০ ১।৩।৪] ইতি। গুরুকুলবাসিনো যদুক্তম্, তৎ স্বাশ্রমাবিরোধ্যুত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বদিহাপি ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনে প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাপ্যস্তি ॥২॥৪॥৪২॥

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বহিঃ (বহির্ভূত) তু (কিন্তু) উভয়থাপি (উভয় প্রকারেই), স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্র হইতে) আচারাৎ (সদাচার হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ প্রায়শ্চিত্ত-সদ্ভাবনিষেধার্থঃ; উভয়থাপি—উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে চ ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতা বহিঃ ব্রহ্মবিদ্যাতঃ বহির্ভূতা অনধিকারিণ এব; কুতঃ? স্মৃতেঃ আচারাচ্চ; স্মৃতিস্তাবৎ—"প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" ইত্যাদ্যা; আচারস্তু শিষ্টজনসম্মতস্তথাবিধ এবেত্যর্থঃ॥

তু-শব্দ দ্বারা প্রায়চিত্তের সদ্ভাব পক্ষ প্রতিষিদ্ধ করা হইল। উভয়প্রকারেই অর্থাৎ নৈষ্ঠিক প্রভৃতির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক, উভয় প্রকারেই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে তাহারা বহির্ভূতই বটে; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাধুব্যবহারও ঐ প্রকারই দেখা যায় ॥৩॥৪॥৪৩॥]

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির যে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন, তাহা মহাপাতকের মধ্যে পঠিত না হওয়ায় উপপাতক; কাজেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও নিশ্চয়ই আছে। 'অশন' ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; যেমন, মধুপানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা উপকুর্ব্বাণ (যে সমস্ত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনের পর দারপরিগ্রহ করে, তাহারা) ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে, তাহারা,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য; এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও সে কথা বলিয়াছেন—'যদি বিরোধী না হয়, তবে পরবর্ত্তী আশ্রমাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য' ইতি। [ইহার অর্থ এই যে,] গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা যদি নিজ নিজ আশ্রমের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয়; অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুতি ঘটিলেও যখন প্রায়শ্চিত্তের সম্ভব আছে, তখন তাহাদেরও নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যালাভে যোগ্যতা আছে ॥৩।৪॥৪২॥

তু শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেঽপি বহির্ভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ। কুতঃ স্মৃতেঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ পতনস্মরণাৎ। যদ্যপি কল্মষনির্হরণায় কৈশ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কর্ম্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্ত ন সম্ভবতি, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা" [আগ্নেঃ ১৬৫।২৩] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। আচারাচ্চ—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকাদীন্ ভ্রষ্টান্ কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জ্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাদিকং নোপদিশন্তি; অতস্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[ইতি দশমম্ তদ্ভূতাধিকরণম্ ॥১০]

স্বামাধিকরণম্।] **স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩॥৪॥৪৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ (স্বামীর—যজমানের) ফলশ্রুতেঃ (যেহেতু ফলপ্রাপ্তির কথা শোনা যায়) ইতি (ইহা) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় আচার্য্য) [বলেন]।]

[সরলার্থঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণি উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি অথবা ঋত্বিক্কর্তৃকাণি ? ইতি চিন্তায়াং আত্রেয়-মতমাহ—"স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকাণি, ইতি আত্রেয়ো নাম আচার্য্যো মন্যতে স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাফলস্য বীর্য্যবত্ত্বস্য যজমাননিষ্ঠত্ব-শ্রবণাদিত্যর্থঃ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সে সমুদয়ের কর্ত্তা কে—ঋত্বিক্ ? না যজমান ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

যজমানই কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অধিকারী; কারণ ? যেহেতু, উপাসনার ফল যে বীর্য্যলাভ, তাহা যজমানের সম্বন্ধেই অভিহিত আছে; যজমান কর্ত্তা হইলেই সে ফল সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥৩॥৪॥৪৪॥]

দ্বিতীয় মতটির নিষেধার্থ সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিকাদির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক,—উভয়প্রকারেই ইহারা (নৈষ্ঠিকধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক সকল) ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিগণের বহির্ভূত, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী; কারণ ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন বচনানুসারে পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কর্ম্মাধিকার জন্মিতে পারে, তাদৃশ শুদ্ধি-জনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না; কারণ, "সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহা দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে। সদাচারও এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন না। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ৩।৪।৪৩।

[দশম তদ্ভূতাধিকরণ ॥ ১০ ॥]

কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্ত্তৃকাণি, উত ঋত্বিক্কর্তৃকাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকর্ত্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে; কুতঃ? ফলশ্রুতেঃ—বেদান্তবিহিতেষু দহরাদ্যুপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপস্যোদ্গীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকর্ত্তৃকত্বাসম্ভবঃ; গোদোহনাদিষু হি অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্যেনাশক্যম্; ইহ তু উদ্গাতৃকর্ত্তৃকেঽপ্যুদ্গীথে তস্যোদ্গীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (*) যজমানেনৈব কর্ত্তুং শক্যতে ॥৩॥৪॥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩॥৪॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিকের কর্ম্ম) ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য), তস্মৈ (তাহার জন্য) হি (নিশ্চয়) পরিক্রীয়তে (ক্রয় করা হইয়া থাকে)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথাদ্যুপাসনম্ আর্ত্বিজ্যং—ঋত্বিক্-কর্ম্ম, ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? হি যস্মাৎ তস্মৈ উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে যজমানেনেত্যর্থঃ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, যজমান যখন কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন; তখন উদ্গীথোপাসনাদি কর্ম্মগুলিও সেই ঋত্বিকেরই সম্পাদনীয়, যজমানের নহে ॥৩॥৪॥৪৫॥]

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলির কর্ত্তা কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার কর্ত্তা, (ঋত্বিক্ নহে); কারণ? ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কর্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন; এখানেও ক্রতুফলপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা বাধাভাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিহিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (†)।

(*) 'রসতমাদিত্বানুসং' ইতি কচিৎপাঠঃ।

তাৎপর্য্য—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কর্ত্তা নিরূপণ। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কর্ত্তা হবে কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোক্তা, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

তু শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেঽপ্যেতে বহিভূর্তা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ। কুতঃ স্মৃতেঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ পতনস্মরণাৎ। যদ্যপি কল্মষনির্হরণায় কৈশ্চিদ্বচনৈঃ প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কর্ম্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্তং ন সম্ভবতি, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা" [আগ্নেয়ে ১৬।৫।২৩] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। আচারাচ্চ—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকাদীন্ ভ্রষ্টান্ কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জ্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাদিকং নোপদিশন্তি; অতস্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[ইতি দশমম্ তদ্ভূতাধিকরণম্ ॥১০]

স্বামাধিকরণম্।] **স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩॥৪॥৪৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ (স্বামীর—যজমানের) ফলশ্রুতেঃ (যেহেতু ফলপ্রাপ্তির কথা শোনা যায়) ইতি (ইহা) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় আচার্য্য) [বলেন]।]

[সরলার্থঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণি উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি অথবা ঋত্বিক্‌-কর্তৃকাণি? ইতি চিন্তায়াং আত্রেয়-মতমাহ—"স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকাণি, ইতি আত্রেয়ো নাম আচার্য্যো মন্যতে স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাফলস্য বীর্য্যবত্তরস্য যজমাননিষ্ঠত্ব-শ্রবণাদিত্যর্থঃ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সমুদয়ের কর্ত্তা ঋত্বিক্? না যজমান? তদুত্তরে বলিতেছেন "স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

যজমানই কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অধিকারী। কারণ? যেহেতু, উপাসনার ফল যে লাভ, তাহা যজমানের সম্বন্ধেই অভিহিত আছে। যজমান কর্ত্তা হইলেই সে কথা সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥৩॥৪॥৪৪॥]

দ্বিতীয় মতটির নিষেধার্থ সূত্রে 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিকাদির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক,—উভয়প্রকারেই ইহারা (নৈষ্ঠিকধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক সকল) ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিগণের বহির্ভূত, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী; কারণ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন বচনানুসারে পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কর্ম্মাধিকার জন্মিতে পারে, তাদৃশ শুদ্ধি-জনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না; কারণ, "সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহা দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে। সদাচারও এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন না। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ৩।৪।৪৩।

[দশম তদ্ভূতাধিকরণ। ১০]

কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্ত্তৃকাণি, উত ঋত্বিক্কর্ত্তৃকাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকর্ত্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে; কুতঃ? ফলশ্রুতেঃ—বেদান্তবিহিতেষু দহরাদ্যুপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপস্যোদ্গীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকর্ত্তৃকত্বাসম্ভবঃ; গোদোহনাদিষু হি অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্যেনাশক্যম্; ইহ তু উদ্গাতৃকর্ত্তৃকেঽপ্যুদ্গীথে তস্যোদ্গীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (*) যজমানেনৈব কর্ত্তুং শক্যতে ॥৩॥৪॥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩॥৪॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিকের কর্ম্ম) ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য), তস্মৈ (তাহার জন্য) হি (নিশ্চয়) পরিক্রীয়তে (ক্রয় করা হইয়া থাকে)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথাদ্যুপাসনম্ আর্ত্বিজ্যং—ঋত্বিক্-কর্ম্ম, ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? হি যস্মাৎ তস্মৈ উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে যজমানেনেত্যর্থঃ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, যজমান যখন কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন; তখন উদ্গীথোপাসনাদি কর্ম্মগুলিও সেই ঋত্বিকেরই সম্পাদনীয়, যজমানের নহে ॥৩॥৪॥৪৫॥]

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলির কর্ত্তা কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার কর্ত্তা, (ঋত্বিক্ নহে); কারণ? ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কর্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন; এখানেও ক্রতুফলপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা বাধাভাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিহিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (+)।

(*) 'রসতমাদিত্বানুসং' ইতি কচিৎপাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কর্ত্তা নিরূপণ। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কর্ত্তা হবে কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোক্তা, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

আর্ত্বিজ্যম্—ঋত্বিজঃ কর্ম্মোদ্গীথাদ্যুপাসনম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্য মন্যতে; কুতঃ? তস্মৈ হি—প্রয়োজনায় ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে; ফলসাধনভূতস্য সাঙ্গস্য ক্রতোরুপাদানায়েত্যর্থঃ। কর্ম্মবিধিষু "ঋত্বিজো বৃণীতে" [যজুঃ০ ৬।৩।৭] "ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি" ইতি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বং ফলসাধনভূতং সাঙ্গং কর্ম্ম ঋত্বিগ্‌ভিরনুষ্ঠেয়মিত্যবগম্যতে; তদন্তর্গতানি কায়িকানি মানসানি চ কর্ম্মাণি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকাণ্যেব; ন চ শক্তাশক্ত ন

যদ্যপ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনং পুরুষার্থঃ, তথাপি ক্রত্বধিকৃতাধিকারত্বাৎ ক্রতোশ্চ সাঙ্গস্য ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বাৎ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরম্" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকক্রিয়োপযোগ

আর এ কথাও বলিতে পার না, যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদি কর্ম্মগুলি অঙ্গাশ্রিত বলিয়া যেমন যজমান তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তেমনি এখানেও কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যজমানের অধিকার সম্ভব হয় না। [ইহার কারণ এই যে,] কর্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদি স্থলে, অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক সম্পাদনের জন্য গোদোহন, অধ্বর্য্যুর (ঋত্বিক্ বিশেষের) কর্ত্তব্য সেই গোদোহন অন্যের সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; অথচ এখানে উদ্গাতা উদ্গীথ ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তা হইলেও, সেই উদ্গীথ প্রভৃতিকে যে, রসতমাদি ভাবে চিন্তা করা, তাহা ত যজমান দ্বারা অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারে ॥৩॥৪॥৪৪॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে,—"আর্ত্বিজ্যম্" ইত্যাদি।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উদ্গীথাদি উপাসনা আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিকেরই কর্ম্ম, (যজমানের নহে); কারণ? সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই অর্থাৎ ফলসিদ্ধির উপায়ভূত কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই যজমান ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ঋত্বিক্‌গণকে বরণ করে' 'ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা প্রদান করে' ইত্যাদি বাক্য জানা যাইতেছে যে, ফলসাধক কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গসমুদয় ঋত্বিক্‌গণেরই অনুষ্ঠেয়; সুতরাং তদন্তঃপাতী কায়িক ও মানসিক যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, ঋত্বিক্‌ই সে সমুদয়ের কর্ত্তা, যজমান নহে)। শক্তির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব যে, ঐরূপ কর্ত্তৃত্বের প্রযোজক, তাহা হইতে পারে না

যদিও উদ্গীথাদির উপাসনা পুরুষার্থসাধক হউক, তথাপি উহা যখন ক্রত্বধিকৃতাধিকৃত, অর্থাৎ ক্রতুতে যাহাদের অধিকার, উদ্গীথোপাসনাতেও তাহাদেরই অধিকার, অথচ প্রধানভূত ক্রতু যখন ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয়, বিশেষতঃ 'বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই বীর্য্যবত্তর হয়, এই শ্রুতিবাক্যে যখন ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুরই উপযোগী বা উপকারসাধক বলিয়া ক্রতুর

করিতে হইবে, ঋত্বিক্‌কে করিতে হইবে না। (৪) উত্তর—না—ঋত্বিক্‌কেই ঐ সমস্ত উপাসনা করিতে হইবে; যেমন কর্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদির সম্বন্ধে হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব ঋত্বিক্‌ই যজমানের হইয়া ঐ করিবেন।

বিদ্যায়াস্তদেককর্ত্তৃকত্বশ্রবণাৎ ঋত্বিক্কর্ত্তৃকাণ্যেতানি ; দহরাদিষূপাসনেষু ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বাশ্রবণাৎ, "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" [পূর্ব্ব-মীমা০ ৩।৭।১৮] ইতি ন্যায়াচ্চ ফলিকর্ত্তৃকত্বমেব ॥৩॥৪॥৪৫॥

[একাদশং স্বাম্যধিকরণম্ ॥১১॥]

সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ।]

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩॥৪॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ (অপর সহকারী উপায়ের বিধান), পক্ষেণ (সাময়িক প্রয়োগ হেতু), তৃতীয়ং (বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা—তৃতীয়—মৌন), তদ্বতঃ (বিদ্যাসম্পন্ন গৃহস্থের) বিধ্যাদিবৎ (যজ্ঞাদি বিধির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—"সহকার্য্যন্তর-বিধিঃ" ইত্যাদি।

উক্তশ্রুতৌ সহকার্য্যন্তরায় মৌনস্য বিধিরেব, নতু অনুবাদঃ ; কুতঃ ? তদ্বতঃ বিদ্যাবিশিষ্টস্য বিধ্যাদিবৎ যজ্ঞাদিবিধিবৎ ; পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ অপি মুনিশব্দস্য প্রয়োগাৎ এতৎ মৌনমপি বাল্য-পাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনম্, তচ্চান্যত্রাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়মেব ইত্যর্থঃ।

'অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া মুনি হইবেন', এই স্থলে মৌনের বিধি কিংবা অনুবাদমাত্র ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যার সম্বন্ধে যজ্ঞাদিবিধানের ন্যায় মৌনাখ্য অপর একটি সহকারী সাধনেরও বিধি বুঝিতে হইবে, উহা অনুবাদ নহে ; ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানীতেও মুনি শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় একটি সাধন জ্ঞানানুশীলন স্বরূপ ; কিন্তু তূষ্ণীম্ভাবমাত্র নহে ॥৩॥৪॥৪৬॥]

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ

কর্ত্তাকেই উহার কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং 'দহরাদি' উপাসনায়ও যখন ঋত্বিকেরই কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন ক্রতুর কর্ত্তা—ঋত্বিক্‌ই উহার কর্ত্তা, (যজমান নহে)। বিশেষতঃ 'শাস্ত্রোক্ত ফল প্রয়োগ কর্ত্তারই (কর্ম্মানুষ্ঠাতারই হয়,' এই নিয়ম হইতেও জানা যায় যে, ফলভাগী ঋত্বিকেরই উপাসনা-কর্তৃত্ব, যজমানের নহে ॥৩॥৪॥৪৫॥

[একাদশ স্বাম্যধিকরণ ॥১১॥]

'অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া (অথবা বীতস্পৃহ হইয়া) বাল্যে অবস্থান করিবেন, তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অধিগত হইয়া মুনি (মননশীল) হইবেন',

মৌনমপি বিধীয়তে? উতানূদ্যতে? ইতি বিশয়ে—মৌন পাণ্ডিত্যশব্দয়ো জ্ঞানার্থত্বাৎ, "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি বিহিতস্যৈব জ্ঞানম্ "অথ মুনিঃ" ইত্যনূদ্যতে; বিধিশব্দো নহ্যত্র শ্রূয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ—ইতি। তদ্বতঃ বিদ্যাবতঃ; বিধ্যাদিবৎ—বিধীয়তে ইতি যজ্ঞাদিঃ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মঃ শমদমাদিশ্চ বিধিশব্দেনোচ্যতে; আদিশব্দেন শ্রবণ-মননে গৃহ্যেতে। সহকার্য্যন্তরবিধিরিত্যত্রাপি বিধীয়ত ইতি বিধিঃ, সহকার্য্যন্তরং বিধিশ্চেতি সহকার্য্যন্তরবিধিঃ; এতদুক্তং ভবতি—যথা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা "শান্তো দান্তঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৩] ইত্যাদিনা চ সহকারী যজ্ঞাদিঃ শমদমাদিশ্চ বিধীয়তে; যথা চ "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"

এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের যেরূপ বিধান, তদ্রূপ মৌনেরও বিধান কি না? এইরূপ সংশয় মনে হইতেছে যে, মৌন ও পাণ্ডিত্য উভয় শব্দেরই অর্থ যখন জ্ঞান, তখন 'পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য' কথায়, যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, 'অথ মুনিঃ' কথায় সেই জ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ করা হইতেছেমাত্র; বিশেষতঃ এখানে বিধিবোধক কোন শব্দও নাই, (আছে কেবল 'অথ মুনিঃ' শব্দমাত্র)। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" ইতি (*)।

তদ্বানের—বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞাদিবিধির ন্যায় এখানে মৌনও নিশ্চয়ই বিহিত হইয়াছে 'বিধ্যাদিবৎ'—এই 'বিধি' শব্দের অর্থ—যাহা বিহিত হয়; সুতরাং 'বিধি' শব্দে সমস্ত আশ্রমধর্ম্ম এবং শম দমাদি সাধন সমুদয়ও বুঝাইতেছে। 'আদি' শব্দে, শ্রবণ ও মনন গৃহীত হইতেছে। 'সহকার্য্যন্তরবিধিঃ' এই স্থলেও 'বিধি' অর্থ—বিহিত—বিধির বিষয়; সহকার্য্যন্তর-বিধি অর্থ—যাহা বিধিবিহিত, অথচ স্বতন্ত্র একটি সাধন। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'শান্ত ও দান্ত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে যেমন সহকারী রূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং শমদমাদিও বিহিত

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'সহকার্য্যন্তরবিধি' অধিকরণ। ইহা ৪৬—৪৮ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ বিষয়—বিদ্যার্থীদিগের সম্বন্ধে কথিত মৌন—"অথ মুনিঃ" এই শ্রুতি কথিত মৌন। সংশয়—বিদ্যার্থীর সম্বন্ধে কি ইহা বিধি? অথবা অনুবাদ মাত্র। পূর্ব্বপক্ষ—ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে। (৪) উত্তর—না,—ইহা বিধিই বটে, অনুবাদ নহে; কারণ, অন্যত্র ইহার বিধান দৃষ্ট হয় না; সুতরাং অন্যত্র অপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবাদ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনানুশীলন করাও মুমুক্ষুর একান্ত আবশ্যক।

[বৃহদা০ ৪।৪।৫] ইতি শ্রবণ-মননে চার্থপ্রাপ্তে বিদ্যাসহকারিত্বেন গৃহ্যেতে; তথা "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যাদিনা পাণ্ডিত্যম্, বাল্যম্, মৌনমিতি ত্রিতয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্য্যন্তরং বিধীয়তে ইতি।

মৌনং চ পাণ্ডিত্যাদর্থান্তরমিত্যাহ—পক্ষেণেতি। মুনি-শব্দস্য পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ মৌনং পাণ্ডিত্য-বাল্যয়োর্দ্বয়োস্তৃতীয়ম্। যদ্যপি "অথ মুনিঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যত্র বিধিপ্রত্যয়ো ন শ্রূয়তে; তথাপি মৌনস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়ত্বমঙ্গীকরণীয়ম্—অথ মুনিঃ স্যাৎ—ইতি। ইদং চ মৌনং শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থাৎ মননাদর্থান্তরভূতম্ উপাসনালম্বনস্য পুনঃ পুনঃ সংশীলনং তদ্ভাবনারূপম্।

হইয়াছে; এবং "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ শ্রবণ ও মনন বিহিত আছে, তেমনি "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' ইত্যাদি বাক্যেও পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন, এই তিনটি সাধনই পৃথগ্‌ভাবে বিদ্যার সহকারীরূপে বিহিত হইতেছে।

উক্ত শ্রুতির মৌন ও পাণ্ডিত্য যে, একই পদার্থ নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তৎ-প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন —"পক্ষেণ" ইতি। উত্তমরূপে মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ব্যাস প্রভৃতি ঋষিতেও মুনি-শব্দের পাক্ষিক প্রয়োগ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এই 'মৌন' তুষ্ণীম্ভাব নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে—বাল্য ও পাণ্ডিত্য—এই দুইটির তুলনায় তৃতীয় স্বতন্ত্র একটী সাধন।

যদিও "অথ মুনিঃ" বাক্যে বিধিপ্রত্যয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না বটে, তথাপি অন্যত্র কোথাও মৌনের বিধি না থাকায় বাক্যে 'মুনিঃ স্যাৎ' (মুনি হইবে) এইরূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে। শ্রুতার্থ ধারণকরার জন্য যে, মননের বিধান আছে, এই মৌন তাহা হইতে স্বতন্ত্র—উপাসনার আলম্বন বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তাপ্রবাহাত্মক এবং সেই উপাস্য পদার্থেরই ভাবনাস্বরূপ (*)।

(*) তাৎপর্য্য—মৌন অর্থ—মুনির ধর্ম্ম; মুনির ধর্ম্ম—মনন; কিন্তু "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যে মননের কথা আছে, আর এই বাল্যাদি শ্রুতিতে, যে মননের উল্লেখ আছে, এই উভয় মনন এক নহে "শ্রোতব্যঃ" শ্রুতির 'মনন' অর্থ—শ্রুতার্থে যে সমস্ত বিরুদ্ধ তর্ক উপস্থিত হয়, অনুকূল তর্কের সাহায্যে সমুদয় তর্ক নিরস্ত করিয়া শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা। আর এখানে, যে মননের কথা আছে, ইহার অর্থ—উপাসনাত্মক জ্ঞান—নিদিধ্যাসনেরই নিকটবর্ত্তী কাজেই উভয়ের স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় এবং "শ্রোতব্যঃ" বাক্যে মননের বিধি থাকায়, এখানকার মৌনকে অনুবাদরূপে পরিকল্পিত করা যায় না। অতএব এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনকেও বিদ্যার সহকারী তৃতীয় সাধন রূপে বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে॥

তদেবং বাক্যার্থঃ—ব্রাহ্মণঃ—বিদ্যাবান্ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য, উপাস্য ব্রহ্মতত্ত্বং পরিশুদ্ধং পরিপূর্ণং চ বিদিত্বা, শ্রবণ-মননাভ্যামপ্রাপ্তং বেদনং প্রতিলভেতেত্যর্থঃ; তচ্চ ভগবদ্ভক্তিকৃত-সত্ত্ব-বিবৃদ্ধিকৃতম্; যথোক্তম্—"নাহং বেদৈঃ" ইত্যারভ্য—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ···জ্ঞাতুম্" [গীতা০ ১১।৫৩, ইতি। শ্রুতিশ্চ—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬। "নায়মাত্মা প্রবচনেন" [কঠ০ ২।২৩] ইত্যাদিকা। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" বাল্যস্বরূপং চানন্তরমেব বক্ষ্যতে; "বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ স্যাৎ"—বাল্য-পাণ্ডিত্যে যথাবদুপাদায় পরিশুদ্ধে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি মননশীলো ভবেৎ—নিদিধ্যাসন-রূপবিদ্যাবাপ্তয়ে। এবমেব ত্রিতয়োপাদানেন লব্ধবিদ্যো ভবতীত্যাহ—"অমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। অমৌনং মৌনেতর-সহকারিকলাপঃ তং চ মৌনং চ যথাবদুপাদদানো বিদ্যাকাষ্ঠাং তদেকনিষ্পাদ্যাং লভেতেত্যর্থঃ। "স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি উক্তাদুপায়াৎ

অতএব এই বাক্যের এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে যে,—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বিদ্যা লাভ করিয়া উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া—শ্রবণ ও মননের বারংবার অনুশীলনজাত 'বেদন' (উপাসনাত্মক জ্ঞান) প্রাপ্ত হইবেন। সেই বেদনও আবার ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিপ্রসূত সত্ত্বগুণের সমুৎকর্ষ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ও এ কথা বলিয়াছেন—'আমি বেদ ও তপস্যা দ্বারা [লভ্য হই না]' এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'কিন্তু আমি একমাত্র অনন্যবিষয়ক ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি' ইতি। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'দেবতার প্রতি যাহার পরা ভক্তি থাকে' 'শুধু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না' ইত্যাদি। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' এই বাল্য শব্দের অর্থ অব্যবহিত পরেই বলা হইবে। 'বাল্য ও পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অনন্তর মুনি হইবেন' ইহার অর্থ এইরূপ—যথাযথরূপে বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া নিদিধ্যাসনরূপ বিদ্যালাভের জন্য বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে মননশীল (চিন্তাপরায়ণ) হইবে। এই প্রকারে যথোক্ত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই তিনটির অনুশীলন করিলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিদ্যা অধিগত হয়, এই কথাই 'অতঃপর অমৌন ও মৌন, উভয়ই অধিগত হইয়া, তাহার পর ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন.' এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। 'অমৌন' অর্থ—মৌনাতিরিক্ত আর যে কিছু সহকারী সাধন আছে, তৎসমস্ত বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত অমৌন যথাযথরূপে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠাত্মক বিদ্যার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর, 'সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আর কিরূপে থাকিবেন'? অর্থাৎ যে তিনটি উপায় কথিত হইল, তদতিরিক্ত আরও কোন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? এই কথা

কিমন্যোঽপ্যুপায়োঽস্তীতি পৃষ্টে "যেন স্যাৎ, তেনেদৃশ এব" ইতি—যেন মৌনপর্য্যন্তেন ব্রাহ্মণঃ স্যাদিত্যুক্তম্, তেনৈবেদৃশঃ স্যাৎ, ন কেনাপ্যন্যে-নোপায়েনেতি পরিহৃতম্। অতঃ সর্ব্বেষ্বাশ্রমেষু স্থিতস্য বিদুষো যজ্ঞাদি-স্বাশ্রমধর্ম্মবৎ পাণ্ডিত্যাদিকং মৌন-তৃতীয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্য্যন্তরং বিধীয়তে ॥৬॥৪॥৪৬॥

অথ স্যাৎ—যদি সর্ব্বেষ্বাশ্রমেষু স্থিতানাং বিদুষাং তত্তদাশ্রমধর্ম্মসহ-কারিণী মৌনতৃতীয়সচিবা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনমুচ্যতে; কথং তর্হি ছান্দোগ্যে "অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যারভ্য "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি যাবদায়ুষং গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেণ স্থিতিদর্শনমুপপদ্যতে? অত আহ—

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নভাবাৎ (সর্ব্বাশ্রমে সদ্ভাব হেতু) তু (কিন্তু) গৃহিণা (গৃহস্থ দ্বারা) উপসংহারঃ (পূরণ করা হইয়াছে মাত্র)।]

[সরলার্থঃ—কৃৎস্নভাবাৎ—কৃৎস্নেষু আশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ, গৃহিণোঽপি তত্রাধি-কারোঽস্ত্যেব; তত এব "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" ইত্যত্র গৃহিণা উপসংহারঃ বাক্যসমাপ্তিঃ কৃতঃ। উদাহরণার্থমাত্রং তু গৃহিণঃ প্রদর্শনমিতি ভাবঃ॥

সমস্ত আশ্রমেই বিদ্যার সদ্ভাব আছে; এইজন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানে কেবল গৃহীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীর কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥]

জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন,—"যেন স্যাৎ, তেন ঈদৃশ এব" অর্থাৎ মৌন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত সাধনের সাহায্যেই ঈদৃশ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন, অপর কোনও উপায়ে নহে; এইরূপে সাধনান্তরসদ্ভাব-বিষয়ক আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আশ্রমোচিত যজ্ঞাদির ন্যায় বাল্য ও পাণ্ডিত্য এবং তদপেক্ষা তৃতীয় মৌন, এই সাধনগুলিরও অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে ॥৩॥৪॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে যদি সর্ব্বাশ্রমস্থিত বিদ্বানের সম্বন্ধেই সেই সেই আশ্রমধর্ম্মসহকৃত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনসমন্বিত বিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদে 'সমাবর্ত্তনের পর পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে', এই হইতে 'গৃহপ্রবিষ্ট সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন,

তু-শব্দাশ্চান্যং ব্যাবর্ত্তয়তি; কৃৎস্নভাবাৎ—কৃৎস্নেষু ভাবাৎ, কৃৎস্নেষ্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ গৃহিণোঽপ্যস্তীতি তেনোপসংহারঃ; তস্মাৎ সর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থো গৃহিণোপসংহার ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

তথৈতস্মিন্নপি বাক্যে "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরতি" [বৃহদা ১৫।৫।১] ইতি পারিব্রাজ্যৈকান্তধর্ম্মং প্রতিপাদ্য "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" ইত্যাদিনা পারিব্রাজ্যধর্ম্মস্থিতিহেতুক-মৌনতৃতীয়-সহকারিবিধানং প্রদর্শনার্থমিত্যাহ—

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩॥৪॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মৌনবৎ (মৌনের ন্যায়) ইতরেষাম্ (অপরাপর আশ্রমীদিগের) অপি (ও) উপদেশাৎ (শাস্ত্রোপদেশ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—"অথ মুনিঃ" ইত্যস্মিন্ বাক্যে "অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরতি" ইতি পারিব্রাজ্যধর্ম-ভিক্ষাচর্য্যেণোপসংহারোঽপি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাণাম্ উদাহরণার্থ এব; কুতঃ? মৌনবৎ ইতরেষামপি যজ্ঞাদীনাং কর্ত্তব্যতয়োপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

'অতঃপর মুনি হইবে' এই বাক্যেই যে, সন্ন্যাসিধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যের দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, উহা কেবল উদাহরণমাত্র কারণ, মৌনের ন্যায় যজ্ঞাদি অপর সমস্ত ধর্ম্মেরও কর্ত্তব্যতার উপদেশ রহিয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসেন না' এই পর্য্যন্ত বাক্যে যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের কথা বলা আছে, তাহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন "কৃৎস্নভাবাত্তু" ইত্যাদি

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত আশ্রমীরই বিদ্যানুশীলনে অধিকার আছে; সুতরাং গৃহস্থেরও আছে; এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল গৃহস্থ দ্বারা প্রকরণের উপসংহার বা পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক আশ্রমীর উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপে কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, উহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥

উল্লিখিত বাক্যের ন্যায় এখানেও বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রাহ্মণ পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ এবং স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন'। এখানে সন্ন্যাসাশ্রমের অব্যভিচারী ধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যার উপদেশ করিয়া, তাহার পর যে, "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্" ইত্যাদি বাক্যে পারিব্রাজ্য-ধর্ম্মরক্ষার মূলীভূত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই ত্রিবিধ বিদ্যাসহকারী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল উদাহরণার্থমাত্র ইহা হইতেই অপরাপর সাধনেরও উপাদেয়তা বুঝিয়া লইতে হইবে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"মৌনবৎ" ইত্যাদি ॥

সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তস্য ভিক্ষাচরণপূর্ব্বক-মৌনোপদেশঃ সর্ব্বেষামাশ্রম-ধর্ম্মাণাং প্রদর্শনার্থঃ। কুতঃ? এবংবিধমৌনোপদেশবদিতরেষামাশ্রমিণা-মপি "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো° ২।২৩।১] ইত্যারভ্য "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃত-ত্বমেতি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপদেশাৎ। উপপাদিতশ্চ পূর্ব্বমেব ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ সর্ব্বাশ্রমিসাধারণ ইতি। অতঃ সুষ্ঠূক্তং যজ্ঞাদি-সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মবৎ মৌন-তৃতীয়ঃ পাণ্ডিত্যাদির্বিদ্যাসহকারিত্বেন বিধীয়ত ইতি ॥৩॥৪॥৪৮॥

[ইতি দ্বাদশং সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ॥১২॥]

অনাবিষ্কারাধিকরণম্।] **অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥৩॥৪॥৪৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্ (নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া) অন্বয়াৎ (যেহেতু উহার সহিতই বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ)।]

[সরলার্থঃ—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যত্র বাল্যং—বালভাবঃ; তৎ কিং কামচারিত্বম্? উত স্বমাহাত্ম্যানাবিষ্করণম্? ইত্যাহ—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি।

বিদ্বান্ স্বমাহাত্ম্যম্ অনাবিষ্কুর্ব্বন্ অপ্রকাশয়ন্ দম্ভাদিরাহিত্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যর্থঃ; কুতঃ? অন্বয়াৎ, দম্ভাদিরাহিত্যরূপস্য স্বমহিমানাবিষ্করণস্যৈব বিদ্যয়া অন্বয়াৎ—নিয়তসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ॥

"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বালভাবে অবস্থান করিবে), এখানে বাল্য অর্থ কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা? অথবা দম্ভাদিরাহিত্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি।

এখানে বাল্য—বালভাব অর্থ—নিজের জ্ঞানগৌরবাদি অভিমান প্রকাশ না করা; কেন না, দম্ভাদিশূন্যতার সহিতই বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে; অতএব 'বাল্য' শব্দের ঐরূপ অর্থই সঙ্গত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥]

সর্ব্ববিধ বাসনাবিহীন একমাত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই যে, ভিক্ষাচরণ ও মৌনব্রতাচরণের উপদেশ; বুঝিতে হইবে যে, তাহা অপরাপর সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কর্ত্তব্যতাপ্রদর্শনের নিদর্শন মাত্র; কারণ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" পর্য্যন্ত বাক্যে ঈদৃশ মৌনবিধির ন্যায় অপরাপর যে সমস্ত আশ্রমি-ধর্ম্ম আছে, সে সমুদয়কেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে; আর 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটি যে, সর্ব্বাশ্রমি-সাধারণ অর্থাৎ সাধারণতঃ সর্ব্বাশ্রমীরই বোধক, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। অতএব আশ্রমানুযায়ী যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্ম্মের ন্যায় বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনকেও যে, বিদ্যার সহকারী কারণরূপে বিহিত বলা হইয়াছে, সে কথা সঙ্গতই হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

[দ্বাদশ সহকার্য্যন্তরবিধি অধিকরণ ॥ ১২ ॥]

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যত্র বিদুষ বাল্যমুপাদেয়তয়া শ্রুতম্ বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যম্; বালভাবস্য বয়োঽবস্থাবিশেষস্যানুপাদেয়ত্বাৎ কর্ম্মৈবেহ গৃহ্যতে। তত্র কিং বালস্য কর্ম্ম—কামচারাদিকং সর্ব্বং বিদুষোপাদেয়ম্? উত দম্ভাদিরহিতত্বমেব? ইতি বিশয়ে, বিশেষাভাবাৎ সর্ব্বমুপাদেয়ম্; নিয়মশাস্ত্রাণি চ বিশেষ-বিধিনানেন বাধ্যন্ত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ---]

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। বালস্য যৎ স্বভাবানাবিষ্কাররূপং কর্ম্ম, তৎ উপাদদানো বর্ত্তেত বিদ্বান্। কুতঃ? অন্বয়াৎ—তস্যৈবান্বয়াৎ। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যস্মিন্ বিধৌ তস্যৈব হি অন্বয়সম্ভবঃ; ইতরেষাং বিদ্যা বিরোধিত্বশ্রবণাৎ—

'সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য শেষ করিয়া বাল্যে—বালভাবে অবস্থান করিবেন' শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানের বালভাব (বাল্য) গ্রহণীয় বলিয়া শ্রুত আছে। বাল্য অর্থ—বালকের স্বভাব, অথবা কর্ম্ম, দুইই ধরা যাইতে পারে; তন্মধ্যে বয়সের অবস্থাবিশেষরূপ যে, বালভাব, তাহা ত আর ইচ্ছামাত্রে সম্পাদন করা যাইতে পারে না; সুতরাং এখানে বালকের কর্ম্মই 'বাল্য' শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বালকের কর্ম্ম যে, স্বেচ্ছাচারাদি তৎসমস্তই কি বিদ্বানের গ্রহণীয়? অথবা কেবল দম্ভাদিরাহিত্য মাত্র গ্রহণীয়? এইরূপ স্থলে, যখন কোনপ্রকার বিশেষাবধারণের কারণ দেখা যাইতেছে না, তখন সমস্ত কর্ম্মই গ্রহণ করা উচিত; আর স্বে চ্ছাচারিতার নিবারক যে সমস্ত নিয়মশাস্ত্র আছে, সেগুলিও এই বিশেষ-বিধি দ্বারাই বাধিত হইয়া যাইবে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি (*)।

বালকের যে, স্বভাব বা স্ব-মাহাত্ম্য প্রকাশ না করা রূপ কর্ম্ম, বিদ্বান্ কেবল সেই কর্ম্মটিই গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন। কারণ? যেহেতু অন্বয়—তাহার সহিতই সম্বন্ধ রহিয়াছে

(*) তাৎপর্য্য—এই অনাবিষ্কারাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" শ্রুতির 'বাল্য' পদের অর্থ সংশয়—বাল্য অর্থ কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা অথবা বালকের ন্যায় দম্ভাদি-রাহিত্য? পূর্ব্বপক্ষ—এখানে যখন বিশেষ ভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই, তখন বালকের সমস্ত কর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে; (৪) উত্তর—না, যথেচ্ছাচারিতার গ্রহণ করিতে হইবে না, পরন্তু দম্ভাহঙ্কারাদি-রাহিত্যই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, বিদ্বানের পক্ষে যথেচ্ছাচারিতা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিষিদ্ধ আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারাদি রহিত হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"
[কঠ০ ২।২৪]

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইত্যাদিষু ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ইতি ত্রয়োদশম্ অনাবিষ্কারাধিকরণম্ ॥১৩॥]

ঐহিকাধিকরণম্।]　**ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে,**
তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—ঐহিকং (ইহকালেই হয়) অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে (অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অপর কোন-প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে।]

[সরলার্থঃ—দ্বিবিধা বিদ্যা—অভ্যুদয়ফলা, নিঃশ্রেয়সফলা চ। তত্র অভ্যুদয়ফলা বিদ্যা কিং উৎপত্ত্যানন্তরমেব—ঐহিকমেব ফলং বিধত্তে? উত কালান্তরে? এবং সন্দিহ্যাহ—"ঐহিকম্" ইত্যাদি।

অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে প্রবলপ্রতিবন্ধকে অবিদ্যমানে সতি ঐহিকং ইহলোকে এব ফলপ্রদং ভবতি, প্রতিবন্ধকসদ্ভাবে তু কালান্তরেঽপি ইতি নিয়মাভাব ইত্যর্থঃ।

বিদ্যা দুইপ্রকার—অভ্যুদয়ফলজনক, আর মুক্তিফলজনক, তন্মধ্যে সন্দেহ এই যে, অভ্যুদয়ফলক বিদ্যার ফল কি বিদ্যালাভের পরক্ষণে ইহলোকেই হয়? অথবা কালান্তরে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন "ঐহিকং" ইত্যাদি।

অপর কোনও প্রবল কর্ম্ম প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহকালেই—বিদ্যার পরক্ষণেই ফল হয়, আর প্রবল প্রতিবন্ধক থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক কর্ম্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে পর ইহার ফল হয়; সুতরাং এ বিষয়ে কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ॥৩॥৪॥৫০॥]

কেন না, 'যে লোক দুশ্চরিত হইতে অ-বিরত নয় অর্থাৎ (বিরত), অশান্ত নয়, অসমাহিত নয়, এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে (পরমপুরুষকে) লাভ করে,' এবং 'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রেও বালকোচিত অন্যান্য কর্ম্মগুলি বিদ্যাবিরোধী বলিয়া কথিত হওয়ায় "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" বাক্যেও কেবল সেই স্ব-মহিমার অপ্রকাশনরূপ কর্ম্মেরই অন্বয় লাভ সম্ভাবিত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ত্রয়োদশ অনাবিষ্কারাধিকরণ ॥১৩॥]

দ্বিবিধা বিদ্যা—অভ্যুদয়ফলা, মুক্তিফলা চ। তত্রাভ্যুদয়ফলা স্বসাধনভূতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ পুণ্যকর্ম্মানন্তরমেব উৎপদ্যতে? উতানন্তরম্, কালান্তরে বা? ইত্যনিয়ম ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বকৃতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভির্হি বিদ্বান্ জায়তে; যথোক্তং ভগবতা—"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন" [গীতা০ ৭।১৬] ইতি। সাধনে নির্ব্বৃত্তে বিলম্বহেত্বভাবাদনন্তরমেব—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—ইতি। ঐহিকম্—অভ্যুদফলমুপাসনম্, অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অপ্রস্তুতে—প্রবলকর্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধেঽসত্যনন্তরং, প্রতিবন্ধে সতি তদূত্তরকালম্—ইত্যনিয়মঃ। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি প্রবলকর্ম্মান্তরেণ কর্ম্মফল-প্রতিবন্ধাভ্যুপগমঃ শ্রুতৌ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, দব বীর্য্যবত্তরম্" ইত্যুদ্গীথবিদ্যাযুক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলাপ্রতিবন্ধশ্রবণাৎ ॥৩।৪।৫০॥ [ইতি চতুর্দ্দশমৈহিকাধিকরণম্ ॥১৪॥]

বিদ্যা (উপাসনা) সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—একের ফল অভ্যুদয় স্বর্গাদি লাভ, আর অপরের ফল মুক্তিলাভ। এখানে সংশয় এই যে, উভয়প্রকার উপাসনার মধ্যে অভ্যুদয়ফলক বিদ্যা কি নিজের সাধনভূত পুণ্যকর্ম্মসমূহ দ্বারা ঠিক পুণ্যকর্ম্মোদয়ের পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়? অথবা পরক্ষণেও হয়, কালান্তরেও হয়, এবিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই? প্রাক্তন পুণ্যকর্ম্মের ফলেই যখন লোক বিদ্বান্ হয়, এবং ভগবান্ও যখন বলিয়াছেন যে, 'হে অর্জ্জুন, সুকৃতিসম্পন্ন চতুর্ব্বিধ লোক আমার ভজনা করে'; বিশেষতঃ কারণ বিদ্যমান সত্বে যখন কার্য্যোৎপত্তির বিলম্বেও কোন যুক্তি দেখা যায় না, তখন অব্যবহিত পরেই বিদ্যা-ফল উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে" ইতি (*)।

প্রবল কর্ম্মান্তররূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকিলেই অভ্যুদয়জনক বিদ্যার ফল ইহলোকে হইয়া থাকে, আর প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়ের পর ফল হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। অনিয়মের কারণ কি? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়; প্রবল কর্ম্ম দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্ব্বল কর্ম্মফল প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা শ্রুতিরও অনুমোদিত; কেন না, 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহকারে যে কর্ম্মই করা হয়, তাহাই অধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে' এই শ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যাযুক্ত কর্ম্মের ফল অপর কোনও কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত হয় না, কথিত হইয়াছে। [সুতরাং তাদৃশ বিদ্যাফলের কোনরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না] ॥৩।৪।৫০॥ [ইতি চতুর্দ্দশ ঐহিকাধিকরণ ॥১৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—এই 'ঐহিকাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অভ্যুদয়-ফলসাধক বিদ্যার ফলোৎপত্তি কাল। (২) সংশয়—ঐ বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনভূত কর্ম্ম-নিষ্পত্তির পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়, অথবা কালান্তরে

মুক্তিফলাধিকরণম্।] এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থা-
বধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৩॥৪॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এই প্রকার—অভ্যুদয়ফলের ন্যায়) মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিফলের সম্বন্ধেও নিয়ম নাই), তদবস্থাবধৃতেঃ (যেহেতু ঐরূপ ব্যবস্থাই অবধারিত আছে।]

[সরলার্থঃ—এবম্—অভ্যুদয়ফলক-বিদ্যায়া ইব মুক্তিফলায়া অপি বিদ্যায়াঃ ফলকালানিয়মঃ। কুতঃ? তদবস্থাবধৃতেঃ—প্রতিবন্ধাভাবে সত্যেব হি তদবস্থায়াঃ মোক্ষদশায়া অবধারণাদিত্যর্থঃ॥

অভ্যুদয়-ফলজনক বিদ্যার যেমন ফলকালের নিয়ম নাই, তেমনি মুক্তিজনক বিদ্যার ফলাভিব্যক্তি কালের সম্বন্ধেও কোনরূপ নিয়ম নাই; কারণ, প্রতিবন্ধকের অভাবদশাতেই মুক্তিরূপ ফল অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকিলে মুক্তিফল কখনই অভিব্যক্ত হইতে পারে না ॥৩॥৪॥৫১॥] ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতায়াং ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলাখ্যায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥৪॥

মুক্তিফলস্যাপ্যুপাসনস্য স্বসাধনভূতৈরতিশয়িতকর্ম্মভিরুৎপত্তৌ এবমেব কালানিয়মঃ, তস্যাপি পূর্ব্ববৎ প্রতিবন্ধাভাব-প্রতিবন্ধ-সমাপ্তিরূপাবস্থাব-গতেঃ—অত্রাপি তস্য হেতোঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ।

বিদ্যার সাধনরূপী সর্ব্বাতিশায়ী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মসমূহ দ্বারা মুক্তিসাধক বিদ্যার উৎপত্তি হইলে পর, তাহার ফলসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত অভ্যুদয়ফলক বিদ্যাফলেরই মত ফলগত কোনও নিয়ম নাই; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় তৎসম্বন্ধেও প্রতিবন্ধকাভাব ও প্রতিবন্ধকসমাপ্তিরূপ দুইটি অবস্থা অবধারিত আছে; কেননা, পূর্ব্বোক্ত হেতুটি ইহার পক্ষেও তুল্য (*)।

হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কারণ উপস্থিত থাকিলে যখন কার্য্যোৎপত্তির বিলম্ব হওয়া উচিত হয় না; তখন বিদ্যা-সাধন কর্ম্মনিষ্পত্তির পরক্ষণেই ফলনিষ্পত্তি হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, যদি প্রতিবন্ধক কোন প্রবল কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ফল নিষ্পত্তি হয়, আর প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্বে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'মুক্তিফলাধিকরণ'টির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তিফলক বিদ্যা ও তৎফলের কাল। (২) সংশয়—সেই বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনসমূহ নিষ্পন্ন হইবার পরক্ষণেই হয়? অথবা কালান্তরে হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ সাধন উপস্থিত থাকিলে কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া অনুচিত; সুতরাং সাধননিষ্পত্তির পরক্ষণেই মুক্তি লাভ হয়, বলিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, অভ্যুদয়ফলক বিদ্যার ন্যায় এ সম্বন্ধেও কোন ফলের নিয়ম নাই,—প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্বে হয়, আর প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবিলম্বে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তিলাভ ধ্রুব হইলেও তাহার কালসম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মভ্যো মুক্তিফল-বিদ্যাসাধনস্য কর্ম্মণঃ প্রবলত্বাৎ প্রতিবন্ধা-সম্ভব ইত্যধিকাশঙ্কা। তত্রাপি ব্রহ্মবিদপচারাণাং পূর্ব্বকৃতানাং প্রবলানাং সম্ভবাৎ প্রতিবন্ধসম্ভব ইতি পরিহারঃ।- দ্বিরুক্তিরধ্যায়-পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥৩॥৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মুক্তিফলের সাধক বিদ্যা, যে কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম যখন অপরাপর সমস্ত কর্ম্ম অপেক্ষা প্রবল, তখন কোন কর্ম্মই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; তাহারও পরিহার বা মীমাংসা এই যে, সে সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদের অপকারী পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রবল কর্ম্ম দ্বারা বাধা হওয়া অসম্ভব হয় না; [সুতরাং তাহার জন্য এই সূত্রে অতিদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে]। অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য সূত্রে 'তদবস্থাবধৃতেঃ' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩॥৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশ মুক্তিফলাধিকরণ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ে
চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥৪॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

পঞ্চম খণ্ড।
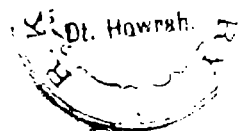
সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সমেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২২—চৈত্র।

আভাস।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, যে সময় ভারতের আপামর নরনারীগণ পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয়, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, আত্মার অবিনশ্বরত্বে অটুট বিশ্বাস, বেদবাক্যে অভ্রান্ততাজ্ঞান ও গুরুবচনে সমধিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণরত্নে অলঙ্কৃত ছিলেন; সে সময় তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয়ভাণ্ডার বেদরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়াতলে বসিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সুখে দিনযামিনী যাপন করিতেন, এবং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আপন আপন অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতেন; মনে হয়, নাস্তিকতা বলিয়া একটা কথা যেন তখন এদেশে ছিল না; কিন্তু দুর্নিবার কাল-চক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে সে শুভদিন অন্তর্হিত হইয়াগেল, সে সৌভাগ্য-সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোহময় অজ্ঞান-তিমিরের আবির্ভাব হইতে লাগিল; বিমল মানসাকাশে সংশয়ের সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিল; ক্রমে তাহাই বিপুল জলদজালে পরিণত হইয়া ভারতে ঘোরতর দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতাময় বিষম অশনিসম্পাতে সাধুহৃদয় প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই বিষম নাস্তিকতার ফলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল হইল, ভগবদ্ভক্তি চলিয়া গেল, বেদপ্রমাণ্যে সংশয় উপস্থিত হইল; দিন দিন অধর্ম্মের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল; বোধহয়, তখন হইতেই মনীষিগণের হৃদয়ে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল, এবং সমাজে দর্শনশাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল; ক্রমে ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল; কিন্তু তাহাতেও বেদ-বিদ্যার বিকৃতিভাব নিবারিত হইল না, যুগে যুগে তাহার মাত্রা বাড়িতে লাগিল—

'কিঞ্চিৎ তদন্যথাভূতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্।'

ত্রেতা-যুগেই বেদবিদ্যার বিকৃতির সূত্রপাত হয়, তখন যাহা সামান্য মাত্র ছিল, দ্বাপরে তাহারই ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইল, তখন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদবিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং—

"হর্ত্তুং তমঃ সদসতী চ বিবেক্তুমীশো মানং প্রদীপমিব কারুণিকো দদাতি"।

যিনি করুণাপরবশ হইয়া জীবগণের হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার অপনয়নের নিমিত্ত এবং সৎ ও অসৎ বস্তুর প্রভেদ জ্ঞানের জন্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থ-প্রকাশক বেদপ্রমাণ প্রচার করিয়া থাকেন; সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণ—

"তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ নিখিলান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥"

উৎসন্নপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধারের জন্য দেবগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া সত্যবতীর গর্ভে

পরাশরের ঔরসে মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নষ্টপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। তিনি কেবল বেদোদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; মন্দমতি মানবগণ যাহাতে অনায়াসে অভিমত বেদাংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য—

"ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীমুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণা ইব॥"

বিভক্ত বেদরাশি হইতে এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিটী সংহিতা সংকলন করিলেন। এই সংকলনের ফলেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস কেবল বেদোদ্ধার ও বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনি তাহার বহুল প্রচারের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক এক জনকে এক একটী বেদভাগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন—পৈল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে বেদ-বিদ্যার প্রচারবাহুল্য ঘটিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় অন্তর্হিত হইল না; বিতর্ক-বাত্যার বিষম তাড়নায় বেদরূপ ধর্ম্মকল্পতরু তখনও চঞ্চল হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বশিষ্য জৈমিনি মুনিকে বেদের পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে মীমাংসা শাস্ত্র রচনায় নিয়োজিত করিয়া আপনি স্বয়ং উত্তর ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—বেদান্তের মীমাংসা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

"চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা"।

তিনি বেদসার বেদান্ত অবলম্বনে ব্রহ্ম-নিরূপণাত্মক যে সমস্ত সূত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই সূত্র সমষ্টির নাম হইল ব্রহ্মসূত্র। শাস্ত্রে সূত্র-রচনার যেরূপ লক্ষণ নির্ণীত আছে, এই ব্রহ্মসূত্রে তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে (১); সেই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মসূত্র রচনার কালবিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ সৃষ্টির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।"

এখানে "ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ" কথায় এই বেদান্তদর্শনের সূত্রাক্ষরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থ এখানে কথিত হয় নাই। তাহার পর—

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্"

এখানে বেদ ও বেদান্তের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং নিত্যসিদ্ধ বেদান্ত—উপনিষদের কর্তৃত্ব-নির্দ্দেশও সমীচীন না হওয়ায় 'বেদান্ত'-শব্দে বেদান্তদর্শনই বুঝিতে হইবে। মহাভারতের অন্যত্রও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে ষড়্দর্শনের গুণ-দোষ নির্দ্দেশস্থলে বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

---

(১) সূত্র লক্ষণ যথা—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।" "(পদ্মপুরাণ)।

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥"

এই শ্লোকে জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণেও যে, ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। যথোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাভারত রচনার পূর্ব্বে কলি দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে যে কোন সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনটী চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফলাধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে; প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি অধিকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট জীবলিঙ্গক শ্রুতির সমন্বয়, তৃতীয় পাদে স্পষ্টলিঙ্গক ব্রহ্ম বিচার, চতুর্থ পাদে কেবল সন্দিগ্ধ পদের বিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও ন্যায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন; তৃতীয় পাদে আকাশাদির উৎপত্তি নিরূপণ; চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি-নিরূপণ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জাগ্রদাদি অবস্থাবিশিষ্ট জীবের দোষগুণাদি বিচার; দ্বিতীয় পাদে—ভগবানের নিত্য-নির্দোষত্ব ও নিখিল কল্যাণময়গুণাকরত্ব নিরূপণ; তৃতীয় পাদে শ্রুত্যুক্ত উপাসনাঙ্গ গুণ-সমূহের উপসংহার বা সংগ্রহ প্রণালী নিরূপণ, চতুর্থ পাদে উপাসনার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসকের উপাসনা প্রভাবে পূর্ব্বতন পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরভবিক পুণ্যপাপে অসংস্পর্শ বিচার; দ্বিতীয় পাদে মুমূর্ষু জীবের উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপণ; তৃতীয় পাদে উপাসকের মৃত্যুর পর উত্তরায়ণাদি পথে গতিপ্রকার নিরূপণ; আর চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার অনেকগুলি 'অধিকরণ' আছে; প্রত্যেক অধিকরণে স্বতন্ত্র এক একটী বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; সেই বিচার কোথাও একসূত্রে কোথাও বা একাধিক সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে অধিকরণসংখ্যা—১১, দ্বিতীয় পাদে—৮, তৃতীয় পাদে—১০, চতুর্থ পাদে—৮; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১০, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ৭, চতুর্থ পাদে ৮; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ২৬, চতুর্থ পাদে ১৫; চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৯, দ্বিতীয় পাদে ১১, তৃতীয় পাদে ৫, চতুর্থ পাদে ৬, মোট অধিকরণসংখ্যা ১৬৬। অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনে কতগুলি বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বেদান্তদর্শন সর্ব্বজনবিদিত; সুতরাং তাহার গুণব্যাখ্যানে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক; তবে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, মহামহিম মহর্ষি বেদব্যাসের অমৃতময় লেখনী-নিঃসৃত ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের গৌরবসম্পদ জগতে অতুলনীয়, এবং দর্শন-রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।' শতশত প্রখ্যাতযশা মহাপুরুষ ইহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া

জীবনাতিপাত করিয়াছেন; এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন বহুতর আচার্য্য ইহার উপর ভাষ্যব্যাখ্যা-প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির সার্থকতা-সম্পাদন করিয়াছেন। অধিক কি, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর বিরোধশীল সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্তদর্শনের সেবায় একমত হইয়াছেন; সকলেই আপনাদের অভিমত সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তের অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন; এরূপ সার্ব্বভৌমিক সৌভাগ্য লাভ করা বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যেই ঘটে নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

প্রচলৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি পুরাকালে ভগবান্ বোধান, দ্রমিড়, ভর্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণকর্তৃক এই বেদান্তদর্শনের উপর অনেকগুলি ভাষ্য ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য বশতই হউক, অথবা সম্প্রদায়বিচ্ছেদ বশতই হউক, দীর্ঘকাল হইতেই সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; জানি না, সেগুলি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুধীসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিবে কি না। বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব প্রভৃতির বিরচিত কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা এখনও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতেছে। বলা আবশ্যক যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়গুলিই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকেও সাম্প্রদায়িক বলা সঙ্গত হয় কি না, বিবেচনার বিষয়। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজে সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন; তিনি সাংখ্যের সুরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দর্শনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সংস্থাপনের জন্যও সমধিক যত্ন করিয়াছেন; তাঁহার সে যত্ন নিশ্চই প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; শ্রীভাষ্যের টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য স্থানে স্থানে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

যে সময় এদেশে প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে নূতন এক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিতেছিল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মরূপ প্রবল বন্যা-স্রোতে বৈদিক ধর্ম্ম-সেতুর নিয়ম-বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া যাইতেছিল, সেই ভীষণ দুঃসময়ে জ্ঞানগুরু শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ধরাধামে অবতীর্ণ হন; তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচারে দুর্জ্জয় বৌদ্ধবাদ বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি ও যুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে বেদান্তদর্শনের উপর প্রসন্ন-গম্ভীর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের বহুকাল পরে, খুব সম্ভব ৯৪০—৯৯৬ শকাব্দের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয়।

রামানুজের জন্ম—

রামানুজ চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম কেশব-সোমযাজী, মাতার নাম ভূদেবী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসম্মত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে ভগবানের শঙ্খাবতার বলা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, কোথাও

আবার অন্যরূপেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক মহিমাপ্রকাশক অনেক কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; এখানে সে সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

শৈশবে সাধু-সঙ্গ লাভ—

রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। ফল কথা, শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎজীবনের কর্ত্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামানুজ সমবয়স্ক শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন; এক দিন পথিপার্শ্বে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাঞ্চীপূর্ণনামক এক পরম ভাগবতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন; দর্শনমাত্রেই যেন উভয়ের মধ্যে কেমন একটা প্রীতির সঞ্চার হইল; লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহারাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি ভক্তপ্রবর কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই রামানুজকে দেখিতে আসিতেন, এবং সুযোগমত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন; রামানুজও একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বলা আবশ্যক যে, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশুহৃদয়ে, যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহামহীরূহে পরিণত হইয়া শোকতাপ-প্রপীড়িত শত শত নরনারীর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি-ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছিল।

যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা—

অতঃপর রামানুজের অধ্যয়নের কাল উপস্থিত হইল; তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব-প্রকাশ নামে একজন্ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন; সে সময় সে দেশে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অধ্যাপক ছিলেন না। রামানুজ প্রথমেই তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে গমন করিলেন, এবং যথারীতি শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়মধুর ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার ছটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এবং বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অলৌকিক প্রতিভাদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে লাগিল।

রামানুজ প্রধানতঃ যাদবপ্রকাশেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও পাঁচ জনকে তিনি শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) মহাপূর্ণ, (২) শ্রীশৈলপূর্ণ, (৩) গোষ্ঠীপূর্ণ, (৪) শ্রীরঙ্গনাথগুরু, ও (৫) মালাধর (ক)। ইহারাও তাঁহার গুরু সত্য; কিন্তু প্রকৃত

(ক) মহাপূর্ণ স্বীয়-সম্প্রদায়গত পঞ্চবিধ সংস্কারের উপদেশক; শ্রীশৈলপূর্ণ রামায়ণের উপদেষ্টা; গোষ্ঠীপূর্ণ রহস্যশিক্ষাদাতা; শ্রীরঙ্গনাথ দ্রমিড়োপনিষদের উপদেষ্টা; মালাধর গুরু—দ্রমিড়োপনিষদের অর্থোপদেষ্টা; আর মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ নিজসম্প্রদায়গত বার্ত্তাষট্‌কের সংবাদদাতা; এই জন্য রামানুজ তাঁহাকেও অন্যান্য গুরুর অনুরূপ ভক্তি করিতেন।

কথা বলিতে হইলে, কাঞ্চীপূর্ণকেই তাঁহার সাধনক্ষেত্রের পরম সহায় গুরু বলিতে হয়; কারণ, মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশু-হৃদয়ে প্রথমে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিভিন্ন গুরুর উপদেশ-বারিসেকে মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া বিচিত্র পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছিল মাত্র।

রামানুজের প্রতিভাস্ফুরণ—

রামানুজ যে সময় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন একদা বেদান্তদর্শন পড়িবার কালে, আচার্য্য শঙ্করকৃত "কপ্যাসং" শ্রুতির (১) ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যথিত হইলেন, এবং সবিনয়ে গুরু সমীপে নিবেদন করিলেন—গুরুদেব, 'কপ্যাসং' কথার অতি উত্তম অর্থ থাকিতে এরূপ জঘন্য অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যিনি পরমারাধ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে একটা জঘন্য কপিপুচ্ছের অধোভাগের সহিত তুলিত করা কি মহা অপরাধের কার্য্য হয় না? এ কথা শুনিবামাত্র যাদবপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য, আচার্য্যবাক্যেও অশ্রদ্ধা! এ শ্রুতির এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট অর্থ কি হইতে পারে? রামানুজ বলিলেন—হাঁ, হইতে পারে; আজ্ঞা করুন; বলিতেছি—শ্রবণ করুন; এই বলিয়া রামানুজ ঐ কথার একটী সরল, সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাহার তাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাই রামানুজ-প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম বহিঃপ্রকটন। এই ঘটনার পর হইতেই রামানুজের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে কথা যতিবর যামুনাচার্য্যেরও শ্রুতিগোচর হইল। তদবধি যামুনাচার্য্য রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

রামানুজের যামুনাচার্য্যসমীপে গমন—

যতিবর যামুনাচার্য্য যেমন রামানুজের সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ছিলেন, আচার্য্য রামানুজও তেমনি তাঁহার দর্শনে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন; কিন্তু এযাবৎ পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে যামুনাচার্য্য যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই; অন্তিম সময় সন্নিহিতপ্রায়; তখন তিনি রামানুজকে সত্বর আনয়নের জন্য কাঞ্চীতে শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্যগণ রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন; তিনিও চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল মনে করিয়া

---

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী শ্রুতি আছে—"যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্, এবমক্ষিণী।" আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—কপিঃ বানরঃ, আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন—ইতি আসং; কপেঃ আসং পুচ্ছাধোভাগঃ—কপ্যাসম্। বানরের পুচ্ছাধোভাগ প্রায়ই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সহিত পুণ্ডরীকের—পদ্মের তুলনা হইতে পারে সত্য; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ইহার অর্থ করিলেন—কং জলং পিবতীতি—কপিঃ—সূর্য্যঃ, তেন আস্যতে বিকশিতঃ ক্রিয়তে ইতি কপ্যাসং—সূর্য্যকিরণ-প্রস্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অথবা কপিঃ নালং, তত্র আস্যতে স্থীয়তে যেন, তৎ কপ্যাসং—জলজং পুণ্ডরীকমিত্যর্থঃ।

সমাগত শিষ্যগণের সঙ্গে প্রফুল্লমনে শ্রীরঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলেন, যামুনাচার্য্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; রামানুজ সে কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হইয়াও যামুনের মৃতদেহ দর্শনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; ক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যতিবরের দেহ নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহের তেজঃপ্রভা বিলুপ্ত হয় নাই; রামানুজ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—আচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলী আকুঞ্চিতভাবে রহিয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া—সমীপস্থ শিষ্য-মণ্ডলীকে তাদৃশ অঙ্গুলীসংকোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইল না। রামানুজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আচার্য্যের অভিলষিত কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে কি? শিষ্যগণ বলিলেন হাঁ, তাঁহার তিনটী কার্য্য অপূর্ণ রহিয়াছে—(১) বেদান্তদর্শনের উপর মহর্ষি বোধায়নকৃত সুবিস্তৃত বৃত্তির অনুযায়ী নাতিহ্রস্ব, নাতি দীর্ঘ একটী ব্যাখ্যাপ্রণয়ন করা; (২) ব্যাস ও পরাশর প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি প্রচার করা, এবং (৩) শঠমথন মুনিকৃত দ্রমিড়োপনিষদের একটী উত্তম ব্যাখ্যা রচনা করা। তিনি এই তিনটী বিষয় সম্পাদন করিবার কথা বারংবার বলিতেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামানুজ বলিলেন—আচ্ছা, আচার্য্যের অভিপ্রেত এই তিন কার্য্যই আমি সম্পাদন করিব। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই যামুনাচার্য্যের সঙ্কুচিত অঙ্গুলী তিনটী স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল; তদ্দর্শনে সকলেই যুগপৎ চমৎকৃত হইল; রামানুজও আপনার অঙ্গীকৃত সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন।

রামানুজের গ্রন্থপ্রণয়ন ও দিগ্বিজয়ে যাত্রা—

সংন্যাসগ্রহণই স্বকার্য্যসাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া, রামানুজ সংন্যাস অবলম্বন করিলেন এবং ক্রমে পূর্ব্ব-স্বীকৃত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিলেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা (শ্রীভাষ্য) রচনা শেষ করিয়া অভীষ্ট বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যপদেশে ৺বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া যখন সরস্বতীসদনে গমন করেন, তখন স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাহার "কপ্যাসং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের যথেষ্ট প্রশংসা ও উৎকর্ষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তদীয় বেদান্তভাষ্যের 'শ্রীভাষ্য' আখ্যা প্রদান করেন; তদবধি রামানুজের বেদান্তভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' নামে (১) পরিচিত এবং সুধীসমাজে সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিল। রামানুজ কেবল

---

(১) ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।

টীকা আর ভাষ্যে প্রভেদ এই যে, টীকাব্যাখ্যায় টীকাকারের স্বাধীনতা থাকে না, কেবল মূলের ব্যাখ্যা করাই তাহার প্রধান কার্য্য; কিন্তু ভাষ্যে ভাষ্যকর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে; ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে মূলের অতিরিক্ত কথারও অবতারণা করিতে পারেন, এবং নিজের কথারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

যামুনাচার্য্যের অভিপ্রায় পরিপূরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; স্বীয় মতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য আরো অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকৃত প্রধান কয়েকটীর নাম একটী শ্লোকে গ্রথিত আছে; শ্লোকটী এই—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যাক্রমা ইতি" ॥

এতদ্ব্যতীত আরো অনেক গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে; এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। রামানুজের অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তদনুকূল যুক্তিতর্কসমন্বিত গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হইবার পর সুধীসমাজে তাঁহার যে, কি পরিমাণে গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত একটীমাত্র শ্লোক হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। শ্লোকটী এই—

গাথা তাথাগতানাং গলতি গমনিকা কাপিলী কাপি লীনা,
ক্ষীণা কাণাদবাণী দ্রুহিণহরগিরঃ সৌরভং নারভন্তে।
ক্ষামা কৌমারিলোক্তির্জগতি গুরুমতং গৌরবাদ্ দূরবান্তম্,
কা শঙ্কা শঙ্করাদের্ভজতি যতিপতৌ ভদ্রবেদীং ত্রিবেদীম্ ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—

রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কথার যৌগিকার্থ এইরূপ—দ্বিধা ইতং—দ্বীতম্, তস্য ভাবঃ দ্বৈতম্, "দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে"। ন দ্বৈতং অদ্বৈতং—ভেদাভাবঃ। বিশিষ্টস্য—চেতনাচেতনসমন্বিতস্য অদ্বৈতং=বিশিষ্টাদ্বৈতম্। অথবা দ্বয়োর্ভাবঃ—দ্বিতা, দ্বিতৈব দ্বৈতং—(স্বার্থে ষ্ণঃ) ভেদঃ, ন দ্বৈতম্ অদ্বৈতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যমিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে—স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং চ ব্রহ্মণী, তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্মণোঃ অদ্বৈতং—বস্তুতোঽভেদঃ=বিশিষ্টাদ্বৈতম্, তন্নির্ণায়কো বাদঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম; আর দ্বৈত অর্থ—ভেদ, অদ্বৈত অর্থ—তাহার বিপরীত—অভেদ বা একত্ব; বাদ অর্থ—সিদ্ধান্ত; ইহার সম্মিলিত অর্থ হইতেছে—চেতনাচেতনবিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন যে,—ব্রহ্ম দ্বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট, এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম – বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। প্রলয়কালীন ব্রহ্ম সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় চেতনাচেতন সমস্তই সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, আর সৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় সূক্ষ্ম চেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাবে আবার তাঁহাতেই অবস্থান করে। চেতনাচেতন পদার্থনিচয় হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা; শরীর কখনই শরীরী আত্মা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না, এবং শরীর ও শরীরীর একত্ব ব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ; সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব নিরূপণ কখনই অশোভন হইতে পারে না। বৃক্ষ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার শাখা-পল্লবাদি অংশগুলি অনেক; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই বৃক্ষের একত্ব ব্যবহার হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরমপুরুষ নারায়ণের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবংবিধ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের সিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থসংকলন—

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে মৌলিক পদার্থ তিনপ্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়বর্গ), ও (৩) ঈশ্বর, "ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।" এই তিনটী পদার্থ—'তত্ত্বত্রয়' নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ—অনন্ত জীবাত্মা; অচিৎ—জড়স্বভাব নিখিল জগৎ; আর নিখিল কল্যাণগুণাকর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি স্বতঃপ্রকাশ জগৎপ্রভু নারায়ণ হইতেছেন ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম—শ্রীহরির রূপ; তিনি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময়; ঐ অনন্তজীব ও জগৎ তাঁহার শরীর, এবং তিনি সেই শরীরের একমাত্র স্বামী—আত্মা; বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে"—হে প্রভো, এই বিশাল জগৎ তোমার শরীর। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমর্থনের জন্য আচার্য্য রামানুজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ভাষ্যমধ্যে স্বসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈতশ্রুতির অবিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি সবিশেষভাব। (৪) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ববাদ খণ্ডন। (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—অবিদ্যা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তদুপায়—বিদ্যা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষসাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত অবিদ্যা বা মায়াবাদ খণ্ডন। (১১) অনির্ব্বচনীয়তাবাদ খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি।

রামানুজ স্বরচিত ভাষ্যমধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির অতি উত্তমরূপে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আলোচনা—

অনেকে মনে করেন, আচার্য্য রামানুজই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্ব্বপ্রথম প্রচারক; তিনিই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এইরূপ একটী অভিনব মতবাদ জনসমাজে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষ্য ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া আপনার সেই মতেরই দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে; কারণ, আচার্য্য রামানুজ যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন; সেই স্মরণাতীত সময় হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার সূক্ষ্ম সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, ভগবান্ বোধায়নও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বনেই বেদান্তদর্শনের উপর এক প্রকাণ্ড বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা এখন কাল-কবলে পতিত হইলেও রামানুজের কথা হইতেই তাহার তদানীন্তন অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্যারম্ভের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বোধায়ন এই ব্রহ্মসূত্রের উপর যে, বিস্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বৃত্তিরই সংক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি সেই বোধায়নবৃত্তির মতানুসরণপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিব' ("ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে") ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন নিশ্চয়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন; নচেৎ তাঁহার মতানুসারী রামানুজ কখনই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারিতেন না। অবশ্য একথা বলা অসঙ্গত হয় না যে, এই বৃত্তিকার বোধায়ন কে বা কোন সময়ের লোক, এবং শ্রৌতসূত্রকার বোধায়ন ও এই বোধায়ন এক কি ভিন্ন, অথবা বোধায়ন নামে বৃত্তিকার কেহ আদৌ ছিলেন না; আচার্য্য কেবল নিজব্যাখ্যার মৌলিকতা প্রখ্যাপনের জন্যই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন;—এ সব কথার নিঃসংশয়রূপে জবাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব; ইহার তত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং দুরপনেয় কণ্টকাবৃত; সুতরাং আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত বাক্যভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, শঠকমন ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণও আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা সকলেই রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত ভাষ্যমধ্যে তাহাদের বাক্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের মৌলিকতা ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, রামানুজ যাঁহার ইঙ্গিতে এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বয়ং সেই যামুনাচার্য্যও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারেই তৎপর ছিলেন। তৎকৃত সিদ্ধিত্রয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন; ইহা রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নূতন নহে; আচার্য্য রামানুজ কেবল সেই চিরপরিচিত সজ্জনসেবিত মতটীকেই বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবহুল প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

শঙ্কর ও রামানুজের বিশেষত্ব—

আচার্য্য শঙ্কর যে সময় ভারতে বেদান্ত-অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল; রাজা প্রজা, মূর্খ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের গুণগৌরবে বিমোহিত ছিল; সুতরাং বিশাল বৌদ্ধধর্ম্মই তাঁহার অভিমত অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল; কাজেই তাঁহাকে বৌদ্ধবিজয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল; কিন্তু আচার্য্য রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল

প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার মতখণ্ডনেই আপনার অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্বমতসমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎপ্রমাণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন, এবং অল্পপরিমাণে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বোধ হয় সেরূপ সুযোগ পান নাই; তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনতি-প্রসিদ্ধ অনেকগুলি উপনিষদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং বিশেষ-ভাবে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইতে হইয়াছে; কাজেই তিনি ইহা দ্বারা শঙ্করমতখণ্ডনে যে, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করের বিপক্ষে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজের আসনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের প্রতিভাও যেন তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শাঙ্করভাষ্য অপেক্ষাও রামানুজের ভাষ্যব্যাখ্যা অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন; কারণ, শঙ্কর অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কিন্তু একেবারেই এ কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না; কারণ আমরা সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, সে দোষ অল্পাধিক পরিমাণে উভয় ভাষ্যেই যথেষ্ট আছে, এবং তাহা থাকাই সম্ভব; কারণ, যাহারা কোন মতবিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই হউন, আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যকমতে তাঁহাকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাদের সেরূপ ত্রুটী অপরিহার্য্য ও সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়; তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, শঙ্করের ভাষা এতই সরল, এতই মধুর ও গম্ভীর যে, তাহাতে কেহই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু রামানুজের ভাষা সে সৌভাগ্য-সম্পদ্ লাভ করিতে পারে নাই।

উভয় মতের পার্থক্য—

প্রধানতঃ যে কয়টী বিষয় লইয়া শঙ্করের সহিত রামানুজের মতভেদ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(১) শঙ্কর বলিয়াছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয়—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যে, এক ও অদ্বিতীয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিরংশ নহে; এবং তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎই তাহার স্বগত ভেদ।

(২) শঙ্কর বলিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তিনি সাক্ষিবৎ উদাসীন, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নহে—সগুণ; তিনি জ্ঞান, আনন্দ ও দয়াপ্রভৃতি নিখিল সদ্গুণের আকর; এবং তিনি নির্বিশেষও নহে—সবিশেষ; জ্ঞান ও আনন্দপ্রভৃতিই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম, এবং চেতনাচেতনসমন্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষণভূত—শরীর; আর নির্গুণত্বাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হেয় প্রাকৃতিক-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে; সুতরাং সে সমুদয় শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না।

(৩) শঙ্কর বলিয়াছেন—দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াময়; সেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও অনির্ব্বচনীয় তুচ্ছ পদার্থ।

রামানুজ বলিয়াছেন—এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা—রজ্জু-সর্পবৎ অসত্য নহে; ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আর ব্রহ্মশক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তখন তাহাও কখনই মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না।

(৪) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—জীব কখনই ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, এবং স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত নহে; পরন্তু জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, ব্রহ্মেরই অংশ বটে; কিন্তু সমস্বভাব নহে—জীব অণু বা ক্ষুদ্র, আর ব্রহ্ম বিভু বা অতি মহান্; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগতের কর্ত্তা। তাহার পর 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে।

(৫) শঙ্কর বলিয়াছেন—ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগমে জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যখন ব্রহ্মেরই অংশ, এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন, তখন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না; জীব এখনও যেমন পৃথক্ আছে, চিরকালই তেমনি পৃথক্ থাকিবে; মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করাই তাহার বিশেষ লাভ।

(৬) শঙ্কর বলিয়াছেন—"তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্য শ্রবণে, যে বিশুদ্ধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ সংস্কাররাশি বিনষ্ট করিয়া দেয়; জীব তখন আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করে—'অহং ব্রহ্মাস্মি', তাহাই তাহার মুক্তি-অবস্থা।

রামানুজ বলিয়াছেন—ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা ভক্তিই জীবের একমাত্র মুক্তিসাধন; ভক্তি-সেবিত ভগবৎ-প্রসাদে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না,—জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্; জীব অধীন দাস—আর ব্রহ্ম তাহার সেব্য প্রভু; দাস হইয়া আপনাকে প্রভু মনে করা মহা অপরাধের কারণ হয়। যে জীব ভ্রান্তিবশে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজদ্রোহী প্রজার ন্যায় তাহাকেও সুদীর্ঘ শাস্তি ভোগ

করিতে হয়, মুক্তি ত দূরের কথা! 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যের অর্থ—'তুমি তাঁহার' [দাস বা সেবক], আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যটি কেবল সাধকের উৎসাহবর্দ্ধক স্তুতিবাদ মাত্র, বাস্তবিক ঐক্যোপদেশক নহে।

(৭) শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞান—একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন; সেই মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে।

রামানুজ বলিয়াছেন—মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে; মায়া হইতেছে ভগবৎ-শক্তি, ভগবানে আশ্রিত; আর অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই বিমোহিত করিয়া রাখে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অজ্ঞানই জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখে, আবার ভক্তিলব্ধ ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৮) শঙ্কর বলিয়াছেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র সাধন, তদ্ভিন্ন মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—জ্ঞানও মুক্তিলাভের সহায় বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়; ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসাযুজ্যাদিরূপ মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়।

(৯) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়, এবং দেহপাতের পর লৌকিক সুখদুঃখের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবের জীবন্মুক্তিবাদ একটা কথামাত্র; বস্তুতঃ দেহসত্ত্বে কখনই কাহারো মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না, এবং দেহপাতের পরও মুক্ত জীব জীবই থাকে, কখনই ব্রহ্ম হইয়া যায় না; তখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগে কৃতার্থ হইয়া সর্ব্ববিধ ভয় বিনির্ম্মুক্ত হয়; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও এই তত্ত্বই প্রতিপাদন করিতেছে।

(১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনলাভ, মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষের ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধনের আনন্তর্য্য; অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি হয়, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—হাঁ, 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বটে; কিন্তু তা' বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য অর্থ নহে; পরন্তু—কর্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে অনিত্যতাপ্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

(১১) শঙ্কর বলিয়াছেন—জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত পূর্ব্বমীমাংসা আর বেদব্যাসকৃত চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটী পৃথক্ শাস্ত্র; সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারো অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—এ দুইটী কখনও পৃথক্ শাস্ত্র নহে; পরন্তু উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটী শাস্ত্র; একইমীমাংসাশাস্ত্র জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় এবং

ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসার চারি অধ্যায় লইয়া—ষোড়শাধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে মাত্র—একটীর নাম—পূর্ব্বমীমাংসা, অপরটীর নাম—উত্তর-মীমাংসা, ইত্যাদি। আরও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে সূত্রব্যাখ্যায়ও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই ; এমন অনেক সূত্র আছে, যেখানে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজের ব্যাখ্যার কিছুমাত্র সমতা নাই (১) ; কেবল ব্যাখ্যায় কেন, সূত্রের উপরও ইহাদের মতভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; শঙ্কর যাহাকে একটী সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ আবশ্যক মতে তাহাকে দুইটী স্বতন্ত্র সূত্রে পরিণত করিয়াছেন (২) ; আবার শঙ্করের মতে যেটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, স্থলবিশেষে রামানুজের মতে তাহা সিদ্ধান্ত সূত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপর আবার অধিকরণরচনা লইয়াও উভয় মতে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।—শঙ্কর যতগুলি সূত্র লইয়া একটী অধিকরণ রচনা করিয়াছেন ; রামানুজ তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে ন্যূনাধিক্য ঘটাইয়াছেন ; এইজন্য বেদান্তদর্শনের সূত্র ও অধিকরণের সমষ্টিসংখ্যা উভয়মতে সমান হয় না।

এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামানুজ প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই যেন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাই তিনি সর্ব্বতোভাবে শঙ্করমত খণ্ডনেই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই উপকার হইয়াছে যে, রামানুজভাষ্য (শ্রীভাষ্য) ভালরূপে বুঝিতে পারিলে শাঙ্করভাষ্য বুঝিবার পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক হয়, এবং উভয় মতের তুলনা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানুজকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

বেদান্তের শ্রীভাষ্য আচার্য্য রামানুজের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ; যত কাল উপাসকসম্প্রদায় ধরণীতল অলঙ্কৃত করিবেন, ততকাল শ্রীভাষ্যের গৌরবও সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামানুজ চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় যেরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসীম বিচারনৈপুণ্য, এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায় যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া কেবল ঐ চতুঃসূত্রীর ভাষ্য মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিনের জন্য সুধীসমাজে স্মরণীয় থাকিতেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কথাও অনেক বলিয়াছেন, উদাহরণস্থলে, দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বপাতের প্রসঙ্গটী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামানুজ বিচারমল্লতা ও ভাবপ্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাষাবিন্যাসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই ; স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা এতই জটিল হইয়াছে যে, সহজে

---

(১) "উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ।" "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।" "ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।" "দহর উত্তরেভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে।

(২) যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রটী রামানুজমতে "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ" পর্য্যন্ত ; কিন্তু শঙ্করের মতে 'প্রবৃত্তেশ্চ' অংশটী স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাহার সারসংগ্রহকেরা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে; এই কারণে ইহার আক্ষরিক অনুবাদেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তথাপি যতদূর সম্ভব, আমরা অনুবাদটীকে মূলানুযায়ী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; এবং সেইজন্যই অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্য রক্ষা বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় দার্শনিক তর্ক ও তদুপযোগী প্রচুর উপকরণ না থাকায় অগত্যা সে সব স্থলে মর্ম্মানুবাদের ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যটী সুখবোধ্য করিবার জন্য ভাষ্যমধ্যে আবশ্যকমতে 'কমা' 'সেমিকোলন' প্রভৃতি আধুনিক চিহ্নের বিন্যাস করিয়াছি; এবং ভাষ্যের যে সমস্ত অংশ অত্যন্ত দুরূহ, সে সমস্ত অংশকে সুখবোধ্য করিবার জন্য পাদটীকায় সুবিস্তৃত বহুতর টিপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রণসময়ে চারি পাঁচখানা আদর্শ পুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ স্থলই পাঠভেদে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে যে পাঠটী সঙ্গত ও বিচারসহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই পাঠটী মূলে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দিয়াছি। বিপুলকায় বিচারবহুল এই ভাষ্য হইতে সারসংকলন করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর মনে করিয়া, প্রত্যেক সূত্রের নীচে একএকটী সরলার্থ বা সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে ভাষ্যের সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভক্তপ্রবর ভাবুকচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজকৃত 'শ্রীভাষ্যের' প্রচার বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না; পঠন পাঠন ত দূরের কথা; এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ তীক্ষ্ণধী বঙ্গবাসীর চক্ষুর অন্তরালে থাকা অনুচিত মনে করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর মহোদয় বঙ্গভাষায় ইহার প্রচারে মনোযোগী হন; এবং বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্বজ্জনসেবিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' অধ্যক্ষগণের উপর ইহার মুদ্রণ ভার অর্পণ করেন। তাঁহাদের প্রযত্নে এবং প্রথিতযশা বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্যে এবং লালগোলাধিপতির প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য আজ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সুধী-সমাজে প্রচারিত হইল; এখন এতদ্দ্বারা তাঁহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও উপকার বোধ করিলেই আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন পদ্ধতি এ দেশে একেবারেই ছিল না, কাজেই কাহারও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার সুযোগ ঘটে নাই; সুতরাং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়; সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে দোষ মার্জনা করিবেন,—

যদস্থৈর্য্যং ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঙ্করতো মম।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্তবলম্বনম্॥

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা—ভবানীপুর।
ভাগবত-চতুষ্পাঠী;
১৩২২, চৈত্র।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বেদান্তদর্শনস্থ সূত্রাণাম্ অকারাদিক্রমেণ সূচী।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।

(প)

সূত্র। — অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।

ইতি সূচীপত্রং সমাপ্তম্ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

ইতি ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আবৃত্ত্যধিকরণম্।। **আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪॥১॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—আবৃত্তিঃ (বারংবার অনুষ্ঠান) অসকৃদুপদেশাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ হেতু.) ।]

[সরলার্থঃ—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি-পরম্" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদৌ বিহিতং বেদনং কিং সকৃদনুষ্ঠেয়ম্, তত্রৈব চ শাস্ত্রতাৎপর্য্যম্ ? অথবা অসকৃদনুষ্ঠেয়ম্ ? ইত্যত আহ—"আবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

বেদনস্য আবৃত্তিঃ—ফলপর্য্যন্তম্ অনুশীলনং কর্ত্তব্যম্; কুতঃ ? অসকৃদুপদেশাৎ—চিন্তাপ্রবাহাত্মক-ধ্যানরূপস্য বেদনস্য ভূয়োভূয়ঃ কর্ত্তব্যতোপদেশাদিত্যর্থঃ।

মুক্তিলাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট বেদনের বারংবারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ, শ্রুতিতে চিন্তাপ্রবাহাত্মক ধ্যানস্বরূপ বেদনের বারংবার অনুষ্ঠানের উপদেশ রহিয়াছে ॥৪॥১॥১॥]

তৃতীয়েঽধ্যায়ে সাধনৈঃ সহ বিদ্যা চিন্তিতা; অথেদানীং বিদ্যাস্বরূপবিশোধনপূর্ব্বকং বিদ্যাফলং চিন্ত্যতে। তত্র "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ড০৩।২।৯] "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" [মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইত্যাদিবেদান্তবাক্যেষু ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনতয়া বিহিতং বেদনং কিং সকৃৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, উত অসকৃদাবৃত্তমিতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্ ? সকৃৎ কৃতমিতি; "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি বেদনমাত্রস্যৈব বিধানাৎ অসকৃদাবৃত্তৌ প্রমাণাভাবাৎ।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তৎসাধন সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে; অতঃপর এখন (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিদ্যার স্বরূপগত সংশয়ভঞ্জনপূর্ব্বক বিদ্যাফল সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতেছে। তৎসম্বন্ধে সংশয় এই যে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন', 'সেই পরম পুরুষকে অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে' 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন' 'দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ [পরমাত্মাকে] দর্শন করেন' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে যে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপে 'বেদনের' (জ্ঞানের) বিধান আছে, একবার মাত্র সেই বেদন লাভ করাই কি শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ? অথবা বারংবার অনুশীলন করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, সকৃৎ-করণের অর্থাৎ একবার মাত্র অনুষ্ঠানের পক্ষই। কারণ ? যেহেতু 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল বেদনেরই বিধান আছে, (কিন্তু কতবার করিবে, তাহার উল্লেখ নাই); অধিকন্তু বারংবার জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই।

ন চাবঘাতাদিবৎ বেদনস্য ব্রহ্মাপরোক্ষ্যং প্রতি দৃষ্টোপায়ত্বাদ্ যাবৎ-কার্য্যমাবৃত্তিরিতি শক্যং বক্তুম্; বেদনস্য দৃষ্টোপায়ত্বাভাবাৎ। জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাণি বেদান্তবিহিতং চ বেদনং পরমপুরুষারাধনরূপম্; আরাধিতাচ্চ পরমপুরুষাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থাবাপ্তিরিতি হি "ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। অতো জ্যোতিষ্টোমাদিবৎ যথাশব্দং সকৃৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

আর ধান্যাদির 'অবঘাত' প্রভৃতি যেরূপ দৃষ্টোপায়—যতক্ষণ তুষাপনয়ন না হয়, ততক্ষণই অবঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ উক্ত বেদনও যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি দৃষ্ট উপায়,—যতক্ষণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ ফলটি সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণই জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ বেদন ত দৃষ্ট উপায় নহে (*)। 'জ্যোতিষ্টোম' যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম ও বেদান্ত-বিহিত জ্ঞান, এই উভয়ই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক; আরাধিত পরম পুরুষ হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ কথা "ফলমত উপপত্তেঃ" এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব বিধি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ন্যায় বেদনের অনুষ্ঠানও একবার মাত্র করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, (বারংবার অনুষ্ঠান নহে)। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"আবৃত্তিরসকৃৎ" ইত্যাদি (+)।

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; (১) দৃষ্টার্থ বা দৃষ্টসাধন, ২ অদৃষ্টার্থ বা অদৃষ্ট-সাধন। তন্মধ্যে দৃষ্টার্থ অর্থ—যাহার ফল সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায়; আর অদৃষ্টার্থ অর্থ—যাহার ফল সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায় না; অদৃষ্টার্থ ক্রিয়াগুলি পাপ-পুণ্য সমুৎপাদন দ্বারা ফলপ্রদান করে, পাপপুণ্য কাহারো লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; যেমন, স্বর্গাভিলাষীর কর্ত্তব্য 'অশ্বমেধ' যাগ একটি অদৃষ্টার্থক কর্ম্ম; এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি একবার মাত্র করিলেই হয়, বারংবার করিবার প্রয়োজন হয় না মীমাংসকগণও বলিয়াছেন—"সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", অর্থাৎ ঐজাতীয় কর্ম্মের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই শাস্ত্রের উপদিষ্ট অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম দৃষ্টার্থ, যেমন 'ধান্যাবঘাত' প্রভৃতি, সমস্তের সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম নাই। যজ্ঞীয় চরুর উপযোগী তণ্ডুলের জন্য ধান্যের অবঘাতের অর্থাৎ তুষাপনোদনের ব্যবস্থা আছে, যথা "ব্রীহীন্ অবহন্তি"; এখানে অবঘাত ক্রিয়াটি দৃষ্টার্থ; তুষ-বিযোজন করাই উহার উদ্দেশ্য সুতরাং যতক্ষণ তুষাপনয়ন না হয়, ততক্ষণই অবঘাত করিতে হয়; কাজেই সে সম্বন্ধে বার বা কালগত সংখ্যা নির্দ্দেশ করা চলে না।

আলোচ্য স্থলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মচিন্তা একবার মাত্র করিতে হয়? অথবা বারংবার করিতে হয়? অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা যদি অদৃষ্টার্থ হয়, তাহা হইলে একবার মাত্র তদনুষ্ঠান করিলেই চলিতে পারে, আর যদি দৃষ্টার্থ হয়, তাহা হইলে বারংবার তাহার অনুশীলন করিতে হইবে।

(+) তাৎপর্য্য—প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র লইয়া এই আবৃত্ত্যধিকরণটি বিরচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মচিন্তা। (২) সংশয়—এই চিন্তা কি একবার মাত্র করিতে হয়? অথবা বারংবার করিতে হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে একবার করিলেই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তখন আর বারংবার তাহার অনুষ্ঠানের

[সিদ্ধান্তঃ —]

আবৃত্তিরসকৃৎ—ইতি। অসকৃদাবৃত্তমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ; কুতঃ? উপদেশাৎ—ধ্যানোপাসনপর্য্যায়েণ বেদনশব্দেনোপদেশাৎ। তৎপর্য্যায়ত্বং চ বিদ্যুপাস্তি-ধ্যায়তীনাম্ একস্মিন্ বিষয়ে বেদনোপদেশপরবাক্যেষু প্রয়োগাদবগম্যতে। তথাহি—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" [ছান্দো০ ৩।১৮।১] ইত্যুপাসিনা উপক্রান্তোঽর্থঃ "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ" [ছান্দো০ ৩।১৮।৩,৪,৫,৬] ইতি বিদিনোপসংহ্রিয়তে; তথা "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্তঃ" [ছান্দো০ ৪।১।৪] ইত্যুপক্রমে বিদিনোক্তং রৈক্কস্য জ্ঞানম্ "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্সে" [ছান্দো০ ৪।২।২] ইত্যুপাসিনোপসংহ্রিয়তে; তথা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদিবাক্য-সমানার্থেষু বাক্যেষু "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্যঃ" [বৃহদা০ ৪।৪।৫] "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" [মুণ্ড০

পুনঃ পুনঃ বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ, (একবার মাত্র অনুশীলন নহে); কারণ? যেহেতু ঐরূপই উপদেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ ধ্যান ও উপাসনা প্রভৃতি একার্থবোধক বিভিন্ন শব্দে একই বেদনের উপদেশ করা হইয়াছে। আর ধ্যান উপাসনা প্রভৃতি শব্দগুলিও যে, বেদনেরই সমানার্থক, তাহা বেদনোপদেশক বাক্য সমূহ হইতে জানা যাইতেছে। দেখ—'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে' এই স্থলে, উপক্রমে 'উপাসনা' শব্দে, যে অর্থ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 'যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা শোভা পান এবং তাপ দান করেন' এখানে অবার 'বেদন' ("বেদ") শব্দে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে। এইরূপ 'যিনি তাঁহাকে জানেন এবং তিনি যাহাকে জানেন, আমি তাহাকে ইহা বলিলাম', এখানে আবার উপক্রমে 'বিদ্' ধাতু ('বেদ') দ্বারা রৈক্কের জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া, 'হে ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন' এই উপসংহার-বাক্যে আবার উপাসনার্থক "উপাস্সে" কথায় তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করা হইতেছে। এই প্রকার "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে' 'ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া তাহার পর সেই নিষ্কল বস্তুকে দর্শন করেন' ইত্যাদি বাক্যে আবার ধ্যানার্থক

আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর—না—একথা হইতে পারে না; কারণ, শাস্ত্রে যখন বারংবার জ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা আছে, তখন যতক্ষণে ব্রহ্মচিন্তার ফলোদয় না হয়—ভগবৎ-প্রসাদ লাভ না হয়, ততক্ষণই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব ব্রহ্মচিন্তা একবার মাত্র করিয়াই বিরত হইলে চলিবে না, বারংবার—যতক্ষণ ফললাভ না হয়, ততক্ষণই করিতে হইবে।

৩।১।৮] ইত্যাদিষু ধ্যায়তিনা বেদনমভিধীয়তে; ধ্যানঞ্চ চিন্তনম্ চিন্তনং চ স্মৃতিসন্ততিরূপম্, ন স্মৃতিমাত্রম্; উপাস্তিরপি তদেকার্থা, একাগ্রচিত্তবৃত্তিনৈরন্তর্য্যে প্রয়োগদর্শনাৎ; তদুভয়ৈকার্থ্যাৎ অসকৃদাবৃত্ত সন্ততস্মৃতিরিহ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৮] ইত্যাদিষু বেদনাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি নিশ্চীয়তে ॥৪॥১॥১॥

লিঙ্গাচ্চ ॥৪॥১॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গাৎ (তদ্‌গ্রাহক স্মৃতিবাক্য হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ তদ্‌গ্রাহক-স্মৃতিবাক্যাদপি "তদ্রূপ প্রত্যয়ে চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা" ইত্যাদিকাৎ অসকৃদাবৃত্তং বেদনমেব শাস্ত্রার্থ ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

লিঙ্গ হইতে অর্থাৎ তদ্‌গ্রাহক স্মৃতিবাক্য হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, অসকৃৎ আবৃত্ত (বারংবার অনুষ্ঠিত) বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥৪॥১॥১॥]

লিঙ্গং—স্মৃতিঃ। স্মৃতেশ্চায়মর্থোঽবগম্যতে। স্মর্য্যতে হি মোক্ষ-সাধনভূতং বেদনং স্মৃতিসন্ততিরূপম্—

"তদ্রূপ-প্রত্যয়ে চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ ধ্যানং প্রথমৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে তথা ॥"
[বিষ্ণু পু০ ৬।৭।৯১] ইতি।

তস্মাদসকৃদাবৃত্তমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ ॥৪॥১॥২॥

[ইতি প্রথমম্ আবৃত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

(নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ও 'ধ্যায়মানঃ') শব্দে সেই বেদনেরই উল্লেখ করা হইতেছে। ধ্যান অর্থ—চিন্তা; এই চিন্তা আবার স্মৃতিধারাস্বরূপ, কিন্তু কেবলই স্মৃতি স্বরূপ নহে; উপাসনা অর্থও তাহাই; কেননা, একাগ্রচিত্তে নিরন্তরভাবে উৎপন্ন বৃত্তিবিশেষেও উপাসনা-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে পরস্পর অর্থগত সাম্য থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন, 'দেবকে (পরমাত্মাকে) অবগত হইয়া জীব সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-পাশ হইতে বিমুক্ত হয়' ইত্যাদি স্থানীয় 'বেদন' প্রভৃতি শব্দেও অবিচ্ছেদে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তমান স্মৃতি-ধারাই অভিহিত হইতেছে; [অতএব জ্ঞানের আবৃত্তিই শাস্ত্রের অভিমত সিদ্ধান্ত] ॥৪॥১॥১॥

লিঙ্গ অর্থ স্মৃতিবাক্য; স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্তপ্রকার অর্থই অবধারিত হইতেছে। মোক্ষের সাধনস্বরূপ বেদন যে, স্মৃতিধারারূপ; তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে,—'সেই ধ্যেয়াকার-চিন্তায় নিমগ্ন চিত্তে যে, একাকার চিন্তাপ্রবাহ এবং বিষয়ান্তরে স্পৃহার অভাব, তাহার নাম ধ্যান; তাহা প্রাথমিক ছয়টি অঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে' ইত্যাদি। অতএব পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত বা অনুষ্ঠিত বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥৪॥১॥২॥ [প্রথম অসকৃদাবৃত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪॥১॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মা (আত্মা) ইতি (এইরূপে), তু (কিন্তু) উপগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন), গ্রাহয়ন্তি (প্রতিপাদন করিয়া থাকেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি ব্রহ্ম জীবাদর্থান্তরভূতম্, তথাপি উপাসকাঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি আত্মত্বেন ব্রহ্ম উপগচ্ছন্তি প্রতিপদ্যন্তে ; তথা "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদীনি চ শাস্ত্রাণি তৎপ্রকার-প্রকারিতয়া জীব-ব্রহ্মণোরভেদং গ্রাহয়ন্তি বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

জীব যদিও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; তথাপি উপাসকগণ আত্মস্বরূপেও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ; 'যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মারও অন্তর' ইত্যাদি শাস্ত্রে তাঁহার পার্থক্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া জীব আপনাকে ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করিবে ॥৪॥১॥৩॥]

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—কিমুপাস্যং ব্রহ্মোপাসিতুরন্যত্বেনোপাস্যম্ ? উতোপাসিতুরাত্মত্বেন—ইতি। কিং যুক্তম্ ? অন্যত্বেনেতি। কুতঃ ? উপাসিতুঃ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। অর্থান্তরত্বং চ "অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] "অধিকোপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।৪।৮] "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৭] ইত্যাদিষু উপপাদিতম্। যথাবস্থিতং চ ব্রহ্মোপাস্যম্ ; অযথোপাসনে হি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরপ্যযথাভূতা স্যাৎ—"যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি"

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উপাস্য ব্রহ্মকে কি উপাসক হইতে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা উপাসকের আত্মা—অভিন্নরূপেই উপাসনা করিতে হইবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভিন্নত্বপক্ষই। কারণ ? যেহেতু ব্রহ্ম বস্তুটি উপাসক জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ। জীব ও ব্রহ্মের ভেদসিদ্ধান্ত ইতঃপূর্ব্বেই—"অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ও "অধিকোপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের যাহা যথার্থ রূপ, তদ্রূপেই তাহার উপাসনা করা উচিত ; কারণ, উপাসনার বিষয় যদি অযথার্থ হয়, তাহা হইলে, সেই উপাসনার ফল—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিও নিশ্চয়ই অযথার্থ বা অসত্য হইবে ; কারণ, শ্রুত্যুক্ত যুক্তি হইতেছে এই যে, 'পুরুষ ইহলোক যে ভাবে উপাসনা করেন, এখান হইতে প্রয়াণের পর

[ছান্দো° ৩।১৪।১] ইতি ন্যায়াৎ; অতোঽন্যত্বেনোপাস্যমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আত্মেতি তু—ইতি। তু-শব্দোঽবধারণে; উপাসিতুরাত্মত্বে-বোপাস্যম্, উপাসিতা প্রত্যগাত্মা স্বশরীরস্য স্বয়ং যথা আত্মা, তথ স্বাত্মনোঽপি পরং ব্রহ্ম আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যর্থঃ। কুতঃ? এবং হি উপগচ্ছন্তি (*) পূর্ব্বে উপাসিতারঃ, "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি" ইতি। উপাসিতুরর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম উপাসিতারঃ 'অহম্' ইতি কথমভ্যুপগচ্ছন্তীত্যত্রাহ—গ্রাহয়ন্তি চ—ইতি। ইমমর্থমবিরুদ্ধমুপাসিতৃন্ গ্রাহয়ন্তি শাস্ত্রাণি—তান্ প্রত্যুপপাদয়ন্তীত্যর্থঃ।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা° ৫।৭।২২]

সেই ভাবই প্রাপ্ত হন; অতএব স্ব-ভিন্নরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"আত্মেতি তু" ইত্যাদি (†)।

সূত্রস্থ তু-শব্দটী অবধারণসূচক; উপাসকের আত্ম-স্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উপাসক নিজে যেমন স্বশরীরের আত্মা, তেমনি পর ব্রহ্মকেও স্বীয় আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিবে। কারণ? যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী উপাসকগণ এইভাবেই উপাসনা করিয়াছেন, যথা, 'হে দেবতে, [এখানে দেবতা অর্থ পর ব্রহ্ম,] আমি হইতেছি তোমার স্বরূপ, এবং তুমিও হইতেছ আমার স্বরূপ' ইত্যাদি। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন উপাসক হইতে স্বতন্ত্র, তখন উপাসক তাহাকে 'অহম্'ভাবে অবলম্বন করেন কিরূপে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি; কথিত সিদ্ধান্ত যে, যুক্তিবিরুদ্ধ বা অপসিদ্ধান্ত নয়, শাস্ত্র তাহা উপাসকগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন—অর্থাৎ উপাসকগণের নিকট যুক্তি দ্বারা ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন।

'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, এবং আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত

(*) এবমভ্যুপগচ্ছন্তি ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য এই আত্মত্বোপাসনাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় ব্রহ্মোপাসন। সংশয়—উপাসক ব্রহ্মকে কি আত্মরূপে উপাসনা করিবে? অথবা ভিন্নরূপে? পূর্ব্বপক্ষ - ভিন্নরূপে উপাসনা করাই ন্যায্য; কারণ, "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। উত্তর - না ভিন্নরূপে নহে, পরন্তু উপাসক আত্মস্বরূপেই তাহার উপাসনা করিবে। নির্ণয় অতএব ব্রহ্মোপাসনাস্থলেও উপাসক আত্মভাবেই ব্রহ্ম-চিন্তা করিবেন, ভিন্ন ভাবে নহে।

ইতি; তথা "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৪] "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইতি চ সর্ব্বস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাৎ তন্নিয়াম্যত্বাৎ তচ্ছরীরত্বাচ্চ সর্ব্বস্যায়মাত্মা; অতঃ স ত আত্মা; অতো যথা প্রত্যগাত্মনঃ স্বশরীরং প্রতি আত্মত্বাৎ 'দেবোঽহং মনুষ্যোঽহম্' ইত্যনুসন্ধানম্; তথা প্রত্যগাত্মনোঽপ্যাত্মত্বাৎ পরমাত্মনঃ; তস্যাপি 'অহম্' ইত্যেবানুসন্ধানং যুক্তমিতি। এবং শাস্ত্রৈরুপপাদিতং সর্ব্ববুদ্ধীনাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বেন সর্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বমভ্যুপগচ্ছন্তঃ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে" ইতি ব্যতিহারেণ (*) উক্তবন্তঃ।

এবঞ্চ "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে—অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ" [বৃহদা০ ৩।৪।১০] "অকৃৎস্নো হ্যেষঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত"

করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা'। এইরূপ, 'হে সোম্য, জায়মান সমস্ত পদার্থই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং সতেই বিলীন হইয়া থাকে, এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে', এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যও বলিতেছেন যে, চেতনাচেতনাত্মক এই সমস্ত জগৎই যখন তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত, তাঁহাতে বিলীন, তাঁহা দ্বারাই নিয়মিত বা পরিচালিত এবং তাঁহারই শরীর; অতএব তিনি এই সর্ব্ব জগতের আত্মা; সুতরাং তিনি তোমারও আত্মা; এই জন্যই প্রত্যক্-আত্মা (জীব) যেমন স্বীয় শরীরের আত্মা বলিয়া 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য' ইত্যাকার চিন্তা করিয়া থাকে, তেমনি পরমাত্মাও প্রত্যক্-আত্মার আত্মস্বরূপ; এই কারণে 'অহং'ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র ব্রহ্মেই সমস্ত চিন্তার পর্য্যবসান হয় বলিয়া, শাস্ত্রে তদ্বোধক সমস্ত শব্দেরই ব্রহ্মনিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রোপপাদিত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা স্বীকার করিয়াই 'হে ভগবতি দেবতে, তুমি আমার স্বরূপ, এবং আমি হইতেছি তোমার স্বরূপ' এইরূপে পরস্পরে পরস্পরের সমারোপণ দ্বারা সেই তত্ত্বই নিরূপিত বা প্রকাশিত করিয়াছেন।

এইরূপই যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থির হইল, তখন, যে লোক 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য' এইরূপে অন্য দেবতার (স্বভিন্নরূপে ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না', 'ইহা অসম্পূর্ণ, অতএব আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে', 'যে লোক সর্ব্বপদার্থকে

(*) 'ব্যতিকরেণ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" [বৃহদা০ ৬।৫।৭] ইত্যাদ্যন্যত্বানুসন্ধাননিষেধঃ, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬] ইতি পৃথক্ত্বানুসন্ধানবিধানং চাবিরুদ্ধম্ অহমিতি স্বাত্মতয়ানুসন্ধানং অন্যত্বানুসন্ধাননিষেধো রক্ষিতঃ; স্বশরীরাৎ স্বাত্মনোঽধিকত্বানুসন্ধানবৎ স্বাত্মনোঽপি পরমাত্মনোঽধিকত্বানুসন্ধানাৎ পৃথক্ত্বানুসন্ধানবিধানং চ রক্ষিতম্। অধিকস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যগাত্মন আত্মত্বাৎ তস্য চ ব্রহ্মশরীরত্বাৎ নিষেধবাক্যে "অকৃৎস্নো হ্যেষঃ" ইত্যুক্তম্। অত উপাসিতুরাত্মত্বেন ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্থিতম্ ॥৪॥১॥৩॥

[দ্বিতীয়ম্ আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্ ॥২॥]

প্রতীকাধিকরণম্।] **ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪॥১॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রতীকে (প্রতীকোপাসনায়) নহি (নিশ্চয় নহে), সঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদিষু প্রতীকোপাসনেষু তু আত্মেতি গ্রহণং নৈব কার্য্যম্; কুতঃ? হি যস্মাৎ তত্র প্রতীকোপাসনায়াং পরমাত্মা সাক্ষাৎ নোপাস্যঃ, কিন্তু পরমাত্মদৃষ্ট্যা মনঃপ্রভৃত্যেবেত্যর্থঃ ॥

'মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে' ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাস্থলে কিন্তু আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে না কারণ, সে সমুদয় স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা উপাস্য নহে, পরন্তু পরমাত্মবুদ্ধিতে মনঃ প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থই উপাসনীয় ॥৪।১।৪॥]

আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে, সর্ব্ব বস্তু তাহাকে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই তত্ত্ব জানে না' ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাতিরিক্ত রূপে চিন্তার নিষেধ, এবং 'সর্ব্বনিয়ন্তা পৃথক্ (আত্মাতিরিক্ত) পরমাত্মার উপাসনা করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, পৃথক্রূপে আত্মচিন্তার বিধান, উভয়ই অবিরুদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে পরমাত্মা নিজেই আত্মস্বরূপ সুতরাং তাঁহাকে অহংভাবে আত্মা রূপে চিন্তা করায় ভেদ-চিন্তার নিষেধ সঙ্গত হয়; আর নিজের শরীর হইতে তিনি অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত, এই কারণে তাঁহার পৃথক্ভাবে চিন্তাকরাও সঙ্গত হয়। উপাসকের দেহ হইতে স্বতন্ত্রভূত হইলেও পরমাত্মা এই ভাবেরই আত্মস্বরূপ, এবং এই জীবাত্মা আবার সেই ব্রহ্মেরই স্থানবর্ত্তী এইজন্য ভেদ-নিষেধক বাক্যে আবার তাঁহাকে 'অকৃৎস্ন' বা অসম্পূর্ণও বলা হইয়াছে। অতএব উপাসক আত্মস্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইল ॥৪॥১॥৩॥

[দ্বিতীয় আত্মত্বোপাসনাধিকরণ ॥২॥]

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" [ছান্দো৹ ৩।১৮,১] "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" [ছান্দো৹ ৭।১,৫] ইত্যাদি-প্রতীকোপাসনেষপ্যাত্মত্বানুসন্ধানং কার্য্যম্, উত ন ? ইতি চিন্তায়াং "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইতি ব্রহ্মোপাসনত্বসাম্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চোপাসিতুরাত্মত্বাদাত্মেত্যেবোপাসীতেতি ; এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—ন প্রতীকে ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

প্রতীকে নাত্মত্বানুসন্ধানং কার্য্যম্ ; ন হি সঃ—নহি উপাসিতুরাত্মা প্রতীকঃ। প্রতীকোপাসনেষু প্রতীক এবোপাস্যঃ, ন ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম তু তত্র দৃষ্টি-বিশেষণমাত্রম্। প্রতীকোপাসনং হি নাম অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্ ; তত্রোপাস্যস্য প্রতীকস্যোপাসিতুরাত্মত্বাভাবান্ন তথানুসন্ধেয়ম্ ॥৪॥১॥৪॥

নন্নু অত্রাপি ব্রহ্মৈবোপাস্যম্ ; ব্রহ্মণ উপাস্যত্বসম্ভবে মনআদীনাম-

---

'মনকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে' 'সেই যে লোক মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে' ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাস্থলেও আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে কি না ? এইরূপ সংশয় স্থলে মনে হয় যে, "মনো ব্রহ্মেতি উপাসীত" ইত্যাদি উপাসনাতেও যখন ব্রহ্মোপাসনার সহিত সাম্য রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মও যখন উপাসকেরই আত্মস্বরূপ, তখন সেখানেও আত্মস্বরূপেই উপাসনা করা উচিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, "ন প্রতীকে" ইত্যাদি (*)।

প্রতীক উপাসনায় কিন্তু উপাস্যকে আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; কেন না, প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা নহে ; [পরন্তু আত্মৈকদেশমাত্র]। প্রতীকোপাসনা স্থলে প্রতীকই প্রধানতঃ উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্ম নয় ; সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার বিশেষণভাবে প্রতীত হন মাত্র ; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা নাই। প্রতীকোপাসনা অর্থ—অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক চিন্তা করা। সে স্থলে প্রতীক বস্তুটিই উপাস্য, কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা নহে, পরন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কাজেই তাহাতে আত্মানুসন্ধান করা উচিত হয় না ॥৪॥১॥৪॥

ভাল কথা, প্রতীকোপাসনাস্থলেও ব্রহ্মই ত উপাস্য ; কারণ, ব্রহ্মের উপাস্যত্ব সম্ভব সত্ত্বে,

---

(*) তাৎপর্য্য—৪র্থ ও ৫ম সূত্র লইয়া এই 'প্রতীকাধিকরণ' রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—১ বিষয়—"মনো ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রতীকোপাসনা। (২) সংশয়—প্রতীকালম্বনকেও আত্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে কি না ? (৩ পূর্ব্বপক্ষ—অন্যান্য উপাসনাতে যখন আত্মানুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে, তখন প্রতীকোপাসনাতেই বা তাহা হইবে না কেন ? (৪ উত্তর—না,—প্রতীকোপাসনায় যখন পরমাত্মার উপাসনা মুখ্য নহে, তখন তাহাতে আত্মচিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব কোন প্রতীকোপাসনাতেই আত্মানুসন্ধান বিধেয় নহে।

চেতনানামল্পশক্তীনাং চোপাস্যত্বাশ্রয়ণস্যান্যায্যত্বাৎ। অতো মনআদি-দৃষ্ট্যা ব্রহ্মৈবোপাস্যমিতি ; অত আহ—

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪॥১॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ (ব্রহ্মভাবে চিন্তা) উৎকর্ষাৎ (তদপেক্ষা উৎকৃষ্টত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—মনঃপ্রভৃতিষ্বেব ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ন্যায্যা চ ; কুতঃ ? উৎকর্ষাৎ—মনঃপ্রভৃতিভ্য ব্রহ্মণ উৎকর্ষাদিত্যর্থঃ। অপকৃষ্টেষ্বেব উৎকৃষ্টবুদ্ধির্হি গুণায় ভবতীতি ভাবঃ ॥

মনঃপ্রভৃতি আলম্বন বস্তুতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, এবং সেরূপ করাই ন্যায়সঙ্গত ; কেন না, মনঃপ্রভৃতি অপেক্ষা ব্রহ্মের উৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত ; সুতরাং অপকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্ট বস্তুর আরোপ করাই যুক্তিসঙ্গত ; কিন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে ভাবনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৪॥১॥৫॥]

মনআদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিরেব যুক্তা, ন ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টিঃ ; ব্রহ্মণো মনআদিভ্য উৎকর্ষাৎ ; তেষাং চ বিপর্য্যয়াৎ। উৎকৃষ্টে হি রাজনি ভৃত্যদৃষ্টিঃ প্রত্যবায়করী ; ভৃত্যে তু রাজদৃষ্টিরভ্যুদয়ায় ॥৪॥১॥৫॥

[ইতি তৃতীয়ং প্রতীকাধিকরণম্ ॥৩॥]

আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্।]

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ-উপপত্তেঃ ॥৪॥১॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আদিত্যাদিমতয়ঃ (আদিত্যাদিরূপে চিন্তা) চ (নিশ্চয়) অঙ্গে (কর্ম্মাঙ্গ—উদ্গীথ প্রভৃতিতে) উপপত্তেঃ (যেহেতু তাহাই সঙ্গত)।]

তদপেক্ষা অল্পশক্তি ও অচেতন মনঃপ্রভৃতিকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হইতে পারে না ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মনঃপ্রভৃতি দৃষ্টিতে সেখানেও ব্রহ্মই উপাস্য, [কিন্তু ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনঃপ্রভৃতি উপাস্য নহে]। এতদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রহ্মদৃষ্টিঃ" ইত্যাদি।

মনঃপ্রভৃতি অনাত্মপদার্থেই ব্রহ্মদৃষ্টি করা সঙ্গত, কিন্তু ব্রহ্মেতে মনঃপ্রভৃতি বুদ্ধি করা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মনঃপ্রভৃতি অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট বা উত্তম বস্তু ; ব্রহ্ম অপেক্ষা আবার মনঃপ্রভৃতি পদার্থগুলি অতি হীন। ভৃত্য অপেক্ষা রাজা উৎকৃষ্ট ; এইজন্য যেমন রাজাকে ভৃত্যভাবে চিন্তা করা অপরাধজনক হয় পক্ষান্তরে, ভৃত্যকে রাজা বলিয়া জ্ঞান করাই যেমন মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে ; [তেমনি ব্রহ্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে চিন্তা করাই কল্যাণকর হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত চিন্তায় কখনই মঙ্গল হইতে পারে না] ॥৪॥১॥৫॥

[তৃতীয় প্রতীকাধিকরণ ॥৩॥]

[সরলার্থঃ—"য এবাসৌ তপতি, তমুদ্গীথমুপাসীত" ইত্যাদৌ কর্ম্মাঙ্গে উদ্গীথাদৌ আদিত্যাদি-দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ? অথবা আদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ ? ইতি সংশয়ে আহ—"আদিত্যাদিমতয়ঃ" ইতি। অঙ্গে উদ্গীথাদৌ আদিত্যাদিমতয়ঃ আদিত্যাদিবুদ্ধয় এব কর্ত্তব্যাঃ, ন তু আদিত্যাদৌ উদ্গীথাদিবুদ্ধয়ঃ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—উৎকৃষ্টদৃষ্টিরপকৃষ্টে কর্ত্তব্যা ইতি যো ন্যায়ঃ, তস্যোপপত্তেরিত্যর্থঃ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথপ্রভৃতিকে আদিত্যাদিরূপে চিন্তা করিতে হইবে; কিন্তু আদিত্য প্রভৃতিকে উদ্গীথাদিরূপে চিন্তা করিতে হইবে না; কারণ ? যেহেতু 'অপকৃষ্ট বস্তুতেই উৎকৃষ্টদৃষ্টি করিতে হয়', এই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির এখানেও সঙ্গতি হইতে পারে ॥৪॥১॥৬॥]

[চতুর্থ আদিত্যাদিমত্যধিকরণ ॥৪॥]

"য এবাসৌ তপতি, তমুদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।৩।১] ইত্যাদিষু কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়েষূপাসনেষু সংশয়ঃ—কিমুদ্গীথাদৌ কর্ম্মাঙ্গ আদিত্যাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, উতাদিত্যাদিষূদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ ? ইতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্নিকৃষ্টে কর্ত্তব্যেতি ন্যায়াৎ, উদ্গীথাদীনাং চ ফলসাধনভূত-কর্ম্মাঙ্গত্বেনাফলেভ্য আদিত্যাদিভ্য উৎকৃষ্টত্বাদাদিত্যাদিষূদ্গীথাদিদৃষ্টিঃ; ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গে—ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে; ক্রত্বঙ্গে উদ্গীথা-

'এই যিনি তাপ দিতেছেন, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাতে সংশয় হইতেছে যে, কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ? অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্গীথাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ? অপকৃষ্ট বস্তুতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এইরূপ পূর্ব্বপ্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে এবং ফলসাধনভূত কর্ম্মের অঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় বিফল আদিত্যাদি অপেক্ষা উদ্গীথাদির উৎকর্ষ নিবন্ধনও আদিত্য প্রভৃতিতেই উদ্গীথাদি-দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে—"আদিত্যাদিমতয়ঃ" ইত্যাদি। (*)

সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথপ্রভৃতিতে আদিত্যাদিজ্ঞানই অবশ্য

(*) তাৎপর্য্য—এই 'আদিত্যাদিমতি' নামক অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনা। (২) সংশয়—উদ্গীথ প্রভৃতিতে আদিত্যাদি জ্ঞান, অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদ্গীথাদি জ্ঞান ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—আদিত্য প্রভৃতিতেই উদ্গীথাদি দৃষ্টি করা উচিত। (৪) উত্তর—না, কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য; কারণ, অপকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করাই ন্যায়সঙ্গত। (৫) নির্ণয়—অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অপকৃষ্ট পদার্থকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদিত্যাদি বুদ্ধিতেই চিন্তা করিতে হইবে।

দাবাদিত্যাদিদৃষ্টয় এব কার্য্যাঃ; কুতঃ? উপপত্তেঃ—আদিত্যাদীনামেবোৎকৃষ্টত্বোপপত্তেঃ; আদিত্যাদি-দেবতারাধনদ্বারেণ হি কর্ম্মণামপি ফলসাধনত্বম্; অতস্তদ্দৃষ্টিরুদ্গীথাদ্যঙ্গে ॥৪॥১॥৬॥

[ইতি চতুর্থম্ আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্ ॥৪॥]

আসীনাধিকরণম্।]

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪॥১॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—আসীনঃ (উপবিষ্ট হইয়া), সম্ভবাৎ (যেহেতু ঐরূপই সম্ভব)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমুপাসনানুষ্ঠানে বিশেষমাহ—আসীনঃ আসনবিশেষে উপবিষ্ট এব উপাসনং কুর্য্যাৎ; কুতঃ? সম্ভবাৎ—কৃতাসনপরিগ্রহস্যৈব একাগ্রতায়াঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ।

কিপ্রকারে উপাসনা করিবে, এখন তাহা বলিতেছেন—আসনবিশেষে উপবিষ্ট না হইলে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হয় না; এইজন্য আসীন হইয়াই—আসনে উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে, অন্য অবস্থায় করিবে না ॥৪॥১॥৭॥]

মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তশাস্ত্রৈর্ব্বিহিতং জ্ঞানং ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যমসকৃদাবৃত্তং সন্ততস্মৃতিরূপমিত্যুক্তম্। তদনুতিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানস্তিষ্ঠন্ গচ্ছংশ্চ বিশেষাভাবাদনিয়মেনানুতিষ্ঠেৎ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

কর্ত্তব্য; কারণ? উপপত্তি বা সঙ্গতিই কারণ; অর্থাৎ যেহেতু আদিত্য প্রভৃতিরই উৎকৃষ্টত্ব যুক্তিসম্মত; কেন না, আদিত্যাদি দেবতার আরাধনার ফলেই কর্ম্ম-সমূহ ফলসাধনে সমর্থ হয়; নচেৎ হয় না; অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথপ্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ॥৪॥১॥৬॥ [চতুর্থ আদিত্যাদিমত্যধিকরণ ॥৪॥]

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যানও উপাসনাদি-শব্দবাচ্য, যে জ্ঞান বেদান্ত-শাস্ত্রে মুক্তির সাধন বা উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বারংবার অনুষ্ঠিত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত স্মরণাত্মক। তদবস্থায় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যখন কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা নাই, তখন শয়ন, আসন, স্থিতি, গতি, ইহার যে কোন অবস্থায়ই উপাসনা করিতে পারে; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন—(*) "আসীনঃ" ইতি।

(*) এই আসীনাধিকরণটি সপ্তম হইতে একাদশ পর্যান্ত পাঁচটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উপাসনাকালীন উপাসকের অবস্থান। (২) সংশয়—উপাসক শয়নাদি অবস্থায়ও উপাসনা করিবে? কিংবা আসীন হইয়াই উপাসনা করিবে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শাস্ত্রে যখন বিশেষ উপদেশ নাই, তখন যে কোন অবস্থায়ই উপাসনা করিতে পারে। (৪) উত্তর—না, উপযুক্ত আসনবিশেষে উপবেশন করিয়াই উপাসনা করিবে; কারণ, তাহা না হইলে চিত্তস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক আসনবিশেষে উপবেশনপূর্ব্বকই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

আসীনঃ—ইতি। আসীন উপাসনমনুতিষ্ঠেৎ; কুতঃ? সম্ভবাৎ—আসীনস্যৈব হ্যেকাগ্রচিত্ততাসম্ভবঃ; স্থিতি-গত্যোঃ প্রযত্নসাপেক্ষত্বাৎ, শয়নে চ নিদ্রাসম্ভবাৎ। পশ্চার্দ্ধধারণ-প্রযত্ননিবৃত্তয়ে সাপাশ্রয়ে (*) আসীনঃ কুর্য্যাৎ ॥৪॥১॥৭॥

ধ্যানাচ্চ ॥৪॥১॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধ্যানাৎ (ধ্যানস্বরূপত্ব হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—কিন্তু, নিদিধ্যাসনাত্মকস্য উপাসনস্য ধ্যানাৎ—ধ্যানরূপত্বাদপি আসনবন্ধঃ অবশ্যমাশ্রয়নীয় উপাসকৈরিত্যর্থঃ।

বিশেষতঃ নিদিধ্যাসনাত্মক উপাসনা যখন ধ্যানেরই রূপান্তরমাত্র; এবং ধ্যানে যখন আসনের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন উপাসকেরও আসনবিশেষ অবলম্বন করা আবশ্যক ॥৪॥১॥৮॥]

"নিদিধ্যাসিতব্যঃ [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইতি ধ্যানরূপত্বাদুপাসনস্য, একাগ্রচিত্ততা অবশ্যম্ভাবিনী। ধ্যানং হি বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেকচিন্তনমিত্যুক্তম্ ॥৪॥১॥৮॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪॥১॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অচলত্বং (চাঞ্চল্যের অভাব) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অচলত্বং নিশ্চলতারূপং ধর্ম্মং চ অপেক্ষ্য নিশ্চলত্বরূপধ্যান-সাধর্ম্ম্যাচ্চ পৃথিব্যাদিষু ধ্যান-শব্দপ্রয়োগো দৃশ্যতে যথা—'ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীব অন্তরীক্ষম্' ইত্যাদিঃ।

বিশেষতঃ নিশ্চলত্বরূপ ধ্যানসাধর্ম্ম্যদর্শনে পৃথিব্যাদি জড়পদার্থেও ধ্যানশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, 'পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, পৃথিবী ও আকাশ উপাসকের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় আছে ॥৪॥১॥৯॥]

আসীন অর্থাৎ আসনবিশেষে বসিয়াই উপাসনা করিবে; কারণ? যে হেতু ঐরূপেই উপাসনা সম্ভব হয়; কেন না, দণ্ডায়মান থাকা বা গমন করা, এই উভয়ই চেষ্টাসাপেক্ষ; আর শয়নেও নিদ্রার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং আসীন ব্যক্তির পক্ষেই চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবপর হয়; অতএব দেহের নিম্নভাগ ধারণের জন্য যাহাতে যত্ন না করিতে হয়, তন্নিমিত্ত—অর্থাৎ শরীরকে স্থির রাখিবার উপযোগী চেষ্টা নিবারণের নিমিত্ত কোনও আসনবিশেষে উপবেশনপূর্ব্বকই উপাসনা করিবে ॥৪॥১॥৭॥

"নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুত্যুক্ত উপাসনা যখন ধ্যানস্বরূপ, তখন তাহাতে চিত্তের একাগ্রতাও অবশ্যম্ভাবিনী; কেন না, ধ্যান অর্থ যে, বিজাতীয় জ্ঞান দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া একাকার চিন্তাপ্রবাহ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥৪॥১॥৮॥

(*) সাশ্রয় ইতি 'ক' পাঠঃ।

নিশ্চলত্বং চাপেক্ষ্য পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিষু ধ্যান-বাচোযুক্তির্দৃশ্যতে—"ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষম্, ধ্যায়তীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীবাপঃ, ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ" [ছান্দো০ ৭।৬।১] ইতি। অতঃ পৃথিবীপর্ব্বতাদিবদেকাগ্রচিত্ততয়া নিশ্চলত্বমুপাসকস্যাসীনস্যৈব সম্ভবেৎ ॥৪॥১॥৯॥

স্মরন্তি চ ॥৪॥১॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া থাকেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন-কুশোত্তরম্
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে
ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ আসীনস্যৈব ধ্যানং স্মরন্তি।

বিশেষতঃ—'পবিত্র স্থানে নাতি উচ্চ নাতি নীচ এবং পর পর বস্ত্র চর্ম্ম ও কুশযুক্ত স্থির আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগসাধন করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আসনোপবিষ্টেরই ধ্যানচর্চ্চা জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৪॥১॥১০॥]

স্মরন্তি চাসীনস্যৈব ধ্যানম্—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে ॥"

[গীতা০ ৬।১১।১২] ইতি ॥৪॥১॥১০॥

শুদ্ধ নিশ্চলত্ব ধর্ম্মটিকে লক্ষ্য করিয়াও শ্রুতিতে পৃথিবী ও আকাশ প্রভৃতি জড়পদার্থেও ধ্যানশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছে, জলরাশি যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি। অতএব পৃথিবী ও পর্ব্বতাদির ন্যায় যে, চিত্তের একাগ্রতাপ্রযুক্ত নিশ্চলত্ব, তাহা আসনে উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, অন্যের পক্ষে হয় না ।৪।১।৯।

বিশেষতঃ 'নাতি উচ্চ নাতি নীচ এবং পরপর বস্ত্র অজিন (মৃগচর্ম্ম) ও কুশযুক্ত আপনার স্থির আসন পবিত্র স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার সংযত করিয়া এবং মনকে একাগ্র করত আত্ম-বিশুদ্ধির জন্য যোগানুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিরই ধ্যানোপদেশ প্রদান করিতেছে ॥৪॥১॥১০॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—যত্র (যেখানে) একাগ্রতা (চিত্তের স্থিরতা), তত্র (তাহাতে) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ নাই)।]

[সরলার্থঃ—যত্র দেশে কালে চ মনস একাগ্রতা নিষ্পদ্যতে, তত্রৈব উপাসীত ; ন পুনর্দ্দেশ-কালাদিবিশেষে আদরঃ করণীয়ঃ। কুতঃ? অবিশেষাৎ দেশকালাদিগত-বিশেষাশ্রবণাদিত্যর্থঃ।

যেরূপ স্থানে ও যেরূপ কালে মনের একাগ্রতা সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ দেশকালেই উপাসনা করিবে ; কারণ, কোথাও দেশ-কালাদিগত বিশেষের উল্লেখ নাই ॥৪॥১॥১১॥]

একাগ্রতাতিরিক্ত-দেশকালবিশেষাশ্রবণাৎ একাগ্রতানুকূলো যো দেশঃ কালশ্চ, স এবোপাসনস্য দেশঃ কালশ্চ। "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-বিবর্জ্জিতে।" [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইতি বচনমেকাগ্রতৈকান্তদেশমাহ ; ন তু দেশং নিযচ্ছতি, "মনোঽনুকূলে" ইতি বাক্যশেষাৎ ॥৪॥১॥১১॥

[ইতি পঞ্চমম্ আসীনাধিকরণম্ ॥৫॥]

আপ্রয়াণাধিকরণম্।]

আ প্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪॥১॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—আ প্রয়াণাৎ (প্রয়াণ—মৃত্যুকালপর্য্যন্ত) তত্র (তাহাতে) অপি (ও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (দেখা গিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—তদিদমুপাসনমেকাহ এব সম্পাদ্যম্? উত মরণকালপর্য্যন্তম্? ইত্যত আহ—আ প্রয়াণাৎ মরণকালপর্য্যন্তমেব তদনুবর্ত্তনীয়ম্ ; কুতঃ? হি যতঃ তত্রাপি উপাসনারম্ভাৎ মরণপর্য্যন্তো যঃ কালঃ, তত্র সর্ব্বত্রাপি উপাসনং দৃষ্টম্ ; যথা—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" ইতি।

সেই উপাসনা কি একদিন মাত্র করিতে হইবে? অথবা যাবজ্জীবন করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে হইবে ; কারণ, উপাসনার আরম্ভ হইতে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত উপাসনার কর্ত্তব্যতাবোধক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—'উপাসক এইরূপ উপাসনায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভকরেন' ইত্যাদি ॥৪॥১॥১২॥]

উপাসনা প্রকরণে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের কথা ছাড়া, দেশ ও কালাদি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা জানা যায় না ; অতএব যেরূপ স্থান ও কাল মনের একাগ্রতা সিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহাই উপাসনার উপযুক্ত স্থান ও কাল। 'শর্করা (খোলা) অগ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত পবিত্র সমভূমিতে' এই বচনও কেবল একাগ্রতাসিদ্ধির উপযুক্ত স্থানেরই নির্দ্দেশ করিতেছে ; কিন্তু স্থানবিশেষের নির্দ্দেশ করিতেছে না ; কেন না, এই বচনেরই শেষাংশে 'মনোঽনুকূলে' (মনঃস্থৈর্য্যের উপযোগী) কথা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছে ॥৪॥১॥১১॥]

[পঞ্চম আসীনাধিকরণং ॥৫॥]

তদিদমপবর্গসাধনমুক্তলক্ষণম্ উপাসনমেকাহ এব সম্পাদ্যম্, উতাপ্রয়াণাৎ প্রত্যহমনুবর্ত্তনীয়ম্? ইতি বিশয়ে—একস্মিন্নেবাহনি শাস্ত্রার্থস্য কৃতত্বাৎ তাবতৈব পরিসমাপনীয়ম্—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আ প্রয়াণাৎ—ইতি। আ মরণাদনুবর্ত্তনীয়ম্; কুতঃ? তত্রাপি হি দৃষ্টম্—উপাসনোদ্যোগপ্রভৃতি আ প্রয়াণান্মধ্যে যঃ কালঃ, তত্র সর্ব্বত্রাপি দৃষ্টমুপাসনং "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইতি ॥৪॥১॥১২॥

[ইতি ষষ্ঠম্ আপ্রয়াণাধিকরণম্ ॥৬॥]

তদধিগমাধিকরণম্।] **তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪॥১॥১৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদধিগমে (ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে) উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োঃ (পরবর্ত্তী ও পূর্ব্বতন-পাপের) অশ্লেষ-বিনাশৌ (যথাক্রমে অস্পর্শ ও বিনাশ) [হয়], তদ্ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ঐরূপই উপদেশ আছে)।]

মুক্তিসাধনভূত এই যে উপাসনার লক্ষণ অভিহিত হইল, ইহা কি একদিনেই সম্পাদন করিতে হয়? অথবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে হয়? এইরূপ সংশয়ে মনে হয় যে, একদিন মাত্র করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পালন করা হয়, তখন একদিনেই উপাসনা শেষ করা উচিত; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—"আ প্রয়াণাৎ" ইত্যাদি (*)।

মরণ-কাল পর্য্যন্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ? যেহেতু সেখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ উপাসনার আরম্ভ হইতে মরণপর্য্যন্ত যে কালপ্রবাহ, তাহার সর্ব্বত্রই উপাসনার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'সেই উপাসক এইরূপে জীবন অতিবাহিত করত ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন' ইতি ॥৪॥১॥১২॥

[ষষ্ঠ আপ্রয়াণাধিকরণ ॥৬॥]

তাৎপর্য্য এই আপ্রয়াণাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উপাসনার কাল। (২) সংশয়—আরব্ধ উপাসনা কি একদিনেই সমাপ্ত করিতে হইবে? অথবা যাবজ্জীবন তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কালবিশেষের উল্লেখ নাই, তখন একদিন মাত্র উপাসনা করিলেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতে পারে; সুতরাং যাবজ্জীবন উপাসনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। (৪) উত্তর—"স খল্বেবং" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, আরম্ভকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই উপাসনা করিতে হয়; সুতরাং যাবজ্জীবনই তাহাকে উপাসনা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব আরব্ধ উপাসনা একদিনেই শেষ করিবে না, যাবজ্জীবন তাহার অনুশীলন করিবে।

[সরলার্থঃ—বিদ্যাফলাধিগমে সতি তৎসামর্থ্যাদেব উপাসকস্য উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ—বিদ্যোত্তরকালীনস্য পাপস্য অসম্বন্ধঃ, বিদ্যাপূর্ব্বতনস্য চ পাপস্য বিনাশো ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ব্যপদেশাৎ "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে," "এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইত্যাদিষু শ্রুতিষু তদুপদেশাদিত্যর্থঃ।

উপাসকের বিদ্যাফল অধিগত হইলে পর, তৎপূর্ব্বকালীন পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, আর পরবর্ত্তী পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ, 'এবংবিধ উপাসকের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়,' 'এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐরূপই উপদেশ রহিয়াছে ॥৪॥১॥১৩॥]

এবং বিদ্যাস্বরূপং বিশোধ্য বিদ্যাফলং চিন্তয়িতুমারভতে; ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তৌ পুরুষস্যোত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ শ্রূয়েতে—"তদ্‌যথা পুষ্কর-পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" [ছান্দো° ৪।১৪।৩], "তস্যৈবাত্মা পদবিত্ত্বং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন" ইত্যুত্তরাঘাশ্লেষঃ, "তদ্‌যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো° ৫।২৪।৩] "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" [মুণ্ড° ২।২।৮] ইতি পূর্ব্বাঘবিনাশঃ। এতাবশ্লেষ-বিনাশৌ বিদ্যাফলভূতাবুপপদ্যেতে, নেতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? নোপপদ্যেতে ইতি। কুতঃ? "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° প্রকৃতিখণ্ড° ২৬।৭০] ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধাৎ। অশ্লেষ-

---

এইপ্রকারে বিদ্যার স্বরূপবিষয়ক চিন্তা শেষ করিয়া এখন বিদ্যার ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে পর উপাসকের পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের অশ্লেষ (অসম্বন্ধ) ও বিনাশের কথা শোনা যায়, যথা—'পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষেও পাপের সংশ্লেষ হয় না', 'সেই উপাসকের আত্মা পদনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পাপ কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না', এই সমস্ত শ্রুতিতে জ্ঞানোত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ শোনা যায়। তাহার পর 'ইষীকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়, তেমনি এই ব্রহ্মজ্ঞেরও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়', 'সেই সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর, ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়', এখানে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বকালীন পাপবিনাশের কথা আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, বিদ্যার ফলস্বরূপ এই অশ্লেষ ও বিনাশ সম্ভবপর হয় কি না? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? সম্ভবপর না হওয়া পক্ষই [যুক্তিযুক্ত]; কারণ? যেহেতু এরূপ হইলে 'অভুক্ত কর্ম্ম শতশত কোটিকল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না' ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত

বিনাশব্যপদেশস্তু মোক্ষসাধনভূত-বিদ্যাবিধায়িবাক্যশেষগতঃ কথঞ্চিদ্বিদ্যাস্তুতিপ্রতিপাদনেনাপ্যুপপদ্যতে। ন চ বিদ্যা পূর্ব্বোত্তরাঘয়োঃ প্রায়শ্চিত্ততয়া বিধীয়তে; যেন প্রায়শ্চিত্তেনাঘবিনাশ উচ্যতে। বিদ্যা হি "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি° আন° ১।১] "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ড° ৩।২।৯] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। অতো বিদ্যার্থবাদোঽয়মঘবিনাশাশ্লেষব্যপদেশ ইতি; এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদধিগমে—ইতি। বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পুরুষস্য বিদ্যামাহাত্ম্যাদুত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশাবুপপদ্যেতে; কুতঃ? এবংবিধং হি বিদ্যা-মাহাত্ম্যমবগম্যতে—"এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" [ছান্দো° ৪।১৪।৩] "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো° ৫।২৪।৩] ইত্যাদিব্যপদেশাৎ। ন চ "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° প্রকৃতিখণ্ড° ২৬।৭০] ইত্যনেন শাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তদ্ধি কর্ম্মণাং ফলজননসামর্থ্যদ্রঢ়িম-

---

বিরোধ উপস্থিত হয়। মোক্ষের সাধনস্বরূপ বিদ্যাবিধায়ক বাক্যের শেষাংশভূত এই অশ্লেষ ও বিনাশবোধক বাক্যগুলির বিদ্যা-প্রশংসা প্রতিপাদন দ্বারাও কোন রকমে সার্থকতা রক্ষা করা যাইতে পারে। বিদ্যা ত পূর্ব্বাপর-কালীন পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হয় নাই যে, বিদ্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের বিনাশ বলা হইতেছে। 'ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন' 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' এই সমস্ত শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপেই ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইয়াছে। অতএব এই যে, পাপের বিনাশ ও অশ্লেষবচন, ইহা কেবল বিদ্যার প্রশংসাপর অর্থবাদ মাত্র এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে "তদধিগমে" ইত্যাদি (*)।

বিদ্যালাভ হইলে পর, বিদ্যার প্রভাবেই উপাসকের পূর্ব্বাপরকালীন পাপের অসংশ্লেষ ও বিনাশ উপপন্ন হইতেছে। কারণ, বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতে এইরূপই বিদ্যার মহিমা জানা যাইতেছে যে, 'এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষে কোনপ্রকার পাপ কর্ম্ম সংস্পৃষ্ট হয় না,' 'এই প্রকার ইহারও (জ্ঞানীরও) সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়' ইত্যাদি। এরূপ বলিলে যে, 'অভুক্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না' এই শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়, তাহাও নহে; কারণ, তাহার বিষয় হইতেছে স্বতন্ত্র;—কারণ, কর্ম্মসমূহের ফলোৎপাদনসামর্থ্যের দৃঢ়তা সংস্থাপনই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য

(*) তাৎপর্য্য—এই তদধিগমাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) উপাসকের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকৃত পাপের ধ্বংস ও পরভাবী পাপের অসংস্পর্শ। (২) সংশয়—বিদ্যার ফলস্বরূপ এই পাপনাশ ও পাপে অসংস্পর্শ সম্ভবপর হয় কি না। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রায়শ্চিত্ত নহে, তখন তাহা দ্বারা পাপের ক্ষয় বা অসংশ্লেষ সম্ভবপর হয় না। (৪) উত্তর,—না, একথা ঠিক নয়; কারণ স্বয়ং শ্রুতি যখন বিদ্যার যথোক্ত ফল বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানীর বিদ্যাফল পাপনাশ ও পাপে অসংশ্লেষ উভয়ই সঙ্গত বলিয়া জানিবে।

বিষয়ম্ ; এতত্তু উৎপন্নায়া বিদ্যায়াঃ প্রাক্‌কৃতানাং পাপ্মনাং ফলজননশক্তি-বিনাশসামর্থ্যম্, উৎপৎস্যমানানাং চ ফলজননশক্ত্যুৎপত্তি-প্রতিবন্ধকরণ-সামর্থ্যং চ প্রতিপাদয়তীতি দ্বয়োর্ব্বিষয়ো ভিদ্যতে। যথা অগ্নি-জলয়োঃ-রৌষ্ণ্য-তন্নিবারণসামর্থ্যবিষয়য়োর্দ্বয়োঃ প্রমাণয়োরপি বিষয়ভেদাৎ প্রামাণ্যম্, এবমত্রাপীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।

অঘস্যাশ্লেষকরণম্—বৈদিককর্ম্মাযোগ্যতাবাসনা-প্রত্যবায়হেতুশক্ত্যুৎ-পত্তিপ্রতিবন্ধকরণম্। অঘানি হি কৃতানি পুরুষস্য বৈদিককর্ম্মাযোগ্যতাং, সজাতীয়কর্ম্মান্তরারম্ভরুচিং, প্রত্যবায়ঞ্চ কুর্ব্বন্তি। অঘস্য বিনাশকরণম্—উৎপন্নায়াস্তচ্ছক্তের্ব্বিনাশকরণম্। শক্তিরপি পরমপুরুষাপ্রীতিরেব। তদেবং বিদ্যা বেদিতুর্ব্বেদ্যাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপি নিরতিশয়প্রিয়া সতী বেদ্যভূতপরমপুরুষারাধনস্বরূপা পূর্ব্বকৃতাঘসঞ্চয়জনিত-পরমপুরুষাপ্রীতিং বিনাশয়তি; সৈব বিদ্যা স্বোৎপত্ত্যুত্তরকালভাব্যঘনিমিত্ত-পরমপুরুষা-প্রীত্যুৎপত্তিং চ প্রতিবধ্নাতি। তদিদমশ্লেষবচনং প্রামাদিকবিষয়ং মন্তব্যম্ ;

বিষয়; আর এই শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে, উৎপন্ন বিদ্যারপূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপকর্ম্ম সমূহের ফলোৎপাদনশক্তি-বিনাশে সামর্থ্য, আর ভবিষ্যৎ কর্ম্মসমূহেরও ফলোৎপাদন-শক্তির বাধা-প্রদানে সামর্থ্য প্রতিপাদন করা; সুতরাং উভয় শাস্ত্রের বিষয় এক হইতেছে না; [বিষয়ের ভেদ থাকায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধেরও আশঙ্কা হইতে পারে না]; যেমন, অগ্নির উষ্ণতা-জননসামর্থ্য, আর জলের উষ্ণতা-নিবারণের সামর্থ্য; এইরূপ বিভিন্ন কার্য্যবিষয়ে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি ও জলের বিষয়গত প্রভেদ থাকা নিবন্ধন যেমন অপ্রামাণ্য হয় না, তেমনি এখানেও বিভিন্নবিষয়ক শাস্ত্রের বিরোধ বা অপ্রামাণ্যাশঙ্কা হইতে পারে না।

পাপের অশ্লেষ অর্থ—বৈদিক কর্ম্মের অনর্হতাপ্রযোজক সংস্কার ও প্রত্যবায়োৎপাদনশক্তির প্রতিবন্ধ করা; কেন না, পাপ একবার অনুষ্ঠিত হইলে, সেই পাপ-কর্ম্মই লোকের বেদোক্ত কর্ম্মে অনধিকার জন্মায়, এবং পাপকর্ম্মানুষ্ঠানেও রুচি এবং প্রত্যবায় উৎপাদন করিয়া থাকে; আর পাপের বিনাশকরা অর্থ—তাদৃশ পাপোৎপাদন-শক্তির বিনাশসাধন করা, পাপশক্তিও পরমপুরুষ পরমাত্মার প্রতি অপ্রীতি (অনুরাগের অভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, উপাসক বিদ্যাপ্রভাবেই বিজ্ঞেয় বস্তু পরব্রহ্মকে অবগত হন; সেই বিজ্ঞেয় পরম পুরুষ ভগবান্ উপাসকের অত্যন্ত প্রিয়; এইজন্য তৎসাধন বিদ্যাও অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে, তখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনারূপে পরিণত সেই বিদ্যাই, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপসংস্কারের ফলে ভগবানের উপর উপাসকের যে, অপ্রীতি-ভাব ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং সেই বিদ্যাই, আপনার উৎ-পত্তির পরভাবী পাপের ফলে যে, পরমপুরুষ ভগবানের প্রতি অপ্রীতি-সমুৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহাও প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেয়। আর এই যে, পাপ-সংশ্লেষের কথা, ইহাও প্রামাদিক ঘটনার

"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" [কঠ০ ২।২।৪] ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈঃ আ প্রয়াণ-দহরহরুৎপদ্যমানায়া উত্তরোত্তরাতিশয়ভাগিন্যা বিদ্যায়া দুশ্চরিতবিরতি-নিষ্পাদ্যত্বাবগমাৎ ॥৪॥১॥১৩॥ [ইতি সপ্তমং তদধিগমাধিকরণম্ ॥৭॥]

ইতরাধিকরণম্।] ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪॥১॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরস্য (অন্যের—পুণ্যের) অপি (ও) এবং (এইরূপ) অসংশ্লেষঃ (অসম্বন্ধ), পাতে (দেহপাতের পর) তু (কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—পাতে উপাসকস্য দেহত্যাগে সতি তু পুনঃ ইতরস্য পুণ্যস্যাপি এবম্—অশ্লেষ-বিনাশৌ ভবতঃ। পাপস্য দেহসমকালমেব বিনাশাশ্লেষৌ, পুণ্যস্য তু দেহপাতানন্তরমিতি বিশেষঃ
উপাসকের দেহপাতের পর পুণ্যেরও অশ্লেষ এবং বিনাশ হইয়া থাকে। এইমাত্র বিশেষ যে, পাপের ক্ষয় ও অস্পর্শ হয় দেহসত্ত্বে, আর পুণ্যের ক্ষয় ও অসংশ্লেষ হয় দেহপাতের পরে ॥৪॥১॥১৪॥]

উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োর্ব্বিদ্যয়া অশ্লেষবিনাশাবুক্তৌ ; ইতরস্য—পুণ্যস্যাপি, এবম্—উক্তেন ন্যায়েনাশ্লেষ-বিনাশৌ বিদ্যয়া স্যাতাম্, বিদ্যাফলবিরোধিত্ব-সামান্যাৎ ব্যপদেশাচ্চ। ভবতি চ ব্যপদেশঃ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য—"সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি, "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে" [কৌষী০ ১।৪] ইতি চ। মুমুক্ষোরনিষ্টফলত্বাৎ সুকৃত-

স্থলে বুঝিতে হইবে ; কারণ, 'যে লোক দুশ্চরিত হইতে অবিরত নয় (বিরত)' ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, প্রত্যহ উৎপত্তিশীল এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষশালিনী বিদ্যা কখনই [পাপের হেতুভূত] দুশ্চরিতাদি নিষ্পাদনের সহায় হইতে পারে না ॥৪॥১॥১৩॥

[সপ্তম তদধিগমাধিকরণ ॥৭॥

বিদ্যাপ্রভাবে যে, উত্তর ও পূর্ব্বতন পাপরাশির বিনাশ ও অসংশ্লেষ হয় এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; এখন বলা হইতেছে—অপরের (পুণ্যের) সম্বন্ধেও এই প্রকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বিদ্যাপ্রভাবে পুণ্যেরও ক্ষয় এবং অসংশ্লেষ হইয়া থাকে। কারণ, পাপ যেরূপ বিদ্যাফলের বিরোধী, তদ্রূপ পুণ্যও বিদ্যাফলের প্রতিবন্ধক, উভয়ই সমধর্ম্মী ; এই জন্যই পুণ্য ও পাপের একরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে ; যথা—সুকৃত (পুণ্য), দুষ্কৃত (পাপ), এতদুভয়ের নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'এই বিদ্বানের নিকট হইতে সমস্ত পাপ নিবৃত্ত হইয়া যায়' এবং 'তখন পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করেন' ইতি। পুণ্যের ফলও মুমুক্ষু ব্যক্তির

স্যাপি পাপ্মশব্দেন ব্যপদেশঃ। সুকৃতস্যাপি শাস্ত্রীয়ত্বাৎ তৎফলস্য কেষাঞ্চি-দিষ্টত্বদর্শনাচ্চ বিদ্যায়া অবিরোধশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমতিদেশঃ।

ননু বিদুষোঽপি সেতিকর্ত্তব্যতাকোপাসননির্ব্বৃত্তয়ে বৃষ্ট্যন্নাদিফলা-নীষ্টান্যেব ; কথং তেষাং বিরোধাদ্বিনাশ উচ্যতে ? তত্রাহ—"পাতে তু" ইতি। শরীরপাতে তু তেষাং বিনাশঃ ; শরীরপাতাদূর্দ্ধং তু বিদ্যানুগুণ-দৃষ্ট-ফলানি সুকৃতানি নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৪॥১॥১৪॥ [অষ্টমম্ ইতরাধিকরণম্ ॥৮॥]

অনারব্ধকার্য্যাধিকরণম্।] **অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥৪॥১॥১৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অনারব্ধকার্য্যে (যাহাদের কার্য্য আরব্ধ হয় নাই) এব (নিশ্চয়) তু (কিন্তু) পূর্ব্বে (পূর্ব্বোক্ত পুণ্য ও পাপ) তদবধেঃ (যেহেতু ঐরূপ সীমানির্দ্দেশ আছে)।]

ইষ্ট বা প্রার্থনীয় নয় ; এই কারণে পুণ্যেরও 'পাপ্ম' শব্দে নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় (*)। পুণ্যকর্ম্মও যখন শাস্ত্রীয় এবং তৎফলও যখন কোন কোন লোকের অভীষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিদ্যার সহিত পুণ্যকর্ম্মের বিরোধ নাই, এরূপ আশঙ্কা কাহারো হৃদয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য পৃথক্ সূত্র দ্বারা 'অতিদেশ' করা হইয়াছে (†)।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত উপাসনা করিতে হইলে, তদুপযোগী বৃষ্টি ও অন্ন প্রভৃতি কর্ম্ম-ফলগুলি ত বিদ্বানেরও অভীষ্ট বা প্রার্থনীয় ; সুতরাং বিদ্যাবিরোধী বলিয়া সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম্মের বিনাশ হয়, বলা হইতেছে কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পাতে তু"। বিশেষ এই যে, শরীর-পাতের পর সে সমস্তের বিনাশ হয়, অর্থাৎ বিদ্বানের দেহপাত হইলে পর, বিদ্যার উপযোগী ঐহিক ফলসাধক কর্ম্মনিচয় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪॥১॥১৪॥　　[অষ্টম ইতরাধিকরণ ॥৮॥]

(*) তাৎপর্য্য এই ইতরাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ - (১) বিষয়—বিদ্বানের পুণ্যকর্ম্মের বিনাশ। (২) সংশয়—পাপকর্ম্মের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মও বিনষ্ট হয় কি না। (৩) পূর্ব্বপক্ষ —পুণ্যকর্ম্ম যখন বিদ্যাফলের বিরোধী নয়, তখন পাপের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মেরও বিনাশ হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না,—পুণ্যকর্ম্মের ফলও বিদ্যাফল মুক্তির বিরোধী ; সুতরাং পাপের ন্যায় তাহারও বিনাশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। (৫) নির্ণয় - অতএব বিদ্বানের পাপপুণ্য উভয়ই বিনষ্ট হয় ; তবে বিশেষ এই যে, পাপের বিনাশ হয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, আর পুণ্যের বিনাশ হয়, দেহপাতের পর।

(†) তাৎপর্য্য—পাপের ফল নরক, পুণ্যের ফল স্বর্গাদি ; আর বিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-শূন্য মুক্তি ; সুতরাং বিদ্বানের পুণ্য বিনষ্ট না হইলে সেই পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি ভোগের জন্য জ্ঞানীকেও অবশ্যই পুনর্ব্বার দেহধারণ করিতে হয়, এবং পুণ্যফল ভোগ করিতেই হয় ; কিন্তু তাহা হইলে ত বিদ্যাফল মুক্তির আর সম্ভাবনা থাকে না ; অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিদ্যা উপস্থিত হইলেই মুক্তি নির্দ্ধারিত, তাহাকে আর ভোগের জন্য জন্মধারণ করিতে হয় না।

[সরলার্থঃ—বিদুষঃ পূর্ব্বজাতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কিমশেষেণ বিনাশঃ? উত অস্তি কশ্চিদ্বিশেষঃ? ইত্যত আহ—অনারব্ধকার্য্যে—ন আরব্ধং কার্য্যং শুভাশুভরূপং যাভ্যাং, তথাবিধে এব পূর্ব্বে পুণ্যাপাপে তু বিনশ্যতঃ, ন পুনরারব্ধকার্য্যে অপি; কুতঃ? তদবধেঃ—"তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদৌ শরীরপাতাবধিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥

বিদ্বানের পূর্ব্বকৃত সমস্ত পুণ্য পাপই বিনষ্ট হইয়া যায় কি না, তদুত্তরে বলিতেছেন—যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের শুভাশুভ ফলপ্রদানরূপ কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পুণ্য ও পাপই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আরব্ধকার্য্য পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয় না; কারণ, শ্রুতিতে শরীর-পাতকে দেহ স্থিতির সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥৪॥১॥১৫॥] [অনারব্ধকার্য্যাধিকরণ॥৯॥]

ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তেঃ পূর্ব্বোত্তরভাবিনোঃ সুকৃত-দুষ্কৃতয়োরশ্লেষবিনাশাবুক্তৌ; ততঃ পূর্ব্বভাবিনোঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কিমবিশেষেণ বিনাশঃ? উত অনারব্ধকার্য্যয়োরেব? ইতি বিশয়ে "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো° ৫।২৪।৩] ইতি বিদ্যাফলস্যাবিশেষশ্রবণাদ্ বিদ্যোৎপত্ত্যুত্তরকালভাবিন্যাশ্চ শরীরস্থিতেঃ কুলালচক্র-ভ্রমণাদিবৎ সংস্কারবশাদপ্যুপপত্তেঃ, অবিশেষেণ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে" ইতি। বিদ্যোৎপত্তেঃ পূর্ব্বে সুকৃত-

---

ব্রহ্ম-বিদ্যা সমুৎপত্তির পূর্ব্বজাত ও পরভাবী পুণ্য ও পাপের বিনাশ হয়, একথা বলা হইয়াছে; এখন সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব্বোৎপন্ন নিখিল পুণ্য পাপেরই বিনাশ হইয়া যায়? কিংবা যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনারব্ধকার্য্য, কেবল সে সমস্তেরই বিনাশ হয়? 'সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যালাভের পর সামান্যতঃ বিনাশের উল্লেখ থাকায় এবং বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তী শরীরস্থিতিও যখন কুম্ভকারচক্রের ভ্রমণবৎ পূর্ব্বসংস্কার বশেও উপপন্ন হইতে পারে, তখন মনে হয় যে, অবিশেষে সমস্ত কর্ম্মই দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—"অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে" ইতি।

বিদ্যা-উৎপত্তির পূর্ব্বজাত যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনারব্ধকার্য্য, বিদ্যাপ্রভাবে কেবল সে

(*) তাৎপর্য্য—এই অনারব্ধকার্য্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যোদয়ের পর উপাসকের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যাপাপ-দাহ (২) বিদ্যাপ্রভাবে উপাসকের পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যাপাপই কি বিনষ্ট হয়? অথবা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ আছে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যখন কোনরূপ বিশেষশ্রুতি নাই, তখন অবিশেষে সমস্ত পুণ্য-পাপেরই দাহ হইতে পারে। (৪) উত্তর—না, তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পুণ্যপাপই দগ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলে এই দেহ আরব্ধ হইয়াছে, সে সমুদায়ের বিনাশ হয় না। (৫) নির্ণয়—যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কর্ম্মেরই দাহ হইয়া থাকে, কিন্তু আরব্ধকার্য্যের দাহন হয় না।

দুষ্কৃতে অনারব্ধকার্য্যে—অপ্রবৃত্তফলে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতঃ ; কুতঃ ? তদবধেঃ—"তস্য তাবদেব চিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি শরীরপাতবিলম্বাবধিশ্রুতেঃ। ন চ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মজন্য-ভগবৎ-প্রীত্যপ্রীতিব্যতিরেকেণ শরীরস্থিতিহেতুভূত-সংস্কারসদ্ভাবে প্রমাণ-মস্তি ॥৪॥১॥১৫ ॥ [ইতি নবমম্ অনারব্ধকার্য্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্।] **অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥৪॥১॥১৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম) তু (কিন্তু) তৎকার্য্যায় (সেই বিদ্যা-সমুৎপাদনার্থ) এব (নিশ্চয়), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যাপ্রভাবাৎ পুণ্যস্যাপি অসংশ্লেষ উক্তঃ, ততশ্চ অগ্নিহোত্রাদীনাং নিত্য-নৈমিত্তিকানামপি অনুপযোগাদননুষ্ঠেয়ত্বং প্রাপ্তম্ ; তত্রাহ "অগ্নিহোত্রাদি" ইতি।

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পুনঃ তৎকার্য্যায় বিদ্যারূপ-ফলোৎপাদনায় এব অবশ্যমনুষ্ঠেয়ম্ ; কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—"তম্ এতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ অগ্নিহোত্রাদীনাং বিদ্যাসাধনত্বাব-গমাদিত্যর্থঃ ॥

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি যখন বিদ্যালাভেরই উপযোগী ; তখন সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য ; কারণ, 'ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্য দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐরূপই অবগত হওয়া যায় ॥৪॥১॥১৬॥]

"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ" ইতি বিদ্যাবলাৎ সুকৃতস্যাপ্যসংশ্লেষ উক্তঃ,

---

সমস্তই বিনষ্ট হয়, [অন্যকর্ম্ম বিনষ্ট হয় না] ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই সীমানির্দ্দেশ আছে, 'যে পর্য্যন্ত তাহার শরীর-পতন না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব (মুক্তিলাভের অপেক্ষা), তাহার পরই সৎসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়', এইরূপে শরীরপাতরূপ অবধি শ্রুত আছে ; অথচ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফলে যে, ভগবানের প্রীতি ও অপ্রীতি, তদতিরিক্ত অপর কোনরূপ সংস্কার যে, শরীরস্থিতির হেতুভূত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই ॥৪॥১॥১৫॥

[নবম অনারব্ধকার্য্যাধিকরণ ॥৯॥]

"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ" এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানীর পুণ্য-সংশ্লেষ হয় না, অর্থাৎ পুণ্যের সহিতও তাহার সম্বন্ধ থাকে না, তদনুসারে বুঝা যাইতেছে যে,

অগ্নিহোত্রাদীনাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং স্বাশ্রমধর্ম্মাণামপি সুকৃতত্বসামান্যেন তৎফলস্যাশ্লেষাদনিচ্ছতোঽননুষ্ঠানে প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অগ্নিহোত্রাদি তু" ইতি। তু-শব্দঃ সুকৃতান্তরেভ্যো বিশেষণার্থঃ; অগ্নিহোত্রাদ্যাশ্রমধর্ম্মাঃ ফলাশ্লেষাসম্ভবাদনুষ্ঠেয়া এব; তদসম্ভবশ্চ তৎ-কার্য্যার্থত্বাৎ তেষাম্; বিদ্যাখ্যকার্য্যায়ৈব হি বিদুষোঽগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠানম্; কথমিদমবগম্যতে? তদ্দর্শনাৎ; দৃশ্যতে হি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" [বৃহদা° ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রাদীনাং বিদ্যাসাধনত্বম্। বিদ্যায়াশ্চ আ প্রয়াণাদভ্য-

---

অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্মরূপে বিহিত আছে, সে সমস্ত কর্ম্মও যখন পুণ্যজাতীয়, তখন তৎফলেরও সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইতে পারে না; এই ইচ্ছা না থাকিলে সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চলে; এইরূপ সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—'অগ্নিহোত্রাদি তু' ইত্যাদি। (*)

অপরাপর পুণ্য কর্ম্ম হইতে অগ্নিহোত্রাদির বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ সূত্রে 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আশ্রমধর্ম্মরূপে বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলসংযোগ সম্ভবপর হয় না; এইজন্যই সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলি মুক্তিলাভেরই অনুকূল বা সাধন; এই কারণে সে সমুদয় কর্ম্মের আর পৃথক্ ফলপ্রদানে সামর্থ্য নাই; কারণ সেই বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ফললাভের জন্যই বিদ্বানেরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; সুতরাং সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তদতিরিক্ত কোনও ফল জন্মে না (†)। ভাল, ইহা জানা যায় কি প্রকারে? যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়; 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বেদচর্চ্চা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলিরও বিদ্যা-সাধনতাই জানা যাইতেছে। আজীবন অনুশীলনের ফলে

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অগ্নিহোত্রাদি' অধিকরণটি ১৬শ—১৮শ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জ্ঞানীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান। (২) সংশয়—জ্ঞানীর পক্ষে আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জ্ঞানীর যখন পুণ্যফলের সহিত সম্বন্ধই হয় না, তখন অকারণ ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, জ্ঞানীরও আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; কারণ, ঐ সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানলাভেরই সাহায্য করে; সুতরাং জ্ঞানলাভের জন্যই ঐ সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানী পুরুষও বিদ্যাসিদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

(†) তাৎপর্য্য—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের প্রধান ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি; ঐ জাতীয় কর্ম্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমে চিত্তগত রাগদ্বেষাদি দোষগুলি অপগত হয়, তাহার পর বিশুদ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞানপর্য্যন্ত সমুৎপন্ন হইয়া উপাসককে কৃতার্থ করে।

সাধেয়াতিশয়ায়া অহরহরুৎপাদ্যত্বাৎ তদুৎপত্ত্যর্থমাশ্রমকর্ম্মাপি অহরহ-রনুষ্ঠেয়মেব ; অন্যথা আশ্রমকর্ম্মলোপে দূষিতান্তঃকরণস্য বিদ্যোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ ॥৪॥১॥১৬॥

যদি অগ্নিহোত্রাদি-সাধুকৃত্যা বিদ্যোৎপত্ত্যর্থাঃ, বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাচীনং চ সুকৃতং "যাবৎসম্পাতমুষিত্বা" [ছান্দো০ ৫।১০।৫] "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইত্যনুভবেন বিনষ্টম্ ; ভুক্তশিষ্টং চ প্রারব্ধফলম্ ; "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইত্যস্য কো বিষয়ঃ ? তত্রাহ—

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥৪॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (ইহা হইতে) অন্যা (অন্য) অপি (ও) হি (নিশ্চয়) একেষাং (কোন কোন শাখীর) উভয়োঃ (উভয়ের)।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদেঃ কর্ম্মণঃ অন্যাপি সাধুকৃত্যা পূর্ব্বোত্তরকালীনয়োঃ কর্ম্মণোরস্তি, তদ্বিষয়ং হি একেষাং শাখিনাং "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি বচনং মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

উক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ভিন্ন আরও অনেক কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তদ্বিষয়েই কোন কোন শাখীর 'তাহার (মুমূর্ষুর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদ্‌গণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ লাভ করে' এই প্রকার বাক্যোল্লেখ বুঝিতে হইবে ॥৪॥১॥১৭॥]

অতঃ—অগ্নিহোত্রাদি-সাধুকৃত্যায়া বিদ্যোৎপত্ত্যর্থায়া অন্যাপি বিদ্যাধি-গমাৎ পূর্ব্বোত্তরয়োরুভয়োরপি পুণ্যকর্ম্মণোঃ প্রবলকর্ম্মপ্রতিবদ্ধফলা

লব্ধাতিশয় বিদ্যার প্রত্যহ উৎকট সাধন করিতে হয় ; সুতরাং সেই বিদ্যা সমুৎপাদনার্থই প্রত্যহ আশ্রমোচিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয় ; নচেৎ আশ্রমোচিত কর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়ায় যাহার অন্তঃকরণ কলুষিত বা পাপস্পৃষ্ট হইয়া যায়, তাদৃশ ব্যক্তির বিদ্যালাভই হইতে পারে না ; [অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও অবশ্যই আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে] ॥৪॥১॥১৬॥

ভালকথা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্ম্মগুলি যদি বিদ্যোৎপত্তিরই নিদান হইল ; আর বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বকৃত পুণ্যফল যদি—'কর্ম্মশেষ পর্য্যন্ত [চন্দ্রলোকে] বাস করিয়া' এবং 'কর্ম্মের অবসান বা সমাপ্তি লাভ করিয়া' ইত্যাদি বচনানুসারে ভোগ দ্বারাই বিনষ্ট হইল, আর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের ফল যদি বর্ত্তমান দেহেই ভোগ করিতে হইল, তাহা হইলে 'তাহার সুহৃদ্‌গণ সাধুকর্ম্ম গ্রহণ করেন' এই শ্রুতিবাক্যের বিষয় কোথায় রহিল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যোৎপত্তির সাধনভূত এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ভিন্ন আরও অসংখ্য সাধু কর্ম্ম নিশ্চয়ই আছে, যাহাদের ফল

সাধুকৃত্যানন্তা সম্ভবত্যেব; তদ্বিষয়মিদমেকেষাং শাখিনাং বচনং "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" [ছান্দো০, ১।১।১০] ইতি; বিদ্যয়া অশ্লেষবিনাশশ্রুতিশ্চ তদ্বিষয়া ॥৪॥১॥১৭॥

অনুষ্ঠিতস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলপ্রতিবন্ধসম্ভবং পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—যৎ (যাহা) এব (নিশ্চয়) বিদ্যয়া (বিদ্যা দ্বারা) ইতি (ইহা) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরম্" ইত্যুদ্গীথবিদ্যায়াঃ ক্রতুফল-প্রতিবন্ধকত্বকথনাৎ অনুষ্ঠিতস্যাপি কর্ম্মণঃ ফলপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতীতি গম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

'বিদ্যা-সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হয়' এই শ্রুতিতে উদ্গীথ বিদ্যাকে যজ্ঞফলের অপ্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে; ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অন্য প্রবল কর্ম্ম দ্বারা তাহার ফলপ্রদানে বিঘ্ন ঘটিতে পারে ॥৪॥১॥১৮॥]

"যদেব বিদ্যয়া করোতি···তদেব বীর্য্যবত্তরম্" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইত্যুদ্গীথবিদ্যায়াঃ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধফলত্ব-বচনেনানুষ্ঠিতস্যাপি কর্ম্মণঃ ফল-প্রতিবন্ধঃ সূচ্যতে হি। অতো বিদুষোঽনুষ্ঠিত-প্রতিবদ্ধফলবিষয়ং "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইতি শাট্যায়নকম্ ॥ ৪॥১॥১৮॥

[ইতি দশমম্ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥]

অপরাপর প্রবল পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া অসমর্থ অবস্থায় রহিয়াছে; কোন কোন শাখায় উক্ত—'তাহার পুত্রগণ ধন গ্রহণ করে, এবং সুহৃদগণ পুণ্য কর্ম্ম গ্রহণ করেন' এই বচন তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর বিদ্যার প্রভাবে যে, অশ্লেষ ও বিনাশ হয় বলা হইয়াছে, তাহারও বিষয় ঐ সমস্ত কর্ম্মই ॥৪॥১॥১৭॥

অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলেরও যে, প্রতিবন্ধ সম্ভবপর হয়, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এখন তাহাই স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন—

'বিদ্যা সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই অধিক বীর্য্যশালী হয়' এই শ্রুতিতে উদ্গীথ-বিদ্যাকে (উপাসনাকে) যজ্ঞফলের প্রতিবন্ধক-নিবারক বলা হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অনুষ্ঠিত কর্ম্মও কর্ম্মান্তর দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে; অতএব বিদ্বদনুষ্ঠিত যে সমস্ত কর্ম্মের ফল কর্ম্মান্তর দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধেই "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" এই শাট্যায়ন-শ্রুতি উক্ত হইয়াছে ॥৪॥১॥১৮॥

[ইতি দশম 'অগ্নিহোত্রাদি' অধিকরণ ॥১০॥]

ইতরক্ষপণাধিকরণম্।] **ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥৪॥১॥১৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভোগেন (ভোগ দ্বারা) তু (কিন্তু) ইতরে (অপর—অনারব্ধ পুণ্য পাপ) ক্ষপয়িত্বা (ক্ষয় করিয়া) অথ (পশ্চাৎ) সম্পদ্যতে (ব্রহ্মলাভ করেন)।]

[সরলার্থঃ—ইতরে প্রারব্ধফলে পুণ্যাপাপে তু পুনঃ ভোগেন ফলানুভবেন ক্ষপয়িত্বা সমাপ্য, অথ অনন্তরং সম্পদ্যতে—ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

অপর যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রারব্ধফলক সেই সমস্ত কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া অনন্তর ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৪॥১॥১৯॥

[একাদশ ইতরক্ষপণাধিকরণ ॥১১॥]

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদের সরলার্থ সমাপ্ত ॥৪॥১॥

যয়োঃ পুণ্যপাপয়োরশ্লেষ-বিনাশাবুক্তৌ, তাভ্যামিতরে আরব্ধকার্য্যে-পুণ্যপাপে কিং বিদ্যাযোনি-শরীরাবসানে, উত তচ্ছরীরাবসানে শরীরান্তরা-বসানে বা—ইত্যনিয়মঃ; ইতি সংশয়ে "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইতি তচ্ছরীরবিমোক্ষাবসানত্বশ্রবণাৎ তদবসানে; ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে—

যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অশ্লেষ ও বিনাশ উক্ত হইল, তদ্ভিন্ন আরও, যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম আরব্ধকার্য্য অর্থাৎ নিজ নিজ ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম কি বিদ্যোৎপত্তির সাধনভূত শরীরাবসানে বিনষ্ট হয়? কিংবা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই শরীর-পাতের পরে, অথবা অন্য কোনও শরীরের অবসানে বিনষ্ট হয়? এইরূপ সংশয় স্থলে, 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যতক্ষণ এই দেহ বিনষ্ট না হয়, তাহার পর সে বিমুক্তিলাভ করিবে,' এই শ্রুতিতে বর্ত্তমান দেহাবসানের কথা থাকায় বোধহয় যে, এই দেহাবসানেই পুণ্যপাপের ক্ষয় হয়; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"ভোগেন তু" ইত্যাদি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই ইতর-ক্ষপণাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়- জ্ঞানীর প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ক্ষয়। (২) সংশয়—প্রারব্ধফলক পুণ্যপাপের ক্ষয় হয় কখন?—এই দেহের শেষে? অথবা দেহান্তরে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কোন নিয়ামক শ্রুতি নাই, তখন এই দেহশেষে কিংবা দেহান্তরেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইতে পারে। (৪) উত্তর—না, প্রারব্ধফলক যে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগের জন্য, যে দেহ আরব্ধ হয়, সেই দেহেই সেই দেহভোগ্য পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা শেষ করিতে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, অনাদিকাল হইতে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যাপ্রভাবে সে সমুদয়ের বিনাশ হয়, আর প্রারব্ধ-ফলক কর্ম্মের কেবল ভোগ দ্বারাই শেষ করিতে হয়, এবং জ্ঞানের পশ্চাৎকালে যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে পুণ্যকর্ম্মগুলি জ্ঞানীর বন্ধুগণ গ্রহণ করে, আর পাপকর্ম্মগুলি তাহার শত্রুগণ গ্রহণ করে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ভোগেন তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; ইতরে আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে স্বারব্ধফলভোগেন ক্ষপয়িত্বা তৎফলভোগসমাপ্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে; তে চ পুণ্যপাপে একশরীরোপভোগ্যফলে চেৎ, তচ্ছরীরাবসানে সম্পদ্যতে; অনেক-শরীরভোগ্যফলে চেৎ, তদবসানে সম্পদ্যতে, ভোগেনৈব ক্ষপয়িতব্যত্বাদারব্ধফলয়োঃ কর্ম্মণোঃ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" [ছান্দো০৬।১৪।২] ইতি চ ভোগেন তয়োঃ কর্ম্মণোর্বিমোক্ষ উচ্যতে, দেহাবধিনিয়মাশ্রবণাৎ। তদেবং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাগনুষ্ঠিত-মভুক্তফলমনারব্ধফলং পুণ্যপাপরূপং কর্ম্ম অনাদিকালসঞ্চিতমনন্তং বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদ্বিনশ্যতি; বিদ্যারম্ভোত্তরকালমনুষ্ঠিতং চ ন শ্লিষ্যতি; তত্র পুণ্যরূপং সর্ব্বং বিদুষঃ সুহৃদো গৃহ্নন্তি, পাপং চ দ্বিষন্তঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৪॥১॥১৯॥

[ইতি একাদশম্ ইতরক্ষপণাধিকরণম্ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৪॥১॥

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সূত্রে 'তু'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অপর যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ আরব্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় বা সমাপিত করিয়া, তাহার ফলভোগ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্ম সম্পন্ন হন। আর সেই কর্ম্মফল যদি অনেক-শরীরে ভোগযোগ্য হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত শরীরপাতের পর ব্রহ্ম সম্পন্ন হয়; কারণ, প্রারব্ধফলক পুণ্য ও পাপকর্ম্ম একমাত্র ভোগ দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়। 'তাহার সেই পরিমাণই বিলম্ব, যাবং দেহমুক্ত না হয়, তাহার পর সে ব্রহ্মলাভ করে' এই শ্রুতিতেও উক্ত ফল-ভোগেই পুণ্যপাপ-ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে; কেন না, ঐ শ্রুতিতে দেহাবধি ভোগের অর্থাৎ যতকাল দেহ থাকিবে, ততকাল ভোগ হইবে, এরূপ নিয়ম-বোধক কোন কথা নাই। অতএব এইরূপই সিদ্ধান্ত অবধারিত হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপরূপ যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই—অভুক্ত অবস্থায় সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই অনন্ত কর্ম্মরাশি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর বিদ্যা-প্রাদুর্ভাবের পশ্চাদনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম বিদ্বান্‌কে স্পর্শ করে না। উক্ত কর্ম্মরাশির মধ্যে পুণ্যকর্ম্ম তাহার সুহৃদ্গণ গ্রহণ করেন, আর পাপকর্ম্ম তাহার শত্রুগণ গ্রহণ করেন; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥৪॥১॥১৯॥

[ইতি একাদশ ইতরক্ষপণাধিকরণ ॥১১॥]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যের চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥১॥

বাগধিকরণম্।] **বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪॥২॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) মনসি (মনেতে), দর্শনাৎ (প্রত্যক্ষহেতু) শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদুষ উৎক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুং দ্বিতীয়পাদোঽয়মারভ্যতে। "অস্য সোম্য, পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি ছান্দোগ্যে সমাম্নায়তে। অত্র কিং বাচো বৃত্তিমাত্রং সম্পদ্যতে? উত স্বরূপতো বাগেব? ইতি বিশয়ে আহ—"বাঙ্মনসি" ইত্যাদি।

স্বরূপতো বাগিন্দ্রিয়মেব মনসি সম্পদ্যতে সংযুজ্যতে, ন তু তদ্বৃত্তিমাত্রম্; কুতঃ? দর্শনাৎ—উৎক্রান্তিকালে মনসঃ প্রাগেব বাচ উপরতিদর্শনাৎ, শব্দাচ্চ—"বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাদপীত্যর্থঃ ॥

এই দ্বিতীয় পাদে বিদ্বানের উৎক্রান্তিক্রম বর্ণিত হইতেছে—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—'এই বিদ্বান্ দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বাক্ মনেতে মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজে, তেজঃ আবার পরদেবতাতে (আত্মাতে) মিলিত হয়' ইতি। এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, এই 'বাক্‌সম্পত্তি' অর্থ কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি-নিবৃত্তি (শব্দোচ্চারণ বিলোপ মাত্র)? অথবা সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় প্রাপ্তি? তদুত্তরে বলিতেছেন—

এখানে সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনেতে সংযুক্ত হয়, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় নহে; কারণ, মনের পূর্ব্বেই যে, বাগিন্দ্রিয়ের বিলোপ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং 'বাক্ মনেতে সম্মিলিত হয়' এই শ্রুতিতেও বাগিন্দ্রিয়েরই কথা আছে, বৃত্তির কথা নাই ॥ ৪॥২॥১॥]

ইদানীং বিদুষো গতিপ্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে। প্রথমং তাবদুৎক্রান্তিশ্চিন্ত্যতে। তত্রেদমাম্নায়তে "অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি। অত্র "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৬।৮৬] ইতি বাচো

এখন বিদ্বানের গতিপ্রকার (দেহত্যাগের প্রণালী) চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ উৎক্রমণের—দেহ হইতে বহির্গমনের প্রণালী বিচার করিতেছেন। তদ্বিষয়ে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে সোম্য, এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে, অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজ আবার পরদেবতাতে মিলিত হয়।' এখানে সন্দেহ এই যে, এই "বাক্ মনসি সম্পদ্যতে"

মনসি সম্পত্তিশ্রুতিঃ কিং বাগ্‌বৃত্তিমাত্রবিষয়া ? উত বাগ্‌বিষয়া ?—ইতি বিশয়ে, বৃত্তিমাত্রবিষয়েতি যুক্তম্ ; কুতঃ ? মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ তত্র বাক্‌স্বরূপসম্পত্ত্যসম্ভবাৎ। বাগাদিবৃত্তীনাং মনোঽধীনত্বেন বৃত্তি-সম্পত্তিশ্রুতিঃ কথঞ্চিদুপপদ্যত ইতি ; এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বাঙ্মনসি—ইতি। বাক্‌স্বরূপমেব মনসি সম্পদ্যতে ; কুতঃ ? দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি মনঃপ্রবৃত্তিঃ। বৃত্তিমাত্র-সম্পত্ত্যাপি তদুপপদ্যত ইতি চেৎ ; তত্রাহ—শব্দাচ্চেতি। "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাক্‌স্বরূপ-সম্পত্তাবেব হি শব্দঃ ; ন বৃত্তিমাত্র-সম্পত্তৌ। ন হি তদানীং বৃত্ত্যুপরমে বাগিন্দ্রিয়ং প্রমাণান্তরেণোপলভ্যতে ; যেন বৃত্তিমাত্রমেব সম্পদ্যত ইত্যুচ্যেত। যদুক্তং—মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ বাচো মনসি সম্পত্তি-

শ্রুতিতে যে, মনের সহিত বাকের সম্মিলনের কথা আছে, ইহা কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপারের বিলয়-বোধক ? অথবা বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয়বোধক ? বাগ্‌বৃত্তির বিলয়বোধক বলাই যুক্তিযুক্ত ; আর বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা কার্য্য যখন মনের অধীন, তখন বৃত্তিবিলয়নের কথা অন্য কোনপ্রকারেও উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

"বাক্‌মনসি" ইত্যাদি। স্বরূপতঃ বাগিন্দ্রিয়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? যেহেতু এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; কেন না, বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত হইলেও মনের ক্রিয়া অ-বিরত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল, শুধু বৃত্তিলয়ের পক্ষেও ত উক্ত প্রত্যক্ষ-ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তদ্বোধক শ্রুতিও আছে। কারণ, "বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" এই শ্রুতিটি সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু শুধু বৃত্তিলয় বুঝাইতেছে না। বিশেষতঃ মৃত্যুসময়ে মনের বৃত্তি লয় হইলেও যে, মনঃ বিদ্যমান থাকে, তদ্‌গ্রাহক কোনও প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে শুধু বৃত্তিলয়ের কল্পনা করা যাইতে পারে। আরও যে, বলা হইয়াছে, মনঃ বাগিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা উপাদান নয় বলিয়া

(*) তাৎপর্য্য—এই বাগধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহত্যাগকালে মনেতে ইন্দ্রিয়-সম্পত্তি শ্রুতি। (২) সংশয়—এখানে বাক্‌সম্পত্তি অর্থ কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় ? অথবা সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়েরই লয় ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বাগিন্দ্রিয়ের লয় হইতে পারে না ; সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি লয়ই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, এখানে 'সম্পত্তি' অর্থ—লয় নহে, পরন্তু সংযোগমাত্র ; সুতরাং মন বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান না হইলেও তাহার সহিত সংযোগ লাভ করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব সাক্ষাৎ বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরই তৎকালে মনের সহিত সংযোগ বুঝিতে হইবে।

নোপপদ্যত ইতি ; তৎ "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বচনাৎ মনসা বাক্ সংযুজ্যতে, ন তু তত্র লীয়তে ; ইতি পরিহর্ত্তব্যম্ ॥৪॥২॥১॥

অত এব সর্ব্বাণ্যনু ॥৪॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) সর্ব্বাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়) অনু (পশ্চাৎ—বাগিন্দ্রিয়লয়ের পর) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—যতোঽত্র সম্পত্তিঃ সংযোগমাত্রম্, তত এব চ সর্ব্বাণি অন্যানি ইন্দ্রিয়াণি বাচম্ অনু বাক্‌সংযোগানন্তরং সম্পদ্যতে—ইত্যপি উপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

অতএব—যেহেতু 'সম্পত্তি' অর্থ—সংযোগমাত্র, সেই হেতু বাগিন্দ্রিয়ের পরে যে, অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহেরও 'সম্পত্তি'র কথা আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ॥৪॥২॥২॥]

[প্রথম বাগধিকরণ ॥১॥]

যতো বাচো মনসা সংযোগমাত্রং সম্পত্তিঃ, ন তু লয়ঃ ; অত এব বাচমনু সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিশ্রুতিরুপপদ্যতে, "তস্মাদুপশান্ততেজা অপুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" ইতি ॥৪॥২॥২॥

[ইতি প্রথমং বাগধিকরণম্ ॥১॥]

মনোঽধিকরণম্।]

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (সেই) মনঃ (মন) প্রাণে (প্রাণে), উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) ।]

মনেতে বাগিন্দ্রিয়ের বিলয় হইতে পারে না ; সে কথাও যুক্তিসহ হয় না ; কারণ ; শ্রুতি যখন "বাক্ মনসি সম্পদ্যতে" বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে 'সম্পত্তি' অর্থ—সংযোগমাত্র, কিন্তু বিলয় বা তদ্ভাবাপত্তি নহে ; সুতরাং এইরূপে উক্ত আপত্তিরও পরিহার হইতে পারে ॥৪॥২॥১॥

যেহেতু মনের সহিত বাক্যের সম্পত্তি অর্থ—কেবল সংযোগমাত্র ; কিন্তু লয় নহে ; সেই হেতুই বাগিন্দ্রিয়ের পর—'সেই হেতু শরীরের উষ্মা বিরত হইলে পর যাহাতে আর পুনর্ব্বার জন্ম না হয়, তদ্রূপে মনেতে সম্পদ্যমান (সম্মিলিত) ইন্দ্রিয়গণের সহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, মনেতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্মিলনের কথা আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ॥৪॥২॥২॥

[প্রথম বাগধিকরণ ॥১॥]

[সংলার্থঃ—তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্তং মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে—ইতি উত্তরাৎ—"মনঃ প্রাণে" ইতি বাক্যাৎ অবগম্যতে ইতি শেষঃ ॥

সেই মনও আবার অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণে যাইয়া সংযুক্ত হয়; ইহা পরবর্ত্তী 'মন প্রাণে যায়' এই শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥৪॥২॥৩॥]

[ইতি দ্বিতীয় মনোঽধিকরণ ॥২॥]

তৎ—সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্তং মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে—প্রাণেন সংযুজ্যতে; ন মনোবৃত্তিমাত্রম্। কুতঃ? উত্তরাৎ—"মনঃ প্রাণে" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি বাক্যাৎ। অধিকাশঙ্কা তু—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" [ছান্দো০ ৬।২।৪] ইতি বচনাৎ মনসোঽন্নপ্রকৃতিত্বমবগম্যতে; অন্নস্য চ "তা অন্নমসৃজন্ত" [ছান্দো০ ৬।৬।৫] ইত্যম্ময়ত্বং সিদ্ধম্, "আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি চ অপ্‌প্রকৃতিত্বং প্রাণস্যাবগম্যতে; অতঃ "মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে" ইত্যত্র প্রাণশব্দেন প্রাণপ্রকৃতিভূতা অপো নির্দ্দিশ্য তাসু মনঃসম্পত্তিপ্রতিপাদনে পরম্পরয়া স্বকারণে লয়ঃ, ইতি সম্পত্তিবচনমুপপন্নং ভবতি—ইতি।

সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযুক্ত সেই মনই আবার প্রাণে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মন প্রাণের সহিত সম্মিলিত হয়, কিন্তু শুধু মনের বৃত্তিমাত্র লয় হয় না। কারণ? "মনঃ প্রাণে" এই পরবর্ত্তী বাক্যই ইহার কারণ। এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, 'হে সোম্য, মনঃ অন্নময়' এই শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্নই মনের প্রকৃতি বা উপাদান; আর 'সেই জলসমূহ অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল', এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জল হইতেছে পৃথিবীর প্রকৃতি তাহার পর 'প্রাণ হইতেছে আপোময় অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন' এই শ্রুতি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, জলই প্রাণের প্রকৃতি বা উপাদান; অতএব সন্দেহ হইয়াছিল যে, 'মন প্রাণে সম্পন্ন হয়' বাক্যে প্রথমতঃ প্রাণের প্রকৃতিস্বরূপ জলের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে মনের সম্মিলন প্রতিপাদন করায় বোধ হইতেছে—পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ মনের উপাদান পৃথিবী, পৃথিবীর উপাদান জল, আবার জলের পরিণতি হইতেছে প্রাণ, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে স্বকারণে লয়ের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং এইরূপে, সম্পত্তিবোধক উক্ত শ্রুতিও সঙ্গত হইতেছে (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই মনোঽধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ ১ বিষয়—সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মনের প্রাণেতে সম্পত্তি। (২) সংশয়—ইহা কি মনের বৃত্তিলয়? অথবা সাক্ষাৎ মনেরই লয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ যখন মনের উপাদান নহে, তখন তাহাতে সাক্ষাৎ মনের লয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না অতএব বৃত্তিলয়ই সঙ্গত হয়। (৪) উত্তর—এখানে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বুঝিতে হইবে; তবে শ্রুতিতে যে, মনকে 'অন্নময়' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—মন অন্নের বিকার বা পরিণতি নহে, পরন্তু অন্ন দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ অথবা পরম্পারসম্বন্ধে কারণত্ব প্রদর্শনমাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বুঝিতে হইবে; বৃত্তিলয় নহে।

পরিহারস্তু—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি মনঃ-প্রাণয়োরন্নেনাদ্ভিশ্চাপ্যায়নমুচ্যতে, ন তৎপ্রকৃতিত্বম্ ; আহঙ্কারিকত্বান্মনসঃ, আকাশবিকারত্বাচ্চ প্রাণস্য। প্রাণশব্দেনাপাং লক্ষণা চ স্যাৎ, ইতি ॥৪॥২॥৩॥

[ইতি দ্বিতীয়ং মনোঽধিকরণম্ ॥২॥]

অধ্যক্ষাধিকরণম্।] **সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥২॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—সঃ (প্রাণ) অধ্যক্ষে (দেহাধিপতি জীবে), তদুপগমাদিভ্যঃ (তাহাতে গমনাদি-বোধক বাক্য হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শ্রুত্যনুরোধেন যথা বাচো মনসি, মনসশ্চ প্রাণে সম্পত্তিরুক্তা, তথা "প্রাণস্তেজসি" ইতি শ্রুত্যনুরোধেন প্রাণস্যাপি তেজস্যেব সম্পত্তিরুচ্যতাম্, ইত্যাহ—"সোঽধ্যক্ষে" ইত্যাদি।

সঃ প্রাণঃ অধ্যক্ষে দেহস্বামিনি জীবে সম্পদ্যতে, ন তু তেজসি ; কুতঃ ? তদুপগমাদিভ্যঃ—প্রাণস্য তাবৎ জীবে উপগমনং শ্রূয়তে,—"এবমেব ইমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" ইতি ; তথা জীবেন সহ প্রাণস্যোৎক্রান্তিরপি শ্রূয়তে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" ইতি ; অতঃ প্রাণস্য দেহাধ্যক্ষে জীবে এব লয়োঽবগন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

'বাক্ মনেতে সম্পন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যেমন বাক্ ও মনের যথাক্রমে মন ও প্রাণেতে সম্মিলন উক্ত হইয়াছে, তেমনি 'প্রাণ তেজে সম্পন্ন হয়' এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণেরও তেজেতে সম্মিলন বলা যাইতে পারে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই প্রাণ আবার অধ্যক্ষে অর্থাৎ দেহস্বামী জীবে যাইয়া মিলিত হয়, কিন্তু তেজেতে নহে ; কারণ, শ্রুতিতে জীবের সহিত প্রাণ-সম্মিলনেরই কথা আছে—'এইরূপ সমস্ত প্রাণ অন্তকালে এই জীবাত্মাতে যাইয়া মিলিত হয়' ইত্যাদি ॥৪॥২॥৪॥ [তৃতীয় অধ্যক্ষাধিকরণ ॥৩॥]

উক্ত আশঙ্কার পরিহার এইরূপ—'হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়' এই শ্রুতিতে কেবল অন্ন দ্বারা মনের, আর জল দ্বারা প্রাণের পরিপুষ্টিমাত্র কথিত হইয়াছে, কিন্তু অন্নকে মনের আর জলকে প্রাণের প্রকৃতি বলা হয় নাই। কারণ, মন হইতেছে আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, আর প্রাণ হইতেছে আকাশ-বিকার অর্থাৎ আকাশ হইতে (শব্দ তন্মাত্র হইতে) উৎপন্ন ; [সুতরাং তদুভয়কে অন্নপ্রকৃতিক ও জলপ্রকৃতিক বলা যাইতে পারে না]। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে প্রাণশব্দের জলেতে (জল অর্থে) লক্ষণাও করিতে হয় ; [তাহাও শক্তি সত্ত্বে গ্রহণ করা উচিত হয় না] ॥৪॥২॥৩॥

[দ্বিতীয় মনোঽধিকরণ ॥২॥]

যথা "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে" ইতি বচনানুরোধেন মনঃ-প্রাণয়োরেব বাঙ্মনসয়োঃ সম্পত্তিঃ, তথা "প্রাণস্তেজসি" ইতি বচনাৎ তেজস্যেব প্রাণঃ সম্পদ্যতে—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"সোঽধ্যক্ষে" ইতি। সঃ প্রাণঃ, অধ্যক্ষে করণাধিপে জীবে সম্পদ্যতে। কুতঃ? তদুপগমাদিভ্যঃ—প্রাণস্য জীবোপগমস্তাবৎ শ্রূয়তে—"এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" [বৃহদা০ ৬।৩।৩৮] ইতি; তথা জীবেন সহ প্রাণস্যোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি; প্রতিষ্ঠা চ জীবেন সহ শ্রূয়তে—"কস্মিন্নুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি" [প্রশ্নো০ ৬।৬] ইতি। এবং জীবেন সংযুজ্য তেন সহ তেজঃসম্পত্তিরিহ "প্রাণস্তেজসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইত্যুচ্যতে; যথা যমুনায়া গঙ্গয়া সংযুজ্য সাগরগমনেঽপি 'যমুনা সাগরং গচ্ছতি' ইতি বচো ন বিরুধ্যতে, তদ্বৎ ॥৪॥২॥৪॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অধ্যক্ষাধিকরণম্ ॥৩॥]

"বাক্ মনেতে সম্পন্ন হয়, মন প্রাণেতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুরোধে যেমন, মনঃ ও প্রাণ উভয়েতেই যথাক্রমে বাক্ ও মনের 'সম্পত্তি' বলা হইয়াছে, তেমনি 'প্রাণ তেজেতে সম্পন্ন হয়' এই শ্রুতিবাক্যানুসারেও তেজেতেই প্রাণের 'সম্পত্তি' পাওয়া যাইতে পারে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"সোঽধ্যক্ষে" ইত্যাদি (*)।

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি জীবে সম্পন্ন হয়; কারণ? তদুপগমাদিই কারণ; প্রথমতঃ জীবেতেই প্রাণের আশ্রয়লাভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; যথা—'ঠিক এইপ্রকারই অন্তকালে (মৃত্যু সময়ে) সমস্ত প্রাণ এই আত্মাতে যায়', এইরূপ জীবের সহিত প্রাণ সমূহের উৎক্রমণের অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের কথাও শ্রুতিতে পাওয়া যায়; যথা—'সেই জীব উৎক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণই উৎক্রমণ করে' জীবের সহিত প্রাণসমূহের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতিও শোনা যায়; যথা—'কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব? আর কে থাকিলে আমি (এই দেহে) অবস্থান করিব?' এইরূপ পর্য্যালোচনা হইতে জানা যায় যে, প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত সম্মিলিত হয়, পরে তদবস্থায়ই তেজের সঙ্গে মিলিত হয়, ইহাই "প্রাণস্তেজসি" শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে। যেমন যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে গেলেও 'যমুনা সাগরে যাইতেছে' বলা বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ ॥৪॥২॥৪॥ [তৃতীয় অধ্যক্ষাধিকরণ ॥৩॥]

(*) তাৎপর্য্য—এই অধ্যক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"প্রাণঃ তেজসি" এই শ্রুত্যুক্ত তেজেতে প্রাণের লয়। (২) সংশয়—বাক্ ও মনের ন্যায় প্রাণও কি তেজেতেই সংযুক্ত হয়? অথবা অন্যত্র না?

ভূতাধিকরণম্।]

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতেষু (পৃথিব্যাদিভূতে) তচ্ছ্রুতেঃ (যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে)।]

[সরলার্থঃ—"প্রাণস্তেজসি" ইত্যত্র প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরুক্তা; তত্র সংশয়ঃ—ইয়ং সম্পত্তিঃ কিং কেবলতেজস্যেব, অথবা সংহতেষু ভূতেষু? ইতি। তত্রাহ—"ভূতেষু" ইতি।

জীবসংযুক্তঃ প্রাণঃ ভূতেষ্বেব সম্পদ্যতে; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ—"পৃথিবীময় আপোময়ঃ… তেজোময়ঃ" ইত্যত্র হি উৎক্রান্তস্য জীবস্য সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'প্রাণ তেজেতে মিলিত হয়' এখন সংশয় হইতেছে যে, জীব-সমন্বিত প্রাণ কি কেবল তেজেতেই সম্মিলিত হয়? অথবা সংহত সর্ব্বভূতে সম্মিলিত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভূতেষু" ইত্যাদি।

জীবসমন্বিত প্রাণ কেবলই তেজেতে মিলিত হয় না, পরন্তু সম্মিলিত সর্ব্বভূতেই মিলিত হয়; কারণ, 'পৃথিবীময় আপোময়ঃ * * * তেজোময়' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে সর্ব্বভূতময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥৪॥২॥৫॥]

"প্রাণস্তেজসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরুক্তা; সা সম্পত্তিঃ কিং তেজোমাত্রে, উত সংহতেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু? ইতি বিশয়ে তেজোমাত্রশ্রবণাৎ তেজসি ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে—

'প্রাণ তেজেতে সম্মিলিত হয়' এই শ্রুতিতে জীবসংযুক্ত প্রাণের তেজেতে সম্মিলনের কথা উক্ত আছে; সেই সম্মিলন কি শুধু তেজেতেই হয়? অথবা সম্মিলিত সমস্ত ভূতে হয়? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতিতে যখন কেবলই তেজের কথা আছে, তখন শুধু তেজে সম্পত্তি হওয়াই উচিত; তদুত্তরে বলা হইতেছে (*)—

---

(৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন তেজেতেই লয়ের কথা আছে, তখন অন্যত্র সংযোগ-কল্পনা সঙ্গত হয় না। (৪) উত্তর—না, দেহাধ্যক্ষ জীবেতেই প্রাণের সংযোগ হয়, তেজেতে হয় না; কারণ, অন্য শ্রুতিতে একথা স্পষ্টাকারে উক্ত আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের সহিত সংযোগ হওয়াই ঐ শ্রুতির অর্থ, তেজের সহিত নহে।

(*) এই ভূতাধিকরণটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবসংযুক্ত প্রাণের তেজোলয় শ্রুতি। (২) সংশয়—শুধু তেজেই প্রাণের লয় হয়? না, সমষ্টিভূত ভূত-সংঘাতে হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন কেবল তেজেরই উল্লেখ আছে, তখন তাহাতে লয় হওয়াই সঙ্গত হয়। (৪) উত্তর—না, কেবলই তেজেতে সংযুক্ত হওয়া ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; পরন্তু সম্মিলিত ভূতসমূহে সংযুক্ত হওয়াই উহার অর্থ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে সেইরূপ কথাই আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের ভূতসমূহে লয়ই শাস্ত্রার্থ, কেবল তেজেতে লয় নহে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

"ভূতেষু" ইতি। ভূতেষু সম্পদ্যতে; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ—"পৃথিবীময় আপোময়ঃ···তেজোময়ঃ" [বৃহদা° ৬।৪।৫] ইতি জীবস্য সঞ্চরতঃ সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রুতেঃ ॥৪॥২॥৫॥

ননু তেজঃপ্রভৃতিষ্বেকৈকস্মিন্ ক্রমেণ সম্পত্তাবপি "পৃথিবীময়ঃ" ইত্যাদিকা শ্রুতিরুপপদ্যতে; অত আহ—

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (এক একটিতে), দর্শয়তঃ (প্রদর্শন করিতেছেন হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—অপি চ একস্মিন্নেব তেজসি প্রাণসম্পত্তির্ন যুক্তা; হি যস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—তথৈব প্রতিপাদয়তঃ। তত্র শ্রুতিস্তাবৎ—"তাসামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি" ইতি পঞ্চীকৃতানামেব ভূতানাং কার্য্যসামর্থ্যং দর্শয়তি। তথা—

"সমেত্যান্যোন্য-সংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥"

ইত্যাদ্যা স্মৃতিরপি পরস্পরসমেতানামেব ভূতানাং কার্য্যোপযোগং দর্শয়তি; অতঃ "প্রাণস্তেজসি" ইত্যত্রাপি ভূতান্তর-সংসৃষ্টমেব তেজো গ্রাহ্যম্, ন পুনঃ তেজোমাত্রমিত্যর্থঃ॥

আরও এক কথা, শুদ্ধ তেজেতে প্রাণসংযোগ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধও বটে; কারণ, অমিশ্রিত কোন ভূতই কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না; এইজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—[সৃষ্টিকালে প্রবৃত্ত ঈশ্বর চিন্তা করিলেন যে,] 'সেই ভূতসমূহের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পরস্পরে মিশ্রিত করিব'; তাহার পর, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—'পৃথগ্‌ভাবে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ সেই ভূতগণই পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলভূতাকারে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন করিল'। অতএব 'প্রাণঃ তেজসি' শ্রুতির তেজঃশব্দে পঞ্চীকৃত তেজই বুঝিতে হইবে, শুদ্ধ তেজঃ নহে ॥৪॥২॥৬॥]

[চতুর্থ ভূতাধিকরণ ॥৪॥]

"ভূতেষু" ইতি। [জীবসংযুক্ত প্রাণ] ভূতসংঘাতেই সম্মিলিত হয়; কারণ? যেহেতু সেইরূপই শ্রুতি আছে,—যেহেতু 'পৃথিবীময়, আপোময় • • • তেজোময়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সঞ্চরণশীল (দেহ হইতে বহির্গত) জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে; [জীবসংযুক্ত প্রাণ সর্ব্বভূতে সম্বদ্ধ না হইলে, জীবকে সর্ব্বভূতময় বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না] ॥৪॥২॥৫॥

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের একএকটিতে ক্রমশঃ সংযুক্ত হইলেও ত "পৃথিবীময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অবশ্যই উপপত্তি হইতে পারে; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

নৈকস্মিন্, একৈকস্য কার্য্যাক্ষমত্বাৎ। দর্শয়তো হি অক্ষমত্বং শ্রুতি-স্মৃতী—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২,৩] ইতি নামরূপ-ব্যাকরণযোগ্যত্বায় ত্রিবৃৎকরণমুপদিশ্যতে—

"নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥
সমেত্যান্যোন্য-সংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥"
[বিষ্ণু পু০ ১।২।৫২,৫৩] ইতি।

অতঃ "প্রাণস্তেজসি" ইতি তেজঃশব্দেন ভূতান্তরসংসৃষ্টমেব তেজোঽ-ভিধীয়তে। অতো ভূতেষ্বেব সম্পত্তিঃ ॥৪॥২॥৬॥

[ইতি চতুর্থং ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥]

আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্।] **সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪॥২॥৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—সমানা (সমান—একই রকম) চ (ও) আ সৃত্যুপক্রমাৎ (গতির প্রারম্ভ হইতে) অমৃতত্বং (মুক্তি) চ (ও) অনুপোষ্য (দগ্ধ না করিয়া)।]

"নৈকস্মিন্"--না, একএকটিতে নয়; কারণ, একএকটির কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। বক্ষ্যমাণ শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রও ইহা প্রতিপাদন করিতেছে; যথা,—'ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [জগতের] নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, ভূতগণের এক-একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক) করিব', এই শ্রুতিতে নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার যোগ্যতা-সম্পাদনের জন্য ত্রিবৃৎকরণের (পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিশ্রণের) উপদেশ রহিয়াছে; 'পৃথগ্‌ভূত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত অমিশ্রিত ভূতসমূহ বিভিন্নশক্তিসম্পন্ন; এই কারণে তাহারা সংহতি বা পরস্পরের সম্মিশ্রণ ব্যতীত জাগতিক বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না; তাহার পর পরস্পরের সহিত সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরের আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত বিশেষাকারে পরিণত হইয়া তাহারাই এই ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন করিল।' অতএব বুঝিতে হইবে যে, "প্রাণঃ তেজসি" এই শ্রুত্যুক্ত তেজঃশব্দে অপরাপর ভূতের সহিত সম্মিলিত তেজই অভিহিত হইতেছে, শুদ্ধ কেবল তেজ নহে। অতএব ভূতসমষ্টিতেই প্রাণের সম্পত্তি অবধারিত হইল ॥৪॥২॥৬॥

[ইতি চতুর্থ ভূতাধিকরণ ॥৪॥]

[সরলার্থঃ—ইয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা? অথবা কেবলম্ অবিদুষ এব? ইতি সংশয়ে আহ—"সমানা" ইত্যাদি।

আ সৃত্যুপক্রমাৎ—অর্চ্চিরাদিগত্যুপক্রমাৎ প্রাক্ উৎক্রান্তিঃ বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা বিদুষোঽর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্রুতেঃ। "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইত্যত্রোক্তমমৃতত্বং তু 'অনুপোষ্য চ' শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধম্ অদগ্ধ্বৈব, উপাসনারম্ভবিষয়মিত্যর্থঃ॥

উক্ত উৎক্রমণ কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই সমান? কিংবা কেবল অবিদ্বানেরই? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সমানা" ইত্যাদি।

অর্চ্চিরাদিপথে গমনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই গতি সমান; কেন না, শ্রুতিতে অর্চ্চিরাদিপথে বিদ্বানের গতির কথা আছে। 'অতঃপর মরণশীল জীবও অমৃত হন এবং এখানেই ব্রহ্ম লাভ করেন' এই শ্রুতিতে যে, এখানেই বিদ্বানের অমৃতত্ব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বান্ শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দগ্ধ না করিয়া, অর্থাৎ শরীরে থাকিয়াই উপাসনায় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; কিন্তু এখানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হন, এরূপ উহার অর্থ নহে॥৪॥২॥৭॥]

ইয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা? উত অবিদুষ এব? ইতি চিন্তায়াম্,—অবিদুষ এবেতি প্রাপ্তম্। কুতঃ? বিদুষোঽত্রৈবামৃতত্ব-বচনাদুৎক্রান্ত্যভাবাৎ। বিদুষো হ্যত্রৈবামৃতত্বং শ্রাব্যতে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

[কঠ০ ২।৬।১৪] ইতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

পূর্ব্বে যে, উৎক্রান্তির—দেহ হইতে বহির্গমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই তুল্য? অথবা কেবল অবিদ্বানেরই ঐরূপ হয়? এইরূপ চিন্তায় মনে হয় যে, ইহা কেবল অবিদ্বানের সম্বন্ধেই (বিদ্বানের সম্বন্ধে নহে); তাহার কারণ? যে হেতু বিদ্বানের এখানেই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভের কথা আছে; সুতরাং তাহার আর উৎক্রমণ সম্ভব হয় না। দেখ, বিদ্বানের এই দেহেই অমৃতত্ব লাভের কথা স্বয়ং শ্রুতিও বলিতেছেন—'এই উপাসকের হৃদয়নিহিত সমস্ত বাসনা যখন অপগত হয়, তখন মরণশীল উপাসক অমৃত (অমর) হন, এবং এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করেন' ইতি। এইরূপ প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)।

(*) তাৎপর্য্য—এই আসৃত্যুপক্রমাধিকরণটী সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের উৎক্রান্তি। (২) সংশয়—এই উৎক্রমণ কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলের পক্ষেই সমান? অথবা কিছু বিশেষ আছে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্বানের যখন এই

[সিদ্ধান্তঃ—]

"সমানা চাস্মৃত্যুপক্রমাৎ" ইতি। বিদুষোঽপি আ স্মৃত্যুপক্রমাদুৎক্রান্তিঃ সমানা। আ স্মৃত্যুপক্রমাৎ,—আ গত্যুপক্রমাৎ, নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। বিদুষোঽপি হি নাড়ীবিশেষেণোৎক্রম্য গতিঃ শ্রূয়তে—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"
[কঠ০ ২।৬।১৬] ইতি।

এবং নাড়ীবিশেষেণ গতিশ্রবণাদ্বিদুষোঽপ্যুৎক্রান্তিরবর্জ্জনীয়া; সা চ নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাক্ বিশেষাশ্রবণাৎ সমানা। তৎপ্রবেশদশায়াং চ বিশেষঃ শ্রূয়তে—"তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য" ইত্যনয়া শ্রুত্যৈকার্থ্যান্মূর্দ্ধ্নো নিষ্ক্রমণং বিদ্বদ্বিষয়ম্; ইতরদবিদ্ব-

---

"সমানা চ আ স্মৃত্যুপক্রমাৎ" ইত্যাদি। স্মৃতির উপক্রম পর্য্যন্ত উৎক্রমণপ্রণালী বিদ্বানেরও সমান, অর্থাৎ অবিদ্বানের গতির তুল্য। আ স্মৃত্যুপক্রম অর্থ—অর্চ্চিরাদিপথে গমনারম্ভ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত। বিদ্বান্ পুরুষ নাড়ীবিশেষ দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিরাদিপথে গমন করেন, এ কথা শ্রুতিতেও আছে—'হৃদয়ের মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুর্য্যনাড়ী) মস্তকাভিমুখে নির্গত হইয়াছে; যে লোক সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন (উৎক্রমণ করেন), তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন; অপরাপর নাড়ীগুলি অপরাপর লোকে গমনের কারণ হয়' ইতি। এইরূপ নাড়ীবিশেষ দ্বারা গতির উল্লেখ থাকায় বিদ্বানের পক্ষেও ঐরূপ উৎক্রমণ অপরিহার্য্য; উক্ত নাড়ীপথে প্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যখন কোনও বিশেষ কথা নাই; তখন [বুঝিতে হইবে যে,] নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সেই উৎক্রমণপ্রণালী সকলের পক্ষেই সমান; কেবল সেই নাড়ীমধ্যে প্রবেশের অবস্থায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে মাত্র; যথা—['উৎক্রমণের পূর্ব্বে ঐ নাড়ীর অগ্রভাগ আলোকিত হয়,] সেই আলোকের সাহায্যে আত্মা (জীব) চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে, অথবা, অপরাপর শরীরাবয়ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়' ইতি। অতএব পূর্ব্বোক্ত "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতানুসারে বুঝাযাইতেছে যে, মূর্ধা (মস্তক) হইতে যে, নিষ্ক্রমণ, তাহা কেবল বিদ্বানের সম্বন্ধে, আর অন্যান্য শরীরপ্রদেশ হইতে যে নিষ্ক্রমণ, তাহা অবিদ্বানের সম্বন্ধে

সেহেই অমৃতত্ব লাভ হয়, তখন তাহার পক্ষে আর উৎক্রমণ সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং উৎক্রমণ কেবল অবিদ্বানের সম্বন্ধেই। (৪) উত্তর—না. মূর্দ্ধন্য নাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলেরই গতি সমান। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মূর্দ্ধন্য নাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিদ্বান্কেও অবিদ্বানের ন্যায় উৎক্রমণ করিতে হয়, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

দ্বিষয়ম্। যদুক্তম্—বিদুষোঽত্রৈবামৃতত্বং শ্রাব্যতে—ইতি; তত্রোচ্যতে—"অমৃতত্বং চানুপোষ্য" ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে; অনুপোষ্য—শরীরেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব যদমৃতত্বম্—উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশরূপং প্রাপ্যতে; তদুচ্যতে "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" [কঠ০ ২।৬ ১৪] ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যে-ত্যর্থঃ। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি চ উপাসনবেলায়াং যো ব্রহ্মানুভবঃ, তদ্বিষয়মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪॥২॥৭॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪॥২॥৮॥

পদচ্ছেদঃ—তৎ (তাহা—অমৃতত্ব) আ অপীতেঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত) সংসার-ব্যপদেশাৎ (দেহাস্তিত্ব কথন হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তৎ—অমৃতত্বং যথোক্তপ্রকারমেব; কুতঃ? আ অপীতেঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ সংসারব্যপদেশাৎ—"তস্য তাবদেবচিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরসম্বন্ধ-কথনাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে যেরূপ অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঐ প্রকারই বটে; কেন না, যতক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ জীবের সংসার-সম্বন্ধ অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই থাকে, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥৪॥২॥৮॥]

অবশ্যং চ তৎ—অমৃতত্বমদগ্ধদেহসম্বন্ধস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ? আ অপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ—অপীতিঃ—অপ্যয়ঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। সা চার্চিরাদিনা মার্গেণ দেশবিশেষং গত্বেতি বক্ষ্যতে। আ তদবস্থাপ্রাপ্তেঃ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যে, বিদ্বানের ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভের শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও উত্তরে বলা যাইতেছে যে, "অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য" ইতি। চ-শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'অনুপোষ্য' অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সম্বন্ধ দগ্ধ (বিনষ্ট) না করিয়াই (এই দেহেই); উত্তর ও পূর্ব্বতন পাপের বিনাশ ও অসংস্পর্শে যে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" শ্রুতিতে কথিত হইতেছে; আর উপাসনাসময়ে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" শ্রুতিতে প্রতিপাদন করা হইতেছে ॥৪॥২॥৭॥

সেই অমৃতত্ব বা মুক্তি যে, নিশ্চয়ই অদগ্ধদেহসম্বন্ধের—যাহার দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নষ্ট হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ? যেহেতু 'অপীতি' না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারাবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে; অপীতি অর্থ—অপ্যয়—ব্রহ্মপ্রাপ্তি; সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিও যে, অর্চ্চিরাদিপথে স্থানবিশেষে গমনের পরেই হইয়া থাকে, এ কথা পশ্চাৎ

সংসারঃ—দেহসম্বন্ধলক্ষণো হি ব্যপদিশ্যতে—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি, "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি" [ছান্দো০ ৮।১৩।১] ইতি চ ॥৪॥২॥৮॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মশরীর) প্রমাণতঃ (শ্রুতিপ্রমাণ হইতে) চ (ও—যুক্তি হইতেও) তথা (সেইরূপ) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—শরীরাদুৎক্রান্তস্যাপি জীবস্য সূক্ষ্মং শরীরম্ অনুবর্ত্তত এব ; কুতঃ ? প্রমাণতঃ—শ্রুতিপ্রমাণাৎ তথা উপলব্ধেঃ, চকারাৎ যুক্তেরপীতি মন্তব্যম্। শ্রুতিস্তাবৎ—"তং প্রতিব্রূয়াৎ" ইত্যাদিঃ ; অত্র চ চন্দ্রমণ্ডলং গতস্য চন্দ্রমসা সংবাদদর্শনাৎ সূক্ষ্মশরীরসদ্ভাবঃ প্রতীয়তে ; তথা যুক্তিরপি—সূক্ষ্মশরীরং বিনা ব্যাপিনো নিরবয়বস্যাত্মনো গতিরপি নোপপদ্যতে ; ইতি সূক্ষ্ম—শরীরসদ্ভাবং গময়তীত্যর্থঃ।

জীব স্থূল শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও সূক্ষ্ম শরীর তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে ; কারণ, চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত জীবের সহিত চন্দ্রের কথাবার্ত্তা-প্রতিপাদক শ্রুতি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ; অধিকন্তু যুক্তিতেও ঐরূপই পাওয়া যাইতেছে ; কেন না, সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরবয়ব ও ব্যাপক আত্মার কোথাও গমনাগমন সম্ভব হইতে পারে না ॥৪॥২॥৯॥]

ইতশ্চ বিদুষোঽপি বন্ধো নাত্র দগ্ধঃ ; যতঃ সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে।

বলা হইবে। যতক্ষণ সেই স্থানটি প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ দেহসম্বন্ধাত্মক সংসারের সদ্ভাব শ্রুতিতেই কথিত আছে—'সেই উপাসকের সেইপর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে দেহবিমুক্ত না হয়, অনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয়' ইতি। আরও আছে—'অশ্ব যেরূপ রোমরাশি কম্পিত করিয়া এবং চন্দ্র যেরূপ রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ কৃতকৃত্য আমিও স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক লাভ করিব' ইতি ॥৪॥২॥৮॥

এই কারণেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্বানেরও এই দেহেই বন্ধধ্বংস হয় না ; যেহেতু সূক্ষ্ম শরীর (*) তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। [যদি বল,] কোথা হইতে ইহা জানা

(*) তাৎপর্য্য—জীবগণের শরীর সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) স্থূল ও (২) সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর স্থূল-পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন হয়, আবার প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর সেরূপ নহে, উহা সূক্ষ্ম সপ্তদশ অবয়বের সমবায়ে নির্ম্মিত এবং সৃষ্টির প্রথম হইতে মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। ঐ সপ্তদশ অবয়ব এইরূপ—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। আমাদের সুখ দুঃখ, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি গুণগুলি এই সূক্ষ্ম-শরীরে বুদ্ধিতেই থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরই মৃত্যুকালে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আবার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে নূতন দেহে জন্ম লাভ করে ; সূক্ষ্ম শরীরের জন্ম মরণই আত্মার জন্ম মরণ বলিয়া গৃহীত হয়।

কুত ইদমবগম্যতে ? প্রমাণতস্তথোপলব্ধেঃ—উপলভ্যতে হি দেবযানেন পথা গচ্ছতো বিদুষঃ "তং প্রতিব্রূয়াৎ" [কৌষী০ ১।২] "সত্যং ব্রূয়াৎ" ইতি চন্দ্রমসা সংবাদবচনেন শরীরসদ্ভাবঃ। অতঃ সূক্ষ্মশরীরমনুবর্ত্ততে; অতশ্চ বন্ধো ন দগ্ধঃ ॥৪॥২॥৯॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥৪॥২॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) উপমর্দ্দেন (দেহধ্বংস দ্বারা) অতঃ (এই হেতু)।]

[সরলার্থঃ—অতঃ—বন্ধসদ্ভাবাদেব "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি, অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি বচনং বন্ধোপমর্দ্দেন অমৃতত্বং ন বদতীত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে যখন তৎকালেও দেহসদ্ভাব প্রমাণিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'অতঃপর মর্ত্ত্য অমৃত হন, এবং এখানেই ব্রহ্মলাভ করেন' এই শ্রুতি ও বিদ্বানের দেহবিনাশে অমৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না ॥৪॥২॥১০॥]

অতঃ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" [কঠ০ ২।৬।১৪] ইতি বচনং ন বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি ॥৪॥২॥১০॥

অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥৪॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্য (ইহার—সূক্ষ্ম শরীরের) চ (ও) উপপত্তেঃ (সদ্ভাব উপপন্ন হয় বলিয়া) উষ্মা (উষ্ণতা)।]

[সরলার্থঃ—অস্য সূক্ষ্মশরীরস্য বিদ্যমানত্বোপপত্তেশ্চ উৎক্রমমাণস্য বিদুষঃ কদাচিৎ সূক্ষ্মদেহগুণ উষ্মা উপলভ্যতে; নচায়ং স্থূলশরীরস্যৈব গুণঃ, সর্ব্বত্রানুপলম্ভাদিত্যর্থঃ।

এই সূক্ষ্ম শরীরের জীবানুবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধ হয় বলিয়াই বিদ্বানের উৎক্রমণ সময়ে কোন কোন দেহে সূক্ষ্মশরীরের গুণ উষ্মা (উষ্ণতা) প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা যে, স্থূলশরীরের গুণ, তাহাও বলা যায় না; কারণ, সর্ব্বত্র ইহার উপলব্ধি হয় না ॥৪॥২॥১১॥]

যাইতেছে ? শ্রুতি প্রমাণ হইতেই ঐরূপ জানা যাইতেছে। কেন না, 'তাহাকে প্রতিবচনে বলিবে' 'সত্য বলিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে চন্দ্রের সহিত কথোপকথনের উল্লেখ আছে; তাহা হইতে জানা যায় যে, দেবযানপথে চন্দ্রমণ্ডলগামী বিদ্বানেরও শরীর বিদ্যমান থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সূক্ষ্মশরীর তাহার সঙ্গেই গমন করে; কাজেই তাহার বন্ধ অর্থাৎ দেহসম্বন্ধও নষ্ট হয় না বলিতে হইবে ॥৪॥২॥৯॥

অত এব বুঝিতে হইবে যে, 'ইহার (উপাসকের) হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম (বাসনা) যখন বিনষ্ট হয়, তাহার পর মরণশীল সেই উপাসক অমর হন, এবং এখানেই ব্রহ্মলাভ করেন'; এই বচনেও বন্ধধ্বংস দ্বারা অমৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না ॥৪॥২॥১০॥

অস্য—সূক্ষ্মশরীরস্য ক্বচিদ্বিদ্যমানত্বোপপত্তের্ব্বিদুষঃ প্রক্রান্তমরণস্য মরণাৎ প্রাক্ উষ্মা স্থূলে শরীরে ক্বাচিৎক উপলভ্যতে। ন চ স্থূলস্যৈব শরীরস্যায়মূষ্মা, অন্যত্রানুপলব্ধেঃ। ততশ্চোষ্মণঃ ক্বচিদুপলব্ধির্ব্বিদুষঃ সূক্ষ্মশরীরস্যোৎক্রান্তিনিবন্ধনেতি গম্যতে। তস্মাৎ বিদুষোঽপ্যাসৃত্যুপক্রমাৎ সমানোৎক্রান্তিরিতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৪॥২॥১১॥

পুনরপি বিদুষ উৎক্রান্তির্ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য পরিহ্রিয়তে—

প্রতিষেধাদিতি চেৎ, ন, শারীরাৎ, স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥৪॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না), শারীরাৎ (জীব হইতে) স্পষ্টঃ (অসন্দিগ্ধ) হি (নিশ্চয়) একেষাং (কাহারো কাহারো)।]

[সরলার্থঃ—"অথ অকাময়মানঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্ অত্রৈব সাক্ষাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? যতঃ, অনেন মন্ত্রেণ শারীরাৎ জীবাৎ প্রাণানামবিশ্লেষ উচ্যতে; হি যস্মাৎ অয়মর্থঃ একেষাং মাধ্যন্দিনানাং পাঠে স্পষ্টঃ প্রতীয়তে,—"যোঽকামো নিষ্কামঃ + + + ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইত্যত্র।

যদি বল, 'যে ব্যক্তি নিষ্কাম হয়, তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই সম্যক্ বিলীন হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ থাকায় এখানেই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; না—তাহাও নহে; কারণ, ঐ শ্রুতিতে শরীরাধিপতি জীব হইতে প্রাণের অবিভাগ বলা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উৎক্রমণের নিষেধ করা হয় নাই; কারণ, মাধ্যন্দিনশাখীরা একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ॥৪॥২॥১২॥]

এই সূক্ষ্মশরীরের বিদ্যমানতা যুক্তিযুক্ত হয় বলিয়াই মুমূর্ষু বিদ্বানের মৃত্যুর সময়ে কখন কখন স্থূলশরীরে উষ্মা (উষ্ণতা) অনুভূত হইয়া থাকে; এই উষ্মা যে, স্থূল-শরীরের ধর্ম্ম, সে কথাও বলা যায় না; কারণ, সর্ব্বত্র ইহা অনুভূত হয় না। অতএব বেশ বুঝাযাইতেছে যে, উষ্মার এই যে, সাময়িক উপলব্ধি, বিদ্বানের সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে, বিদ্বানেরও গতি-প্রণালী সমান বলা হইয়াছে, ইহা সুসঙ্গতই বটে ॥৪॥২॥১১॥

পুনশ্চ বিদ্বানের উৎক্রান্তির অসম্ভাবনা শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার বলিতেছেন—"প্রতিষেধাদিতি" ইত্যাদি।

যদুক্তং বিদুষোঽপ্যুৎক্রান্তিঃ সমানেতি; তন্নোপপদ্যতে, বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ। তথাহি—"স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্বপক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।১] ইত্যুপক্রম্য "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যবিদুষ উৎক্রান্তিপ্রকারমভিধায় "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" [বৃহদা০ ৬।৪।৪] ইতি দেহান্তরপরিগ্রহং চাভিধায়—

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥"

"ইতি তু কাময়মানঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।৬] ইত্যবিদ্বদ্বিষয়ং পরিসমাপ্য—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যতে। তথা পূর্ব্বত্র আর্ত্তভাগপ্রশ্নেঽপি বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধো দৃশ্যতে—"অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি" [বৃহদা০ ৫।২।১০] ইতি বিদ্বাংসং প্রস্তুত্য "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো ন" ইতি পৃষ্টঃ "নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে,

---

পূর্ব্বে যে, বিদ্বানের উৎক্রমণপ্রণালী সমান বলা হইয়াছে; সে কথা কিন্তু সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, শ্রুতিতে বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখ—'সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি এই সমস্ত তেজোমাত্রা গ্রহণ করত হৃদয়েই গমন করেন' এইরূপ বাক্যোপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—'আত্মা সেই আলোকের সাহায্যে নিষ্ক্রান্ত হয়, আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণও সঙ্গে গমন করে', এইরূপে অবিদ্বানের উৎক্রমণ নির্দ্দেশ করিয়া 'তদপেক্ষা নূতন ও কল্যাণময় রূপ (দেহ) গ্রহণ করে' এই বাক্যে অন্য দেহ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর 'জীব এখানে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের অন্ত বা পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার জন্য সেই লোক হইতে ইহ লোকে প্রত্যাগমন করে, এইরূপে অবিদ্বানের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিয়া 'অনন্তর অকাময়মানের [কথা বলা হইতেছে—] যে ব্যক্তি অকাম—যাহার কোন কামনা নাই, সমস্ত কাম্য বিষয় যাহার প্রাপ্ত আছে, এবং একমাত্র আত্মাতেই যাহার কামনা, তাহার প্রাণ আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন,' এখানে ত বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধই হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর্ত্তভাগনামক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নেও বিদ্বানের উৎক্রমণের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়,—'[বিদ্বান্] পুনর্মরণ জয় করেন' এইরূপে বিদ্বানের প্রসঙ্গ করিয়া 'তিনি বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য—যে সময় এই পুরুষ মৃত হন, তখন কি তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না' ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া 'যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে” [বৃহদা° ৫।২।১০,১১] ইতি। অতো বিদ্বানিহৈবামৃতত্বং প্রাপ্নোতীতি চেৎ ; তন্ন, শারীরাৎ—প্রত্যগাত্মনঃ প্রাণানামুৎক্রান্তির্হ্যত্র প্রতিষিধ্যতে, ন শরীরাৎ; “ন তস্য প্রণা উৎক্রামন্তি” [বৃহদা° ৬।৪।৬] ইত্যত্র তচ্ছব্দেন “অথাকাময়মানঃ” ইতি প্রকৃতঃ শারীর এব পরামৃশ্যতে ; নাশ্রুতং শরীরম্ ।

“তস্য” ইতি ষষ্ঠ্যা প্রাণানাং সম্বন্ধিত্বেন শারীরো নির্দিষ্টঃ, নতূৎক্রান্ত্যপাদনত্বেন। উৎক্রান্ত্যপাদানং তু শরীরমেবেতি চেৎ ; ন, অপাদানাপেক্ষায়ামশ্রুতাচ্ছরীরাৎ সম্বন্ধিতয়া শ্রুতস্যাত্মন এব সন্নিহিতত্বেনাপাদানতয়াপি গ্রাহ্যত্বাৎ। কিঞ্চ, প্রাণানাং জীবসম্বন্ধিতয়ৈব প্রজ্ঞাতানাং তৎসম্বন্ধকথনে প্রয়োজনাভাবাৎ সম্বন্ধমাত্রবাচিন্যা ষষ্ঠ্যা অপাদানমেব বিশেষ ইতি নিশ্চীয়তে ; যথা ‘নটস্য শৃণোতি’ ইতি।

ন চাত্র বিবদিতব্যম্—স্পষ্টো হ্যেকেষাং মাধ্যন্দিনানামাম্নায়ে

না,—উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই সম্যক্‌রূপে বিলীন হয়, তখন ঊর্দ্ধশ্বাস হয়, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া মৃত হইয়া শয়ন করে অর্থাৎ মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে’ ইতি। যদি বল, বিদ্বান্ এখানেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; না, তাহাও সত্য নহে ; যেহেতু এখানে শারীর—প্রত্যগাত্মা হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু শরীর হইতে নহে ; ‘তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না,’ এখানে তৎ-শব্দে “অথ অকাময়মানঃ” এই শ্রুত্যুক্ত শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাই অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু অশ্রুত শরীর নহে।

যদি বল, “তস্য” পদের ষষ্ঠীবিভক্তির সহিত প্রাণের সম্বন্ধ হওয়ায় তৎসম্বন্ধী শারীরই (জীবই) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উৎক্রমণের অপাদানরূপে অর্থাৎ যাহা হইতে প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপে নহে ; প্রকৃতপক্ষে শরীরই উৎক্রমণের অপাদান, অর্থাৎ শরীর হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ হয় ; না—তাহাও নহে ; কেন না, অপাদানের আবশ্যক হইলে, শরীর যখন এখানে অশ্রুত, অর্থাৎ স্পষ্ট কোন শব্দে যখন শরীরের উল্লেখ নাই, অথচ প্রাণ-সম্বন্ধিরূপে আত্মারই উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অশ্রুত শরীর অপেক্ষা সন্নিহিত আত্মার গ্রহণ করাই উচিত। আরও এক কথা, প্রাণ যখন সর্ব্বত্রই জীব-সম্বন্ধীরূপে পরিজ্ঞাত, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধকথনের আর কিছুমাত্র প্রয়োজনও হয় না ; অতএব এখানে জীবের অপাদানত্ব নির্দ্দেশ করাই সম্বন্ধ-বোধক ষষ্ঠীবিভক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; যেমন ‘নটস্য শৃণোতি’ (নট হইতে শ্রবণ করিতেছে) স্থলে অপাদানার্থে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়, এখানেও তদ্রূপ হইয়াছে।

আর এ বিষয়ে বিবাদ করাও উচিত হয় না ; কারণ, অন্যের—মাধ্যন্দিনশাখীদিগের পাঠে

শারীরো জীব এবাপাদানমিতি “যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি” ইতি। শারীরাৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিপ্রসঙ্গাভাবাত্তন্নিষেধো নোপপদ্যত ইতি চেৎ; ন, “তস্য তাবদেব চিরম্” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি বিদুষঃ শরীরবিয়োগকালে ব্রহ্মসম্পত্তিবচনেন প্রাণানামপি তস্মিন্ কালে শারীরাদ্বিদুষো বিয়োগঃ প্রসজ্যতে; ততশ্চ দেবযানেন পথা ব্রহ্মসম্পত্তির্নোপপদ্যত ইতি। “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” দেবযানেন পথা ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাগ্ জীবাৎ বিদুষোঽপি প্রাণা ন বিশ্লিষ্যন্তীত্যুচ্যতে। আর্ত্তভাগপ্রশ্নোঽপি যদা বিদ্বদ্বিষয়ঃ, তদা অয়মেব পরিহারঃ; স ত্ববিদ্বদ্বিষয়ঃ, তত্র প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসঙ্গাদর্শনাৎ; তত্র হি গ্রহাতিগ্রহরূপেণেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থস্বভাবঃ, অপামগ্ন্যন্নত্বং, ম্রিয়মাণস্য জীবস্য প্রাণাপরিত্যাগঃ, মৃতস্য নামবাচ্য-কীর্ত্ত্যনুবৃত্তিঃ, তস্য চ পুণ্য-পাপানুগুণগতিপ্রাপ্তিরিত্যেতেঽর্থাঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রত্যুক্তাঃ; তত্র চ “অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি” [বৃহদা০ ৫।২।১০] ইতি অপামগ্ন্যন্নত্বজ্ঞানাদগ্নিজয় এব মৃত্যুজয়

শারীর জীবেরই অপাদানত্ব স্পষ্টাক্ষরে কথিত আছে। যথা—‘যিনি অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম ও আত্মকাম, প্রাণ তাহার নিকট হইতে বহির্গত হয় না’ ইতি। যদি বল, শারীর জীব হইতে যখন কস্মিন্ কালেও প্রাণের উৎক্রমণ-সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার নিষেধ করাও উপপন্ন হয় না; না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ‘তাহার সেইপরিমাণই বিলম্ব’ এই শ্রুতিতে বিদ্বানের শরীরবিয়োগের সময়ই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির কথা থাকায়, তৎকালে বিদ্বান্ জীব হইতেও প্রাণসমূহের সম্বন্ধবিচ্ছেদ সম্ভাবিত হইতে পারে, অথচ তাহা হইলে মৃত্যুর পরে বিদ্বানের দেবযানপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। দেবযানপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বান্ জীবেরও প্রাণসমূহ বিচ্ছিন্ন হয় না; এই অভিপ্রায়েই “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে। আর পূর্ব্বোদাহৃত আর্ত্তভাগের প্রশ্নও যদি বিদ্বদ্বিষয়ক অর্থাৎ বিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার পরিহারও এইরূপই করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ প্রশ্নটি অবিদ্বৎসম্বন্ধেই প্রযুক্ত, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত লোকদিগের সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে কারণ, সেখানে প্রশ্ন ও প্রতিবচন, ইহার কোথাও ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে, ‘গ্রহ’ও ‘অতিগ্রহ’রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের স্বভাব, এবং জলের অগ্নি-অন্নরূপত্ব, মৃত্যুর সময়ে জীবকর্ত্তৃক প্রাণত্যাগের অভাব, মৃত্যুর পরেও নামশব্দবাচ্য কীর্ত্তির অনুবৃত্তি বা অনুগমন, এই সমস্ত বিষয়ই প্রশ্নপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেখানে ‘পুনর্মরণ জয় করে’ শ্রুতিতে, জলের অগ্নিরূপত্ব ও অন্নময়ত্ব জ্ঞান দ্বারা যে, অগ্নিজয়, তাহাই মৃত্যুজয় নামে

উচ্যতে; অতো নাত্র বিদুষঃ প্রসঙ্গঃ। অবিদুষস্তু প্রাণানুৎক্রান্তিবচনং স্থূলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপিতু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষ্বজ্য গচ্ছন্তি, ইতি প্রতিপাদয়তীতি নিরবদ্যম্ ॥৪॥২॥১২॥

স্মর্য্যতে চ ॥৪॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, বিদুষোঽপি মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা সমুৎক্রান্তিঃ স্মর্য্যতেঽপি—

"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥" ইত্যাদৌ, ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ বিদ্বানের যে, (মস্তকস্থ) মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইয়া থাকে, তাহা স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—"সেই নাড়ী সমূহের মধ্যে একটি নাড়ী ঊর্দ্ধ দিকে গিয়াছে, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। বিদ্বান্ সেই নাড়ীর সাহায্যে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া পরা গতি লাভ করিয়া থাকেন ইতি ॥৪॥২॥১৩॥]　　[পঞ্চম আসৃত্যুপক্রমাধিকরণ ॥৫॥]

স্মর্য্যতে চ বিদুষোঽপি মূর্দ্ধন্যনাড্যোৎক্রান্তিঃ—

"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥"

[যাজ্ঞবল্ক্য০ অধ্যাত্মপ্র০ ১৬৭] ইতি ॥৪॥২॥১৩॥

[ইতি পঞ্চমম্ আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্ ॥৫॥]

কথিত হইয়াছে; অতএব সেখানে বিদ্বানের প্রসঙ্গই নাই, তবে যে, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির প্রাণোৎক্রমণাভাব কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ—প্রাণ যেমন স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে, তেমনি জীবকেও ত্যাগ করে না; পরন্তু সূক্ষ্মভূতের ন্যায় প্রাণও জীবকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে; এইরূপ অভিপ্রায়ই ঐ শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৪॥২॥১২॥

বিদ্বানেরও যে, মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ হয়, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—'তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে আছে, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরা গতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন।' ইতি ॥৪॥২॥১৩॥　　[ইতি পঞ্চম আসৃত্যুপক্রমাধিকরণ ॥৫॥]

পরসম্পত্ত্যধিকরণম্।] **তানি পরে তথাহ্যাহ ॥৪॥২॥১৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—তানি (সে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ) পরে (পরমাত্মাতে), তথা (সেইরূপই) হি (নিশ্চয়) আহ (বলিতেছে)।]

[সরলার্থঃ—তানি জীবসংযুক্তানি ভূতানি পরে পরমাত্মনি সম্পদ্যন্তে; কুতঃ ? যতঃ—তথাহি তথৈব আহ শ্রুতিঃ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি। অত্র তেজঃপদং ভূতান্তরাণামপি উপলক্ষণপরমিত্যর্থঃ॥

জীবসংযুক্ত সেই ভূতবর্গ আবার পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয়; শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন; যথা 'তেজ পর দেবতাতে সংযুক্ত হয়' ইত্যাদি ॥৪॥২॥১৪॥]

[ষষ্ঠ পরসম্পত্ত্যধিকরণ ॥৬॥]

সকরণগ্রামঃ সপ্রাণঃ করণাধ্যক্ষঃ প্রত্যগাত্মা উৎক্রান্তিবেলায়াং তেজঃ-প্রভৃতি-ভূতসূক্ষ্মেষু সম্পদ্যত ইত্যুক্তম্; সৈষা সম্পত্তির্ব্বিদুষো ন বিদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য পরিহৃতম্; তানি পুনর্জ্জীবপরিষ্বক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি কিং যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যং চ স্বকার্য্যায় গচ্ছন্তি, উত পরমাত্মনি সম্পদ্যন্তে ? ইতি বিশয়ে মধ্যে পরমাত্ম-সম্পত্তৌ সুখদুঃখোপভোগরূপকার্য্যাদর্শনাৎ, তদুপভোগানুগুণ্যেন যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যং চ গচ্ছন্তি—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

করণাধিপতি প্রত্যগাত্মা (জীব) উৎক্রমণকালে ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণের সহিত সম্মিলিত ভাবে তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে মিলিত হয়, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এবং বিদ্বানের পক্ষেও উক্ত প্রকার সম্পত্তি হওয়া সম্ভব কি না, এই আশঙ্কারও পরিহার করা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে এই যে, জীবসমন্বিত সেই সূক্ষ্ম ভূতসমূহও কি বিদ্যা ও কর্ম্মানুসারে ফল-প্রদানার্থ সঙ্গে সঙ্গে গমন করে ? অথবা পরমত্মাতেই মিলিত হয় ? এখন, মধ্যস্থলে পরমাত্মাতে মিলিত হইলে সেখানে ত আর সুখদুঃখোপভোগ হইতে পারে না; সুতরাং মনে হয়, সুখদুঃখোপভোগের অনুকূলভাবে কর্ম্ম ও বিদ্যানুসারেই গমন করিয়া থাকে; এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম পরসম্পত্ত্যধিকরণ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবসংযুক্ত ভূতগণের 'সম্পত্তি'। (২) সংশয়—জীবসমন্বিত ভূতগণ কি স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ অন্যত্র গমন করে ? অথবা পরমাত্মাতেই আশ্রয় লাভ করে ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পরমাত্মাতে গমনকরিলে যখন সুখদুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না, তখন অন্যত্র গমন করাই সঙ্গত মনে হয়। (৪) উত্তর—না, জীবসংযুক্ত সেই ভূতগণ পরমাত্মাতেই সংযুক্ত হয়, অন্যত্র যায় না; কারণ, এবিষয়ের প্রতিপাদক অন্য শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকারণ পরমাত্মাই জীবসংযুক্ত ভূতগণের উপযুক্ত গন্তব্য স্থান, অপর নহে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তানি পরে—ইতি। তানি পরস্মিন্নাত্মনি সম্পদ্যন্তে ; কুতঃ ? তথাহ্যাহ শ্রুতিঃ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি। যথাহ শ্রুতিঃ, তদনুগুণং কার্য্যং কল্প্যমিত্যর্থঃ। সুষুপ্তি-প্রলয়য়োর্যথা পরমাত্ম-সম্পত্ত্যা সুখদুঃখোপভোগায়াস-বিশ্রমঃ, তদ্বদিহাপি ॥৪॥২॥১৪॥

[ইতি ষষ্ঠং পরসম্পত্ত্যধিকরণম্ ॥৬॥]

অবিভাগাধিকরণম্।]　**অবিভাগো বচনাৎ ॥৪॥২॥১৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অবিভাগ (অপৃথগ্‌ভাবে স্থিতি), বচনাৎ ("সম্পদ্যতে" ক্রিয়ার অনুকর্ষণ বচন হইতে)।]

[সরলার্থঃ—সেয়ং পরমাত্মসম্পত্তিঃ কিং কারণসম্পত্তিরূপা ? উত মনঃপ্রভৃতি-সম্পত্তিবদ্ অবিভাগমাত্রপরা ? ইতি সংশয়ে আহ—ইয়ঞ্চ পরদেবতায়াং সম্পত্তিঃ তেন সহ অবিভাগ এব, নতু তাদাত্ম্যম্ ; কুতঃ ? বচনাৎ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যত্রাপি "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইত্যতঃ "সম্পদ্যতে"-পদস্যানুষঙ্গবচনাদিত্যর্থঃ ॥

এই যে, পরমাত্মাতে সম্পত্তির কথা বলা হইল, ইহা কি কারণভাবপ্রাপ্তি ? অথবা অবিভাগে অবস্থিতিমাত্র ? তদুত্তরে বলিতেছেন—এখানে সম্পত্তি অর্থ অবিভক্তভাবে অবস্থিতি, কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে ; কারণ ? যেহেতু 'তেজঃ পরদেবতায় মিলিত হয়' এই শ্রুতিতেও পূর্ব্বোক্ত "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" শ্রুতির 'সম্পদ্যতে' (সংযোগ) ক্রিয়া পদটীর অধ্যাহার করা হইয়াছে। [সম্পত্তি অর্থ যে, সংযোগ, এ কথা সেখানেই বলা হইয়াছে] ॥৪॥২॥১৫॥]

[সপ্তম অবিভাগাধিকরণ ॥৭॥]

সেয়ং পরমাত্মনি সম্পত্তিঃ কিং প্রাকৃতলয়বৎ কারণাপত্তিরূপা, উত "বাঙ্‌মনসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইত্যাদিবদবিভাগরূপা ? ইতি

"তানি পরে" ইত্যাদি। সেই সমস্ত ভূতসূক্ষ্ম পরমাত্মাতেই মিলিত হয় ; তাহার কারণ ? যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন—'তেজঃ পরদেবতাতে (পরমাত্মাতে) সংযুক্ত হয়' ইতি। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি যেরূপ বলিতেছেন, তদনুরূপই কার্য্য কল্পনা করা উচিত। [মুক্তি-লাভের অগ্রেও] সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে জীব যেরূপ পরমাত্ম-লাভ দ্বারা সুখদুঃখ-ভোগজনিত স্বীয় শ্রমের অপনোদন করিয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ ॥৪॥২॥১৪॥

[ষষ্ঠ পরসম্পত্ত্যধিকরণ ॥৬॥]

এই যে, পরমাত্মাতে 'সম্পত্তি'র কথা, ইহা কি—প্রাকৃত প্রলয়ের সময়ে যেরূপ কারণে কার্য্য সমূহের লয় হয়, সেইরূপ ? অথবা পূর্ব্বোক্ত 'বাক্ মনে সম্পন্ন হয়' ইত্যাদির ন্যায় কেবল

চিন্তায়াম্—পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষাং যোনিভূতত্বাৎ কারণাপত্তিরূপা—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অবিভাগঃ—ইতি। অপৃথগ্‌ভাবঃ—পৃথগ্‌ব্যবহারানর্হসংসর্গ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? বচনাৎ—"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যত্রাপি "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইত্যতঃ 'সম্পদ্যতে' ইতি বচনস্যানুষঙ্গাৎ, তস্য চ সংসর্গবিশেষবাচিত্বাৎ, অনুষক্তস্যাভিধানবৈরূপ্যে প্রমাণাভাবাৎ, উৎক্রান্তিবেলায়াং কারণাপত্তিপ্রয়োজনাভাবাৎ পুনস্তত্রাব্যক্তাদিসৃষ্ট্যবচনাচ্চ ॥৪॥২॥১৫॥

[ইতি সপ্তমম্ অবিভাগাধিকরণম্ ॥৭॥]

তদোকোঽধিকরণম্।] **তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪॥২॥১৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদোকঃ (তাহার—জীবের বাসস্থান), অগ্রজ্বলনং (অগ্রভাগে প্রকাশমান), তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ (সেই পরম পুরুষকর্ত্তৃক যাহার নির্গমনপথ প্রকাশিত হইয়াছে), বিদ্যাসামর্থ্যাৎ (বিদ্যার প্রভাবে) তচ্ছেষ-গত্যনুস্মৃতিযোগাৎ (বিদ্যার অঙ্গভূত উৎক্রমণ-চিন্তার সম্ভব হেতু) চ (এবং) হার্দ্দানুগৃহীতঃ (হৃদয়স্থ ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া), শতাধিকয়া (একশতের অধিক যে নাড়ী, তাহা দ্বারা)।]

অবিভাগস্বরূপ? এইরূপ আশঙ্কায় মনে হয় যে, পরমাত্মা যখন সকলেরই কারণস্বরূপ, তখন কারণভাবাপত্তিই 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অবিভাগঃ" ইত্যাদি (*)।

অবিভাগ অর্থ—অপৃথগ্‌ভাব, অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য সম্বন্ধবিশেষ। কারণ? বচনই কারণ, অর্থাৎ যেহেতু "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (তেজ পরদেবতাতে), এই শ্রুতিতেও পূর্ব্বোক্ত "বাক্‌মনসি সম্পদ্যতে" এই শ্রুতির 'সম্পদ্যতে' ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়াছে। "সম্পদ্যতে" ক্রিয়ার অর্থ—সম্বন্ধবিশেষমাত্র কেননা, অধ্যাহৃত পদের যে, নূতন অন্যপ্রকার অর্থ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বিশেষতঃ উৎক্রমণকালে কারণভাবাপত্তির কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকন্তু সেখানে অব্যক্তাদি সৃষ্টিরও উল্লেখ নাই ॥৪॥২॥১৫॥ [সপ্তম অবিভাগাধিকরণ ॥৭॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অবিভাগাধিকরণ' ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরমাত্মাতে 'সম্পত্তি' কথার অর্থ। (২) সংশয়—'সম্পত্তি' অর্থ কি তদ্ভাবপ্রাপ্তি? অথবা সংযোগমাত্র? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—

[সরলার্থঃ—"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"
ইতি শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যৈব বিদুষো গমনং ভবতীতি নিয়মঃ সম্ভবতি ন বা? ইতি সংশয়ে আহ—"তদোকোঽগ্রজ্বলনম্" ইত্যাদি।

হৃদয়স্থ-পরমপুরুষারাধনরূপ-বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তদঙ্গভূত-গতিস্মরণাচ্চ প্রীতেন হার্দ্দেন পরম-পুরুষেণ অনুগৃহীতো ভবতি জীবঃ ততশ্চ তদোকঃ—তস্য জীবস্য বাসস্থানং হৃদয়ং অগ্রজ্বলনং প্রকাশিতাগ্রং ভবতি; এবং চ তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ—তেন পরমপুরুষেণ প্রকাশিতং দ্বারং হৃদয়াগ্রং যস্য, তথাভূতঃ জীবঃ শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা এব গচ্ছতি উৎক্রামতীত্যর্থঃ। "তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।" "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইতি পরমাত্মা হার্দ্দ উচ্যতে॥

এই জীব হৃদয়স্থ পরমাত্মার আরাধনাস্বরূপ বিদ্যার প্রভাবে এবং বিদ্যারই শেষফল গতিবিষয়ক চিন্তার মহিমায় সন্তুষ্ট হার্দ্দ-পুরুষের অনুগ্রহভাজন হয় এবং তাহারই প্রভাবে মৃত্যুকালে জীবের বাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত (প্রকাশিত) হয়। তখন ভগবদনুগ্রহে দ্বারদেশ প্রকাশিত হইলে পর, জীব শতের অধিকতম সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করে॥৪॥২॥১৬॥] [অষ্টম 'তদোকঃ' অধিকরণ॥৮॥]

এবং গত্যুপক্রমাবধি বিদ্বদবিদুষোঃ সমানাকার উৎক্রান্তিপ্রকার উক্তঃ; ইদানীং বিদুষো বিশেষ উচ্যতে। তত্রেদমাম্নায়তে—
"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"
[কঠ০ ২।৬।১৬] ইতি।

এইরূপে গতিচিন্তার প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়েরই উৎক্রমণ-প্রণালী একপ্রকার; এখন বিদ্বানের সম্বন্ধে উৎক্রমণগত যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলা হইতেছে। তদ্বিষয়ে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে; সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধগামী ব্যক্তি অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে, আর অন্যান্য নাড়ীগুলি অন্যান্য স্থানে গমনের উপায়' হয় ইতি। এখন সংশয় হইতেছে এই যে, নাড়ী সমূহের মধ্যে কেবল

পরমাত্মা যখন সর্ব্বভূতের কারণ, তখন তাহাতে বিলীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। (৪) উত্তর—না, এখানে 'সম্পত্তি' অর্থ—অবিভাগ বা অপৃথগ্ভাবে অবস্থিতি মাত্র, কিন্তু তদ্ভাবাপত্তি নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" শ্রুতিতেও "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" শ্রুতির 'সম্পদ্যতে' ক্রিয়ার অধ্যাহার হওয়ায় অবিভাগাবস্থিতি অর্থই সঙ্গত হয়।

অনয়া নাড়ীনাং শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্যনাড্যৈব বিদুষো গমনম্, অন্যাভিরেব চাবিদুষো গমনম্—ইত্যয়ং নিয়ম উপপদ্যতে, নেতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? নিয়মো নোপপদ্যত ইতি। কুতঃ? নাড়ীনাং ভূয়স্ত্বাদতিসূক্ষ্মত্বাচ্চ দুর্ব্বিবেচতয়া পুরুষেণোপাদাতুমশক্যত্বাৎ। "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি যাদৃচ্ছিকীমুৎক্রান্তিমনুবদতীতি যুক্তমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

শতাধিকয়া—ইতি। বিদ্বান্ শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্যয়ৈব নাড্যোৎক্রামতি। ন চাস্যা বিদুষো দুর্ব্বিবেচত্বম্; বিদ্বান্ হি পরমপুরুষারাধনভূতাত্যর্থপ্রিয়বিদ্যাসামর্থ্যাদ্বিদ্যাশেষভূততয়া আত্মনোঽত্যর্থপ্রিয়গত্যনুস্মরণযোগাচ্চ প্রসন্নেন হার্দ্দেন পরমপুরুষেণানুগৃহীতো ভবতি; ততশ্চ তদোকঃ—তস্য জীবস্য

এই শতাধিক মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই কি বিদ্বানের উৎক্রমণ হয়, আর অপরাপর নাড়ীপথেই অবিদ্বানের গতি হয়, এইরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় কি না? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? অনিয়মপক্ষই তাহার কারণ? যেহেতু নাড়ী বহু এবং অতি সূক্ষ্ম; সুতরাং বাছিয়া লওয়া সহজ হয় না; কাজেই পুরুষ ইচ্ছামত উহার গ্রহণও করিতে পারে না। অতএব, 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন' এই শ্রুতিটী আকস্মিক উৎক্রমণের অনুবাদকমাত্র, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—"শতাধিকয়া" ইত্যাদি (*)।

বিদ্বান্ পুরুষ শতাধিক একমাত্র মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ করেন; আর এই শতাধিক নাড়ীটীকে বাছিয়া লওয়া যে, বিদ্বানের পক্ষে অসম্ভব, তাহাও নহে; কারণ, পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যার প্রভাবে, এবং ঐরূপ গতিও বিদ্যারই শেষ বা অঙ্গস্বরূপ বলিয়া নিজেরও অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং সেই গতিসম্বন্ধেও অনুধ্যান থাকায় বিদ্বান্ পুরুষ সেই হৃদয়নিহিত পরিতুষ্ট পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকেন; তাহারই

(*) তাৎপর্য্য—এই 'তদোকঃ' অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণ। (২) সংশয়—বিদ্বান্ কি কেবল ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই নির্গত হন; আর অবিদ্বানেরা অপরাপর নাড়ী দ্বারাই নির্গত হয়, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নাড়ীর সংখ্যা যখন অনেক, এবং অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন পৃথক্ করিয়া মূর্দ্ধন্য নাড়ীটি গ্রহণ করাও যখন দুঃসাধ্য, তখন ঐরূপ নিয়ম কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, ঐরূপ নিয়মই সঙ্গত হয়; কারণ, আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রমণসময়ে হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে বহুনাড়ীর মধ্য হইতেও ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ীটি নিরূপণ করা বিদ্বানের পক্ষে কঠিন হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্বান্ কেবল মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই নিষ্ক্রান্ত হন, আর অবিদ্বানেরা অপরাপর নাড়ীপথে বহির্গত হয়, ইহাই নিয়ম।

স্থানং হৃদয়ম্, অগ্রজ্বলনং ভবতি—অগ্রে জ্বলনং প্রকাশনং যস্য, তদিদমগ্র-জ্বলনম্। পরমপুরুষপ্রসাদাৎ প্রকাশিতদ্বারো বিদ্বান্ তাং নাড়ীং বিজানাতীতি তয়া বিদুষো গতিরুপপদ্যতে ॥৪॥২॥১৬॥

[ইতি অষ্টমং তদোকোঽধিকরণম্ ॥৮॥]

রশ্ম্যনুসারাধিকরণম্।]

রশ্ম্যনুসারী ॥৪॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—রশ্ম্যনুসারী (সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করত)।]

[সরলার্থঃ—"অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি, অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" ইতি মুমূর্ষু র্বিদ্বান্ রশ্ম্যনুসারী গচ্ছতীতি নিয়মঃ সম্ভবতি, নবেতি সংশয়ঃ ; নিশি সূর্য্যরশ্মেরনুসরণা-সম্ভবেন অনিয়ম এব যুক্তঃ, ইত্যাহ—"রশ্ম্যনুসারী" ইতি। নিশি অপি সূক্ষ্মতয়া সূর্য্যরশ্মি-সত্ত্বাৎ নিশি অপি মুমূর্ষু র্বিদ্বান্ রশ্মীন্ অনুসৃত্য গচ্ছতি, ইতি সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ।

'মুমূর্ষু বিদ্বান্ যে সময় এই শরীর হইতে উর্দ্ধে গমন করেন, সে সময় এই সমস্ত সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়াই ঊর্দ্ধে গমন করেন', এই যে, বিদ্বানের সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমনের কথা, ইহাই কি নিয়ম? না, অন্যরূপও হয়? কিন্তু রাত্রিতে যখন সূর্য্যরশ্মি একেবারেই থাকে না, তখন ঐরূপ নিয়ম সম্ভবপর হয় না ; তদুত্তরে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ পুরুষ রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলেও রশ্মি অবলম্বনেই গমন করেন ; কারণ, রাত্রিতেও সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং তদবলম্বনে গমন করা অসঙ্গত হয় না ॥৪॥২॥১৭॥] [নবম রশ্ম্যনুসারাধিকরণ ॥৯॥]

বিদুষো হৃদয়াৎ শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্যনাড্যা নির্গতস্যাদিত্যরশ্মীন্ অনুসৃত্যা-দিত্যমণ্ডলগতিঃ শ্রূয়তে—"অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" [ছান্দো০ ৮।৬।৫] ইতি। তত্র রশ্ম্যনুসারেণৈ-

---

ফলে, তখন সেই জীবের ওকঃ—বাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত অর্থাৎ প্রকাশমান হইতে থাকে। এইরূপে পরমপুরুষ ভগবানেরপ্রসাদে দ্বারদেশ প্রকাশমান হইলে পর, বিদ্বান্ পুরুষ সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী চিনিতে পারেন ; সুতরাং তাহা দ্বারা তাহার গতিও সম্ভবপর হয় ॥৪॥২॥১৬॥

[অষ্টম 'তদোকঃ' অধিকরণ ॥৮॥]

শ্রুতিতে শোনা যায় যে, একশতের অতিরিক্ত একটী মূর্দ্ধন্য নাড়ী আছে, বিদ্বান্ পুরুষ তাহা দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেআদিত্যমণ্ডলে গমন করেন ; যথা—'বিদ্বান্ পুরুষ যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন এই আদিত্যরশ্মির সাহায্যেই ঊর্দ্ধে গমন করেন' ইতি। এখানে সংশয় এই যে, 'রশ্মির সাহায্যেই গমন করে,' এইরূপ নিয়ম করা সম্ভবপর হয়

বেত্যয়ং গতিনিয়মঃ সম্ভবতি, নেতি চিন্তায়াম্—নিশি মৃতস্য বিদুষো রশ্ম্যনুসারাসম্ভবাদনিয়মঃ। বচনন্তু পক্ষপ্রাপ্তবিষয়ম্; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

রশ্ম্যনুসারী—ইতি। রশ্ম্যনুসার্য্যেব বিদ্বান্ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি; কুতঃ? "অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ" ইত্যবধারণাৎ; পাক্ষিকত্বে হ্যেবকারোঽনর্থকঃ স্যাৎ। যত্তুক্তং—নিশি মৃতস্য রশ্ম্যসম্ভবাদ্ রশ্মীননুসৃত্য গমনং নোপপদ্যত-ইতি; তন্ন, নিশ্যপি সূর্য্যরশ্ম্যনুসারঃ সম্ভবতি; লক্ষ্যতে হি নিশ্যপি নিদাঘসময়ে উষ্মোপলব্ধ্যা রশ্মিসদ্ভাবঃ; হেমন্তাদৌ তু হিমাভিভবাদ্ দুর্দ্দিন ইবোষ্মানুপলম্ভঃ। শ্রূয়তে চ নাড়ীরশ্মীনাং সর্ব্বদান্যোন্যান্বয়ঃ—

কিনা; এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, রাত্রিতে যখন রশ্মিসম্বন্ধ থাকে না, তখন রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের পক্ষে রশ্মি অবলম্বন করাও সম্ভব হয় না; সুতরাং ঐরূপ নিয়মও হইতে পারে না; তবে, শ্রুতিতে যে, ঐরূপ কথা আছে, তাহা হইতেছে—পক্ষপ্রাপ্তবিষয়ক, অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে দিবা-মৃত্যু ঘটে, তাহার পক্ষেই ঐরূপ ঘটনা বোধক। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"রশ্ম্যনুসারী" ইতি (*)।

বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহত্যাগের সময় সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেই ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন; কারণ? যেহেতু শ্রুতিতে 'এই সমস্ত সূর্য্যরশ্মি সহযোগেই' এইরূপ অবধারণ রহিয়াছে; রশ্মির-অনুসরণ যদি পাক্ষিক হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে 'এব' শব্দের ("এতৈরেব") প্রয়োগ অনর্থক হইত। আর যে, বলা হইয়াছে, রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমান না থাকায় রশ্মি অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় না; সে কথাও সত্য নয়; কারণ, রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়; গ্রীষ্ম-সময়ে রাত্রিতেও উষ্মানুভব হইয়া থাকে; তাহা হইতে তৎকালেও সূর্য্যরশ্মির সদ্ভাব অনুমিত হয়। আর হেমন্তাদি-ঋতুতে যে, রাত্রিকালে উষ্মার উপলব্ধি হয় না, তাহার কারণ, উষ্মার অভাব নহে, পরন্তু হিমের প্রাবল্য—যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিনে হয়; মেঘাচ্ছন্ন দিনের ন্যায় হেমন্তেও প্রবল হিম দ্বারা অভিভূত থাকায় উষ্মার উপলব্ধি হয় না মাত্র। নাড়ী ও রশ্মির যে, সর্ব্বদাই পরস্পর সম্বন্ধ আছে, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত আছে,—

(*) তাৎপর্য্য—এই রশ্ম্যনুসারাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তির সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উৎক্রমণ। (২) সংশয়—বিদ্বানের রশ্মি অবলম্বনে গমন করাই কি নিয়ম? কিংবা অন্য প্রকারেও গমন করা সম্ভব হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন নিয়মবোধক কোন কথা নাই, তখন ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, ঐরূপে গমন করাই নিয়ম; কারণ, শ্রুতিতে সেরূপ কথা আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব রশ্মিপথ অবলম্বনে উৎক্রমণ করাই বিদ্বানের স্বতঃসিদ্ধ।

"তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চ, এবমেবৈত আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চ—অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, ত আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ, আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ" [ছান্দো০ ৮।৬।২] ইতি। তস্মান্নিশ্যপি রশ্মিসম্ভবান্নিশি মৃতানামপি বিদুষাং রশ্ম্যনুসারেণৈব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্ত্যেব ॥৪॥২॥১৭॥

[ইতি নবমং রশ্ম্যনুসারাধিকরণম্ ॥৯॥]

নিশাধিকরণম্।] **নিশি নেতি চেৎ, ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ-ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥৪॥২॥১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—নিশি (রাত্রিতে) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) সম্বন্ধস্য (কর্ম্মসম্বন্ধের) যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ (চরম দেহ পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব হেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতন্তু গর্হিতম্" ॥ ইতি দিবামরণস্য প্রাশস্ত্যেন নিশামরণস্য চ নিন্দিতত্বেন নিশি মৃতস্য নাস্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি-চেৎ; তন্ন; কুতঃ? সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ—সঞ্চিত-কর্ম্মণাং বিদ্যয়া দগ্ধত্বাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম-সম্বন্ধস্যাপি চরমদেহপর্য্যন্তস্থায়িত্বাৎ বন্ধকারণাভাবাদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্ত্যেব; শ্রুতিশ্চৈতৎ দর্শয়তি—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" ইতি, "দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ" ইত্যাদি বচনন্তু অবিদ্বদ্বিষয়ং মন্তব্যমিত্যর্থঃ।

'মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণসময় প্রশস্ত, কিন্তু ইহার বিপরীত সময় গর্হিত', এই বচনে দিবামরণের প্রাশস্ত্য, আর রাত্রিমরণের নিন্দা থাকায় যদি বল যে, বিদ্বান্ পুরুষও রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, বিদ্বানের প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি বর্ত্তমান দেহাবসানেই শেষ হইয়া যায়, আর সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ত পূর্ব্বেই বিদ্যাপ্রভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায়; সুতরাং বন্ধের কোন কারণ না থাকায় তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ধ্রুব। রাত্রিমরণের যে, নিন্দাবচন, তাহা অবিদ্বানের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ॥৪॥২॥১৮॥]

'যেমন বিস্তৃত পথ প্রসারিত হইয়া উভয় গ্রামে—এই গ্রামে ও অন্য গ্রামে যায়, তেমনি এই আদিত্য-রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—ইহলোকে ও আদিত্যলোকে ব্যাপ্ত থাকে,—ঐ আদিত্য-লোক হইতে বিস্তৃত হইয়া এই নাড়ীসমূহে মিলিত হইয়াছে, আবার এই নাড়ীসমূহ হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে' ইতি। অতএব রাত্রিতে' রশ্মিসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্‌দিগেরও নিশ্চয়ই রশ্মি অবলম্বনে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥৪॥২॥১৭॥

[নবম রশ্ম্যনুসারাধিকরণ ॥৯॥

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—বিদুষো নিশি মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্তি, নেতি। যদ্যপি নিশায়াং সূর্য্যরশ্মিসম্ভবাৎ রশ্ম্যনুসারেণ গতির্নিশায়ামপি সম্ভবতি; তথাপি নিশামরণস্য শাস্ত্রেষু গর্হিতত্বাৎ পরমপুরুষার্থলক্ষণ-ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নিশা-মৃতস্য ন সম্ভবতি। শাস্ত্রেষু দিবামরণং প্রশস্তম্, বিপরীতং নিশামরণম্—

"দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ।
মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্॥"

[ছান্দে০ ৬।১৪।২] ইতি।

দিবামরণ-নিশামরণয়োঃ প্রশস্তত্ব-বিপরীতত্বে চোত্তমাধমগতিহেতুত্বেন স্যাতাম্; অতো নিশি মরণমধোগতিহেতুত্বাৎ ন ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুরিতি চেৎ; তন্ন, বিদুষঃ কর্ম্মসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি—অনারব্ধ-কার্য্যাণামধোগতিহেতুভূতানাং কর্ম্মণাং বিদ্যাসম্বন্ধেনৈব বিনাশাৎ, উত্তরেষাং চ

এখন এই বিষয়টি চিন্তা করা যাইতেছে যে, রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না? যদিও রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকা সম্ভবপর বলিয়া রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করা সম্ভব হয় সত্য, তথাপি শাস্ত্রে রাত্রি-মরণের নিন্দা থাকায় রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে পরম-পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। শাস্ত্রে দিবামৃত্যুই প্রশস্ত, আর রাত্রিতে মৃত্যু তাহার বিপরীত (নিন্দিত) বলিয়া কথিত আছে—'দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ, এসমস্ত হইল মুমূর্ষুগণের পক্ষে প্রশস্ত, আর ইহার বিপরীত সময় হইল গর্হিত বা নিন্দিত।' এই যে, দিবামরণের প্রাশস্ত্য, আর রাত্রিমরণের নিন্দা, তাহা নিশ্চয়ই গতির উৎকর্ষাপকর্ষসাধকরূপেই হইতে পারে; অতএব রাত্রিমরণ অধোগতির হেতু বলিয়াই তাহা কখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক হইতে পারে না; একথা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—(*)

"নিশি" ইত্যাদি একথা বলিতে পার না; কারণ, বিদ্বানের যে, প্রারব্ধ কর্ম্মসম্বন্ধ, তাহা যাবদ্দেহভাবী। এই কথা বলা হইতেছে যে, অধোগতির হেতুভূত যে সমস্ত অনারব্ধফলক কর্ম্ম, সে সমস্ত ত বিদ্যা দ্বারাই বিনাশিত হইয়া যায়, বিদ্যোৎপত্তির পরভাবী কর্ম্মগুলির

(*) তাৎপর্য্য—এই নিশাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের রাত্রিকালে মৃত্যুতে উৎক্রমণ চিন্তা। (২) সংশয়—রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও সূর্য্যরশ্মি নাড়ীপথে উৎক্রমণ হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—রাত্রিতে যখন সূর্য্যরশ্মি মোটেই থাকে না, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তি রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে কখনই তাহার রশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করা সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না, সে কথা ঠিক নহে কারণ, রাত্রিতেও সূক্ষ্মভাবে সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমান থাকে; গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে উষ্মানুভবই তাহার প্রমাণ। অতএব দিবা রাত্রি যখনই বিদ্বানের দেহ ত্যাগ হউক, তখনই রশ্মিযোগে উৎক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা হয় না॥

অশ্লেষাৎ প্রারব্ধকার্য্যস্য চ চরমদেহাবধিত্বাদ্‌বন্ধহেত্বভাবাদ্‌বিদুষো নিশা-মৃতস্যাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধৈব। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি। "দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ" ইত্যাদিবচনমবিদ্বদ্বিষয়ম্ ॥৪॥২॥১৮॥

[ইতি দশমং নিশাধিকরণম্ ॥১০॥]

দক্ষিণায়নাধিকরণম্।] **অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥৪॥২॥১৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) চ (সমুচ্চয়) অয়নে (কালবিশেষ) অপি (ও) দক্ষিণে (দক্ষিণে—দক্ষিণায়নে)।]

[সরলার্থঃ—দক্ষিণায়নে মৃতস্যাপি বিদুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ে আহ—অতশ্চেতি।

অতশ্চ—যতো নিশি মৃতস্যাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, তস্মাদেব—বন্ধহেত্বভাবাৎ দক্ষিণে অয়নে দক্ষিণায়নে মৃতস্যাপি বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিরস্ত্যেবেত্যর্থঃ।

বিদ্বান্ পুরুষ দক্ষিণায়নে মরিলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না, এই সংশয়ে বলিতেছেন—যেহেতু বন্ধনের কারণ বিদ্যমান না থাকায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ রাত্রিতে মরিলেও ব্রহ্মলাভ করেন, সেই হেতুই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দক্ষিণায়নে মরিলেও ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন ॥৪॥২॥১৯]

নিশি মৃতস্যাপি বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ যো হেতুরুক্তঃ, তত এব হেতোর্দ্দক্ষিণেঽপ্যয়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধা। অধিকা শঙ্কা তু "অথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে, পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি" [তৈত্তি০ ৫২ অনু০] ইতি দক্ষিণায়নে মৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ,

---

সহিতও তাহার সংস্পর্শ ঘটে না; এবং প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের সম্বন্ধও চরম-দেহ পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়; সুতরাং বন্ধনের কারণ বিদ্যমান না থাকায়, বিদ্বান্ রাত্রিতে মরিলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি অব্যাহত। বিশেষতঃ 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহমুক্ত না হয়, তাহার পরই ব্রহ্মলাভ করেন,' আর "দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ" ইত্যাদি বচনও অবিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪॥২॥১৮॥　　　　[দশম নিশাধিকরণ ॥১০॥]

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে, যেই হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, ঠিক সেই হেতুতেই দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি অনিবার্য্য হইতেছে।

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, 'আর যে ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মরে, সে ব্যক্তি পিতৃগণের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করে।' এই শ্রুতিতে দক্ষিণায়নে মৃত

চন্দ্রং প্রাপ্তানাং চ "তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈত্যথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো০ ৫।১।৫] ইতি পুনরাবৃত্তিশ্রবণাৎ, ভীষ্মাদীনাং চ ব্রহ্মবিদ্যা-নিষ্ঠানামুত্তরায়ণপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ দক্ষিণায়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি—ইতি।

পরিহারস্তু—অবিদুষাং পিতৃযাণেন পথা চন্দ্রং প্রাপ্তানামেব পুনরাবৃত্তিঃ, বিদুষস্তু চন্দ্রং প্রাপ্তস্যাপি "তস্মাদ্ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" ইতি বাক্য-শেষাৎ, তস্য দক্ষিণায়নমৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্ম প্রপিৎসতো বিশ্রমহেতুমাত্র-মিতি গম্যতে; বাক্যশেষাভাবেঽপি পূর্ব্বোক্তাদেব বন্ধহেত্বভাবাৎ বিদুষশ্চন্দ্রং প্রাপ্তস্যাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরনিবার্য্যা। ভীষ্মাদীনাং যোগ-প্রভাবাৎ স্বচ্ছন্দমরণানাং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনায়োত্তরায়ণপ্রাশস্ত্যপ্রদর্শনার্থস্তথা-বিধাচারঃ ॥৪॥২॥১৯॥

ব্যক্তির চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি শ্রুত থাকায়, এবং চন্দ্রলোকগত ব্যক্তিদিগের "তেষাং যদা তৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহলোকে প্রত্যাগমনের কথা থাকায়, আর ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী ভীষ্ম প্রভৃতিকেও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে দৃষ্ট হওয়ায় মনে হয় যে, যাহারা দক্ষিণায়ন কালে দেহত্যাগ করে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না (৪৮)।

উক্ত আশঙ্কার পরিহার এইরূপ—ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন যে সমস্ত লোক দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু যাহারা বিদ্বান্, তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও, 'তাহার পর ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্ত হন' এই শ্রুতি অনুসারে বুঝাযাইতেছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানের যে, চন্দ্রপ্রাপ্তি হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মলোকে যাইবার পথশ্রম নিবারণের উপায় মাত্র আর উক্ত শ্রুতিবাক্যাংশ ছাড়িয়া দিলেও, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির পুনর্ব্বার সংসারবন্ধনের যখন কোনও হেতু নাই, তখন চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলেও কিছুতেই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; তবে, যোগবলে স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম প্রভৃতির যে, সেইরূপে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করা, তাহার উদ্দেশ্য—উত্তরায়ণের প্রশস্ততা জ্ঞাপন দ্বারা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে দৃঢ়তর করা ॥৪॥২॥১৯॥]

---

(৪৮) তাৎপর্য্য—এই দক্ষিণায়নাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির ব্রহ্ম-প্রাপ্তি চিন্তা। (২) সংশয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—দক্ষিণায়নে মৃত্যুর যখন নিন্দা আছে, এবং ভীষ্ম প্রভৃতিকেও যখন উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে, তখন দক্ষিণায়নে মরণ হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মরিলেও ব্রহ্মলাভ করেন; কারণ, দক্ষিণায়নে মৃত্যুর যে, নিন্দা, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে নহে, যোগীর পক্ষে। ভীষ্মাদির ঐরূপ ব্যবহার কেবল উত্তরায়ণের প্রাশস্ত্য-জ্ঞাপনার্থ বুঝিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানীর মরণে কোন কালবিশেষের উপযোগীতা নাই।

ননু চ বিদুষো মুমূর্ষূন্ প্রতি পুনরাবৃত্তিহেতুত্বেন কালবিশেষবিধির্দৃশ্যতে—

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥"

[গীতা০ ৮।২৩।২৪।২৫।২৬] ইতি ; তত্রাহ—

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যেতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥৪॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যোগিনঃ (যোগীর) প্রতি (সম্বন্ধে) স্মর্য্যেতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত) স্মার্ত্তে (স্মরণীয়) চ (ও) এতে (এই দুইটি পথ)।]

[সরলার্থঃ—পুনশ্চ বিদুষঃ প্রত্যাবৃত্তিশঙ্কামপনুদন্ আহ—"যোগিনঃ" ইত্যাদি। এতে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণাখ্যে গতী স্মার্ত্তে প্রত্যহস্মরণীয়ে স্মর্য্যেতে"—"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ", "নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন" ইত্যন্তেন সন্দর্ভেণ—ইত্যর্থঃ।

পুনশ্চ বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক তাহার সমাধান বলিতেছেন—এই পথদ্বয়—যে পথে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই দুইটী পথ যোগি-পুরুষের সম্বন্ধেই স্মরণীয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতায়) উক্ত আছে ; সুতরাং জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই ॥৪॥২॥২০॥]　　[একাদশ দক্ষিণায়নাধিকরণ ॥১১॥]

ভাল কথা, শাস্ত্রে মুমূর্ষু বিদ্বানেরও পুনরাবৃত্তির হেতুরূপে কালবিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে সময়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি লাভ করেন, অর্থাৎ সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন ও করেন না, আমি তোমাকে সেই কালবিশেষের উপদেশ দিতেছি,—অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস, এই সমস্ত সময়ে মৃত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন ; আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস, এই সমস্ত সময়ে মৃত যোগী পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করেন ; জগতে এই যে, শুক্ল (উত্তরায়ণ) ও কৃষ্ণ (দক্ষিণায়ন) পথদ্বয়, এ দুইটী পথই চিরন্তন ; ইহার মধ্যে একটি পথে গমন করিলে আর ফিরিয়া আইসে না ; আর অপর পথটীতে গমন করিলে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে' ইতি। তদুত্তরে বলিতেছেন—"যোগিনঃ" ইত্যাদি।

নাত্র মুমূর্ষূন্ প্রতি মরণকালবিশেষোপাদানং স্মর্য্যতে; অপি তু যোগিনঃ—যোগনিষ্ঠান্ প্রতি স্মার্ত্তে—স্মৃতিবিষয়ভূতে স্মর্ত্তব্যে দেবযান-পিতৃযাণাখ্যে গতী স্মর্য্যেতে যোগাঙ্গতয়াঽনুদিনং স্মর্ত্তুম্। তথা হি উপসংহারঃ—

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥"

[গীতা০ ৮।২৭] ইতি।

"অগ্নির্জ্যোতিঃ"। "ধূমো রাত্রিঃ" ইতি দেবযান-পিতৃযাণে প্রত্যভিজ্ঞায়েতে। উপক্রমে চ "যত্র কালে তু" ইতি কালশব্দঃ কালাভিমানি-

---

এখানে যে, সাধারণতঃ মুমুর্ষুগণেরই মৃত্যুর কালবিশেষ উল্লিখিত হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু যাহারা যোগী—যোগনিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষেই যোগাঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে অভিপ্রায় এই যে, যোগীকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিলে, আর সংসারে আসিতে হইবে না, কিন্তু দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে অবশ্যই আসিতে হইবে; অতএব যাহাতে আর না আসিতে হয়, তেমনি ভাবে দৃঢ়চিত্তে যোগের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। দেখ, ঐ কথার উপসংহারেও এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে—'হে অর্জ্জুন, কোন যোগীই উক্ত পথদ্বয় জানিলে পর কখনও মোহে পতিত হন না; অতএব তুমিও [এই কথা মনে রাখিয়া] সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও' ইতি। আর এই "অগ্নির্জ্যোতিঃ" ও "ধূমো রাত্রিঃ" কথায় সেই শ্রুত্যুক্ত 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' পথদ্বয়ই বুঝিতে হইবে। তাহার পর, বাক্যের উপক্রমে "যত্র কালে" এই 'কাল' শব্দটীও কালাভিমানী আতিবাহিক দেবতাবোধক (৫৯); কেন না,

---

(৫৯) তাৎপর্য্য—এই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ এবং অতিবাহিক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে,—সাধারণতঃ জীবের উর্দ্ধগতির উপায় স্বরূপ দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; একটী উত্তরায়ণ, অপরটী দক্ষিণায়ন; তন্মধ্যে সূর্য্যদেব মকর সংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাস কাল উত্তর দিকে গমন করেন, তাহাকে বলে 'উত্তরায়ণ', আর কর্কট সংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, তাহার নাম 'দক্ষিণায়ন'। দেবযানে উত্তরায়ণের আর পিতৃযানে দক্ষিণায়ণের সন্নিবেশ থাকায় ঐ দেবযান ও পিতৃযান পথদ্বয়কেই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথ বলা হয়।

দেবযানপথে যাহারা গমন করেন, তাহারা ব্রহ্মলোকে যান, আর পিতৃযানে যাহারা গমন করেন, তাহারা চন্দ্রলোকে যান। ব্রহ্মলোকে যাহারা গমন করেন, তাহারা আর ফিরিয়া আসেন না, ক্রমে বিমুক্ত হন; আর চন্দ্রলোকে যাহারা গমন করেন, তাহারা সেখানে স্বীয় কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া ভোগাবসানে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসেন। উভয় পথে যে, অগ্নি, জ্যোতি ও ধূম প্রভৃতি কথা আছে, বুঝিতে হইবে, সে গুলি তাহাদের অভিমানী দেবতাবিশেষ অতিবাহিক পুরুষ, কিন্তু অগ্নি ধূম প্রভৃতি জড়বস্তু নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ছান্দোগ্যোপনিষদে এবং এই চতুর্থ অধ্যায়েরই তৃতীয় পাদে "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" (৪ সূত্র) প্রভৃতি সূত্রে সন্নিবেশিত আছে, সেখানে দ্রষ্টব্য।

দেবতাতিবাহিকপরঃ, অগ্ন্যাদেঃ কালত্বাসম্ভবাৎ। অতঃ "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি বিহিতদেবযানানুস্মৃতিরত্র বিদ্যানিষ্ঠান্ প্রতি বিধীয়তে, ন মুমূর্ষূন্ প্রতি মরণকালবিশেষঃ ॥৪॥২॥২০॥

[ইতি একাদশম্ দক্ষিণায়নাধিকরণম্ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শ্রীশারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥২॥

অগ্নি ও ধূমাদি পদার্থের ত কস্মিন্‌কালেও কালরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, "তেঽর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" (তাহারা অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন), এই শ্রুতিতে যে, দেবযানপথ বিহিত আছে, বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সেই পথই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র; কিন্তু মুমূর্ষুর মরণোপযুক্ত কালবিশেষের উপদেশ করা হইতেছে না ॥৪॥২॥২০॥

[একাদশ দক্ষিণায়নাধিকরণ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যের চতুর্থাধ্যায়ে
দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥২॥

চতুর্থাধ্যায়ে-তৃতীয়ঃ পাদঃ।

অর্চিরাদ্যধিকরণম্ ।] অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে ॥৪॥৩॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্চ্চিরাদিনা (অর্চ্চিরাদি পথে) তৎপ্রথিতেঃ (তাহার গ্রাহক চিহ্নহেতু)।]

[অথেদানীং বিদুষোঽর্চ্চিরাদিমার্গেন গতিনিয়মঃ পরীক্ষ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—বিদ্বান্ কিং কেবলম্ অর্চ্চিরাদিনৈবৈকেন মার্গেণ গচ্ছতি, আহোস্বিৎ যথাযোগং তেন চ, অন্যেন চ—ইত্যনিয়মঃ ? কুতঃ সংশয়ঃ ? অনেকধা শ্রুতিদর্শনাৎ,—তত্র ছান্দোগ্যে তাবৎ—"সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি, য এবং বেদ", "যদু হ চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদু হ চ ন, অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি, বৃহদারণ্যকে চ "যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি, তথা "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুলোকমাগচ্ছতি" ইত্যাদি ; এবং চ অনিয়মপ্রাপ্তৌ আহ—"অর্চ্চিরাদিনা" ইত্যাদি।

অর্চ্চিরাদিনা একেনৈব পথা গচ্ছতি বিদ্বান্ ; কুতঃ ? তৎপ্রথিতেঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু তচ্চিহ্নৈস্তস্যৈব প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥

বিদ্বান্ কেবল অর্চ্চিরাদি পথেই গমন করেন, অথবা যথাসম্ভব অন্য পথেও গমন করেন ? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য এই তৃতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে। বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্নপ্রকার পথের উল্লেখ থাকায় এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ পুরুষ একমাত্র অর্চ্চিরাদি পথেই গমন করেন ; কারণ, সকল শ্রুতিতেই পথের পরিচায়ক চিহ্ন একই প্রকার উল্লিখিত আছে ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, একই অর্চ্চিরাদিপথ সর্ব্বত্র বিভিন্নপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র ॥৪।৩॥১॥]

বিদুষ উৎক্রান্তস্য নাড়ীবিশেষেণ হার্দানুগ্রহাৎ গত্যুপক্রম উক্তঃ। তস্য গচ্ছতো মার্গ ইদানীং নির্ণীয়তে। তত্র শ্রুতিষু মার্গপ্রকারাঃ বহুধা আম্নায়ন্তে ; ছান্দোগ্যে তাবৎ "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" [ছান্দো° ৪।১৪।৩] ইত্যুপক্রম্য

ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি হৃদয়স্থ পরমপুরুষের অনুগ্রহে নাড়ীবিশেষ—মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন। এখন তাহার গমনকালীন পথের নিরূপণ করা হইতেছে। তদ্বিষয়ে নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার গতির প্রণালী পঠিত আছে। প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষেও পাপকর্ম্ম সংলগ্ন হয় না', এইরূপে ভূমিকার পর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে,

ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশ্যাম্নায়তে—"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদু চ ন, অর্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেঙ্তি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্য-মাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্মগময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানব-মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" [ছান্দো০ ৪।১৫।৫,৬] ইতি। তথাত্রৈবাষ্টমে "অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" ইতি। কৌষীতকিনশ্চ দেবযান-মার্গমন্যথা অধীয়তে—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকম্, স বরুণলোকম্, স আদিত্যলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স প্রজাপতিলোকম্, স ব্রহ্মলোকম্" [কৌষী০ ১ অ০ ৩] ইতি। তথা বৃহদারণ্যকে "য এবমেতদ্বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণ-পক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকম্, দেবলোকাদা-দিত্যম্, আদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্, বৈদ্যুতাৎ পুরুষোঽমানবঃ স এত্য ব্রহ্ম-লোকান্

'বন্ধুগণ যদি এবংবিধ জ্ঞানীর শব্য (শবকর্ম্ম—দাহাদি) করে, অথবা নাও করে,তথাপি তিনি অর্চ্চিকেই (জ্যোতিকেই) লাভ করেন, অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ (শুক্ল-পক্ষ), শুক্লপক্ষের পর, সূর্য্যদেব যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই মাসসমূহ, মাসের পর সংবৎসর, সম্বৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হন ; সেখানে যে, অমানব (মানবধর্ম্মবর্জ্জিত) পুরুষ আছেন, তিনি তাহাকে ব্রহ্মলোক লইয়া যান ; ইহাই দেবপথ, ইহাই ব্রহ্মপথ, যাহারা এই পথ লাভ করেন, তাহারা আর এই মানব আবর্ত্তে (মনুষ্য-সংসারে) ফিরিয়া আইসেন না', ইতি। আবার এই ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অষ্টমাধ্যায়ে আছে—'অতঃপর এই সমুদয় রশ্মি দ্বারাই উর্দ্ধে গমন করেন' ইতি। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ আবার এই দেবযান-পথকেই অন্যপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—'সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে, তিনি বরুণলোকে, তিনি আদিত্যলোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে এবং তিনি ব্রহ্মলোকে [আগমন করেন]' ; এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে—'যাহারা ইঁহাকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, এবং যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর অহঃ, অহর পর শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষের পর, আদিত্যদেব যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই মাসসমূহকে লাভ করেন, মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর আদিত্য, আদিত্যের পর বৈদ্যুত লোক প্রাপ্ত হন ; বৈদ্যুতের পর সেই প্রসিদ্ধ অমানব পুরুষ আসিয়া

গময়তি" [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতি। তত্রৈব পুনরন্যথা—"যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা আড়ম্বরস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্" [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইত্যাদি।

তত্র সংশয়ঃ—কিমর্চ্চিরাদিরেক এব মার্গ আভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রতিপাদ্যতে? ইতি, তেনৈব ব্রহ্ম গচ্ছতি বিদ্বান্? উত তস্মাদন্যেঽন্যত্র মার্গাঃ? ইতি, তৈর্বা অনেন বেত্যনিয়মঃ? ইতি। কিং যুক্তম্? অনিয়ম ইতি। কুতঃ? অনেকরূপত্বান্নৈরপেক্ষ্যাচ্চেতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ইহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়'; সেখানেই আবার অন্যপ্রকারেও বর্ণনা আছে—'বিদ্বান্ পুরুষ যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তিনি বায়ুতে যান, সেখানে তাহার জন্য বায়ু নিজের অঙ্গ শিথিল করেন অর্থাৎ আপনার শরীরে একটি ছিদ্র উৎপাদন করেন—যেমন রথচক্রের ছিদ্র, [তৎপরিমাণ]; বিদ্বান্ পুরুষ সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন, সূর্য্যও তাহার জন্য একটী পথ করিয়া দেন—যেমন দুন্দুভিবাদ্যের ছিদ্র, [তৎপরিমাণ]' ইত্যাদি।

এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রুতিতে কি অর্চ্চিরাদি একই পথ প্রতিপাদিত হইয়াছে? এবং বিদ্বান্ পুরুষ কি সেই একই পথে গমন করেন? অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন পথ কথিত হইয়াছে—সেই সমস্ত পথে, অথবা এই পথেও [গমন করিতে পারেন,] তাহার কোন নিয়ম নাই? কোন পক্ষটী যুক্তিযুক্ত? অনিয়ম পক্ষই; কারণ? যেহেতু পথগুলি একপ্রকার নয়, এবং পরস্পর নিরপেক্ষও বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (১)—

---

(১) তাৎপর্য্য—এই অর্চ্চিরাদি অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অর্চ্চিরাদি পথে গতি। সংশয়—বিদ্বানের উর্দ্ধগতি কি কেবল অর্চ্চিরাদি পথেই হয়? না, অন্য পথেও হয়? পূর্ব্বপক্ষ—বিভিন্ন শ্রুতিতে যখন বিভিন্ন প্রকার পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কেবল অর্চ্চিরাদি পথেই গতির নিয়ম বলা যাইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, বিদ্বানের কেবল অর্চ্চিরাদি পথে গমন করাই নিয়ম, গুণোপসংহারের নিয়মানুসারে পথেরও প্রকারগত বৈষম্যের পরিহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, বিদ্বানের উর্দ্ধগতির জন্য একমাত্র অর্চ্চিরাদি পথই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সর্ব্বশ্রুতিতে অর্চ্চিরাদি পথ একই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অর্চ্চিরাদিনা-ইতি। অর্চ্চিরাদিরেক এব মার্গঃ সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যতে; অতোঽর্চ্চিরাদিনৈব গচ্ছতি। কুতঃ? তৎপ্রথিতেঃ—তস্যৈব সর্ব্বত্র প্রথিতেঃ। প্রথিতিঃ প্রসিদ্ধিঃ, তস্যৈব সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স এব মার্গঃ সর্ব্বত্র ন্যূনাধিকভাবেন প্রতিপাদ্যতে, ইতি বিদ্যাগুণোপসংহারবদন্যত্রোক্তানামন্যত্রোপসংহারঃ ক্রিয়তে। ছান্দোগ্যে তাবদুপকোসলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং চৈকরূপ এবাম্নায়তে; বাজসনেয়কে চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং তথৈবার্চ্চিরাদিঃ অল্পান্তর আম্নায়তে; অতস্তত্রাপি স এবেতি প্রতীয়তে। অন্যত্রাপি সর্ব্বত্রাগ্ন্যাদিত্যাদয়ঃ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে ॥৪॥৩॥১॥　[ইতি প্রথমং অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্ ॥১॥]

বায়্বধিকরণম্।] **বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ ॥৪॥৩॥২॥**

[পদচ্ছেদঃ—বায়ুং (বায়ুকে) অব্দাৎ (বৎসরের পর) অবিশেষ-বিশেষাভ্যাং (সামান্য-বিশেষভাবানুসারে)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তাবৎ "মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যম্" ইতি শ্রুতম্, শ্রুত্যন্তরে চ সংবৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে দেবলোকো বায়ুশ্চ শ্রুতৌ; তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দেবলোকঃ বায়ুশ্চ পৃথক্? উত এক এব? ইতি। তত্রাহ—"বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি।

অব্দাৎ সংবৎসরাদূর্দ্ধং আদিত্যাচ্চ পূর্ব্বং বায়ুমেকমেব নিবেশয়েৎ; কুতঃ? অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—দেবলোক-বায়ুশব্দাভ্যাম্—দেবানাং লোকঃ—দেবলোকঃ—ইতি দেববাসভূমিত্বেন সামান্যতো বায়ুরপি 'দেবলোক'-শব্দেনাভিধীয়তে, বায়ুশব্দশ্চ বিশেষেণ তমেব অভিধত্তে; ইতি দ্বয়োরেব প্রকরণয়োরেকার্থত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'মাসের পর সংবৎসরকে, সংবৎসরে পর আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়', কিন্তু অন্য শ্রুতিতে আবার সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে 'দেবলোক' ও 'বায়ু' শব্দ পঠিত আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত দেবলোক ও বায়ু কি পৃথক্ পদার্থ? অথবা একই? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি।

অব্দশব্দবাচ্য সংবৎসরের পর এবং আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর সন্নিবেশ করিতে হইবে; কারণ? যেহেতু অবিশেষ ও বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ দেবগণের লোক—বাসস্থান, এই অর্থে 'দেবলোক' শব্দেও সাধারণ ভাবে বায়ুকেই বুঝাইতেছে, আর বায়ুশব্দে ত স্পষ্টভাবেই সেই বায়ুর উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, উভয় প্রকরণোক্ত পদার্থই এক—পৃথক্ নহে ॥৪॥৩॥২॥]　　[দ্বিতীয় বায়্বধিকরণ ॥২॥]

অর্চ্চিরাদিনৈব গচ্ছন্তি বিদ্বাংস ইত্যুক্তম্; তত্রার্চ্চিরাদিকে মার্গে ছন্দোগা মাসাদিত্যয়োরন্তরালে সংবৎসরমধীয়তে—"মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্ সংবৎসরাদাদিত্যম্" [ছান্দো° ৪।১৫।৫] ইতি। বাজসনেয়িনস্তু—তয়োরেবান্তরালে দেবলোকম্ "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্" [বৃহদা° ৮।২।১৫] ইতি। উভয়ত্রাপি মার্গস্যৈকত্বাদুভাবুভয়ত্রোপসংহার্য্যৌ। তত্র মাসাদূর্দ্ধমভিহিতয়োঃ সংবৎসর-দেবলোকয়োঃ পঞ্চম্যাভিহিতস্য শ্রৌতক্রমস্য তুল্যত্বেঽপি "অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্" [ছান্দো° ৪।১৫।৫] ইত্যধিককালানাং ন্যূনকালেভ্য উত্তরোত্তরত্বেন নিবেশদর্শনাৎ সংবৎসরস্যৈব

"অর্চ্চিরাদিনা" ইতি। সমস্ত শ্রুতিতে অর্চ্চিরাদি একই পথ পাওয়া যাইতেছে; অতএব বিদ্বান্ পুরুষ অর্চ্চিরাদি একই পথে গমন করিয়া থাকেন; কারণ? যেহেতু তাহারই প্রথিতি রহিয়াছে; প্রথিতি অর্থ—প্রসিদ্ধি; যেহেতু সেই একই অর্চ্চিরাদি পথ সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে। যখন একই পথ প্রতীত হইতেছে, তখন, যদিও বিভিন্ন শ্রুতিতে একই পথ ন্যূনাধিকভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে, সত্য, তথাপি বিদ্যাপ্রকরণে যেমন গুণোপসংহার করা হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও এক শ্রুতিতে উক্ত বিশেষাংশের অন্যত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় একই প্রকার পথের উল্লেখ রহিয়াছে; বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে ছান্দোগ্যেরই অনুরূপভাবে অর্চ্চিরাদি মার্গ পঠিত আছে, সামান্য মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়; অতএব সেখানেও সেই একই পথ প্রমাণিত হইতেছে; আর অপরাপর সর্ব্বত্রও সেই একই অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥৪॥৩॥১॥ [প্রথম 'অর্চ্চিরাদি' অধিকরণ ॥১॥]

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্বান পুরুষগণ একমাত্র অর্চ্চিরাদি পথেই গমন করেন তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ছন্দোগেরা (ছান্দোগ্যোপনিষদে) মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে সংবৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন—'মাসের পর সংবৎসর, সংবৎরের পর আদিত্যকে [প্রাপ্ত হন]' ইতি; বাজসনেয়ীরা (বৃহদারণ্যকে) আবার সেই মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে দেবলোকশব্দের পাঠ করিয়া থাকেন—'মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর হইতে আদিত্যকে [প্রাপ্ত হন]' ইতি। উভয় স্থলেই যখন একরূপ পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উভয় শ্রুতিতেই উভয় ধর্ম্মের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যদিও উভয় স্থলেই মাসের পরে অভিহিত সংবৎসর ও দেবলোক উভয় স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা অভিহিত হওয়ায় শ্রৌত ক্রম অর্থাৎ নির্দ্দেশানুযায়ী পারম্পর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে সত্য, তথাপি 'অর্চ্চির পর অহঃ, তাহার পর শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষের পর উত্তরায়ণ ষণ্মাস' এইরূপে উত্তরোত্তর পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতর কালের নির্দ্দেশদর্শনে প্রথমতঃ মাসের পর [তদপেক্ষা অধিকতর]

মাসাদনন্তরং বুদ্ধৌ বিপরিবৃত্তেঃ সংবৎসর এব মাসাদূর্দ্ধং নিবেশয়িতব্যঃ, ইতি তত ঊর্দ্ধং দেবলোক ইতি নিশ্চীয়তে।

অন্যত্র বাজসনেয়িনঃ "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে, যথা রথচক্রস্য খং, তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইতি আদিত্যাৎ পূর্ব্বং বায়ুমধীয়তে। তত্র কৌষীতকিনস্তু "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকম্" [কৌষী০ ১।৩] ইত্যগ্নিলোকশব্দনির্দ্দিষ্টাদর্চ্চিষঃ পরং বায়ুমধীয়তে। তত্র কৌষীতকিনাং পাঠক্রমেণ অর্চ্চিষঃ পরত্বেন প্রাপ্তস্য বায়োঃ—বাজসনেয়িনাং "তেন স ঊর্দ্ধ্বমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইত্যূর্দ্ধ্বশব্দনির্দ্দিষ্টশ্রৌতক্রমেণ পাঠক্রমাদ্বলীয়সা আদিত্যাৎ পূর্ব্বং প্রবেশো নিশ্চীয়তে। অত আদিত্যাৎ পূর্ব্বং সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বং দেবলোকো বায়ুশ্চ প্রাপ্তৌ।

তত্রেদং চিন্ত্যতে—কিং দেবলোকো বায়ুশ্চার্থান্তরভূতৌ যথেষ্টক্রমেণ বিদ্বানভিগচ্ছেৎ ? উত অনর্থান্তরত্বেন সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বং দেবলোকং সন্তং

সংবৎসরই বুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তদনুসারে মাসের পর প্রথমে সংবৎসর, তাহার পর দেবলোকের সন্নিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইতেছে।

অন্যত্র বাজসনেয়ীরা আবার 'পুরুষ (জীব) যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে প্রথমে বায়ুতে গমন করে, সেখানে বায়ু তাহার জন্য আপনার শরীরে ছিদ্র উৎপাদন করে—যেমন রথচক্রের রন্ধ্র, তিনি সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন, এইরূপে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর উল্লেখ করেন ; কিন্তু কৌষীতকীরা আবার—'তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, এবং তিনিই বায়ুলোকে গমন করেন' এইরূপে 'অগ্নিলোক' শব্দের প্রতিপাদ্য অর্চ্চির পর বায়ুর পাঠ করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে কৌষীতকীদিগের পাঠক্রমানুসারে অর্চ্চির পরবর্ত্তীরূপে বায়ুর নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে ; আর বাজসনেয়ীদিগের 'তিনি তাহা দ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে গমন করেন', এই যে, উর্দ্ধ-শব্দ দ্বারা উৎক্রমণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা সাক্ষাৎ শ্রুত্যুক্ত ক্রম ; সুতরাং পাঠক্রম অপেক্ষাও বলবত্তর,—অতএব তদনুসারে আদিত্যের পূর্ব্বেই তাহার সন্নিবেশ করা সঙ্গত হইতেছে। অতএব আদিত্যের পূর্ব্বে ও সংবৎসরের পরে দেবলোক ও বায়ুর সদ্ভাব পাওয়া যাইতেছে।

এ বিষয়ে এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত দেবলোক ও বায়ু কি দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ ?—বিদ্বান্ স্বেচ্ছানুসারে তাহাতে গমন করেন ? অথবা একই পদার্থ, সংবৎসর প্রাপ্তির পর সেই দেবলোক শব্দবাচ্য বায়ুতে গমন করেন ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ; ভিন্নার্থত্ব পক্ষই, অর্থাৎ

বায়ুমভিগচ্ছেৎ ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? ভিন্নার্থত্বম্, প্রসিদ্ধেঃ। ভিন্নার্থত্বে চোর্দ্ধ্বশব্দেন পঞ্চম্যা চোভয়োঃ সংবৎসরাদিত্যান্তরালে শ্রুতিক্রমেণ প্রাপ্তত্বাৎ, বিশেষাভাবাচ্চ যথেষ্টম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বায়ুমব্দাৎ-ইতি। বায়ুং সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বমভিগচ্ছেৎ। কুতঃ ? অবিশেষ-বিশেষাভ্যাং বায়োরেব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। দেব-লোকশব্দো হি অবিশেষেণ—সামান্যেন 'দেবানাং লোকঃ' ইত্যনেন রূপেণ বায়ুমভিধত্তে। "স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র" [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইতি বায়ুশব্দো বিশেষেণ বায়ুমভিধত্তে। অতো দেবলোক-বায়ুশব্দাভ্যাম্ অবিশেষ-বিশেষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে, ইতি সংবৎসরাদূর্দ্ধং বায়ুমেবাভিগচ্ছেৎ। কৌষীতাকনাং বায়ুলোকশব্দশ্চাগ্নিলোকশব্দবৎ বায়ুশ্চাসৌ লোকশ্চেতি ব্যুৎপত্ত্যা

দেবলোক ও বায়ু যে, এক পদার্থ নহে, পরন্তু পৃথক্ পদার্থ ; এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু উ র ভিন্নার্থত্ব প্রসিদ্ধ ; বস্তুগত্যা দেবলোক ও বায়ু পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নিশ্চিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, উর্দ্ধ-শব্দ ও পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যস্থলে যখন দেবলোক ও বায়ু, উভয়েরই প্রাপ্তি রহিয়াছে, তখন শ্রুতির পাঠক্রমানুসারে অর্থাৎ যাহার পর যাহার নির্দ্দেশ আছে, তদনুসারে এবং বিশেষোক্তিও কিছু না থাকায় ইচ্ছানুসারে গমন করেন ; এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি (*)।

সংবৎসরের পর বায়ুতে গমন করেন ; কারণ ? যেহেতু অবিশেষ ও বিশেষভাবে সর্বত্র একই বায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেননা, 'দেবলোক' শব্দটি অবিশেষে—সামান্যাকারে অর্থাৎ দেবগণের লোক—দেবলোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে বায়ুকে বুঝাইতেছে ; আর 'তিনি বায়ুতে যান' ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ুশব্দে বিশেষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দেই বায়ুকে বুঝাইতেছে ; অতএব বেশ বুঝাযাইতেছে যে, দেবলোক ও বায়ুশব্দে সামান্য ও বিশেষাকারে এক বায়ুকেই বুঝাইতেছে ; সুতরাং সংবৎসরে গমনের পর বায়ুতেই গমন করিবে ; আর কৌষিতকী-শ্রুতির 'বায়ুলোক' শব্দও 'অগ্নিলোক' শব্দের ন্যায় বায়ুস্বরূপ লোক—বায়ুলোক, এইরূপ সমাস

(*) তাৎপর্য্য—এই "বায়ুধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অর্চ্চিরাদি পথ। (২) অর্চ্চিরাদি পথে সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে, কোন শ্রুতিতে আছে—'দেবলোক' শব্দ, আর কোন শ্রুতিতে আছে—বায়ু-শব্দ ; এই দেবলোক ও বায়ু কি এক ? না পৃথক্ পদার্থ ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যখন শব্দগত ভেদ রহিয়াছে, তখন এই দুইটি পদার্থও এক হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, উভয়ই একপদার্থ ; কারণ, "দেবানাং লোকঃ=দেবলোকঃ"—(দেবগণের বাসস্থান) এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে দেবলোক শব্দেও বায়ুই পাওয়া যাইতেছে নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, দেবলোক ও বায়ু একই পদার্থ ; সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোনও বিরোধ নাই

বায়ুমেবাভিধত্তে। বায়ুশ্চ দেবানামাবাসভূতঃ—ইত্যন্যত্র শ্রূয়তে—"যোঽয়ং পবত এষ দেবানাং গৃহাঃ" [—০ ?] ইতি ॥৪॥৩॥২॥

[ইতি দ্বিতীয়ং বায়্বধিকরণম্ ॥২॥]

বরুণাধিকরণম্।। **তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪॥৩॥৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—তড়িতঃ (বিদ্যুতের) অধি (উপরে) বরুণঃ (বরুণলোক) সম্বন্ধাৎ (যেহেতু বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ)।]

[সরলার্থঃ—অথেদানীং বরুণেন্দ্রপ্রজাপতীনাং কিং তড়িত উপরি সন্নিবেশঃ কার্য্যঃ ? উত বায়োরুপরি ? ইতি সংশয্যাহ—"তড়িতঃ" ইত্যাদি।

তড়িতো মেঘোদরবর্ত্তিত্বেন বিদ্যুদ্বরুণয়োর্লোকে বেদে চ সংবন্ধাবগমাৎ পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাৎ বরুণস্য তড়িতোঽধি—বিদ্যুত উপরি সন্নিবেশঃ কার্য্যঃ ; [ইন্দ্রাদেরপি বরুণোপরি সন্নিবেশো বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ] ॥

অতঃপর সংশয় হইতেছে যে, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ হইবে কোথায় ?—তড়িতের উপরে ? কিংবা বায়ুর উপরে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তড়িতঃ" ইত্যাদি।

তড়িৎ যখন স্বতই মেঘমধ্যগত, লোকব্যবহারে এবং বেদেও যখন বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধসদ্ভাব জানা যাইতেছে, অধিকন্তু পাঠক্রম অপেক্ষাও যখন অর্থলব্ধ ক্রমই অধিক বলবান্, তখন বিদ্যুৎ-লোকের উপরেই বরুণলোকের সন্নিবেশ গ্রহণ করিতে হইবে ; এইরূপ ইন্দ্রাদির সন্নিবেশও বরুণের উপরে ধরিয়া লইতে হইবে ॥৪॥৩॥৩॥ [

[তৃতীয় বরুণাধিকরণ ॥৩॥]

কৌষীতকিনাং "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স আদিত্যলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকম্" ইত্যত্রাগ্নিলোকশব্দস্যার্চ্চিঃপর্য্যায়ত্বেন প্রাথম্য-

---

অনুসারে বায়ুকেই বুঝাইতেছে। বায়ু যে, দেবগণের আবাস স্থান, ইহা অন্য শ্রুতিতেও কথিত আছে ; যথা—'এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, তিনি দেবগণের গৃহ অর্থাৎ বাসভূমি' ইতি ॥৪॥৩॥২॥

[দ্বিতীয় বায়্বধিকরণ ॥২॥]

কৌষীতকী শ্রুতি কথিত 'তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, তিনিই বায়ুলোকে যান, তিনিই বরুণলোকে যান, তিনি আদিত্যলোকে যান, তিনি ইন্দ্রলোকে যান, তিনিই প্রজাপতিলোকে যান, এবং তিনিই ব্রহ্মলোকে যান' এই বাক্যে অগ্নিলোকশব্দ পঠিত আছে ; অগ্নি-শব্দটি অর্চ্চিঃশব্দের সমানার্থক ; সুতরাং অগ্নিলোকের প্রাথম্য অনিন্দিত, অর্থাৎ অগ্নিলোকের প্রাথমিকত্ব সম্বন্ধে কোনও আপত্তি হইতে পারে না ; আর বায়ুকেও

মবিগীতম্। বায়োশ্চ সংবৎসরাদূর্দ্ধং নিবেশ উক্তঃ, আদিত্যস্যাপ্যত্র প্রাপ্তপাঠক্রমবাধেন "দেবলোকাদাদিত্যম্ আদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্" ইতি বাজসনেয়কোক্ত-শ্রুতিক্রমাদ্ দেবলোকশব্দাভিহিতাদ্ বায়োরুপরি নিবেশঃ সিদ্ধঃ।

ইদানীং বরুণেন্দ্রাদিষু চিন্তা,—কিমেতে বরুণাদয়ো যথাপাঠং বায়োরূর্দ্ধং নিবেশয়িতব্যাঃ? আহোস্বিৎ বিদ্যুতোঽধি? ইতি বিশয়ে, অর্চ্চিঃ-প্রভৃতিষু সর্ব্বেষু "অর্চ্চিষোঽহঃ" ইত্যাদি শ্রুতিক্রমোপরোধাদ্ বিদ্যুতঃ পরস্তাচ্চ "তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি বিদ্যুৎপুরুষস্য ব্রহ্মগময়িতৃত্বশ্রবণাচ্চ সর্ব্বত্রাবকাশাভাবেনাপ্রাপ্তৌ চ উপদেশাবৈয়র্থ্যায়াবশ্যং কস্যচিদ্ বাধ্যত্বে পাঠক্রমানুরোধেন বায়োরনন্তরং বরুণো নিবেশয়িতব্যঃ। বায্বাদিত্যয়োঃ ক্রমস্য বাধিতত্বেন ইন্দ্র-প্রজাপতী অপি হ্যত্রৈব নিবেশয়িতব্যৌ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সংবৎসরের উপরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এবং আদিত্যের সম্বন্ধেও পাঠানুসারে যেরূপ ক্রমের প্রাপ্তি ছিল, তাহাও বাধিত হওয়ায় বাজসনেয়কশ্রুত্যুক্ত "দেবলোকের পর আদিত্য, আদিত্যের পর বৈদ্যুত লোক" এই ক্রমানুসারে 'দেবলোক' শব্দবাচ্য বায়ুর উপরেই আদিত্যের সন্নিবেশ সিদ্ধ হইতেছে।

এখন চিন্তা হইতেছে—বরুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে;—পাঠক্রমানুসারে এই বরুণাদিলোকগুলিকে কি বায়ুর উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে? অথবা বিদ্যুতের উপরে? এইরূপ সংশয় স্থলে দেখা যাইতেছে যে, অর্চ্চিঃপ্রভৃতি সর্ব্বত্র শ্রৌতক্রমের অনুপরোধে এবং বিদ্যুতের উপরে 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়' এই শ্রুতিতে বিদ্যুৎপুরুষের ব্রহ্মলোক-নেতৃত্বশ্রুতি থাকায় বরুণাদি লোকের কোথাও আর সন্নিবেশ হইতে পারে না; কাজেই কৌষীতকীবাক্যোক্ত উপদেশের সার্থকতা রক্ষার জন্যই যথোক্ত লোকসমূহের মধ্যে কোন একটি লোকের শ্রুত্যুক্ত ক্রমকে বাধিত করা আবশ্যক হইতেছে; এমত অবস্থায় পাঠক্রমের অনুরোধে বায়ুর পর বরুণের সন্নিবেশ করাই সঙ্গত হইতেছে; আর বায়ু ও আদিত্যের পাঠক্রমের যখন অবশ্যই বাধা দিতে হইবে, তখন ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকের সেখানেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"তড়িতোঽধি বরুণঃ" ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপর্য্য—এই বরুণাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় ছান্দোগ্য, বাজসনেয়ক ও কৌষীতকী প্রভৃতি উপনিষদে উক্ত অর্চ্চিরাদি মার্গের প্রকার বিষয়ে চিন্তা। (২) সংশয়—বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ কোথায়?—এ সমস্ত কি বিদ্যুতের উপরে? অথবা বায়ুর উপরে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"স বায়ুলোকং, স বরুণলোকম্" এই শ্রুতিতে বায়ুলোকের পরে বরুণলোকের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুলোকের পর

[সিদ্ধান্তঃ—]

"তড়িতোঽধি বরুণঃ" ইতি। বরুণস্তাবদ্বিদ্যুত উপরিষ্টান্নিবেশয়িতব্যঃ। কুতঃ? সম্বন্ধাৎ—মেঘোদরবর্ত্তিত্বাদ্বিদ্যুতো বরুণেন সম্বন্ধো লোক-বেদয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি—বরুণাদীনামুপদেশাবৈয়র্থ্যায় কচিৎ নিবেশয়িতব্যত্বে সতি, পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাদ্ বিদ্যুতোঽধি বরুণো নিবেশয়িতব্যঃ; ততশ্চ অমানবস্য গময়িতৃত্বং ব্যবধানসহমিত্যবগম্যতে। তস্য চ ব্যবধানসহত্বাদিন্দ্রাদেশ্চোপদিষ্টস্যাবশ্যনিবেশয়িতব্যস্য বরুণাদুপরি উপদিষ্টত্বাৎ আগন্তূনামন্তে নিবেশয়িতব্যত্বাচ্চ বরুণাদুপরি ইন্দ্রাদি-র্নিবেশয়িতব্য ইতি ॥৪॥৩॥৩॥　[ইতি তৃতীয়ং বরুণাধিকরণম্ ॥৩॥]

প্রথমতঃ বরুণকে বিদ্যুতের উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে; কারণ? যেহেতু সম্বন্ধ রহিয়াছে,—বিদ্যুৎ সাধারণতঃ মেঘমধ্যেই অবস্থিতি করে; বরুণের সঙ্গে যে, বিদ্যুতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, ইহা লোকব্যবহারে এবং বেদেও প্রসিদ্ধ আছে। এই অভিপ্রায় বলা হইতেছে যে, শ্রুতিতে যখন বরুণাদির উল্লেখ রহিয়াছে, তখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করিতেই হইবে; নচেৎ উহাদের উপদেশই ব্যর্থ হইয়া যায় সুতরাং তাহাদের সন্নিবেশ করিতে হইলেই, পাঠক্রম অপেক্ষাও যখন অর্থক্রম অধিক বলবান্, (*) তখন বিদ্যুতের পরেই বরুণের স্থান দেওয়া উচিত; কেননা, তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত অমানব-পুরুষকর্ত্তৃক তত্রত্য বিদ্বানের যে, ব্রহ্মলোকে লইবার যাইবার কথা আছে, তাহার ব্যবধানও দোষাবহ হয় না, আর সেই অমানবপুরুষের ব্রহ্মলোক-নেতৃত্বেরও ব্যবধান যখন সহ্য করিতেই হইবে, এবং শ্রুত্যুপদিষ্ট ইন্দ্রাদিলোকগুলির সার্থকতা রক্ষার জন্যই যখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করাও আবশ্যক হইতেছে, আর বরুণের পরেই যখন উহাদের উপদেশ রহিয়াছে, এবং আগন্তুক বা প্রসঙ্গাগত বিষয়ের সর্ব্বশেষে সন্নিবেশ করাই যখন শাস্ত্রসিদ্ধ নিয়ম, তখন বরুণের পরেই ইন্দ্রাদিলোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে ॥৪॥৩॥৩॥　　[তৃতীয় বরুণাধিকরণ ॥৩॥]

বরুণাদিলোকের সন্নিবেশ। (৪) উত্তর—না, বায়ুলোকের পরে বরুণলোক নহে, পরন্তু বিদ্যুতের পরেই বুঝিতে হইবে; কারণ, বরুণাধিষ্ঠিত পথের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধও বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যুতের পরেই বরুণের সন্নিবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ ॥

(*) তাৎপর্য্য—পাঠক্রম -পাঠের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহার নাম পাঠক্রম আর অর্থ সঙ্গতি অনুসারে যে, ক্রম পাওয়া যায়, তাহাকে বলে অর্থক্রম। তন্মধ্যে পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রমই প্রধান; এই অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যেমন—শ্রুতিতে আছে—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগুং পচতি" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিবে, আর যবাগু (যাউ) পাক করিবে। এখানে অগ্রে অগ্নিহোত্রের কথা আছে, পশ্চাৎ যবাগু পাকের কথা আছে; এখানে পাঠক্রম ধরিয়া কার্য্য করিলে দেখা যায়, অগ্রে অগ্নি হোত্র হোম করিতে হয়, শেষে যবাগু পাক করিতে হয়; কিন্তু যবাগু দ্বারা হোম করাই যখন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তখন অগ্রে যবাগু না হইলে হোম হইতে পারে না; -অর্থ সঙ্গতি হয় না; এই জন্য অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে যবাগু পাক করিতে হয়, পশ্চাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়। আলোচ্যস্থলেও সেইরূপ যথাশ্রুত পাঠগত পঞ্চমীবিভক্তি দ্বারা ক্রম পাওয়াগেলেও অর্থক্রম দ্বারা তাহার বাধা করিতে হয় ॥

আতিবাহিকাধিকরণম্।] আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—আতিবাহিকাঃ (পথিপ্রদর্শক), তল্লিঙ্গাৎ (যেহেতু তাহার গ্রাহক চিহ্ন আছে)।]

[সরলার্থঃ—যথোক্তা অর্চ্চিরাদয়ঃ কিং ব্রহ্ম জিগমিষোর্মার্গচিহ্নভূতাঃ কালাদিরূপাঃ? উত গময়িতার আতিবাহিকাঃ? ইতি বিমৃষ্যাহ—"আতিবাহিকাঃ" ইত্যাদি। যথোক্তা অর্চ্চিরাদয়ঃ আতিবাহিকাঃ পরমপুরুষেণ নিযুক্তা ব্রহ্ম গময়িতারঃ অর্চ্চিরাদ্যভিমানিদেবতাবিশেষা এব; কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ—"তৎপুরুষোঽমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্মগময়তি" ইত্যত্র গময়িতৃত্বদর্শনাৎ লিঙ্গাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থ কি ব্রহ্মলোকগামীর মার্গচিহ্ন-কালবিশেষাদি? অথবা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার নেতা পুরুষবিশেষ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"আতিবাহিকাঃ" ইত্যাদি।

উক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থে আতিবাহিক—ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত পথিপ্রদর্শক অর্চ্চিঃপ্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মার্গচিহ্ন নহে; কারণ? যেহেতু এরূপ অর্থের গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে,—'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়াযান', এখানে স্পষ্টই আতিবাহিক (পথিপ্রদর্শক) লোকের কথা রহিয়াছে ॥৪॥৩॥৪॥]

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—কিমর্চ্চিরাদয়ো মার্গচিহ্নভূতাঃ? উত ভোগভূময়ঃ? অথবা বিদুষাং ব্রহ্ম প্রেপ্সতামতিবোঢারঃ? ইতি। কিং তাবদ্ যুক্তম্? মার্গচিহ্নভূতা ইতি। কুতঃ? উপদেশস্য তথাবিধত্বাৎ; দৃশ্যতে হি লোকে গ্রামাদীন্ প্রতি গন্তৄণামেবংবিধো দেশিকৈরুপদেশঃ—'ইতো নিষ্ক্রম্যামুকং বৃক্ষমমুকীং নদীমমুকং চ পর্ব্বতপার্শ্বং গত্বা অমুকং গ্রামং গচ্ছ' ইতি। অথবা, ভোগভূময় এতাঃ স্যুঃ, কালবিশেষতয়া প্রসিদ্ধানামহরাদীনাং মার্গচিহ্নত্বানুপপত্তেরন্যস্য চ মার্গচিহ্নভূতস্যৈতেষামনভিধায়কত্বাৎ। ভোগ-

---

এখন এইবিষয় চিন্তাকরা হইতেছে যে, উক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থ কি পথের চিহ্নমাত্র? কিংবা ভোগস্থান? অথবা ব্রহ্মপ্রেপ্সু জীবদিগের আতিবাহিক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার পথিপ্রদর্শক? ইহার মধ্যে কোন পক্ষটি ভাল হয়? ইহারা পথের চিহ্নভূত, এই পক্ষই; কারণ? যেহেতু সেইরূপই উপদেশ রহিয়াছে। লোকব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রামাদি স্থানবিশেষের উদ্দেশ্যে যাহারা গমন করে, তাহাদের প্রতি উপদেষ্টারা এইরূপই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,—'এখান হইতে বাহির হইয়া অমুক বৃক্ষ, অমুক নদী এবং অমুক পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া অমুক গ্রামে যাইবে' ইতি। অথবা এগুলি ভোগস্থানও হইতে পারে; কারণ অহঃপ্রভৃতি পদগুলি কালবিশেষের বাচক বলিয়াই প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারা কখনই মার্গচিহ্ন হইতে পারে না; এবং ঐসকল শব্দ অপর কোনরূপ মার্গচিহ্নের প্রতিপাদকও নহে [কাজেই

ভূমিত্বং চ "এত এব লোকা যদহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরাঃ" [তৈত্তি০ না০ ৮০ অনু] ইত্যহরাদীনাং লোকত্ববচনাদুপপদ্যতে। অতএব চ কৌষীতকিনঃ "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" [কৌষী০ ১। ৩] ইত্যাদিনা লোকশব্দানুবিধানেনার্চ্চিরাদীন্ পঠন্তীতি ; এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"আতিবাহিকাঃ"—ইতি। বিদুষামতিবাহে পরমপুরুষনিযুক্তা আতিবাহিকাঃ দেবতাবিশেষা এতেঽর্চ্চিরাদয়ঃ ; কুতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ—অতিবহনলিঙ্গাৎ। অতিবহনং হি গন্তৄণাং গময়িতৃত্বম্ ; গময়িতৃত্বং চ "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যুপসংহারে শ্রূয়মাণং পূর্ব্বেষামপ্যবিশেষশ্রুতানাং স এব সম্বন্ধ ইতি গময়তি। বদন্তি চার্চ্চিরাদয়ঃ শব্দাঃ অর্চ্চিরাদ্যাত্মভূতানভিমানিদেবতাবিশেষান্ ; "তং পৃথিব্যব্রবীৎ" ইতিবৎ ॥৪॥৩॥৪॥

এগুলি ভোগস্থান হওয়াই সম্ভব] ; বিশেষতঃ এই যে, 'অহঃ, রাত্রি, অর্দ্ধমাস (শুক্লপক্ষ), মাস, ঋতু ও সংবৎসর, এসমস্তই লোক (ভোগস্থান)' এই শ্রুতিতে লোক-শব্দে অহঃ প্রভৃতি অভিহিত করায় ইহাদের ভোগভূমিত্বই উপপন্ন হইতেছে। এই জন্যই কৌষীতকশাখীরা 'অগ্নিলোকে আগমন করেন' ইত্যাদি বাক্যে লোক-শব্দের সহযোগে অর্চ্চিরাদির (অহঃ প্রভৃতির) উপদেশ করিয়াছেন ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"আতিবাহিকাঃ" ইত্যাদি (*)।

এই যে, অর্চ্চিঃপ্রভৃতি, ইহারা নিশ্চয়ই বিদ্বান্ পুরুষদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য পরম-পুরুষ ভগবান্ কর্তৃক নিয়োজিত—আতিবাহিক দেবতাবিশেষই ; কারণ ? তল্লিঙ্গ—অতিবহনগ্রাহক চিহ্ন-দর্শনই কারণ ; অতিবহন অর্থ—যাহারা ব্রহ্মলোক-গামী, তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া। 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,' এই উপসংহার বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে গময়িতৃত্ব (আতিবাহিকত্ব) শ্রুত থাকায় সামান্যাকারে শ্রুত—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিরাদির সম্বন্ধেও যে, সেই (আতিবাহিকত্বরূপ) একই সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। আর অর্চ্চিঃপ্রভৃতি শব্দেও অর্চ্চিঃপ্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষই প্রতিপাদন করিতেছে ; যেমন—"পৃথিবী অব্রবীৎ" অর্থাৎ পৃথিবী—পৃথিবী-দেবতা বলিয়াছিলেন' এই শ্রুতিতে বুঝাইতেছে, তদ্রূপ ॥৪॥৩॥৪॥

(*) তাৎপর্য্য—এই আতিবাহিকাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অর্চ্চিরাদি শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি কি ব্রহ্মলোকে যাইবার পথের চিহ্ন ? অথবা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত অর্চ্চিরাদির অভিমানী দেবতাবিশেষ ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ পথের চিহ্ন হওয়াই উচিত ; কারণ, অর্চ্চিরাদি শব্দের ঐরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না, এখানে অর্চ্চিরাদি অর্থ পথের চিহ্নবিশেষ নহে ; পরন্তু আতিবাহিক পুরুষবিশেষ ; কারণ,

যদ্যেবং "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" [ছান্দো° ৪।১৫।৫,৬] ইতি বৈদ্যুতস্যৈব পুরুষস্য গময়িতৃত্বশ্রুতের্বিদ্যুতঃ পরেষাং বরুণাদীনাং কথমাতিবাহিকত্বেনান্বয়ঃ ? ইত্যত্রাহ—

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪॥৩॥৫॥

পদচ্ছেদঃ—বৈদ্যুতেন (বিদ্যুৎ-পুরুষকর্তৃক) এব (নিশ্চয়) ততঃ (তাহার—বিদ্যুতের পর) তচ্ছ্রুতেঃ (যেহেতু তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে)।]

[সরলার্থঃ—ততঃ বিদ্যুত উপরি বৈদ্যুতেন পুরুষেণৈব বিদুষো ব্রহ্মলোকগমনম্ ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্ব-শ্রবণাৎ ; বরুণাদীনামপি তদনুগ্রাহকত্বেন আতিবাহিকত্বং কল্প্যমিত্যর্থঃ ॥

তাহার পর—বিদ্যুৎ-লোকের পর সেই অমানব পুরুষই বিদ্বান্‌কে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যান ; কারণ, "স এনান্" শ্রুতিতে কেবল তাহারই গময়িতৃত্ব বা আতিবাহিকত্ব উক্ত আছে ; বরুণাদি পুরুষেরা বৈদ্যুতপুরুষের কার্য্যে সাহায্য করেন ; এইজন্য তাহাদিগকেও আতিবাহিক বলা হয় মাত্র ॥৪॥৩॥৫॥] [চতুর্থ আতিবাহিকাধিকরণ ॥৪॥]

ততঃ—বিদ্যুত উপরি, বৈদ্যুতেন—অমানবেনৈব আতিবাহিকেন বিদুষাম্ আ ব্রহ্মপ্রাপ্তের্গমনম্। কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু অনুগ্রাহকা ইতি তেষামপ্যাতিবাহিকত্বেনান্বয়ো বিদ্যুত এব ॥৪॥৩॥৫॥

[ইতি চতুর্থম্ আতিবাহিকাধিকরণম্ ॥৪॥]

ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলেও 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়' এই শ্রুতিতে আছে—কেবল বৈদ্যুত পুরুষই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ; সুতরাং বিদ্যুতের পরবর্ত্তী বরুণাদির আতিবাহিকত্ব ধর্ম্ম-সম্বন্ধ কল্পিত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

তাহার পর—বিদ্যুতের পর, ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্যুত অর্থাৎ অমানব আতিবাহিক পুরুষের সাহায্যেই বিদ্বানের গতি হয় ; কারণ ? যেহেতু তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে, অর্থাৎ 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে লইয়া যায়' এই শ্রুতিতে কেবল বৈদ্যুত পুরুষেরই গময়িতৃত্ব (আতিবাহিকত্ব) উল্লিখিত আছে। বরুণপ্রভৃতি তাহারই সহায়তা করেন ; এইজন্য তাহাদিগেরও নিশ্চয়ই আতিবাহিকত্ব সম্বন্ধ আছে ॥৪॥৩॥৫॥

[চতুর্থ আতিবাহিকত্ব অধিকরণ ॥৫॥]

"তৎ পুরুষোঽমানবঃ" কথায় আতিবাহিক পুরুষের কথাই স্পষ্ট উক্ত আছে ; সুতরাং সর্ব্বত্র একরূপ কল্পনা করাই সঙ্গত। (৫) নির্ণয়—অতএব শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিরাদি শব্দে আতিবাহিক দেবতা বিশেষই বুঝিতে হইবে, পথের চিহ্ন মাত্র নহে।

কার্য্যাধিকরণম্।] **কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪॥৩॥৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—কার্য্যং (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদি) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) অস্য (ইহার—কার্য্য ব্রহ্মোপাসকের) গত্যুপপত্তেঃ (গতি সঙ্গত হয়)।]

[সরলার্থঃ—অর্চ্চিরাদিকো গণঃ কিং কার্য্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভমুপাসানান্ নয়তি ? উত পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ ? ইতি সংশয় আহ—"কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি।

বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে—কার্য্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্মোপাসীনান্ নয়তি ইতি ; কুতঃ ? অস্য গত্যুপপত্তেঃ—অস্যৈব কার্য্যব্রহ্মোপাসকস্যৈব পরিচ্ছিন্নবিষয়ত্বেন প্রাপ্তিসম্ভবাৎ ; সর্ব্বব্যাপিনঃ পরস্য ব্রহ্মণস্তু নিত্যপ্রাপ্ততয়া প্রাপ্ত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কি কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভোপাসকগণকে লইয়া যায় ? অথবা পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কার্য্যম্" ইত্যাদি।

বাদরিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকেই লইয়া যায় ; কারণ ? যেহেতু তাহার সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের উপাসকগণের গমন করা কথনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তিনি নিত্যপ্রাপ্ত ॥৪॥৩॥৬॥]

অর্চ্চিরাদিনৈব গচ্ছতি বিদ্বান্ ; অর্চ্চিরাদিরমানবান্তশ্চ গণ আতিবাহিকো বিদ্বাংসং ব্রহ্ম গময়তীত্যুক্তম্। ইদমিদানীং চিন্ত্যতে,—কিময়মর্চ্চিরাদিকো গণঃ কার্য্যং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনান্ নয়তি ? উত পরমেব ব্রহ্মোপাসীনান্ ? অথ পরং ব্রহ্মোপাসীনান্, প্রত্যগাত্মানং ব্রহ্মাত্মকতয়োপাসীনাংশ্চ ? ইতি বিশয়ে কার্য্যমুপাসীনানেব গময়তীতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ ? অস্য হিরণ্যগর্ভমুপাসীনস্যৈব গত্যুপপত্তেঃ ; নহি পরিপূর্ণং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বগতং সর্ব্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্মোপাসীনস্য তৎপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরগতিরুপপদ্যতে,

---

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ পুরুষ কেবল অর্চ্চিরাদিপথেই গমন করেন ; অর্চ্চিঃ হইতে অমানব পর্য্যন্ত যে সমস্ত আতিবাহিক আছে, তাহারা বিদ্বান্‌কে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়। এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে এই যে,—উক্ত অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কি কার্য্য-ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে লইয়া যায় ? কিংবা কেবল পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় ? অথবা যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনাকরে, কিংবা জীবাত্মাকেই পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহাদিগকে লইয়া যায় ? এইরূপ সংশয়স্থলে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কার্য্যব্রহ্মের—হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকেই লইয়া যায় ; কারণ ? যেহেতু যিনি কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেবল তাহার সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হয় ; কেন না, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) ও সকলের আত্মস্বরূপ বা অভিন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য দেশান্তরে বা কালান্তরে গমন করা কথনই সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তিনি নিত্যই

প্রাপ্তত্বাদেব ; নিত্যপ্রাপ্ত-পরব্রহ্মবিষয়াবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রমেব হি পরবিদ্যা-কার্য্যম্। কার্য্যং তু হিরণ্যগর্ভরূপং ব্রহ্ম উপাসীনস্য পরিচ্ছিন্নদেশবর্ত্তি-প্রাপ্যপ্রাপ্ত্যর্থং গমনমুপপদ্যতে। অতোঽর্চিরাদিরাতিবাহিকগণস্তমেব নয়তি ॥৪॥৩॥৬॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৪॥৩॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষ করিয়া উক্ত হওয়ায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তং পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" ইতি "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইতি চ প্রাপ্যস্থানস্য বিশেষিতত্বাদপি কার্য্য-ব্রহ্মোপাসীনমেব নয়তীতি গম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

'অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়' 'আমি প্রজাপতির (হিরণ্যগর্ভের) সভাগৃহে প্রবেশ করিব' ইত্যাদি শ্রুতিতে গন্তব্য স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকাতেও বুঝা যাইতেছে যে, কার্য্যব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভের উপাসককেই লইয়া যায় ॥৪॥৩॥৭॥]

"পুরুষোঽমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি" ইতি লোক-শব্দেন বহুবচনেন চ লোকবিশেষবর্ত্তিনং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনমেব অমানবো গময়তীতি

প্রাপ্ত রহিয়াছেন ; বিশেষতঃ নিত্য প্রাপ্ত পরব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা নিবৃত্তি করাই পরবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) একমাত্র কার্য্য ; পক্ষান্তরে, হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকের পক্ষেই সীমাবদ্ধ কোনও দেশবিশেষে ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে ; অতএব অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ সেই কার্য্যব্রহ্মোপাসককেই লইয়া যায় বুঝিতে হইবে (*) ॥৪॥৩॥৬॥

'অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়' এখানে 'লোক' শব্দ দ্বারা এবং তদুত্তরবর্ত্তী বহুবচন দ্বারাও বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, স্থানবিশেষবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভের উপাসক ব্যক্তিকেই

(*) তাৎপর্য্য—এই কার্য্যাধিকরণটী ষষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত নয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলোকে গমন। (২) সংশয়—যাহারা কার্য্যব্রহ্মের উপাসক, অর্চ্চিরাদিগণ কি কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়? অথবা যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, কেবল তাহাদিগকে লইয়া যায়? কিংবা অন্যপ্রকার? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই নিত্যপ্রাপ্ত, তখন তদুপাসকের তৎসমীপে লইয়া যাওয়া সম্ভব পর হয় না ; অতএব কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে লইয়া যায়, ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। (৪) উত্তর— না, যাহারা পরব্রহ্মোপাসক এবং যাহারা অপর-ব্রহ্মোপাসক, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদের উভয়কেই লইয়া যায়। বিশেষ এই যে, যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া জ্ঞানলাভ করত মুক্ত হন ; সুতরাং আর ফিরিয়া আইসেন না ; আর যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, তাহারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান, আর ফিরিয়া আইসেন না। (৫) নির্ণয়—অতএব যথোক্ত প্রকারে উভয়েরই গতি ও অপুনরাবৃত্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় ; সুতরাং অর্চ্চিরাদিগণ উক্ত উভয়কেই লইয়া যায়, বুঝিতে হইবে।

বিশেষ্যতে। কিঞ্চ, "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" [ছান্দো০ ৮।১৪।১] ইতি কার্য্যস্য হিরণ্যগর্ভস্য সমীপগমনমর্চিরাদিনা গতঃ প্রত্যভিসন্ধত্তে ॥৪॥৩॥৭॥

নন্বেবং "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" [ছান্দো০ ৪।১৫।৫] ইত্যয়ং নির্দ্দেশো নোপপদ্যতে; হিরণ্যগর্ভ-নয়নে হি 'স এনান্ ব্রহ্মাণং গময়তি' ইতি নির্দ্দেষ্টব্যং স্যাৎ; অত আহ—

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সামীপ্যাৎ (সমীপবর্ত্তিত্ব হেতু) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্ম-শব্দের প্রয়োগ)।]

[সরলার্থঃ—ননু অত্র ব্রহ্ম-শব্দস্য কার্য্যব্রহ্মপরত্বে তস্য নপুংসকত্বং ন যুক্তং স্যাৎ, হিরণ্যগর্ভপর-ব্রহ্মশব্দস্য পুংলিঙ্গত্বাৎ; ইত্যাহ—সামীপ্যাৎ পরব্রহ্মণঃ সন্নিহিতত্বাৎ পুনঃ তদ্ব্যপদেশঃ "ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দস্য নপুংসকত্বব্যপদেশঃ। সামীপ্যং চ তস্য "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্" ইত্যাদৌ প্রথমজত্বব্যপদেশাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, এই ব্রহ্ম যদি হিরণ্যগর্ভই হন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মশব্দে ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে না; কারণ, হিরণ্যগর্ভবোধক ব্রহ্মশব্দ পুংলিঙ্গ; তদুত্তরে বলিতেছেন—হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্ম না হইলেও তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী; এই জন্য তাহাকেই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥৪॥৩॥৮॥]

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি" ইতি হিরণ্যগর্ভস্য প্রথমজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যাৎ তস্য ব্রহ্মশব্দেন ব্যপদেশ ইতি গত্যনুপপত্তিবিশেষণাদিভিরুক্তৈর্হেতুভির্নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥৪॥৩॥৮॥

সেই অমানব পুরুষ লইয়া যায়। বিশেষতঃ 'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব' এই শ্রুতিতে আবার, অর্চ্চিরাদি-পথগামী ব্যক্তি কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের সামীপ্যলাভ করিয়া থাকেন বলা হইতেছে ॥৪॥৩॥৭॥]

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ হইলে ত 'সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়' এইস্থলে ব্রহ্মশব্দের পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, হিরণ্যগর্ভের সমীপে লইয়া যাওয়াই যদি অর্থ হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্মাণং গময়তি" এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করাই উচিত হইত; [কেন না, হিরণ্যগর্ভবাচক ব্রহ্মশব্দ পুংলিঙ্গ]; তদুত্তরে বলিতেছেন "সামীপ্যাৎ তু" ইত্যাদি।

'যিনি প্রথমে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সৃষ্টি করেন' এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভকে প্রথমজ বলায় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার নৈকট্য-সম্বন্ধ আছে বুঝা যাইতেছে; এইজন্যই তাহার ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরব্রহ্মপক্ষে গতির অনুপপত্তি ও বিশেষোক্তি প্রভৃতি হেতুতে এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে ॥৪॥৩॥৮॥

অথ স্যাৎ—অর্চ্চিরাদিনা হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তৌ "এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" [ছান্দো° ৪।১৫।৬] "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" [কঠ° ২।৬।১৬] ইত্যমৃতত্বপ্রাপ্ত্যপুনরাবৃত্তি-ব্যপদেশো নোপপদ্যতে, হিরণ্যগর্ভস্য কার্য্যভূতস্য দ্বিপরার্দ্ধকালাবসানে বিনাশশাস্ত্রাৎ "আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" ইতি বচনাৎ হিরণ্যগর্ভং প্রাপ্তস্য পুনরাবৃত্তেরবর্জনীয়ত্বাৎ—ইতি ; অত্রাহ—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি-ধানাৎ ॥৪॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—কার্য্যাত্যয়ে (হিরণ্য-গর্ভলোকের বিনাশে) তদধ্যক্ষেণ (সেই লোকের অধিপতির) সহ (সহিত) অতঃ (এই লোক হইতে) পরং (পরব্রহ্মকে), অভিধানাৎ (ঐরূপ উক্তি হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ননু অর্চ্চিরাদিনা হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তৌ তেষামপুনরাবৃত্তিশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে? ইত্যাহ—

"কার্য্যাত্যয়ে" ইতি। কার্য্যস্য হিরণ্যগর্ভলোকস্য অত্যয়ে অপগমে সতি তদধ্যক্ষেণ—তদধিষ্ঠাত্রা হিরণ্যগর্ভেণ সহ লব্ধজ্ঞানঃ পুরুষঃ, অতঃ অস্মাৎ লোকাৎ পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি— ইত্যবগম্যতে ; কুতঃ ? অভিধানাৎ—"তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি ॥

ভাল, অর্চ্চিরাদি-পথে যদি হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের ইহলোকে পুনরাবৃত্তির নিষেধ ও মুক্তিলাভ প্রভৃতির উল্লেখ উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন— "কার্য্যাত্যয়ে ইত্যাদি।

কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের লোক বিনষ্ট হইলে, তাহার পর সেই লোকাধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভের সহিত পরব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন ; হিরণ্যগর্ভলোকস্থিত 'তাহারা সকলে সেই লোকের অবসান হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন' ইতি ॥৪॥৩॥৯॥]

আচ্ছা, এরূপ হয় হউক ; কিন্তু অর্চ্চিরাদি পথে হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি হইলে—'ইহা দেবপথ, ব্রহ্মপথ, এই পথে যাহারা গমন করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্মমরণ-প্রবাহে আবর্ত্তিত হন না', এবং সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ করেন' এই শ্রুতিতে যে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তির কথা আছে, তাহাও ত সঙ্গত হয় না ; কারণ, দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত সময় শেষ হইলে কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেরও বিনাশের কথা শাস্ত্রে অভিহিত আছে ; যথা—'হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশীল' ইতি ; এতদনুসারে হিরণ্যগর্ভসমীপে উপস্থিত পুরুষদিগেরও পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করা অপরিহার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—"কার্য্যাত্যয়ে" ইত্যাদি।

কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণাধিকারিকেণাব-সিতাধিকারেণ বিদুষা সহ স্বয়মপি তত্রাধিগতবিদ্যঃ ; অতঃ—কার্য্যাদ্ ব্রহ্ম-লোকাৎ পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্চিরাদিনা গতস্যামৃতত্বপ্রাপ্ত্যপুনরাবৃত্ত্যভি-ধানাৎ "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" [তৈত্তি০ নারা০ ১০।২৪] ইতি বচনাচ্চাবগম্যতে ॥৪॥৩॥৯॥

স্মৃতেশ্চ ॥৪॥৩॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (স্মৃতিবাক্য হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মৃতেশ্চ অয়মর্থঃ প্রতীয়তে—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" ইত্যাদেঃ। অতঃ কার্য্যং ব্রহ্মোপাসীনা এব অর্চ্চিরাদিভির্নীয়ন্তে ইতি বাদরের্মতম্ ॥

'প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পরব্রহ্মলোকবাসী লব্ধজ্ঞান পুরুষগণ হিরণ্যগর্ভের সহিত পরম পদে প্রবেশ লাভ করেন' এই স্মৃতিবচন হইতেও জানা যাইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভোপাসকগণকেই অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যায় ; ইহাই বাদরি আচার্য্যের অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৩॥১০॥]

স্মৃতেশ্চায়মর্থোঽবগম্যতে—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"। ইতি

অতঃ কার্য্যমুপাসীনমেবার্চ্চিরাদিকো গণো নয়তীতি বাদরের্মতম্ ॥৩॥৪॥১০॥

কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর, সেই লোকের অধ্যক্ষ বা অধীশ্বর হিরণ্যগর্ভেরও অধিকার বা কর্ত্তব্য-সম্পাদন শেষ হইয়া যায়, তখন সেই হিরণ্যগর্ভের সহিত নিজেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, এই কার্য্য-ব্রহ্মলোক হইতে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; ইহা—অর্চ্চিরাদিপথে গত ব্যক্তির অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তিবোধক বাক্য হইতে এবং 'ব্রহ্ম-লোকে গত তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের অধিকারাবসানে পরমামৃত লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন' এই স্মৃতিবচন হইতেও জানা যাইতেছে ॥৪॥৩॥৯॥

'ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান্ পুরুষ সেখানে জ্ঞানলাভ করেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে তাহারাও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন', এই স্মৃতিবচন অনুসারেও যথোক্ত সিদ্ধান্তই অবধারিত হইতেছে। অতএব, কার্য্য-ব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যায়, ইহাই বাদরি আচার্য্যের অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৩॥১০॥

অত্র জৈমিনিঃ পক্ষান্তরপরিগ্রহেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে—

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পরং (পরব্রহ্ম) জৈমিনিঃ জৈমিনিনামক আচার্য্য) মুখ্যত্বাৎ (যেহেতু ঐ অর্থই মুখ্য)।]

[সরলার্থঃ—পরং ব্রহ্মোপাসীনমেব অর্চ্চিরাদিকো গণঃ নয়তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ ? "ব্রহ্ম গময়তি" ইতি ব্রহ্মশব্দস্য তত্রৈব মুখ্যত্বাৎ; "ব্রহ্মলোকান" ইতি চ ব্রহ্মৈব লোকঃ=ব্রহ্মলোকঃ, ইতি কর্ম্মধারয়াশ্রয়েণাপ্যুপপদ্যতে, বহুবচনং তু গৌরবার্থমিতি ভাবঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, পরব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যান; কারণ, ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্ম অর্থই মুখ্য, আর "ব্রহ্মলোকান্" পদে যে, বহুবচন আছে, তাহাও গৌরবদ্যোতকমাত্র; অতএব পরব্রহ্মই উহার প্রকৃত অর্থ ॥৪॥৩॥১১॥]

পরব্রহ্মোপাসীনান্ অর্চিরাদির্নয়তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ ? মুখ্যত্বাৎ—"তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি মুখ্যত্বাৎ। প্রমাণান্তরেণ কার্য্যত্বনিশ্চয়ে সত্যেব হি লাক্ষণিকত্বং যুক্তম্; ন চ গমনানুপপত্তিঃ প্রমাণম্, পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বেঽপি বিদুষো বিশিষ্টদেশগতস্যৈবাবিদ্যানিবৃত্তিশাস্ত্রাৎ। যথা হি বিদ্যোৎপত্তির্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শৌচাচারদেশকালাদ্যপেক্ষা "তমেতং বেদানুবচ-

---

এ বিষয়ে জৈমিনিনামক আচার্য্য স্বতন্ত্র একটি পক্ষ অবলম্বন করিবা প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন—"পরং জৈমিনিঃ" ইত্যাদি।

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, (অপরকে নহে) কারণ ? মুখ্যার্থতাই কারণ; যেহেতু সেই অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়', এই ব্রহ্ম-শব্দের পরব্রহ্ম অর্থই মুখ্য, (কার্য্য ব্রহ্ম তাহার গৌণার্থমাত্র); আর যদি কোথাও প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মশব্দের কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থ নিশ্চিত হয়, তাহা হইলেই তাদৃশ স্থলে লক্ষণা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, (নচেৎ নহে)। আর যে, গমনের অনুপপত্তি, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের নিকটে গমন করা সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে, ইহা কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কেন না, পরব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও দেশবিশেষে গমনের পর বিদ্বানের অবিদ্যানিবৃত্তিবোধক শাস্ত্র রহিয়াছে "তম্ এতম্ বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শৌচ, আচার, দেশ ও কালাদি নিমিত্তানুসারে বিদ্যোৎপত্তির কথা জানা যায়, তেমনি বিদ্বানের গতিবোধক শ্রুতিবাক্য হইতে

নেন” ইত্যাদিশাস্ত্রাদবগম্যতে, তথা নিঃশেষাবিদ্যানিবর্ত্তনরূপ-বিদ্যানিষ্পত্তি-রপি বিশিষ্টদেশগতিসাপেক্ষেতি গতিশাস্ত্রাদবগম্যতে। বিদুষ উৎক্রান্তি-প্রতিষেধাদি তু পূর্ব্বমেব পরিহৃতম্। যত্তু “ব্রহ্মলোকান্” ইতি লোকশব্দ-বহুবচনাভ্যাং বিশেষণাৎ কার্য্যভূতহিরণ্যগর্ভপ্রতীতিরিতি; তদযুক্তম্, ‘নিষাদ-স্থপতিন্যায়েন’ ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোক ইতি কর্ম্মধারয়স্যৈব যুক্তত্বাৎ, অর্থস্য চৈকত্বে নিশ্চিতে বহুবচনস্য “অদিতিঃ পাশান্” ইতিবদুপ-পত্তেঃ; পরস্য ব্রহ্মণঃ পরিপূর্ণস্য সর্ব্বগতস্য সত্যসঙ্কল্পস্য স্বেচ্ছাপরি-কল্পিতাঃ স্বাসাধারণা অপ্রাকৃতাশ্চ লোকা নাত্যন্তায় ন সন্তি, শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ ॥৩॥৪॥১১॥

দর্শনাচ্চ ॥৪॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও)।

[সরলার্থঃ—মূর্ধন্যয়া নাড্যা নিষ্ক্রম্য দেবযানেন পথা গতস্য শ্রুতৌ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিদর্শনাদপি ইহ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দস্য পরব্রহ্মার্থত্বমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যে লোক মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণের পর দেবযানপথে গমনকরে, তাহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়; অতএব ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের পরব্রহ্ম অর্থই সুসঙ্গত হয় ॥৪॥৩॥১২॥]

ইহাও জানা যায় যে, নিঃশেষভাবে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ বিদ্যোৎপত্তিও স্থানবিশেষে গমনেরই অধীন বা ফল; অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মও যেরূপ বিদ্যোৎপত্তির একটী নিমিত্ত, তদ্রূপ স্থান-বিশেষে গতিও বিদ্যোৎপত্তির অপর একটি কারণ। আর বিদ্বানের সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত যে, উৎক্রমণের নিষেধ প্রভৃতির কথা আছে, পূর্ব্বেই সে সমুদয়ের পরিহার করা হইয়াছে।

আরও যে, বলা হইয়াছে—“ব্রহ্মলোকান্” এই লোকশব্দ ও তদুত্তর বহুবচনের নির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম-শব্দে এখানে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেরই প্রতীতি হইতেছে; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না; কেন না, ‘নিষাদ-স্থপতি’শব্দের ন্যায় (*) এখানেও ব্রহ্মই লোক—‘ব্রহ্মলোক’ এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ, ‘ব্রহ্ম’ ও ‘লোক’ শব্দের একার্থত্ব যদি নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে “অদিতিঃ পাশান্” ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এখানেও বহুবচনের উপপত্তি বা সঙ্গতি করা যাইতে পারে। তাহার পর, সর্ব্বব্যাপী সত্যসংকল্প পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের কেবলই নিজের জন্য স্বেচ্ছানুসারে রচিত অপ্রাকৃত লোক সমূহ (স্থানসমূহ) যে, একেবারেই নাই, তাহাও বলা যায় না; কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস এ বিষয়ে প্রমাণ রহিয়াছে ॥৪॥৩॥১১॥

(*) তাৎপর্য্য—‘নিষাদ-স্থপতি’ ন্যায়ের তাৎপর্য্য এইরূপ—নিষাদ অর্থ অধমজাতি বিশেষ, আর স্থপতি অর্থ রাজা; সুতরাং ‘নিষাদ-স্থপতি’ শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এক নিষাদের স্থপতি, আর নিষাদজাতীয় স্থপতি;

দর্শয়তি শ্রুতিঃ মূর্দ্ধন্যনাড্যা নিষ্ক্রম্য দেবযানেন গতস্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিম্ —"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি ॥৪॥৩॥১২॥

যদুক্তম্ "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইত্যর্চিরাদিনা গতস্য কার্য্যে প্রত্যভিসন্ধির্দৃশ্যত ইতি ; তত্রোত্তরম্—

ন চ কার্য্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ ॥৪॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (না) কার্য্যে (কার্য্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভে) প্রত্যভিসন্ধিঃ (ধ্যান বা উপাসনা)।]

[সরলার্থঃ—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইতি প্রত্যভিসন্ধিরপি কার্য্যে ব্রহ্মণি ন চ নৈবেত্যর্থঃ ; যতঃ প্রজাপতিশব্দস্য 'প্রজানাং পতিঃ' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা "পতিং বিশ্বস্য জগতঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যা চ পরব্রহ্মণ্যপি প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, প্রজাপতি-লোকপ্রাপ্তি বিষয়ে অভিসন্ধির (চিন্তার) কথা আছে, সে অভিসন্ধিও কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে নহে ; কারণ, প্রজাগণের পতি—পালক, এইরূপ যোগার্থযোগে এবং 'তিনি নিখিল জগতের পতি' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে প্রজাপতি-শব্দে পরব্রহ্মকেও বুঝায় ; সুতরাং ঐরূপে চিন্তাকে কার্য্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক বলা যাইতে পারে না ॥৪॥৩॥১৩॥]

ন চায়ং প্রত্যভিসন্ধিঃ কার্য্যে হিরণ্যগর্ভে ; অপি তু পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি, বাক্যশেষে "যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্" ইতি তস্যাভিসন্ধাতুঃ সর্ব্বাবিদ্যাবিমোকপূর্ব্বক-সর্ব্বাত্মভাবাভিসন্ধানাৎ, "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়

যাঁহারা মূর্ধন্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবযানপথে গমন করেন, স্বয়ং শ্রুতিও তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছেন ; যথা—'সম্প্রসাদসংজ্ঞক এই জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরজ্যোতি (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে অভিব্যক্ত হয়' ইতি ॥৪॥৩॥১২॥

আর পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—'প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব' ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্চিরাদি পথে কার্য্য ব্রহ্মে গতি দৃষ্ট হইতেছে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—

উক্তপ্রকার অভিসন্ধি বা চিন্তা যে, কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভবিষয়ে হয়, তাহা নহে ; পরন্তু পরব্রহ্মবিষয়েই হয় ; কারণ, এই বাক্যেরই শেষাংশে 'আমি ব্রাহ্মণগণের (ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের) যশঃস্বরূপ হইব' ইত্যাদি স্থলে, উক্ত অভিসন্ধানকারীর সম্বন্ধে অবিদ্যানিবৃত্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মভাব-প্রাপ্তির অভিসন্ধান বা ভাবনার কথা রহিয়াছে। তাহার পর, 'অশ্ব যেরূপ রোমরাশি কম্পিত

তন্মধ্যে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া নিষাদজাতীয় স্থপতি, এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে নিষাদের স্থপতি, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মলোক শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস করাই যুক্তি সঙ্গত

পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্ম-লোকমভিসম্ভবামি” ইত্যভিসম্ভাব্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাকৃতত্বশ্রবণাৎ, সর্ব্ববন্ধ-বিনির্ম্মোকস্য চ সাক্ষাচ্ছ্রবণাৎ। অতঃ পরমেব ব্রহ্মোপাসীনমর্চ্চিরাদি-রাতিবাহিকো গণো নয়তীতি জৈমিনের্মতম্ ॥৪॥৩॥১৩॥

ইদানীং বাদরায়ণস্তু ভগবান্ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥৪॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপ্রতীকালম্বনান্ (যাহারা প্রতীক বস্তুর অবলম্বনে উপাসনা না করে, তাহাদিগকে) নয়তি (লইয়া যায়) ইতি (ইহা) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ—বেদব্যাস), উভয়থা (উভয়প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যেহেতু দোষ হয়), তৎক্রতুঃ (তৎক্রতুন্যায়ানু-সারে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উভয়থা চ দোষাৎ—কার্য্যব্রহ্মোপাসীনানামেবেতি নিয়মে “অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, পরব্রহ্মোপাসীনা-নামেবেতি নিয়মে চ “তদ্ য ইত্থং বিদুঃ” ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ ; তস্মাৎ অপ্রতীকালম্ব-নান্—যে প্রতীকত্বেন ব্রহ্ম নোপাসতে, তান্ নয়তীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। তৎক্রতুশ্চ—“যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি” ইত্যুভয়েষামপি অপুনরাবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

কেবল কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই লইয়া যায় বলিলে, ‘এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়’ এই শ্রুতিটী বিরুদ্ধ হয়, আবার পর-ব্রহ্মোপাসকমাত্রকে [লইয়া যায়,] বলিলেও ‘যাহারা এইরূপ জানেন’ এই শ্রুতিটী বিরুদ্ধ হয় ; অতএব উভয়প্রকারেই বিরুদ্ধ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, যাহারা প্রতীকভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন না, তাহারা কার্য্যব্রহ্মেরই উপাসক হউন, আর পরব্রহ্মেরই উপাসক হউন, অর্চ্চিরাদিগণ তাঁহাদিগকেই লইয়া যায়। ‘তৎক্রতু’ শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ,—‘পুরুষ এখানে যেরূপ সংকল্পপরায়ণ হয়, এখান হইতে প্রস্থানের পরও সেইরূপই হয়’, ইহা হইতেও উভয়বিধ উপাসকেরই তাদৃশ গতি প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৪॥৩॥১৪॥

করিয়া এবং চন্দ্র যেরূপ রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ আমিও কৃতকৃত্য হইয়া শরীর ত্যাগপূর্ব্বক অকৃত (নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করিব’, এখানে প্রাপ্তব্য ব্রহ্মলোকের অকৃতত্ববোধক শ্রুতি থাকায়, এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বন্ধবিমোচনেরও উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ‘প্রজাপতি’ শব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। অতএব, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, অর্চ্চি-রাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই আচার্য্য জৈমিনির অভিমত ॥৪॥৩॥১৩॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ স্বাভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

অপ্রতীকালম্বনান্ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ নয়ত্যর্চিরাদিরাতিবাহিকো গণঃ—ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। এতদুক্তং ভবতি—কার্য্যমুপাসীনান্ নয়তীতি নায়ং পক্ষঃ সম্ভবতি; পরমেবোপাসীনান্—ইত্যয়মপি নিয়মো নাস্তি; ন চ প্রতীকালম্বনানপি নয়তি; অপিতু যে পরং ব্রহ্মোপাসতে, যে চাত্মানং প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসতে; তানুভয়বিধান্ নয়তি; যে তু ব্রহ্মকার্য্যান্তর্ভূতনামাদিকং বস্তু দেবদত্তাদিষু সিংহাদিদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যা, কেবলং বা তত্তদ্বস্তু উপাসতে, ন তান্ নয়তি। অতঃ পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসীনান্ নয়তি ইতি। কুতঃ? উভয়থা চ দোষাৎ—কার্য্যমুপাসীনান্ নয়তীতি পক্ষে "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" ইত্যাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেয়ুঃ; পরমেবোপাসীনান্—ইতি নিয়মে "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদোঽর্চিরাদির্গো

ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, যাহারা অপ্রতীকালম্বন, অর্থাৎ কোনপ্রকার অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া উপাসনা না করে, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, কেবল কার্য্যব্রহ্মের উপাসকগণকেই লইয়া যায়, এরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় না, আর কেবল পরব্রহ্মোপাসকদিগকেই লইয়া যায়, এরূপও নিয়ম করা সম্ভব হয় না; এবং প্রতীক অবলম্বনে যাহারা উপাসনা করে, তাহাদিগকেও লইয়া যায়, এরূপও হইতে পারে না; পরন্তু যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করে, এবং যাহারা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সেই উভয়প্রকার উপাসকদিগকেই লইয়া যায়; কিন্তু যাহারা, দেবদত্তাদি ব্যক্তিবিশেষের উপর আরোপিত সিংহ-বুদ্ধির ন্যায়, ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের অন্তর্ভূত নামাদি বিষয়কে ব্রহ্মজ্ঞানে, কিংবা শুধু বস্তুবিশেষকেই উপাসনা করে; কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, এরূপও নহে; অতএব বলিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের উপাসক এবং প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মার উপাসকদিগকেই লইয়া যায়। ইহার কারণ যেহেতু তাহা না হইলে উভয়প্রকারেই দোষ হয়,—প্রথমতঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় বলিলে, 'এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বীয় রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়; আর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় বলিলে, এ পক্ষেও 'যাহারা এইপ্রকার জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধা তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চিরাদিপথে গমন করেন' এই শ্রুতি যে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভিজ্ঞকে অর্চ্চিরাদি

নয়তীতি শ্রুতিঃ প্রকুপ্যেৎ। অতঃ উভয়স্মিন্নপি পক্ষে দোষঃ স্যাৎ। তস্মাদুভয়বিধান্ নয়তীতি।

তদেতদাহ—তৎক্রতুশ্চ—ইতি। তৎক্রতুঃ—তথোপাসীনস্তথৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১], "তং যথাযথোপাসতে" ইতি ন্যায়াৎ। পঞ্চাগ্নিবিদোঽপ্যর্চ্চিরাদিনা গতিশ্রবণাৎ অর্চ্চিরাদিনা গতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত্য-পুনরাবৃত্তিশ্রবণাচ্চ। অতএব তৎক্রতুন্যায়াৎ প্রকৃতি-বিনির্ম্মুক্ত-ব্রহ্মাত্ম-কাত্মানুসন্ধানং সিদ্ধম্। নামাদিপ্রাণপর্য্যন্ত-প্রতীকালম্বনানাং তু উভয়বিধ-শ্রুতিসিদ্ধোপাসনাভাবাদ্ অচিন্মিশ্রোপাসনে তৎক্রতুন্যায়াচ্চ অর্চ্চিরাদিনা গতির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ন বিদ্যতে ॥৪॥৩॥১৪॥

তমিমং বিশেষং শ্রুতিরেব দর্শয়তীত্যাহ—

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥৪॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষং (বিশেষত্ব) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

আতিবাহিকগণ লইয়া যায় বলিতেছে, তাহাও বিরুদ্ধ হয়; অতএব উক্ত উভয়পক্ষেই দোষের সম্ভাবনা হয়; সুতরাং বলিতে হইবে যে, উভয়বিধ উপাসককেই লইয়া যায়।

এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"তৎক্রতুশ্চ" ইতি। 'তৎক্রতু' অর্থ—উপাসক উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে যুক্তিমূলক শ্রুতি হইতেছে এই যে, 'পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হয়, এখান হইতে পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হয়' ইতি, এবং 'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে' ইতি। বিশেষতঃ পঞ্চাগ্নিবিৎ ব্যক্তিরও অর্চ্চিরাদিমার্গে গতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, এবং অর্চ্চিরাদিপথে গত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও সংসারে পুনঃপ্রবেশের নিষেধক শ্রুতিও আছে। অতএব উল্লিখিত 'তৎক্রতু' ন্যায়ানুসারে প্রকৃতিসম্বন্ধ-বিনির্ম্মুক্তরূপে ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের উপাসনাই এখানে প্রমাণিত হইতেছে; কিন্তু যাহারা নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ-পর্য্যন্ত কোন একটি অব্রহ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করে, তাহাদের উপাসনা প্রাগুক্ত উভয়বিধ উপাসনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং উপাসনায় জড়পদার্থের সম্বন্ধ থাকায় 'তৎক্রতু' ন্যায়ানুসারে বুঝিতে হইবে যে, কেবল তাহাদেরই অর্চ্চিরাদিপথে গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ॥৪॥৩॥১৪॥

স্বয়ং শ্রুতিই এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন—

[সরলার্থঃ—প্রতীকাগ্যালম্বনং জড়মিশ্রং কেবলং বা জড়মাত্রমুপাসীনানাং অর্চ্চিরাদিগতি-নিরপেক্ষং পরিমিতফলবিশেষং চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"যাবদ্ নাম্নো গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি' ইত্যাগ্যা ইত্যর্থঃ ॥

যাহারা জড়মিশ্রিত প্রতীকাদি আলম্বনের কিংবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করে, তাহাদের পরিমিত ফল লাভ হয়, এবং তাহার জন্য আর অর্চ্চিরাদিপথে গমনের আবশ্যক হয় না; স্বয়ং শ্রুতিই এ কথা বলিয়াছেন,—'যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার, সেই সমস্ত স্থানে তাহার কামচার বা স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়' ইত্যাদি ॥৪॥৩॥১৫॥]

[পঞ্চম কার্য্যাধিকরণ ॥৫॥]

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলায়াং চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥]

"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ নামাদিপ্রাণপর্য্যন্তপ্রতীকমুপাসীনানাং গত্যনপেক্ষং পরিমিতফলবিশেষং চ দর্শয়তি; তস্মাদচিন্মিশ্রং কেবলং বা চিদ্বস্তু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তদ্বিয়োগেন চ য উপাসতে, ন তান্ নয়তি; অপিতু পরং ব্রহ্মোপাসীনানাতিবাহিকো গণো নয়তীতি সিদ্ধম্ ॥৪॥৩॥১৫॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥

বিশেষতঃ 'নামের যে পর্য্যন্ত অধিকার, সেখানে তাহার কামচার বা স্বাধীন বৃত্তি হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, যাহারা নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত যে কোন প্রতীকের (একদেশের) উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনালভ্য ফল পরিমিত এবং তাহার জন্য অর্চ্চিরাদিপথে গমনের আবশ্যক হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহারা ব্রহ্মদৃষ্টিতে কিংবা তদ্ভিন্নরূপে জড়মিশ্রিত ব্রহ্ম কিংবা কেবলই জড় বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকে লইয়া যায় না; পরন্তু যাহারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, ~~কিংবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকেন,~~ অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ, কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যান, ইহা প্রমাণিত হইল (*) ॥৪॥৩॥১৫॥

[ইতি পঞ্চম কার্য্যাধিকরণ ॥৫॥]

ইতি শ্রীমদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের চতুর্থাধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—এই কার্য্যাধিকরণে প্রধানতঃ তিনপ্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মতটি বাদরি-নামক আচার্য্যের, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বমীমাংসাকার আচার্য্য জৈমিনির, তৃতীয় সিদ্ধান্তটি স্বয়ং সূত্রকার বাদরায়ণের

তন্মধ্যে বাদরিনামক আচার্য্য বলেন,—যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়; ব্রহ্মলোকে গত সেই বিদ্বানেরা সেখানে ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয় কালে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে পাইবার জন্য তাহাদিগকে আর কোথাও যাইতে হয় না; সুতরাং তাহাদের অর্চ্চিরাদি পথে প্রবেশেরও আবশ্যক হয় না। আচার্য্য জৈমিনি বলেন—যাহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই মার্গপ্রদর্শনপূর্ব্বক লইয়া যায়; কিন্তু যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকে লইয়া যায় না। সূত্রকার বাদরায়ণ এ মতে সম্মত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—যাহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেবল তাহাদিগকেই, অথবা যাহারা কেবল কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ কোনও নিয়ম করা সম্ভব হয় না কারণ, তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয় শ্রুতিতে কার্য্য-ব্রহ্মোপাসক ও পরব্রহ্মোপাসক উভয়েরই অর্চ্চিরাদি পথে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনর্ব্বার প্রবেশ না করা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় উপাসকেরই গতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ এই যে, যাহারা কোন প্রকার জড় বস্তুকে প্রতীকরূপে অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ জড় বা জড়সংসৃষ্ট চিৎ-বস্তুর উপাসনা করেন, কেবল তাহাদেরই অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি হয় না; তাহারা অর্চ্চিরাদি পথে না যাইয়াই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। 'প্রতীক' অর্থ—একদেশ বা অংশমাত্র; সুতরাং পরিপূর্ণ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে তদেকদেশ নামাদি জড়বস্তু স্বরূপে আলম্বন বা ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে 'প্রতীকালম্বন' বা 'প্রতীকোপাসক' বলা হয়॥

চতুর্থাধ্যায়ে--চতুর্থঃ পাদঃ।

সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্।] **সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ ॥৪॥৪॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সংপদ্য (সম্পন্ন হইয়া) আবির্ভাবঃ (প্রকাশ পায়) স্বেন-শব্দাৎ ('স্বেন' কথা হইতে)।]

[সরলার্থঃ--ইদানীং মুক্তানামৈশ্বর্য্যপ্রকারো বিচার্য্যতে—"এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যত্র কিং পরং জ্যোতি-রুপসম্পন্নস্য জীবস্য স্বরূপাবির্ভাবঃ প্রতিপাদ্যতে? উত আগন্তুকেন কেনচিদ্ রূপেণ সম্বন্ধঃ? ইতি সংশয়ে আহ—"সম্পদ্য" ইত্যাদি।

অত্র পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম উপসম্পদ্য প্রাপ্য স্থিতস্য জীবস্য স্ব-স্বরূপাবির্ভাবঃ প্রতি-পাদ্যতে; কুতঃ? স্বেন-শব্দাৎ স্বেনেতিবিশেষণাৎ; আগন্তুকেন রূপেণ অভিনিষ্পন্নশ্চেৎ, স্বেনেতি বিশেষণমনর্থকং স্যাদিত্যর্থঃ॥

এই চতুর্থপাদে মুক্তপুরুষদিগের মহিমাপ্রকার বর্ণিত হইতেছে—'এই সংপ্রসাদনামক জীব পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হন', এই শ্রুতি কি পরজ্যোতিঃপ্রাপ্ত জীবের স্বরূপাবির্ভাবের কথা বলিতেছে? অথবা কোনপ্রকার আগন্তুক রূপে অভিব্যক্তির কথা বলিতেছে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—"সম্পদ্য" ইত্যাদি।

জীব পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতরূপে অভিব্যক্ত হয়; কারণ? যেহেতু 'স্বেন' শব্দ রহিয়াছে। ইহা যদি কোনও অভিনব রূপ হইত, তাহা হইলে 'স্বেন'-শব্দ প্রয়োগের কোনই আবশ্যক হইত না ॥৪॥৪॥১॥]

পরং ব্রহ্মোপাসীনানাম্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিযুক্তং ব্রহ্মাত্মকমুপাসীনা-নামর্চিরাদিনা মার্গেণাপুনরাবৃত্তিলক্ষণা গতিরুক্তা; ইদানীং মুক্তানামৈশ্বর্য্য-প্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে। ইদমাম্নায়তে—"এবমেবৈষ সংপ্রসাদো-ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"

অতীত তৃতীয় পাদে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথবা প্রকৃতির সহিত অসম্বন্ধভাবে ব্রহ্মাত্মক আত্মার উপাসনা করেন, তাহাদের অর্চিরাদিপথে গতি হয়, আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এখন এই চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষগণের ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি কি প্রকার, তাহার নিরূপণ আরম্ভ করা হইতেছে।

[ছান্দো০ ৮।১২।২] ইতি। কিমস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রুপসম্পন্নস্য দেবাদিরূপতাবৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধোঽনেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে? উত স্বাভাবিকস্য স্বরূপস্যাবির্ভাবঃ?—ইতি সংশয়ে, সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধ ইতি যুক্তম্; অন্যথা হি অপুরুষার্থাববোধিত্বং মোক্ষশাস্ত্রস্য স্যাৎ, স্বরূপস্য স্বতোঽপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ। নহি সুষুপ্তৌ দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারেষূপরতেষু কেবলস্যাত্মস্বরূপস্য পুরুষার্থসম্বন্ধো দৃশ্যতে; ন চ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য পুরুষার্থঃ, যেন স্বরূপা-বির্ভাব এব মোক্ষ ইত্যুচ্যেত; "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" [তৈত্তি০ আন০ ৮ অনু০ ৪] "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" [তৈত্তি০ আন০ ৭।১] ইত্যাদিভ্যো মুক্তস্য সুখানন্ত্যশ্রবণাৎ। নচাপরিচ্ছিন্নানন্দরূপচৈতন্যমেবাস্য স্বরূপম্, তচ্চ সংসারদশায়ামবিদ্যয়া তিরোহিতং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্যাবির্ভবতীতি শক্যং বক্তুম্, জ্ঞান-

---

শ্রুতিতে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'ঠিক এই প্রকার এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে আবির্ভূত হন' ইতি। এখানে সংশয় এই যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে কি বর্ত্তমান দেহ হইতে বহির্গমনের পর পরজ্যোতিঃ-প্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে, দেবতা প্রভৃতির যেরূপ রূপ, তদনুরূপ কোনও সাধ্য (আগন্তুক) রূপ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে? অথবা স্বাভাবিক রূপের অভিব্যক্তিমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে? সাধ্য বা আগন্তুক রূপের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করাই যুক্তিযুক্ত হয়; তাহা না হইলে মোক্ষশাস্ত্রের অপুরুষার্থ-বোধকত্ব অর্থাৎ লোক যাহা চাহে না, তাহা প্রতিপাদন করায় আনর্থক্য হইয়া পড়ে; কেন না, নিজের স্বরূপ কখনই কাহারো প্রার্থনীয় হয় না বা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সুষুপ্তিসময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বিরতব্যাপার হইয়া যায়, তখনও শুদ্ধ আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শুদ্ধ কেবল আত্মস্বরূপ ত কখনও কোন পুরুষেরই প্রার্থনীয় দেখিতে পাওয়া যায় না; আর পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুঃখনিবৃত্তিই যে, প্রকৃত পুরুষার্থ বা প্রার্থনীয় বিষয়, তাহাও নহে যে, তুমি স্বরূপাভিব্যক্তিকেই মোক্ষ বলিবে; কেন না, 'তাহাই ব্রহ্মের, এবং নিষ্কাম পুরুষের একটিমাত্র আনন্দ বলিয়া পরিগৃহীত হয়', 'রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও মুক্তপুরুষের অনন্ত সুখসম্ভোগের কথা জানা যায়। আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্যই ইহার (মুক্তের) প্রকৃত স্বরূপ, সংসারদশায় অবিদ্যা-প্রভাবে সেই চিদানন্দস্বরূপটী আচ্ছাদিত থাকে, শেষে পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করিলে পর তাহাই পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কেন না, জ্ঞানই যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে

স্বরূপস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ। প্রকাশপর্য্যায়স্য জ্ঞানস্য তিরোধানং তদ্বিনাশ এবেতি হি পূর্ব্বমেবোক্তম্। ন চ প্রকাশমাত্রস্যানন্দতা সম্ভবতি; সুখস্বরূপতা হি আনন্দস্বরূপতা; সুখস্বরূপত্বং চাত্মনোঽনুকূলত্বম্; প্রকাশমাত্রাত্মবাদিনঃ কস্য প্রকাশোঽনুকূলবেদনীয়ো ভবেৎ? ইতি প্রকাশমাত্রাত্মবাদিনঃ কথঞ্চিদপ্যানন্দস্বরূপতা দুরুপপাদা। স্বরূপাপত্তি-মাত্রে চ মধ্যে স্বরূপস্য নিত্যনিষ্পন্নত্বাদুপসম্পন্নস্য "স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২] ইতি বচনমনর্থকং স্যাৎ। অতোঽপূর্ব্বেণ সাধ্যেন রূপেণ সম্পদ্যতে। এবং চ "অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি বচনং মুখ্যার্থ-মেব ভবতি। "স্বেন রূপেণ" ইত্যপ্যানন্দৈকান্তেন স্বাসাধারণেনাভি-নিষ্পদ্যতে ইতি সঙ্গচ্ছত ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

কখনও তাহার তিরোধান সম্ভব হয় না। প্রকাশের তুল্যস্বভাব জ্ঞানের তিরোধান যে, তাহার বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ সুখই আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানের কখনই আনন্দরূপত্ব হইতে পারে না। আত্মার যে, অনুকূলভাব অর্থাৎ সকল সময়েই আত্মার প্রতি যে, আদরবুদ্ধি, তাহাই তাহার সুখরূপত্ব; কিন্তু যাহাদের মতে প্রকাশই আত্মার স্বরূপ, তাহাদের মতে ঐপ্রকাশ অনুকূলবুদ্ধির বিষয় হইবে কাহার? কাজেই আত্মার প্রকাশস্বরূপতাবাদীর পক্ষে আনন্দস্বরূপত্ব উপপাদন করা সহজ হয় না। বিশেষতঃ জ্যোতিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলেও সেই স্বস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় রূপ ত তাহার নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং জ্যোতিঃপ্রাপ্তির পর যে, তাহার "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" বলা, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে; অতএব বুঝিতে হইবে, যে রূপটী পূর্ব্বে তাহার ছিল না, তখন সেইরূপ কোন একটী অভিনব রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। অথচ এইরূপ অর্থ করিলে "অভিনিষ্পদ্যতে" (সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হয়), এই কথারও মুখ্যার্থই রক্ষা পায়। আর "স্বেন রূপেণ" কথারও 'আনন্দপ্রবণ স্বীয় রূপে অভিব্যক্ত হন' এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (*)—

(*) তাৎপর্য্য—এই সম্পদ্যাভির্ভাবনামক অধিকরণটি প্রথম হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত অবস্থায় স্বরূপাভিনিষ্পত্তিবোধক "এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদি শ্রুতি। (২) সংশয়—এই স্বরূপাভিনিষ্পত্তি কথার অর্থ কি? ইহা কি সুখময় কোন অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্তি? অথবা স্বীয় প্রকৃত রূপের আবির্ভাব? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—আত্মার স্বরূপ যখন নিত্যসিদ্ধ, বিশেষতঃ সুষুপ্তি সময়েও আত্মার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, অথচ তাহা কাহারো প্রার্থনীয় অবস্থা নহে; অতএব স্বরূপাভি-নিষ্পত্তি অর্থ—অবস্থাবিশেষ-প্রাপ্তিই বটে। (৪) উত্তর—না, সেরূপ অবস্থাবিশেষ অর্থ হইতে পারে না; পরন্তু স্বরূপাভিব্যক্তিই অর্থ; কারণ, আত্মার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগুলি সংসার দশায় অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে, ব্রহ্মদর্শনে সেই আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বতঃসিদ্ধ গুণগুলিরই অভিব্যক্তি হইতে থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তের 'স্বরূপাভিনিষ্পত্তি' অর্থ—স্বীয় অপহতপাপ্মত্বাদি গুণেরই প্রকাশ, কিন্তু অবস্থাবিশেষ প্রাপ্তি নহে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ—ইতি। অয়ং প্রত্যগাত্মাঽর্চ্চিরাদিনা পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য যং দশাবিশেষমাপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ; নাপূর্ব্বাকারোৎ-পত্তিরূপঃ। কুতঃ? স্বেন-শব্দাৎ 'স্বেন রূপেণ' ইতি বিশেষণোপাদানা-দিত্যর্থঃ। আগন্তুকবিশেষপরিগ্রহে হি "স্বেন রূপেণ" ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ, অবিশেষেঽপি তস্য স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ ॥৪॥৪॥১॥

যত্তূক্তম্—স্বরূপস্য নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ "উপসম্পদ্যাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২] ইতি বচনমনর্থকমিতি, তত্রোত্তরম্—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তঃ (মুক্তিপ্রাপ্ত) প্রতিজ্ঞানাৎ (প্রতিজ্ঞা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আত্মনঃ স্বরূপস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বেঽপি কর্ম্মসম্বন্ধকৃত-দেহাদিপরিচ্ছেদবিনির্ম্মুক্তস্য স্বভাবাবির্ভাব এবাত্র "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যুচ্যতে; কুত এতৎ? যতঃ "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি কর্ম্মকৃত-জাগরিতাদ্যবস্থাবিনির্ম্মুক্তস্যৈব বক্তব্যতয়া প্রতি-জ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও জন্মান্তরীণ-কর্ম্ম নিবন্ধন দেহসম্বন্ধ এবং পরিচ্ছিন্নত্বভ্রম উপস্থিত হয়; "স্বেন রূপেণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই পরিচ্ছেদ-বিমুক্ত স্বরূপাবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে। কারণ, 'পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব বলিতেছি' ইত্যাদি বাক্যে জাগ্রদাদি অবস্থাবিবর্জ্জিত আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥৪॥৪॥২॥

"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ" ইতি। এই জীবাত্মা অর্চ্চিরাদি পথে পরজ্যোতি লাভ করিয়া, যে অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্বীয় প্রকৃত রূপেরই আবির্ভাবাত্মক, কিন্তু অভিনব কোনপ্রকার আকার-বিশেষের উৎপত্তি নহে; কারণ? 'স্বেন' শব্দই কারণ; অর্থাৎ 'রূপ'-কথাটীর 'স্বেন' বিশেষণই ঐরূপ অর্থের গ্রাহক; অভিনব কোনরূপ রূপগ্রহণ করাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বেন রূপেণ' (স্বীয় রূপে) এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ করা অনর্থক হইত; কারণ, ঐরূপ বিশেষণ না দিলেও তাহার স্বরূপত্ব সিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না ॥৪॥৪॥১॥

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—পুরুষের স্বরূপ (স্বাভাবিক অবস্থা) যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন তাহার সম্বন্ধে আবার "উপসম্পদ্য অভিনিষ্পদ্যতে" বলিবার ত কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না; তদুত্তরে বলিতেছেন—"মুক্তঃ" ইত্যাদি।

কর্ম্মসম্বন্ধ-তৎকৃতদেহাদিবিনির্ম্মুক্তঃ স্বাভাবিকরূপেণাবস্থিতোঽত্র "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যুচ্যতে ; অতো নিত্যপ্রাপ্তস্যাপি স্বরূপস্য কর্ম্ম-রূপাবিদ্যা-তিরোহিতস্য তিরোধান-নিবৃত্তিরত্রাভিনিষ্পত্তিরুচ্যতে। কুতঃ ? প্রতিজ্ঞানাৎ—সা হি প্রতিপাদ্যতয়া প্রতিজ্ঞাতা। কুত ইদমবগম্যতে ? "য আত্মা" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইতি প্রকৃতং প্রত্যগাত্মানং জাগরিতাদ্য-বস্থা-ত্রিতয়বিনির্ম্মুক্তং, প্রিয়াপ্রিয়-হেতুভূত-কর্ম্মারব্ধ-শরীরবিনির্ম্মুক্তং চ প্রতিপাদয়িতুম্, "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" [ছান্দো০ ৮।৯।৩] ইতি পুনঃপুনরুক্ত্বা "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২] ইত্যভিধানাৎ। অতঃ কর্ম্মণা সম্বদ্ধস্য পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য বন্ধনিবৃত্তি-রূপা মুক্তিঃ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিরুচ্যতে। স্বরূপাবির্ভাবেঽপ্যভি-নিষ্পত্তিশব্দো দৃশ্যতে—"যুক্ত্যায়মর্থো নিষ্পদ্যতে" ইত্যাদিষু ॥৪॥৪॥২॥

যচ্চোক্তম্—আত্মস্বরূপস্য সুষুপ্তাবপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ স্বরূপাবির্ভাবে

জন্মান্তরীণ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত দেহসম্বন্ধ, এই উভয় সম্বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপাবস্থিতিই এই "স্বেন রূপেণ" শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার স্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত থাকিলেও প্রাক্তন কর্ম্মময় অবিদ্যা দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেই আবরণনিবৃত্তিই এখানে 'অভিনিষ্পত্তি' পদে অভিহিত হইতেছে। কারণ ? প্রতিজ্ঞাই কারণ,—যেহেতু ঐ বিষয়টীর প্রতিপাদনেই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। ইহা কোথা হইতে জানা যাইতেছে ? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রথমে "য আত্মা" এইরূপে প্রস্তাবিত জীবাত্মার উল্লেখ করিয়া—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত এবং সুখদুঃখভোগের হেতুভূত কর্ম্মজন্য দেহসম্বন্ধরহিত আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 'পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মার কথা বলিব' বলিয়া পুনঃপুনঃ সেই একই আত্মার উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলা হইয়াছে যে, 'সম্প্রসাদ-সংজ্ঞক জীব এই প্রকারেই এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া (অভিমান ত্যাগ করিয়া) পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হয়' ইতি। অতএব কর্ম্মসম্বদ্ধ জীবের যে, পরমাত্মলাভে বন্ধনচ্ছেদরূপ মুক্তি হয়, তাহাই "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। আর শুধু স্বরূপ প্রকাশ অর্থেও যে, 'অভিনিষ্পত্তি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা 'যুক্তি দ্বারা এই বিষয়টী নিষ্পন্ন হয়' ইত্যাদি স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪॥৪॥১॥

আরও যে, বলা হইয়াছে, সুষুপ্তিসময়েও আত্মার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থা যখন কাহারও প্রার্থনীয় নহে, তখন মোক্ষশাস্ত্রও যদি মুক্তিতে কেবল সেই স্বরূপাবির্ভাব

মোক্ষশাস্ত্রস্যাপুরুষার্থাববোধিত্বং স্যাদিতি কৃত্বা দেবাদ্যবস্থাবৎ সুখসম্বন্ধ্যবস্থান্তরপ্রাপ্তিরভিনিষ্পত্তিঃ—ইতি ; তত্রোত্তরম্—

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মা (জীবাত্মা) প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রস্তাব) ।]

[সরলার্থঃ—"এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইত্যত্র আত্মৈব বক্তব্যতয়া অবগম্যতে ; কুতঃ ? প্রকরণাৎ—"য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যারভ্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যাদি হি বিততমাত্মনঃ প্রকরণং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

'পুনশ্চ তোমার নিকট ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছি' এই শ্রুতিতে আত্মাই বর্ণনীয় বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; কারণ ? যেহেতু 'যিনি নিষ্পাপ আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'সত্যকাম সত্যসংকল্প' ইত্যাদি শ্রুতি পর্য্যন্ত আত্মারই বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে ॥৪॥৪॥৩॥]

[ইতি প্রথম সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ ॥১॥]

স্বরূপেণৈবায়মাত্মা অপহতপাপ্মত্বাদি-সত্যসঙ্কল্পত্বপর্য্যন্তগুণকঃ প্রকরণাদবগম্যতে ; "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইতি হি প্রজাপতিবাক্যপ্রক্রমঃ ; ইদং চ প্রকরণং প্রত্যগাত্মবিষয়মিতি "উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" [ব্রহ্মসূ০ ১।৩।১৮] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতোঽপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপ এবায়মাত্মা সংসারদশায়াং কর্ম্মাখ্যাবিদ্যয়া

মাত্রই প্রতিপাদন করিতেছে বল, তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র ত অপুরুষার্থবোধক হয় (অর্থাৎ লোকে যাহা পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং অনর্থক হইয়া যায়), অতএব অভিনিষ্পত্তিও দেবাদি অবস্থার ন্যায় সুখসম্বন্ধী অর্থাৎ সুখজনক কোনও অবস্থাবিশেষই হইতে পারে ; একথার উত্তর এই—

"আত্মা প্রকরণাৎ" ইতি। 'অপহত-পাপ্মত্বাদি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সত্যসংকল্পত্ব' পর্য্যন্ত যে সমস্ত গুণ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, আত্মার স্বরূপ সেই সমস্ত গুণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা যায় ; কারণ, প্রজাপতির (ব্রহ্মার) উপদেশের প্রারম্ভে আছে—'যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) এবং জরা, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা পিপাসাশূন্য, অথচ সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' ইতি ; এটী যে, জীবাত্মারই প্রকরণ, তাহা "উত্তরাচ্চেৎ, আবির্ভূতস্বরূপস্তু" এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে অপহতপাপ্মত্বপ্রভৃতিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ; সংসারদশায় জন্মান্তরীণ কর্ম্মনামক অবিদ্যা দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত

তিরোহিতস্বরূপঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যাবির্ভূতস্বরূপো ভবতি। অতঃ প্রত্যগাত্মনোঽপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ স্বাভাবিকা গুণাঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্যাবির্ভবন্তি ; নোৎপদ্যন্তে। যথোক্তং ভগবতা শৌনকেনাপি—

"যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ।
দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা।
যথোদপানকরণাৎ ক্রিয়তে ন জলাম্বরম্।
সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ।
তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ।
প্রকাশ্যন্তে, ন জন্যন্তে ; নিত্যা এবাত্মনো হি তে॥"

[বিষ্ণুধর্ম্মে ১০৪।৫৫—৫৭] ইতি।

অতো জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং কর্ম্মণা আত্মনি সঙ্কুচিতানাং পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য কর্ম্মস্বরূপবন্ধক্ষয়ে বিকাসরূপাবির্ভাবো নানুপপন্ন ইতি সুষ্ঠূক্তং —সম্পদ্যাবির্ভাবঃ—ইতি ॥৪॥৪॥৩॥

[ইতি প্রথমং সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্ ॥১॥]

থাকে, শেষে পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করিলে পর, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপটাই আবার আবির্ভূত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্-আত্মার (জীবের) স্বভাবসিদ্ধ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণনিচয়ই পরজ্যোতিঃ লাভের পর পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু তাহা নূতন উৎপন্ন হয় না। ভগবান্ শৌনকও বলিয়াছেন—'[মলিন দর্পণের] মলপ্রক্ষালনে যেমন তাহার প্রভা-সমুৎপাদন করা হয় না, [পরন্তু অভিব্যক্ত করা হয় মাত্র], তেমনি আত্মগত রাগাদি দোষের অপনয়ন করিলেও আত্মার জ্ঞান সমুৎপাদন করা হয় না। যেমন জলাশয় খনন করিলে [তৎপ্রতিফলিত] জলাকাশের সৃষ্টি করা হয় না, পরন্তু যাহা সৎ বিদ্যমান আছে, তাহারই কেবল অভিব্যক্তি সম্পাদন করা হয় মাত্র ; কারণ, অসতের (যাহা নাই—অবিদ্যমান, তাহার) আবার উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে ? ঠিক এইরূপ আত্মার হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশি অপনীত হইলে পর, আপনা হইতেই জ্ঞানাদি গুণনিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু নূতন উৎপন্ন হয় না ; কারণ, ঐ সমস্ত গুণরাশি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ।' অতএব আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি যে সমস্ত গুণ কর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়াছিল, পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্ম) প্রাপ্তির পর—কর্ম্মরূপ বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, সেই সমস্ত তিরোহিত গুণেরই বিকাশরূপ আবির্ভাব হওয়া অসঙ্গত হইতেছে না ; অতএব সূত্রকার যে, 'সম্পদ্যাবির্ভাবঃ' বলিয়াছেন, এ কথা সুসঙ্গতই হইয়াছে ॥৪॥৪॥৩॥

[প্রথম সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ ॥২॥]

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্।] **অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥৪॥৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—অবিভাগেন (অবিভাগে—অবিভক্তরূপে) দৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দৃষ্ট হয়)।]

[সরলার্থঃ—কিময়মাবির্ভূতস্বরূপো মুক্ত আত্মা পরং ব্রহ্ম স্বাত্মনো বিভক্তমনুভবতি? অথবা স্বাত্মতয়া অবিভক্তম্? ইতি সংশয্যাহ—"অবিভাগেন" ইত্যাদি।

আবির্ভূতস্বরূপঃ মুক্ত আত্মা অবিভাগেন স্বাত্মনোঽপি আত্মতয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যব্যতিরিক্ততয়া পরং ব্রহ্ম অনুভবতি; কুতঃ? দৃষ্টত্বাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ ত্বমসি" ইত্যাদৌ সামানাধিকরণ্যেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি বিদ্বদনুভবেন চ অবিভাগস্যৈব সর্ব্বত্র দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ॥

আবির্ভূতস্বরূপ এই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে কি ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন?—আত্মা হইতে ভিন্নরূপে? অথবা অভিন্নরূপে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—

"অবিভাগেন" ইত্যাদি। যাহার অপহতপাপ্মত্বাদি আত্মগুণ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে আপনার সঙ্গে অবিভক্তস্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন; কারণ, 'তুমি তৎস্বরূপ' এই শ্রুতিতে সামানাধিকরণ্য (অভেদ) নির্দ্দেশ হইতে এবং 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ বিদ্বজ্জনের অনুভবেও ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪॥৪॥৪॥]

[দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ ॥২॥]

কিময়ং পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নঃ সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ প্রত্যগাত্মা স্বাত্মানং পরমাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতমনুভবতি? উত তৎ-প্রকারতয়া তদবিভক্তম্?—ইতি বিশয়ে, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০ আন০ ১।২]

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
[মুণ্ড০ ৩।১।৩]

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" [গীতা০ ১৪।২]

পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ বন্ধনবিমুক্ত এই প্রত্যগাত্মা (জীব) আপনাকে কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন? অথবা পরমাত্মার বিশেষণরূপে (দেহরূপে) পরমাত্মা হইতে অবিভক্তরূপে অনুভব করেন? এই প্রকার সংশয়ে মনে হয় যে, 'সেই মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,' 'জ্ঞানী পুরুষ যে সময়ে সুবর্ণবর্ণ এবং ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, সেই সময় বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) হইয়া পরম—সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া থাকেন,' 'এবংবিধ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা আমার (পরমেশ্বরের) সাধর্ম্ম্য (সাম্য) প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৃষ্টিকালেও জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও দুঃখানুভব করে না, অর্থাৎ বিনাশদুঃখ অনুভব করে না,' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং মুক্তস্য পরেণ সাহিত্য-সাম্য-সাধর্ম্ম্যাবগমাৎ পৃথগ্ভূতমনুভবতি—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অবিভাগেন" ইতি। পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানমবিভাগেনানুভবতি মুক্তঃ। কুতঃ? দৃষ্টত্বাৎ—পরব্রহ্মোপসম্পত্ত্যা নিবৃত্তাবিদ্যা-তিরোধানস্য যাথাতথ্যেন স্বাত্মনো দৃষ্টত্বাৎ। স্বাত্মনঃ স্বরূপং হি "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।] "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।২২] "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদিভিশ্চ পরমাত্মাত্মকং তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্—"অবস্থিতেরিতি কাশ-কৃৎস্নঃ" [শারী০ ১।৪।২২] ইত্যত্র। অতোঽবিভাগেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি"

শাস্ত্রে পরব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাহিত্য (সাহচর্য্য), সাম্য ও সাধর্ম্ম্য মাত্র জানা যায়; সুতরাং পৃথক্ পদার্থরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন; এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

"অবিভাগেন" ইত্যাদি। মুক্ত জীব আপনাকে পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন; কারণ? যেহেতু ঐরূপই দর্শন হইয়াথাকে,—পরব্রহ্মের সন্নিকর্ষলাভে যাহাদের অবিদ্যা-আবরণ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহারা আপনার আত্মাকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মার যথার্থ-স্বরূপ যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয় এবং পরমাত্মার শরীরস্থানীয় বলিয়া তাহারই প্রকারভূত বা বিশিষ্টাংশস্বরূপ, তাহা "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" সূত্রে—'তুমি হইতেছে তৎস্বরূপ, 'এই আত্মা ব্রহ্ম, 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,' 'এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতির সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশে এবং 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অথচ আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব অবিভক্তরূপে 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাকারেই

(*) এই অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১ বিষয়—মুক্ত আত্মাকর্তৃক পরব্রহ্মানুভূতি। (২) সংশয়—মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে কি আপনা হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে অনুভব করেন? অথবা অভিন্নভাবে অনুভব করেন? (৩ পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন মুক্ত আত্মার ব্রহ্মসাম্য প্রভৃতির কথা আছে, তখন মনে হয়, পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করে, অভিন্নরূপে নহে। (৪) উত্তর—না—পৃথক্ রূপে অনুভব করে না, পরন্তু জীবাত্মা যখন পরব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়, তখন অভিন্নভাবেই পরব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিও এই অবিভাগানুভবে প্রমাণ। (৫) নির্ণয়—মুক্ত পুরুষ কর্ম্মময় অবিদ্যার অপগমনে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের অভিব্যক্তি হইলে পর, অবিভক্তরূপেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইত্যেবানুভবতি। সাম্য-সাধর্ম্যব্যপদেশো ব্রহ্মপ্রকারভূতস্যৈব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপং তৎসমমিতি দেবাদিপ্রাকৃতরূপপ্রহাণেন ব্রহ্মসমানশুদ্ধিং প্রতিপাদয়তি। সহ-শ্রুতিস্ত্বেবংভূতস্য প্রত্যগাত্মনঃ প্রকারিণা ব্রহ্মণা সহ তদ্গুণানুভবং প্রতিপাদয়তীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ব্রহ্মপ্রকারতয়া তদবিভাগোক্তের্হি "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" [শারী০ ৪।৪।৮] ইত্যাদি ন বিরুধ্যতে, "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [শারী০ ২।১।২২] "অধিকোপদেশাৎ" [শারী০ ৩।৪।৮] ইত্যাদি চ ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

ব্রাহ্মাধিকরণম্।] **ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪॥৪॥৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—ব্রাহ্মেণ (ব্রহ্মসম্বন্ধীরূপে) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) উপন্যাসাদিভ্যঃ (উপন্যাসাদি কারণে)।

সরলার্থঃ—জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং কিম্ অপহতপাপ্মত্বাদিকম্? উত চৈতন্যমাত্রম্? অথবা উভয়মপি? ইতি নির্ণেতুমাহ—

"ব্রাহ্মেণ" ইত্যাদি। অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং যদ্ ব্রাহ্মং রূপম্, তেনৈব রূপেণ অস্য মুক্তস্য স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি; কুতঃ? উপন্যাসাদিভ্যঃ—"য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদৌ য এব অপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণাঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া নিরূপিতাঃ, তেষামেব প্রত্যগাত্মন্যপি নির্দ্দেশাদ্ ইত্যর্থঃ, ইতি জৈমিনেরাচার্য্যস্য মতম্॥

অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট রূপই কি জীবের স্বাভাবিক রূপ? কিংবা শুধু চৈতন্যমাত্রই স্বাভাবিক রূপ? অথবা উভয়ই? তদুত্তরে বলিতেছেন।

"ব্রাহ্মেণ" ইত্যাদি। ব্রহ্মসম্বন্ধী যে, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট রূপ, তাহাই জীবের প্রকৃত রূপ, মুক্তিকালে সেই ব্রাহ্ম-রূপেই আবির্ভূত হয়; ইহা জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মগুণের উপন্যাস—উল্লেখপ্রভৃতি কারণ হইতে জানাযাইতেছে, ইহা আচার্য্য জৈমিনির অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৪॥৫॥]

অনুভব করিয়া থাকে। আর সাম্য ও সাধর্ম্ম্যাদিবোধক বাক্যও পরমাত্মার বিশেষণীভূত প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে 'তৎসম' বলায় [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকৃতিকার্য্য দেবাদি-রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবেরও ব্রহ্মতুল্য বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছে। আর সাহিত্যবোধক "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই শ্রুতিও যথোক্ত গুণসম্পন্ন প্রত্যগাত্মার ও তৎপ্রকারীভূত ব্রহ্মের সহিত সেই গুণরাশির অনুভবমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং তাহার সহিতও কোন বিরোধ নাই। তাহার পর পরব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণরূপে অবিভাগবশতঃ "সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রও বিরুদ্ধ হইতেছে না, এবং "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" "অধিকোপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রের সহিতও কোন বিরোধ হইল না ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ ॥২॥]

প্রত্যগাত্মনঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য নিবৃত্ত-তিরোধানস্য স্বরূপাবির্ভাব এবেত্যুক্তম্। তত্র যেন স্বরূপেণায়মাবির্ভবতি, তৎ স্বরূপং শ্রুতিবৈবিধ্যাৎ বিচার্য্যতে—কিমপহতপাপ্মত্বাদিকমেবাস্য স্বরূপমিতি তেন রূপেণায়মাবির্ভবতি ? উত বিজ্ঞানমাত্রমেবেতি তেন রূপেণ ? অথোভয়োরবিরোধ ইত্যুভয়রূপেণ—ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ব্রাহ্মেণেতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। ব্রাহ্মেণ অপহতপাপ্মত্বাদিনেত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মত্বাদয়ো হি দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতা। ব্রাহ্মেণেতি কুতোঽবগম্যতে ? উপন্যাসাদিভ্যঃ; উপন্যস্যন্তে হি ব্রহ্মগুণাঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ প্রত্যগাত্মনোঽপি প্রজাপতিবাক্যে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা "সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যন্তেন। আদিশব্দেন সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণায়ত্তা জক্ষণাদয়ঃ "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।৩] ইত্যাদিবাক্যাবগতা ব্যবহারা গৃহ্যন্তে। অত এভ্য উপন্যাসাদিভ্যঃ প্রত্যগাত্মনো বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বং ন সম্ভবতীতি জৈমিনের্মতম্ ॥৪॥৪॥৫॥

পূর্ব্ব অধিকরণে এইমাত্র প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পর অবিদ্যাবরণ অপনীত হইয়া যায়, তখন জীবের স্বীয় রূপ আবির্ভূত হয়; [কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলা হয় নাই]। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা প্রকার শ্রুতি থাকায় সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; এইজন্য জীবের যেরূপ স্বরূপ আবির্ভূত হয়, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে; অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টরূপই কি ইহার প্রকৃত স্বরূপ ?—তখন কি সেইরূপই আবির্ভূত হইয়া থাকে ? কিংবা শুদ্ধ জ্ঞানই তাহার একমাত্র স্বরূপ, সেই রূপই ? অথবা বিরোধ না থাকায় উভয়ই তাহার স্বরূপ; সুতরাং উভয়প্রকার রূপই আবির্ভূত হয় ? তন্মধ্যে কোন পক্ষটী স্থির হইল ? তদুত্তরে আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপেই [আবির্ভূত হয়;] ব্রহ্মস্বরূপে অর্থ—অপহতপাপ্মত্বাদি রূপে; কারণ, দহরবিদ্যাপ্রকরণে অপহতপাপ্মত্বপ্রভৃতি গুণগুলি ব্রহ্মসম্বন্ধী গুণ বলিয়াই পঠিত আছে। ভাল, মুক্ত পুরুষ যে, ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হয়, ইহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] উপন্যাসাদি হেতুতে; কেন না, প্রজাপতির উপদেশবাক্যে উক্ত 'যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ)' ইত্যাদি 'সত্যসংকল্প' ইত্যন্ত কথায় অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মগুণগুলি জীবাত্মার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে। আদি-শব্দে সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের অনুগত 'জক্ষণাদি' (ভক্ষণাদি) ব্যবহারগুলিরও গ্রহণকরা হইয়াছে—যে সমস্ত ব্যবহার "জক্ষং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে; অতএব উক্তপ্রকার হেতুগুলির পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝাযায় যে, শুদ্ধ বিজ্ঞানই জীবাত্মার স্বরূপ হইতে পারে না; [কাজেই] বিজ্ঞানাত্মক রূপটী ব্রহ্মেরই বলিতে হইবে (*) ॥৪॥৪॥৫॥

(*) তাৎপর্য্য—এই 'ব্রাহ্মাধিকরণ'টী পাঁচ হইতে সাত পর্য্যন্ত তিনটী সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—চিতি (চৈতন্যে) তন্মাত্রেণ (শুদ্ধ চৈতন্যরূপে) তদাত্মকত্বাৎ (যেহেতু [জীবঃ] সেই চৈতন্যাত্মক), ইতি (ইহা) ঐড়ুলোমিঃ (ঐড়ুলোমিনামক আচার্য্য) [মনেকরেন]।]

[সরলার্থঃ—চিতি চৈতন্যাত্মকে ব্রহ্মণি তন্মাত্রেণ চৈতন্যমাত্ররূপেণ মুক্তস্য স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি; কুতঃ? তদাত্মকত্বাৎ—যতঃ "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যবধারণেন বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্য রূপমিত্যবগম্যতে ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, শ্রুতিতে 'বিজ্ঞানঘন' রূপ অবধারিত থাকায় চৈতন্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ; মুক্তিসময়ে জীবের সেই রূপটীই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥৪॥৪॥৬॥]

চৈতন্যমাত্রমেবাস্য স্বরূপমিতি তেন রূপেণাবির্ভবতীত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? তদাত্মকত্বাৎ—তাবন্মাত্রাত্মকত্বাদস্য প্রত্যগাত্মনঃ "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" [বৃহদা০ ৩।৫।১৩] "প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যবধারণাৎ বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে। অতোঽস্য গুণান্তরাভাবাৎ "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ বিকারসুখ-

শুদ্ধচৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; অতএব সেই চৈতন্যরূপেই তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির অভিমত। কারণ? তদাত্মকত্বই কারণ; যে হেতু একমাত্র চৈতন্যই জীবাত্মার স্বরূপ, সেই হেতু। 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধবপিণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একই লবণ রসে পূর্ণ; অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও তেমনি, অন্তর নাই, বাহির নাই—সর্ব্বত্র কেবল এক বিজ্ঞানস্বরূপই বটে,' এই শ্রুতিতে 'বিজ্ঞানঘন এব' এইরূপ অবধারণ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র বিজ্ঞানই ইহার প্রকৃত স্বরূপ; অতএব, ইহার বিজ্ঞানাতিরিক্ত গুণ না থাকায় [আত্মার বিশেষণভাবে প্রযুক্ত] 'অপহতপাপ্মা' প্রভৃতি শব্দগুলিও

পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত জীবের স্বরূপাবির্ভাব। (২) সংশয়—জীবের স্বাভাবিক রূপ কি অপহতপাপ্মত্বাদি? অথবা শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র? কিংবা উভয়ই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জৈমিনির মতে অপহতপাপ্মত্বাদি আর ঔড়ুলোমির মতে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র তাহার স্বরূপ। (৪) উত্তর—জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন; সুতরাং উভয়ই তাহার অবিরুদ্ধ রূপ। (৫) নির্ণয়—অতএব 'সৈন্ধবঘন' দৃষ্টান্তানুসারে যদিও আত্মার একমাত্র বিজ্ঞানরূপত্বই প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, সৈন্ধবের যেমন লবণরস ভিন্ন রূপ ও পরিমাণাদি আরও গুণ থাকা বিরুদ্ধ হয় না, তেমনি আত্মার সম্বন্ধেও বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ থাকা বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

দুঃখাদ্যবিদ্যাত্মকধর্ম্মব্যাবৃত্তিপরাঃ, ইতি চিতি তন্মাত্ররূপেণাবির্ভাব ইত্যৌড়ুলোমের্মতম্ ॥৪॥৪॥৬॥

সম্প্রতি ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ এবং (এইপ্রকারে) অপি (ও) উপন্যাসাং (উল্লেখ হেতু) পূর্ব্বভাবাং (পূর্ব্ববর্ত্তী গুণের সদ্ভাবহেতু) অবিরোধং (বিরোধের অভাব) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার)।]

[সরলার্থঃ—এবং বিজ্ঞানস্বরূপস্যাপি আত্মনঃ উপন্যাসাং "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইতি নির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বেষাং অপহতপাপ্মত্বাদি-সত্যসংকল্পান্তানাং গুণানাং সদ্ভাব-সম্ভবাং অবিরোধং শ্রুতিদ্বয়াবগতস্য রূপদ্বয়স্যাপি অবিরুদ্ধত্বং বাদরায়ণঃ (সূত্রকারঃ) মন্যতে ইত্যর্থঃ।

সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন যে, আত্মা বিজ্ঞানঘন (চৈতন্যমাত্ররূপ) হইলেও পূর্ব্বোক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহের সদ্ভাবে কোনই বিরোধ নাই; সুতরাং তিনি উভয় শ্রুতির প্রমাণ্যানুসারে আত্মার উভয়বিধ রূপই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥৭॥]

এবমপি—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি, সত্যকামত্বাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং গুণানামবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ—ঔপনিষদাৎ "য আত্মা অপহতপাপ্মা" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইত্যাদ্যুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ পূর্ব্বেষাম্ অপহতপাপ্মত্ব-সত্যকামত্বা-দীনামপি ভাবাৎ—বিদ্যমানত্বাৎ। তুল্যপ্রমাণকানামিতরেতরবাধো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন চ বস্তুবিরোধাদপহতপাপ্মত্বাদীনামবিদ্যাপরিকল্পিতত্বং

কেবল তাহার অবিদ্যাত্মক জন্য সুখ-দুঃখাদির নিষেধবোধক মাত্র; অতএব, শুধু চৈতন্যরূপেই তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত ॥৪॥৪॥৬॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ আপনার অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

আচার্য্য জৈমিনি এইরূপ মনে করেন যে, এইরূপ হইলেও—শ্রুতিতে আত্মাকে কেবল বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও পূর্ব্বোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের সদ্ভাব—বিরুদ্ধ হয় না, কারণ? যেহেতু ঐ গুণের উল্লেখেও পূর্ব্ববর্ত্তী গুণসকলের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি গুণোপন্যাসরূপ উপনিষদুক্ত প্রমাণ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী—অপহতপাপ্মত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণেরও ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয়; উভয়প্রমাণই যেখানে তুল্যবলবান্, সেখানে একটী দ্বারা অপরটীর বাধা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া যে, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগুলিকে অবিদ্যাকল্পিত

ন্যায্যম্, বিশেষাভাবাৎ 'বিপরীতং কস্মান্ন ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ। তুল্য-বলত্বে হি অশক্যস্যাবধারণস্যান্যপরত্বমেব ন্যায্যম্।

এবমপ্যবিরোধ ইত্যভ্যুপগম্য বদন্—জ্ঞানমাত্রমেবাস্য স্বরূপং, নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যয়মর্থঃ "বিজ্ঞান ঘন এব" ইত্যাদিভির্ন প্রতিপাদ্যত ইতি মন্যতে। কস্তর্হি "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যবধারণস্যার্থঃ? কৃৎস্নোঽপ্যাত্মা জড়ব্যাবৃত্তস্বপ্রকাশঃ; ন অন্যায়ত্তপ্রকাশঃ স্বল্পোঽপি প্রদেশোঽস্তীত্যয়মর্থো বাক্যাদেব সুব্যক্তঃ—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩] ইতি।

ন চৈবং প্রত্যগাত্মনো ধর্ম্মিস্বরূপস্য কৃৎস্নস্য বিজ্ঞানঘনত্বেঽপ্যপহত-পাপ্মত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মসম্বন্ধো বাক্যান্তরাবগতো বিরুধ্যতে; যথা সৈন্ধব-ঘনস্য কৃৎস্নস্য রসঘনত্বে রসনেন্দ্রিয়াবগতে চক্ষুরাদ্যবগতা রূপ-কাঠিন্যাদয়ো

মনে করা, তাহাও ন্যায়সঙ্গত হয় না; কারণ, কোন পক্ষেই বিশেষ নাই, ইহার বিপরীত কল্পনাই বা না হয় কেন? এপক্ষেও ত কোনযুক্তি নাই; পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষই যদি তুল্যবল হয়, তাহা হইলে ত কোন পক্ষই অবধারণ করা যাইতে পারে না; সুতরাং সেস্থলে অন্য একটী তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করাই সঙ্গত হয়।

এখানে "এবমপি অবিরোধঃ" (এরূপ হইলেও বিরোধ হয় না), এইরূপে পরাভিমত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়ায় মনে হইতেছে যে, জ্ঞানই ইহার একমাত্র স্বরূপ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই স্বরূপ নহে; কিন্তু "বিজ্ঞানঘনঃ" ইত্যাদি শ্রুতি যে, সেই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে। ভাল, তাহা হইলে 'বিজ্ঞানঘনই' এইরূপ অবধারণের (এব-শব্দের) অর্থ কি? [উত্তর—] সমস্ত আত্মাই জড়বিলক্ষণ স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব; তাহার এমন অল্পমাত্রও অংশ নাই, যাহা অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই ঐরূপ অবধারণের প্রকৃত অর্থ; 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধবপিণ্ড যেরূপ ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র একই লবণরসে পূর্ণ, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মাও অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র একমাত্র বিজ্ঞানময়ই বটে' এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

এখানে এরূপও আপত্তি হইতে পারে না যে, প্রত্যক্-আত্মা (জীব) যদি সর্ব্বতোভাবে কেবলই প্রজ্ঞানঘন হয়, তাহা হইলে শ্রুত্যন্তরে যে, তাঁহার অপহতপাপ্মত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদিগুণনিচয়ের সদ্ভাব বর্ণিত আছে, তাহা ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কেন না, সম্পূর্ণ সৈন্ধবপিণ্ডটী জিহ্বাদ্বারা কেবল লবণ-রসাত্মক অবগত হইলেও যেমন তাহাতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও পরিমাণাদির সদ্ভাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তেমনি। এখানে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—যেমন

ন বিরুধ্যন্তে ইদমত্র বাক্য-তাৎপর্য্যম্—যথা রসবৎস্বাম্রফলাদিষু ত্বগাদিপ্রদেশভেদেন রসভেদে সত্যপি সৈন্ধবঘনস্য সর্ব্বত্রৈকরসত্বম্, তথা আত্মনোঽপি সর্ব্বত্র বিজ্ঞানস্বরূপত্বম্ ; স্বপ্রকাশস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৪॥৪॥৭॥

[ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

সংকল্পাধিকরণম্ ।] **সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪॥৪॥৮॥**

[পদচ্ছেদঃ —সংকল্পাৎ (ইচ্ছামাত্রে) এব (নিশ্চয়) তচ্ছ্রুতেঃ (যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে) ।]

[**সরলার্থঃ**—'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা, জ্ঞাতিভির্ব্বা" ইত্যাদিরাম্নায়তে ; তত্র সংশয়ঃ—কিমস্য মুক্তপুরুষস্য সংকল্পাদেব জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ সম্পদ্যন্তে ? উত প্রযত্নান্তরমপেক্ষন্তে ? তন্নির্ণয়ায় আহ—

"সংকল্পাদেব" ইত্যাদি। মুক্তপুরুষস্য সত্যসংকল্পত্বেন সংকল্পমাত্রাদ্ এব অস্য জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, নান্যৎ প্রযত্নমপেক্ষন্তে ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—"সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইতি শ্রুতৌ অবধারণশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

শ্রুতিতে আছে—'মুক্তপুরুষ স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সেখানে (ব্রহ্মলোকে) স্ত্রী, বাহন ও জ্ঞাতিগণের সহিত পরিভ্রমণ করেন', এখানে সংশয় এই যে, সেখানে কি মুক্তপুরুষের ইচ্ছামাত্রেই জ্ঞাতি প্রভৃতি উপস্থিত হয় ? অথবা আরও কোন প্রকার চেষ্টার আবশ্যক হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

এই মুক্ত পুরুষের শুধু ইচ্ছামাত্রেই তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া থাকে, তাহার জন্য আর পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক হয় না ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'ইহার সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন' ইত্যাদি। অতএব তাহাদের উপস্থিতির জন্য আর কোনরূপ চেষ্টার আবশ্যক হয় না ॥৪॥৪॥৮॥]

মুক্তঃ পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য জ্ঞানস্বরূপোঽপহতপাপ্মত্বাদি-সত্যসঙ্কল্পত্ব-পর্য্যন্তগুণক আবির্ভবতীত্যুক্তম্ ; তমধিকৃত্য সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রযুক্তা ব্যবহারাঃ

আম্রাদি ফলের ত্বক্ প্রভৃতি অংশভেদে রসের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হইলেও সৈন্ধবপিণ্ডের সর্ব্বত্র একই লবণ রসের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তেমনি আত্মারও সর্ব্বত্র জ্ঞানই—একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপত্বই—স্বপ্রকাশভাবই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে ॥৪॥৪॥৭॥

[তৃতীয় ব্রাহ্মাধিকরণ ॥৩॥]

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জ্ঞানস্বরূপে এবং অপহত-পাপ্মত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণগণবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষের ঐ সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়। সেই মুক্তপুরুষের সম্বন্ধেই সত্যসংকল্পত্বজনিত বিবিধ ব্যবহারের

শ্রূয়ন্তে—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা" [ছান্দো০ ৮।১২।৩] ইতি। কিমস্য জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষা ? উত পরমপুরুষস্যেব সঙ্কল্পমাত্রাদেব ভবতি ? ইতি বিশয়ে, লোকে রাজাদীনাং সত্যসঙ্কল্পত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং কার্য্যনিষ্পাদনে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাদস্যাপি তৎসাপেক্ষা—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"সঙ্কল্পাদেব" ইতি। কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" [ছান্দো০ ৮।২।১] ইতি হি সঙ্কল্পাদেব পিত্রাদীনাং সমুত্থানং শ্রূয়তে। ন চ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষাভিধায়ি শ্রুত্যন্তরং দৃশ্যতে, যেনাস্য "সঙ্কল্পাদেব" ইত্যবধারণস্য "বিজ্ঞানঘন এব" ইতিবদ্ব্যবস্থাপনং ক্রিয়তে ॥৪॥৪॥৮॥

কথাও শ্রুতিতে শোনা যায়, যথা—'তিনি সেখানে স্ত্রী, বাহন ও বন্ধুগণের সহিত হাস্য ক্রীড়া ও রমণ করত বিহার করেন' ইতি। এথানে সংশয় হইতেছে এই যে, এই মুক্ত পুরুষের যে, জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রাপ্তি, তাহা কি অপর কোনরূপ প্রযত্নসাপেক্ষ ? অথবা পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহারও কেবল সংকল্পমাত্র সাধ্য ? জগতে রাজা প্রভৃতি যাহারা সত্যসংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কার্য্যসম্পাদনেও স্বতন্ত্র প্রযত্নের আবশ্যক হয়, (কেবলই ইচ্ছামাত্রে কার্য্যসিদ্ধি হয় না); অতএব মুক্তের সম্বন্ধেও প্রযত্নের অপেক্ষা আছে; এইরূপ প্রাপ্তিসংভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

"সংকল্পাদেব" ইতি। অর্থাৎ কেবল সংকল্পবলেই সিদ্ধ হয়; কারণ ? যেহেতু তদ্বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে ; যথা—'তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন, তাহা হইলে, ইচ্ছামাত্রেই তাহার পিতৃগণ সমুপস্থিত হন', এই স্থলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণের সমুত্থান শ্রুত হইতেছে ; পক্ষান্তরে তাহার সংকল্প-সিদ্ধির জন্যও যে, পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যক হয়, এ বিষয়ে এমন কোনও শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, যাহা দ্বারা "বিজ্ঞানঘন এব" শ্রুতির ন্যায় এই "সংকল্পাৎ এব" বাক্যোক্ত অবধারণেরও অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ॥৪॥৪॥৮॥

(*) তাৎপর্য্য—এই সংকল্পাধিকরণের পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকে জ্ঞাতি-প্রভৃতির সহিত ক্রীড়াদি ব্যবহার। (২) সংশয়—জ্ঞাতিপ্রভৃতিকে পাইবার জন্য মুক্ত পুরুষকে কি কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় ! অথবা কেবল তাহার ইচ্ছামাত্রেই তাহারা উপস্থিত হয় ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জগতে সত্য-সংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজাপ্রকৃতিকেও যথন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হয়, তখন মুক্ত পুরুষকেও অবশ্যই তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। (৪) উত্তর না, মুক্ত পুরুষ যখন সত্যসংকল্প, এবং শ্রুতিও যখন তাহার ইচ্ছামাত্রে পিতৃগণের উপস্থিতির কথা বলিতেছেন, তখন তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পাইবার জন্য আর কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। (৫ নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষ বিনা চেষ্টায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই আপনার অভীষ্ট পাইয়া থাকেন॥

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) অনন্যাধিপতিঃ (অন্য কাহারো অধীন নয়)।]

[সরলার্থঃ—অতএব—মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বাদেব চ হেতোঃ [অসৌ মুক্তঃ পুরুষঃ] অনন্যাধিপতিঃ অন্যস্য নিয়মাধীনো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

এইহেতুই—যেহেতু মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প, সেই হেতুই এই মুক্তপুরুষ অন্য অধিপতির অধীন—অপরের আজ্ঞাবহ হন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন ॥৪॥৪॥৯॥]

যতো মুক্তঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ; অত এবানন্যাধিপতিশ্চ। অন্যাধিপতিত্বং হি বিধি-নিষেধযোগ্যত্বম্ ; বিধি-নিষেধযোগ্যত্বে হি প্রতিহতসঙ্কল্পত্বং ভবেৎ ; অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুত্যৈবানন্যাধিপতিত্বং চ সিদ্ধম্। অতএব "স স্বরাড়্ ভবতি" ইত্যুচ্যতে ॥৪॥৪॥৯॥

[ইতি নবমং সঙ্কল্পাধিকরণম্ ॥৯॥]

অভাবাধিকরণম্।] **অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪॥৪॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—অভাবং (অভাব) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) আহ (বলেন), হি (নিশ্চয়) এবং (এই প্রকার)।]

[সরলার্থঃ অথেদানীং মুক্তস্য শরীরেন্দ্রিয়াদিকম্ অস্তি নাস্তি বেতি নিরূপয়িতুমাহ—"অভাবম্" ইত্যাদি।

মুক্তস্য শরীরেন্দ্রিয়াদেরভাবং বাদরির্নাম আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? হি যস্মাৎ শ্রুতিঃ এবমাহ—'ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইত্যাদ্যা শ্রুতিরপি শরীরেন্দ্রিয়াদ্যভাবং বদতীত্যর্থঃ ॥

মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি না, এখন তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে। বাদরিনামক আচার্য্য বলেন—মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকে না ; কারণ? যেহেতু 'সশরীর ব্যক্তির কখনই সুখদুঃখের অভাব হয় না ; পক্ষান্তরে অশরীর হইলেই তাহাকে আর সুখদুঃখে স্পর্শ করিতে পারে না' ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতিপাদন করিতেছে ॥৪॥৪॥১০॥]

মুক্তপুরুষ যেহেতু সত্যসংকল্প ; সেই হেতুই তিনি অনন্যাধিপতিও বটে, অর্থাৎ অপর কেহ তাহার অধিপতি বা প্রভু থাকে না ; অনন্যাধিপতি অর্থ—বিধি ও নিষেধের অযোগ্য ; অপরের বিধি ও নিষেধের পাত্র অর্থাৎ আজ্ঞাবহ হইলে নিশ্চয়ই তাহার সংকল্প বা ইচ্ছার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব সত্যসংকল্পত্ববোধক শ্রুতি দ্বারাই তাহার অনন্যাধিপতিত্বও সিদ্ধ হইতেছে ; এই কারণেই 'তিনি স্বরাট্ হন' শ্রুতিতে তাঁহাকে 'স্বতন্ত্র' বলা হইয়াছে ॥৪॥৪॥৯॥

[ইতি নবম সংকল্পাধিকরণ ॥৯॥]

কিং মুক্তস্য দেহেন্দ্রিয়াণি ন সন্তি? উত সন্তি? অথবা যথাসঙ্কল্পং সন্তি ন সন্তি চ? ইতি বিশয়ে—শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবং বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? আহ হ্যেবম্—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি শরীরসম্বন্ধে দুঃখস্যাবর্জ্জনীয়ত্বমভিধায় "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।১২] ইতি মুক্তস্যাশরীরত্বং হ্যাহ শ্রুতিঃ ॥৪॥৪॥১০॥

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥৪॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (সদ্ভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) [মনে করেন], বিকল্পামননাৎ (যেহেতু শ্রুতিতে বিভিন্নপ্রকারের কথা আছে)।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিরাচার্য্যো মুক্তপুরুষস্য শরীরেন্দ্রিয়াদের্ভাবং মন্যতে; কুতঃ? বিকল্পামননাৎ—"স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদিশ্রুতৌ বিবিধস্য কল্পস্য বৈশিষ্ট্যস্যাভিধানাদিত্যর্থঃ॥

আচার্য্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়সদ্ভাব স্বীকার করেন; কারণ? যেহেতু 'তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পাঁচপ্রকার, সাতপ্রকার' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার বিবিধ রূপের কথা অভিহিত আছে ॥৪॥৪॥১১॥]

মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকে, কি থাকে না? অথবা তাহার ইচ্ছানুসারে থাকেও, নাও থাকে? এইরূপ সংশয়ে আচার্য্য বাদরি মনে করেন যে, তাহার শরীরেন্দ্রিয় থাকে না; কারণ? যেহেতু শ্রুতিও এইরূপই বলিতেছেন—'অশরীর ব্যক্তির কখনও সুখদুঃখের অভাব হয় না'; এখানে শ্রুতি শরীর-সম্বন্ধের সহিত দুঃখসম্বন্ধের অপরিহার্য্যত্ব বলিয়া, 'এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ লাভ করত নিজের স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হন', এখানে আবার মুক্তপুরুষের শরীরাভাব স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদন করিতেছে (*) ॥৪॥৪॥১০॥

(*) তাৎপর্য্য—এই অভাবাধিকরণটী দশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত সাতটী সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) মুক্ত পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি সদ্ভাব। (২) সংশয় আমাদের ন্যায় মুক্ত পুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি থাকা সম্ভব হয় কি না? (৩ পূর্ব্বপক্ষ—দেহেন্দ্রিয় থাকিলেই যখন সুখদুঃখের সম্ভাবনা থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষকে সুখদুঃখের অতীত বলা হইয়াছে, তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি সদ্ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না (৪) উত্তর- না, মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি আছেও বটে নাই-ও বটে; কারণ, তিনি সত্যসংকল্প; ইচ্ছা করিলেই দেহী হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে দেহরহিতও থাকিতে পারেন; তাহার পক্ষে উভয়ই সম্ভবপর। ৫ নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মভোগের জন্য তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয় না; এই জন্য অশরীর বলা হয়, আবার স্বেচ্ছানুসারে দেহধারণও করিয়া থাকেন; এইজন্য সশরীরও বলা হয়; সুতরাং উভয় শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে॥

মুক্তস্য শরীরেন্দ্রিয়ভাবং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? বিকল্পামননাৎ—বিবিধঃ কল্পো বিকল্পঃ, বৈবিধ্যমিত্যর্থঃ; "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা" [ছান্দো° ৭।২৬।২] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মন একস্যানেকধাভাবাসম্ভবাৎ ত্রিধাভাবাদয়ঃ শরীরনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে। অশরীরত্ববচনং তু কর্ম্মনিমিত্তশরীরাভাবপরম্; তদেব হি শরীরং প্রিয়াপ্রিয়হেতুঃ ॥৪॥৪॥১১॥

ভগবাংস্তু বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—দ্বাদশাহবৎ (দ্বাদশাহ যাগের ন্যায়) উভয়বিধং (উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার), অতঃ (এই হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সূত্রকারঃ স্বাভিমতসিদ্ধান্তমাহ—"দ্বাদশাহবৎ" ইতি। অতঃ সত্য সংকল্পত্বাদেব মুক্তপুরুষং উভয়বিধং—সশরীরম্ অশরীরঞ্চ বাদরায়ণঃ সূত্রকারো মন্যতে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—দ্বাদশাহবৎ—ইতি। যথা "দ্বাদশাহম্ ঋদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" ইতি উভয়বিধেন সংকল্পভেদেন দ্বাদশাহসত্রং সম্পন্নং ভবতি, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ—তাঁহার সত্যসংকল্পত্ব নিবন্ধনই উভয়বিধ ভাব অর্থাৎ সশরীরত্ব ও অশরীরত্ব—উভয়ই স্বীকার করেন। ইহার দৃষ্টান্ত—'দ্বাদশাহ'সত্র; 'সম্পদভিলাষী পুরুষেরা দ্বাদশাহ যাগ করিবে' এবং 'সন্তানার্থীকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবে', এইরূপ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে বিহিত একই দ্বাদশাহ সত্র যেমন কর্ত্তার ইচ্ছাভেদে উভয়রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥৪॥৪॥১২॥]

আচার্য্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মনে করেন; কারণ? যেহেতু বিকল্পের উল্লেখ রহিয়াছে—বিকল্প অর্থ—বিবিধ (নানাপ্রকার) কল্প অর্থাৎ কল্পনা—বৈশিষ্ট্য; কেননা, শ্রুতিতে আছে 'তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পঞ্চপ্রকার ও সপ্তপ্রকার হন' ইত্যাদি। একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকধা হওয়া সম্ভবপর হয় না অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই ত্রিধাভাবাদি অবস্থাগুলি দেহেন্দ্রিয়াদিঘটিত; তবে যে, তাহাকে অশরীর বলা হয়, তাহার অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মজনিত দেহই লোকের প্রিয়াপ্রিয়ভাব সমুৎপাদন করিয়া থাকে; তখন তাঁহার কর্ম্মাধীন সেই দেহসম্বন্ধ থাকে না ॥৪॥৪॥১১॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ (সূত্রকার) স্বমতে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"দ্বাদশাহবৎ" ইত্যাদি।

"সঙ্কল্পাদেব" ইত্যেতদতঃ-শব্দেন পরামৃশ্যতে ; অতএব সঙ্কল্পাৎ, উভয়বিধং সশরীরমশরীরং চ মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ; এবঞ্চো-ভয়ী শ্রুতিরুপপদ্যতে ; দ্বাদশাহবৎ—যথা "দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুঃ" [—০ ?] "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" [—০ ?] ইত্যুপৈতি-যজতিচোদনাভ্যাং সঙ্কল্পভেদেন সত্রমহীনং চ ভবতি ॥৪॥৪॥১২॥

যদা শরীরাদ্যুপকরণবত্ত্বম্, তদা তানি শরীরাদ্যুপকরণানি স্বেনৈব স্রষ্টানীতি নাস্তি নিয়মঃ, ইত্যাহ—

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥৪॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্বভাবে (শরীরের অভাবে) সন্ধ্যবৎ (সুষুপ্তি সময়ের ন্যায়) উপপত্তেঃ (যেহেতু সঙ্গতি হয়)।]

[সরলার্থঃ—মুক্তৌ স্বসৃষ্টায়াঃ তনোঃ শরীরস্যাভাবেঽপি সন্ধ্যবৎ—স্বপ্নে ইব ভোগোপপত্তে-র্হেতোঃ [মুক্তঃ সত্যসংকল্পোঽপি স্বয়ং ন সৃজতি] ; স্বপ্নে যথা স্বকৃতসৃষ্ট্যভাবেঽপি পরমেশ্বর-সৃষ্টৈরুপকরণৈরেব জীবো ভুঙ্‌ক্তে, তথা মুক্তোঽপি লীলাপ্রবৃত্তেশ্বরসৃষ্টৈরেব উপকরণৈঃ পিতৃ-লোকাদিভিঃ লীলারসং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাশয়ঃ।

মুক্তিসময়ে নিজের দেহাদি বিদ্যমান না থাকিলেও স্বপ্নসময়ের ন্যায় ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়াই, মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প হইলেও কোন বস্তু সৃষ্টি করেন না ; পরন্তু কেবল পরমেশ্বরের সৃষ্ট বিবিধ উপকরণ দ্বারাই আপনি নানাবিধ লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥১৩॥]

সূত্রস্থ 'অতঃ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত "সংকল্পাদ্ এব" কথার অনুকর্ষণ করা হইতেছে। ভগবান্ বাদরায়ণ এই হেতুই—সত্যসংকল্পত্ব হেতুই মুক্তপুরুষকে উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই 'দ্বাদশাহ' যাগের ন্যায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত উভয়প্রকার শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে ; অর্থাৎ 'ধনাভিলাষী পুরুষগণ 'দ্বাদশাহ' যাগ প্রাপ্ত হইবে,' 'সন্তানার্থীদিগকে 'দ্বাদশাহ' যাগ করাইবে', এখানে 'উপৈতি' (উপেয়ুঃ) ও 'যজতি' (যাজয়েৎ) ক্রিয়া দ্বারা বিহিত দ্বাদশাহ যাগ যেমন সংকল্পভেদে উভয়রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] (*) ॥৪॥৪॥১২॥

মুক্তপুরুষের ভোগোপকরণ শরীরাদি যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন ভোগের জন্য তাহাকেই যে, শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

(*) তাৎপর্য্য—দ্বাদশাহযাগের সম্বন্ধে বিধি দুইটী—একটী ঋদ্ধিকামীর সম্বন্ধে, অপরটী প্রজাকামীর সম্বন্ধে। একই যজ্ঞের দুইপ্রকার কামনায় অনুষ্ঠানের বিধি থাকায় সেখানে যেমন—যাহার সম্পদ্‌কামনা আছে, তাহারও অনুষ্ঠেয়, এবং যাহার সম্পদ্‌কামনা নাই, কেবল প্রজাকামনা আছে, তাহারও অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ কামনাভেদে

স্বৈনৈব সৃষ্টতনুপ্রভৃত্যুপকরণাভাবে পরমপুরুষসৃষ্টৈরুপকরণৈ-র্ভোগোপপত্তেঃ সত্যসঙ্কল্পোঽপি স্বয়ং ন সৃজতি। যথা স্বপ্নে—"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যারভ্য "অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা" [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ, তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে, তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" [কঠ০ ২।৫।৮] ইতি ঈশ্বরসৃষ্টৈ রথাদ্যুপকরণৈর্জীবো ভুঙ্ক্তে; তথা মুক্তোঽপি লীলা-প্রবৃত্তেনেশ্বরেণ সৃষ্টৈঃ পিতৃলোকাদিভির্লীলারসং ভুঙ্ক্তে ॥৪॥৩॥১৩॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (দেহাদি সম্ভাবে) জাগ্রদ্বৎ (জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—স্বসংকল্পপ্রভাবেন সৃষ্টানাং তনুপ্রভৃত্যুপকরণানাং ভাবে সম্ভাবে সিদ্ধে সতি মুক্তপুরুষোঽপি জাগ্রদ্বৎ জাগ্রৎ পুরুষ ইব লীলারসং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ ॥

মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব প্রভাবে যখন ভোগোপকরণ দেহাদির সম্ভাব প্রমাণিত হইল, তখন মুক্তপুরুষও তাহাদ্বারা জাগ্রৎপুরুষের ন্যায়ই ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥১৪ ॥]

"তদভাবে" ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের স্বনির্ম্মিত ভোগোপকরণ দেহাদি বিদ্যমান না থাকিলেও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট উপকরণ দ্বারাই ভোগ সম্পাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প হইলেও নিজে আর তাহা সৃষ্টি করেন না; পরন্তু জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন—'[স্বপ্নসময়ে] রথ, রথযোগ—অশ্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করেন', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন; কারণ, সেখানে তিনিই কর্ত্তা', এবং 'জীব সুপ্ত হইলেও যিনি প্রচুরপরিমাণে কাম্যবিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হন, সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না' এই শ্রুত্যুক্ত ঈশ্বরসৃষ্ট রথাদি উপকরণ (ভোগসাধন) দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে, মুক্তপুরুষও তেমনি লীলা প্রবৃত্ত পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদি পদার্থ দ্বারা ঐশী লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, (সেখানে লৌকিক কাম-কর্ম্মের গন্ধও থাকে না) ॥৪॥৪॥১৩॥

একই যাগ উভয়বিধ ফলের সাধক হইয়া থাকে; তেমনি এখানেও মুক্তপুরুষ যখন ইচ্ছা করেন—'আমার দেহ হউক,' তখন তাঁহার দেহ থাকে, আবার যখন তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা না থাকে তখন দেহও থাকে না; সুতরাং উভয়বিধ ভাবই তাঁহার সম্ভবপর হইতেছে।

স্বসঙ্কল্পাদেব সৃষ্টতনুপ্রভৃতি-পিতৃলোকাদ্যুপকরণভাবে জাগ্রৎপুরুষ-ভোগবৎ মুক্তোঽপি লীলারসং ভুঙ্‌ক্তে পরমপুরুষোঽপি লীলার্থং দশরথ-বসুদেবাদিপিতৃলোকাদিকমাত্মনঃ সৃষ্ট্বা তৈর্মনুষ্যধর্ম্ম-লীলারসং যথা ভুঙ্‌ক্তে, তথা মুক্তানামপি স্বলীলায়ৈ পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজতি কদাচিৎ; কদাচিচ্চ মুক্তাঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ পরমপুরুষলীলান্তর্গতস্ব-পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজন্তীতি সর্ব্বমুপপন্নম্ ॥৪॥৪॥১৪॥

নন্বাত্মাণুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; কথমনেকশরীরেষ্বেকস্যাণোরাত্মাভিমান-সম্ভবঃ? ইত্যত্রাহ—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥৪॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদীপবৎ (প্রদীপের ন্যায়) আবেশঃ (প্রবেশ—ব্যাপ্তি), তথাহি (সেই-প্রকারই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—যথা প্রদীপস্যৈকদেশবর্ত্তিনোঽপি প্রভয়া অনেকদেশপ্রবেশঃ, তথা একদেহা-বস্থিতস্যাপি অণোরাত্মনঃ প্রভাস্থানীয়েন জ্ঞানেন অনেকদেহেষু আবেশঃ সম্ভবতি। তথাহি দর্শয়তি—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ অণোরপ্যাত্মন আনন্ত্যং জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ॥

ক্ষুদ্র দীপালোক যেরূপ একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রভাদ্বারা বহুদূরে প্রসর্পিত হয়, তদ্রূপ অণু আত্মা একদেহে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান দ্বারা যে, বহুদেহে ভোগানুভব করে, ইহা দোষাবহ হয় না। 'শতভাগে বিভক্ত একটি কেশাগ্রের একশত ভাগের একভাগের তুল্য হইতেছে জীব, সেই জীবই আবার অনন্তভাব প্রাপ্তিতেও সমর্থ হয়' ইত্যাদি শ্রুতিও সেই কথাই বলিতেছেন ॥৪॥৪॥১৫॥]

স্বীয় ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সদ্ভাবে মুক্তপুরুষও জাগ্রৎপুরুষেরই মত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন। স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ যেরূপ লীলার্থ দশরথ ও বসুদেব প্রভৃতিকে আপনা হইতে পিতৃরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে মনুষ্যোচিত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনার লীলাপ্রকাশার্থ কখনও বা মুক্তপুরুষদিগেরও পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা মুক্তপুরুষগণ নিজেরাও সত্য-সংকল্পত্ব নিবন্ধন পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজেদের পিতৃলোকাদি বিষয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন; অতএব এ পক্ষে কোন কথাই অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না ॥৪॥৪॥১৪॥

ভাল কথা, পূর্ব্বে আত্মাকে অণুপরিমাণ (সূক্ষ্মপরিমাণ) বলা হইয়াছে; অতএব অণুপরিমাণ একই আত্মার যুগপৎ বহুশরীরে অভিমান হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

যথা প্রদীপস্যৈকস্মিন্ দেশে বর্ত্তমানস্য স্বপ্রভয়া দেশান্তরাবেশঃ, তথা আত্মনোঽপ্যেকদেহস্থিতস্যৈব স্বপ্রভারূপেণ চৈতন্যেন সর্ব্বশরীরাবেশো নানুপপন্নঃ ; যথা চৈবাস্মিন্নপি দেহে হৃদয়াদ্যেকপ্রদেশবর্ত্তিনোঽপি চৈতন্য-ব্যাপ্ত্যা সর্ব্বস্মিন্ দেহ আত্মাভিমানঃ, তদ্বৎ। ইয়ান্ বিশেষঃ—অমুক্তস্য কর্ম্মণা সঙ্কুচিতজ্ঞানস্য দেহান্তরেষু আত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তির্ন সম্ভবতি ; মুক্তস্য তু অসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য যথাসংকল্পমাত্মাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তিঃ 'ইদম্' ইতি গ্রহণানুগুণা চ নানুপপন্না। তথাহি দর্শয়তি—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥" [শ্বেতা° ৫।৯]

ইতি অমুক্তস্য কর্ম্ম নিয়ামকম্, মুক্তস্য তু স্বেচ্ছেতি বিশেষঃ ॥৪॥৪॥১৫॥

ননু পরং ব্রহ্ম প্রাপ্তস্যান্তর-বাহ্যজ্ঞানলোপং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"প্রাজ্ঞে-নাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্" [বৃহদা° ৬।৩।২১] ইতি ; তৎ কথং মুক্তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যমুচ্যতে ? তত্রোত্তরম্—

প্রদীপ যেমন একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বীয় প্রভাদ্বারা স্থানান্তরে (অন্যস্থানে) প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, তেমনি একদেহে স্থিত আত্মারও স্বপ্রভাস্থানীয় চৈতন্য দ্বারা অপর সমস্ত শরীরে প্রবেশ করা অনুপপন্ন হয় না। যেমন একই দেহের মধ্যে হৃদয় প্রভৃতি প্রদেশবিশেষে বর্ত্তমান আত্মার চৈতন্যগুণের সংপ্রসারণ দ্বারা সমস্ত দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

এইমাত্র বিশেষ যে, অমুক্ত বা বদ্ধ পুরুষের জ্ঞান প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা সংকুচিত হওয়ায় দেহান্তরে আত্মাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞানব্যাপ্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু মুক্তপুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত থাকায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও আত্মাভিমানের অনুকূল এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তু গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যাপ্তি বা জ্ঞানপ্রসারণ অনুপপন্ন হয় না। 'শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনশ্চ শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীব তাহার একভাগের তুল্যপরিমাণ, সেই জীবই আবার আনন্ত্যলাভেও সমর্থ হয়', এই শ্রুতিও উক্তপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে। [মুক্ত ও অমুক্তের মধ্যে] বিশেষ এই যে, অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—কর্ম্ম, আর মুক্তের নিয়ামক হয়—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ॥৪॥৪॥১৫॥

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, 'জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সমালিঙ্গিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়ই জানে না' এই শ্রুতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞানবিলোপের কথা প্রকাশ করিতেছেন, তবে আবার মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা বলা হইতেছে কিরূপে ? তাহার উত্তর—

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥৪॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ (সুষুপ্তি ও মরণাবস্থার মধ্যে) অন্যতরাপেক্ষং (একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া [বলা হইয়াছে]), আবিষ্কৃতং (প্রকাশিত হইয়াছে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ননু ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য বাহ্যাভ্যন্তর-জ্ঞানবিলোপাৎ কথং তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ? ইত্যাহ—"স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ" ইত্যাদি।

নেদং মুক্তবিষয়কং বচনম্, অপিতু স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ অন্যতরাপেক্ষম্,—স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ, সম্পত্তিঃ—মরণম্, তয়োরন্যতরাপেক্ষম্,—সুষুপ্তিবিষয়কং, মরণবিষয়কং বেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ সুষুপ্তৌ মরণদশায়াং চ নিঃসংজ্ঞত্বং, মুক্তৌ চ সর্ব্বজ্ঞত্বং স্বয়ং শ্রুত্যৈব আবিষ্কৃতম্—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি—অয়মহমস্মীতি" ইতি সুষুপ্তিবিষয়য়া, "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" ইতি মরণবিষয়য়া, "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইতি মোক্ষবিষয়য়া চ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ ॥

ভাল, ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির যখন বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার আবার সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় কিপ্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ" ইত্যাদি।

শ্রুতিতে যে, বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞানবিলোপের কথা আছে, তাহা মুক্তিবিষয়ে নহে, পরন্তু সুষুপ্তি ও মরণ বিষয়ে, অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মরণদশায় যে জ্ঞানবিলোপ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মুক্তি-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া নহে। কারণ, সুষুপ্তি ও মৃত্যুদশায় জ্ঞানলোপ হয়, আর মোক্ষদশায় যে, জ্ঞানসদ্ভাব থাকে, স্বয়ং শ্রুতিই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ; সুষুপ্তিবিষয়ে যথা—'এই সুষুপ্ত পুরুষ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই এখন বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে পারিতেছে না' ইতি ; মরণবিষয়ে শ্রুতি যথা—'জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার তাহাদের সঙ্গেই বিলীন হয়' ইতি ; আর মোক্ষবিষয়ে শ্রুতি যথা—'আত্মদর্শী মুক্তপুরুষ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন' ইতি। [উক্ত শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সুষুপ্তি ও মৃত্যুদশায় কোন জ্ঞানই থাকে না, অথচ মোক্ষদশায় সে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে ॥৪॥৪॥১৫॥] [ইতি পঞ্চম অভাবাধিকরণ ॥৫॥]

নেদং বচনং মুক্তবিষয়ম্ ; অপি তু স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্। স্বাপ্যয়ঃ—সুষুপ্তিঃ ; সম্পত্তিশ্চ মরণম্, "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইত্যারভ্য "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি বচনাৎ।

পূর্ব্বোক্ত "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিটী মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু 'স্বাপ্যয়' ও 'সম্পত্তি' এতদন্যতর অবস্থাবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্বাপ্যয়' অর্থ—সুষুপ্তি ; আর 'সম্পত্তি' অর্থ—মরণ। "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" (বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়), এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" অর্থাৎ তেজ বা

তয়োশ্চাবস্থয়োঃ প্রাজ্ঞপ্রাপ্তিনিঃসম্বোধত্বং চ বিদ্যেত ; অতস্তয়োরন্যতরাপেক্ষমিদং বচনম্। সুষুপ্তি-মরণয়োর্নিঃসম্বোধত্বং, মুক্তস্য চ সর্ব্বজ্ঞত্বমাবিষ্কৃতং হি শ্রুত্যা—"নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" [ছান্দো০ ৮।১১।২] ইতি সুষুপ্তিবেলায়াং নিঃসম্বোধত্বমুক্ত্বা তস্মিন্নেব বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য "স বা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" [ছান্দো০ ৮।১২।৫] ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বমুচ্যতে। তথা "সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি চ স্পষ্টমেব সর্ব্বজ্ঞত্বমুচ্যতে। তথা মরণে চ নিঃসম্বোধত্বম্ "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যুক্তম্। বিনশ্যতি নশ্যতীত্যর্থঃ। অতঃ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইতি বচনং স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষম্ ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

শারীর উষ্মা আবার পরাদেবতাতে সম্মিলিত হয় [সুতরাং এখানে সম্পত্তি-শব্দের অর্থ যে, মরণ, তাহা নিশ্চিত]। এই সুষুপ্তি ও মরণাবস্থায় জীবের প্রাজ্ঞ-পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ও সংজ্ঞাহীনভাব শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন একটী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলা হইয়াছে বিশেষতঃ সুষুপ্তি ও মরণাবস্থায় সংজ্ঞার অভাব এবং মুক্তপুরুষে সর্ব্বজ্ঞতার সদ্ভাব স্বয়ং শ্রুতিই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—'এই সুষুপ্তপুরুষ নিশ্চয়ই এখন আপনাকে জানিতেছে না যে, 'আমি অমুক', এবং এই দৃশ্যমান ভূতনিবহকেও জানিতেছে না ; যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে ; আমি এই অবস্থায় জীবের কিছুমাত্র ভোগ্য দেখিতেছি না', এইরূপে সুষুপ্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীনতা বলিয়া, সেই বাক্যেই আবার মুক্তপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সর্ব্বজ্ঞতা বলিতেছেন—'সেই এই মুক্তপুরুষ দিব্য চক্ষু মনের দ্বারা ব্রহ্মলোকবর্ত্তী এই সমস্ত কাম্যবিষয় দর্শন করিতেছেন'। এইরূপ 'আত্মদর্শী সর্ব্ব বিষয় দর্শন করেন, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিষয় প্রাপ্ত হন', এখানে ত স্পষ্টাক্ষরেই সর্ব্বজ্ঞতার কথা রহিয়াছে। এইরূপ মরণসময়েও যে, কোনপ্রকার জ্ঞান থাকে না, তাহাও 'এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার সে সমুদয়কেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়' এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির 'বিনশ্যতি' কথার অর্থ—'দর্শন করে না'। অতএব বুঝিতে হইবে যে, "প্রাজ্ঞেন আত্মনা" এই শ্রুতিবাক্যটী 'স্বাপ্যয়' ও 'সম্পত্তি' অবস্থাদ্বয়ের অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, (কিন্তু মুক্তপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নহে) ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চম অভাবাধিকরণ ॥৫॥]

জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণম্।] **জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ-সন্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪॥৪॥১৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং (জগৎ-রচনা কার্য্য ছাড়া) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতে) অসন্নিহিতত্বাৎ (নিকটে ঐ কথা না থাকায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—মুক্তস্য ঐশ্বর্য্যং কিং পরমপুরুষাসাধারণং জগৎসৃষ্ট্যাদিকমপি? উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মেব? ইতি সংশয়ে আহ—"জগদ্ব্যাপারবর্জম্" ইত্যাদি।

মুক্তস্য যদৈশ্বর্য্যম্, তৎ জগদ্ব্যাপারবর্জম্—জগৎসৃষ্টিনিয়মনাদিরূপো যঃ পারমেশ্বরো ব্যাপারঃ, তং বর্জ্জয়িত্বা পরিত্যজ্য; তদৈশ্বর্য্যং কেবলং পরমপুরুষানুভববিষয়মিত্যর্থঃ। জগদ্ব্যাপারস্তু পারমেশ্বর এব; কস্মাৎ? প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি বিততং প্রকরণং হি ব্রহ্মবিষয়ং বর্ত্ততে, ন মুক্তপুরুষবিষয়ম্; নাপ্যত্র মুক্তপুরুষস্য সন্নিধানমপি বর্ত্ততে, যেন জগদ্ব্যাপারে তস্যাপি সম্বন্ধঃ কল্প্যেত; অতো জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৪॥৪॥১৭॥]

কিং মুক্তস্যৈশ্বর্য্যং জগৎসৃষ্ট্যাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্ব্বেশ্বরত্বমপি, উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ। কিং যুক্তম্? জগদীশ্বরত্বমপীতি। কুতঃ? "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" [মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ। নহি পরমসাম্য-সত্যসঙ্কল্পত্বে সর্ব্বেশ্বরাসাধারণজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যেতে; অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্ব-পরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি মুক্তস্যৈশ্বর্য্যমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য হয়, এইমাত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের যে, অনন্যসাধারণ প্রভুত্ব আছে, মুক্তের ঐশ্বর্য্যও কি সেইরূপই? অথবা তাহার ঐশ্বর্য্য কেবল পরমপুরুষ ভগবদনুভবের অনুকূল শরীরাদি সৃষ্টিবিষয়কমাত্র? কোন পক্ষটী যুক্তিযুক্ত? জগদীশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎসৃষ্ট্যাদিবিষয়ক ঐশ্বর্য্য-পক্ষই। কারণ? যেহেতু 'নিরঞ্জন (রাগাদিদোষরহিত) পুরুষ পরম সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমপুরুষের সহিত আত্যন্তিক সাম্যলাভের কথা রহিয়াছে, এবং শ্রুতিতে তাঁহাকে সত্যসংকল্পও বলা হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বরের অসাধারণ অর্থাৎ যাহার অভাবে সর্ব্বেশ্বরত্বই হইতে পারে না, সেই জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদি কার্য্যের অভাবে কখনই পরমসাম্য ও সত্যসংকল্পত্ব ধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মের সহিত পরম-সাম্যলাভ উপপাদনের জন্যই তাহার সমগ্র জগৎ-পরিচালনাদি ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হইবে (*); এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলি—

(*) তাৎপর্য্য—এই জগদ্ব্যাপারবর্জ অধিকরণটী সতর হইতে বাইশ পর্য্যন্ত ছয়টী সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তপুরুষের ভোগ বা ঐশ্বর্য্যচিন্তা। (২) সংশয়—মুক্তপুরুষের ভোগ

[সিদ্ধান্তঃ—]

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্—ইতি। জগদ্ব্যাপারঃ—নিখিলচেতনাচেতনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদনিয়মনম্, তদ্বর্জ্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজ-ব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ? প্রকরণাৎ—নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ ভৃগু০ ১ অনু] ইতি। যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে; অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বম্। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১] "ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইতি। জগদ্ব্যাপার অর্থ—চেতনাচেতন সমস্ত জগতের স্থিতি ও কার্য্য-বিভাগের নিয়মন (নিয়মিত করা); তদ্ভিন্ন—সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যাবরণবিনির্ম্মুক্ত মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য হইতেছে—যথাযথরূপে ব্রহ্মানুভব করা। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কি? প্রকরণই কারণ; যেহেতু পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই নিখিল জগৎশাসনের কথা পঠিত আছে; যথা,—'এই সমস্ত ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয় কালেও যাহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাকেই বিশেষভাবে জান, তিনিই ব্রহ্ম' ইতি। পক্ষান্তরে এই সর্ব্বজগৎশাসনকার্য্যে যদি ঈশ্বরের ন্যায় মুক্তপুরুষগণেরও তুল্য অধিকার থাকিত, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব কথাটী কখনই ব্রহ্মের লক্ষণমধ্যে সন্নিবেশিত হইত না; কারণ, যাহা অসাধারণ—অন্যত্র নাই, তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে [কিন্তু জগৎশাসন যদি ঈশ্বর ও মুক্ত, উভয়েরই তুল্য হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব আর ব্রহ্মের লক্ষণ হইবে কিরূপে?]। তাহার পর, 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল, তিনি সংকল্প করিলেন— আমি বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন', 'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একাকী থাকিয়া সমর্থ হইলেন না, তিনি প্রশস্ত ক্ষত্রিয়জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন, যাহারা

কিরূপ?—উহা কি জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদিরূপ? অথবা কেবল ব্রহ্মবিভূতি-অনুভবাত্মকমাত্র? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মুক্ত পুরুষ যখন অত্যন্তরূপে ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন, তখন ব্রহ্মের ন্যায় তাহারও জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি কার্য্যে অধিকার থাকা সম্ভব হয়। (৪) উত্তর—না, মুক্তের জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি করা ঐশ্বর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, সৃষ্টিপ্রকরণে ব্রহ্মেরই কথা আছে, কিন্তু মুক্তের নামোল্লেখও নাই; তবে তাহার ব্রহ্মসাম্য কথার অর্থ—ব্রহ্ম যেরূপ নিজের বিভূতি অনুভব করেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষও ব্রহ্মবিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন। (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তের যে, ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মসাম্যের কথা আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মানুভব ও তদ্বিভূতি বিষয়ে বুঝিতে হইবে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ঐশ্বরিক ব্যাপার বিষয়ে নহে।

ক্ষত্রং—যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণি—ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা০ ৩।৪।১১] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকানসৃজত” [ঐত০ ১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি” [মহো০ ১।১] ইত্যাদিষু। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [শতপথ০ ১৪।৫।৩০] ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে। অসন্নিহিতত্বাচ্চ—নচৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি ; যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ ॥৪॥৪॥১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ (শ্রুতির উপদেশ হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ (জগৎরক্ষার অধিকারে নিযুক্ত ব্রহ্মাপ্রভৃতির লোকসম্বন্ধী ভোগের উক্তি হেতু)।]

এই দেবক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান’ ‘অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপই ছিল, ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না; তিনি সংকল্প করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন’, ‘একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই দ্যাবাপৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না ; তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না ; তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর তাহার একটী কন্যা ও দশটী ইন্দ্রিয়—’ ইত্যাদি [শ্রুতিবাক্যেও সৃষ্টিকার্য্যে একমাত্র ব্রহ্ম-প্রসঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায়]। তাহার পর, ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে ব্যবহিত’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যেও কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎশাসনাদি কার্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার পর অসন্নিহিতত্বও অপর কারণ,—এই যে সমস্ত জগৎশাসনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ইহার কোথাও মুক্তপুরুষের সান্নিধ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই; যাহাতে তাঁহারও জগৎ-শাসনাদি ক্ষমতা পরিকল্পনা করা যাইতে পারে ; [অতএব বুঝিতে হইবে, মুক্তপুরুষের জগৎ-শাসনাদি কার্য্যে ক্ষমতা নাই] ॥৪॥৪॥১৭॥

[সরলার্থঃ—প্রত্যক্ষেণ—'স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যা মুক্তস্যাপি জগদ্ব্যাপারোপদেশাৎ জগদ্ব্যাপারেঽপি তস্যাধিকার ইতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—আধিকারিকাণাং পরমপুরুষেণ লোক-স্থিতি-নিয়মাদিকার্য্যেষু নিযুক্তানাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং যানি মণ্ডলানি লোকাঃ, তত্রত্যভোগেষু যথোক্ত-শ্রুতৌ কামচারোক্তেরিত্যর্থঃ ॥

'সেই মুক্তপুরুষ স্বর'ট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) যথেচ্ছভোগ হইয়া থাকে' ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুতিতে মুক্তপুরুষের ভোগোল্লেখ থাকায় যদি বল যে, জগৎ-ব্যাপারেও মুক্তপুরুষের অধিকার আছে; [তদুত্তরে বলি,] না—তাহাতে অধিকার নাই; কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতিতে যে, কামচারের কথা আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল আধিকারিকমণ্ডলস্থ ভোগের কথা, অর্থাৎ ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্টিস্থিতি সংহারে নিযুক্ত হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতির অধিকারভুক্ত যে সমস্ত ভোগস্থান, সেই সমস্ত লোকে মুক্তপুরুষের কামচার বা স্বাধীন বৃত্তি হইয়া থাকে মাত্র, (অন্যত্র নহে) ॥৪॥৪॥১৮॥]

"স স্বরাড়্ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] "স ইমান্ লোকান্—কামান্নী কামরূপ্যনুসংচরন্" [তৈত্তি০ ভৃগু০ ১০।৫] ইতি প্রত্যক্ষেণ—শ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপার উপদিশ্যতে; অতো ন জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি চেৎ; তন্ন, আধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ; আধি-কারিকাঃ—অধিকারেষু নিযুক্তা হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ; মণ্ডলানি তেষাং লোকাঃ; তৎস্থা ভোগাঃ মুক্তস্যাকর্ম্মবশ্যস্য ভবন্তীত্যয়মর্থঃ "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে। অকর্ম্মপ্রতিহতজ্ঞানো মুক্তো বিকারলোকান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভূয়

যদি বল, তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) তাহার কামচার বা স্বেচ্ছাবৃত্তি হইয়া থাকে', 'সেই মুক্তপুরুষ কামরূপী অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে রূপপরিগ্রহ করিয়া এই সমস্ত লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ—শ্রুতিতে জাগতিক কার্য্যেও মুক্তপুরুষের অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহার অধিকারকে "জগদ্ব্যাপারবর্জম্" বলা যাইতে পারে কিরূপে? না—সে কথাও হইতে পারে না; কারণ, উহা হইতেছে আধিকারিক-মণ্ডলস্থ ভোগের কথা; 'আধিকারিক' অর্থ—কার্য্যাধিকারবিশেষে নিযুক্ত—হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি; মণ্ডল অর্থ—সেই আধিকারিকগণের লোক বা ভোগস্থান; সেই সমস্তলোকে মুক্ত-পুরুষের ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায়েই "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মুক্তপুরুষের জ্ঞানশক্তি প্রাক্তন কর্ম্ম বা কর্ম্মবাসনা দ্বারা প্রতিহত হয় না, তখন তিনি বিকার বা গুণপরিণামভূত ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ব্রহ্মমহিমা অনুভব

যথাকামং তৃপ্যতীত্যর্থঃ। তদেবং বিকারান্তর্ব্বর্ত্তিন আধিকারিক-মণ্ডলস্থান্ সর্ব্বান্ ভোগান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভবতীত্যনেন বাক্যেনোচ্যতে; ন জগদ্ব্যাপারঃ ॥৪॥৪॥১৮॥

যদি সংসারিবৎ মুক্তোঽপি বিকারান্তর্বর্ত্তিনো ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, তর্হি বদ্ধস্যেব মুক্তস্যাপ্যন্তবদেব ভোগ্যজাতমল্পং চ স্যাৎ; তত্রাহ—

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারাবর্ত্তি (নির্ব্বিকার) চ (নিশ্চয়) তথাহি (সেইরূপই) স্থিতিং (অবস্থান) আহ (বলিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—নন্বু মুক্তোঽপি যদি বিকারাত্মকানেব ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, তর্হি বদ্ধাৎ সংসারিণোঽস্য কো বিশেষঃ? ইত্যত আহ—

"বিকারাবর্ত্তি চ" ইত্যাদি। সূত্রে চ-শব্দোঽবধারণে বিকারেষু উৎপত্ত্যাদিষু ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি পরং ব্রহ্ম; তদেব হি মুক্তস্য মুখ্যং ভোগ্যম্; সবিভূতিকস্য ব্রহ্মণোঽনুভাব্যতয়া তদ্বিভূতিষু বিকারেষ্বপি মুক্তস্য কামচারো ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি স্থিতিমাহ—মুক্তস্য পরমানন্দঘনে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতিমাহ শ্রুতিঃ—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে * * * অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইত্যাদ্যা; ততশ্চ নির্ব্বিকারং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব সাক্ষাদনুভাব্যং মুক্তস্যেতি ভাবঃ ॥

ভাল, মুক্তপুরুষও যদি বিকারাত্মক বিষয়ই উপভোগ করে, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারী হইতে তাহার বিশেষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বিকারাবর্ত্তি চ" ইত্যাদি।

যাহা কখনও বিকাররূপে বর্ত্তমান থাকে না, তাহার নাম—বিকারাবর্ত্তী; নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম বিকারাবর্ত্তী; সেই বিকারাবর্ত্তী পরব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্তপুরুষের ভোগ্য বা অনুভবের বিষয়। ব্রহ্মানুভূতি করিতে হইলেই তাঁহার বিভূতিও অবশ্যই অনুভব করিতে হয়; কাজেই মুক্তপুরুষকে বিকারান্তর্গত ভোগ্য বিষয়ও অনুভব করিতে হয়; অতএব মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিতেছে ॥৪॥৪॥১৯॥]

করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিকারের (গুণপরিণামের) অন্তর্গত আধিকারিক পুরুষদিগের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভোগস্থানে ব্রহ্মমহিমাত্মক নানাবিধ ভোগ তিনি অনুভব করিয়া থাকেন, এই অর্থই 'স্বরাট্' শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪॥৪॥১৮॥

এখন আপত্তি হইতেছে যে, সংসারীর ন্যায় মুক্তপুরুষকেও যদি বিকারান্তর্গত ভোগ্য বিষয়ই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারীর ন্যায় মুক্তেরও ভোগ্য বিষয়গুলি অন্তবান্ (বিনশ্বর) ও অল্প হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বিকারাবর্ত্তি" ইত্যাদি।

বিকারে জন্মাদিকে ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি ; নির্ধূতনিখিলবিকারং নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানং নিরতিশয়ানন্দং পরং ব্রহ্ম সবিভূতিকং সকলকল্যাণগুণমনুভবতি মুক্তঃ। তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বেন স্থিতিমাহ শ্রুতিঃ—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" [তৈত্তি° আন° ৭।২।১] "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদিকা। তদ্বিভূতিভূতং চ জগৎ তত্রৈব বর্ত্ততে "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" [কঠ° ২।৫।৮] ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ সবিভূতিকং ব্রহ্মানুভবন্ বিকারান্তর্বর্ত্তিন আধিকারিকমণ্ডলস্থানপি ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি "সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ" [ছান্দো° ৭।২৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে ; ন মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারঃ ॥৪॥৪॥১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥৪॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তঃ (প্রদর্শন করিতেছে), চ (ও) এবং (এইপ্রকার) প্রত্যক্ষানুমানে (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতি।]

বিকার অর্থ—জন্মাদি ; যিনি সেই জন্মাদি বিকারসম্পন্ন নহে—জন্মাদিরহিত, তিনি বিকারাবর্ত্তী—যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারসংসর্গশূন্য, সর্ব্ববিধ হেয়বিরোধি মঙ্গলপ্রবণ, এবং সর্ব্বাধিক আনন্দময় ও সকল কল্যাণনিধান, মুক্তপুরুষ সেই পরব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতিনিচয় অনুভব করিয়া থাকেন। বিকারান্তর্গত ভোগভূমিগুলিও ব্রহ্মবিভূতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ; কাজেই সেই সমস্ত স্থানগুলি মুক্তপুরুষেরও অনুভাব্য হইয়া থাকে। দেখ, স্বয়ং শ্রুতিও নির্ব্বিকার ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভবকর্ত্তারূপে মুক্তপুরুষেরও অবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছেন,—'যে সময় এই মুক্ত পুরুষ অদৃশ্য দৃষ্টির অগোচর) অনাত্ম্য (স্থূল-সূক্ষ্মদেহরহিত) অনিলয়ন (যাহা কোথাও লয় প্রাপ্ত হয় না, তাদৃশ) এই ব্রহ্মে অভয়—সর্ব্বভয়নিবারণ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি) লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন', 'তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়' ইত্যাদি। পরব্রহ্মের বিভূতি এই দৃশ্যমান জগৎও তাঁহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'সমস্ত জগৎই তাঁহাতে আশ্রিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না'। অতএব মুক্তপুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে করিতে যে, বিকারান্তর্গত আধিকারিক-মণ্ডলস্থিত ভোগ্য বিষয়নিচয়কেও ভোগ বা অনুভব করিয়া থাকেন, 'সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই কথাই প্রতিপাদিত হইতেছে, কিন্তু মুক্তপুরুষের জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪॥৪॥১৯॥

[সরলার্থঃ—প্রত্যক্ষং শ্রুতিঃ ; অনুমানং—স্মৃতিঃ ; তে অপি উক্তমর্থং যথোক্তপ্রকারমেব দর্শয়তঃ ; "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ ; "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদিকা চ স্মৃতিরিত্যর্থঃ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থ—শ্রুতি, আর অনুমান অর্থ—স্মৃতি ; [কারণ, স্মৃতিবাক্য দেখিলেই তন্মূলীভূত শ্রুতিরও অনুমান হইয়া থাকে ।] সেই শ্রুতি স্মৃতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরপ্রসূত তদ্বিভূতি বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' এবং 'হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন' ইত্যাদি। আর স্মৃতি হইতেছে—'আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থান, আমা হইতেই সর্ব্ব জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে' ইত্যাদি ॥৫॥৪॥২০॥]

অস্য প্রত্যগাত্মনো মুক্তস্য নিয়াম্যভূতস্য নিয়ন্তৃভূতপরমপুরুষাসাধারণং জগদ্ব্যাপাররূপং নিয়মনং ন সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; নিখিলজগন্নিয়মনরূপো ব্যাপারঃ পরমপুরুষাসাধারণ ইতি দর্শয়তঃ শ্রুতিস্মৃতী—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৭।২।১] ইতি "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিঃ ; তথা "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [বৃহদা০ ৬।৪।১২] ইতি চ শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে" [গীতা০ ৯।১০] ইতি,
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি চ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জগতের নিয়ন্তা বা শাসনকর্ত্তা পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্ম জগদ্ব্যাপাররূপ শাসনকার্য্যটী নিয়াম্য বা ঈশ্বর-শাসনাধীন মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিখিল জগৎ-শাসনরূপ ব্যাপারটী যে, পরমপুরুষ পরব্রহ্মেরই অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতেছে ; তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে—'ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ নিজনিজ কার্য্যে নিরত রহিয়াছে', 'হে গার্গি, এই অক্ষর বা কূটস্থ ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ পড়িয়া যাইতেছে না' ইত্যাদি ; আরও একটী শ্রুতি এই যে, 'ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি (শাসক), ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই এই জগতের সাঙ্কর্য্য-নিবারণের উপায়ভূত সেতুস্বরূপ' ইতি। স্মৃতিও আছে—'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে ; এই কারণেই জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং আমিই এক অংশে এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি' ইতি।

তথা মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বাদিপূর্ব্বকস্যাপ্যানন্দস্য পরমপুরুষ এব হেতু-রিতি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি"—

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

—[তৈত্তি° আন° ৭।২১] ইতি।

যদ্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপর্য্যন্তো গুণগণঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বাভাবিক এবাবির্ভূতঃ, তথাপি তস্য তথাবিধত্বমেব পরমপুরুষায়ত্তম্; তস্য নিত্যস্থিতিশ্চ তদায়ত্তা; পরমপুরুষস্যৈতন্নিত্যতায়াঃ নিত্যেষ্টত্বাৎ নিত্যতয়া বর্ত্তত ইতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ। এবমেব পরমপুরুষ-ভোগোপকরণস্য লীলোপকরণস্য চ নিত্যতয়া শাস্ত্রাবগতস্য পরম-পুরুষস্য নিত্যেষ্টত্বাদেব তথাঽবস্থানমস্তীতি শাস্ত্রাদবগম্যতে; অতো মুক্তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বং পরম-পুরুষ-সাম্যং চ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্॥৪॥৪॥২০॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ॥৪॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ (কেবল ভোগাংশে সাদৃশ্যরূপ চিহ্ন হেতু) চ ও)।]

এইরূপ মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্মের সহিত আনন্দাবির্ভাব হয়, তাহারও হেতু স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ই বটে। সাক্ষাৎ শ্রুতি স্মৃতিও একথা বলিতেছেন—'ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দিত করেন', 'যে জন অব্যভিচারী বা অনন্যগামী ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করে, সে ব্যক্তি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয়। আমিই ব্রহ্মার আশ্রয় এবং অক্ষয় অমৃতত্বের (মুক্তির) ও চিরন্তন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও আশ্রয় স্থান।' যদিও জীবের অপহতপাপ্মত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্বপর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণরাশিই মুক্তিদশায় প্রকটিত হয় সত্য, তথাপি তাহার তাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরেরই আয়ত্ত এবং তাহার নিত্য-স্থিতিও পরমেশ্বরেরই অধীন; জীবের যে, তথাবিধ গুণবিশিষ্ট নিত্যতা, তাহা পরমেশ্বরেরই নিত্যাভীষ্ট; সুতরাং তথাবিধ গুণ ও স্থিতি নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না। আর শাস্ত্রেতে যে, পরমপুরুষ ভগবানের ভোগোপকরণ ও লীলাসাধনের নিত্যতা জানা যায়, বুঝিতে হইবে, তাহাও তাঁহার নিত্যাভিপ্রেত বলিয়াই চিরকাল বিদ্যমান থাকে; ইহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। অতএব মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মসাম্য, তাহা জগৎ-রচনাদি অংশে নহে, তদ্ভিন্ন বিষয়ে বুঝিতে হইবে॥৪॥৪॥২০॥

[সরলার্থঃ—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি ব্রহ্মানুভবরূপ-ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাদপি মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারবর্জমৈশ্বর্য্যমিত্যবগম্যত ইত্যর্থঃ ॥

'তিনি (মুক্তপুরুষ) সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার কামভোগ করেন', এই শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মানুভবরূপ ভোগাংশেই ব্রহ্মসাম্য কথিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, জগদ্ব্যাপারাতিরিক্ত বিষয়েই মুক্তপুরুষের ব্রহ্মসাম্য বা ঐশ্বর্য্য, জগদ্ব্যাপারে নহে ॥৪॥৪॥২১॥]

ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনাচ্চ লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিত্যবগম্যতে "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি। অতো মুক্তস্য পরমপুরুষসাম্যং সত্যসঙ্কল্পত্বং চ পরম-পুরুষাসাধারণনিখিলজগন্নিয়মনশ্রুত্যানুগুণ্যেন বর্ণনীয়মিতি জগদ্ব্যাপার-বর্জমেব মুক্তৈশ্বর্য্যম্ ॥৪॥৪॥২১॥

যদি পরমপুরুষায়ত্তং মুক্তৈশ্বর্য্যম্, তর্হি তস্য স্বতন্ত্রত্বেন তৎসঙ্কল্পাৎ মুক্তস্য পুনরাবৃত্তিসম্ভবাশঙ্কেত্যত্রাহ—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অনাবৃত্তিঃ (আবৃত্তির—পুনরাগমনের অভাব) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানু-সারে)।]

'মুক্তপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামভোগ করিয়া থাকেন', এই শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মের যথাযথভাবের অনুভবরূপ ভোগেই ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ গ্রাহক বাক্য হইতে জগদ্ব্যাপার ভিন্নত্বই জানা যাইতেছে। অতএব পরমপুরুষ ভগবানের অসাধারণ কার্য্য নিখিল-জগৎ-শাসনের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুসারেই মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও পরমপুরুষ—সাম্য কথার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং জগদ্ব্যাপার ভিন্ন বিষয়েই তাহার ঐশ্বর্য্য বুঝিতে হইবে ॥৪॥৪॥২১॥

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে মুক্তপুরুষেরও পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ সম্ভাবিত হইতে পারে তদুত্তরে বলিতেছেন "অনাবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—নমু মুক্তস্যৈশ্বর্য্যং যদি পরমপুরুষায়ত্তম্, তর্হি কদাচিৎ তৎসংকল্পবশাৎ পুনরাবৃত্তিরপি সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—"অনাবৃত্তিঃ" ইত্যাদি।

'স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শব্দাৎ—শ্রুতিপ্রমাণাদেব নিবৃত্তনিখিলাবিদ্যস্য চরিতাধিকারস্যাবিভূ র্তস্বরূপস্য পরমানন্দং পরং ব্রহ্মানুভবতঃ অনাবৃত্তিঃ—সংসারে পুনঃ প্রবেশাভাবোঽবধার্য্যতে। দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা ॥

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলে কখনও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে কোন সময় মুক্তপুরুষেরও সংসারে পুনরাগমন সম্ভব হইতে পারে; তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অনাবৃত্তিঃ" ইত্যাদি। না, যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের অধীন হউক, তথাপি শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে বুঝা যায় যে, তাহাকে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—'সেই জ্ঞানী পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আইসেন না' ইতি। অতএব মুক্তপুরুষের অনাবৃত্তিই অবধারিত হইতেছে ॥৪॥৪॥২২॥]

[ষষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণ ॥৯॥]

সেয়মল্পপদোপেতা রামানুজমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদ্ভূতা 'সরলা' স্যাৎ সতাং মুদে ॥
বেদব্যাসমুনের্ব্বাচো গম্ভীরা দুরবগ্রহাঃ।
তদত্র স্পষ্টসংক্ষিপ্তব্যাখ্যায়াং মে সমুদ্যমঃ ॥
যদত্র স্খলিতং কিঞ্চিৎ প্রমাদ-জনিতং ভবেৎ।
সন্তঃ সন্তোষয়ন্তোঽন্তঃ সদয়াঃ শোধয়ন্তু তৎ ॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-বিরচিতায়াং ব্রহ্মসূত্রবিবৃতৌ
সরলায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৪॥৪॥]

যথা নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানো জগজ্জন্মাদিকারণং সমস্ত-বস্তুবিলক্ষণঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্প আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিঃ পরম-কারুণিকো নিরস্তসমাভ্যধিকসম্ভাবনঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পরমপুরুষোঽস্তীতি শব্দাদবগম্যতে; এবমহরহরনুষ্ঠীয়মান-বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুগৃহীত-তদুপাসনরূপ-

---

সর্ব্ববিধ হেয়গুণের বিপরীত কল্যাণ-পরায়ণ, জগৎ-জননাদির কারণ, সর্ব্ববস্তুবিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, শরণাগতবাৎসল্যের জলধিস্বরূপ, পরমদয়ালু, এবং যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সেই পরব্রহ্মনামক পরম পুরুষের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র শব্দ হইতে—শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানিতে পারা যায়, তেমনি যাহারা নিরন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানবলে ভগবদুপাসনারূপ

তৎসমারাধনপ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তদুস্তরকর্ম্মসঞ্চয়রূপা-বিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপানবধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্না-বর্ত্তয়তীত পি শব্দাদেবাবগম্যতে ; শব্দশ্চ—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে" "ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যা-দিকঃ। তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ইতি।

[গীতা০ ৮।১৩,১৬]।

নচোচ্ছিন্নকর্ম্মবন্ধস্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য পরব্রহ্মানুভবৈকস্বভাবস্য তদেকপ্রিয়-স্যানবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতোঽন্যাপেক্ষা-তদর্থারম্ভাদ্যসম্ভবাৎ পুন-রাবৃত্তিশঙ্কা। ন চ পরমপুরুষঃ সত্যসঙ্কল্পোঽত্যর্থপ্রিয়ং জ্ঞানিনং লব্ধা কদাচিদাবর্ত্তয়িষ্যতি; য এবমাহ—

আরাধনা করেন, তাহাদের সেই আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবান্ নিজেই তাহাদের অনাদি-কালসঞ্চিত অনন্ত অপার কর্ম্মরাশিরূপ অবিদ্যা অপনীত করিয়া এবং স্বীয় যথার্থ তত্ত্বানু-ভবাত্মক নিরতিশয় পরমানন্দপ্রদান করিয়া সেই উপাসকদিগকে আর ফিরাইয়া দেন না, ইহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যাইতেছে। এবিষয়ে শ্রুতি হইতেছে—'তিনি এইরূপে জীবন অতি-বাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন, সেখান হইতে আর প্রত্যাগমন করেন না—প্রত্যাগমন করেন না' ইত্যাদি। স্বয়ং ভগবান্ও এইকথা বলিয়াছেন—'যে সমস্ত মহাত্মা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুঃখস্থান এই অনিত্য জগতে আর জন্ম ধারণ করে না। হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না' ইতি। বিশেষতঃ যাহার কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানসংকোচ বা জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়াছে, এবং পরব্রহ্মানুভব যাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, নিরতিশয় আনন্দানুভবকারী ভগবৎপ্রিয় সেই মুক্ত-পুরুষের অপেক্ষণীয় অপর কোনও বিষয় না থাকায়, তজ্জন্য কোনপ্রকার কর্ম্মারম্ভও সম্ভবপর হয় না; সুতরাং কর্ম্মফলে তাহার আর পুনরাবৃত্তিরও সম্ভাবনা করা যায় না। আর ইহাও কখনই সম্ভব হয় না যে, যিনি নিজে বলিয়াছেন -'আমি জ্ঞানী পুরুষদিগের অত্যন্ত

"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" ইতি।

সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ; ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥৪॥৪॥১২॥

[ইতি ষষ্ঠং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাধিকরণম্॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য
চতুর্থঃ পাদঃ॥৪॥৪॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

শাস্ত্রং চ পরিসমাপ্তম্॥০॥

প্রিয়, এবং জ্ঞানীপুরুষও আমার প্রিয় ; ইহারা সকলেই উদার—মহাত্মা, তন্মধ্যে জ্ঞানীকে কিন্তু আমি আত্মা বলিয়াই মনে করি ; কারণ, আমাতে একাগ্রচিত্ত সেই জ্ঞানী আমাকেই সর্ব্বোত্তম গন্তব্যস্থান বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে' 'বহু জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে' 'যিনি বাসুদেবকেই সর্ব্বময় বলিয়া মনে করেন, সেরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ' ইত্যাদি। সত্যসংকল্প সেই পরম-পুরুষ ভগবান্ যে, আপনার একান্তপ্রিয় জ্ঞানীকে প্রাপ্ত হইয়া কখনও ফিরাইয়া দিবেন—সংসারে পাঠাইবেন, ইহাত কিছুতেই মনে করা যায় না। শাস্ত্রসমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ সূত্রটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে। (*) অতএব সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল॥৪॥৪॥২২॥ [ইতি ষষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাধিকরণ॥৬॥]

ইতি শ্রীমদ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে
চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত॥৪॥৪॥

শারীরকমীমাংসা-শাস্ত্রীয়-রামানুজভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়ে—সূত্র ও অধিকরণ সংখ্যা—

প্রথম পাদে—সূত্র—১৯।	অধিকরণ—১১।
দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—২০।	অধিকরণ—১১।
তৃতীয় পাদে—সূত্র—১৫।	অধিকরণ—৫।
চতুর্থ পাদে—সূত্র—২২।	অধিকরণ—৬।
সমগ্র গ্রন্থের সূত্র সংখ্যা—৫৪৫।	অধিকরণ সংখ্যা—১৫৬।

(*) তাৎপর্য্য "ইতি সর্ব্বং [illegible] সমঞ্জসম্" [illegible] ভেদশ্রুত্যভেদশ্রুতিঘটক-শ্রুতিগুণাদিবিধি-নিষেধ-শ্রুতি-ভগবৎকৃপা [illegible]দিপরবাক্য-প্রত্যক্ষাদীনি অভিপ্রেত্য [illegible] সামঞ্জস্যমুক্তম্। ইতিশব্দঃ—'অখিলভুবন' ইত্যাদিভাষ্যোক্তাশেষপরামর্শী। [illegible] অনুমানতর্কশ্রুতি স্মৃতীতিহাস-পুরাণবাক্যানি তদনুগ্রাহকতর্কজাতঃ চ বিবক্ষিতম্। তেষামন্যো[illegible] সামঞ্জস্যং সহৈকম্ উক্তার্থবাধকানাং যে প্রমাণতর্কাঃ পরৈঃ প্রযুক্তাঃ, তেষাং সর্ব্বেষাং পরিহারোঽভ্যাস্যেব ; এতেনকুত্রচিদপ্যর্থো নাস্তি ; তদ্যথাযুক্তপ্রকারেণ বাধকপ্রমাণতর্কপরিহারক্ষ্যমানত্বেন, ইত্যভিপ্রায়েণ 'ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্' ইত্যুক্তম্। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা।

অধিকরণসারাবলী।

শ্রীমান্ বেঙ্কটনাথার্য্যঃ কবিতার্কিককেশরী।
বেদান্তাচার্য্যবর্য্যো মে সন্নিধত্তাং সদা হৃদি॥

স্বস্তি শ্রীরঙ্গভর্ত্তুঃ কিমপি দধদহং শাসনং তৎপ্রসত্ত্যৈ,
সত্যৈকালম্বি ভাষ্যং যতিপতিকথিতং শশ্বদধ্যাপ্য যুক্তান্।
বিশ্বস্মিন্নামরূপাণ্যনুবিহিতবতা তেন দেবেন দত্তাম্,
বেদান্তাচার্য্যসংজ্ঞামবহিতবহুবিৎসার্থমন্বর্থয়ামি॥১॥

শ্রীমদ্ভ্যাং স্যাদসাৰিত্যনুপধি বরদাচার্য্য-রামানুজাভ্যাম্,
সম্যগ্দৃষ্টেন সর্ব্বং সহনিশিতধিয়া বেঙ্কটেশেন কৢপ্তঃ।
সেব্যোঽসৌ শাস্ত্রার্থৈস্তৈঃ শ্রবণরসনয়া শান্তিলাভার্থিভির্ব্বা,
সিদ্ধঃ শারীরকার্থে সহজবহুগুণঃ স্রগ্ধরা-দুগ্ধরাশিঃ॥২॥

ত্রয্যন্তস্বান্তবাদিন্যধিকরণগণে পৌনরুক্ত্যোক্তবাধৌ,
মন্দত্বাসঙ্গতত্বে বিশয়মফলতাং মানবাধং চ মন্তৄন্।
দিঙ্মোহক্ষোভদীনান্ দিনকরকিরণশ্রেণিকেবোজ্ঝিহানা,
হৃদ্যা পদ্যাবলীয়ং হৃদয়মধিগতা সাবধানান্ ধিনোতু॥৩॥

গম্ভীরে ব্রহ্মভাগে গণয়িতুমখিলং কঃ প্রবীণঃ প্রমেয়ম্,
দিঙ্মাত্রং দর্শয়ন্নপ্যহমিহ নিপুণৈঃ প্রাধ্বমধ্যক্ষণীয়ঃ।
মা ভূন্নিঃশেষসিদ্ধিস্তদপি গুণবিদঃ স্ফীতনিঃসীমরত্নে,
মধ্যেহারং নিধেয়ং মহতি জহতি কিং মৌক্তিকং লব্ধমব্ধৌ॥৪॥

বেদার্থ-ন্যায়চিন্ত্যে প্রথমমধিগতঃ কর্ম্মবর্গঃ প্রমাণৈঃ,
ভেদৈরঙ্গৈঃ প্রযুক্ত্যা ক্রমবিরচনয়াঽথাধিকৃত্যাতিদৃষ্ট্যা।
তত্রাশেষৈর্বিশেষৈস্তদনু তদনুবর্ত্ত্যহতঃ প্রাপ্তবাধৈঃ,
তন্ত্রেণাথ প্রসক্ত্যা তত উপরি চতুর্লক্ষণী দেবতার্থা॥৫॥

প্রাগ্ধর্ম্মেঽল্পাস্থিরার্থে প্রশমিতবিশয়ে তাদৃশারাধ্যযুক্তেঽ-
থাতঃ শারীরকাংশে বহুবিধমহিম ব্রহ্ম মীমাংসিতব্যম্।
কৃৎস্নস্বাধ্যায়-সাঙ্গাধ্যয়নসমুদিতাপাতবুদ্ধ্যৈব কর্ম্ম,
ত্যক্ত্বাদৌ ব্রহ্মচিন্তাং কিমিতি ন কুরুতাং তন্ন তুল্যোক্ত্যবাধাৎ॥৬॥

প্রাবণ্যং প্রাক্ ত্রিবর্গে সফলযতনতোপাসনাঙ্গত্বতোঽপি,
ব্যাখ্যারূপেঽত্র শাস্ত্রে ক্রমনিয়তিরসৌ স্যাচ্চ মুখ্যক্রমেণ
মানত্বাদির্বিচার্য্যঃ পুরত ইহ তথা বাক্যবেদ্যাৎ পদার্থো,
দৃষ্টান্তশ্চোপমেয়াদ্ যদি মধু সবিধে, যাতু চাদ্রিং কিমর্থঃ ॥৭॥

ব্যাচখ্যুঃ কেঽপি তাপত্রয়হতিমিতরে সাধনানাং চতুষ্কম্,
কাণ্ডেঽস্মিন্ পূর্ব্ববৃত্তং কথয়তি নিগমঃ কর্ম্মচিন্তাফলং তৎ।
সাঙ্গাধীতির্হি সূতে বিশয়মবসরঃ ক্বাত্র তন্ত্রান্তরবাদে-
রৌচিত্যস্থাপিতোঽয়ং ক্রম ইহ ন পুনশ্চোদনাসংপ্রযুক্তঃ ॥৮॥

নিত্যপ্রাপ্তস্য কণ্ঠস্থিত-কনকনয়ান্নির্বিশেষস্য লব্ধি-
র্মিথ্যাভূতং নিবর্ত্ত্যং শ্রুতিশকলভুবঃ প্রেক্ষণাৎ তন্নিবৃত্তিঃ।
কর্ম্মৈবং কোপযুক্তং প্রতিভটমপি তদ্বৃগুতোক্তির্মদুক্তে,
প্রাপ্তাত্রেতি প্রলাপে প্রতিবচনগতির্ভাষিতা বিস্তরেণ ॥৯॥

মীমাংসায়াঃ কবন্ধং কতিচন জগৃহূরাহুকল্পং শিরোঽন্যে,
কিন্ত্বৈরন্তর্বিরোধ-প্রমুষিতমতিভির্বাহ্যকল্পৈর্ভ্রমন্তিঃ।
স্বাধ্যায়াধ্যায়কাৎর্স্ন্যে স্ববিধি-পরবিধিপ্রেরণা তাবদাস্তাম্,
কৃৎস্নাপাতপ্রতীতৌ কিমিতি কৃতধিয়ঃ কৃৎস্নচিন্তাং ন কুর্য্যুঃ ॥১০॥

প্রাধীতস্যৈকরূপপ্রযতননিয়তাদেকরূপোপকারাৎ,
বিদ্যাস্থানৈক্যসিদ্ধৌ ক্রমনিয়তিযুতাকাঙ্ক্ষয়ৈকপ্রবন্ধাম্।
অধ্যায়াদিষ্ববান্তরবিষয়ফলাদ্যন্যতাঽত্রাপ্যভেত্রী,
তত্তুল্যঃ কর্ত্তৃভেদঃ কলিবলকলুষৈঃ কল্পিতোঽর্থে বিরোধঃ ॥১১॥

তত্তদ্বৈশিষ্ট্যভেদাদ্ যদগণি ভিদুরা দেবতা পূর্ব্বভাগে,
সংজ্ঞাবৈষম্যমাত্রাদপি কথমিয়তাঽধীত-ষষ্টব্যভঙ্গঃ?
উদ্দেশ্যাকারভেদোঽস্ত্যয়মিহ হবিষা মুক্তিভিন্নে প্রয়োগে,
দৌর্ব্বল্যং ত্বক্ষবেদ্যান্মিতিচরমতয়া দ্রব্যতো দেবতায়াঃ ॥১২॥

জৈমিন্যুক্তং বিরুদ্ধং যদিহ বহুবিধং দর্শিতং সূত্রকারৈ-
স্তস্মাদত্রৈকশাস্ত্রং হঠকৃতমিতি ন, ব্রহ্মসংবাদদার্ঢ্যাৎ।
তন্নস্তাৎপর্য্যভেদৈর্বিহতিপরিহৃতিঃ কাণ্ডবৎ কাণ্ডয়োঃ স্যাৎ,
বাহ্যক্ষেপার্থগূঢ়াশয়-বচনভবদ্ভ্রান্তি-শাস্ত্যাদিসিদ্ধেঃ ॥১৩॥

আক্ষিপ্য স্থাপনীয়াঃ কতিচিদিহ নয়াঃ পূর্ব্বকাণ্ডপ্রণীতাঃ,
কেচিদ্ ব্যুৎপাদনীয়াঃ ক্বচিদপবদনং খ্যাপ্যমৌৎসর্গিকস্য।

ইত্থং সর্ব্বত্র চিন্তাক্রম ইতি সমতাং বীক্ষ্য মধ্যস্থদৃষ্ট্যা,
শাস্ত্রৈক্যে পৌনরুক্ত্যপ্রভৃতিপরিহৃতিঃ সাবধানৈর্বিভাব্যা ॥১৪॥
বৃত্তিগ্রন্থে তু জৈমিন্যুপরচিততয়া ষোড়শাধ্যায্যুপাত্তা,
সঙ্কর্ষঃ কাশকৃৎস্নপ্রভব ইতি কথং তত্ত্বরত্নাকরোক্তিঃ।
অত্র ক্রমঃ সদুক্তৌ ন বয়মিহ মুধা বাধিতুং কিঞ্চিদর্হাঃ,
নির্ব্বাহস্তূপচারাৎ ক্বচিদিহ ঘটতে হ্যেকতাৎপর্য্যযোগঃ ॥১৫॥
সৌত্রী সংখ্যা শুভাশীরধিকৃতিগণনা চিন্ময়ী ব্রহ্মকাণ্ডে,
তাদর্থ্যেঽনন্তরত্বেঽপ্যধিকরণভিদা নাল্পসারৈঃ প্রকল্প্যা।
অক্ষোর্ম্ম্যাশাহিকাষ্ঠা-দ্বিরদমুনিবসূর্ম্ম্যদ্রিতত্ত্বাতিশক্ক্য-
র্য্যক্ষৈরক্ষৈঃ প্রযাজৈরিহ ভবতি রসৈঃ (*) পাদনীতি-প্রবন্ধঃ ॥১৬॥
শাস্ত্রং ত্বেতৎসমন্বিত্যবিহতি-করণপ্রাপ্তিচিন্তাপ্রধানৈ-
রধ্যায়ৈঃ ষোড়শাঙ্ঘ্রি দ্বিকযুগভিদুরং ষট্‌কভেদাদিনীত্যা।
তত্রাদ্যং বক্তি সিদ্ধং বিষয়মপি পরস্তৎপ্রতিদ্বন্দ্বি যুগ্মম্,
স্বপ্রাপ্তেঃ সাধনং চ স্বয়মিতি হি পরং ব্রহ্ম তত্রাপি চিন্ত্যম্ ॥১৭॥
তত্রাদ্যেঽত্যন্তগূঢ়াবিশদবিশদ-সুস্পষ্টজীবাদিবাচঃ,
পশ্চাৎ স্মৃত্যাদিকৈরক্ষতিরহিতহতিঃ কার্য্যতাভ্রেন্দ্রিয়াদেঃ।
দোষাদোষৌ তৃতীয়ে ভবভৃদিতরয়োর্ভক্তিরঙ্গানি চাথো-
পাসারোহপ্রভাবোৎক্রমসরণিফলান্যন্তিমে চিন্তিতানি ॥১৮॥
স্রষ্টা দেহী স্বনিষ্ঠো নিরবধিমহিমাপাস্তবাধশ্রিতাপ্তঃ,
খাত্মাদেরিন্দ্রিয়াদেরুচিতজননকৃৎসংস্থতৌ তন্ত্রবাহী।
নির্দ্দোষত্বাদিরম্যো বহুভজনপদং স্বার্হকর্ম্মপ্রসাদ্যঃ,
পাপচ্ছিদ্‌ব্রহ্মনাড়ীগতিকৃদতিবহন্ সাম্যদশ্চাত্র বেদ্যঃ ॥১৯॥
বিধ্যুক্ত্যাধীত্য বেদান্ বিধিবলবিরতাবন্যজাদেব রাগাৎ,
কৃৎস্নং মীমাংসমানাঃ ক্রমত ইতি পরব্রহ্মচিন্তাং তরন্তি।
প্রাপ্তে তুর্য্যে যুগেঽস্মিন্ পরিমিতবলধী-প্রাণতদ্বিঘ্নদৃষ্ট্যা,
কালক্ষেপাক্ষমত্বাৎ কতিচন কৃতিনঃ শীঘ্রমন্তে রমন্তে ॥২০॥
রাগান্মীমাংসতে চেৎ স্বয়মিহ যততাং কিং গুরূক্ত্যেতি চেন্ন,
ব্রহ্মজ্ঞানাপ্তয়ে গুর্ব্বভিগমনবিধেস্তেন তত্ত্বোপদেশাৎ।

(*) অক্ষ—১১। ঊর্ম্মি—৬। আশা—১০। অহি—৮। কাষ্ঠা—১০। দ্বিরদ—৮। মুনি—৭। বসু—৮। ঊর্ম্মি—৬। অদ্রি—৮। তত্ত্ব—২৬। অতিশক্করী—১৫। অক্ষ—১১। অক্ষ—১১। প্রযাজ—৫। রস—৬।

সদ্বিদ্যাচার্য্যবত্ত্বে প্রথয়তি চ পরব্রহ্মবিত্তিং তথান্যা-
প্যাচার্য্যাদিত্যধীতে নিয়মবিধিরসৌ নিশ্চিতো নীতিবিদ্ভিঃ ॥২১॥
সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিরাস্থা ন ভবতি ন চ ধীর্লক্ষণাদ্ যুজ্যতেঽস্মিন্,
কিং শাস্ত্রেণান্যসিদ্ধে ন চ নিশময়িতুঃ সিদ্ধবোধে ফলং স্যাৎ।
ব্রহ্মণ্যেবং ন মানান্যুপনিষদ ইতি স্তম্ভিতে তদ্বিচারে,
শাস্ত্রারম্ভং চতুঃসূত্র্যঘটয়দুচিতৈর্ন্যায়ভেদৈশ্চতুর্ভিঃ ॥২২॥
সিদ্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবে স্বরিব ফলতয়া লক্ষমভঙ্গে চ লভ্যম্.
ব্রহ্মান্যোক্ত্যানুমানপ্রমিতমপি ভবত্বংশতঃ শাস্ত্রবেদ্যম্।
বিধ্যর্থত্বেঽপ্যবাধাৎ পরবিষয়বচঃ স্বার্থমানং ভবেদি-
ত্যন্বারুহ্যোক্তিদৈন্যং ন হি সহত ঋজুঃ সূত্রকৃদ্ বাবদূকঃ ॥২৩॥
দ্বাভ্যামাদৌ প্রতীতি-প্রজননমুদিতং সিদ্ধরূপে পরস্মিন্,
দ্বাভ্যাং বৈকল্যশঙ্কা তদনু পরিহৃতা শাস্ত্র-তজ্জন্যবুদ্ধ্যোঃ।
ঔচিত্যানেকভাষ্য-স্বরসগতিমতী প্রাক্তনী বর্ত্তনীয়ম্,
শাস্ত্রারম্ভার্থমেকং ত্রিতয়মপি পরং শাস্ত্রমিত্যাহুরেকে ॥২৪॥
যত্তৎ সেনেশ্বরার্য্যৈরগণি বকুলভৃৎ-কিঙ্করৈরঙ্গ্যকারি,
ব্যাসার্য্যৈর্ন্যাসি চ দ্বিঃশ্রুতমিতি বিশদং বিষ্ণুচিত্তৈর্বিবব্রে।
অশ্রৌষং শেষকল্পাদহমপি বিদুষো বাদিহংসাম্বুবাহাৎ,
অদ্ধা নির্দ্ধার্য্যতেঽতশ্চতুরধিকরণী ব্রহ্মচিন্তোপযুক্তা ॥২৫॥
ব্যুৎক্রম্যাত্রাদ্য-তুর্য্যাবভিদধতি নয়ৌ কেচিদপ্রাপ্তমেতৎ,
বোধাসিদ্ধৌ কথং তৎফলমিহ বিমৃশেৎ সিদ্ধবৎকারমান্দ্যাৎ।
মধ্যৌ দ্বৌ রূপনামপ্রজননবিষয়ৌ যদ্বিদুস্তচ্চ মন্দম্,
সত্যুক্তেঽপেক্ষিতেঽর্থে বিফলবিভজনং নোচিতং নীতিসূত্রে ॥২৬॥

ইতি শাস্ত্রাবতারঃ।

অথ জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥১॥

কার্য্যে ব্যুৎপত্তিরাস্থা নিয়তমিতি গিরস্তৎপরা এব সর্ব্বাঃ,
নান্যা বেদেঽপি নীতিস্তত উপনিষদামুম্বরপ্রায়তৈব।
নাতস্তদ্বেদ্য-মীমাংসনমুচিতমিতি প্রত্যবস্থীয়মানে,
সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিমাস্থাং বহুমুখমবয়ন্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমাহ ॥২৭॥

অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশন্তঃ কিমপি কিমপি তদ্বাচকাংশৈঃ প্রযুক্তৈঃ,
বালান্ ব্যুৎপাদয়ন্তি ক্রমভবমিলিত-জ্ঞাপকত্বং বিদন্তঃ।
সঙ্ঘাতাস্তে পদানাং বিদধতি চ ধিয়ং ক্বাপি সিদ্ধে বিশিষ্টে,
কর্ত্তব্যে ক্বাপি চেতি ক্বচিদিহ নিয়তিঃ শব্দশক্তের্ন কল্প্যা ॥২৮॥
সংসারেঽনাদিসিদ্ধে মুহুরনুভবতঃ সঞ্চিতাঃ সংস্ক্রিয়াঃ স্যুঃ,
সংস্কারোদ্বোধকাশ্চ স্বয়মুপনিপতন্ত্যপ্রকম্প্যাৎ প্রবাহাৎ।
তত্তজ্জাতীয়ভেদ-গ্রহণসমুচিতা বৃত্তয়স্তন্নিদানাঃ,
তদ্বৎ স্যাচ্ছিক্ষকাদিব্যবহৃতিষু শিশোরৈদমর্থ্যাদিবোধঃ ॥২৯॥
দক্ষৈরাধোরণাদ্যৈরনুমিতবিবিধ-স্বপ্রয়াসোপযোগৈঃ,
শিক্ষাভেদা বিচিত্রা গজবিহগমুখান্ গ্রাহয়দ্ভিঃ প্রযুক্তাঃ।
তস্মাৎ সার্থো মনুষ্যপ্রভৃতিষু চ তথাভূতশিক্ষাবিশেষঃ,
কল্প্যো ভাষ্যোদিতো যন্ন যদি কথমসৌ কল্পতেঽন্যোঽপি মার্গঃ ॥৩০॥
কস্মৈচিৎ সিদ্ধমর্থং কমপি কথয়িতুং চেষ্টয়া চোদ্যমানঃ,
তস্মৈ তং বক্তি তদ্ধীসমবিষয়তয়া শিক্ষতে তদ্বচোঽন্যঃ।
আদিষ্টো বোধনার্থং যদিহ বিতনুতে তত্তদর্থং হি যুক্তম্,
তদ্বাক্যাৎ সিদ্ধবেদী প্রযতত ইতি চেদস্ত্বনাদেশিকং তৎ ॥৩১॥
পুত্রস্তেঽভূন্ন সর্পোঽয়মিতি বচনতঃ প্রীত্যভীত্যাদিলিঙ্গৈঃ,
তদ্‌যোগ্যার্থং তদূহং বিষয়নিয়তিরাসক্তিপূর্বৈঃ ক্বচিৎ স্যাৎ।
আবাপোদ্বাপভেদাৎ প্রতিপদনিয়তা শক্তিরপ্যত্র সিধ্যেৎ,
ভূয়োদৃষ্ট্যাদিসাহায্যকমিহ বচসঃ কার্য্যপক্ষাবিশিষ্টম্ ॥৩২॥
কার্য্যে ব্যুৎপত্তিরাদ্যা ভবতু তদপি কিং শক্তিতাৎপর্য্যসিদ্ধেঃ,
প্রাগ্ ব্যুৎপত্তিঃ ক্রিয়ায়াং নৃবচসি নিগমে ত্বন্যথেত্যভ্যুপৈষি।
স্থাপ্যাঽতোঽনন্যথাসিদ্ধ্যনুগমনিয়তৈঃ সৎপ্রয়োগৈর্হি শক্তিঃ,
কোঽসৌ পাঞ্চাল ইত্যাদ্যুচিতবিরতিকং সিদ্ধমাত্রেঽপি বাক্যম্ ॥৩৩॥
দুঃখাসম্ভিন্ন-দেশপ্রভৃতিফলতয়া চোদনাস্বেব সিদ্ধম্,
শ্রৌতত্বাদার্থবাদিক্যপি ভবতি ফলং রাত্রিসত্রে প্রতিষ্ঠা।
অঙ্গীকুর্ম্মো নিষেধানুগুণমিতি তথাঽনর্থকৃত্বং নিষেধ্যে,
বিদ্ধার্থৈরপ্যতঃ স্যাদবিতথবিষয়া ব্রহ্মধীরর্থবাদৈঃ ॥৩৪॥

ইতি জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥১॥

অথ জন্মাদ্যধিকরণম্ ॥২॥

জন্মাদ্যৈশ্চেদ্বিশেষ্যং ভবতি বহুলতাথোপলক্ষ্যং ব্রবীষি,
জ্ঞাতাজ্ঞাতাদি-দোঃস্থ্যং ব্যতিষজতি ন চালক্ষিতে স্যাৎ পরীক্ষা।
উদ্দিষ্টব্রহ্মচিন্তা তত ইহ কথমিত্যত্র হেতুত্ব-লক্ষ্যঃ,
পুংসূক্তাদিপ্রসিদ্ধো গুণনিধিরঘজিদ্‌ব্রহ্ম-শব্দার্থ উক্তঃ ॥৩৫॥
নানা চেল্লক্ষণানি স্বরসভিদুরতা ব্রহ্মণি স্যাদ্বিশেষ্যে,
খণ্ডো মুণ্ডশ্চ গৌরিত্যভিলপনসমা ধর্ম্মিশব্দৈকতাঽত্র।
তেষ্বেকং চেদ্ যথাঽন্যৎ সমুদিতমফলং স্যাদ্ব্যবচ্ছেদ্যহানেঃ,
খণ্ডত্বাদিক্রমাচ্চেত্যসদবিহতিতঃ খণ্ডতাদের্ব্বিশেষাৎ ॥৩৬॥
তত্তৎস্বপ্রত্যনীক-ব্যুদসননিয়তং ভেদকং নান্যবাধি,
ব্যাঘাতঃ কালভেদান্ন ভবতি জনন-স্থাপন-ধ্বংসনানাম্।
প্রত্যেকং লক্ষণত্বং সুবচমিহ বহুদাহৃতির্ধীমহিম্নে,
সংভূয়াপ্যাহুরেকে ফলমপি চ তদা শঙ্কিতার্থব্যুদাসঃ ॥৩৭॥
জ্ঞাতং চেন্নোপলক্ষ্যং ন চ যদি নতরাং লক্ষ্যযোগাপ্রতীতেঃ,
জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশভেদস্ত্বিহ দুরভিলপো লক্ষণেনৈব বেদ্যে।
ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মশব্দান্বিতিরপি বিদিতেঽন্যত্র নো চেন্ন শঙ্কা,
নৈবং নানাগমোত্থদ্বিশয়-শমনতঃ শ্রীমতি ব্রহ্মতোক্তেঃ ॥৩৮॥
যাবল্লক্ষ্যাববোধং যদবগতিরতো লক্ষণাৎ তদ্বিশেষ্যম্,
যস্যাবোধেঽপি পশ্চাদ্‌যদবগতিরিদং স্যাৎ কুতো নোপলক্ষ্যম্।
তস্মাৎ দ্বেধাপি ভাষ্যেঽনুমতিরনুচিতেত্যাশয়াজ্ঞস্য চোদ্যম্;
মোক্ষার্থোপাস্যভেদে হ্যুভয়মপি সমন্বেতি বিদ্যাবিকল্পাৎ ॥৩৯॥
চন্দ্রে শাখেব শাস্ত্রে মহসি তটগতং লক্ষণং কারণত্বম্,
সত্যজ্ঞানাদিবাক্যৈরপমৃদিতগুণং তদ্বিভাতীতি ডিম্ভাঃ।
একত্রার্থো বিশেষ্যে প্রতিপদনিয়তাবর্জ্য-তত্তন্নিমিত্ত-
দ্বারাবৃত্তিং পদানামিহ বিদুররুণাদ্যুক্তিবন্ন্যায়বৃদ্ধাঃ ॥৪০॥

ইতি জন্মাদ্যধিকরণম্ ॥২॥

অথ শাস্ত্রযোন্যধিকরণম্ ॥৩॥

বীতাবীতপ্রয়োগ-ক্রমনিয়তিমতী কার্য্যতা বিশ্বমেতৎ,
সর্ব্বজ্ঞেন প্রক্লৃপ্তং গময়তি বিফলস্তত্র শাস্ত্রৈর্ব্বিচারঃ।
ইত্যুন্নীতৌ লঘুত্বাদনুমতিবশতঃ কর্ম্মজৈশ্বর্য্যযুক্তো
বিশ্বামিত্রাদিনীত্যা স্ফুরতি বিভুমিহাসূত্রয়চ্ছাস্ত্রবেদ্যম্ ॥৪১॥
ক্ষিত্যাদ্যং কার্য্যতাদ্যৈঃ কটকমুকুটবৎ কর্ত্তৃপূর্ব্বং সকর্ত্তা,
সিধ্যেদত্রাণ্বদৃষ্টপ্রভৃতিজনকদৃক্ সর্ব্বশক্তিশ্চ নৈবম্।
শ্রোত্রাদ্যৈঃ সৌরভাদি-গ্রহণরুচিরিয়ং তাদৃশব্যাপ্ত্যভাবাৎ,
সর্ব্বং হেতুং ন পশ্যেৎ ঘটকৃদিহ নচাকর্ত্তৃতা তাবতাস্য ॥৪২॥
কার্য্যত্বাৎ স্যাদ্বিবাদাস্পদমিদমখিলং সর্ব্ববিৎকর্ত্তৃপূর্ব্বম্,
যদ্বৈবং তন্ধি নৈবং পুরুষবদিতি নানন্যথাসিদ্ধ্যভাবাৎ।
হেতাবেতাদৃশাত্মন্যবিদুরভিদুরং ব্যাপ্তসিদ্ধ্যাদিদোঃস্থ্যম্,
তদ্ভঙ্গে লক্ষণানামগণি গমনিকা তত্ত্বমুক্তাকলাপে ॥৪৩॥
যদ্যপ্যাত্মান্তরাদেরনুমিতিরনঘা লিঙ্গভেদৈস্তথাপি,
প্রত্যক্ষব্যাপ্তিশৈলী ন খলু শিথিলতা কুত্রচিৎ পক্ষভেদে।
আম্নায়ে ত্বদ্ভূতোক্তির্ন ভবতি বিতথা তাদৃশাপ্তোক্তনীত্যা,
বাধাভাবাদিসাম্যাদ্বিহতিমিতিভবেল্লোকবৎ গৌণতাদিঃ ॥৪৪॥
নন্বাম্নায়প্রধানাঃ ক্বচিদনুকথয়ন্ত্যস্মদাদেরশক্যঃ,
কার্য্যৈঃ কর্ত্তাঽনুমেয়ঃ পর ইতি তদভিপ্রৈতু জন্মাদি বাক্যম্।
তস্মাদীশানুমানত্যজনমনুচিতং বৈদিকস্যেতি চেন্ন,
ক্বাপ্যৌচিত্যোপদেশাদ্যত ইতি চ সদাদ্যুক্তিসিদ্ধানুবাদাৎ ॥৪৫॥

ইতি শাস্ত্রযোন্যধিকরণম্ ॥৩॥

অথ সমন্বয়াধিকরণম্ ॥৪॥

কর্ত্তব্যো হ্যর্থ উক্তে নিশময়িতৃফলং সিদ্ধরূপে তু ন স্যাৎ,
প্রীত্যা সাফল্যক্লৃপ্তৌ বিতথমপি বচঃ কিন্ন দৃষ্টং তদর্থম্।
বিদ্যার্থত্বেঽন্যদৃষ্টৈর্ব্বিষয়বদনৃতং তৎ পরীক্ষ্যং ন ভাবী-
ত্যাক্ষেপেঽনন্যশেষে নিরবধিকসুখে শাস্ত্রতাৎপর্য্যমাহ ॥৪৬॥

তাৎপর্য্যং ব্রহ্মতত্ত্বেঽপ্যবিহতবিধিনাঽপ্যেকবাক্যত্বপক্ষে,
ভেদেঽপি স্বাদসিদ্ধের্ন ভবতি বলিভুগ্ দন্তসংখ্যোক্তিসাম্যম্।
স্বাদার্থত্বং মৃষাত্বক্ষমমিতি ন মৃষেত্যূহনে প্রীত্যযোগা-
দ্বালোপচ্ছন্দনাদির্যপি বিষয়তথাভাব-বুদ্ধ্যৈব হর্ষঃ ॥৪৭॥

যৎপ্রীত্যর্থং বচস্তন্নিখিলমনৃতমিত্যর্ভকপ্রায়বাক্যম্,
সত্যোক্তানন্দদৃষ্টের্ন চ বিহতিরিহাধ্যক্ষতঃ শাস্ত্রতো বা।
তেনানন্যার্থসিদ্ধোক্ত্যনৃতবিষয়তা শঙ্কনস্তম্ভনেন,
ত্রয্যন্তাঃ সত্যনিত্যাদ্ভুতপরমপরব্রহ্মনিষ্ঠাঃ প্রমাণম্ ॥৪৮॥

ব্রহ্মৈকে নিষ্প্রপঞ্চীকরণবিধিপদং ধ্যানবিধ্যর্থমন্যে,
নির্ধর্ম্মাদ্বৈতবাক্যোপচরিতমিতরে সিধ্যতীতি ব্রুবন্তি।
তেষামেষাং স্বপক্ষস্ববচনবিহতি-ব্যাকুলানেকজল্পঃ,
কল্লোহয়ং বাহ্যকল্পঃ কৃতমতিপরিষৎ-পীঠমর্দ্দৈরমর্দ্দি ॥৪৯॥

কল্প্যার্থো হ্যর্থবাদস্তুতিমুখমুখতঃ স্থাপিতঃ প্রাগিদানীম্,
স্বাতন্ত্র্যেণ প্রমাণীক্রিয়ত ইতি ততঃ কাণ্ডয়োঃ স্যাদ্বিরোধঃ।
ন স্যাৎ সামান্যতো হি প্রথমমভিদধে মানতাস্থাপনার্থম্,
কেষাঞ্চিৎ স্বার্থতোক্তা স্বত ইহ সুভগে বোধমাত্রাৎ পুমর্থে ॥৫০॥

ত্রেধা সর্ব্বত্র বেদে নিয়তবিভজনে চোদনাদ্যংশভেদৈঃ,
চত্বারোঽপ্যর্থবাদা মুনিভিরভিহিতা ব্রাহ্মণাংশস্য শেষাঃ।
অত্রাতচ্ছেশতোক্তৌ স্মৃতিহতিরিতি চেদ্বিদ্ধি দত্তোত্তরং তৎ,
সামান্যোক্তির্হি সেয়ং তত উপরি যথা মন্ত্রবিধ্যন্যতোক্তিঃ ॥৫১॥

আম্নাতৈরৈহিকার্থৈরবিগুণসফলৈঃ শাকুন-জ্যোতিষাদ্যৈঃ,
পারত্রিক্যা প্রবৃত্ত্যাঽপ্যতিনিপুণধিয়ামাগমাশ্বাসসিদ্ধৌ।
শব্দে তস্মাচ্চ বোধে সতি পরবিষয়ে দোষবাধব্যপেতে,
মানং তত্র স্বতোঽসৌ ন কথমিতরথা নৈগমাধ্বাপলাপঃ ॥৫২॥

শাস্ত্রারম্ভোপপত্ত্যৈ চতুরধিকরণী পেটিকেয়ং প্রবৃত্তা,
লক্ষ্যস্যোক্তং বিশেষদ্বয়মিহ ঘটতে বক্ষ্যমাণোপজীবি।
সম্বন্ধাদ্যুক্তিবেদ্যঃ পর ইতি হি বদেৎ কারণত্বাধিকারে,
বক্ষ্যত্যস্য দ্বিলিঙ্গাদ্যধিকৃতিষু পুনস্তাদৃশানন্দতাদীন্ ॥৫৩॥

আত্মন্যেবং পরস্মিন্ন কৃত ইতি মিতে বিশ্বহেতুত্বলক্ষ্যে,
শাস্ত্রৈকস্থাপনীয়ে নিরুপধিপরমপ্রেমযোগ্যে প্রসক্তে।

ঈদৃক্তং স্যাদ্ যথার্হং প্রকৃতিপুরুষয়োর্নানুমানাদ্যযোগ্যৌ,
দুঃখাস্পৃষ্টৌ চ তাবিত্যগ পরকথনং দোধবীতি ক্রমেণ ॥৫৪॥

ইতি সমন্বয়াধিকরণম্ ॥৪॥

অথেক্ষত্যধিকরণম্ ॥৫॥

গৌণেক্ষাসাহচর্য্যং ন তু বহুভবন-প্রেক্ষণং নৈব মুখ্যম্,
দৃষ্টান্তাদ্যৈরিহাভাত্যনুমিতিরচিতস্তাদৃশাজ্জন্মযুক্তম্।
সচ্ছব্দস্তেন মূলপ্রকৃতিমবিকৃতিং ব্যাহরেদিত্যযুক্তম,
শ্রুত্যান্যেষাং নিরোধাৎ ত্বদভিমততিরস্কারিলিঙ্গাদিভিশ্চ ॥৫৫॥
জ্ঞাতে হ্যেকত্র সর্ব্বং বিদিতমিতি ভবত্যৈক্যসিদ্ধ্যৈ প্রতিজ্ঞা-
মৃৎ-তৎকার্য্যাদয়শ্চ ত্রয় ইহ কথিতাস্তস্য দৃষ্টান্তভেদাঃ।
তেনাব্যক্তানুমানং কথিতমিতি বৃথোৎকণ্ঠিতং হেত্বনুক্তেঃ,
সারূপ্যাদেশ্চ হেতোরুপরিপরিহৃতেরত্র সংভাবনোক্তেঃ ॥৫৬॥
আদেশাত্ম-স্বশব্দৈরনিতরশরণৈস্তৎত্বদৈক্যোপদেশো-
জ্জীবেন স্বেন সাহংকরণমনহমোহচিদ্গণস্য প্রবেশাৎ।
একজ্ঞানেন সর্ব্বং বিদিতমিতি গিরা সর্ব্বতাদাত্ম্যবাচা,
শাখাবিদ্যান্বয়াদেরপি বহু ভবিতা বিশ্ববিদ্বিশ্বমূর্ত্তিঃ ॥৫৭॥

ইতীক্ষত্যধিকরণম্ ॥৫॥

অথানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬॥

মুখ্যেক্ষা যত্ত্বভীষ্টা, ভবতু তদুচিতে, সা পুনর্জীবতত্ত্বে,
সদ্বিদ্যায়াং হি শব্দৈস্ত্রিভিরুপরিসতস্তস্য জীবৈক্যমুক্তম্।
ইত্যূহাদুজ্জিহানং প্রশময়িতুমথ প্রস্তুতো বিশ্বকর্ত্তা,
জীবস্যাপ্যন্তরাত্মা নিরুপধিকমহানন্দথুঃ স্থাপ্যতেহত্র ॥৫৮॥
দৃষ্টঃ পূর্ব্বং বিকারে ময়ড়িতি চরমেহপ্যেবমস্ত্বিত্যযুক্তম্,
মধ্যে তন্ত্বঙ্গদৃষ্টেঃ প্রচুরমিহ বদেৎ প্রত্যয়োহন্যস্য বাধাৎ।
আনন্দপ্রাচুরী চ প্রকৃতিপরসুখাল্পত্বলব্ধাবধিত্বাৎ,
দুঃখাল্পত্বানপেক্ষা পরদুরিতভিদঃ শাসিতুস্তদ্বিরোধাৎ ॥৫৯॥

আত্মা তস্যৈষ এবেত্যুদিতমনিতরাত্মত্বমস্যৈব বক্তুম্,
শারীরোক্তিশ্চ তস্মিন্নিখিলতনুতয়া স্যাদসঙ্কোচবৃত্তিঃ।
শোধ্যত্বং তত্তদর্থানুগুণমিতি বিভোস্তৎপ্রসাদ্যত্বমাত্রম্,
প্রাপ্যেঽস্মিন্ প্রাপ্তিরূপা পরবিদ উপসংক্রান্তিরানন্দসিন্ধৌ ॥৬০॥
নির্দেহেঽস্মিন্নিরংশে ন হি ভবতি শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছাদি কিঞ্চিৎ,
তস্মাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুদিতমিহ পরং ব্রহ্ম ভাতীতি চেন্ন।
সোঢ়া পুচ্ছত্বক্‌প্তির্যদি কথমিতরন্নানুমন্যেত কল্পম্,
ব্রহ্মণ্যাত্মপ্রতিষ্ঠা বচনমনিতরাধারতাখ্যাপনায় ৬১॥

ইত্যানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬॥

অথান্তরধিকরণম্ ॥৭॥

ভূয়িষ্ঠানন্তপুণ্যোপচয়বলসমুদ্বুদ্ধপূর্ব্বোক্তম্নাভূম্,
শক্রাদিন্যায়তঃ স্যাৎ ত্রিগুণতনুভৃতামীশ্বরাণাং প্রবাহঃ।
তন্নাকর্ম্মোত্থদিব্যাকৃতিজনিমহিমা শাসিতা সর্ব্বপুংসাম্,
নিত্যশ্রীর্ব্রধ্নবিম্বে শ্রুত ইতি স য ইত্যুক্তএবৈষ একঃ ॥৬২॥
সর্ব্বেভ্যঃ কল্মষেভ্যো হ্যুদিত ইতি বদত্যন্তরাদিত্যবিদ্যা,
তস্মাচ্ছেষাভ্যনুজ্ঞানয়ত ইতি বিভোঃ পুণ্যযোগোঽস্তু মৈবম্।
আম্নাতোঽনন্যশাস্যঃ স্ববশপরফলঃ সাধুনা নৈষ ভূয়ান্,
স্যাৎ পুণ্যে লক্ষযোগাদপি ন সুকৃতমিত্যাদিনা পাপ্মশব্দঃ ॥৬৩॥
প্রখ্যাতং শুদ্ধসত্ত্বং কিমপি তদনঘং দ্রব্যমব্যক্ততোঽন্যৎ,
তদ্রূপং রূপমৈশং দিবি কনতি তথা শেষশেষাশনাদ্যৈঃ।
নিত্যং তৎ সূরিসেব্যং পরতরমজহৎ স্বস্বভাবঃ স দেবঃ,
পুংসাং সংসারশান্ত্যৈ বিপরিণময়তি ব্যূহপূর্ব্বৈর্বিভাগৈঃ ॥৬৪॥
দেহত্বাৎ সপ্তধাতুত্রিমলমঘভবং দুঃখকৃন্নাশযুক্তম্,
সাংশত্বাদেশ্চ হেতোরিতি যদি তদসদ্ধর্ম্মিমানেন বাধাৎ।
বাধঃ শাস্ত্রৈকবেদ্যে ক্বচিদপি ন ভবেদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ,
যত্তু স্বেচ্ছাবতারেষ্বভিনয়তি তদপ্যাসুরোপপ্লবার্থম্ ॥৬৫॥
ইত্থং বিদ্যাত্রয়েণ স্থিরচরচিদচিদ্দেহিনঃ সর্ব্বহেতো-
রব্যক্তাজ্জীবতত্ত্বাদপি সমধিকতা যদ্যপি স্যাত্তথাপি।

উত্থানদ্বারভেদাৎ ক্রমত ইহ মৃদূপক্রমান্ ক্রূরনিষ্ঠান্,
অধ্যায়েঽস্মিন্ নিরুন্ধন্নধিকরণগণৈস্তদ্গুণান্মুদ্গৃণাতি ॥৬৬॥
শব্দৈঃ সদ্ব্রহ্মমুখ্যৈঃ শ্রুতিশিরসি মিতং কারণং কিঞ্চিদেকম্,
সঙ্কল্পাভ্যাসরূপৈরতদনমুগুণৈশ্চিহ্নিতশ্চিদ্বিশেষঃ।
ভূতাকাশাদিশঙ্কাজননসমুচিতৈর্নামভিঃ কারণস্থৈঃ,
ক্ষিপ্ত্বা তৎপাদশেষশ্রুতিসমুদয়নাসম্ভবোক্ত্যা ভুনক্তি ॥৬৭॥
আকাশ-প্রাণশব্দাবনিতরগতিকৌ রূঢ়িভঙ্গেন নেয়ৌ,
জ্যোতিঃশব্দস্তু রূঢ্যা প্রথয়তি পুরুষং দিব্যতেজোবিশিষ্টম্।
প্রখ্যাতেন্দ্রাদিশব্দস্তদনুনিয়মিতস্তদ্বিশিষ্টপ্রবৃত্ত্যে-
ত্যেবং স্যাৎ পেটিকৈষা দ্বিকযুগলবতী শব্দবৃত্তিক্রমেণ ॥৬৮॥

ইত্যন্তরধিকরণম্ ॥৭॥

অথাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অত্রাকাশস্ত্বশেষপ্রভব-বিলয়ভূঃ সাম্নি দৃষ্টঃ স্বনাম্না,
নির্দ্দিষ্টস্তৈত্তিরীয়েঽপ্যনিতরজনিত-স্বাত্মনঃ সম্ভবোক্ত্যা।
নৈবং সিদ্ধানুবাদো হ্যয়মথ চ পরপ্রাপ্যতাদির্নতস্মিন্,
তৎকর্ত্তাত্মা বিপশ্চিচ্ছ্রুত ইতি বিহিতা স্বাত্মনস্তৎপ্রসূতিঃ ॥৬৯॥

ইত্যাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অথ প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

প্রাণায়ত্তং হি দেহাদিকমিহ বিদিতং তেন তৎকারণত্বম্,
শ্রুত্যুক্তং রূঢ়িশক্ত্যা সুদৃঢ়মিতি ন তদ্ব্যোমবৎ সাধনীয়ম্।
তন্ন প্রাণস্য কাষ্ঠাদিষু মহিমহতেঃ পূর্ব্ববচ্চানুবাদাৎ,
আকাশোক্তেরিবোক্তে ভগবতি নিখিলপ্রাণনস্যাপি দৃষ্টেঃ ॥৭০॥
নোক্তিং ব্যাহন্তি লিঙ্গং কিমপি ভবতি তু খ্যাততত্ত্বানুকূলম্,
শব্দশ্চানন্যনিষ্ঠঃ শ্রুত ইতি ন পরো জ্যোতিরাদ্যুক্তিবেদ্যঃ।

বিশ্বোৎপত্ত্যুক্ত্যভাবেঽপ্যবগতমিহ তল্লিঙ্গমিত্যাক্ষিপন্তম্,
রুন্ধেঽথাধিক্রিয়াভ্যাং তদুচিতচিদচিদ্বর্গবৈশিষ্ট্যযুক্ত্যা ॥৭১॥

ইতি প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

অথ জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

কৌক্ষেয়-জ্যোতিষৈক্যং কথিতমিহ পরজ্যোতিষস্তস্য বিশ্বো-
পাদানত্বং চ বিষ্ণাস্তরবিমিতমতঃ কারণং বহ্নিরস্তু।
মৈবং পুংসূক্তবাক্যোদিত-পরপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞপ্ত্যবাধাৎ,
গায়ত্র্যুক্তিস্তু সাম্যাদপি চ নিগদিতাস্তস্য ভূতাদিপাদাঃ ॥৭২॥
উত্থানং জ্যোতিরাদাবধিকরণযুগে কারণব্যাপ্তলিঙ্গা-
দিত্যাভাষ্যান্যলিঙ্গং স্ববচসি বিহিতং নেতি ভাষ্যং কথং স্যাৎ।
ইত্থং বিশ্বাদিলিঙ্গং সদিহ ন তু পরাভীষ্টলিঙ্গং সমস্তী-
ত্যুৎপশ্যন্ পূর্ব্বপক্ষী ব্যবহরতি তথা ব্যাহতিস্তন্ন শঙ্ক্যা ॥৭৩॥

ইতি জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

অথেন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥১১॥

বিদ্যা প্রাতর্দ্দনী সা বদতি হিততমোপাস্তি-কর্ম্মেন্দ্রমেব,
খ্যাতপ্রাণেন্দ্রচিহ্নান্বিতমপি তদসৌ বিশ্বকর্ত্তেতি চেন্ন।
ব্রহ্ম ত্রেধা হ্যুপাস্যং বহুবিধ-চিদচিৎকঞ্চুকং স্বাত্মনা চ,
প্রাণেন্দ্র-প্রক্রমোঽপি প্রবলতরমহাবাক্যবৈঘট্যভগ্নঃ ॥৭৪॥
যল্লিঙ্গং কারণৈকস্থিতমিতি কথিতং জ্যোতিষীন্দ্রে চ তত্তু,
প্রখ্যাতান্যৈকনিষ্ঠং প্রথমমিতমতস্তন্মুখোত্থিত্যযোগঃ।
অপ্রাপ্তে তদ্বিমর্শে প্রকৃতশিথিলতা নেতি চেৎ সত্যমেতৎ,
বিষ্ণূৎপত্ত্যাদিনীতিভ্রমত ইহ পুরোবাদমুৎপ্রেক্ষ্য শঙ্কা ॥৭৫॥
জ্যোতিঃ-প্রাণেন্দ্রশব্দাঃ পরতরবিষয়াঃ কারণব্যাপ্তধর্ম্মা-
দিত্যেতৎ সাধ্বমীষাং বহু বিহতিমতী খ্যাতমাত্রে তু বৃত্তিঃ।
তৎকৌক্ষেয়ানলাত্মা কথিত ইহ তথা ধ্যানতস্তৎফলাপ্ত্যৈ,
মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গং তদুপহিতপরোপাসনাম্মোক্ষণায় ॥৭৬॥

কার্য্যং যৎ কর্ম্মবশ্যং যদপি দৃঢ়মিতং তন্নিরূঢ়ৈস্তু শব্দৈঃ,
নির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণি স্যাৎ ক্বচিদগতিহতা রূঢ়িরৈন্দ্রী নয়েন।
তল্লিঙ্গানন্যথাসিদ্ধ্যধিগমনবলাৎ তদ্বিশিষ্টে বিবক্ষা,
স্যাদীশে জ্যোতিরিন্দ্রাদ্যভিলপনপদেঽহং-ত্বমাদীরিতে চ ॥৭৭॥
স্বেচ্ছাতঃ সর্ব্বহেতুঃ শুভগুণ-বিভবানন্তনিঃসীমহর্ষঃ,
শুদ্ধা কর্ম্মোত্থনিত্যাকৃতিরনুপধিকাকাশনাদিস্বভাবঃ।
সপ্রাণাপ্রাণভেদ-ব্যতিভিদুরজগৎপ্রাণনো দিব্যদীপ্তিঃ,
প্রাণেন্দ্রাদ্যন্তরাত্মা প্রভুরধিকরণৈঃ সপ্তভিঃ প্রত্যপাদি ॥৭৮॥

ইতি ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥ ১১ ॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্‌বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

অথ প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

অত্রাযোগান্যযোগ-ব্যপনয়ননয়ৈর্ব্রহ্মপাদত্রিপাদী-
ভাগারূঢৈর্ম্মৃদুপক্রমকঠিনপরৈঃ প্রায় আদ্যে প্রসাধ্যম্।
কৃৎস্নাক্ষেপোপশান্ত্যৈ প্রথম ইহ ততঃ পাদ উক্তস্ত্রিপাদী,
ক্বাচিৎকাক্ষেপপূর্ব্বাখিলকলহসমুন্মূলনায় প্রণীতা ॥৭৯॥
অস্পষ্ট-স্পষ্টরূপ-স্ফুটতরচিদচিল্লিঙ্গবদ্বাক্যচিন্তা,
ভাষ্যে দীপাবতারেঽপ্যভণি নয়গণৈঃ সম্প্রবৃত্ত্যা ত্রিপাদ্যাম্।
অত্যন্তাস্পষ্টলিঙ্গান্বিতবিষয়মুশন্ত্যাদ্যপাদং তু কেচিৎ,
তত্রেদং তারতম্যং নিয়তনিজবলৈঃ কর্ম্মতার্ত্তীয়মানৈঃ ॥৮০॥
পূর্ব্বত্রাসিদ্ধরূপৈঃ স্বমতি-বিরচিতোন্নীতিভিঃ পূর্ব্বপক্ষঃ—
সিদ্ধৈঃ সাধারণৈরপ্যুপধিনিয়মিতৈঃ প্রত্যবস্থা দ্বিতীয়ে।
স্পষ্টা সাধারণত্বৈরুপরিপরমতানূক্তিকল্পৈরথেতি,
ন্যায়ৈকত্রিংশদত্র প্রতিচরণ-বিভক্ত্যন্বিতান্বেষণীয়া ॥৮১॥
বিশ্বং পাদে দ্বিতীয়ে বপুরিতি কথয়ংশ্চিন্ত্যতে বাক্যবর্গো
বিশ্বাধারঃ স আত্মেত্যভিলপনপরস্তর্কণীয়স্তৃতীয়ে।
তুর্য্যে সাঙ্খ্যাদিপক্ষোদিত-পরিপঠনভ্রান্তিরুন্মূলনীয়ে-
ত্যেবং কেচিত্ত্রিপাদীং জগদুরয়মপি শ্রোতৃবুদ্ধেঃ সমাধিঃ ॥৮২॥

অথ সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণম্ ॥১২॥

যস্য প্রাণঃ শরীরং স খলু হিততমোপাস্তিকর্ম্মপ্রসক্তঃ,
তস্মিন্ জীবত্বশঙ্কাং জগদুপজনকে সৌতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা।
পূর্ব্বন্যায়াচ্চ যুক্তং দমনমিহ মহাবাক্যতঃ প্রক্রমস্থে-
ত্যুত্থানে প্রক্রমোক্তানুগুণমিতি মহাবাক্যমেকীকরোতি ॥৮৩॥
অন্বারুহ্যাত্র ভেদং প্রথমমধিকৃতির্ভাবিতা কিন্নিমিত্তম্,
বিদ্যৈকত্বেঽনুবাদঃ পর ইহ গুণবিধ্যর্থমেবেতি যুক্তম্।
সত্যং ব্রহ্মানুমত্য ক্বচিদুপনিষদি ক্বাপি কল্প্যে বিবাদে,
চিন্তৈষোদাহৃতিঃ স্যাৎ পরমতরচিতেত্যর্থসিদ্ধিস্তু বোধ্যা ॥৮৪॥
সর্ব্বত্বং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্জনিমতি ঘটতে ব্রহ্মশব্দোঽত্র চৈবে-
ত্যল্পস্থানোঽল্পমানঃ সুখ-তদিতরভুগ্ জীব এবেতি চেন্ন।
তজ্জত্বাদেরনুক্তের্বিবিধগুণভিদাদর্শনাৎ সর্ব্বতাদেঃ,
স্বারস্যাদপ্যণুত্বং হ্যুপধিকৃতমিহোপাস্তয়ে জ্যায়সি স্যাৎ ॥৮৫॥

ইতি সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণম্ ॥১২॥

অথাত্রধিকরণম্ ॥১৩॥

অত্তা খল্বোদনাদের্ভবভুগিতি কঠশ্রুত্যধীতোঽপ্যসৌ স্যাৎ,
ন স্যান্মৃত্যুপসিক্ত-স্থিরচরনিখিলগ্রাসতস্তল্লয়োক্তেঃ।
জীবব্যাবর্ত্তনং চ প্রকরণবিদিতং ভোক্তৃতোক্তির্দ্বয়োস্তু,
প্রের্য্যত্ব-প্রেরকত্বপ্রতিনিয়তরসাচ্ছত্রি-নীত্যাথবা স্যাৎ ॥৮৬॥
সত্ত্বং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ জ্ঞ ইতি বিভজনাৎ পৈঙ্গ্যধীতস্তু সত্ত্বম্,
বুদ্ধিঃ প্রাণোঽথবেতি ত্বমিহ পিবতোর্জীব একস্তয়োশ্চেৎ।
মেবং জন্তৌ তু সত্ত্ব-শ্রুতিরিয়মুচিতা কর্ম্মভুগ্ নাপ্যনশ্নন্,
তৎপ্রশ্ন-প্রক্রমোঽন্যাশয় ইদমপি চাভাসি পূর্ব্বাপরাভ্যৈঃ ॥৮৭॥

ইত্যত্রধিকরণম্ ॥১৩॥

অথান্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

যদ্বৃত্তাদের্য এষোঽক্ষিণি পুরুষ ইতি শ্রূয়মাণোঽস্ত্ত জীবো
যদ্বাঽক্ষ্যোদের্বতাঽর্কঃ প্রতিকৃতিরথবা তত্র দৃশ্যেতি চেন্ন।
এতদ্ব্রহ্মৈতদেবামৃতমভয়মিদং কং খমিত্যাদ্যধীতেঃ--
সংযদ্বামত্বমুখ্যৈঃ স্থিতি-নিয়তিবলাদর্চিরাদ্যুক্তিতশ্চ ॥৮৮॥
স্বাতন্ত্র্যোত্তংসিতাসু শ্রুতিষু ন ফলদস্যৈব বেদ্যত্ববাদঃ,
কল্যাণালোকনাদেরিব বিধিবলতো বেদনস্যার্থবত্ত্বাৎ।
তস্মাদক্ষ্যন্তরস্থঃ প্রতিকৃতিপুরুষো যুজ্যতে পূর্ব্বপক্ষে,
সেয়ং পূর্ব্বাপরাস্বপ্যধিকৃতিষু যথাসম্ভবং নীতিরূহ্যা ॥৮৯॥
পূর্ব্বন্যায়েঽগ্নিবিদ্যা পুরত উপনতা মধ্যতস্তত্র তস্মাৎ,
তদ্বন্ন ব্রহ্মবিদ্যানুগতিরিতি ভবেদক্ষিবিদ্যা ততোঽন্যা।
নৈবং বিচ্ছিত্তিরঙ্গৈর্ন হি ভবতি মিতা চাঙ্গতাঽনেকধাস্যাঃ,
প্রোক্তং চ ব্রহ্মবিদ্যানুগুণমিহ ফলং প্রাক্ তু ন ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ॥৯০॥

ইত্যন্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

অথান্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অন্তর্যামী স জীবো বহুবিধকরণায়ত্তধীবৃত্ত্যনুক্তে-
র্নান্যো দ্রষ্টেতি চোক্তেরিতি যদি ন নিয়ন্ত্রন্তরস্য ব্যুদাসাৎ।
দ্রষ্টৃত্বাদ্যং চ তত্তদ্বিষয়-ঘটিতধীরূপমীশে হি মুখ্যম্,
তদ্ধর্ম্মাঃ কাণ্ব-মাধ্যন্দিনপঠিতিগতাস্তস্য চাত্মা শরীরম্ ॥৯১॥
স্থানৈক্যাদত্র শাখাদ্বয়পরিপঠিতাবাত্মবিজ্ঞানশব্দা-
বেকার্থাবিত্যকম্প্যং তদপি কথয়তো বুদ্ধিমেবেত্যপার্থঃ।
লোকাম্নায়প্রসিদ্ধ্যোরনুগমত ইমৌ চেতনে হ্যেকতানৌ,
বাধঃ কেনাপি নাস্মিন্ ভবতি চ সত ইত্যাদিভিঃ সামরস্যম্ ॥৯২॥

ইত্যন্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অথাদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

দৃশ্যত্বাদের্নিষেধো বিকৃতিমতি ভবত্যক্ষরে সন্নিকর্ষাৎ,
পঞ্চম্যুক্তাক্ষরং তত্তদবধিকপরঃ পঞ্চবিংশোঽস্তু মা ভূৎ।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিদৃষ্টেঃ প্রথমসমুদিতং ত্বক্ষরং ব্রহ্ম শুদ্ধম্,
পশ্চাদুক্তস্ত জীবাদিকমবধিতয়া ভেদতস্তৎপরোক্তেঃ ॥৯৩॥
ইত্যাদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

অথ বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥১৭॥

স্বর্লোকাদিত্য-বাতাম্বর-সলিল-মহীরূপমূর্দ্ধাদিক্লৃপ্ত্যা,
ধ্যেয়ো বৈশ্বানরাত্মা স্থিরবহুবিষয়ঃ শব্দলিঙ্গাদিসাম্যাৎ।
নৈবং ব্রহ্মেত্যধীতেভুর্বনতনুতয়া যোগতস্ত্বগ্নিশব্দো
বৈশিষ্ট্যাদ্বা ক্রিয়াঙ্গং স্ববপুষি পরধীর্গার্হপত্যাদিধীশ্চ ॥৯৪॥
অন্যস্মিন্নন্যদৃষ্ট্যা ন ভবতি বিদুষাং ক্বাপি নিঃশ্রেয়সাপ্তিঃ,
তস্মাদ্বৈশ্বানরোঽসৌ ন পর ইতি ফলং ত্বন্নসিদ্ধ্যাদি নৈবম্।
ব্রহ্মৈব হ্যন্যদৃষ্ট্যান্বিতঘটিতমিহ ব্রহ্মশব্দাত্মভাবাৎ।
সর্ব্বাঘ-ধ্বংস উক্তঃ ফলমপি পরমং ব্রহ্ম চ ব্যাপ্তমন্নম্ ॥৯৫॥
ত্রিমন্ত্রোপাসিতৃণাং মিতহৃদয়গুহাক্ষ্যন্তরশ্চিন্ত্য উক্তো
বিশ্বান্তর্য্যামিতাদের্বিপুলপরিমিতশ্চিন্তনীয়স্ত্রয়েঽথ।
ষট্সু ব্রহ্মাত্মশব্দৌ পুরুষপদমপি ক্ষেত্র-তজ্জ্ঞপ্রপঞ্চ-
ব্যাবৃত্তে বিশ্বহেতৌ প্রকরণনিয়মান্নামবৃত্ত্যা নমন্তি ॥৯৬॥
তজ্জত্বাদেহি সর্ব্বং জগদভিগদিতং ব্রহ্মভাবেন পূর্ব্বম্,
সর্ব্বান্তর্য্যামিতা চ প্রভবিতুরুদিতা সর্ব্ব-তদ্দেহতা চ।
তস্মাদ্বিশ্বৈক্যবাধপ্রভৃতি-বহুবিধাপার্থবভ্রম্যমাণ-
ক্ষুদ্রক্ষীবোক্তিজালং নিখিলমহ নয়ৈঃ সূত্রকারো নিরাস ॥৯৭॥
স্বাধীনাশেষসত্তা-স্থিতিযতনতয়া সর্ব্বভাবেন তিষ্ঠন্,
গ্রস্তাশেষোঽক্ষি-নিত্যস্থিতিরখিলতনুঃ কল্পিতাগ্ন্যাদিগাত্রঃ।
স্বর্লোকাদ্যঙ্গ-বৈশ্বানরপদবিষয়ো লক্ষণস্যাদিমস্য,
প্রোক্তঃ পাদে দ্বিতীয়ে শ্রুতিনিকরশিরঃশেখরঃ শ্রীনিবাসঃ ॥৯৮॥
ইতি বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥১৭॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য
বেদান্তাচর্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥১২॥

অথ প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

স্পষ্টৈর্জীবাদিলিঙ্গৈর্যুতমিহ হি বচঃ সাধ্যতে ব্রহ্মনিষ্ঠম্,
মধ্যেঽত্রাধিক্রিয়োক্তিস্ত্রিষু কিমিতি ন তত্তৎপ্রসঙ্গাত্তদুক্তেঃ।
কিঞ্চাস্যামর্দ্ধলোকায়তিকনিরসনং প্রস্তুতার্থোপযুক্তম্,
ব্রহ্মোৎকর্ষশ্চ সিধ্যেদ্ গলতি দিবিষদাং কারণৈক্যভ্রমশ্চ ॥৯৯॥
ন্যায়াঃ সপ্তৈব সাক্ষাৎ পরবিষয়তয়া সঙ্ঘটস্তেঽত্র পাদে,
সর্ব্বাধারঃ স আত্মা স্বমহিমনিলয়স্তত্র তাৎপর্য্যভূমিঃ।
তৎসিদ্ধ্যৈ শাসনাদ্যং কথিতমিহ মিথঃ স্যূতমালোচনীয়ম্,
সর্ব্বেশত্বং চ ষষ্ঠপ্রমিতনয়মিতং পশ্চিমন্যায়িরক্ষ্যম্ ॥১০০॥
সিদ্ধং প্রাগেব মুণ্ডোপনিষদি পরমং ব্রহ্ম তদ্ধর্ম্মভেদৈঃ,
ভেদোক্তেশ্চেত্যকাণ্ডে কিমিতি পুনরিমাং পিষ্টপেষং পিনষ্টি।
সত্যং ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মৈঃ পটুভিরুপনতা প্রক্রিয়াভেদশঙ্কা,
প্রখ্যাপ্য প্রত্যভিজ্ঞামপুনরুদয়মুন্মূল্যতে শব্দপূর্ব্বৈঃ ॥১০১॥
যস্মিন্নোতং মনোঽন্যৈঃ সহ করণগণৈর্জায়তে যশ্চ নানা-
নাড্যাধারশ্চ যোঽন্তশ্চরতি স করণী কর্ম্মভোক্তেতি চেন্ন।
বিশ্বাধারাত্মভাবাদমৃতবিতরণান্মুক্ত-স্বপ্যত্ববাদাৎ,
প্রাগুক্তপ্রক্রিয়ৈক্যাদনশনসহিতাৎ কাশনাচ্চান্যসিদ্ধেঃ ॥১০২॥
ব্যাপ্তে তত্রাক্ষমোতং যদি কিমিহ ততো জন্ম চাস্যেচ্ছয়োক্তম্,
নাড়ীচক্রস্য নাভির্ভবতি চ স পরো হার্দ্দরূপেণ তিষ্ঠন্।
নিষ্কম্পব্যাপিনোঽন্তশ্চরণমপি শুভৈর্ব্বিগ্রহৈরস্তি লোকে,
সৌবালাম্নাতবদ্বা চরণমিদমপি, স্যাদধিষ্ঠানমাত্রম্ ॥১০৩॥

ইতি দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্ ॥১॥

অথ ভূমাধিকরণম্ ॥২॥

আত্মজ্ঞানাভিলাপাদনুপরতশুচে নারদায় প্রযুক্তম্,
প্রাণে সানৎকুমারং বিরমতি বচনং হিংসনার্হঃ স জীবঃ।
অল্পপ্রত্যর্থিভূমা নিরবধিকসুখোঽপ্যেষ এবেতি চেন্ন,
প্রাণাখ্যাৎ সত্যশব্দোদিতমধিকতয়োপাস্যমত্র হ্যুপাত্তম্ ॥১০৪॥

নামাগ্যা শাস্তবেদ্যে প্রতিবচনবশাৎ প্রশ্নতশ্চাধিকোক্তে,
প্রাণে বিশ্রান্তিদৃষ্ট্যা ভবতু তদবধিঃ প্রস্তুতাত্মোপদেশঃ।
নৈবং জাত্যে হি নামাদিবদিহ পরমাদাত্মনঃ প্রাণ উক্তঃ,
স্বস্মাদিত্যত্র তস্মাদিতি ন বিঘটনাৎ স্বারসিক্যা বিভক্তেঃ ॥১০৫॥
প্রাণদ্রষ্টাতিবাদী তদনুবদনতশ্চোদিতঃ সত্যবাদ-
স্তস্মাৎ সর্ব্বাহমর্থঃ সকলজনয়িতা প্রাণ এবেতি চেন্ন।
এষ ত্বিত্যন্যতোক্তেরতিবদনকৃতঃ প্রাক্তনাদস্য তদ্বৎ,
নত্বন্যোঽস্ত্যগ্নিহোত্রী স্বমহিমনিলয়ে হ্যত্র ধর্ম্মোপপত্তিঃ ॥১০৬॥
নামাদৌ বাক্ চ তস্যোপরি তদনুমনশ্চাথ সঙ্কল্পনামা,
চিত্তং ধ্যানং চ তস্মাদ্বলমপি চ ততঃ স্যাচ্চ বিজ্ঞানপূর্ব্বম্।
অন্নং তোয়ং চ তেজো গমনমপি ততো মন্মথঃ স্যাৎ তথাশা,
প্রাণঃ সত্যঃ পরাত্মা সকলনিয়মিতা গম্যতে ভূমবাক্যে ॥১০৭॥

ইতি ভূমাধিকণম্ ॥২॥

অথাক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রখ্যাতাকাশপূর্ব্বস্ববিকৃতিবহনাদক্ষরাখ্যং প্রধানম্,
তস্যাপ্যাকাশতোক্তৌ ধৃতনিখিলজগৎ ক্ষেত্রিতত্বং তু তৎ স্যাৎ।
নৈবং দ্রষ্টৃত্বপূর্ব্বৈরনিতরনিয়তৈঃ শাসনায়ত্তধৃত্যা,
কিঞ্চ দ্রষ্ট্রন্তরস্য ব্যুদসনমিহ তত্তুল্য-তদ্দ্রষ্ট্রপোহঃ ॥১০৮॥

ইত্যক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

অথেক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্ ॥৪॥

লক্ষীভূতোঽয়মেকঃ খলু পুরুষ ইহ ধ্যায়তেরীক্ষতেশ্চ,
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সোঽয়মণ্ডাধিপ ইতরপরাৎ স্যান্যজীবাৎ পরোঽসৌ।
নো চেৎসৌমাদিভোগপ্রকরণবিহতির্বোভবীতীত্যযুক্তম্,
তস্মিন্ শান্তামৃতত্বপ্রভৃতিপরগুণখ্যাত্যনুক্ত্যোরযোগাৎ ॥১০৯॥
নত্বত্রোঙ্কারমাত্রাত্রয়-ফলগণনারূঢ়-ভূম্যন্তরীক্ষ-
প্রত্যাসত্ত্যানিবাসঃ সরসিজবসতের্ব্রহ্মলোকোঽস্ত্র নৈবম্।

পাপোন্মুক্তেন লভ্যোহ্যয়মিহ কথিতঃ সূর্য্যসম্পত্তিপূর্ব্বম্ ,
সোঢ়ব্যো মধ্যলোকৈর্ব্যবধিরিতি সমস্তৎসমাধানমার্গঃ ॥১১০॥

ইতি ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্ ॥৪॥

অথ দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

দহ্রং হৃৎপুণ্ডরীকে গগনমভিহিতং তৈত্তিরীয়শ্রুতৌ যৎ,
ছন্দোগৈস্তত্র গীতং যদপি চ দহরাকাশ ইত্যেতদেকম্ ।
ভূতাত্মং তৎ প্রসিদ্ধের্মহিমত ইতি ন প্রত্যনীকৈরনেকৈঃ,
শ্রৌতী চ স্যাৎ প্রসিদ্ধির্ভগবতি বলিনী লিঙ্গবর্গৈঃ সনাথা ॥১১১॥
বাহ্যাকাশশ্চ যাবানয়মপি হি তথেত্যেতদক্লিষ্টমীশে,
সত্যাত্মপ্রাণশব্দা নভসি ন কথমপ্যন্বয়ং প্রাপ্নুবন্তি ।
কামাধারশ্চ যোহসৌ সমগণি দহরাকাশবাচাহত্র নিত্যঃ,
তস্যৈব হ্যেষ আত্মেত্যনুবদনমতস্তদ্গুণাশ্চিন্ত্যকামাঃ ॥১১২॥
সর্ব্বেশাধারতোক্ত্যা ভবতু চ হৃদয়ব্যোম তদ্ বাজ্যধীতম্ ,
ছান্দোগ্যস্থো নিষাদস্থপতিনয়পদং ব্রহ্মলোকাদিশব্দঃ ।
আপস্তম্বশ্চ বৈভাজনপুরমবদদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মভূতম্ ,
পূস্তস্য প্রাণিনঃ স্যুস্তদপি তদপি হি স্যাৎ পুরং সর্ব্ববাসাৎ ॥১১৩॥
জীবস্তহ্যেষ আত্মা গুণগণঘটনাৎ তৎপরামর্শদৃষ্টে-
রল্পত্বাদ্ব্যক্তিতশ্চেত্যসদনুপধিকাৎ সত্যসঙ্কল্পতাদেঃ ।
বিশ্বৈকাধারতাদেরপি স খলু পরো দহ্রতৌপাধিকী স্যাৎ,
প্রাজাপত্যাত্তু বাক্যাৎ পরসমদশয়া তদ্গুণোক্তির্ব্বিমুক্তে ॥ ১১৪॥
দহ্রাকাশোহপবর্গপ্রদ ইতি গদিতুং সম্প্রসাদোক্তিরত্র,
প্রাজাপত্যে তু বাক্যে পরপরিপঠনং প্রাপ্য-নিষ্কর্ষণার্থম্ ।
আকাঙ্ক্ষাদ্যৈস্তদেবং পর-তদিতরয়োরন্বিতে বাক্যযুগ্মে,
যুক্তং নান্যোন্যবাধপ্রভৃতিকমিহ তৎসামরস্যং হি সৌত্রম্ ॥১১৫॥

ইতি দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

অথ প্রমিতাধিকরণম্ ॥৬॥

প্রাণেশোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ক্বচিদনুকথিতঃ সঞ্চরন্ কর্ম্মভিঃ স্বৈ
রন্যত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষমপি যমো নিশ্চকর্ষেতি দৃষ্টম্।
তস্মাদেতৎ প্রমাণপ্রমিতমুপনিষজ্জীবমাহেত্যযুক্তম্,
বাক্যস্থেশানতাদের্নরহৃদয়পরিচ্ছিত্তিতস্তদ্ধি মানম্ ॥১১৬॥
নহ্যঙ্গুষ্ঠপ্রমাণং হৃদয়মখিলজন্ত্বাশ্রয়ং তৎ পরস্মিন্,
ব্যাপ্তে তন্মানতোক্তিঃ ক্বচিদিতি মনুজাধিক্রিয়োক্তিপ্রসঙ্গে।
সূত্রদ্বন্দ্বদ্বয়ান্তস্ত্রিভিরধিকরণৈশ্চিন্ত্যতে তদ্বিশেষ-
স্তার্তীয়ৈঃ স্থাপনীয়া ত্ববজিগমিষিতা নেতিকর্ত্তব্যতাঽত্র ॥১১৭॥

ইতি প্রমিতাধিকরণম্ ॥৬॥

অথৈতদ্গর্ভে দেবতাধিকরণম্ ॥৭॥

শব্দাত্মা লৌকিকার্থা কৃতিরিয়মথবা দেবতাতো ন তস্যাঃ,
ব্রহ্মোপাসেত্যনার্ষং শ্রুতপরিহরণং কল্পনং চাশ্রুতস্য।
বিশ্বস্রষ্টা চ মাভূদনুমিতিবিষয়স্তৎপরৈস্ত্বেষ শাস্ত্রৈ-
র্নির্ব্বাধৈঃ স্থাপিতঃ প্রাক্ স্বয়মপি বিভুনা নৈব শক্ত্যাপলাপঃ ॥১১৮॥
সামর্থ্যং দেবতানামুচিততনুভৃতামর্থিতা তাপভাজাম্,
সম্পদ্যেতেতি তাসামপি ভবতি পরোপাস্তিবর্গাধিকারঃ।
খ্যাতং মন্ত্রার্থবাদপ্রভৃতিষু নিখিলং দোষবাধাদ্যভাবে,
মিথ্যোত্ত্যাদ্যেষয়স্তঃ স্বত ইহ কথিতাং মানতাং প্রস্মরন্তি ॥১১৯॥
দ্বেধা বৃত্তিঃ স্তুতৌ স্যাৎ স্বপরগুণমুখী প্রাকৃতনী তাবদর্থ্যা,
নির্ধার্য্যঃ পশ্চিমায়ামপি নিপুণধিয়াং মুখ্যধর্ম্মৈকদেশঃ।
রুচ্যর্থায়াঞ্চ তস্যামনৃতকথনতো রোচনা নহ্যমুষ্মে,
ভূতার্থে কা স্তুতিঃ স্যাদিতি মুনিগদিতা গৌণতাদের্নিবৃত্ত্যৈ ॥১২০॥
নানাদেহাপ্তিশক্তাঃ কথমিহ যুগপৎকর্ম্ম-সন্নিধ্যনর্হাঃ,
তত্তদ্ব্যক্ত্যাস্তসত্ত্বে শ্রুতিষু ভবতি নানিত্যযোগঃ প্রবাহাৎ।
কাণ্ডাদৌ কর্তৃবাদঃ প্রবচননিয়তো বেদনিত্যত্বসিদ্ধে-
রীশঃ প্রাচীনকল্পক্রমত উপদিশেদ্ বর্ণসর্গেঽপি বেদান্ ॥১২১॥

বেদানামীশবুদ্ধ্যা ক্রমনিয়মহতিঃ কল্পভেদে যদীষ্টা,
মন্ত্রাংশানাং তথা স্যাৎ ন খলু তদুচিতং ব্রীহিসোমাদিসাম্যাৎ।
ইত্থং বিধ্যর্থবাদক্রম ইতি নিয়মে পাক্ষিকে বা তথাত্বে,
পক্ষোঽসাবাক্ষপাদঃ পরমতপরিষৎকোটিমাটীকতাং নঃ ॥১২২॥
সৌক্ষ্ম্যাৎ তুল্যাভিঘারাৎ সহকৃদপনয়াচ্ছাদকাদান্যপর্য্যা-
দত্যাসত্ত্যাঽতিদূরাদ্বলবদভিভবান্মুস্তবাক্ষোপঘাতৈঃ।
নেক্ষ্যন্তে বর্ত্তমানান্যপি হি সুরগণস্তদ্বদন্তর্দ্ধিশক্তেঃ,
প্রখ্যাতাঃ সিদ্ধিভেদা অপি জননতপোযোগমন্ত্রৌষধীভ্যঃ ॥১২৩॥

ইত্যেতদ্গর্ভে দেবতাধিকরণম্ ॥৭॥

অথৈতদ্গর্ভে মধ্বধিকরণম্ ॥৮॥

স্যাদেবং দেবমাত্রে মনুজ ইব পরোপাস্তিমাত্রে তথাপি,
স্বস্যৈবারাধ্যভাবঃ স্বপদমপি ফলং যত্র নাত্রাধিকারঃ।
মৈবং সর্ব্বান্তরাত্মা স্বতনুভৃদিতি চোপাসতে মুক্তিকামাঃ,
কামাদাবর্ত্ততে তু স্বপদমপি ফলং কল্পমন্বন্তরাদৌ ॥১২৪॥

ইত্যেতদ্গর্ভে মধ্বধিকরণম্ ॥৮॥

অথৈতদ্গর্ভে অপশূদ্রাধিকরণম্ ॥৯॥

জৈমিন্যুক্তাপশূদ্রাধিকরণসরণৈর্নাস্তি বিদ্যাগিলব্ধিঃ,
শূদ্রাদীনাং তথাপি স্মৃতপরভজনাধিক্রিয়া জাঘটীতি।
শ্রোতৃত্বাস্তারতাদেঃ স্বজনি-সমুচিতৈঃ কর্ম্মভিশ্চেত্যযুক্তম্,
প্রাপ্তে ব্রহ্মোপদেশে হ্যুপনয়নপরামর্শনাদি প্রসিদ্ধম্ ॥১২৫॥
শূদ্রাণাং ভারতাদেঃ শ্রবণমনুমতং পাপশান্ত্যাদিসিদ্ধ্যৈ,
বেদার্থাপাতবুদ্ধির্যদনধিকরণা নোপবৃংহেত তৈঃ সঃ।
বিদ্যাস্থানানি শূদ্রৈর্মুরভিদকথয়ৎ পাণ্ডবায় দ্বিসপ্তা-
প্যাস্প্রষ্টব্যানি তস্মান্নহি বিকলধিয়াং স্যাদুপাসাধিকারঃ ॥১২৬॥
গীতং শূদ্রাদিকানামপি পরভজনং কেবলং স্বার্হধর্ম্মৈঃ,
ধর্ম্মব্যাধস্তুলাধৃগ্‌বিদুর ইতি চ তে প্রাগ্‌ভবাভ্যাসসিদ্ধাঃ।
বক্তা শূদ্রেতি জানশ্রুতিমভিমুখয়ন্ শোকমস্য ব্যনক্তি,
ক্ষত্রপ্রেষাদিলিঙ্গৈঃ স্ফুটতরবিদিতং ক্ষত্রিয়ত্বং হি তস্য ॥১২৭॥

ধৃত্বেতি প্রাচ্যবাক্য-প্রকৃত ইহ ভবেন্মুক্ত আকাশনামা,
বন্ধেঽসৌ নামরূপে বহতি তদনু চ ব্রহ্মভাবে জহাতি।
ইত্যন্যায্যং পুরোক্তঃ পুনরয়মভিসম্ভাব্য এব হ্যপাত্তঃ,
ব্রহ্মত্বং ন হ্যবস্থা শ্রুতিষু চ যুগপজ্জ্ঞাজ্ঞতাদির্বিভক্তঃ ॥১২৮॥
বিশ্বাত্মানন্তভূমানিয়মনধৃতিকৃৎ মুক্তভোগ্যস্বভাবঃ,
দহ্রস্বাধারসর্ব্বো হৃদয়পরিমিতাবস্থয়া সর্ব্বযন্তা।
দেবাদীনামুপাস্যো বসুমুখবিবুধৈঃ স্বাত্মভাবেন সেব্যঃ,
শূদ্রাদ্যোপাস্ত্যনর্হঃ প্রভুরিহ বুবুধে নামরূপৈককর্ত্তা ॥১২৯॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১৩॥

অথ প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

নির্ণীতং বাক্যজাতং পরবিষয়তয়া স্পষ্টজীবাদিলিঙ্গম্,
তত্তচ্ছায়ানুসারি প্রথয়তি তু বচস্তৎপরং তুর্য্যপাদে।
ষড়্‌ভির্দ্বাভ্যাং চ তত্র প্রশময়তি নয়ৈঃ সাংখ্যযোগোক্তশঙ্কাম্,
ঘট্টৌ জাঘট্টু ইত্থং কথিতনিগমনং ত্বষ্টমং কেচিদূচুঃ ॥১৩০॥
দ্বাভ্যাং ক্ষেপ্যং প্রধানং কপিলমতমথ ত্বেকতোঽন্যোক্তসঙ্খ্যা,
তুর্য্যেণাব্যাকৃতোক্তেরপি বিভুরবধিঃ স্থাপ্যতে দ্বারবৃত্ত্যা।
শুদ্ধাশুদ্ধৌ চ জীবাবধিকরণযুগেঽনন্তরং বারণীয়ৌ,
শেষং তত্রান্তরোক্তেশ্বরনিরসনকৃৎ তুর্য্যপাদাষ্টকেঽস্মিন্ ॥১৩১॥
অক্ষাত্ত্বব্যক্তনিষ্ঠং জড়মথ পুরুষস্তত্ত্বকাষ্ঠাং বিবিচ্য,
ব্রূতে বল্লী কঠানাং পরমতপঠিতাং প্রক্রিয়ামিত্যযুক্তম্।
তত্রস্থানেকবাক্যোদিতবিবিধবশীকার্য্যমুখ্যাক্রমোক্তেঃ,
শান্তাত্মা বিষ্ণুরুক্তঃ পর ইহ পুরুষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতে চ ॥১৩২॥
নহ্যর্থা ইন্দ্রিয়াণাং প্রকৃতিরথ মনো হেতুরেষাং ন চেষ্টম্,
বুদ্ধিশ্চৈতন্ন সূতে ন চ মহতি মহান্ জায়তে বুদ্ধিসংজ্ঞঃ।
ভোক্তুর্মুক্তং মহত্ত্বং মহতি নহি ভবেদাত্মতা পারিশেষ্যাৎ,
হ্যব্যক্তোক্তিঃ শরীরে তদিহ ন কপিলপ্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা ॥১৩৩॥

ইত্যানুমানিকাধিকরণম্ ॥১॥

অথ চমসাধিকরণম্ ॥২॥

স্বাতন্ত্র্যেণ হ্যজায়া নিখিলজনকতা সূচ্যতে ক্বাপি বাক্যে,
বদ্ধোঽজস্তত্র শেতে ত্যজতি পুনরিমাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।
ইত্যুক্তেস্তান্ত্রিকী সা ত্রিয়মিতি যদি না জাত্মমাত্রাভিধানা,
অস্বাতন্ত্র্যপ্রসিদ্ধেঃ স্বজতিরপি পরপ্রের্য্যতাং নোপরুন্ধ্যাৎ ॥১৩৪॥

ইতি চমসাধিকরণম্ ॥২॥

অথ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

যস্মিন্ পঞ্চেতি বাক্যে পরপরিগণিতা বিংশতিঃ পঞ্চযুক্তা,
প্রোক্তা সপ্তম্যধীতস্তিহ পুরুষগণোঽনন্যনিষ্ঠোঽস্তু মৈবম্।
আকাশস্য স্বনাম্না পৃথগনুকথনাৎ সপ্তমীশক্ত্যবাধাৎ,
ষড়্‌বিংশোঽত্র সর্ব্বাশ্রয় ইতি বিধিতোঽনূদ্যতে ব্রহ্মতাদ্যৈঃ ॥১৩৫॥
সংজ্ঞোপাধিঃ সমাসো হ্যয়মিতি নিগমে সপ্তসপ্তর্ষিনীত্যা,
প্রাণাদ্যন্তন্মনোঽন্তং প্রকরণনিয়তং পঞ্চকং ধীন্দ্রিয়াখ্যম্।
জ্যোতিঃশব্দেন শাখান্তরবিদিতমিদং ন্যূনবাদস্তু পূর্য্যো।
ঘ্রাণং বক্ত্যন্নশব্দো রসনমপি সহ প্রাণশব্দস্ত্বগর্থঃ ॥১৩৬॥

ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

অথ কারণত্বাধিকরণম্ ॥৪॥

বিশ্বোপাদানবক্ত্রী শ্রুতিষু সদসদ্‌ব্যাকৃতোক্তিঃ পরোক্তেঃ,
হ্যব্যক্তেঽন্বেতি তস্মাত্তুদিতরদখিলং নেয়মত্রেতি চেন্ন।
যত্রাসত্ত্বাদি দৃষ্টং প্রকরণবিদিতস্তত্র সর্ব্বজ্ঞতাদ্যম্,
লিঙ্গং স্যাদিত্যধীতং স্থিরমপি তদিহাবাধ্য আত্মাদিশব্দঃ ॥১৩৭॥
আসীদগ্রে ত্বসদ্বা ইদমিতি বিলয়াবস্থতামাত্রমুক্তম্,
নৈবাসীৎ কিঞ্চিদিত্যাদ্যপি বিলয়পরং শূন্যতাদের্নিষেধাৎ।
সর্ব্বস্যাব্যাকৃতত্বং বিভজনবিরহাত্তাদৃশাবস্থ-তত্তদ্
দ্রব্যস্তোমান্তরাত্মা তদিহ সদসদ্‌ব্যাকৃতাদ্যুক্তিবাচ্যঃ ॥১৩৮॥

অথ জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ॥৫॥

যস্যৈতৎকর্ম্মবেদ্যঃ স ইতি বচনতঃ কর্ম্মবশ্যপ্রতীতেঃ,
কর্ত্তা পুংসাং স এব স্বকৃতপরিণতেরিত্যপক্রান্তিভগ্নম্।
বালাক্যজ্ঞাততত্ত্বান্তরমুপদিশতঃ স্যাদিহাজাতশত্রো-
স্তজ্জ্ঞাতোক্তির্নিরর্থা জগতি কৃততয়া কর্ম্মশব্দোঽত্র মুখ্যঃ ॥১৩৯॥
এবং জীবাতিরিক্তে প্রকরণনিয়তে তত্র তজ্জীবমুখ্য-
প্রাণাখ্যানং ন তেন ক্ষতিরিহ হি তথা তদ্বিশিষ্টে হ্যুপাসা।
প্রাণস্য প্রাণভাজোঽপ্যধিকরণতয়া বাজিবাক্যোক্তনীত্যা,
ব্রহ্মজ্ঞপ্ত্যৈ তদন্যপ্রকথনমিতি হি স্থাপনা সার্ব্বভৌমী ॥১৪০॥

ইতি জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ॥৫।

অথ বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥৬॥

পত্যাদীনাং প্রিয়ত্বং শ্রুতিরনুবদতি হ্যাত্মনঃ কামসিদ্ধ্যৈ,
তেনাসৌ পুণ্যপাপোদিতফলভুগিতি প্রক্রমাদিপ্রতীপম্।
তত্তদ্ভোগপ্রদাতুঃ প্রথয়তি হি বিভোঃ কামতস্তৎপ্রিয়ত্বম্,
দ্রষ্টব্যাশ্চৈষ মুক্তৌ শ্রুতিনিকরমিতঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতেঽত্র ॥১৪১॥
ব্যুৎপত্ত্যা হ্যাত্মশব্দঃ প্রথয়তি পরমং ব্রহ্ম যদ্বা সমাসাৎ,
সার্থোঽয়ং জীবশব্দো বদতি চ পরমং দ্বারবৃত্ত্যেতি পক্ষাঃ।
ব্যক্ত্যৈক্যাদাশ্মরথ্যো নিরুপধিকদশাদ্বৈততস্ত্বৌড়ুলোমি-
স্তৎস্থত্বাৎ কাশকৃৎস্নঃ পরবিষয়তয়া জীবশব্দং জগাদ ॥১৪২॥
ভেদোপাধিব্যপায়ে ভবভৃদয়মিয়াদ্ব্রহ্মতামিত্যযুক্তম্,
নিত্যস্তদ্ভেদদৃষ্টেরতিপতিতভবে সাম্যসাধর্ম্ম্যশব্দাৎ।
মৃত্তৎকার্য্যক্রমশ্চ শ্রুতিশতবিহতস্তেন জীবোক্তিমীশে,
তৎস্থত্বাৎ কাশকৃৎস্নো যদিহ নিরবহদ্ব্যাসসিদ্ধান্ত এষঃ ॥১৪৩॥

ইতি বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥৬॥

অথ প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥৭॥

মৃৎপিণ্ডাদেঃ কুলালপ্রভৃতিরিহ পৃথক্ তদ্বদেবাদিকর্ত্তা,
নোপাদানং বিকারৈর্বিরহত ইতি ন দ্বারমাত্রে বিকারাৎ।

মৃদ্‌দৃষ্টান্তাদিমাত্রান্নচ বিকৃতিরসৌ স্যাৎ পরস্য স্বরূপে,
দেহদ্বারোর্ণনাভিপ্রভৃতিবিকৃতিবদ্ব্যাপৃতের্দর্শিতত্বাৎ ॥১৪৪॥
স্বজ্ঞানাদ্বং স্বজন্যং ভবতি সৃজতি চ স্বান্যসংযোগমীশঃ,
সংযোগে মূর্ত্তনিষ্ঠে প্রকৃতিরপি হি তৎ স্যান্নিমিত্তং ক্রিয়াতঃ।
একস্যাদৌ বহু স্যামিতি বহুভবনং সৌভরিন্যায়সিদ্ধম্,
ভেদাভেদশ্রুতীনামবিহতিরিহ চ স্যাদ্বিশিষ্টৈক্যযোগাৎ ॥১৪৫ ॥
কার্য্যৈক্যে হি প্রতিজ্ঞা তদনুগুণ উদাহারি দৃষ্টান্তবর্গঃ,
স্রষ্টুঃ স্যামিত্যভিধ্যাং শ্রুতিরিহ বনতাং বৃক্ষতাদিঞ্চ বক্তি।
আত্মানং চৈষ এব স্বয়মকরুত তদ্ভূতযোনিত্বমুক্তম্,
তস্মাৎ কর্ত্তাপি দেবঃ প্রকৃতিরপি ভবেৎ সর্ব্বতত্ত্বান্তরাত্মা ॥১৪৬॥
নোপাদানং নিমিত্তং কিমপি তদিতরৎ কারণং তদ্ধি বিদ্মঃ,
যদ্বা সিদ্ধং নিমিত্তং ন ভজতি তদুপাদানতামিত্যযুক্তম্।
ইষ্টাদাকারভেদাদুভয়ঘটনতো লোকবেদানুরোধে,
সিদ্ধে স্বচ্ছন্দলক্ষপ্রণয়নকুস্থিতিঃ পাকচিন্তা-বিপাকঃ ॥১৪৭॥
উক্ত্বা তত্ত্বান্তরাণাং বিলয়মথ তমস্যেকতামাত্রমুক্তম্,
প্রোক্তং চানাদিতাদি প্রকৃতিপুরুষয়োর্বেদ-তদ্বেদিবাক্যৈঃ।
লীয়েতে তৌ পরস্মিন্নিতি তু লয়বচঃ স্যাদয়স্তোয়নীত্যা,
তেনাসৌ ভোক্তৃভোগ্যপ্রভৃতি-কবচিতাদ্বিশ্বসৃষ্টিঃ সমীচী ॥১৪৮॥

ইতি প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥৭॥

অথ সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৮॥

অগ্রে সংবর্ত্তনং ভাত্যবিতথবচসি ক্বাপি হৈরণ্যগর্ভম্,
গ্রস্তাশেষস্বকার্য্যে তমসি চ শিব এবেতি কেচিৎ পঠন্তি।
এতাদৃগ্বাক্যবর্গঃ স্ফুটভবদধিকাশঙ্কনস্তম্ভনার্থম্,
প্রাগুক্তান্নীতিভেদানতিদিশতি পরং শিষ্যশিক্ষৈকচিত্তঃ ॥১৪৯॥
বিশ্বেশঃ শ্রীপতিশ্চেদ্ভবতি কথমসৌ ত্রাণমাত্রাধিকারী,
দূরং গত্বাপি দুঃখ্যদ্বিধিশিবতুলয়া ঘট্টকুট্যাং প্রভাতম্।
মৈবং মৎস্যাদিভাবেম্বিব নিজবিভবান্নুক্রিয়ানাট্যমেতদ্,
ব্রহ্মেশস্রষ্টরি স্যান্নিরবধিকবৃহৎপৌরুষে পূরুষে নঃ ॥১৫০॥

সাংখ্যোক্তপ্রক্রিয়োক্তেস্তদভিমতসৃজেস্তৎপ্রসখ্যানকৢপ্তেঃ,
তৎপ্রোক্তাব্যাকৃতৈক্যাৎ স্ববৃজিনবচনাৎ তৎফলাবদ্যযোগাৎ।
ভেদাৎ কর্ত্তৃপ্রকৃত্যোদ্রু হিণশিবমুখানেকহেতুশ্রুতেশ্চ,
ক্ষিপ্তং পাদত্রয়োক্তং শ্রুতিহৃদয়সমুদ্ঘাটনাদন্বরক্ষৎ॥১৫১॥
জিজ্ঞাস্যত্বেন সিদ্ধেঃ স্থিরচরচিদচিদ্দেহিনি ব্রহ্মতত্ত্বে,
শ্রুত্যাদ্যৈরেব সূক্তাস্বরসগতিরিয়ং কারণাম্নায়বাচাম্।
বাধং রোধং চ বাহ্যান্তরমিহ বহুধা বর্ণয়ন্তো মুসল্যা,
নিষ্কাল্যেরন্ পরস্তান্নিষদুপনিষদাং নিশ্চলত্বপ্রসিদ্ধ্যৈ॥১৫২॥
আদৌ জিজ্ঞাস্যতাস্তাং বহুবিহতিহতা সহ্যতাং লক্ষণোক্তিঃ,
মৃষ্যামঃ শাস্ত্রযোনিপ্রলপিতমপি বঃ স্যাৎ সমন্বিত্যপোক্তিঃ।
সূত্রৈরেতৈঃ স্ফুটার্থৈঃ সবিষয়বচনৈর্নির্ব্বিশেষৈক্যপক্ষে,
মুখ্যেক্ষাদ্যৈঃ স্বধর্ম্মঃ প্রকৃতিপুরুষতো ভেদবাদঃ কথং স্যাৎ॥১৫৩॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥১॥৪॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

অথ স্মৃত্যধিকরণম্॥১॥

তত্তাদৃক্তর্কতন্ত্রক্রম-নিপুণমহাবুদ্ধিসন্তোষসিদ্ধিঃ,
যদ্যপ্যুক্তেন লভ্যা তদপি মৃদুধিয়াং হৈতুকাস্কন্দশঙ্কী।
স্থূণাখাতক্রমেণ স্থিরয়তি কথিতং ব্রহ্মণঃ কারণত্বম্,
কার্য্যত্বং যস্য যাদৃক্ শ্রুতিভিরবগতং তস্য তত্তাদৃশঞ্চ॥১৫৪॥
পাদদ্বন্দ্বং দ্বিতীয়ে পরিহরতি পরে কারণে বাহ্যপীড়াম্,
কার্য্যদ্বারেণ পাদান্তরযুগমুদয়ত্যান্তরক্ষোভশান্ত্যৈ।
হেতুত্বাযোগভঙ্গঃ প্রথমমিহ বিভোস্তস্য সার্ববত্রিকত্বা-
যোগক্ষেপঃ পরস্তাৎ ফলতি স চ ভবেচ্ছ্রৌতনিত্যং বিহায়॥১৫৫॥
তন্ত্রচ্ছায়ানিদানে স্বয়মুপনিষদামান্যপর্য্যে নিরুদ্ধে,
তন্ত্রেভ্যো দুর্ব্বলত্বাৎ তদনুসরণমিত্যুজ্জিহীতে পরোহস্য।
ইত্থং সত্যত্র তত্তৎস্মৃতিনয়-পৃতনাতিক্রমং তত্তদর্হৈঃ,
প্রত্যাস্ত্রৈর্বারয়িত্বা দ্রঢ়য়তি চলিতং পাদতঃ প্রাচ্যমর্থম্॥১৫৬॥

নির্ণীতং কর্ম্মকাণ্ডে স্মৃতিনয়বিহতৌ নিশ্চলত্বং শ্রুতীনাম্,
চর্চ্চা তৎসিদ্ধয়েঽসৌ পুনরিতি বিফলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়াদ্যপাদঃ।
মৈবং গম্ভীরনানাশ্রুতিশিখরপরিচ্ছেদ্যদুর্ব্বোধতায়া-
মাপ্তোক্ত্যা তর্কতশ্চ ক্ষমমনুসরণং পশ্যতো হ্যত্র ভঙ্গঃ ॥১৫৭॥
দ্বাভ্যাং স্মৃত্যা বিরোধং পরিহরতি ততস্ত্বষ্টভিস্তর্কবাধম্,
তেনোপাদানভাবং দ্রঢ়য়তি তু বিভোঃ কর্তৃতাং তদ্দ্বয়ং চ।
তত্তৎক্ষেপাত্তুলাগ্রদ্বয়-নমনসমুন্নামনীত্যা প্রবৃত্তে,
শঙ্কাবর্গে পরীক্ষা সমনিহিতমতিঃ পক্ষপাতং রুণদ্ধি ॥১৫৮॥
স্মর্ত্তা শ্রুত্যৈব গীতঃ কপিলঋষিরসৌ বাসুদেবাংশভূতঃ,
খ্যাতো রামায়ণাদৌ প্রনিধিনিপুণধীর্বক্তি বেদান্ততত্ত্বম্।
তস্মাদস্মদ্বিদূরে শ্রুতিশিরসি তদুক্ত্যৈব নিষ্কর্ষণং স্যাৎ,
ন স্যাদেকার্থ-মন্বাদ্যনঘবহুগিরা তত্র তত্ত্বার্থসিদ্ধেঃ ॥১৫৯॥

অথ যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ ॥২॥

বেদান্ পূর্ব্বং বিধাতাঽলভত ভগবতঃ সর্ব্ববিদ্যানিযুক্তো।
বাগীশশ্চৈষ তস্মাত্তদুদিতবিহতৌ কম্পনং বেদমূর্দ্ধ্নঃ।
মৈবং তস্যাপি বেদাপহৃতিমুখবিপদ্দর্শনাৎ ক্ষেত্রিভাবাৎ,
ভ্রান্ত্যাদিঃ সম্ভবেদিত্যগতিকবিষয়ে পূর্ব্ববন্নির্ব্বহামঃ ॥১৬০॥

অথ বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

বিশ্বং ত্রৈগুণ্যবৎ স্যাৎ ত্রিগুণত উদিতং নাসমাদিত্যযুক্তম্,
সর্ব্বাকারেণ সাম্যং ক্বচিদপি ন ভবেৎ কেনচিৎ সাম্যমিষ্টম্।
ভগ্না হেতুব্যবস্থোচিতগুণসমতা গোময়াদ্বৃশ্চিকাদৌ,
স্থূলত্বং যাতি চেশঃ প্রকৃতিতনুরতঃ সর্ব্বচোদ্যোপমর্দ্দঃ ॥১৬১॥
ঈক্ষা তাদৃগ্ বহু স্যামিতি সতি পঠিতা তেজসোঽপাং চ দৃষ্টা,
সালক্ষণ্যং ততঃ স্যাজ্জগত ইতি মৃদুপ্রজ্ঞপার্শ্বস্থচোদ্যে।
তত্তন্মূর্ত্তেঃ পরস্যেক্ষণমিদমিতি তদ্বাক্যভাবাপলাপী,
সামান্যেনাভিমানি-ব্যবহরণমিহ ব্যাহরৎ পূর্ব্বপক্ষী ॥১৬২॥

অথ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ ॥৪॥

সংবাদাদক্ষপাদ-ক্ষপণক-কণভুগ্‌ভিক্ষুপক্ষেষণূনাম্,
বিশ্বং তদ্ধেতুকং স্যাদিতি মৃদুমতিভিঃ শাবরাহক্রমোক্তৌ।
অন্যোঽন্যব্যাহতার্থস্বপুটিতকুহনা যুক্তিদোষাপনুত্ত্যৈ,
ভাতি ত্রৈয্যন্তসূর্য্যঃ প্রতিমততিমিরস্তোমকুক্ষিম্ভরির্নঃ ॥১৬৩॥

অথ ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥

একো যস্যাস্তি দেহঃ স ভবতি বিবিধানন্তদুঃখৈকভোক্তা,
বিশ্বং দেহঃ প্রভোশ্চেৎ স কথমতিপতেদ্বিশ্বদুঃখানুভূতিম্।
ইত্থং জীবেশসীমামপলপিতুমনাঃ কোশভাজা শ্রুতীনাম্,
সম্রাড়্‌ভৃত্যাদিনীত্যা শমমিহ লভতাং সাম্য-বৈষম্যদর্শী ॥১৬৪॥

অথারম্ভণাধিকরণম্ ॥৬॥

কার্য্যং ধর্ম্মৈর্বিরুদ্ধৈঃ কট ইব শকটাৎ কারণদ্রব্যতোঽন্যৎ,
ব্যাপারঃ কারকাণাং বিফল ইতরথেত্যর্দ্ধবৈনাশিকোক্তৌ।
দ্রব্যৈক্যেঽপ্যস্তু সর্ব্বং তদভিমতদশাভেদতোঽসচ্ছ্রুতিশ্চে-
ত্যধ্যক্ষাৎ লাঘবাচ্চ শ্রুতিকথিত-জগদ্ব্রহ্মতাদাত্ম্যমুক্তম্ ॥১৬৫॥
মায়োপাধি-স্বশক্তিব্যতিকরিত-পরব্রহ্মমূলঃ প্রপঞ্চঃ,
যেষাং, তেঽপ্যদ্বিতীয়শ্রুতিমবিতথয়ন্ত্যত্র তত্তদ্বিশিষ্টে।
অপ্রাধান্যাত্তথা নঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরন্তরাত্মপ্রধানে,
বাক্যেঽস্মিন্ স্থূলসূক্ষ্মান্বয় ইতি জগতোঽনন্যভাবোপপত্তিঃ ॥১৬৬॥
বিশ্বারম্ভে বিবর্ত্তং শকলপরিণতিং শক্তিশেষস্য সৃতিম্,
ব্যক্ত্যুল্লাসৌ বিসৃষ্টিং বিকৃতিমনিয়তাং তত্ত্বপঙ্‌ক্তৌ চ সৃষ্টিম্।
তত্তদ্বাক্যৈকদেশে স্বরস ইতি মুধা কল্পয়ন্তস্তু মুগ্ধাঃ,
সর্ব্বশ্রুত্যৈকরস্যপ্রণয়িভিরধরীচক্রিরে তত্ত্ববিদ্ভিঃ ॥১৬৭॥

অথেতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥

উক্তেঽনন্যত্বপক্ষে চিদপি পরিণতির্ব্রহ্মণঃ স্যাত্ততস্ত-
জ্জীবৈক্যং তত্ত্বমস্যাদ্যবগতমহতং দুঃখসিন্ধুশ্চ জীবঃ।
অভ্রান্তস্ত্ব স্বদুঃখং ন সৃজতি ন চ তৎক্রীড়য়াপ্যস্য মৈবম্,
তাৎস্থ্যেনানন্যতোক্তেস্তদপি চিদচিতোস্তচ্ছরীরত্বসিদ্ধেঃ ॥১৬৮॥

অথোপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥

শক্তৌ কর্ত্তৃ-প্রকৃত্যোরুপকরণগণোপস্থিতৌ কার্য্যকৃত্বম্,
তস্মাদগ্রে সদেকং কিমুপকরণয়েদিত্যসচ্ছক্তিভেদাৎ।
ক্ষীরায়স্কান্ত-লূতা-ত্রিদশমুনিমুখান্ বীক্ষ্য তোষ্টব্যমস্মিন্,
সঙ্কল্পাদেব জীবো মুদতি নিজবপুর্বিশ্বরূপস্তথেশঃ ॥১৬৯॥

অথ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥

কৃৎস্নং কার্য্যাত্মনা চেৎ পরিণমতি পরং নাবশিষ্যেত কিঞ্চিৎ,
যদ্যংশান্নিষ্কলত্বশ্রুতিবিহতিরিদং স্যাদ্বিশিষ্টেঽপি তস্মিন্।
ব্রহ্মোপাদানতৈবং ন ঘটত ইতি চেন্ন স্বপক্ষেষু সাম্যাৎ,
তন্মানাৎ তদ্গৃহীতৌ শ্রুতিমিতমিতি তল্লোকবৎ স্বীকুরুষ্ব ॥১৭০॥
সংযোগাখ্যং হি কার্য্যং বিভু-তদিতরয়োঃ স্যাদণূনাং মিথো বা,
কার্ৎস্ন্যেনাংশেন বা তদ্বিহতমিতি বদন্ শূন্যবাদে নিমজ্জেৎ।
সাংখ্যোঽপি প্রাহ বিভ্বীং প্রকৃতিমিতি কথং ন্যূনসৃষ্টিস্ততঃ স্যাৎ,
মায়াদিষ্বেবমূহ্যং নিগম-নিগদিতা ত্বক্ষতা পদ্ধতির্নঃ ॥১৭২॥

অথ প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্ ॥১০॥

আত্মার্থা বিশ্বসৃষ্টিঃ কথমপি সততাবাপ্তকামস্য ন স্যাৎ,
কারুণ্যাদ্দুঃখসৃষ্টির্ন ভবতি ন চ সা সর্ব্বশক্তেশ্চিকিৎসা।
সর্ব্বজ্ঞঃ স্বাত্মতৃপ্তস্তদিহ ন জগতো হেতুরিত্যন্ধচোদ্যম্,
লীলাসৌ লোকবৎ স্যাদভিমতিসময়ে সিদ্ধিতস্ত্বাপ্তকামঃ ॥১৭৩॥

বিশ্বং দুঃখৈকতানং বিষমমপি সদা নির্মিমাণস্য লীলা,
সংজায়েতাসমঞ্জক্রমত ইতি ভবেন্নির্দয়ত্বাদিদোষঃ।
নৈবং বীজাঙ্কুরাদিক্রমবিষমভবানাদিকর্মৌঘভাজাম্,
জীবানাং সৌতি তত্তৎ ফলমিতি করুণা-সাম্যয়োরপ্রহাণাৎ ॥১৭৪॥
দৃষ্টন্যায়েন বিশ্বপ্রজনকচিদচিত্তত্ত্বভেদপ্রক্লৃপ্তৌ,
স্বেষ্টপ্রত্যর্থিধর্ম্মোপনয়ননিয়তব্যাপ্তিবৈয়াকুলী স্যাৎ।
অত্যন্তাদৃষ্টমর্থং ভণিতুমধিকৃতাচ্ছাস্ত্রতঃ সর্বকর্ত্তুঃ,
সিদ্ধৌ বাধাত্যনর্হপ্রমিতিপরবতী সর্বধর্মোপপত্তিঃ ॥১৭৫॥
সাংখ্যস্মৃত্যা বিরোধাদ্বিধিমতবিহতেঃ কার্য্যবৈরূপ্যতোহস্মিন্,
একার্থানেকতন্ত্রোদিতবিহততয়া দেহভোগাবিযুক্ত্যা।
কার্য্যোপাদানভেদাৎ স্বহিতবিহতিতঃ কারকস্তোমহানেঃ,
কৃৎস্নাংশাদ্যূহবাধাৎ কৃতিবিফলতয়াপ্যুত্থিতং প্রত্যবিদ্ধ্যৎ ॥১৭৬॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২১॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

বাধাভাবাদকম্পে স্থিতবতি নিগমৈর্ব্রহ্ম-হেতুত্ববাদে,
ভূয়ঃ কিং বীতরাগো বদতি পরপরীবাদমাত্রেত্যযুক্তম্।
প্রখ্যাতৈঃ প্রাচ্যনৈকপ্রতিসময়ভবন্মন্দসন্দেহশান্ত্যৈ,
তুল্যত্বভ্রান্তিসিদ্ধা প্রকরণসমতা তর্কপাদে হি বার্য্যা ॥১৭৭॥
ষড়্বিংশালম্বি সাংখ্যং স্ফুটতরপঠিতং ভারতে যোগতুল্যম্,
তৎস্থত্বাৎ পঞ্চবিংশস্ত্বিতি চ নিগদিতঃ সর্ব্বতত্ত্বান্তরাত্মা।
তস্মাৎ সেশানতন্ত্রং শ্রুতি সমধিগতং স্থাপয়িত্বাথ সূত্রৈঃ,
পক্ষং ত্বীশানপেক্ষং প্রতিবদতি নয়ৈরুৎকটপ্রত্যবায়ম্ ॥১৭৮॥
অব্যক্তাদীন্ পদার্থাননুমিতিমুখতঃ স্থাপয়ন্তঃ স্ববুদ্ধ্যা,
ষট্ত্রিংশত্তত্ত্ববাদঃ প্রভৃতিষু ন কথং সঙ্গমিচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ।
তুল্যাক্ষেপোপপত্তীঃ শ্রুতিনিয়তিমুচাং কল্পনাঃ সম্মৃশন্তো
দৃষ্টং নাপহ্নুবীরন্ লঘুমনুমিমুষুঃ শেষমিচ্ছন্তি শাস্ত্রাৎ ॥১৭৯॥

কার্য্যঃ কিঞ্চিৎ কুবিন্দপ্রভৃতিবিরচিতং দৃশ্যতেঽন্যচ্চ সর্ব্বম্,
কর্ত্ত্রায়ত্তং শ্রুতং তৎ ক্বচিদপি ন পরাধীনতাভঙ্গদৃষ্টিঃ।
পঙ্গ্বন্ধ-ক্ষীর-পাথস্তৃণজলদতড়িদ্বায়ুয়স্কান্তপূর্ব্বৈঃ,
দৃষ্টান্তৈর্ন ত্বদিষ্টং ফলতি তদখিলং চেতনাধিষ্ঠিতং নঃ॥১৮০॥
নন্বত্রাচেতনানাং স্বসমুচিতবিধৌ কর্ত্রধীনত্বমুক্তম্,
শাস্ত্রারম্ভে বিধাতুর্ব্যনুদদনুমিতিং কিং পরঃ সূত্রকারঃ।
পৃচ্ছেয়ং নাতিতুচ্ছা, শৃণু তদবহিতঃ সর্ব্বকৃন্নানুমাতুম্,
নাপহ্নোতুং চ শক্যস্তদুভয়নিয়মাদর্শনাদিত্যমংস্ত॥১৮১॥
সত্ত্বাদ্যান্ দ্রব্যভেদাংস্ত্রিগুণমিতি সমাহারতঃ কল্পয়ন্তঃ,
তেষাং নিত্যং বিভুত্বে সমবিষমদশাত্বত্র কীদৃগ্ বদেয়ুঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসক্লৃপ্তিঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগমোক্ষোপপত্ত্যৈ,
ছায়াপত্ত্যাদিনীত্যা কথমিয়মুভয়াচেতনত্বে ঘটেত॥১৮২॥
পুংসাং ভোগাপবর্গপ্রভৃতি ফলমিদং তচ্চ সর্ব্বং প্রধানে,
দ্রষ্টৃত্বাদেশ্চ ক্লৃপ্তিঃ পুরুষ ইহ পৃথগ্দ্রষ্টৃতাদিশ্চ বুদ্ধৌ।
মুক্ত্যৈ বদ্ধস্য শাস্ত্রং মুনিরকৃত ততো নিত্যমুক্তোঽস্মি চেত্যা-
দ্যন্যোন্যব্যাহতোক্তিং বৃষলপরিণয়ে জৈনভক্ত্যা জপন্তু॥১৮৩॥

অথ মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্ ॥২॥

কল্প্যোপাদানমেকং পরমমহদধিক্ষিপ্য নানাবিধাণূ-
পাদানৌঘস্য দৃষ্টাৎ সমধিকবপুষঃ কল্পনেঽনিষ্টমাহ।
প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানশূন্যপ্রকৃতিপরিণতিঃ প্রাঙ্নিরস্তাথ সেশম্,
সূক্ষ্মাণুদ্রব্যমূল-দ্ব্যণুকমুখজগৎস্থিপক্ষং পিনষ্টি॥১৮৪॥
প্রাগেবারম্ভণোক্তাবপহৃতিবিষয়া প্রাগসদ্ব্যক্লৃপ্তিঃ,
কাণাদানামিদানীং ক্ষিপতি বহুমুখং কারণপ্রক্রিয়াংশম্।
ত্রেধা হেতৌ বিভক্তে ত্বণুমিতিশরণৈস্তত্তদংশৈর্যথার্হম্,
ব্যাঘাতাদীন্ বিকল্পক্রমবিবিধগতীন্ ব্যাহরত্যত্র সূত্রৈঃ॥১৮৫॥
দৃষ্টস্যাণোঃ প্রসূতিং দ্ব্যণুকমণুমপি স্থাপয়ন্তোঽনুমিত্যা,
দৃষ্টাকারানুসারান্ন নিরবয়বতাত্বত্র বক্তুং ক্ষমেরন্।
সর্ব্বং সহেত সূক্ষ্মে প্রমিতিপরবতাং জালকালোক-লক্ষ্যে,
তদ্ভাগান্ খ্যাপয়েদ্বা স্মৃতিরফলতয়া ত্বান্যপর্য্যেণ নেয়া॥১৮৬॥

বিশ্রান্তির্ন ক্কচিচ্ছেদবয়বনিবহানন্ত্যতো মানসাম্যম্,
মাষ-ক্ষৌণীভৃতোঃ স্যাদিতি যদি, তদসৎ তারতম্যাদনন্তে।
বৈষম্যং পক্ষমাসপ্রভৃতিষু নিয়তং নহ্যনন্তেষ্বনিষ্টম্,
পারাবর্য্যঞ্চ জাত্যোর্ন কিমনুকথিতং ব্যক্ত্যনন্তত্বসাম্যে ॥১৮৭॥
নাদৃষ্টং কিঞ্চিদন্যচ্ছ্রুতিসরণজুষাং দেবতানুগ্রহাদে-
রন্যত্বে তস্য তজ্‌জ্ঞৈরধিকযতনবৎ ক্ল‌প্তিরাদৌ ব্যুদস্তা।
যত্নে যত্নানপেক্ষাং ন কিমনুমনুতে স্যাদদৃষ্টেঽপি তদ্বৎ,
ভূতস্থাদৃষ্টবাদে দ্ব্যণুকৃদণুগতাদৃষ্টকল্পোঽত্র লূনঃ ॥১৮৮॥
নিত্যং সম্বন্ধমেকে নিজগদুরপৃথক্‌সিদ্ধসর্ব্বানুবৃত্তম্,
নিত্যং নিত্যেষ্বনিত্যেষ্বপি কতিচিদিমং তাবদায়ুক্কমাহুঃ।
তত্তদ্‌দ্বন্দ্বস্বভাবপ্রতিনিয়তিমুচাং স্যান্ন তেন ব্যবস্থা,
গুর্ব্বী ত্বন্যস্য ক্ল‌প্তিঃ কথমধিকজুষাং নানবস্থা ন দোষঃ ॥১৮৯॥
নির্ধূতে সূত্রকারৈরবয়বি-পরমাণ্বাত্মকে দ্রব্যবর্গে,
বিশ্বং ব্যাপ্ত্যেকলক্ষ্যং পরমমহদসৎ স্যাদথাদ্রব্যমেব।
মৈবং দৃষ্টানুতৎসংহতি তদুভয়সম্বন্ধসিদ্ধেরবাধা-
দাগন্তুক্ষোণিতাদ্যৈঃ শ্রুতিরপি জগদারম্ভণং বক্ত্রণীতি ॥১৯০॥

অথ সমুদায়াধিকরণম্ ॥৩॥

বাহ্যোক্তাচারভাগঃ শ্রুতিবিহতিবশাজ্জৈমিনীয়ে নিরস্তঃ,
তত্ত্বাংশং তর্কিতং তৈঃ প্রতিবদতি গুরুর্জৈমিনেরত্র পাদে।
নির্ধূতে তত্র পূর্ব্বং নিরুপধিকনয়ৈরর্দ্ধবৈনাশিকোক্তে,
পক্ষান্ বৈনাশিকানাং জিনগিরিশ-মতক্ষেপতঃ প্রাক্ ক্ষিণোতি ॥১৯১॥
বুদ্ধোঽসৌ স্বাবতারৈঃ সহ পরিগণিতং শ্রীধরেণ স্বশাস্ত্রে,
সর্ব্বজ্ঞো নৈব মুহ্যেন্ন চ নিখিলসুহৃদ্বিপ্রলিপ্সেত কঞ্চিৎ।
তস্মাৎ বুদ্ধোক্তভঙ্গে ভজতি ভিদুরতাং সাত্ত্বতাদীতি চেন্ন,
স্বাভীষ্টপ্রত্যনীক-প্রমথনমনসা মোহনাদিপ্রবৃত্তেঃ ॥১৯২॥
দুর্বারা মোহনেচ্ছা নিখিলজনয়িতুঃ কেন মোহোঽন্যথা নঃ,
তস্মাৎ কর্ম্মানুরূপং দিশতি ফলমসৌ তত্ত্ববোধং ভ্রমং বা।
স্বোক্ত্যাদেঃ সিদ্ধমেতন্নিরুপধিবিষমো নৈব তস্মাৎ সমোক্তিঃ,
কারুণ্যাদ্বিপ্রলিপ্সা ন যদি বৃজিনজং নেশনিম্নং ফলং স্যাৎ ॥১৯৩॥

কল্পো বোদ্ধেতি সর্ব্বে সুগতমতবিদো বোধ্যমধ্যক্ষমেকে,
বুদ্ধ্যাকারানুমেয়ং কতিচন কতিচিদ্ বোধ্যমিথ্যাত্বমাহুঃ।
তত্তুল্যন্যায়তোঽন্যে ধিয়মপি জগদুঃ সংবৃতেরেব সিদ্ধাম্,
তান্ সর্ব্বাংস্তর্কমানৈর্দ্যতি দিতিজগুরুনন্থ বৈভাষিকাদীন্ ॥১৯৪॥
একদ্ব্যাদিস্বভাবৈর্যদণুভিরথবা তত্তদেকস্বভাবৈঃ,
ক্ষোণীদেহাদিপুঞ্জপ্রভৃতিরিতি সমাভাষি বৈভাষিকেন।
জ্ঞানাদাম্মাদি তত্র ক্ষণভিদুরতয়া বোধ্যবুদ্ধ্যোর্ন সিধ্যে-
ন্নির্বাধা প্রত্যভিজ্ঞাপ্যনুমিতিমথনী শেষমন্যত্র সূক্তম্ ॥১৯৫॥
বোধেষ্বাকারভেদং নিজমুপরিতনেষ্বর্পয়ন্ প্রাক্তনোঽর্থঃ,
তদ্বৈচিত্র্যানুমেয়ঃ ক্বচিদপি ন তদাধ্যক্ষতেতি প্রজল্পন্।
প্রাক্ পশ্চাচ্চ প্রবৃত্তৈর্বিহতিবহুলতাং গৌরবঞ্চ ব্রুবাণৈঃ,
শিক্ষাদক্ষৈঃ সযূথ্যৈদমিত উপশমং যাতু সৌত্রান্তিকাখ্যঃ ॥১৯৬॥

অথোপলব্ধ্যধিকরণম্ ॥৪॥

ন গ্রাহ্যগ্রাহকৌ স্তঃ ক্বচিদপি বিবিধানাদিসন্তানচিত্রো-
বুদ্ধ্যাত্মা ত্র্যাত্মকোঽত্র স্ফুরতি ভবদশাতিক্রমে স্বাত্মনৈব।
যোগাচারোক্তিরিত্থং বিষয়-বিষয়িণোর্বোধবাধৌ সমানৌ,
মত্বানৈর্বারণীয়া স্বপরবিভজনাত্তত্র ন ক্বাপি সিধ্যেৎ ॥১৯৭॥
বুদ্ধ্যৈক্যং বোধ্যবোদ্ধ্রোর্ন ঘটত ইহ তে সত্যয়োরন্যয়োর্বা,
ভিন্নত্বে গ্রাহ্যলক্ষ্মক্ষতিমভিমনুষে নাত্র চিত্রৈক্যমর্থ্যম্।
চিত্রদ্রব্যং গুণং বা কিমপি ন চ বিদুঃ যেঽপি ভিন্নৈকরূপম্,
তেনাত্মখ্যাতিবাদে স্থিতিমিহ ভজতু স্বপ্রকাশত্বমাত্রে ॥১৯৮॥

অথ সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥

সত্ত্বেঽসত্ত্বে দ্বয়ে চ দ্বিতয়পরিহৃতাবপ্যনিষ্টপ্রসঙ্গৈঃ,
সর্ব্বং শূন্যং চতুষ্কোট্যতিগতমিতি নামানতঃ স্বেষ্টবাদাৎ।
অক্ষোভ্যস্তৎপ্রহাণে পরমতমসতী সংবৃতির্নার্থসিদ্ধ্যৈ,
তস্মাদিত্থং নিষেধো নিরুপধিক ইহ ক্বাপ্যদৃষ্টো ন কল্প্যঃ ॥১৯৯॥
প্রাক্পশ্চাৎ সত্ত্বহানের্গগন-কুসুমবৎ স্যান্ন মধ্যেঽপি কার্য্যম্,
নৈবং তত্রৈব দৃষ্টের্ন যদি কথমসৌ মধ্যকার্য্যাদিশব্দঃ।

কার্য্যারম্ভে নিদানং বিকৃতিমদুত নেত্যাদিচিন্তাপি বন্ধ্যা,
সামগ্র্যা কার্য্যসিদ্ধের্ভজতি চ গুণতাং কারণস্থানবস্থা ॥২০০॥
সাধ্যং হেতুস্তদঙ্গপ্রভৃতি চ যদি বঃ সংবৃতেরেব সিধ্যে-
দস্মদ্বাক্যানুরোধাদিহ ন কথমসিদ্ধ্যাদিদোষা ভবেয়ুঃ।
তত্র প্রামাণ্যবুদ্ধির্ন যদি পঠত তন্মানমিত্যস্মদুক্তিম্,
বস্তুস্থিত্যা ন মানং তদিতি যদি সমং ত্বন্মতস্থাপকেঽপি ॥২০১॥
অখ্যাতিস্ত্বন্যথাধীর্বিষয়রহিতধীঃ সানধিষ্ঠানবুদ্ধিঃ,
বাহ্যার্থাকারযোগঃ সদসদিতরধীঃ শূন্যধীরাত্মধীশ্চ।
ভ্রান্তৌ সর্ব্বত্র তত্তৎপরমতকথকৈরাদৃতাঃ পক্ষভেদাঃ,
প্রায়ো বুদ্ধির্যথার্থা শ্রুতিবিদভিমতা ক্বাপি ভেদাগ্রহাদি ॥২০২॥

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥

সংবাদাৎ ক্বাপি ভাগে জিনমুনিবচসঃ শেষমপ্যস্তু মানম্,
তস্মাত্তেনোপরোধ্যোপনিষদিতি কচোল্লুঞ্চনানাং দুরাশা।
বৈষম্যস্যাপি দৃষ্টের্ন যদি সুগতবাগেবমেবাস্তু সত্যা,
তেনান্যোন্যং নিরোধাৎ পুরুষবচনয়োরপ্রকম্প্যা শ্রুতির্নঃ ॥২০৩॥
সচ্চাসচ্চ দ্বয়ঞ্চ দ্বিতয়সমধিকং তচ্চ পূর্ব্বৈঃ সহেতি,
স্যাদস্তীত্যাদিবাচা পরিহিতগগনৈর্গীয়তে সপ্তভঙ্গী।
ব্যাঘাতস্তৈর্যদীষ্টঃ স্বসময়বিহতির্যত্ত্বনিষ্টঃ পরোক্তেঃ,
তদ্বাক্যৈর্ন ক্ষতিঃ স্যান্ন চ নিরুপধিকঃ ক্বাপ্যসত্ত্বাদিযোগঃ ॥২০৪॥
বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথার্হং প্রতিতনু ভবিনাং দেহভঙ্গে বিমানম্,
মুক্তৌ নিত্যোর্দ্ধযানপ্রভৃতিগুরুতয়া নিত্যপাতং ক্ষমাদেঃ।
ধর্ম্মাদের্ব্যাপকত্বং গগনবদথবা তাদৃশং পুদ্গলত্বম্,
দুস্তর্কৈঃ কল্পয়ন্তঃ শ্রুতিনয়কুশলৈর্দূরমুৎসারণীয়াঃ ॥২০৫॥

অথ পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥

সর্ব্বং জানাতি রুদ্রঃ শ্রুতিষু চ মহিতঃ সত্যবাদী চ দৃষ্টঃ,
প্রখ্যাতস্তদ্ব্রতঞ্চ ক্বচিদুপনিষদীত্যস্তু মানং তদুক্তিঃ।
মৈবং দেবেন দৈত্যপ্রমথনরুচিনা মোহশাস্ত্রাণি কুর্ব্বি-
ত্যাদিষ্টো হ্যেষ তন্ত্রং নিজমকৃত ততস্তন্ন শিষ্টোপজীব্যম্ ॥২০৬॥

প্রাজাপত্যে হি বাক্যে প্রকটমুপনিষৎ প্রাহ দেহাত্মবাদম্,
চক্রে লোকায়তন্তৎ সুরগুরুরভজন্মোহনত্বং মুকুন্দঃ।
কণ্বস্থানে চ লৌকায়তিকপরিবৃঢ়া ভারতেঽপি প্রগীতাঃ,
কার্য্যার্থং বিপ্রলম্ভস্তদিহ পশুপতেস্তদ্বদেবোপপন্নঃ ॥২০৭॥
শৈবাদ্যাখ্যাবিশেষৈঃ পশুপতিসময়ঃ স্যাচ্চতুর্ধান্যথা বা,
শ্রুত্যান্যোন্যং চ বাধঃ স্ফুট ইহ তদসৌ শাপদুষ্টার্হ উক্তঃ।
অগ্রাহ্যান্ ভৌতিকানামনুস্মৃতিনিগমাঃ সম্মরুস্তৎপ্রবিষ্টান্,
তদ্বেঽপ্যত্রান্যথাত্বং সুগতজিনমতানন্তরোক্তিঃ ক্রমাপ্তা ॥২০৮॥
নিষ্ঠা সর্ব্বেষু নারায়ণ ইতি বচনাদ্ধেত্বহন্তব্যতোক্তে-
র্মানত্বোক্ত্যা চ তত্রান্তরমপি মহিতং বেদবম্ভারতাদৌ।
নাতো বৌদ্ধাদিবত্তন্নিরসনমিতি চেৎ সত্যমংশে তু বাধঃ,
স্যান্নাসৌ পঞ্চরাত্রে ক্বচিদপি তদিহ স্বীকৃতির্বেদতুল্যাঃ ॥২০৯॥
দৃশ্যন্তে সংগৃহীতা জগতি হি সময়াস্তে চ রাজ্ঞানুপাল্যাঃ
তস্মান্নঃ পক্ষপাতঃ ক্বচিদনুচিত ইত্যর্ভকপ্রায়চোদ্যম্।
মুখ্যৈরন্যে গৃহীতা ভবতু সময়সংরক্ষণোক্তিশ্চ ধর্ম্ম্যো,
নিষ্ঠৈক্যোক্তিস্তদন্যগ্রহবিহতিপরা তদ্বিরুদ্ধোক্তিদৃষ্টে ॥২১০॥

অথোৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ॥৮॥

প্রামাণ্যং কর্ম্মকাণ্ডস্মৃতিনয়বশতঃ সাত্বতস্যাপি সিদ্ধম্,
পাদেঽস্মিন্ সংগতিশ্চ প্রতিমতদমনে নাস্ত্যমুষ্যেতি চেন্ন।
প্রত্যর্থিত্বং বিরোধভ্রমমপনয়তা পঞ্চরাত্রস্য বার্য্যম্,
দুস্তর্কাদ্যুত্থিতোক্ত্যা তদিতরসময়েষ্বিত্যনুস্যূতসিদ্ধিঃ ॥২১১॥
দৃষ্টাস্মিন্ বেদনিন্দেত্যনভিমতমৃষেঃ সাত্বতে বৈদিকত্বম্,
মৈবং বৈশদ্যমূলস্তুতিপরবচনে বেদবৈরস্যহানেঃ।
সংগৃহ্যাম্নায়সারং প্রণয়তি ভগবাংস্তদ্ধি ভক্তানুকম্পী,
শ্রৌতঃ স্মার্ত্তাদিবচ্চ ব্যভজদিহ বিভুর্বৈদিকং তান্ত্রিকং চ ॥২১২॥
বেদানাং মানতোক্তেস্তদনুসরণতঃ স্বস্য তন্মূলতোক্ত্যা,
ব্যাবৃত্তির্ভাতি বাহ্যাগমত ইতি ন তত্তুল্যভাবোক্তিরার্ষী।
কা হানিঃ ক্ষুদ্রবিদ্যাশবলমিতি যথা তাদৃশে বেদভাগে,
মোক্ষস্য প্রত্যয়ার্থং ত্বগণিষত পরং সাত্বতে সিদ্ধিভেদাঃ ॥২১৩॥

জীবস্যোৎপত্তিমাহ প্রথয়তি চ মনো জীবতত্ত্বপ্রসূতম্,
তচ্চাহঙ্কারহেতুং ব্যপদিশতি ততঃ পঞ্চরাত্রং ন মানম্।
নৈবং জীবাদিবাচো হ্যবিদধতি বিভোর্ব্যূহভেদানিহাতঃ,
তত্তত্তত্ত্বাভিমানান্নিয়তিমধিগতা তেষু তত্তৎসমাখ্যা ॥২১৪॥
জীবোঽত্রানাত্মনস্তঃ কথিত ইতি তদুৎপত্তিপক্ষো নহীষ্টঃ,
শব্দঃ সঙ্কর্ষণাদির্ন কথমপি সমন্বেতি জীবাদিমাত্রে।
শ্রৌতস্সৃষ্টিক্রমশ্চ স্বয়মনুপঠিতস্তদ্বিরুদ্ধং ন কল্প্যম্,
তস্মাচ্ছ্রুত্যা মিথো বা ন বিহতিরিহ তৎতন্ত্রতাৎপর্য্যদৃষ্টেঃ ॥২১৫॥
সাংখ্যা বৈশেষিকাশ্চ শ্রুতিপরিপঠিতং ধর্ম্মমৈচ্ছন্ন তত্ত্বম্,
তত্ত্বাচারৌ তু বুদ্ধক্ষপণকপশুপত্যুক্তিষু শ্রুত্যপেতৌ।
বেদোপস্কারিবিষ্ণুস্মৃতিবদবিতথে পঞ্চরাত্রাখ্যতন্ত্রে,
তত্ত্বং ত্রয্যন্তসিদ্ধং চরণমপি সমং গৃহ্যভেদাদিনীত্যা ॥২১৬॥
স্মর্য্যন্তে পঞ্চযজ্ঞা মুনিভিরপি নমস্কারমন্ত্রেণ শূদ্রে,
তত্রাধীতং হবিষ্কৃৎপ্রভৃতিপদমিহাপ্যংশতোঽস্যাধিকারঃ।
যোজ্যা দক্ষোক্তকালক্রমগতিরভিগত্যাদিভেদে তদুক্তে,
গ্রাহ্যং পশ্বিষ্টিসোমপ্রভৃতিবদখিলং যুক্তিতঃ সংকলয্য ॥২১৭॥
জাতাবাচার্য্যশব্দঃ ক্বচিদিতি ন তথাচার্য্যদেবো ভবেত্যা-
ম্নাতে তৎপ্রতীতিঃ স্মৃতিষু নিয়মিতাল্লক্ষণাৎ তৎপ্রবৃত্তেঃ।
তদ্বৎ স্যাৎ সাত্বতাদাবগতিকবিষয়ে রূঢ়িভঙ্গো ন দোষঃ,
বিপ্রাদেরত্র শাস্ত্রে স্থিতিরপি বহুধা ভারতাদৌ প্রসিদ্ধা ॥২১৮॥
যোগাঃ সাংখ্যব্যুদাসাৎ কণচরদমনাদক্ষপাদানুযাতা,
বৌদ্ধোন্মাথেন লোকায়তমুষিতধিয়ো জৈনভঙ্গাৎ তদুত্থাঃ।
পত্যুস্তন্ত্রে পশূনাং প্রকটিতবিহতৌ তাদৃশাপষ্ঠনিষ্ঠা,
ধ্বস্তাস্তত্তুল্যতর্কাগমশরণতয়া সাকমস্মিন্ কুদৃগ্ভিঃ ॥২১৯॥
পাদেঽস্মিন্ কাপিলস্থৈঃ কণভুগনুগতৈর্বদ্ধবৈভাষিকাদ্যৈ-
র্যোগাচারাভিধানৈঃ সুগতমতরহঃশূন্যবাদপ্রসক্তৈঃ।
অর্হৎসিদ্ধান্তভক্তৈঃ পশুপতিসময়স্থায়িভিশ্চোপরোধম্,
ক্ষিপ্ত্বাথো পঞ্চরাত্রে শ্রুতিপথমবদৎ পঞ্চমাম্নায়দর্শী ॥২২০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥২॥

অথ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ—

সর্ব্বং সাঙ্খ্যাস্তু নিত্যং ক্ষণিকমখিলমপ্যত্র বৈভাষিকাদ্যাঃ,
নিত্যানিত্যং সমস্তং জিনপরিপঠিতাং সপ্তভঙ্গীং পঠন্তঃ।
নিত্যানিত্যে বিভজ্যাপ্যভিদধতি বিপর্যস্থ বৈশেষিকাদ্যাঃ,
শ্রুত্যুত্থাংস্তান্ নিরুন্ধন্ শ্রুতিভিরথ বিয়ৎপ্রাণপাদৌ যুনক্তি ॥২২১॥

অথ বিয়দধিকরণম্ ॥১॥

পূর্ব্বত্রাধিক্রিয়ায়াং পুরুষজনিবচো নিত্যতোক্ত্যা নিরূঢ়ম্,
ব্যোমোৎপত্তৌ তথৈব স্থিতিরিতি বচসোর্ব্যাহতৌ বক্তি কশ্চিৎ।
সিদ্ধান্তী ব্যোমসৃষ্টির্নিগমশতমিতা নান্যথা সিদ্ধিরস্যাম্,
বায়ুব্যোমামৃতোক্তির্জনিবিধিবিহতেস্ত্যুক্তিবৈষম্যমাহ ॥২২২॥
তেজঃপ্রাথম্যদৃষ্টেরমৃতবচনতোঽনংশকদ্রব্যভাবাদ্-
ব্যোমন্যুৎপত্তিবাক্ স্যাদুপহিতবিষয়ৈবাত্মনীবেতি চেন্ন।
প্রাথম্যস্যাশ্রুতত্বাৎ প্রথমপঠনতঃ কল্পনেঽন্যেন বাধাৎ,
কিঞ্চামর্ত্ত্যোক্তিতুল্যং ত্বমৃতপদমিহানেকবাক্যৈককণ্ঠ্যাৎ ॥২২৩॥
যৌক্তঃ সৎকার্য্যবাদঃ শ্রুতিভিরনুমতো নাবয়ব্যস্তি সৃজ্যঃ,
তত্তদ্দ্রব্যেষু নামান্তরভজনসহাবস্থয়া সৃষ্টিবাদঃ।
ইষ্টাঃ শব্দাদ্যবস্থাস্তব নিরবয়বদ্রব্যবর্গেঽপি তস্মাৎ,
ব্যোমন্যুৎপত্তিরুক্তা শ্রুতিষু তদিতরোৎপত্তিতুল্যা ন বাধ্যা ॥২২৪॥

অথ তেজোঽধিকরণম্ ॥২॥

কূটস্থাদ্ ব্রহ্মণঃ স্যাজ্জগদখিলমিদং পুত্রপৌত্রাদিনীতে-
রেতস্মাৎ প্রাণ ইত্যাদ্যপি সুগমমিহেত্যাদিরূঢ়োঽত্র মোহঃ।
প্রাণস্বান্তাদিপাঠক্রমত ইতরসংক্ষোভণেঽতিপ্রসঙ্গাৎ,
ঈক্ষানুস্যূতিদৃষ্টেঃ প্রথমমিব পরং সৌতি তত্তচ্ছরীরম্ ॥২২৫॥

অথাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥

দ্রব্যং সর্ব্বং হি নিত্যং কথিতমবয়বি-দ্রব্যভঙ্গেন পূর্ব্বম্,
নিত্যত্বং সূত্রকারঃ পুনরপি পুরুষে কিং বিশিষ্যাভিধত্তে।
সত্যং নামান্তরার্হামিহ নুদতি দশাং চেতনস্যানুপাধেঃ,
প্রত্যক্ত্ব-জ্ঞত্বধর্ম্মৌ তদিহ নিয়মিতৌ শাশ্বতৌ ক্ষেত্রিণোঽপি ॥২২৬॥
সচ্ছব্দার্থাতিরিক্তং জনিমদখিলমিত্যৈতদাত্ম্যাদি সিদ্ধম্,
প্রোক্তা সৃষ্টিশ্চ জীবে নিরবয়বনয়স্তন্মরাদৌ নিরস্তঃ।
জীবোৎপত্তিস্ততঃ স্যাদিতি ন সদকৃতাভ্যাগমাদিপ্রসঙ্গাৎ,
নিত্যত্বাজত্বকণ্ঠোক্তিভিরপি জননং ত্বস্য দেহাদিযোগঃ ॥২২৭॥
দেহাত্মত্বে জনিঃ স্যান্ন তদিহ ঘটতে জাতমাত্রস্য রাগাৎ,
জ্ঞানে কিণ্বাদিমেঘোপলশবলপটপ্রক্রিয়াপ্যত্র দুঃস্থা।
দেহে গেহাদিতুল্যা মমকৃতিরনঘা দোষতস্ত্বৈক্যমোহঃ,
ক্ষিপ্তং চৈক্যানুমানং বলবদনুমিতেঃ শাস্ত্রতস্তর্কতশ্চ ॥২২৮॥
দেহং দেহাতিরেকে তদবধিনিয়তপ্রাণবুদ্ধ্যক্ষরূপম্,
ধীসন্তানং চ নিত্যং প্রলয়বিলয়িনং স্বাস্নুমপ্যাপবর্গাৎ।
ডিণ্ডীরাভং সদক্বাববিতথবিকৃতৌ জীবমিচ্ছন্তু ইত্থম্,
নির্দ্ধূতা দূরমত্র শ্রুতিভিরিতরবদ্বাধদোষোজ্ঝিতাভিঃ ॥২২৯॥

অথ জ্ঞাধিকরণম্ ॥৪॥

কৈশ্চিজ্জ্ঞানত্বমাত্রং কথিতমুপধিজা জ্ঞাতৃতৈবাত্মনোঽন্যৈঃ,
তত্রাম্নায়াদিবাধং প্রথয়তি বিবিধং জ্ঞোঽত ইত্যাদিসূত্রৈঃ।
পূর্ব্ববন্ন্যায়াদমুষ্মিন্ জনিলয়রহিতে নিত্যবোধেঽত্র চোক্তে,
সঙ্কোচাত্মহবুদ্ধের্বিকৃতিবচনমপ্যস্য সদ্বারকং স্যাৎ ॥২৩০॥
জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানতা চ শ্রুতিভিরভিদধে নাত্র পক্ষে পতামঃ,
সর্ব্বত্রাত্মা ন ভায়াৎ কিমিতি ন নিগমৈর্দেহিনোঽণুত্বসিদ্ধেঃ।
স্বাভাসৈকস্বমূর্ত্তেরবিশদমহসঃ সর্ব্বদা ভানমিষ্টম্,
ধীসঙ্কোচাৎ সুষুপ্তিপ্রভৃতিষু বিশদোল্লেখমাত্রোপরোধঃ ॥২৩১॥
ধর্ম্মস্থে ত্বেবকারে ত্রিবিধমপি ভবেত্তদ্ব্যবচ্ছেদকত্বম্,
ধর্ম্মিণ্যস্যান্বয়ে স্যাত্তদিতরবিষয়ে তস্য ধর্ম্মস্য হানিঃ।

জানাত্যেবেত্যবোদ্ধা ন ভবতি জড়তা জ্ঞানমাত্রোক্তিবার্য্যা,
জ্ঞানালোপাদি-বাক্যানুগুণবিষয়তাং যাত্যসাবেবকারঃ ॥২৩২॥
উৎক্রান্তিস্পন্দনাণূপমিতিবচনতোঽণীয়সঃ শক্তিলাভে,
ধীভূম্না যৌগপদ্যং ত্ববয়বনয়তোঽনেকমূর্ত্তিগ্রহেঽপি।
যত্রাম্নাতং বিভূত্বং পরবিষয়মিদং ভাতি তাৎপর্য্যলিঙ্গৈঃ,
জীবে ব্যাপিত্ববাদো মতিমহিমপরঃ স্বচ্ছতাত্মাশয়ো বা ॥২৩৪॥

অথ কর্ত্রধিকরণম্ ॥৫॥

জ্ঞাতৃত্বং পুংস ইত্থং ভবতু তদপি নামুষ্য-কর্তৃত্বসিদ্ধিঃ,
শ্রুত্যাদ্যৈস্তন্নিষেধাদ্বিকৃতিবিরহিতশ্চেত্যসদ্দৃষ্টবাধাৎ।
কর্ত্তৃত্বাপহ্নবোক্তেরবিকৃতিবচসোঽপ্যান্যপর্য্যং হি গীতম্,
কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাত্তদয়মিহ ন চ স্যাদবোদ্ধুর্নিয়োগঃ ॥২৩৫॥
কিঞ্চ স্বোক্ত্যাদিভঙ্গো নিগদিতুরহমঃ কর্ত্তৃতায়া নিষেধো-
যত্ত্বন্যস্যাহমর্থাত্তদিদমুপনিষদ্বেদিনঃ সিদ্ধসাধ্যম্।
ভোক্তৃত্বস্যাপ্যভাবে প্রসজতি বিতথং বন্ধমোক্ষাদিশাস্ত্রম্,
প্রাণাদানাদ্বিহারাৎ প্রকৃতিসমধিকোঽস্মীতি যোগাচ্চ কর্ত্তা ॥২৩৬॥
ব্যাপারজ্ঞানবাঞ্ছাপ্রশকনযতনাযোগযুক্তিস্তু মন্দা,
কার্য্যে সামগ্র্যপেক্ষে বিধি-তদিতরয়োর্লোকসিদ্ধা প্রবৃত্তিঃ।
সার্থং শাস্ত্রং হিতোক্ত্যা নিয়তিনিয়মিতা শাস্ত্রযোগ্যা দশা সা,
জ্ঞাতা কর্ত্তা চ ভোক্তা তদয়মিহ পুমান্ ভাতি সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈঃ ॥২৩৭॥

অথ পরায়ত্তাধিকরণম্ ॥৬॥

কর্ত্তা নহ্যন্যতন্ত্রঃ স্মরতি খলু তথা পাণিনিশ্চান্যথা চেৎ,
আজ্ঞা কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি তু নিগলিতে ধাবনাদেশবৎ স্যাৎ।
মৈবং কর্ম্মাক্ষকালপ্রকৃতিপরবশে কর্ত্তৃতাং তৎফলঞ্চ,
স্বীকৃত্যাত্মেশমাত্রে শ্রুতিশতবিদিতে দ্বেষ ইত্থং দুরন্তঃ ॥২৩৮॥
সাধারণ্যেন হেতুঃ সলিলমিব বিভুঃ সর্ব্বকার্য্যাঙ্কুরাণাম্,
বৈষম্যং ত্বাবিরিঞ্চাৎ প্রতিনিয়তফলৈঃ প্রাণিনাং কর্ম্মবীজৈঃ।

সাম্যং স্বস্য স্বগীতং শ্রুতমপি তদিহাধোনিনীষাদিভেদঃ,
তাদৃক্কর্ম্মানুরূপং ফলমিতি নিয়তোঽনাদিরেষ প্রবাহঃ ॥২৩৯॥
কালে দুঃখোপশান্তিং জনয়তি ভগবান্ ব্যাজমাত্রাবলম্বী,
যা দুঃখাপাচিকীর্ষা পরহিতমনসঃ সৈব তস্যানুকম্পা।
দত্তে দেহাদিযোগং দিশতি চ নিগমং বক্তি বেদান্তসারম্,
নিঃসীমানন্দযোগং নিরুপধি সময়ে সৌতি পুংসাং তয়ৈব ॥২৪০॥
দোষঃ স্যান্নিগ্রহাংশো যময়িতুরিতি চেৎ নোপমর্দাসহত্বাৎ,
স্বানিষ্টং নেশ্বরে হি প্রসজতি ন পরানিষ্টমস্য প্রতীপম্।
কারুণ্যং সাবকাশং ক্বচিদিতি কথিতং সাক্ষিতাদ্যঞ্চ সুস্থম্,
দৃষ্টে চৈতৎ-স্বভাবে ফলদ ইতি ধিয়া যুজ্যতে তৎপ্রপত্তিঃ ॥২৪১॥
প্রত্যঙ্ঙাত্মাহমর্থঃ প্রমিতিপরবতাং কর্ত্তৃতাদিশ্চ তস্মিন্,
স্বেচ্ছাপূর্ব্বপ্রবৃত্তেরয়মচিদধিকস্তাবদীশানতুল্যঃ।
ঈশস্তু স্বেচ্ছয়ৈব প্রযতত ইতি তন্নিঘ্নমন্যৎ সমস্তম্,
সারথ্যাদিক্রমেণ প্রতিনিয়তগতিঃ স্যাৎ ত্রয়াণাং প্রবৃত্তিঃ ॥২৪২॥
কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ কদাচিৎ করণবতি পরপ্রেরণা নির্ব্যপেক্ষম্,
নোচেত্তন্নিগ্রহাদ্যং কথমিতি যদি ন স্বেষ্টপক্ষেঽপি সাম্যাৎ।
স্বেনাপথ্যপ্রবৃত্তং ন হি পুনরপি তৎ কারয়েয়ুর্দয়ার্দ্রাঃ,
তচ্চেত্তস্য স্বভাবাদিতরদপি ন কিং নিষ্ফলোঽধীতভঙ্গঃ ॥২৪৩॥
ক্ষেত্রজ্ঞানাং সমানাং বিষমযতনতা তাদৃশাদৃষ্টভেদাৎ,
নাদৃষ্টং তন্নিদিষ্টং নিয়মনভিদয়া শাসিতুস্তত্র ভাব্যঃ।
সাক্ষিত্বাদ্যঞ্চ নেতুঃ সমনিগমমিতং প্রেরকত্বং ন রুন্ধে,
ভাষ্যাদিগ্রন্থলেশোঽপ্যবহিতমনসামৈদমর্থ্যং ভজেত ॥২৪৪॥
কর্ত্তা দেবঃ ফলানাং ন তু করণভৃতঃ প্রেরকশ্চেত্যযুক্তম্,
সর্ব্বশ্রুত্যাদিকোপান্ন ভবতি ন ফলং কর্ম্মণঃ পাপচর্য্যা।
কর্ম্মাধীনস্তু চিন্ত্যাদ্যপি হি ভবভৃতো ভাষিতং ভাষ্যকারৈঃ,
জন্তূনাং দেবতানামপি করণগণাধিষ্ঠিতং বক্ষ্যতীত্থম্ ॥২৪৫॥

অথাংশাধিকরণম্ ॥৭॥

জীবাদত্যন্তভিন্নঃ পর ইতি বহুধা ব্যাহরৎ সূত্রকারো-
ভেদাভেদশ্রুতীনাং ঘটকনিগমতঃ শাত্রবং চ ব্যপোঢ়ম্।

উক্তাক্ষেপে সমাধাবপি ন সমধিকো হেতুরত্রাস্তি সত্যম্,
পাদাংশাদ্যুক্তিমুহ্যদ্বহুকুমতিমত-ক্ষিপ্তয়ে ত্বংশচিন্তা ।।২৪৬।।
অংশত্বং রামকৃষ্ণপ্রভৃতিষু ঘটতাং বিগ্রহাংশাধিকারা-
জ্জীবে ব্রহ্মাংশতোক্তির্ন হি নিরবয়বং ব্রহ্ম বক্তুর্ঘটেত।
ব্রহ্মাদিশ্চিৎসমষ্টিঃ প্রতিপুরুষমিহ ত্বংশতা চেত্যযুক্তম্,
বিশ্বস্রষ্টুর্বহু স্যামিতি বহুভবনধ্যাতুরেকত্বসিদ্ধেঃ ॥২৪৭॥
ব্যোমৈকং স্যাদ্‌ঘটাদ্যৈঃ পৃথগুপধিগণৈর্ব্রহ্ম বহ্বংশমেবম্,
তত্রোপাধি-ব্যপায়ে ভবভৃদয়মিয়াদ্ ব্রহ্মতামিত্যযুক্তম্।
স্বানর্থারম্ভদোস্থ্যাৎ প্রতিনিয়তগুণপ্রত্যভিজ্ঞাদ্যদৃষ্টেঃ,
ছিন্নাচ্ছিন্নাংশচিন্তোদিতবহুবিহতেঃ স্বাম্যশব্দাচ্চ মুক্তৌ ॥২৪৮॥
মায়োদন্বত্যপারে প্রতিফলতি মৃষা-বীচিষু ব্রহ্মচন্দ্রঃ,
ছায়াংশাস্তস্য জীবা ইতি কতিচিদুশন্ত্যেতদুন্মত্তগীতম্।
ন ব্রহ্মদ্রষ্টৃতৈষা ন চিদপি হি তথা স্বেন কল্প্যো ন জীবঃ,
ক্লৃপ্তেঃ প্রাক্ স্বাত্মহানেস্ত্রিতয়সমধিকঃ কল্পকস্তত্র মৃগ্যঃ ॥২৪৯॥
সন্মাত্রং ব্রহ্ম সর্ব্বানুগতমিহ পুনর্নিত্যসিদ্ধাস্ত্রয়োংশাঃ,
জীবেশাচিৎপ্রভেদাদিতি চ কতিচনেদং চ নোদঙ্কনীয়ম্।
সত্তামাত্রানুবৃত্তেস্তদধিকবচসঃ শাসিতুর্ব্রহ্মতোক্তে-
র্ব্রহ্ম-ত্রৈবিধ্যবাক্যং নিরবয়বতয়া নিশ্চিতেঽস্যাশয়ং স্যাৎ ।।২৫০।।
মেরোরংশঃ কিরীটপ্রভৃতিরিতি নয়ান্নিত্যভিন্নেঽংশতোক্তিঃ,
সাজাত্যাল্পত্বমূলা গময়িতুমুচিতে ত্যাগমাসন্নপক্ষে।
অংশোক্তিঃ স্যাদমুখ্যা স হি নিপুনধিয়ামেকবস্ত্বেকদেশঃ,
তস্মাজ্জীবো বিশিষ্টে ভগবতি গুণবত্তৎপ্রকারোঽংশ উক্তঃ ।।২৫১।।
উক্তং নিত্যোপলব্ধিপ্রভৃতি পরমতে পূর্ব্বমেব হ্যনিষ্টম্,
ভূয়স্তাদৃক্‌প্রসঙ্গঃ প্রকথিত ইহ কিং ভোগসঙ্কীর্ণতাদেঃ।
নৈবং পূর্ব্বং হি বাহ্যপ্রস্থতিমশময়ৎ সাম্প্রতং ব্রহ্মবাদ-
ব্যাজোৎসিক্তান্ কুদৃষ্টীন্ পরিহৃতিরিতি চ স্যাদ্ধবিষ্যন্মতেষু ।।২৫২।।
মিথ্যাজ্ঞানাদিচক্রে মরুতি ভগণবদ্ ঘূর্ণমাণস্য জন্তোঃ,
প্রত্যক্তত্ত্ব-প্রবোধাদ্ ভবপরিহরণে সর্ব্বতন্ত্রাবিগীতে।
শুদ্ধাত্মজ্ঞানগর্ভাং পরভজনভিদামঙ্গভেদাংশ্চ বক্ষ্য-
ন্মীমাংসারম্ভসিধ্যদ্‌বপুষমপি পুনঃ শোধয়ামাস জীবম্ ।।২৫৩।।

কॢপ্তির্ব্যোমাদিকেঽপি ক্রমভুবি চ বিভোঃ প্রাচ্যতত্ত্বৈর্বিশিষ্টাৎ,
জীবস্যৌপাধিকৌ তু প্রজনন-বিলয়ৌ চিদ্‌ঘনজ্ঞাতৃতাস্য।
কর্ত্তৃত্বং পারতন্ত্র্যং গুণতনুনয়তো বিশ্বরূপাংশতা চে-
ত্যাম্নায়ান্যোন্যবাধব্যপনয়নবিয়ৎপাদসাধ্যানি সপ্ত ॥২৫৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তা-
চার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য
তৃতীয়: পাদঃ ॥২॥৩॥

অথ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ।

অক্ষাদ্যুৎপত্ত্যনুক্তৌ নহি ফলমধিকাশঙ্কনং ত্বত্র মন্দম্,
তৎসংখ্যাদেঃ পরীক্ষাপ্যনুকৃতবলিভুগ্‌দন্তচিন্তেতি চেন্ন।
এতেষ্বব্রহ্মকার্য্যং কিমপি কথয়তাং বাধনেনার্থবত্ত্বাৎ,
তৎসাক্ষাৎসংগতিঃ স্যাৎ প্রথম-চরময়োর্মধ্যমানাং প্রসঙ্গাৎ ॥২৫৫॥
অষ্টাবত্রাধিকারাঃ প্রথমমিহ বিয়ন্নীতিরুক্তেন্দ্রিয়াণাম্,
তেজোবন্নোক্তনীতিং দ্রঢ়য়তি চরমে ব্যষ্টিভেদস্য স্রষ্টৌ।
সংখ্যা-মানাদিচিন্তাস্বপি তদুপহিতোপাসনাদ্যৈঃ ফলং স্যাৎ,
প্রাণাদিভ্যঃ প্রমাত্রা পৃথগিতি বিশদীকর্ত্তুমপ্যেষ পাদঃ ॥২৫৬॥

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

অগ্রে সত্তামৃষীণাং শ্রুতিরভিদধতী প্রাণতাং বক্তি তেষাম্,
নাত্র ব্রহ্মৈব বাচ্যং বহুবচনহতেস্তেন নিত্যাক্ষসিদ্ধিঃ।
মৈবং তৎস্বষ্টিদার্ঢ্যাদ্বহুবচনমিদং পাশনীত্যৈব নেয়ম্,
প্রাণর্ষিত্বে পরাত্মন্যপি হি সুঘটিতে তন্নিরুক্ত্যাদিসাম্যাৎ ॥২৫৭॥

অথ সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥

সপ্ত প্রাণাশ্চরন্তীত্যুদিতমভিহিতাস্তে বিশিষ্যাপি যোগে,
তস্মাৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণীত্যসদধিকবচো দৃষ্টিতোঽত্রান্যপর্য্যাৎ।
লক্ষ্মৈষাং সাত্ত্বিকাহংকরণপরিণত-দ্রব্যতা চাবিশিষ্টা,
ভেদেনোক্তিঃ প্রধানে মনসি ফলবতী কর্ম্ম-বোধেন্দ্রিয়েভ্যঃ ॥২৫৮॥
দেহব্যাপ্যেকমক্ষং কতিচিদকথয়ন্ ভাগতো ভিন্নকৃত্যম্,
কেচিৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি শ্রুতিপথবিমুখাস্তত্যজুঃ ক্ষুদ্রতর্কৈঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যাহুরেকে সহকরণগণং বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তৈ-
রন্যে তং চিত্তবর্জ্জং নিজগদুরিতি তানর্থতোঽত্র ব্যুদাসঃ ॥ ২৫৯॥

অথ প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

সর্ব্বেষানন্ত্যবাদাৎ পরিমিতিনিয়মানুক্তিতশ্চেন্দ্রিয়াণাম্,
ব্যাপ্তিঃ সিদ্ধেতি চেন্ন প্রয়দখিলতনূৎক্রান্তিগত্যাগতিভ্যঃ।
বৃত্ত্যা দূরস্থধীঃ স্যাস্তজনবিধিপরেঽনন্ততোক্তিঃ সকার্য্যোঃ,
কন্দস্থানাঞ্চ তত্তত্তমুষু বিকৃতিমদ্দ্রব্যভাবাৎ পৃথুত্বম্ ॥২৬০॥

অথ বায়ুক্রিয়াধিকরণম্ ॥৪॥

প্রাণঃ প্রাগুক্তনীত্যা পরজনিত ইতি স্থাপিতো বায়ুমাত্রম্,
দেহান্তস্তৎক্রিয়া বা স ইতি ন পৃথগুৎপত্তিবাদাৎ সহাস্য।
দ্রব্যত্বং দ্রব্যবর্গে পঠনত উচিতন্নৈষ তত্ত্বান্তরং স্যাৎ,
তেজস্ত্বে বায়ুবস্থাত্যজনবদিহ তত্ত্যাগহানেঃ কদাপি ॥২৬১॥

অথ শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥

উক্তঃ প্রাণস্ত্রিলোক্যা সম ইতি স জগদ্ব্যাপকোঽস্ত্বিত্যযুক্তম্,
জীবাক্ষস্যায়তস্তৎসহপঠিত-তদুৎক্রান্তিগত্যাত্ত্ববাধাৎ।
স্তুত্যর্থা সর্ব্বসাম্যশ্রুতিরিহ করণক্ষেত্রধৃত্যাদিহেতৌ,
দেহেঽনল্পোপকারঃ স্ফুরতি চ দশধাবৃত্তিভেদৈর্বিভক্তঃ ॥২৬২॥

অথ জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্ ॥৬॥

ভোক্তৄণাং দেবতানামপি তনুকরণাধিষ্ঠিতির্নেশতন্ত্রা,
তৎস্বাতন্ত্র্যপ্রদানাদিতি ন তনুভৃতস্তচ্ছরীরং হি সর্ব্বে।
নিত্যে তৎপারতন্ত্র্যে ক্বচিদপি ন ভবেদ্ রাজসামন্তনীতিঃ,
প্রাণন্যায়াৎ প্রভুত্বং তদিহ পরবশং চেতনানাং স্বশক্ত্যে ॥২৬৩॥

অথেন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥

প্রাণোঽপি স্যাদ্ হৃষীকং ভৃশমুপকরণাত্তেষু মুখ্যত্ববাদা-
দুৎক্রান্ত্যাদৌ চ সাহ্যাদিতি যদি ন পৃথক্ছন্দতস্তস্য ভেদাৎ।
কণ্ঠোক্তাদিন্দ্রিয়ত্বান্মনসি তু ঘটতে গো-বলীবর্দ্দনীতি-
র্ন প্রাণে সাত্ত্বিকাহংকরণবিকৃতিতা শব্দসাম্যাদি মন্দম্ ॥২৬৪॥

অথ সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণম্ ॥৮॥

মন্বাদ্যৈঃ স্মর্য্যতেঽসৌ সরসিজবসতির্ব্যষ্টিনামাদিকর্ত্তা,
জীবেনানুপ্রবিশ্যেত্যপি কথিতমতঃ প্রেষ্যকৃত্যক্রমোঽত্র।
তস্মৈকো হি প্রবেষ্টা ত্রিবৃতমকৃত চ ব্যাকরোদিত্যধীতঃ,
তত্তজ্জীবান্তরাত্মা সৃজতি স ভগবান্ তাদৃশং কার্য্যজাতম্ ॥২৬৫॥
যা জীবেনাত্মনেতি শ্রুতিরিয়মপি ন ব্রহ্মজীবৈক্যমাহ,
প্রাগেবৈকোঽন্তরাত্মা বপুরিতরদিতি স্বায়িভেদাভিধানাৎ।
তেনেশস্তদ্বিশিষ্টঃ স্বকরণকতয়ানুপ্রবেশেঽপি কর্ত্তা,
জীবে তৎকর্ত্তৃতায়ামিহ নহি ঘটতে ত্বাশ্রুতিঃ কর্ত্তৃভেদাৎ ॥২৬৬॥
অণ্ড্যাদাবণ্ডমধ্যস্থিতিমপি কথিতং রূপভেদৈস্ত্রিবৃত্ত্বম্,
তেজোবন্নাশিতোক্তাবপি বিশদমিদং তেন বেধাস্ত্রিবৃৎকৃৎ।
নৈবং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির্ভবতু কথমসাবত্রিবৃৎকারপূর্ব্বা,
ভুক্তেঽস্মাদৌ ত্রিধোক্তা পরিণতিরিতরৎ সন্নিকৃষ্টৈঃ প্রদৃষ্টিঃ ॥২৬৭॥

অথ নিগমনম্ ॥৯॥

অক্ষাণাং জন্মসংখ্যা-পরিমিতয় ইহ প্রাণবায়োঃ স্বরূপম্ ,
তৎসৌক্ষ্ম্যং দেবতাদেস্তদুভয়বিষয়াধিষ্ঠিতৌ পারতন্ত্র্যম্ ।
প্রাণস্যানিন্দ্রিয়ত্বং বহুবিধচিদচিদ্ব্যষ্টিনামাদি চাস্মাৎ,
পঞ্চীকর্ত্তুঃ স্বনাভিপ্রভবকবচিতাদূচিরে প্রাণপাদে ॥২৬৮॥
নিত্যত্বং ব্যোম্নি বাতাদ্যণুষু চ পুরুষেঽপ্যজ্ঞতাদীনপার্থান্,
শ্রোত্রাদৌ ভূততাদ্যং মনসি চ বিভুতাং নিত্যতত্ত্বান্তরত্বম্ ।
প্রাণেষ্বাত্মাদিভাবং স্বপদনিয়মন-স্বৈরিতাং স্বর্গিবৃন্দে,
বেধস্যুম্মুক্তযন্ত্রক্রমমপি বদতাং পাদযুগ্মেঽত্র ভঙ্গঃ ॥২৬৯॥
তর্কৈরাপাতসত্যৈরবিহতিকথনে ব্যাহতিঃ স্থাপিতা স্যাৎ,
সম্যগ্‌ভির্বস্তুগত্যা তদিতি যদি তদা স্বাভিমানোপরোধঃ ।
তেনাধ্যায়ো বিরোধপ্রশমনকৃদসৌ বৌদ্ধবন্ধোর্বিরুদ্ধঃ,
সৌত্রী তর্কাপ্রবিষ্ঠা শ্রুতিপথবিমুখস্বৈরবাদেষু যোজ্যা ॥২৭০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য
বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং
দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥২॥৪॥
সমাপ্তশ্চাধ্যায়ঃ ॥২॥

অথ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

অথ উপোদ্ঘাতঃ ॥

সাধ্যা মুক্তির্নচেৎ স্যাৎ প্রসজতি বিফলা সাধনাধ্যায়কৢপ্তিঃ,
সাধ্যা চেন্নশ্বরী স্যাৎ কথমিহ পুনরাবৃত্তিশূন্যোঽপবর্গঃ ।
মৈবং ব্রহ্মানুভূতিঃ পরভজনবতা প্রাগসিদ্ধৈব সাধ্যা,
ধীসংকোচ-প্রণাশস্ত্বিয়মিতি চ ভবত্যুত্তরাবধ্যতীতা ॥২৭১॥
পাদাভ্যামত্র পূর্ব্বং জনয়তি ভবিনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারম্,
পশ্চাত্তেষামুভাভ্যাং বদতি বহুবিধাং তামশেষৈঃ সহাঙ্গৈঃ ।
ঐশ্বর্য্যাদৌ বিরক্তিং নিরবধিবিভবে পূরুষে চাভিলাষম্,
বিদ্যাভেদাবলম্বং তদুপকরণমপ্যাহ পাদৈঃ ক্রমেণ ॥২৭২॥

সংসারোদ্বিগ্নচেতাস্তনুভৃদধিকরোত্যত্র শারীরকাংশে,
বৈরাগ্যার্থস্তু পাদঃ কিমিতি পুনরসৌ সূত্রকারৈর্নিবদ্ধঃ।
সত্যং প্রাপ্যান্তরাণাং নিরয়গণতুলারোপণং মুক্ত্যুপায়-
প্রারম্ভেঽভ্যর্হিতং স্যাৎ ত্বরত ইহ খলু স্পষ্টদৃষ্টস্ববোধঃ ॥২৭৩॥

অথ তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

দেহাত্ত্বং ভোগ্যনীত্যা দিবি ভুবি চ গতৌ তত্র তত্রৈব লভ্যম্,
প্রাণাদ্যৈর্ভূতসূক্ষ্মৈরপি কিমিহ মুধা পূর্ব্বদেহাদ্ গৃহীতৈঃ।
জীবস্যাণোর্গতিং চ স্বয়মুপজনয়েদীশ্বরঃ প্রাণনীত্যা,
মৈবং স্বচ্ছন্দকৃত্যে শ্রুতিমিতনিয়তৌ গৌরবোক্তেরযুক্তেঃ ॥২৭৪॥
নানাজাতীয়রাশিং ব্যপদিশতি জনো ভূয়সোংঽশস্য নাম্না,
প্রাচুর্য্যাদেবমাপঃ পুরুষবচস ইত্যুচ্যতে ভূতবর্গঃ।
ব্যষ্টিং পঞ্চীকৃতৈস্তৈঃ সৃজতি হি স বিভুস্তারতম্যং পুনশ্চ,
শ্রদ্ধাশব্দস্ত্বিহাপঃ কথয়তি নিগমে তৎসমাখ্যাবদুক্তেঃ ॥২৭৫॥
দ্যৌঃ পর্জন্যোঽথ পৃথ্বী তদনু চ পুরুষো যোষিদিত্যেবমেতান্,
পঞ্চাগ্নীন্ কল্পয়িত্বা পরিকরসহিতাংস্তেষু পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।
শ্রদ্ধাখ্যং ভূতসূক্ষ্মং ক্রমপরিণতিতঃ সোমবর্ষান্নরেতো-
রূপং হব্যং সজীবং তনুধরমরুতো জুহ্বতীতি ব্রবীতি ॥২৭৬॥

অথ কৃতাত্যয়াধিকরণম্ ॥২॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিরূপং তনুভৃদিহ শুভং কর্ম্ম যৎকিঞ্চ কুর্য্যাৎ,
ভুক্ত্বা কৃৎস্নং তদন্তে পুনরবনিমিয়াদিত্যসদ্দৃষ্টবাধাৎ।
কার্ৎস্ন্যেনেত্যশ্রুতত্বাৎ সুকৃতফলতয়া জাতিভেদাদ্যধীতেঃ,
তস্মাৎ প্রারব্ধশেষৈস্তদিতরসহিতৈরাপতেৎ স্বর্গপান্থঃ ॥২৭৭॥
ধূমং রাত্রিঞ্চ পক্ষং তিমিরকলুষিতং দক্ষিণাবৃত্তিমাসান্,
পশ্চাল্লোকং পিতৄণাং গগনমপি মৃতশ্চন্দ্রমভ্যেতি কর্ম্মী।
প্রত্যাবৃত্তৌ তু চন্দ্রাদগগনসততগো ধূমমভ্রঞ্চ মেঘম্,
ব্রীহ্যাদীন্ যাতি রেতঃসিচমথ জননীং যাতনাচক্রবর্ত্তী ॥২৭৮॥

আচারাংশস্য সাধ্যং চরণবচনতো জাতিভোগাদিকং স্যাৎ,
কর্ম্মাচারৌ বিভক্তৌ শ্রুতিত ইতি ন সদ্গত্যভাবাৎ তথোক্তেঃ।
মুখ্যং বৃত্ত্যা হি কর্ম্মণ্যপি চরণবচো নৈকদেশে নিরোধ্যম্,
জাত্যাদিঃ কর্ম্মভেদপ্রভব ইতি মিতে চিন্ত্যমাচারসাধ্যম্ ॥২৭৯॥
প্রাপ্তাচারাতিবৃত্তৌ প্রতিপদমৃষয়ঃ সস্মরুঃ প্রত্যবায়ান্,
প্রাচীনাংহঃপ্রণাশং তদনুসরণতঃ পুণ্যকর্ম্মার্হতাঞ্চ।
নাতঃ সৎকর্ম্মমাত্রাৎ ত্রিদিব ইতি ধিয়া তৎপরিত্যাগশঙ্কা,
নহ্যাচারপ্রহীণে শ্বদৃতি-জলসমঃ শোধকো বেদবর্গঃ ॥২৮০॥

অথানিষ্টাদিকার্য্যধিকরণম্ ॥৩॥

সর্ব্বেষাং দেহপাতে সতি নিয়মবতী চন্দ্রমঃপ্রাপ্তিরুক্তা,
তস্মাৎ প্রাপ্যোত্তরাণাং নিরয়গতিপুরস্কারিণী সেতি চেন্ন।
লোকঃ সম্পূর্য্যতে তৈর্ন পর ইতি গিরা সঙ্কুচেৎ সর্ব্বশব্দঃ,
তে তত্তদ্যাতনান্তে তত ইহ সহসা কুৎসিতাং যান্তি যোনিম্ ॥২৮১॥
জন্মপ্রাপ্তির্জরায়ুপ্রভৃতিষু ভবিনাং কর্ম্মপাকৈর্বিচিত্রা,
ভূয়িষ্ঠৈঃ পুণ্যপাপৈস্তপবদনবতী পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা।
তদ্বদ্ ধূমাদিমার্গাঃ কতি কতি চ শুভৈরুৎকটৈর্দেহপাতে,
দিব্যং রূপং বিমানাদিকমপি সপদি প্রাপ্য যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥২৮২॥

অথ তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৪॥

আহুত্যোর্দ্দেহবত্ত্বং প্রথম-চরমযোর্নির্বিবাদং তথা স্যাৎ,
জন্মৈবাকাশবায়ুপ্রভৃতিষু ভবতেরন্বয়াদিত্যসারম্।
রেতঃসিগ্ভাবনীত্যা পৃথগভিলপনানর্হতামাত্রমত্র,
দ্যু-ভ্বোঃ পুণ্যপ্রসাধ্যং ফলমিহ পঠিতং নাস্তি ভোগশ্চ মধ্যে ॥২৮৩॥

অথ নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥

ব্যোমাদিস্থিত্যবস্থা চিরমচিরমিতি ব্যক্তনির্দ্দেশহানেঃ,
শুক্রাবস্থা-নয়াৎ স্যাদনিয়তিরিতি ন স্বারসিক্যাঃ প্রবৃত্তেঃ।
ব্রীহ্যাদিভ্যো হি দুর্নিষ্প্রপতরমিতি তু শ্রূয়তে তেন পূর্ব্বম্,
শীঘ্রং তত্তদ্দশায়াস্ত্যজনমিতি পরিজ্ঞায়তে বাক্যশক্ত্যা ॥২৮৪॥

অথান্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥

জন্ম ব্রীহ্যাদিনাম্না শ্রুতমিহ তদিদং দেবমর্ত্ত্যত্ববৎ স্যাৎ,
নৈরাত্ম্যং স্থাবরাণাং ন চ নিগমবিদঃ স্থাপয়ন্তীতি চেন্ন।
পুণ্যস্যৈব প্রবৃত্তে ফলপরিগণনে স্থাবরত্বোক্ত্যযোগাৎ,
রেতঃসিগ্‌বর্ত্মণীব হ্যুপচরতি জনিং স্থাবরেঽপ্যন্যদেহে ॥২৮৫॥
হিংসাযোগাদশুদ্ধং শ্রুতিবিহিতমপি ন্যায্যমিষ্টাদিকং তৎ,
পাপাংশং ব্রীহিভাবপ্রভৃতিষু সুকৃতী ভুঙ্‌ক্ত ইত্যপ্যযুক্তম্।
উক্তা মন্ত্রার্থবাদৈঃ পশুহিতমিতি সা তচ্চিকিৎসাবদেষা,
ক্রতে যজ্ঞেবধোঽসাববধ ইতি মনুস্তৌতি নিন্দা ত্বিহান্যৎ ॥২৮৬॥
কর্ত্তুর্দোষং দিশেৎ সংজ্ঞপনমিহ পশোস্তৎক্রতোশ্চোপকুর্য্যাৎ,
তস্মাদস্মিন্নিষেধং ক্ষিপতি ন বিধিরিত্যব্রুবন্ সাংখ্যভক্তাঃ।
নির্ধূতে পশ্বনর্থে ন খলু তদনুচিতং পিষ্টপশ্বাদিকল্পঃ,
তত্তৎকালাধিকারি-প্রতিনিয়ত ইতি ক্বাপি ন স্যাদ্বিরোধঃ ॥২৮৭॥
কিঞ্চোৎসর্গাপবাদক্রমমিহ জহতঃ কীদৃশী নিত্যহিংসা,
শুদ্ধং ন ক্বাপি সিধ্যেৎ তব হি বিধিপদং স্পৃষ্টতত্তন্নিষেধম্।
যত্রাসত্যাদি বৈধং তদনু চ বিহিতা নিষ্কৃতিস্তন্নিমিত্তা,
তত্রাগত্যা তথা স্যাদিতরবদথবা কেবলং তন্নিমিত্তম্ ॥২৮৮॥
অশ্লিষ্টং বিগ্রহাদ্যৈর্নভ ইব মুসলৈঃ ক্ষেত্রিণং কেচিদূচুঃ,
কর্ম্মাকর্ত্তারমেবং ফলমপি বিবিধোপাধিভেদৈকনিষ্ঠম্।
অব্যক্তস্যাপবর্গং ভবভুজমপি চানাদিমুক্তস্বভাবম্,
তেষামিত্থং মনীষাং বহিরকৃত নয়ৈরেষ বৈরাগ্যপাদঃ ॥২৮৯॥
পাদে ত্বর্থাঃ ষড়স্মিন্ বপুরিহ বিজহদ্‌ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহেয়াৎ,
ভুক্ত-স্বর্গোঽবরোহেদনুশয়সহিতো মাত্রয়া ভিন্নমার্গঃ।
চন্দ্রপ্রাপ্ত্যাদি ন স্যান্নিরয়পথজুষামম্বরাদৌ সদৃক্ত্বম্,
তস্মাচ্ছীঘ্রোঽবরোহঃ পরবপুষি পরং ব্রীহিপূর্ব্বেঽপি যোগঃ ॥২৯০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্‌বেঙ্কটনাথস্য
বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্যা-
ধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥১॥

অথ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

উপোদ্ঘাতঃ ॥

ব্রহ্মৈব স্বৈঃ স্বভাবৈর্ব্বহুমুখমবদৎ প্রাক্তনাধ্যায়যুগ্মে,
তস্মেহাকৃষ্য চিন্তা কিমিতি পুনরসৌ সাধনাধ্যায়মধ্যে।
মৈবম্, বিদ্যাঃ প্রভেত্তুং বিশদয়তি পরং তদ্ধি তদ্রূপভেদাৎ,
সিদ্ধোপায়াদিভাবং প্রথয়তি চ বিভোঃ প্রাপ্যতৃষ্ণাপ্রথিম্নে ॥২৯১॥
নৈর্গুণ্যং ব্রহ্মণশ্চেদ্বিতথ ইহ গুণৈর্ব্রহ্মবিদ্যাবিভাগঃ,
সোঽপ্যেতৈঃ কল্পিতৈশ্চেৎ শ্রুতিমিতবিহতির্নাত্র দৃষ্টিক্রমোঽপি।
নির্দ্দোষত্বঞ্চ নিত্যং যদি বদসি মুধা দোষশান্ত্যর্থযত্নঃ,
কল্প্যং চেদ্ দুষ্টতা স্যাৎ প্রকৃতিরিতি পরক্ষিপ্তয়ে চৈষ পাদঃ ॥২৯২॥
কিঞ্চাদৌ চিন্ত্যভাবঃ প্রমিতিবিষয়তা স্বপ্রভত্বং সুখত্বম্,
বিশ্বাধিষ্ঠানতা চ স্ববহুভবনধীর্নির্বিশেষে কথং স্যাৎ।
সর্ব্বশ্রুত্যর্থহানিঃ স্ববচনবিহতিঃ সর্ব্বমানৈশ্চ বাধো-
মায়া-বৈজাত্যভাজামিতি সগুণদশোপাস্তিবাদশ্চ দুস্থঃ ॥২৯৩॥
ত্যক্তং দোষৈর্গুণাঢ্যং যদি পুনরিহ তদ্ ব্রহ্ম চিন্ত্যেত পাদে,
জীবস্বপ্নাদ্যবস্থা-মননমথ কথং জাঘটীতীতি চেন্ন।
স্বাপ্নার্থস্রষ্টৃভাবপ্রভৃতিবহুবিধ-ব্রহ্মমাহাত্ম্যসিদ্ধ্যৈ,
জন্তোরস্য স্বমুক্তাবতিপরবশতাজ্ঞপ্তয়ে চৈতদত্র ॥২৯৪॥
পাদস্যাস্যাদ্যমর্দ্ধং কতিচিদধিজগুঃ পূর্ব্বপাদস্য শেষম্,
পশ্চাদর্দ্ধন্তু সাক্ষাদনুঘটিতমুপাস্ত্যর্থ-তত্তদ্গুণোক্তেঃ।
এতন্নাতীব হৃদ্যং শবলিতকথনে চাতুরীবৈপরীত্যাৎ,
ব্রহ্মোক্তৌ জীবদোষগ্রহ ইহ তু মুখং তৎপ্রতিদ্বন্দ্বসিদ্ধেঃ ॥২৯৫॥
স্বপ্নেঽর্থাঃ সন্তু সৃষ্টাস্তদপি বহুবিধা দুস্ত্যজা ভ্রান্তিরত্র,
প্রধ্বস্তানামিদানীন্তনবদনুভবাৎ স্থায়িতাদিভ্রমাচ্চ।
সত্যং শ্রুত্যাদিসিদ্ধেঃ শ্রুতপরিহরণাযোগতঃ সৃষ্টিমাত্রম্,
স্বীকৃত্যাংশে তু বাধাস্ত্রমমপি হি যথা জাগরং ন ক্ষিপামঃ ॥২৯৬॥
কশ্চিদ্ যোগপ্রভাবান্নিজপরভবন-স্বৈরসংচারনীত্যা,
নিষ্ক্রান্তঃ পূর্ব্বদেহাদ্বিশতি পরবপুঃ পূর্ব্বমাপ্নোতি ভূয়ঃ।

ইত্থং স্বপ্নেঽপ্যুদন্তস্থিতিরিতি কতিচিচ্ছ্বাসবৃত্ত্যান্যথান্যে,
চিত্তোত্থদ্ধীপ্রসৃত্যেতর-তনুভজনে সৌভরিন্যায়সিদ্ধেঃ ॥২৯৭॥

অথ সন্ধ্যাধিকরণম্ ॥১॥

উক্তং পত্যা প্রজানাং ভবিনি দহরবৎ সত্যসঙ্কল্পতাত্বম্,
পুত্রাদেশ্চৈষ কর্ত্তা প্রকৃত ইহ সৃজেৎ স্বাপ্নমর্থঞ্চ নৈবম্।
মুক্তৌ তাদৃগ্গুণোক্তেরনভিমতসমুৎপাদনাদেরযোগাৎ,
স্বপ্নানাং সূচকত্বাদপি নিখিলজগৎকর্ত্তুরেষাপি সৃষ্টিঃ ॥২৯৮॥
কামং-কামং বিধাতেত্যপি গমুলুচিতোঽনূদ্যতে চেশ ইত্থম্,
সোঽয়ং সুপ্তেষু জাগর্ত্ত্যপি বিশদমিদং সম্পরিষঙ্গবাক্যাৎ।
তত্তৎকালাবসানাঃ কতিকতি নিয়তা জাগরেঽপ্যর্থভেদাঃ,
তত্তৎকর্ম্মানুরূপং ফলবিতরণমিত্যেতদপ্যুক্তমাপ্তৈঃ ॥১৯৯॥
মায়ামাত্রোক্তিলাভাৎ শ্রুতিমুখসুগতা বিশ্বমিথ্যাত্বমাহুঃ,
শাস্ত্রারম্ভে তদেভিঃ কথিতমিহ ততোঽসঙ্গতত্বাদি দুঃস্থম্।
মায়াশব্দো ন মিথ্যাবচন উপচরত্বত্র তৎ কিং ততঃ স্যাৎ,
সত্যেঽস্ত্রাদৌ প্রয়োগাদুচিতনিয়মনে সোঽয়মাশ্চর্য্যতার্থঃ ॥৩০০॥

অথ তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥

স্থানং জন্তোঃ সুষুপ্তৌ শ্রুতিরনিয়মতো বক্তি নাড্যঃ পুরীতৎ,
হার্দ্দং ব্রহ্মেতি তস্মাদিহ ভবতু মিথো নৈরপেক্ষ্যাদ্বিকল্পঃ।
তন্ন প্রাসাদ-খট্টাশয়নবদুপকৃত্যন্তরৈর্যোজিতানাম্,
পক্ষে পক্ষে বিকল্পঃ ক্রমঘটিত-চতুর্দোষযুক্তো ন যুক্তঃ ॥৩০১॥

অথ কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণম্ ॥৩॥

মুক্তির্ব্রহ্মাপ্তিরিষ্টাহদসুখগণা তাদৃশীয়ং সুষুপ্তিঃ,
শ্রুত্যৈব প্রাপ্যতে হ তত্তদনু তনুভৃদুদ্বুদ্ধ্যমানস্ততোঽন্যঃ।
নৈব, কর্ম্মানুবৃত্তেঃ স্মরণনিয়মতঃ পূর্ব্ব এবেতি শব্দা-
মোক্ষোপায়াদিশিষ্টেঃ স্বপদমনুবদনাৎ প্রাচা এব প্রবুদ্ধঃ ॥৩০২॥

জীবানাদিত্বমূচে দৃষদমুকরণং ক্ষেপ্স্যতে চাপবর্গে,
স্বর্গাদ্যর্থপ্রবৃত্তিঃ শ্রুতিনয়বিদিতা সৌগতাদ্যাশ্চ ভগ্নাঃ।
কল্পান্তেঽপ্যেকতোক্তির্নিয়মিতবিষয়া নামরূপপ্রহাণাৎ,
ভূয়শ্চিন্ত্যা সুষুপ্তে প্রলয়সমদশা-সংজিহাসাদিসিদ্ধ্যৈ ॥৩০৩॥

অথ মুগ্ধাধিকরণম্ ॥৪॥

জাগ্রৎস্বপ্নৌ ন বাহ্যাবগমবিরহিতৌ শ্বাসপূর্ণা সুষুপ্তিঃ,
তস্মান্মুগ্ধির্মৃতিঃ স্যাৎ প্রশমিতকরণপ্রাণবর্গেতি চেন্ন।
মৃত্যাদের্হেতুভেদাৎ স্থিতিমৃতিবিশয়াদুত্থিতেশ্চানিয়ত্যা,
মর্ত্তুং প্রক্রম্য মধ্যে বিরমতি বিধিনেত্যত্র তুর্য্যার্দ্ধভাবঃ ॥৩০৪॥

পেটিকোপোদ্ঘাতঃ ॥

জন্তূনাং জাগরাদিস্থিতিষু ভবতি যদ্বৈশসং দর্শিতং তৎ,
তত্তৎস্থানাদিযোগেঽপ্যনঘশুভগুণং ব্রহ্ম সংশোধ্যতেঽত্র।
সংসর্গৈক্যাদিমূলান্ পরিহরতি ততো দোষবর্গানুভাভ্যাম্,
হীনত্বৌদার্য্যহানী পরমপনয়তে নীতিযুগ্মেন নেতুঃ ॥৩০৫॥
নৈর্গুণ্যং নির্গুণোক্তের্গুণবচনমিহাবিদ্যধর্ম্মার্থবাদো
নৈর্দোষ্যং বস্তুবৃত্ত্যা তদিতরদখিলং স্বাপভোগাদিতুল্যম্।
ইত্থং জীবেশভূমাপহরণকুহনাবাদ-মোমুহ্যমানান্,
ক্ষেপ্তুং ন স্থানতোঽপীত্যধিকরণমথারভ্যতেঽনেকশৃঙ্গম্ ॥৩০৬॥

অথোভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥

হেয়ং বস্তু স্বতো যৎ স্থিতিরিহ হি ভবেৎ দুঃখকৃৎ স্বেচ্ছয়াপি,
ত্যাজ্যত্বং নান্যথা স্যাদিতি ন নিরুপধের্হেয়ভাবস্য হানেঃ।
নিত্যস্বাতন্ত্র্যভাজো ভবিন ইব দশাভেদতো নাপ্যবদ্যম্.
শ্রুত্যৈবৈকত্র দেহে পর-তদিতরয়োঃ শুদ্ধ্যশুদ্ধী হ্যধীতে ॥৩০৭॥
ব্রহ্মক্ষত্রাদিদেহেষ্বণুরিব বিভুরপ্যাত্মভাবেন তিষ্ঠন্,
তত্তচ্ছব্দাভিলপ্যস্তদিহ স ন কথং তত্তদাদেশবশ্যঃ।

নৈবং ন জ্ঞাপ্যতেঽসাববিদিতবিরহাচ্ছাসিতৃত্বান্ন শাস্তঃ,
কিঞ্চিজ্জ্ঞো হ্যন্যতন্ত্রো জগতি হিতবিদা বোধ্যতে প্রের্য্যতে চ ॥৩০৮॥
উৎসর্গেণাপবাদং ন খলু নয়বিদঃ ক্ষোভণীয়ং ক্ষমন্তে,
তস্মাদ্ ব্রাহ্মে গুণাদৌ বিধিবিষয়মতিক্রম্য তিষ্ঠেন্নিষেধঃ।
এবং শাস্ত্রে বিরোধে নহি সমবিষয়াপচ্ছিদা-ন্যায়সিদ্ধিঃ,
দৃষ্টো নিত্যং নিষেধঃ পর ইহ চ ততঃ স্যাদুপক্রান্তিনীতিঃ ॥৩০৯॥
সত্বং কার্য্যস্য গোপায়তি কথমসতঃ সম্ভবেদিত্যধীতিঃ,
দ্রব্যান্যত্বং হি কার্য্যে ব্যপনয়তি পরং মৃত্তিকেত্যেব-শব্দঃ।
অন্তর্ভাবাদ্বিশিষ্টে ভগবতি জগতাং নেহনানেতি যুক্তম্,
নির্দ্দিষ্টেয়ত্ত্বশঙ্কাং প্রশময়তি পরে নেতিনেতীতি চোক্তিঃ ॥৩১০॥
তত্তদ্বস্তুপ্রদেশে সকলগুণতয়া পূর্ণদৃশ্যঃ পরাত্মা,
বৃদ্ধিহ্রাসাদিভেদোজ্ঝিত ইতি হি জলাধারসূর্য্যোপমোক্তিঃ।
অস্পর্শোদাহৃতিশ্চেন্নহি ঘটকরকাকাশদৃষ্টান্তযুক্তিঃ,
তস্মাদ্ ব্রহ্ম দ্বিলিঙ্গং দ্বিবিধবিভবমিত্যেব বেদান্তপক্ষঃ ॥৩১১॥

অথ অহি-কুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥

বিশ্বস্রষ্টুঃ স্বদুঃখপ্রজননমিহ ন স্বাংশতোঽচিত্বক্লৃপ্তৌ,
মৃত্তৎকার্য্যাদিকঞ্চ স্বরসমিহ বহূদাহৃতং সপ্রতিজ্ঞম্।
তস্মাদব্যাকৃতাদির্বিহরণনিয়তা বিক্রিয়ৈবেতি চেন্ন,
স্বাংশে মৌঢ্যং বিতন্বন্ বিহরতি ভগবানিত্যনর্থানপোহাৎ ॥৩১২॥
কশ্চিন্নিত্যাচিদংশো বিবিধবিকৃতিমান্ ব্রহ্মণীত্যাহুরেকে,
ফেনাদিন্যায়তোঽন্যে সতি বিকৃতিবশাজ্জ্ঞোঽজ্ঞসর্ব্বজ্ঞভাগান্।
চন্দ্রজ্যোৎস্নাদিনীত্যা কতিচিদিহ জগদ্ব্রহ্মণোরৈকজাত্যম্,
সর্ব্বে তে সর্ব্ববেদস্বরসগতিহতেরত্র বিত্রাসনীয়াঃ ॥৩১৩॥

অথ পরাধিকরণম্ ॥৭॥

সেতুং তীর্থ্যেত্যধীতের্মিতমিতি-বচনাৎ প্রাপ্য-সম্বন্ধিতোক্তে-
রন্যাধিক্যশ্রুতেরপ্যতিবহন-নয়াৎ কারণং প্রাপকং স্যাৎ।
প্রাপ্যং ত্বন্যদ্ভবেদিত্যসদনবধিকে কারণে প্রাপ্যতোক্তেঃ,
সেতুত্বাদ্যুক্তিরস্মিন্ বহুভিরবিহতাং বৃত্তিমঙ্গীকরোতু ॥৩১৪॥

সেতুত্বং সেতুতুল্যাদ্বিধরণনিয়মাদ্বন্ধনাদ্ বাত্র যুক্তম্,
ব্যাপ্তেঽপ্যস্মিন্নুপাধেঃ পরিমিতিবচনং সার্থকং সূত্রিতং প্রাক্।
চাতুষ্পদ্যঞ্চ তত্তচ্ছ্রুতিভিরনুগুণং কল্প্যতেঽনন্তভূম্নঃ,
স্বস্যৈত্যেবামৃতস্যেত্যভিহিতমথবা মুক্তিরেবামৃতং স্যাৎ ॥৩১৫॥
অন্যস্যাধিক্যবাদে পরমবধিতয়া কারণং যত্র দৃষ্টম্,
তত্র হ্যব্যাকৃতাদিস্তদবধিরিতরাপেক্ষয়াসৌ পরশ্চ।
যস্মাদন্যৎ পরং নেত্যভিহিতবিষয়ে তৎপরোক্তেরযুক্তে-
রেবংস্যাদিত্যনুক্তিস্তত ইতি যদি বা ব্যাপ্যমুক্তং তদস্তু ॥৩১৬॥

অথ ফলাধিকরণম্ ॥৮॥

আরাধ্যঃ কর্ম্মকাণ্ডস্থিতনয়নিবহস্থাপিতানাং ক্রিয়াণাম্,
অধ্যক্ষো দেবতানামনুপধিমহিমা মধ্যকাণ্ডোদিতানাম্।
অত্রাপ্যেতাবতোক্তো ভবভয়চকিতপ্রাপ্ত্যুপাস্ত্যেকলক্ষ্যঃ,
তত্তচ্ছাস্ত্রার্থযোগ্যং দিশতি ফলমিতি স্থাপ্যতেঽথাত্যুদারঃ ॥৩১৭॥
কৃষ্যাদের্মর্দ্দনাদেরপি ভবতি ফলং দ্বারতো বান্যথা বা,
ধর্ম্মাণাং সাধনত্বং শ্রুতিভিরবগতং দোষবাধোজ্ঝিতাভিঃ।
তস্মাদীশ-প্রসাদাৎ ফলমিতি তু বচস্তৎপ্রশংসেতি চেন্ন,
শ্রৌতারাধ্যপ্রসাদত্যজন-কদনতোঽপূর্ব্বক্ল্প্তেরযোগাৎ ॥৩১৮॥
যদ্যপ্যারাধ্যমূলং ফলমিতি ফলিতং দেবতাধিক্রিয়ায়াম্,
কর্ম্মাপেক্ষা তথোক্তা ফলজননপরপ্রেরণাদৌ তথাপি।
সাক্ষিত্বানাদরত্বপ্রভৃতিপরগুণং প্রেক্ষ্য তৎপ্রীণনাদৌ,
শঙ্কাতঙ্কৈর্নিরুদ্ধাংস্ত্বরয়িতুমধুনা তাদৃশোদারতোক্তিঃ ॥৩১৯॥
সম্রাজঃ সানুকম্পাৎ পিতুরুচিতবিদঃ সাম্যভাজো বদান্যাৎ,
স্থানে বিন্দন্তি পুত্রা নিয়তরুচিভিদা যন্ত্রিতাস্তন্তমর্থম্।
তত্র প্রাপ্যং স্বতো যদ্বিহতিরিহ যতস্তৎপ্রশান্তিশ্চ যস্মাৎ,
দেয়ং যদ্বা বিশেষাদ্দমনমপি যথালোকমত্রাপি তৎ স্যাৎ ॥৩২০॥
শুদ্ধানন্দে তদিত্থং শুভগুণজলধৌ সত্যনিত্যস্বদেহে,
দেবীভূষায়ুধাদ্যৈরতিশয়িনি কনদ্ভোগলীলাবিভূতৌ।
শেষিত্বাধারভাবপ্রভৃতিবহুবিধস্বাস্মসম্বন্ধদীপ্তেঃ,
দৃষ্টিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রসবিতরি হরৌ নির্নিমেষা শ্রুতির্নঃ ॥৩২১॥

পাদে স্বপ্নার্থহেতুস্তদয়মিহ সুষুপ্ত্যাধৃতিঃ সুপ্তগোপ্তা,
মুগ্ধোদ্বোধাদিকর্ত্তা ত্বনঘশুভগুণোঽচিন্তিরংশী স্বদেহৈঃ।
পারম্যস্যৈকসীমা সকলফলদইত্যুচ্যতে ভক্তিভূম্নে,
সত্যে হ্যেবং গুণাদাবথ পরভজনে রূপভেদাদি চিন্ত্যম্ ॥৩২২॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য
বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং
তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥২॥

অথ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞানানুবিদ্ধং হিততমমনঘং মোক্ষ্যমাণস্য বক্তুম্,
তত্ত্বে নির্দ্ধূয় তর্কজ্বরজনিতমহাসন্নিপাত-প্রলাপান্।
নিষ্পন্নে তত্ত্ববোধে ন কিমপি বিবুধা সাধ্যমিত্যুদ্গৃণদ্ভ্যো
যাবজ্জীবানুবর্ত্ত্যং মুররিপুভজনং মুক্তিলাভায় বক্তি ॥৩২৩॥
ভীমাভ্যো যাতনাভ্যঃ পিতৃপথগমনাবর্ত্তনাদেশ্চ বিভ্যৎ,
তৃষ্ণাং কৃষ্ণামৃতাব্ধৌ পরিণয়তি পরাং যাবতা তাবদুক্তম্।
ইত্থং লব্ধাধিকারঃ পরমধিকুরুতে সাধনে তত্র সাঙ্গে,
পাদদ্বন্দ্বে পরস্মিংস্তদিহ বহুভিদা বর্ব্বরং নির্ব্রবীতি ॥৩২৪॥
একস্মিন্নেব পাদে নিপুণনয়কৃতা ন দ্বয়োস্তর্কণং স্যাৎ,
ভেদাভেদশ্চ নৈকো বিষয় ইহ ভবেদন্যহানপ্রসঙ্গাৎ।
তস্মাদস্মিন্ প্রকীর্ণা নয়বিততিরিতি প্রেক্ষিতগ্রন্থচোদ্যে,
বেদ্যাবচ্ছিন্নবিদ্যানিয়মকৃদয়মিত্যোদমর্থ্যং সমর্থ্যম্ ॥৩২৫॥
আখ্যাবন্তং গুণানাং নিজগদুরুপসংহারতঃ পাদমেতম্,
বিদ্যৈক্যার্থে তদস্মিন্নপবদনতয়া ভেদচিন্তা প্রসক্তা।
ইত্থং শুশ্রূষুশঙ্কামিহ শিথিলয়িতুং ভাষিতং ভাষ্যকারৈঃ,
তদ্ভেদাভেদমীমাংসনমিতি বিষয়স্তত্র চোক্তোঽনুবৃত্তঃ ॥৩২৬॥

নিঃসীমানন্দনাড়িন্ধম-নিরুপধিকানন্তসংপদ্‌গুণৌঘে,
বিদ্যাভেদৈর্বিভজ্য প্রনিধিরিহ যদি প্রাপ্তিরপ্যংশতঃ স্যাৎ।
নৈবং তৈরেব ধর্ম্মৈস্তদিতরসহিতৈঃ পূর্ণকামস্য পূর্ণম্,
প্রাপ্যং ব্রহ্মৈব নান্যৎ কিমপি ফলমতস্তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধিঃ ॥৩২৭॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥

ভেদঃ শব্দান্তরাদ্যৈর্বিধিষু নিয়মিতঃ কর্ম্মকাণ্ডে দ্বিতীয়ে,
সংযোগাদ্যৈক্যতোঽন্যঃ সমুদয়নিয়তাৎ সৈব বিদ্যাসু নীতিঃ।
আদৌ তেনৈব শাখান্তরনয়মুদিতং চোদনাদেরভেদাৎ,
শ্রুত্যৈবাক্ষিপ্য ভূয়ঃ প্রতিসমধিগতং ভেদকাল্যার্থতোক্ত্যা ॥৩২৮॥
শাখাসু প্রক্রিয়ান্যা শ্রবণমপি পুনর্দৃষ্টমত্রাবিশেষম্,
বিদ্যাভেদস্ততঃ স্যাদিতি ন তদুভয়ং যুক্তমধ্যেতৃভেদাৎ।
তেষামেবেতি বাক্যাৎ ক্বচিদুপজনিতা ভেদশঙ্কা ত্বযুক্তা,
স্বাধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যাপদমিহ হি ভবেত্তদ্‌ব্রতেনাম্বয়োক্তেঃ ॥৩২৯॥
রূপৈক্যাদৈক্যসিদ্ধৌ কিমিতরদুপসংহার্য্যমন্যো গুণশ্চেৎ,
ভেদো ন স্যাদ্বিকল্প্যং তদিহ কিমফলা তেন চিন্তেতি চেন্ন।
বেদ্যাকারৈক্যমৈক্যং দিশতি তদধিকং কিঞ্চিদাকৃষ্যতেঽঙ্গম্,
কর্ম্মণ্যপ্যেবমেব হ্যুপহৃতিবিষয়ো ভেদকাংশাতিরিক্তঃ ॥৩৩০॥

অন্যথাত্বাধিকরণম্ ॥২॥

প্রাগ্বৎ শাখাবিভেদেঽপ্যুপশমিতভিদা তাদৃগুদ্‌গীথবিদ্যা,
স্যাদেকা চোদনাদ্যৈস্তদসদুভয়থা রূপভেদোপলব্ধেঃ।
গাতা গেয়ং চ গেয়ে সকলসমফলং চেতি বৈষম্যসিদ্ধৌ,
শেষাভেদোঽপ্যভেদং ন গময়তি ভিদা ত্বেকভেদেঽপি সিধ্যেৎ ॥৩৩১॥
ছন্দোগোদ্‌গীথশব্দস্তদবয়বপরঃ প্রক্রমাদিপ্রসিদ্ধেঃ,
কৃৎস্নোদ্‌গীথাভিধায়ী প্রকরণনিয়মাভাবতো বাজিনাং স্যাৎ।
উদ্‌গীথোক্তিশ্চ নৈষামুপচরণবতী গাতরি প্রক্রমস্থা,
তৎকর্ত্রা সাধনীয়ে দ্বিষদুপশমনে তৎফলস্বোক্ত্যবাধাৎ ॥৩৩২॥
যদ্যপ্যব্রহ্মবিদ্যা পরপরিভবনাদ্যৈহিকার্থপ্রযুক্তা,
ন গ্রাহ্যা মোক্ষশাস্ত্রে তদপি সমতয়া তৎপরীক্ষেতি কেচিৎ।

কাম্যা বিদ্যাপ্যনিষ্ট-ব্যপনয়নমুখৈর্ব্রহ্মবিদ্যোপযুক্তেঃ,
তত্তৎসাধ্যপ্রভেদৈর্ভবতি সমুচিতালোচনেত্যাহুরন্যে ॥৩৩৩॥
অজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বঃ কথমিব বিমৃশেৎ কুত্রচিদ্ ব্রহ্ম দৃষ্টম্,
তস্মাৎ তত্ত্বাদৃশীনাং সমুচিতমগতেরত্র মীমাংসনং স্যাৎ।
আদধ্যুঃ কর্ম্মণাং চ স্বফলবিতরণে বীর্যবত্ত্বাতিরেকম্,
ব্রহ্মধ্যানার্থকর্ম্মাতিশয়জননতঃ প্রস্তুতাপেক্ষিতং তৎ ॥৩৩৪॥

অথ সর্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥

জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যাদিসাম্যে ক্বচন সমধিকং ভাতি বাসিষ্ঠ্যপূর্ব্বম্,
তেনেত্থং রূপভেদাদ বহুনিগমগতা ভিদ্যতাং প্রাণবিদ্যা।
নৈবম্, বাগাদিতদ্বদ্ গুণপরবশতা-বর্ণনস্যাবিশেষাৎ,
বাগাদ্যৈঃ স্বস্বধর্ম্মোপচরণমকৃতং তাবতা স্যান্ন ভেদঃ ॥৩৩৫॥

অথানন্দাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥

নানাশব্দাদিভেদাদিতি খলু ভিদুরাং বক্ষ্যতি ব্রহ্মবিদ্যাম্,
রূপং বিদ্যান্তরস্য প্রকরণপঠিতান্নান্যদন্যত্র যোজ্যম্।
তস্মাৎ সত্যত্বপূর্ব্বাস্তদিতরগুণবৎ স্যুর্ব্ব্যবস্থাপনীয়াঃ,
নৈবম্, ব্রহ্মস্বরূপাবগতিরিহ যতস্তদ্ধি সর্ব্বাস্বপেক্ষ্যম্ ॥৩৩৬॥
সত্যত্বং বিশ্বহেতৌ বহুবিধচিদচিদ্বিক্রিয়াজালহানেঃ,
জ্ঞানত্বং জ্ঞাতৃভাবাৎ স্বরবহলতয়া স্বপ্রকাশত্বতশ্চ,
ত্রি-দ্ব্যেকাভিস্তু সর্ব্বং প্রমিতমিহ পরিচ্ছিত্তিভির্ব্রহ্মণোহন্যৎ,
তস্যানন্ত্যং বিয়োগাৎ তিসৃভিরপি সদা নির্ম্মলানন্দধাম্নঃ ॥৩৩৭॥
উক্তং জন্মাদিসূত্রে ননু নিখিলজগদ্ধেতুতা ব্রহ্মলক্ষ্ম,
স্যাৎ তেনৈব স্বরূপাবগতিরিহ মুধা সত্যতাদীতি চেন্ন।
হেতোরীশস্য হেত্বন্তরগত-বিবিধাবদ্যবর্গপ্রসঙ্গে,
শঙ্কারূঢ়ে ক্রমেণেতরবিভজনতস্তস্য সাফল্যসিদ্ধেঃ ॥৩৩৮॥
নন্বাধ্যানং প্রিয়াদ্যৈরপি ভবতি শিরঃপক্ষপুচ্ছাদিরূপৈঃ,
বাঢ়ম্, তত্র প্রিয়াদ্যৈস্তদবগতিরতস্তে তু সর্ব্বান্নুবৃত্তাঃ।
পুচ্ছাদ্যংশো নিরংশে ন ভবতি ন চ তদ্দৃষ্টিরুৎকৃষ্টতত্ত্বে,
তস্মাচ্চিত্যাগ্নিরূপ-ক্রমবদিহ ধৃতং রূপণং ব্রহ্মণি স্যাৎ ॥৩৩৯॥

আনন্দত্বপ্রধানং কতিচিদিহ বিদুঃ সৌত্রমানন্দশব্দম্,
ধর্ম্মানন্দাভিধানং তদুভয়বচনং বেতি পশ্যন্তি কেচিৎ।
জ্ঞানোক্তৌ চৈবমেতৎ তদিতরসমতা যাবতা স্যান্ন শঙ্ক্যা,
তাবদ্ধর্ম্মানুবৃত্তির্বহুভজনপদে ব্রহ্মণি স্থাপ্যতেঽত্র ॥৩৪০॥

অথ কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥

আচামেদিত্যপূর্ব্বাচমনমিহ বিধেঃ প্রাণবিদ্যাবতঃ স্যাৎ,
মৈবং স্মৃত্যাদিসিদ্ধে পরমনুবিহিতা প্রাণবাসস্ত্বদৃষ্টিঃ।
ভুঞ্জীতেত্যাদিনীত্যা বিধিরপি ঘটতে প্রাপ্তধাত্বর্থনিষ্ঠঃ,
প্রাগুক্তা প্রাণবিদ্যা তদিদমবসরে চিন্তিতং ত্বঙ্গমস্যাঃ ॥৩৪১॥
আদাবন্তে চ বাসঃ পরিধিরভিহিতো মন্যতিশ্চাত্র দৃষ্ট্যৈ,
সা চারাধ্যপ্রিয়ার্থা স্তুতিরিহ ন ভবেদ্‌গত্যভাবাভিনন্দ্যা,
যুক্তশ্চাপূর্ব্বভাবাৎ পরিদধতি-গিরা তদ্বিধানাভিসন্ধিঃ,
প্রাণশ্চারাধনীয়ঃ পরিহিতবসনো যুজ্যতে সদ্ভিরদ্ভিঃ ॥৩৪২॥

অথ সমানাধিকরণম্ ॥৬॥

শাখৈক্যেঽপ্যেতৃভেদো ন ভবতি ন গুণঃ কশ্চিদন্যো বিধেয়ঃ,
তস্মাদুক্তাবিশেষশ্রবণমিহ পুনঃ কিং ন বিদ্যাং বিভিন্দ্যাৎ।
মৈবম্, যদ্যপ্যনূক্তির্নতু গুণবিধয়ে কল্পতে স্যাৎ তথাপি,
ব্যক্ত্যৈ সৌকর্য্যতশ্চ ব্যসনসমসনন্যায়তস্ত্বৈক্যসিদ্ধেঃ ॥৩৪৩॥
ছন্দোগৈর্বাজিভিশ্চ স্ফুটমনুপঠিতা ভাতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা,
ভেদাভেদাবমর্শস্ত্বিহ কিমিতি ন সন্দর্শিতো ভাষ্যকারৈঃ।
তদ্ব্রূমো যত্র যত্রাধিকপরিপঠনং তত্র তত্রাধিকানা-
মন্তর্ভাবাদিযুক্তাবনধিকমধিকং বেতি সাধারণোক্তেঃ ॥৩৪৪॥
স্থানদ্বন্দ্বে বশিত্বপ্রভৃতিবিরহিতা বাজিভিস্তদ্‌যুতা চা-
ধীতা শাণ্ডিল্যবিদ্যা তদিহ ভিদুরতা কল্পনীয়েতি চেন্ন।
আরণ্যোক্তং বশিত্বাদ্যপি খলু বিততিঃ সত্যসঙ্কল্পতায়াঃ,
সাধীতাগ্নে রহস্যেঽপ্যধিকবিরহতো নাত্র বিদ্যৈক্যবাধঃ ॥৩৪৫॥

অথ সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥৭॥

অক্ষ্যাদিত্যোপলক্ষ্যো ভগবতি ভজনং চোদনাদেরভেদাৎ,
একং স্যাৎ তেন নাম্নোরনিয়তিরিতি ন স্থানতো রূপভেদাৎ।
স্থানং তৎস্থবুদ্ধ্যো হ্যপদিশতি ন চেৎ স্যান্নরূপাতিদেশঃ,
তস্মাদর্কাক্ষিযোগাদহরহমিতি তন্নামনী স্থাপনীয়ে ॥৩৪৬॥

অথ সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥

সম্ভৃত্যাদিগুণৌঘঃ প্রকরণপঠনাভাবতঃ সর্ব্ববিদ্যা-
স্বন্বীয়েতেতি চেন্ন ক্বচিদগতিকতো লিঙ্গতঃ স্থাপিতত্বাৎ।
অন্নস্থানাস্থু বিদ্যাস্বঘটিতবপুষঃ স্বোচিতস্থানবৃত্তেঃ,
দ্ব্যাপ্তেরেকমন্ত্রে সহপঠনবশাৎ তৎসম-স্থানিনোঽন্যে ॥৩৪৭॥

অথ পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥

আখ্যাদৈক্যাদভেদঃ পুরুষবিষয়য়োর্বিদ্যয়োরিত্যযুক্তম্,
যজ্ঞাদ্যাকারক্লৃপ্তেরিহ বিষমতয়া রূপভেদপ্রসিদ্ধেঃ।
তাদর্থ্যাত্তৈত্তিরীয়ে পরভজনফলং মুক্তিরত্রাপানুক্তা,
ছান্দোগ্যে পূর্ণমায়ুঃ ফলমিতি তু তয়োর্ভাতি সংযোগভেদঃ ॥৩৪৮॥
স্পষ্টে রূপাদিভেদে হঠ-সমূপনতো নামসাম্যাদিমাত্রাৎ,
পুংবিদ্যাপূর্ব্বপক্ষো মৃদুরিতি বিফলাধিক্রিয়ৈবেতি চেন্ন।
অন্যৈব ন্যাসবিদ্যা প্রকরণপঠিতা তদ্বিধানপ্রধানে-
ত্যস্বাতন্ত্র্যাদিসিদ্ধ্যৈ বিভজনমনয়োরিত্যতীবার্থবত্ত্বাৎ ॥৩৪৯॥
যদ্যেবং যজ্ঞদৃষ্টিঃ পরবিদি পুরুষে চোদ্যতে সানুবন্ধে,
যজ্ঞস্থানপ্রভূতং কথমিহ বিবিধং কল্প্যতে তত্র তত্র।
তস্মাৎ প্রক্রান্তবিদ্যাস্তুতিরিয়মুচিতেত্যাহুরেকেঽন্যথান্যে,
তিষ্ঠত্বেতদ্বিধাপি প্রকৃতসুঘটিতা সম্প্রদায়স্তু চিন্ত্যঃ ॥ ৫০॥

অথ বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥

যুঞ্জ্যেরন্ ব্রহ্মবিদ্যাপরিসরপঠিতাঃ শং ন ইত্যাদিমন্ত্রাঃ,
তাদর্থ্যাৎ সর্ব্ববিদ্যাস্বিতি ন তদুদিতাধীতিশেষত্বলিঙ্গাৎ

নো চেদন্যেঽপি তদ্বৎ সবিধপঠনতঃ সন্তু শুক্রং প্রবিধ্যে-
ত্যেবংপ্রায়াস্তদর্থা ন চ ঘটত ইদং লিঙ্গতো দুর্ব্বলত্বাৎ ॥৩৫১॥

অথ হান্যধিকরণম্ ॥১১॥

শাখে দ্বে মুক্তিভাজঃ ক্বচন কথয়তঃ পুণ্যপাপপ্রহাণম্,
ক্বাপ্যন্যা তৎপ্রবেশং প্রিয়-তদিতরয়োর্দায়সংক্রান্তিকালে।
হানং চোপায়নং চ ক্বচিদিতি পৃথগাম্নাত-সম্পর্কসিদ্ধিঃ,
বাক্যং শাখান্তরস্থং ভবতি হি বিবিধাকাঙ্ক্ষয়া বাক্যশেষঃ ॥৩৫২॥
ইত্থং ব্রহ্মজ্ঞ-কর্ম্মত্যজনমিতর-সংক্রান্তিসম্পৃক্তমস্তু,
স্যাচ্চিন্তায়াং ব্যবস্থা পৃথগনুপঠনাদিত্যসৎক্লৃপ্তিদোঃস্থ্যাৎ।
সর্ব্বেষাং মুক্তিভাজাং দ্বিতয়মপি যথোপাস্তি সাধ্যং সমানম্,
তচ্চিন্তাসৌ তথা তন্মহিমবিদ ইতি স্থাপনীয়োভয়ত্র ॥৩৫৩॥
কর্ত্রা তেনৈব ভোগ্যং শুভমিতরদিতি স্থাপিতং কর্ম্মকাণ্ডে,
তস্মাদ্ ব্রহ্মজ্ঞকর্ম্ম দ্বিষতি সুহৃদি বা নাপতেদিত্যযুক্তম্।
বিদ্যামাহাত্ম্যতো যদ্বিগলতি বিদুষঃ কর্ম্ম-তৎসাধ্যতুল্যম্,
বিদ্বৎপ্রদ্বেষভক্ত্যোঃ ফলমিতি কথনে বাক্যতাৎপর্য্যসিদ্ধেঃ ॥৩৫ ॥

অথ সাম্পরায়াধিকরণম্ ॥১২॥

কর্ম্মোদ্ধৃতির্মুমুক্ষোঃ ক্বচিদুপনিষদি শ্রূয়তে সাম্পরায়ে,
মার্গেঽন্যস্যাং দ্বিধৈবং শকলশ ইহ তচ্চিন্তনং চাস্তু মা ভূৎ।
নহ্যুক্তং কর্ম্মসাধ্যং পথি ফলমথ গতার্থদেহানুবৃত্তিম্,
মুক্ত্যৈ বিদ্যেব কুর্য্যাদঘহতিবচনে পাঠতোঽর্থো বলী চ ॥৩৫৫॥
নিঃশেষং কর্ম্ম নশ্যেদিহ যদি বিদুষঃ স্থূলদেহান্তমাত্রে,
বিশ্রাম্যেৎ তস্য তাবচ্চিরমিতি হি বচো নার্থবদ্বং গতেঃ স্যাৎ।
গত্বা সম্পদ্য চাবির্ভবনমিতি ন সম্ভোভবীতীত্যযুক্তম্,
স্যাদ্ ধীসঙ্কোচমাত্রস্থিতিকৃদনুগতঃ সূক্ষ্মসংস্কারযোগঃ ॥৩৫৬॥

অথানিয়মাধিকরণম্ ॥১৩॥

পন্থাঃ স্যাদর্চ্চিরাদিঃ ফলমিহ নিখিলব্রহ্মবিদ্যাসু মা বা,
প্রারভ্যাধীতিযোগাৎ প্রকরণনিয়তা তস্য চিন্তেতি চেন্ন।
সর্ব্বাসাং তদ্ য ইত্থং বিদুরিতি বচসাঽথাত্র যে চেতি চোক্ত্যা,
মার্গে সাধারণেঽস্মিংস্তদনুসরণতস্তদ্বদেবাস্য চিন্তা ॥৩৫৭॥
হেয়োপাদেয়মার্গ-দ্বিতয়মুপদিশন্মুক্তিদাতা মুমুক্ষোঃ,
যোগী যঃ কশ্চনৈতৎসরণিযুগলবিন্ মুহ্যতে নেত্যগায়ৎ।
তস্মাদস্মাদৃশাধীত্যবিশদ-বিশদীকর্ত্তৃবাক্যাবমর্শাৎ,
ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্হ-কৃৎস্নপ্রণিহিতঘটিতং মার্গচিন্তাবিধানম্ ॥৩৫৮॥
হানাদেরর্চিরাদেরপি কিমভিহিতং চিন্তনং সূত্রকারৈঃ,
বিদ্যাঙ্গত্বাদিসিদ্ধ্যৈ যদি ভবতু তদাঽনন্তরে পাদ এতৎ।
নৈবং বিদ্যাঙ্গতায়ামপি ভজনমিবেদং চ ধীত্বাবিশেষাৎ,
কর্ম্মাদিভ্যো বিভক্তং কথয়িতুমিহ তৎ সূত্রণং স্থানপাতি ॥৩৫৯॥

অথাক্ষরধ্যধিকরণম্ ॥১৪॥

যস্যামস্থূলতাদিঃ প্রপঠিত উচিতং চিন্তনং তস্য তস্যাম্,
নান্যস্যাং মানহানের্ন যদি নিয়মনং কস্য কুত্রেতি চেন্ন।
হেতুত্বোমেয়দোষ-ব্যপনয়নমিহ ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্ব্বা-
স্বানন্দাধিক্রিয়োক্ত-ক্রমনিয়মিতমিত্যস্য সার্ব্বত্রিকত্বাৎ ॥৩৬০॥
সত্যত্বাদ্যৈঃ স্বরূপাবগতিরভিহিতা সর্ব্ববিদ্যানুবৃত্ত্যা,
ভূয়স্তত্তুল্যধর্ম্মেষ্বধিকরণমিদং স্যাদ্বৃথৈবেতি চেন্ন।
কৈশ্চিৎ জ্ঞাতস্বরূপে ক্বচিদিতরগতং কিঞ্চিদন্যন্নিষেধ্যম্,
ব্যাবৃত্ত্যা ন স্বরূপাবগতিরত ইতি প্রেক্ষণস্যাত্র রোধাৎ ॥৩৬১॥
ব্যাবর্ত্ত্যানন্ত্যতস্তদ্ ব্যুদসনমপি হি স্যাদনন্তং ততস্ত-
চ্চিন্তা কিঞ্চিজ্জ্ঞসাধ্যা জলধিতরণবন্নোপদিশ্যেত নৈবম্।
তত্তৎসামান্যধর্ম্মানুগমকবলিতাশেষভেদোপদেশে,
তাদৃক্চিন্তোপপত্তেরনবমমিতি বা গৃহ্যতাং সংগৃহীতিঃ ॥৩৬২॥

অথান্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥

সূত্রস্বারস্যলাভাৎ প্রথমমমমুভূতঃ পূর্ব্বপক্ষে নিবেশঃ,
সিদ্ধান্তে ব্রহ্মণশ্চেত্যধিকরণগতিস্তোকশঙ্কাপনুত্ত্যৈ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেতি বাক্যদ্বয়মবমৃশতামন্যশঙ্কৈব ন স্যাৎ,
ইত্যালোচ্যাথ ভাষ্যে পরবিষয়তয়া পূর্ব্বপক্ষোঽপ্যুপাত্তঃ ॥৩৬৩॥
যৎসাক্ষাদিত্যমুষ্মিন্ শ্রুতিশিরসি পরং ব্রহ্ম বেদ্যং যদৈবে-
ত্যেতস্মিংশ্চাস্তথাপি প্রতিবচনভিদা তত্র রূপং ভিনত্তি।
বিদ্যাভিৎ-প্রষ্টৃভেদোঽপ্যয়মিতি যদি নানূদ্য ভূয়োঽনুযোগাৎ,
পশ্চাদুক্তশ্চ দোষাত্যয় ইহ ন ভিদাং সৌতি সাধারণত্বাৎ ॥৩৬৪॥
সদ্বিদ্যায়াং যথা হি প্রতিবচনভিদা প্রশ্নভেদানুসারাৎ,
বিদ্যৈকত্বে বিশেষ্যং প্রকটয়তি পরাং দেবতামেব তত্র।
তেনোষস্ত্যঃ কহোলশ্রুতমপি স চ তৎ সংশ্রুতং সঙ্কলয্য,
ধ্যায়েতাং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তরমিতি ফলবৎ তত্র সব্রহ্মচর্য্যম্ ॥৩৬৫॥

অথ কামাদ্যধিকরণম্ ॥১৬॥

আকাশং তাণ্ডিনস্তচ্ছয়িতমধিজগুর্ব্বাজিনস্তেন বিদ্যা,
ভিদ্যেতাত্রেতি চেন্ন দ্বিবিধ ইহ যতো ব্রহ্মনির্দ্দেশ এষঃ।
সর্ব্বাধারত্বপূর্ব্বৈঃ পরতরবিষয়ঃ সামগাকাশশব্দো
বিশ্বেশাধারতোক্ত্যা সুষিরবিষয়তাঽন্যত্র রূপস্ত নান্যৎ ॥৩৬৬॥
ছন্দোগানামুপাস্যং প্রথিতমিহ গুণৈরষ্টভির্ব্রহ্ম জুষ্টম্,
তচ্চান্যেষাং বশিত্বপ্রভৃতিঘটিতমিত্যাস্ত রূপস্য ভেদঃ।
মৈবং যত্তদ্বশিত্বাদ্যপি তদিহ ভিদা সত্যসঙ্কল্পতায়াঃ,
ইত্যৈকার্থ্যং নিরূঢ়ং পরমপি দহরোপাসনং তদ্বদূহ্যম্ ॥৩৬৭॥
নন্বাকাশো গুণাদ্যৈঃ পর ইতি দহরাধিক্রিয়ায়াং পুরোক্তম্,
তস্মান্নান্যার্থশঙ্কেত্যধিকরণমিদং নোজ্জিহীতেতি চেন্ন।
ব্যোমাতীতং নিমিত্তং দহরমিদমুপাদানমিত্যূদগৃণন্তঃ,
পূর্ব্বং ক্ষিপ্তাঃ প্রসঙ্গাৎ পুনরপি গমিতাশ্ছিন্নমূলত্বমত্র ॥৩৬৮॥

অথ তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥

উদ্গীথাদৌ ক্রিয়াঙ্গে ভজনমপি ভবেৎ পর্ণতাদ্যুক্তনীত্যা,
কর্ম্মাঙ্গং তৎফলোক্তিস্ত্বিহ শ্রুতিরিতি গোদোহনন্যায়ভগ্নম্।
স্বর্গাদীনাং ফলত্বং ক্রতুষু তদধিকো হ্যত্র বীর্য্যাতিরেকঃ,
পর্ণত্বাদৌ ন বাক্যং বদতি করণতাং কর্ম্ম চাহান্নুপাস্তৌ ॥৩৬৯॥
উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টৌ ক্রতুঘটিতফলাদন্যদুক্তং ফলং তৎ,
স্বীকৃত্য প্রাগ্বিচারঃ স্থিত ইতি বিহতঃ পূর্ব্বপক্ষোঽত্র মৈবম্।
অন্যতোঽনঙ্গভাবে স্থিরনিহিতধিয়স্তত্র বিদ্যৈকাশঙ্কা,
তত্ত্বাঙ্গানঙ্গভাবৌ পৃথগপৃথগিতি স্যাচ্চ পূর্ব্বত্র চিন্তা ॥৩৭০॥

অথ প্রদানাধিকরণম্ ॥১৮॥

কামানেতাংশ্চ সত্যানিতি বচনবলাদ্ ধর্ম্ম্যুপাস্তের্বিভক্তা,
ধর্ম্ম্যুপাস্তিস্তদর্থং গুণিপরিগণনং তন্ত্রতোঽস্ত্বিত্যযুক্তম্।
তত্তদ্বৈশিষ্ট্যভেদাৎ প্রতিবিধিগুণিনশ্চিন্তনাবৃত্তিরর্থ্যা,
রাজত্বাদ্যৈঃ পৃথক্ত্বাদ্ভবতি হি হবিষো দানমাবৃত্তমিন্দ্রে ॥৩৭১॥
তদ্যোগপ্রতীতের্গুণঘটিতপরোপাসনাভোগহেতুঃ,
মুক্তিশ্চ স্যাৎ ক্রমাদিত্যসদগুণবচস্ত্বান্যপর্য্যাভিধানাৎ।
শাস্ত্রেঽস্মিন্নাসমাপ্তেঃ ক্ব ফলমভিহিতং নির্গুণোপাস্তিসাধ্যম্,
নোচ্ছাস্ত্রং চ প্রকল্প্যং গুণনিয়মনতঃ খ্যাতিমাংশ্চৈষ পাদঃ ॥৩৭২॥
প্রত্যেকং যেন নাম্না দহরগুণগণেঽপ্যত্র সংচিন্ত্যমানে,
গুণাবৃত্ত্যর্থলিঙ্গৈঃ কথমিহ তদনাবৃত্তিসংকেতি চেন্ন।
বুদ্ধ্যারোহে গুণানাং যদবধি গুণিনো রূপমর্থ্যং ততোঽন্যৎ,
বিদ্যৈকাত্ম্যং তদাবৃত্ত্যনুঘটিত-তদাবৃত্তিচিন্তাপ্রবৃত্তেঃ ॥৩৭৩॥

অথ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্ ॥১৯॥

প্রক্রান্তা দহরবিদ্যা প্রকটমুপরি চ জ্ঞায়তে তৈত্তিরীয়ে,
তস্মাদূর্দ্ধানুবাকঃ প্রকৃতবিষয়নির্দ্ধারণার্থোঽস্তু মৈবম্।
তত্তদ্বিদ্যোদিতৈস্তৈঃ পরমিহ পুরুষং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য শব্দৈঃ,
তস্মিন্ নারায়ণত্বং বদদধিকবলং প্রক্রিয়াতো হি বাক্যম্ ॥৩৭৪॥

বাক্যৈঃ সর্ব্বার্থতায়াং দহরভজনমপ্যত্র ভাগীতি সার্থঃ,
তল্লিঙ্গোপেতভাগো ন চ বহুভিরলং যোক্তুমেকং কৃতার্থম্।
নৈকস্যাস্ত্যোপকুর্য্যাৎ প্রকরণমলসং কিঞ্চ সর্ব্বোপজীব্যে,
তত্ত্বে তাৎপর্য্যমত্র স্ফুটমিতি বিতথা তৎপরিত্যাগক্লৃপ্তিঃ ॥৩৭৫॥
আত্মৈক্যং দেবতৈক্যং ত্রিকসমধিকতা তুল্যতৈক্যং ত্রয়াণাম্,
অন্যত্রৈশ্বর্য্যমিত্যাদ্যনিপুণভণিতৈরাদ্রিয়ন্তে ন সন্তঃ।
ত্রয্যন্তৈরেককণ্ঠৈস্তদনুগুণমনু-ব্যাসমুখ্যোক্তিভিশ্চ,
শ্রীমান্ নারায়ণো নঃ পতিরখিলতনুর্মুক্তিদো মুক্তভোগ্যঃ ॥৩৭৫॥

অথ পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥

অঙ্গং পূর্ব্বপ্রসক্তেষ্টকচিত-সমুপস্থাপিতস্য ক্রতোঃ স্যাৎ,
বুদ্ধ্যাত্মাগ্নির্মনশ্চিৎপ্রভৃতিরপি যথা মানসং দ্বাদশাহে।
তৎকার্য্যস্যাতিদেশাদিতি ন সমুদিতো হ্যত্র বিদ্যাত্মকোঽঙ্গী.
শ্রুত্যাদ্যৈরেব তস্মিন্ প্রকৃতিসমতা-বোধনার্থোঽতিদেশঃ ॥৩৭৭॥
কল্প্যা হ্যত্র ক্রিয়াত্মা ক্রতুরপি তদপি প্রাগুপাত্তাঙ্গশক্ত্যা,
বাক্যস্থৈশ্চানুবন্ধৈরিহ সমুপনতো ভাতি বিদ্যাময়স্তু।
দূরস্থাকৃষ্টযোগাৎ স্ববচনপঠিতাকৃষ্টযোগো বলীয়ান্,
অপ্রাপ্তেঽর্থে বিধিত্বং হ্যনুবদনসমেঽপ্যাশ্রিতং তদ্বদত্র ॥৩৭৮॥

অথ শরীরে ভাবাধিকরণম্ ॥২১॥

তৎকালাকারিণঃ স্যাদহমিতি ভজনে কর্তৃকস্যাত্মনো-
ধীরাসক্তের্মামুপাস্স্বেত্যুদিতবদিতি চেন্নান্যথা সন্নিকর্ষাৎ।
শুদ্ধো হ্যাত্মাত্র সাধ্যঃ ফলমতিরবিনাভাবিনী বোদ্ধৃকৃত্যে,
বুদ্ধ্যাসন্নেঽন্তরঙ্গে সতি বিধিনিয়তা তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধিঃ ॥৩৭৯॥
কর্ত্তুর্ভোক্তৃত্বমাত্রং গণয়িতুমুচিতং দৃষ্টভোগার্থযত্নে,
স্বর্গাদ্যর্থেঽন্যদেহানুগতিরপি পরং স্বাধিকারানুবিদ্ধা।
মুক্ত্যর্থে প্রাপ্ত্যবস্থা-প্রণিধিকথনতস্তৎক্রতুন্যায়বাচা,
চিন্ত্যাস্য প্রাপ্যতার্থো গমিত ইতি কুতোঽতিপ্রসঙ্গাদিসঙ্কা ॥৩৮০॥

বিদ্যাভেদেষু বেদ্যাকৃতিবিষমতয়া যাবদুক্তে বিচিন্ত্যে,
প্রাপ্যং সর্বোপপন্নং তত ইহ কথমপ্রাপ্যচিন্তানিষেধঃ।
তস্মাদ্বদ্ধস্য চিন্তাস্থিতি ন কলুষিতো নহ্যহংশব্দমুখ্যঃ,
প্রাজাপত্যাত্তু বাক্যাদকলুষদশয়া ভাবনীয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥৩৭১॥

অথাঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥

উদ্গীথাদের্বিশেষে ভজনবিধিরসৌ স্যাৎ স্ব-সান্নিধ্যগীতেঃ,
নৈবম্, সর্বাঙ্গিভূতক্রতুমুখত ইহাশেষসান্নিধ্যসিদ্ধেঃ।
সামান্যং ব্যক্ত্যপেক্ষক্রিয়মপি নিয়মাদর্শনে ব্রীহিতা-
বচ্ছব্দশ্চোদ্গীথমাত্রং বদতি ন তু ভিদাং ছাগনীতিস্তু নাত্র ॥৩৭২॥

অথ ভূম-জ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ॥২৩॥

ব্যস্তো বৈশ্বানরাত্মা প্রতিনিয়তফলোদাহৃতেশ্চিন্তনীয়ঃ,
কৃৎস্নোপাস্তৌ ফলোক্তিঃ স্তুতিরিহ যদি বা কৃৎস্নরূপোঽপ্যুপাস্যঃ।
নৈবং ব্যস্তেষু দোষঃ পৃথগনুকথিতস্তৎফলোক্তিঃ স্তুতিঃ স্যাৎ,
দৃষ্টং হন্টাকপালপ্রভৃতিষু চ তথা তেন চিন্ত্যঃ সমস্তঃ ॥৩৭৩॥
সামস্ত্যৈস্তৈব যোগে দ্রঢ়িমবতি মহাবাক্যতাৎপর্য্যবৃত্ত্যা,
ব্যস্তেষ্বংশাননূদ্য স্তুতিনিয়তনয়াদান্বপর্য্যং ফলোক্তেঃ।
নামাদীনামুপাস্তৌ ফলমবধিতয়াঽপেক্ষিতং ভূমবাক্যে,
নাপ্যেবং প্রত্যবায়ঃ শ্রুত ইতি বিষমোদাহৃতির্নার্থসিদ্ধ্যৈ ॥৩৭৪॥

অথ শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥

সর্বাসু ব্রহ্ম বেদ্যং ফলমপি খলু তদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি চাখ্যা,
ধ্যানাদ্ব্যক্ত্যেকলক্ষ্যে বিধিরপি ভজনে সর্ববিদ্যৈক্যমিত্থম্।
তন্নাখ্যা-রূপভেদাৎ তদুপহিতবিধৌ তেন বৈশিষ্ট্যসিদ্ধেঃ,
মিশ্রং মধ্বাদিবিদ্যাফলমিহ চ পৃথক্কাম্যবিদ্যাসু চৈবম্ ॥৩৭৫॥
নানাশব্দাদিভেদাদিতি কথমবদৎ সূত্রকৃচ্ছব্দসাম্যে,
নহ্যেতে যাগদানাদয় ইব ভিদুরা ভক্তিবিশ্রান্তিসিদ্ধেঃ।

সত্যং শব্দস্য ভেদস্ত্বয়মুপচরিতো রূপভেদদ্রঢ়িম্না,
জ্ঞানং যচ্চাবিধেয়ং করণমিহ জগুস্তন্নিরাসেঽভিসন্ধিঃ ॥৩৭৬॥
যদ্বা শব্দাদিভেদাদিতি তু কথয়তা সূত্রকারেণ সম্যক্,
ন্যাসোপাসে বিভক্তে যজন-হবনচ্ছন্দভেদাদভাক্তাৎ।
আখ্যারূপাদিভেদঃ শ্রুত ইতরসমঃ কিন্তু ভিন্নোঽধিকারঃ,
শীঘ্রপ্রাপ্ত্যাদিভিঃ স্যাৎ জগুরিতি চ মধূপাসনাদৌ ব্যবস্থাম্ ॥৩৭৭॥

অথ বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥

জ্যোতিষ্টোমাগ্নিহোত্রপ্রভৃতিবদধিকানন্দসিদ্ধ্যৈ সমুচ্চি-
ত্যৈতাঃ স্যুর্ব্রহ্মবিদ্যা ন চ ভজনবিধিঃ কশ্চিদেকং প্রতি স্যাৎ।
কর্ত্তুং তাঃ কালভেদে ক্ষমমিতি ন মিথো বাসনাস্থৈর্য্যবাধাৎ,
সম্পূর্ণব্রহ্মলব্ধ্যৈ পৃথগিহ চ বিধিঃ প্রায়ণান্তে সমাধৌ ॥৩৭৮॥
রূপাদীনাং বিশেষৈর্ন তু পরভজনং নৈকরূপং বিভক্তম্,
সামগ্রীভেদতস্তৎফলমপি বিষমং সম্মতন্যায়তঃ স্যাৎ।
ন স্যাৎ সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বপি হি ফলতয়া বক্ষ্যতে ভোগসাম্যম্,
প্রাপ্ত্যৈক্যং চ প্রসিদ্ধং বহুসরণিজুষাং লোকতো বেদতশ্চ ॥৩৭৯॥

অথ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥

তত্তদ্বিদ্যাসু তাদৃক্ ফল-তরতমতাং বারয়িত্বা প্রসঙ্গাৎ,
প্রাগুক্তোদ্গীথবিদ্যাফলমথ পুনরাক্ষিপ্য গাঢ়ীকরোতি।
মা ভূদুক্তং স্ববাক্যে ফলমিহ তু ন সা পর্ণময্যাদিনীতিঃ,
স্পষ্টা খল্বত্র বিদ্যাফলকরণতয়া বর্ত্তমানোক্তিতোঽপি ॥৩৮০॥
তাদর্থ্যং নাত্র কর্ম্ম শ্রুতিরবগময়েদাশ্রয়ালম্বমাত্রাৎ,
বিদ্যাহানৌ চ যুক্তং প্রতিবিধি বচনং তৎফলার্থপ্রসঙ্গে।
তারে সোপাসনেঽস্ত স্তবনমনুগমাৎ তাবতা সা তু নাঙ্গম্,
প্রাগ্ বক্তব্যস্য হিত্বা বচ ইদমুপরিস্থাপনীয়প্রসক্ত্যা ॥৩৮১॥
বিদ্যৈক্যোদ্গীথবিদ্যা-দ্বিতয়বিভজন-প্রাণবিদ্যৈকভাবাঃ,
সর্ব্বাস্বানন্দতাদেগু্র্ণিবদনুগতিঃ প্রাণ-বাসত্বদৃষ্টিঃ।

শাণ্ডিল্যোক্ত্যং বিভজ্য স্থিতিরিহ রহসোঃ সম্ভৃতেঃ স্থানসীমা,
পুংবিদ্যায়া বিভেদোঽধ্যননিয়ততা শংন ইত্যাদিকানাম্ ॥৩৮২॥
হানাদ্যন্যোন্যযোগস্তদুচিতসময়ো দেবযানাদিসাম্যম্,
সর্ব্বত্রাস্থূলতাদিব্যতিহরণমথানেকশিষ্যশ্রুতানাম্।
দহ্নোপাস্ত্যেকভাবো গুণফলবিধিরুদ্গীথমাশ্রিত্য দৃষ্টৌ,
গুণ্যাবৃত্তির্গুণার্থা নিখিলপরতরোপাস্তিবেদ্যাবসায়ঃ ॥৩৮৩॥
বিদ্যারূপা মনশ্চিৎপ্রভৃতয় উচিতজ্ঞানরূপক্রতুস্থাঃ,
ক্ষেত্রী শুদ্ধোঽনুচিন্ত্যঃ ক্রতুগুণসকলোদ্গীথপূর্ব্বেষু দৃষ্টিঃ।
সামস্ত্যেনৈব বৈশ্বানরভজনমথানেকবিদ্যোপপত্তিঃ,
মোক্ষার্থানাং বিকল্পঃ পুনরনিয়তিরুদ্গীথদৃষ্টেরিহোচে ॥৩৮৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য
তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥৩॥

অথ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ।

কর্ম্ম প্রাক্ চিন্তয়িত্বা ননু পরমমথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমুক্তম্,
পাদে বিদ্যাঙ্গতোক্তিঃ পুনরিহ বিতথাঽনেকধাত্যাজ্যতোক্তেঃ।
নৈবং কর্ম্মৈব তত্তদ্গুণযুতবিনিযুক্ত্যন্যভাবেন ভিন্নম্,
বিদ্যানিষ্পত্তিহেতুঃ কিমপি চ সুকৃতং স্যান্নিবৃত্ত্যেকসংজ্ঞম্ ॥৩৮৫॥
ত্যাগঃ কাম্যক্রিয়াণাং ক্বচন পরবিদঃ ক্বাপ্যনর্হঃ ক্রিয়াণাম্,
স্বৈকাধীনত্ববুদ্ধেঃ ক্বচিদনুপধিক-স্বার্থবুদ্ধেশ্চ গীতঃ।
অত্রাহিংসাদিকানামঘবিহতিকৃতাং সর্ব্বসাধারণানাম্,
ক্রূতে বর্ণাশ্রমাদি-প্রতিনিয়তমতামপ্যুপাস্ত্যঙ্গভাবম্ ॥৩৮৬॥

অথ পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১॥

কর্ত্তাত্মা কর্ম্মণাং যস্তদধিকমিহ ন ব্রহ্ম তস্মান্মখাদৌ,
তদ্বুদ্ধ্যৈবোপযুক্তাঃ স্যুরুপনিষদ ইত্যাদ্ধমীমাংসকোক্তৌ।

জীবান্যব্রহ্মচিন্তাত্মক-ভজনবিধৌ কর্ম্মণামঙ্গভাবম্,
প্রাহ ক্ষিপ্তান্যলিঙ্গঃ কলুষশমনতঃ সত্ত্বসম্বর্দ্ধকানাম্ ॥৩৮৭॥
পাদৈরত্রৈবমেকাদশভিরপি পরং ব্রহ্ম বেদ্যং নিরূঢ়ম্,
ভূয়ঃ কিং ক্ষুদ্রলিঙ্গৈর্গগনলিপিনিভৈঃ ক্ষোভ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা।
সত্যং তৎ তাদৃগল্পশ্রুতমতিকলহ-ত্রাসিতচ্ছাত্রডিম্ভঃ,
স্তোমক্ষেমায় জৈমিন্যহৃদয়কথিতং পক্ষমুৎক্ষিপ্য হন্তি ॥৩৮৮॥
কুর্ব্বন্নেবেতি বাক্যং পরবিদি নিয়তাচারতোক্তিঃ সহস্থেহ-
স্বারস্তো ধীক্রিয়াভ্যামপি ন নিয়ময়েদঙ্গতামঙ্গিতাং বা।
বিদ্যাপূর্ব্বং ক্রিয়াণাং করণমনুবদদ্ বাক্যমন্যার্থমুক্তম্,
নহ্যেতদ্ ব্রহ্মবিদ্যামনুবদতি ন চোদ্গীথ-বিদ্যাক্রিয়াঙ্গম্ ॥৩৮৯॥
স্বাধ্যায়-প্রাপ্তয়ে হ্যধ্যয়নমুদিতমাধানবন্নোত্তরাঙ্গম্,
বিদ্যাঙ্গং চার্থবোধো ভবতু যদধিকা সা স্বরূপৈঃ ফলৈশ্চ।
নিত্যাত্মজ্ঞানমাত্রং ক্রতুষু নিয়মতোঽপেক্ষিতং নান্যবিদ্যা,
কাম্যত্যাগঃ সবিদ্যে কথমিহ ভবিতা সাপি যদ্যঙ্গমেষাম্ ॥৩৯০॥
নাঙ্গং বিদ্যা যথাদের্নহি তদধিকৃতেষ্বেব তামামনামঃ,
স্যাৎ তত্তৎ কর্ম্মণাং সেত্যপি ন বহুবিধাদ্ বৈপরীত্যোপদেশাৎ।
জাবালেরূর্দ্ধরেতোবিধিরপি পঠিতোঽনূদ্যতেঽন্যৈশ্চ তস্মাৎ,
প্রাপ্তিগ্রাহ্যাঽন্যথাপি স্বয়মিহ তু বিধিস্তন্নিষেধং সরাগে ॥৩৯১॥

অথ স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥

জুহ্বাদিস্তোত্রনীত্যা ভজতু রসতমাদ্ যুক্তিরঙ্গস্তুতিত্বম্,
নৈবং তত্তদ্বিধানপ্রকরণরহিতা পূর্ব্বনির্দ্দেশযুক্তেঃ।
তত্তদ্দৃষ্টের্বিধানং বিবিধমিহ সমালক্ষি চৈতৎসমীপে,
তেনানন্যার্থশিষ্টে ফলবতি চ বিধির্যুজ্যতে কল্প্যমানঃ ॥৩৯২॥
কিঞ্চ, প্রাপ্তেরভাবান্ন তদনুবদনং নাধিরোপ্যস্তুতির্ব্বা,
যুক্তা বিধ্যেকবাক্যে গতিরিয়মগতেঃ সাত্র নাসক্তিহানেঃ।
উৎকর্ষঃ কল্প্যতে চেদগতিকবিষয়ে তৎ প্রসহ্য প্রসহ্যম্,
মধ্যে বিদ্যাবিধীনাং বচনমিদমিতি স্যাৎ তু বিধ্যর্থমেতৎ ॥৩৯৩॥

বিধ্যর্থত্বেঽপি যুক্তা স্তুতিরিয়মসতঃ কীর্ত্তনাদিত্যযুক্তম্,
দৃষ্ট্যুদ্দেশেঽতিচারাদথ চ বিশরনং স্যাদিতি ত্বর্ভকোক্তিঃ।
নিত্যেঽস্মিন্নপ্রমাণং প্রসজতি নিগমো যুক্তিবাধ্যত্বপক্ষে,
স্থিপন্থাবে বুভুৎস্যে বচ ইহ ফলবদ্দৃষ্টবিধ্যর্থমেব ॥৩৯৪॥

অথ পারিপ্লবাধিকরণম্ ॥৩॥

বিদ্যাস্বাখ্যানভেদা বিধিমহিমভৃতঃ সন্তু পারিপ্লবার্থাঃ,
ন স্যুর্বিদ্যাবিধানৈঃ প্রকরণপঠিতৈরেকবাক্যত্বদৃষ্টেঃ।
মন্ত্রাখ্যাখ্যানমাত্রং ভবতি চ কথিতং তত্র পারিপ্লবার্থম্,
তেনাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তৌ ন তদধিকপরাখ্যানতাদর্থ্যক্লৃপ্তিঃ ॥৩৯৫॥

অথাগ্নীন্ধনাধিকরণম্ ॥৪॥

যজ্ঞাদেরঙ্গভাবান্ন তদনধিকৃতেষ্বঙ্গিনোঽধিক্রিয়া স্যাৎ,
বিদ্যৈবং নোর্দ্ধরেতঃস্বিতি ন বহুবিধস্বাশ্রমাস্বার্হতোক্তেঃ।
বিদ্যাযোগশ্চতুর্ণাং বিধিরপি চ সমঃ শ্রূয়তে স্মর্য্যতে চ,
প্রায়েণৌচিত্যভূম্না মুনিভিরভিহিতং ক্বাপি মোক্ষাশ্রমত্বম্ ॥৩৯৬॥

অথ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ॥৫॥

ত্যক্তে যজ্ঞাদিধর্ম্মে পরভজনবিধেরূর্দ্ধরেতঃসু দৃষ্টা,
বিদ্যা তেনানপেক্ষা গৃহবতি চ ভবেদিত্যনালোচিতোক্তিঃ।
যজ্ঞেনেত্যাদিকাভিঃ শ্রুতিভিরবগতা হ্যস্য মা তৎপ্রসাধ্যা,
জিজ্ঞাসার্থত্ববাদো জিগমিষতি পদেত্যাদিনীত্যা নিবর্ত্ত্যঃ ॥৩৯৭॥
নন্বিচ্ছার্থত্বহানির্জিগমিষতি পদেত্যাদিকে গত্যভাবাৎ,
শ্রুত্যুক্তেঽস্মিংস্তথা নেত্যসদিহ চ যতো গত্যভাবঃ সমানঃ।
ইচ্ছা স্যাৎ ধীবিশেষাত্তদনুপজননে কর্ম্মভিঃ সা ন সাধ্যা,
জিজ্ঞাসাং প্রাপ্তুমিচ্ছোর্নচ ন ভবতি তজ্জ্ঞানমিষ্টং পুরৈব ॥৩৯৮॥
নন্বত্রেচ্ছানুবৃত্তিং প্রতিবিহিতমিদং কর্ম্ম যোজ্যং ততঃ কিম্,
মেচ্ছার্থং ধীবিশেষপ্রজননমুদিতং তাবতা বারিতং স্যাৎ।

জ্ঞানার্থং কর্ম্মবিধ্যন্তরমপি বিবিধং নাপলাপক্ষমং তে,
নিধ্যানন্যায়তোঽতস্ত্বনুবদতি বিদেরিষ্টতাং সন্-প্রয়োগঃ ॥৩৯৯॥

—–—

অথ শমদমাদ্যধিকরণম্ ॥৬॥

যজ্ঞাদিব্যাপৃতত্বাদনিভৃতকরণে সর্ব্বকালং গৃহস্থে,
শান্ত্যাদীনামযোগাৎ তদিতরনিয়তাস্তে গুণা ইত্যযুক্তম্।
প্রব্রজ্যাদিস্থিতানামপি তদুপধিকানেকধর্ম্মপ্রবৃত্তেঃ,
তৎ সর্ব্বং গৃহ্যতে চেৎ সহ তদপি ফলাদ্যুজ্ঝনং চাত্র তুল্যম্ ॥৪০০॥
প্রজ্ঞাতস্বাপরাধাঃ প্রভুমনুতপনে লোকসিদ্ধৈরুপায়ৈঃ,
আত্মার্হৈরর্চয়ন্তঃ ক্রমশমিত-রুষস্তস্য সেবাং লভন্তে।
ইত্থং নঃ শাস্ত্রসিদ্ধৈরিদমনিদমিতি স্বাধিকারে বিভক্তৈঃ,
নিষ্প্রত্যূহঃ প্রসাদো নিরুপধিসুহৃদঃ শ্রীধরস্যাধিগম্যঃ ॥৪০১॥

—––

অথ সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭॥

আহারস্য ব্যবস্থা ন ভবতি বচনাৎ প্রাণবিদ্যাধিকর্ত্তুঃ,
সামান্যস্থো নিষেধো বলবতি হি বিধৌ সংকুচেদিত্যযুক্তম্।
অঙ্গত্বেনাবিধেঃ স্যাদনুমতিবচনং প্রাণভঙ্গপ্রসঙ্গে,
পশ্যৈতৎপ্রাণনিষ্ঠাদধিকমহিমনি ব্রহ্মনিষ্ঠেঽপ্যষস্তৌ ॥৪০২॥

—––

অথ বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥

যজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণো হি শ্রুতিভিরভিদধে ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গভাবঃ,
তস্মাদব্রহ্মনিষ্ঠে তদধনুসরণাৎ স্বৈরিতৈবাস্তু মৈবম্।
নিত্যত্বস্যাপি সিদ্ধেস্তদুচিতবিনিযুক্ত্যন্যভাবানুসারাৎ,
তন্ত্রং কাম্যাগ্নিহোত্রাদিবদিহ পরবিন্নিত্যবর্গেঽপি যোজ্যম্ ॥৪০৩॥

—––

অথ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥

দারালাভে বিরক্তের্মদিমনি চ ভবেদন্তরেণাশ্রমান্ যঃ,
তস্মিন্নিঃশেষধর্ম্মত্যাজি ভবতু কথং ব্রহ্মবিদ্যেতি চেন্ন।

সামান্যৈর্বর্ণধর্ম্মৈগু´ণনিয়তিযুতৈঃ সা হি তত্রাপি সাঙ্গা,
ভীষ্মাদৌ দৃষ্টমেতদ্ ভবতি তু বৃষলে গত্যভাবাদভাবঃ ॥৪০৪॥

অথ তদ্ভূতাধিকরণম্ ॥১০॥

আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকাদিত্রয়মথ পতিতস্তৎপরাবর্ত্তনাদ্ যঃ,
তত্রাপি ব্রহ্মবিদ্যা ভবতু সহকৃতা তত্তদর্হৈঃ স্বধর্ম্মৈঃ।
নৈবং যদ্যপ্যভীচ্ছন্ত্যাপপতনমিদং শোধনং চাস্ত্যনেকম্,
সর্ব্বাহং কীর্ত্তনাদ্যং তদপি তদুচিতো নৈষ তাদৃঙ্নিষেধাৎ ॥৪০৫॥
প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি হ্যপপতন-মহাপাতয়োর্ব্রহ্মযোগম্,
প্রাপ্তে পাতে প্রমাদাদ্বিদধতি মুনয়ো যোগিনং যোগমেব।
তস্মাদারূঢ়পাতেঽপ্যধিকৃতিরিতি নাচোদনীয়ং হি শাস্ত্রম্,
যাবজ্জীবন্তু তন্নিষ্কৃতিরিতি নিয়মঃ সূত্রকারাদ্যভীষ্টঃ ॥৪০৬॥
যো বালং হন্তি যঃ স্ত্রীং শরণমুপগতং যশ্চ যো বা কৃতঘ্নঃ,
প্রায়শ্চিত্তৈর্বিশুদ্ধানপি জগদুরিমান্ সাধুসংস্পৃষ্ট্যনর্হান্।
স্মৃত্যাচারানুসারাদিহ চ গতিরিয়ং দর্শিতা সূত্রকারৈঃ,
শাস্ত্রং নঃ শাসনীয়ং যদি ভবতি তদা সংপ্লুতো ধর্ম্মসেতুঃ ॥৪০৭॥
ব্রহ্মাংশত্বে সমানে গুণবিষয়তয়া শুদ্ধ্যশুদ্ধিস্বভাবৈঃ,
দেহৈর্যোগাদনুজ্ঞাপরিহরণমপি প্রেক্ষণ-স্পর্শনাদেঃ।
ইত্যেবং সূত্রিতং প্রাক্ পুনরিহ বিবিধালেপকক্ষোভশান্ত্যৈ,
সম্যগ্ জ্ঞাতাত্মনোঽপি স্বতনুসমুচিতাচারতঃ প্রত্যবোধি ॥৪০৮॥

অথ স্বাম্যধিকরণম্ ॥১১॥

উদ্গীথাদাবুপাস্তির্ভবতি হি ফলিনা যজ্বনৈবাত্র শক্যা,
তস্মাত্তৎকর্ত্তৃকাসাবিতি যদি ন পরিক্রীতকর্ম্মাশ্রয়ত্বাৎ।
ঋত্বিক্-সাধ্যা যথান্যে গুণফলবিধয়োঽনূদ্যতে চৈবমেষা,
শক্যত্বং নাপ্যুপাধির্বিধিবলনিয়তেঃ স্বামিভৃত্যক্রমোঽত্র ॥৪০৯॥

অথ সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ॥১২॥

মন্তব্যাত্বে শ্রুতে সত্যথ মুনিরিতি বাগস্তু তস্যানুবাদঃ,
কশ্চিন্নহ্যত্র দৃষ্টো বিধিরিতি ন পুরা পণ্ডিতত্বস্য লব্ধেঃ।
ঊহাপোহার্হতা হি শ্রবণ-মননতোঽনন্তরং পণ্ডিতত্বম্,
মৌনখ্যাতিঃ প্রকৃষ্টে মনন ইতি বিভৌ ধারণাদ্যুক্তিরেষা ॥৪১৫॥

অথানাবিষ্কারাধিকরণম্ ॥১৩॥

শিষ্টং বাল্যেন তিষ্ঠাসনমপি বিদুষো বালকৃত্যং তদস্তু,
প্রাপ্তুং বালস্য ভাবো ন তু সুশক ইতি স্বৈরিতাস্যেতি চেন্ন।
দুশ্চারিত্রাদমুং নাবিরত ইতি বচঃ সন্নিরুন্ধে হ্যতোঽস্মিন্,
মাহাত্ম্যং স্বং নিগূহেদিতি মুনিবিহিতে বাল্যবিত্তাশয়ঃ স্যাৎ ॥৪১১॥

অথ ঐহিকাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥১৪॥

ভোগার্থোপাসনানাং স্বজনক-সুকৃতৈস্তৎক্ষণাদুদ্ভবঃ স্যাৎ,
স্বর্গাদিস্তত্র দেহে ন ঘটত ইহ তু স্বান্তশুদ্ধ্যোপপত্তিঃ।
স্নানপ্রারত্যনীতিস্তত ইতি ন পুরা বিঘ্নসম্ভাবনোক্তেঃ,
কারীর্য্যাদৌ তদর্হৈঃ সগুণবিরচিতেঽপ্যস্তি বিঘ্নঃ কদাচিৎ ॥৪১২॥

অথ মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥

অস্ত্বন্যত্রান্তরায়ঃ প্রবলতমমিদং সাত্ত্বিকত্যাগযুক্তম্,
কর্ম্ম প্রোক্তং নিবৃত্ত্যাহ্বয়মিতি সপদি বহ্মবিদ্যাং বিদধ্যাৎ।
নৈবং তস্মাদ্বলীয়ান্ যদি ভবতি পরব্রহ্মভক্তাপরাধঃ,
তচ্ছান্তৌ তৎপ্রসূতিঃ স যদি ন ঝটিতি স্যাৎ পরোপাস্তিলাভঃ ॥৪১৩॥
বিদ্যার্থত্বং ক্রিয়াণাং ব্যভিচরণবশান্নেতি শঙ্কাপনুত্ত্যৈ,
প্রত্যূহানাঞ্চ তূর্ণং প্রশমনমুচিতং সর্ব্বদেতি প্রসিদ্ধ্যৈ।
নিস্প্রত্যূহস্য সদ্যঃ ফলমিতি চ সতাং তোষহেতোরমুষ্মিন্,
পাদান্তে ন্যাসিষাতামনিয়মবিষয়ৌ শাস্ত্রকর্ত্রাধিকারৌ ॥৪১৪॥

প্রত্যূহস্ত প্রসঙ্গঃ ক্ষম ইতি পরবিৎ-কর্ম্মণাং তদ্বিধূত্যৈ,
ভোগার্থোপাস্তিহেতুষ্বয়মনুকথিতঃ কিং মুধাত্রেতি চেন্ন।
কাম্যে নির্ব্বিঘ্নবুদ্ধ্যা পততি মতিরতস্তত্র বৈরাগ্যভূম্নে,
তৎপ্রত্যূহপ্রসক্তির্ভবতি ফলবতী স্যাচ্চ বিদ্যার্থকাম্যম্ ॥৪১৫॥
বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গিকা স্যাদ্রসতমমুখধীশ্চোদিতা প্রাপ্ত্যভাবাৎ,
আখ্যানানাঞ্চ বিদ্যাবিধিসবিধযুষাং তদ্বিধানার্থ তৈব।
বিদ্যা সাঙ্গোর্দ্ধরেতঃস্বপি গৃহবতি সা যজ্ঞদানাদ্যপেক্ষা,
শান্ত্যাদ্যর্গো গৃহস্থোঽপ্যবিপদি বিদুষোঽপ্যন্নশুদ্ধ্যৈব সিদ্ধিঃ ॥৪১৬॥
একং বিদ্যাশ্রমার্থং বিধুরমবিযুতং বিদ্যয়াহুশ্চ্যুতং ন,
ক্রত্বঙ্গে দৃষ্টিঋত্বিক্‌কৃতিরগ মুনিতা চোদিতা ধ্যানসিদ্ধ্যৈ।
বাল্যং শক্ত্যাদিগুপ্তির্বলবদভিহতৈঃ কর্ম্মভির্নান্যবিদ্যা,
তদ্বন্মুক্ত্যর্থবিদ্যা স্বজনকসুকৃতৈরিত্যুবাচাত্র পাদে ॥৪১৭॥
বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রং কতিচন কুদৃশো মুক্ত্যুপায়ং গৃণন্তি,
জ্ঞানং কর্ম্মেতি যুগ্মং করণমিতি সমুচ্চিত্য মন্যন্ত একে।
কর্ম্মপ্রাধান্যমন্যে নিজগদুরপরে মুক্তিমিচ্ছন্ত্যসাধ্যাম্,
সর্ব্বে তেঽপ্যত্র কর্ম্মাঙ্গকভজনবিধি-স্থাপনোক্ত্যা নিরস্তাঃ ॥৪১৮॥
যদ্‌দুঃখং বর্ত্ততে তৎ ক্ষণভিদুরতয়া ন স্বযত্নোপরোধ্যম্,
নাতীতার্থং চ যত্নো ন চ সুপরিহরং ভাবিহেতৌ সমগ্রে।
দুঃখাত্যন্তোপরোধে করণবিধিরতো ব্যর্থ ইত্যর্দ্ধরম্যম্,
প্রায়শ্চিত্ত্যা কৃতানাং পরমকরণতো দুঃখসামগ্র্যপোহাৎ ॥৬১৯॥
রাজদ্বিস্টাদি সর্পাদ্যপি পরিহরসি চ্ছত্রপূর্ব্বং বিভর্ষি,
প্রায়শ্চিত্তাপ্রবৃত্তৌ ফলতি দুরিতমিত্যেবমীহামিহেচ্ছ।
উৎপ্রেক্ষারূঢ়ভাব্যাপজ্জয়শমনতঃ স্বোক্তিসাফল্যমিচ্ছন্,
পশ্যংশ্চাবাল-তির্য্যগ্‌ভয়চকিতগতিং জোষমিত্থং জুষস্ব ॥২২০॥
সাধ্যং বা সাধনং বা স্ববিহতবিপথৈর্দুর্ন্নিরূপং বদন্তঃ,
তদ্বাদে কিং প্রবৃত্তাঃ কিমিতি চ বিদধত্যন্বহং ভোজনাদীন্।
মুক্তের্নিত্যত্বসিদ্ধ্যা ভজনমফলমিত্যপ্যসৎ প্রাগসিদ্ধেঃ,
সাংখ্যাস্তত্রানুযোজ্যাঃ সকরণদশয়া নিত্যমুক্তিং গৃণন্তঃ ॥৪২১॥
মোক্ষাভাবে মুধা স্যাৎ সপরিকরমিদং সাধনং চিন্ত্যমানম্,
মুক্তিশ্চেদ্‌ভ্রান্তিসিদ্ধা ভ্রম ইহ ভবিতা যাবদাত্মস্বরূপম্।

ক্ষেত্রজ্ঞং নিত্যমুক্তং কথয়িতুরফলঃ সাধনাধ্যায় ইত্থম্,
প্রধ্বংসাত্মা হি মুক্তির্নয়বিদভিমতা সা তু ভাবাত্মিকা নঃ ॥৪২২॥
সন্তত্যাত্মা কপালপ্রভৃতিবহুবিধাবস্থয়াঽন্যত্র নাশো,
ধীসঙ্কোচপ্রণাশো বিকসনমতথাভূতমাত্রাগমাৎ স্যাৎ,
মধ্যন্তেঽন্যে তু ধারাবহনমতিনয়াৎ সন্ততির্মুক্তিবুদ্ধেঃ,
সামগ্রী চেশ্বরেচ্ছাপ্রভৃতিসমুদয়ঃ স্যাদনাবৃত্তিরেবম্ ॥৪২৩॥

ইতি শ্রীকবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৩॥৪॥

অথ চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ।

ইত্যুৎপত্তিক্রমেণ প্রথমমভিহিতো মুক্ত্যুপায়ঃ সহাঙ্গৈঃ,
তৎসাধ্যং সূত্রকারঃ ফলমথ বিদুষঃ পর্ব্বভেদৈর্ব্যনক্তি।
স্থূলে দেহেঽস্য সিধ্যেদ্যদিহ বদতি তৎ পাদযুগ্মেন পূর্ব্বম্,
নিষ্ক্রান্তস্যাথ যৎ স্যাৎ পরিগণয়তি তৎ পাদযুগ্মান্তরেণ ॥৪২৪॥
সূক্তা প্রাগেব বিদ্যা কিমিতি পুনরিমাং বক্তি যদ্যপি শেষম্,
ক্রান্তামেতচ্চ পূর্ব্বং ন হি তদিহ ফলে সংঘটেতেতি চেন্ন।
মুক্তেরন্যৈরসিদ্ধিং প্রকৃততদবিনাভাবমাসন্নসিদ্ধিম্,
মুক্তাবস্থাসমং চ স্থিরভজনরসং ব্যঙ্‌ক্ত্যত্রানুবন্ধঃ ॥৪২৫॥

আবৃত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

শুদ্ধৈকরুৎকৃষ্টধর্ম্মৈঃ সদনপচরণে ব্রহ্মবিদ্যা ভবিত্রী-
ত্যুক্তং পূর্ব্বাধিকারে বিমৃশতি তু পরং তৎস্বরূপং যথাবৎ।
প্রত্যক্ষং বা স্মৃতির্ব্বা সকৃদিদমসকৃদ্বেতি নোক্তং পুরস্তাৎ,
যাবজ্জীবানুবৃত্তিপ্রভৃতি চ তদিহাপৌনরুক্ত্যং সুবোধম্ ॥৪২৬॥

জ্ঞানং মুক্তেরুপায়ঃ শ্রুতিভিরভিহিতং তস্য সংখ্যা ত্বমুক্তা,
সৌকর্য্যাং স্যাৎ সকৃদ্বা স্মৃত ইহ চ ভবেচ্চারিতার্থ্যং বিধীনাম্।
সম্যক্ত্বাৎ তদ্ধ্রুবত্বং ন পুনরনুগমাৎ প্রোক্তমিত্যপ্যসারম্,
সামান্যোক্তের্ব্বিশেষে সতি পশুনয়তস্তত্র বিশ্রান্তিসিদ্ধেঃ ॥৪২৭॥
কিঞ্চাগ্নেয্যাদিনীত্যা বিদিরিহ বদতি ধ্যানশব্দার্থমেব,
ধ্যানে চোপাসনোক্তিঃ পরভজনতয়া বক্তি সেবাত্মকত্বম্।
ঐকার্থ্যো বিদ্যুপাস্ত্যোর্ব্যতিকরিততয়া শ্রূয়তে চ প্রয়োগঃ,
কার্য্যে হেতৌ চ ভক্তেঃ ক্বচিদুপচরিতো ভক্তিভেদত্ববাদঃ ॥৪২৮॥
যোগোদ্ যুক্তেষু যঃ স্যাৎ স্ববরণবিষয়স্তেন লভ্যঃ পরাত্মা,
গ্রাহ্যত্বং চ প্রিয়ত্বাৎ তদপি হি গুণতো ভক্তিরেবং শ্রুতৈব।
সা চ প্রীত্যাত্মিকাধীঃ ক্বচিদতিশয়িতে স্মৃত্যবাধোঽপ্যতঃ স্যাৎ,
প্রোক্তা চৈষা ধ্রুবানুস্মৃতিরনুবহনাৎ তৈলধারাক্রমেণ ॥৪২৯॥
রাগাদাদৌ প্রবৃত্তিঃ শ্রবণ-মননয়োর্ধ্যানমেকং বিধেয়ম্,
তত্র দ্রষ্টব্যশব্দো বিশদতমতয়া বক্তি বৈশিষ্ট্যমাত্রম্।
শব্দোত্থং দর্শনং যে বিষয়মকথয়ন্ বেদনোক্তেরমীষাম্,
ব্যাঘাতাদিপ্রপঞ্চঃ স্বয়মিহ নিপুণৈঃ সূক্ষ্মমন্বীক্ষণীয়ঃ ॥৪৩০॥
ধ্যানে বৈশদ্যমাত্রাদুপচরণমিদং দৃষ্টিশব্দ-প্রবৃত্তিঃ,
তুল্যং তৎ ত্বন্মতেঽপি হ্যভিলপতি ধিয়ং চাক্ষুষীং দৃষ্টিশব্দঃ।
ঘ্রাতৃস্প্রষ্ট্রাদিবদ্ দৃষ্ট্যভিবদনমিদং চক্ষুষা ভানশূন্যে,
গৌণং তৎ তুল্যভাবে সতি বহুনয়বানস্মদীয়স্তু পক্ষঃ ॥৪৩১॥
ন দ্বার-দ্বারিক্লৃপ্তিঃ কথমপি ঘটতে বিশ্রমশ্চেদ্ বিশেষে,
সামান্যাত্মা বিশেষৈর্লঘু চ ন গুরুভিঃ কর্ত্তুরৈক্যে বিকল্প্যাম্।
অর্থৈক্যে দর্শনোক্ত্যা স্মৃতিরুপচরিতা যুজ্যতে স্পষ্ট্যসিদ্ধ্যৈ,
স্মৃত্যুক্তাদর্শনস্যোপচরণমসদিত্যন্যদেতৎফলান্নঃ ॥৪৩২॥
কৃচ্ছ্রাদৌ শক্তিহীনো দৃঢ়পরিতপনঃ সংযমার্হশ্চ কুর্য্যাৎ,
সর্ব্বার্থাং কেশবানুস্মৃতিমিতি ঘটতে তদ্বিকল্পো যথার্হম্।
সামান্যাৎ সর্ব্বদোষেষ্বিয়মুপকুরুতে সর্ব্বনৈমিত্তিকানাম্,
মুক্তেরপ্যত্র মূলং মুনিরনুমনুতাং তাদৃশধ্যানরূপাম্ ॥৪৩৩॥
নন্বেবং যে মুকুন্দং শরণমুপগতা বর্জ্জিতা ধ্যানযোগৈঃ,
তে চাতিক্রম্য মৃত্যুং যমিন ইব পরং ধাম যান্তীত্যুশন্তি।

সত্যং তেঽপীতিশব্দান্নিয়তবিষয়য়োর্গৌরবে লাঘবে চ,
প্রাপ্ত্যর্থং ধ্যানশাস্ত্রং প্রণিধিসহ-দশাযোগিভির্যোগবিদ্ভিঃ ॥৪৩৪॥
ধর্ম্মো বর্ণাদিযোগ্যঃ কলুষসমনতঃ সত্ত্ববৃদ্ধ্যোপকারী,
ভক্তেস্তদ্বৎ প্রপত্তিস্ত্বগতিকসময়েঽন্তরায়াপহন্ত্রী।
সানুক্রোশে হি শক্তে শরণবরণতঃ সর্ব্বসাধ্যং সুসাধম্,
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী প্রপদ্যে শরণমহমিতি ক্বাপি মন্ত্রে শ্রুতং চ ॥৪৩৫॥

অথাত্মত্বোপাসনাধিকরণম্ ॥২॥

জীবাদত্যন্তভিন্নঃ স বিভুরভিদধে লক্ষণৈঃ সাধনান্তৈঃ,
মুক্ত্যর্থোপাসনেঽস্মিন্ মুষিততমসি ন ব্রহ্মদৃষ্ট্যাদিযুক্তিঃ।
তদ্বজ্জে বীতরাগে তদিহ ন ঘটতে সোঽহমস্মীত্যুপাস্তিঃ,
তন্ন স্বাত্মান্তরাত্মন্যহমিতি বচসোঽপ্যত্র মুখ্যপ্রবৃত্তেঃ ॥৪৩৬॥
বহ্নিন্দ্রাদেরুপাস্তৌ প্রকৃতিশবলিত-স্বান্বিতেক্ষা পুরোক্তা,
শুদ্ধঃ স্বাত্মা চ চিন্ত্যঃ ক্বচিদিহ তু বিভুস্তাদৃশা স্বেন যুক্তঃ।
ব্যক্তির্জীবেশভেদে ব্যধিকরণপদৈর্ভাবনে স্যাৎ তথাপি,
ব্রহ্মায়ত্তস্বরূপপ্রমিতি-সুদৃঢ়তাসিদ্ধয়েঽহংগ্রহোক্তিঃ ॥৪৩৭॥
ঐক্যোপাস্তাবহং ত্বং ত্বমহমিতিমতির্নির্ব্বিশেষে কথং স্যাৎ,
ভেদাভেদাভিলাপঃ করক-মণিক-তদ্ব্যোমনীত্যা ন মুখ্যঃ।
মত্তুল্যস্ত্বং ত্বয়াঽহং সম ইতি বদতাং নোপচারোঽপি যুক্তঃ,
তস্মাৎ সর্ব্বান্তরাত্মন্যয়মহমিতিধীরাকৃতিন্যায়সিদ্ধা ॥৪৩৮॥
অদ্বৈতং দ্বৈতহানৌ ন ভবতি সুবচং তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিকত্বাৎ,
দ্বৈতং চাদ্বৈতগর্ভং দ্বিতয়মপি হি তৎস্বস্বরূপাদভিন্নম্।
দ্বৈতাদ্বৈতং চ তাদৃক্তদুভয়নিয়মানুজ্ঞনাদেব সিধ্যেৎ,
সর্ব্বং স্থানে স্থিতং স্যাৎ প্রমিতিপরবতাং নেতরেষাং তু কিঞ্চিৎ ॥৪৩৯॥
নন্বদ্বৈতে নিষিদ্ধো গগনকুসুমবদ্ ভ্রান্তিসিদ্ধোঽস্তু ভেদঃ,
মৈবম্, সত্যাদভিন্নঃ স খলু ন যদি তদ্ভ্রান্তিসিদ্ধত্বসিদ্ধিঃ।
ভিন্নত্বং চাস্য তস্মাদ্ যদি ভবতি মৃষা বিদ্ধি দত্তোত্তরং তৎ,
সত্যং চেৎ সত্যভেদোপগতিরিতি মুধা দূরতো ধাবনং বঃ ॥৪৪০॥

অথ প্রতীকাধিকরণম্ ॥৩॥

নামাদি-ব্রহ্মদৃষ্টাবপি তদহমিতি প্রত্যয়ঃ পূর্ব্ববৎ স্যাৎ,
ব্রহ্মধ্যানত্বসাম্যাদিতি যদি ন ন হ্যন্তরাত্মা প্রতীকঃ।
ন ব্রহ্মণ্যন্যদৃষ্টিঃ কথমপি ঘটতে তস্য সর্ব্বাধিকত্বাৎ,
অন্যস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টৌ পরমিহ নিয়তৈর্লক্ষণৈস্তদগ্রহোঽর্থঃ ॥৪৪১॥
আত্মন্যব্রহ্মভূতে ভবতু ফলবতী ক্বচিদ্ব্রহ্মদৃষ্টিঃ,
নৈষা বস্তুব্যবস্থাং শিথিলয়তি নরে বৈনতেয়ত্বধীবৎ।
এতাবন্মাত্রমোহাদিদমহমিতি তু স্থাপয়ন্ কিং প্রমুহ্যেৎ,
ইন্দ্রত্বারোপদর্পোদ্ধত-নহুষমহাভোগি-সংস্থানবস্থাম্ ॥৪৪২॥

অথাদিত্যাদিমত্যধিকরণম্ ॥৪॥

তাদর্থ্যাদ্দেবতানাং ফলকরণতয়া কর্ম্মণশ্চাদিতত্বাৎ,
আদিত্যাদৌ নিকৃষ্টাত্মনি ভবতু সমুৎকৃষ্টকর্ম্মাঙ্গদৃষ্টিঃ।
নৈবং কর্ম্ম প্রধানং বিহিতমপি যতস্তৎসমারাধনং তৎ,
তৎপ্রীতা দেবতৈব প্রদিশতি ফলমিত্যর্থতঃ সা প্রধানম্ ॥৪৪৩॥
অন্যস্মিন্নন্যদৃষ্টের্বিধিরিহ ঘটতামন্যথাখ্যাতিপক্ষে,
যাথাত্ম্যং সর্ব্ববোধানুগতমিতি মতে যুজ্যতে নান্যদৃষ্টিঃ।
তন্মাত্রাত্মে হি ন স্যাদবিমতিরবিমতা-ভ্রান্তিনীতিঃ পরস্মিন্,
তাদৃগ্ভেদাগ্রহোপপ্লুতমতিযুগলঃ স্থাপনায়াং নিয়োগাৎ ॥৪৪৪॥
দৃষ্ট-ব্যাপহ্নবে ন ভ্রমদনুঘটিতা দৃষ্টিরদ্বৈতমোহঃ,
স্যাদুৎকৃষ্টাপরাধস্ত্বত ইহ ঘটিতা তাদৃশত্বস্য দৃষ্টিঃ।
তাদৃগ্দৃষ্টৌ ন দোষস্ত্বত ইহ কতিচিৎ তার্ক্ষ্যদৃষ্ট্যাদিনীত্যা,
দ্বেধান্যত্রান্যদৃষ্টির্ন কিমনধিগতা ব্যক্তিতো জাতিতশ্চ ॥৪৪৫॥
মুগ্ধাং ব্রহ্মৈকমেবেত্যবহিতমনসাং ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কথং স্যাৎ,
একত্বেনেতি কেচিন্নহি বলিনি বিধৌ শঙ্কনীয়ো বিরোধঃ।
স্বেচ্ছাপূর্ব্বং দ্বিচন্দ্র-ভ্রমবদিহ ভিদা কল্পনামাহুরন্যে,
বংভ্রমাস্তে যথা চ শ্রুতিষু বহুবিধং ব্রহ্ম ভাতীতি বালাঃ ॥৪৪৬॥

অথাসীনাধিকরণম্ ॥৫॥

আসীনস্যৈব যোগঃ শ্রুতিষু ন দদৃশে ধ্যানমাহুঃ সদেতি,
ন্যাসশ্চেলাজিনাদের্নিয়মবিধিকৃতঃ পাক্ষিকাসীনতায়াম্।
তস্মাদেতদ্ ঘটেত স্থিতিগতিশয়নেষ্বপ্রকম্প্যোন্দ্রিয়স্যে-
ত্যপ্রাপ্তং যত্নিদ্রান্বয়িনি কথমবিচ্ছিন্নধীসন্ততিঃ স্যাৎ ॥৪৪৭॥
চিত্তৈকাগ্র্যোপপত্ত্যৈ বিদধতি নিয়তিং দেশকালাসনাদেঃ,
সচ্ছিদ্রং ত্বন্যদাপি ক্ষমমিতি সততং চিন্তনং সংস্মরন্তি।
প্রত্যক্‌সংস্কারভূম্না পরনিহিতধিয়স্তাদধীন্যাদিবুদ্ধ্যা,
জুষ্টং ব্যাসক্তনীত্যা ভবতি হি সময়ে যোগিনঃ কর্ম্ম সর্ব্বম্ ॥৪৪৮॥
কর্ম্মোপাস্ত্যঙ্গভূতং যদিহ নিয়মিতং তৎপরে পূর্ব্বপাদে,
যোগেন ব্রহ্মদৃষ্টির্যদপি চ পরমো ধর্ম্ম ইত্যুক্তমাপ্তৈঃ।
তেন প্রাধান্যসিদ্ধাবিতরদনুগুণং তস্য যোজ্যং তথা চ—
প্রায়ঃ প্রক্রান্তযোগে পটিম-লঘুতয়া কল্পিতঃ কালযোগঃ ॥৪৪৯॥
বিদ্যাঙ্গং পূর্ব্বমুক্তং কিমিহ পুনরস্যাবাসনাদ্যঙ্গচিন্তা,
দৃষ্টার্থাংশং বিভজ্য প্রথয়িতুমপি ন প্রাক্ শমাদ্যঙ্গবাদাৎ।
সত্যং ধ্যানাখ্যধারাবহনমতিদশা ত্বন্বহং সাধনীয়া,
চিত্তৈকাগ্র্যেণ সর্ব্বপ্রযতনবিরহে স্যাদিতীদং প্রকাশ্যম্ ॥৪৫০॥

আপ্রয়াণাধিকরণম্ ॥৬॥

একস্মিন্নেব যত্নে যদি ভবতি পরধ্যানরূপা তু ভক্তিঃ,
তদ্বিশ্রান্তো বিধিঃ স্যাদুপরি তু বিফলা ব্রহ্মচিন্তেত্যযুক্তম্।
ছান্দোগ্যে যাবদায়ুঃ সুচরিতমুদিতং ব্রহ্মলোকাপ্তিহেতোঃ,
তদ্ধি ধ্যানস্য বৃদ্ধ্যৈ তদপি চ বিহিতং কুত্রচিৎ প্রায়ণান্তম্ ॥৪৫১॥

অথ তদধিগমাধিকরণম্ ॥৭॥

নাভুক্তং কল্পবৃন্দৈরপি সুপরিহরং কর্ম্ম গীতং মুনীন্দ্রৈঃ,
পাপাশ্লেষ-প্রণাশশ্রুতিরপি পরবিদ্বৈভবোক্তিস্ততঃ স্যাৎ।
মৈবম্, নাভুক্তমিত্যাদ্যপি ফলজননে কর্ম্মণো দার্ঢ্যমাহ,
প্রায়শ্চিত্তক্রমেণ ত্বিহ পরভজনং চোদিতং কর্ম্মশান্ত্যৈ ॥৪৫২॥

নিরূঢ্যাত্ত্বমস্যোদিতদুরিতসমুন্মূলনস্যোপপন্নম্,
নাত্র স্বর্গাদিনীতি-প্রতিহতিবিষয়ে ধী-বিকাসঃ স্মৃতো হি।
পাপালেপঃ প্রমাদোদিত-সহনমিতি স্বাপামাজ্ঞানুবৃত্তৌ,
নো চেন্ন স্যাদ্ গতির্নাবিরত ইতি গিরো যোগিনাঞ্চ প্রবৃত্তেঃ ॥৪৫৩॥
অশ্লেষঃ কর্ম্মশক্তেরনুদয় উদয়ে তন্নিবৃত্তির্বিনাশঃ,
শক্তিঃ সা চ প্রণেতুস্ততচিতফলকৃন্নিগ্রহানুগ্রহাখ্যা।
প্রায়শ্চিত্তং নিমিত্তে কথমনুদিত ইত্যত্র নৈবানুযোজ্যম্,
নাধর্ম্মস্তস্য তৎ স্যাদিতি খলু জনয়ং গ্রাহ্যমশ্লেষবাচঃ ॥৪৫৪॥
ধী-পূর্ব্বং কৃত্তরাগং ন সৃজতি পরবিৎ সর্ব্বদা সাবধানঃ,
জাতং নৈমিত্তিকৈশ্চ ক্ষিপতি সমুচিতৈরাশু ভুক্ত্যা বা তৎ।
বৃত্রাদৌ দৃষ্টমেতন্নিয়তিবিভবতশ্চেদিরাজাদিসিদ্ধিঃ,
যুক্ত্যাহৈত্বেবাত্মদা বা মুনিরিহ মনুতে ব্রহ্মনিষ্ঠস্য মুক্তিম্ ॥৪৫৫॥

অথেতরাধিকরণম্ ॥৮॥

ধর্ম্মস্যাশ্লেষনাশৌ নহি পরভজনানুগ্রহেণোপপন্নৌ,
তস্যাবহত্বপ্রসঙ্গাৎ শ্রুতিরিহ চ পরং পাপনির্ম্মুক্তিমাহ।
ভোগৈঃ স্যাৎ পুণ্যনাশোঽস্ত্বিতি যদি ন যতঃ কাম্যমপ্যস্য পাপম্,
তস্মিংস্তল্লক্ষণসিদ্ধের্ন সুকৃতমিতি চ শব্দ্যতে পাপতাঽস্য ॥৪৫৬॥
পুণ্যং বিদ্যানুকূলং যদিহ সফলতা তস্য বিদ্যাপ্রদত্বাৎ,
তস্মাৎ যত্নোপযুক্তং তদপি দুরিতবদ্বন্ধকত্বেন বাদ্যম্।
কারাগারোপরুদ্ধে নিগলযুগলতঃ সার্ব্বভৌমস্য ভৃত্যে,
হৈমং কার্ষ্ণায়সং চ প্রসদনসময়ে ভঞ্জনীয়ং সহৈব ॥৪৫৭॥
কাম্যং নেচ্ছেদ্বিরক্তো যদি কিল কুরুতে রাগযোগাৎ ফলেত্তৎ,
নাধীপূর্ব্বং চ কাম্যং কিমপি ন চ দিশেদ্ বন্ধমজ্ঞাতধর্ম্মঃ।
বিদ্যার্থৈর্লিপ্যতেঽতঃ কিমিতরদিতি চেন্নাধিকৈঃ সান্তরায়ৈঃ,
অন্যার্থৈর্ম্মোহজৈঃ ক্বাপ্যনুতপনবতো বন্ধুজৈশ্চাপ্যলেপঃ ॥৪৫৮॥

অথানারব্ধকার্য্যাধিকরণম্ ॥৯॥

নশ্যত্যনারব্ধকার্য্যং পরবিদি দুরিতং নহ্যধীতো বিশেষঃ,
সর্ব্বে পাপ্মান ইত্যপ্যভিহিতমিতি চেন্নোপলম্ভাদিবাধাৎ।

সম্বিত্তা তস্য তাবচ্চিরমিতি চ বদত্যস্মরংশ্চাগমজ্ঞাঃ,
জীবন্মুক্ত্যাদিশব্দোঽপ্যুপচরণপরো মোহিতাস্তেন মন্দাঃ ॥৪৫৯॥
রোগাদ্যারম্ভকাণাং প্রশমনবিধয়ঃ সন্তি দানার্চ্চনাদ্যাঃ,
প্রত্যেতুঃ স্বাবতারাদ্যপি বিভুরপুনর্জন্মতামপ্যগায়ৎ।
তস্মাদারব্ধকার্য্যে ফলনিয়তিবচো দুর্ঘটং ভাতি নৈবম্,
প্রায়শ্চিত্তোজ্ঝিতানাং ননু ফলনিয়তিঃ সূত্রকারাদ্যভীষ্টা ॥৪৬০॥

অথাগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥

শ্লেষশ্চেদস্য পুণ্যৈঃ স তু ভবতি তদা বন্ধ ইত্যভ্যুপেত্যম্,
যদ্যশ্লেষো ভবেৎ তৈঃ পরবিদি বিফলা পুণ্যনিষ্ঠা পরস্তাৎ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোঽপ্যধর্ম্মক্রমত ইহ পরিত্যাজ্য এবেত্যযুক্তম্,
ন স্যাদ্বন্ধায় বিদ্যাঙ্কুরমুপচিনুতে হ্যগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মঃ ॥৪৬১॥
সর্ব্বাপেক্ষেত্যবোচন্ননু পরভজনে কর্ম্মণামঙ্গভাবম্,
ভূয়ো বক্ত্যগ্নিহোত্রেঽপ্যপি তদিতি মুধা হ্যেকমত্রেতি চেন্ন।
বিদ্যায়া নৈরপেক্ষ্যাৎ তদপরিকরতা শঙ্কিতা প্রাগপাস্তা,
শ্লেষাভাবপ্রসক্তা ত্বিহ পুনরিতি তন্নীতি-বৈধর্ম্যসিদ্ধেঃ ॥৪৬২॥

অথেতরক্ষপণাধিকরণম্ ॥১১॥

নির্দ্দিষ্টাস্মাচ্ছরীরাদিতি নিয়তিরতো যাবদিত্যাদিশব্দঃ,
কর্ম্ম প্রারব্ধকার্য্যং কথয়তু বিদুষস্তচ্ছরীরান্তমেব।
নৈবং প্রারব্ধচৈত্রান্ন তদবধিবিধৌ ব্যাপ্রিয়েতান্যপর্য্যাৎ,
ভূয়ো দেহস্মৃতেশ্চান্তিমবপুষি দৃঢ়োদ্যৎসমাধেস্তু মোক্ষঃ ॥৪৬৩॥
নন্বত্রাস্মাদিতীদং বিতথমিহ পদং স্যাচ্ছরীরে তু ন স্যাৎ,
কারাগারোপমত্ব-প্রথনপরতয়া তস্য সাফল্যসিদ্ধেঃ।
ত্যাজ্যত্বব্যক্তয়ে হি প্রভুরসুখমিমং লোকমিত্যপ্যগায়ৎ,
ভূতাবাসং বিশিংষন্নিমমিতি চ মনুর্হেয়ভাবং ব্যনক্তি ॥৪৬৪॥
সর্ব্বে জীবাঃ সমানাস্তব ইহ বিবিধং কর্ম্ম চানাদিতুল্যম্,
বৈষম্যাদিশ্চ দোষো ন ভবতি ভগবত্যন্যথা শাস্ত্রভঙ্গঃ।

মুক্তৌ নাত্তো বিলম্বপ্রভৃতি ঘটত ইত্যল্পসারোঽনুযোগঃ,
চিত্রে কর্ম্মপ্রবাহে ফলসময়ভিদা হ্যাশ্রিতা সর্ব্বতন্ত্রৈঃ ॥৪৬৫॥
আবৃত্ত্যা ব্রহ্মবিদ্যা হ্যসকৃদহমিতি স্যাচ্চ ন স্যাৎ প্রতীকে,
কর্ম্মাঙ্গেঽর্কাদিদৃষ্টিঃ প্রণিধিরপি ভবেৎ সাসনঃ প্রত্যহং চ।
পাপে পুণ্যে চ নাশাদিকমথ তু তয়োর্ভোগাত্তারব্ধকার্য্যে,
কার্য্যত্বং স্যাদবৃত্তেরিতি কথিতমিহারব্ধশাস্ত্রৌ চ মোক্ষঃ ॥৪৬৬॥

ইতি শ্রীকবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৪॥১॥

অথ চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ।

নিত্যস্ব-জ্ঞস্বপূর্বৈর্নিপুণমভিহিতং জীবতত্ত্বং দ্বিতীয়ে,
জাগর্য্যাদৌ চ খেদো জগদটবিমহাজাঙ্গিকস্যাথ গীতঃ।
বিদ্যারম্ভাবসানাবধি যদপি পরধাতুরর্থাং তদুক্তম,
প্রারব্ধস্যাবসানে বপুরিহ জহতো গত্যুপক্রান্তিমাহ ॥৪৬৭॥
বর্ণ্যৌ বৈরাগ্যপাদে তনুকরণ-গণক্ষোভ ঈদৃক্ তথাপি,
ব্রহ্মজ্ঞস্যাপি কামে ভবতি মৃতিরিতি জুগুপ্সেঽত্রানুবন্ধঃ।
তৎসোৎক্রান্তৌ বিশেষং কথয়িতুমুচিতা চাত্র সাধারণোক্তিঃ,
মধ্যে বিদ্যাফলানাং মরণমপি বদংস্তৎপ্রিয়ং চিন্ত্যমাহ ॥৪৬৮॥
বৃত্তির্বাগাদিকং বা ক্বচন ভজতু সম্পত্তিমন্যক্রমাং বা,
শ্রুত্যৈবোক্তক্রমাং বা ন হি ফলমিহ তচ্চিন্তনস্যেতি চেন্ন।
সম্পত্ত্যাম্নানমীদৃক্ক্রমনিয়তিযুতং যুজ্যতে নহ্যপার্থম্,
তস্মাৎ তচ্চিন্তনং কাপ্যুপকুরুত ইতি স্থাপ্যতে তদ্যথার্হম ॥৪৬৯॥
জীবং যে নিত্যমুক্তং নিজগদুরথবা জীবতো মুক্তিমাহুঃ,
তত্তজ্জল্পোপজাপ-প্রচলিতনিগমগ্রামসংক্ষোভশান্ত্যৈ।
উক্ত্বা প্রারব্ধকার্য্যং বিদুষি চ ফলবৎ প্রায়ণং চাত্র তুল্যম্,
নাড়ীভেদ-প্রবেশপ্রভৃতি সমধিকং বক্ষ্যতি ব্রহ্মগত্যৈ ॥৪৭০॥

আয়ুঃসীমামনিষ্টৈরিহ বহুভিরসাবাত্মনঃ প্রেক্ষ্য যোগী,
যৎ কুর্য্যাদ্ যচ্চ পুত্রপ্রভৃতিষু ন হি তৎ তর্ক্যমত্রেত্যনুক্তিঃ।
গীতাদিষ্বন্ত্যকালে যদগণি তদপি প্রাচ্যযোগপ্রকারে,
তত্তৎপ্রাপ্যানুরূপে নিয়তমিতি যথাপূর্ব্বধীরত্র ভাব্যা ॥৪৭১॥

অথ বাগধিকরণম্ ॥১॥

কর্ম্মজ্ঞানাক্ষবর্গো মনসি ন বিলয়ং যাত্যতৎসম্ভবত্বাৎ,
তদ্বৃত্তেস্তাদধীন্যাৎ তদুপরতিমিহ প্রাহ সম্পত্তি-শব্দঃ।
ইত্যেতন্নোপপন্নং তদুভয়বিলয়ে চোদ্য-নিস্তারসাম্যাৎ.
সম্পত্তিঃ শ্লেষমাত্রং করণবিষয়বাক্ছব্দমুখ্যত্বসিদ্ধ্যৈ ॥৪৭২॥

অথ মনোঽধিকরণম্ ॥২॥

অন্নস্যোক্তং বিকারো মন ইতি মনসঃ প্রাণসম্পত্তিবাক্যে,
প্রাণস্যাপ্তোময়ত্বাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিতাসম্ভবাত্তন্নয়োঽস্তু।
নৈবং তত্তন্ময়ত্বশ্রুতিরভিমনুতে তত্তদাপ্যায়নং তৈঃ,
প্রাগ্বৎ সংশ্লেষমাত্রং তত ইহ হি মনঃ প্রাণ ইত্যামনন্তি ॥৪৭৩॥

অথাধ্যক্ষাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রাণঃ সৈকাদশাক্ষস্তদনু নিবিশতে তেজসীৎথং শ্রুতত্বাৎ,
মধ্যেঽন্যপ্রাপ্তিক্লৃপ্তৌ শ্রুতিহতিরিতি চেন্নাত্মযোগস্য চোক্তঃ।
প্রাণস্য স্বাপ্তজীবে মিলতি নিজতনোরুদ্ধৃতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ,
তেজঃপ্রাপ্তিশ্চ গঙ্গানিপতিত-যমুনাসাগরপ্রাপ্তিবৎ স্যাৎ ॥৪৭৪॥

অথ ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥

তেজস্যেবাস্ত যুক্তঃ শ্রিততনুভৃদনস্তেজসীত্যাদ্যবাধাৎ,
ত্রিবৃন্ন্যায়োঽপি নাস্মিন্নিতি যদি ন তথান্যত্র ভূতান্তরোক্তেঃ।
বিশ্বারম্ভায় দেবস্ত্রিবৃতমকৃত চ প্রাগিমং ভূত-বর্গম্,
প্রাচুর্য্যাৎ তত্তদেকব্যবহৃতিরিতি চাসূত্রয়ৎ পূর্ব্বমেব ॥৪৭৫॥

অথাসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্ ॥৫॥

অত্রৈব ব্রহ্ম বিন্দত্যমৃত ইহ ভবত্যাগমাদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ,
নোৎক্রান্তিস্তস্য যুক্তেত্যসদুপনিষদো হ্যস্য গত্যাদ্যশন্তি।
নান্যপ্রাপ্ত্যর্থমেতৎ সগুণসমধিকে কুত্রচিন্মানহানেঃ,
তস্মাদত্রামৃতত্বপ্রভৃতিবচনতস্তাদৃশী তদ্দশোক্তা ॥৪৭৬॥
নিঃশেষং ভোগহেতৌ গলতি পরবিদঃ কর্ম্মণি প্রায়ণেঽথো,
গত্যর্থং সূক্ষ্মদেহানুগতিরণুতয়া নিশ্চিতস্যাফলা স্যাৎ।
মার্গে সংবাদবাদস্তদুচিতবপুষা ত্বস্থিতীবানুযোগে,
কৃৎস্নাবিদ্যানিবৃত্তিঃ পরপদগমনাপেক্ষিণীত্যাদি বাচ্যম্ ॥৪৭৭॥
কল্পাদৌ ভূতসূক্ষ্মপ্রভৃতিভিরুদিতং বর্ষ্ম কল্পান্তনাশ্যম্,
প্রত্যেকং প্রাণিভেদে নিয়তমনিয়তস্থূলদেহানুযায়ি।
লিঙ্গাখ্যং ভস্ত্রিকান্তঃপরুবকবদবস্থায়ি সাংখ্যৈঃ প্রগীতম্,
সূক্ষ্মাংশঃ পূর্ব্বমূর্ত্তেরুপরিতন-তনোর্ব্বীজমত্রেষ্যতে তৎ ॥৪৭৮॥
তত্ত্বজ্ঞানেন বন্ধঃ কিল গলতি পুরা নোৎক্রমেণেত্যসারম্,
মাতা বন্ধ্যেতিবদ্ধি স্ববচনবিহতির্জীবতো মুক্তিবাদে।
মুক্তশ্চেৎ তত্ত্ববোধাৎ তনুভৃদিহ তদা তৎপরং নৈষ দুঃখ্যেৎ,
মিথ্যা দুঃখং তদা চেৎ, কথয় তব কদা তস্য সত্যত্বমিষ্টম্ ॥৪৭৯॥
যং যং ভাবং স্মরন্তো জহতি বপুরিদং দেহিনো যান্তি তং তম্,
তস্মাদুৎক্রান্তিসাম্যং ন ঘটত ইতি চেৎ তন্ন তন্মাত্রসাম্যাৎ।
বিদ্যাভেদাদিনীত্যা ভবতি বিষমতা হ্যন্তিম-প্রত্যয়াদৌ,
কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যবাদে ন চ নিয়তিমতী সর্ব্বথা সাম্যসিদ্ধিঃ ॥৪৮০॥

অথ পরসম্পত্ত্যধিকরণম্ ॥৬॥

জীবোৎক্রান্ত্যুক্তিকালে বিদুষি তু ঘটতে তৎপ্রতিক্ষেপভক্তঃ,
ভূতোৎক্রান্তেস্তু পশ্চাত্তদুপনিপতনে সঙ্গতিঃ স্যাৎ কথঞ্চিৎ।
তস্মাৎ সাধারণোঽপি হ্যয়মুপরি ততঃ স্থাপ্যতে হার্দ্দযোগঃ,
তুল্যেঽপ্যস্মিন্নতুল্যাঃ সরণিমুখতয়া প্রাপ্যভেদেন নাড্যঃ ॥৪৮১॥
প্রাপ্তুং ভোগাপবর্গৌ প্রযতি তনুভৃতি প্রাপ্তসূক্ষ্মস্বদেহে,
সম্পত্ত্যা কিং পরস্যাং শ্রিতহৃদয়সুখৌ লভ্যতে দেবতায়াম্।

আতস্তেজঃ পরস্যামিতি চিরঘটিতেঽপ্যস্তু সিদ্ধানুবাদো,
নৈবং মানানুসারাৎ ফলমিতি পরমে সংক্রমঃ শ্রান্তিশান্ত্যৈ ॥৪৮২॥

অথাবিভাগাধিকরণম্ ॥৭॥

সম্পত্তির্দেবতায়াং ভবতু লয় ইয়ং সা হি সর্ব্বস্য যোনিঃ,
ভূয়ঃ স্রষ্টুং ক্ষমা চেত্যসদনুসজতো বাচাবৈরূপ্যদোষাৎ।
বিশ্লেষো ভূতসূক্ষ্মৈরিহ ন চ ঘটতে স্থিতিক্‌প্তিস্তু গুর্ব্বী,
প্রোক্তা ধূমাদিমার্গে গতিরপি ভবিনস্তৎপরিবর্জ্জনেন ॥৪৮৩॥

অথ তদোকোঽধিকরণম্ ॥৮॥

নাড়ীজালেঽতিসূক্ষ্মে ন ভবতি সুশকা মুক্তিনাড়ী বিবেক্তুম্,
তস্মান্মূর্দ্ধন্য-নাড়ীগতিরনিয়মতো মুচ্যমানস্য পুংসঃ।
বাক্যং গম্ভুস্তয়োর্দ্ধং প্রবদদমৃততাং সম্ভবাদস্তু নৈবম্,
বিদ্যাসম্প্রীতহার্দ্দ-প্রসদনমহসা স্বাঽনাড়ীপ্রবেশাৎ ॥৪৮৪॥
স্বাধীনো হার্দ্দসংজ্ঞঃ স্বয়মবিকলয়া সম্পদা সাকমেকঃ,
স্থিত্বা হৃৎপদ্মমধ্যে স্থগিতনিজতনুঃ সপ্তলোকী-গৃহস্থঃ।
নাড়ীচক্রে সুষুম্নাং নিখিলধৃতিকরীং নাভীমূর্দ্ধান্তরূপাম্,
ভিত্ত্বা তন্মধ্যরন্ধ্রপ্রহিতমিষুমিবোৎক্ষিপ্য নেতা মুমুক্ষুম্ ॥৪৮৫॥

অথ রশ্ম্যনুসারাধিকরণম্ ॥৯॥

এতৈরেবেতি বাক্যে দিনকরকিরণালম্বনেনোর্দ্ধযানম্,
যৎ প্রোক্তং যোগিনস্তদ্দিনমৃতিনিয়তং নিশ্যযুক্ত্যেতি চেন্ন।
অস্তি চ্ছায়াসু রাত্রিষ্বপি চ লঘুতরা রশ্ময়ঃ সন্তি লিঙ্গৈঃ,
তাপো বর্ষাদিরাত্রৌ ন যদি হিমদিনন্যায়তো নেয়মেতৎ ॥৪৪৬॥

অথ নিশাধিকরণম্ ॥১০॥

সর্ব্বেষামপ্রশস্তং রজনিমরণমিত্যস্তি যোগী ম্রিয়েত,
প্রেয়াদ্যত্নেষ রাত্রৌ ন চরমমরণং তদ্ভবেদিত্যযুক্তম্।

কর্ম্মপ্রারব্ধ কার্য্যং হ্যনিয়তসময়ং ক্ষীয়তে তাবদেবে-
ত্যুক্তশ্চাস্মিন্ বিলম্বোঽহনি নিশি চ পরং বিদ্যয়া সোঽশ্নুতেঽতঃ ॥৪৮৭॥
যত্রৈকস্যাপবর্গঃ প্রতিনিয়ততয়া গণ্যতে জাতকজ্ঞৈঃ,
তৎ স্যাদস্যাং শরীরং ন তু ভবতি ততোঽপ্যন্যযোগব্যুদাসঃ।
নহ্যত্রাপ্যন্তকালে দিনরজনিভিদা দেশভেদাদি চৈবম্,
শব্দং কুর্ব্বন্তি তস্মিন্ যদুচ যদুচ নেত্যাদি চৈবং বিভাব্যম্ ॥৪৮৮॥

অথ দক্ষিণায়নাধিকরণম্ ॥১১॥

দেহং যোগীশ্বরোঽপি ত্যজতি যদি রবের্দক্ষিণাবৃত্তিকালে,
বিন্দেৎ সাযুজ্যমিন্দোরিহ ভবতি পুনস্তৎশ্রুতেস্তৎস্মৃতেশ্চ।
নৈবং পূর্ব্বোক্তনীতিস্থিহ নহি বিহতা তস্য সাযুজ্যমিন্দৌ,
বিশ্রান্তৈস্তো সূর্যনীত্যা জগদুপকৃতয়ে ভীষ্ম-কালপ্রতীক্ষা ॥৪৮৯॥
কিঞ্চ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রতিনিয়তমিদং জাহ্নবীসম্ভবস্য,
স্বেচ্ছা যেনৈবমাসীৎ স চ বসুরভবন্নৈষ সাক্ষাদ্বিমুক্তঃ।
তস্মাদ্বিন্দেত মুক্তিং নরপিতৃ-দিবিষদ্রাত্রিকালেঽপি যোগী,
স্যাতাং প্রাশস্ত্য-নিন্দে তদিতরবিষয়ে গীতয়োক্তৌ তু মার্গৌ ॥৪৯০॥
সম্পদ্যেতান্যদক্ষং মনসি তদপি তৎসংযুতং প্রাণবায়ৌ,
সোঽধ্যক্ষে তৈঃ সমেতঃ স চ তদখিলবান্ ভূতবর্গে তু সূক্ষ্মে।
উৎক্রান্তিঃ স্যাৎ সমানা যুতিরথ চ পরে সা চ সংশ্লেষমাত্রম্,
নির্গচ্ছেদ্ব্রহ্মনাড্যা ঘৃণিভিরথ নিশা-দেবরাত্র্যোশ্চ মোক্ষী ॥৪৯১॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥২॥

অথ চতুর্থস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উপোদ্ঘাতঃ।

নির্গত্য ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ তপনকরমথালম্ব্য নাড়ীনিবদ্ধম্,
প্রত্যুদ্যদ্দেববৃন্দপ্রহিতবলিরসৌ যেন যোগী প্রযাতি।
মৌকুন্দঃ স্থাপ্যতেঽসৌ পরমিহ মুনিনা পঞ্চভির্নীতিভেদৈঃ,
মোহাকূপারপারং পুরমভিগময়ন্ মুক্তিঘণ্টাপথো নঃ ॥৪৯২॥

অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্ ॥১॥

শাখাভেদেষু ভিন্নাং গতিমুপনিষদোঽধীয়তে তন্মুমুক্ষোঃ,
বিদ্যা-বৈষম্যনীত্যা স্থতিরপি বিষমা ন ব্যবস্থার্চ্চিরাদেঃ।
নৈতৎ সর্ব্বত্র তৈস্তৈরিহ তদিদমিতি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধৌ,
ভাব্যং ন্যূনাধিকত্বপ্রভৃতি নিখিলমপাত্র সিদ্ধাবিরুদ্ধম্ ॥৪৯৩॥
চৈদ্যাদীনামযোধ্যাস্থিরচরজনুষাং পুণ্ডরীকাদিকানাম্,
ভীষ্মাদীনামুপাস্তি-ক্রমভববিভবব্যূহলোকস্থিতানাম্।
ধাতৄণাং তৎসুতানামধিকৃতিবিগমে ব্রহ্মসম্প্রাপ্স্যতাম
প্যন্যেষাং প্রস্থিতিঃ সা শিতপৃথগ্মতিভিশ্চিন্তনীয়া যথাহম্ ॥৪৯৪॥

অথ বায়্বধিকরণম্ ॥২॥

সংপ্রাপ্তৌ দেবলোকো মরুদপি চ সমং বৎসরাদিত্যমধ্যে,
নৈকত্বং রূঢ়িভেদাত্তত ইহ তু তয়োস্তুল্যভাবর্দ্ধিকল্পঃ।
নৈবং যোঽয়ং প্রসিদ্ধঃ পবত ইতি মরুদ্দেবতানাং গৃহত্বম্,
তস্যোক্তং ধারকত্বাদত উচিতমিদং নির্ব্বিকল্পং তদৈক্যম্ ॥৪৯৫॥

অথ বরুণাধিকরণম্ ॥৩॥

কৌষীতক্যাগমোক্তো বরুণশতমখৌ সোঽপি নাথঃ প্রজানাম্,
ক্বাপি স্থাপ্যা নিপীড্য শ্রুতিমপি বিফলা হ্যন্যথা তচ্ছ্রুতিঃ স্যাৎ।
তস্মাত্তে বায়ুলোকাৎ পরমনুপঠনাৎ তত্র সন্ত্বিত্যযুক্তম্,
স্যাদর্থাদ্বিদ্যুতোঽম্বগ্বরুণ ইতি পরৌ পাঠতস্তৎপরৌ স্তঃ ॥৪৯৬॥
যদ্বস্যামানবস্য শ্রুতমিহ পরসংপ্রাপকত্বং ভবেত্তৎ,
সদ্বারত্বেঽপ্যবাধস্তদপি সহকৃতৌ তৈঃ শ্রুতৌ চিত্যভূমা।
যশ্চোক্তো মানসাখ্যস্তটিত উপরি তু ব্রহ্মলোকাপ্তিহেতুঃ,
তস্মান্নেতা স নান্যো বিদুরতিবহনং বৈদ্যুতেনৈব তস্মাৎ ॥৪৯৭॥

অথাতিবাহিকাধিকরণম্ ॥৪॥

ভোগস্থানান্যমূনি জ্বলন-দিনমুখান্যধ্বচিহ্নানি বা স্যু-
র্লোকোক্তিচ্ছায়য়ৈবং স্থিতমিদমিতি নাসম্ভবাৎ কালশব্দে।
স্পষ্টে নেতৃত্ব-পুংস্ত্বে কচিদতিবহনং তদ্বদন্যৈশ্চ কার্য্যম্,
সন্দিগ্ধে বাক্যশেষাদ্গতিরিতি জগুরগ্ন্যাদিবাচাভিমন্তৄন্ ॥৪৯৮॥
যাং শ্রান্তা ধর্ম্মসূনুর্ন্যপতদভিপতেত্তামসৌ তামসৌঘঃ,
বর্গ স্ত্রৈবর্গিকাণাং পিতৃসরণি-ঘটীযন্ত্রচক্রে বিঘূর্ণেৎ।
বর্ত্মন্যেষার্চিরাদিঃ শ্রুতিভিরপুনরাবর্ত্তিনাং সংবিভক্তা,
তত্র ক্রান্তেঽহ্নিবোঢ়ৄংস্তদিতরবদহঃপক্ষমাসাদিশব্দঃ ॥৪৯৯॥
পূর্ব্বং ধূমাদিমার্গে সুকৃতিষু কথিতা চন্দ্রমঃপ্রাপ্তিরন্যা,
সাযুজ্যং ন্যাসবিদ্যাপ্রকরণপঠিতং চান্দ্রমন্যাদৃগুক্তম্।
অত্রান্যার্চিষ্মু খানামতিবহনকৃতাবস্থমন্যাপ্তিরিন্দো-
রিত্যং স্যুস্থা ব্যবস্থা প্রণিহিতহৃদয়ৈরেবমন্যচ্চ সূহ্যম্ ॥৫০০॥
ভূলোকেশাগ্নিপূর্ব্বান্ কতিচন ভবিনঃ কেঽপি মন্যন্ত এতান্,
শব্দৈক্যেঽপ্যত্র গুর্ব্বী ভবতি তদভিমন্তৄন্তরাণাং প্রকৢপ্তিঃ।
অন্যে চামানবস্য স্বপদগতপরব্রহ্ম নেতৃত্বদৃষ্ট্যা,
নিত্যাহং তদ্বদন্যান্নিজগত্বরখিলান্নিত্যবৈকুণ্ঠভৃত্যান্ ॥৫০১॥

অথ কার্য্যাধিকরণম্ ॥৫॥

বৈধাত্রস্থাননেতৄন্ সমকথয়দিমান্ বাদরিস্তাদৃশানাম্,
গত্যৌচিত্যং তদা স্যান্ন খলু বিভুজুষামত্র বেদ্যং ন লভ্যম্।
সামীপ্যাদ্ব্রহ্ম চোক্তঃ সরসিজবসতিস্তেন সার্দ্ধং চ মুক্তি-
র্যুক্তেত্যেতন্ন নানাশ্রুতিপঠিতপরস্থানগত্যাদ্যবাধাৎ ॥৫০২॥
মার্গোঽসাবর্চিরাদির্গময়তি পরমং ধাম গত্যাদিযোগা-
দ্ব্রহ্মোক্তের্মুখ্যভাবাদিতি তু নিরণয়জ্জৈমিনিঃ সত্যমেতৎ।
বক্তব্যং তত্র কিঞ্চিন্নয়তি পরবিদি স্বান্বিতব্রহ্মনিষ্ঠা-
স্তদ্দেহস্বাত্মনিষ্ঠানপি মুখভিদয়ামী চ সংপূর্ণনিষ্ঠাঃ ॥৫০৩॥
ধ্যায়েয়ুর্যে চ জীবান্ প্রকৃতিশবলিতান্ কেবলান্ বা যথেষ্টম্,
দ্বেধাপি ব্রহ্মদৃষ্ট্যা জড়নিবহমপি স্বেন যদ্বাত্মদৃষ্ট্যা।

তে সর্ব্বেঽপি প্রতীকপ্রণিহিতমনসো নার্চিরাদ্যধ্বযোগ্যা,
ব্রহ্মোপাস্তেশ্চ লিঙ্গং গতিরিয়মনঘা সূত্রিতা পূর্ব্বমেব ॥৫০৪॥
প্রত্যাপত্তিপ্রকারঃ প্রতিনিয়তিমতী কর্ম্মযোগাদিনিষ্ঠা,
বিদ্যাভেদাধিকারঃ পরভজনবলান্মুক্তিবিঘ্নোপশান্তিঃ।
অন্ত্যাবস্থা-ব্যবস্থাপৃথগয়নগতৌ বিশ্রমাপ্তির্বিভক্তা,
সাক্ষান্মুক্তিঃ ক্রমাদ্বেত্যখিলমগতিকৈরপ্রণোদ্যং পরৈশ্চ ॥৫০৫॥
পন্থানং দেবযানং তমিমমধিগতঃ পশ্চিমে দেহপাতে,
তত্বস্তোমাংস্তমোন্তানতিপততি তরত্যাপগান্তত্র দিব্যাম্।
দিব্যং দেহাদি লব্ধ্বা জনিলয়রহিতং যাতি বিষ্ণোঃ পদন্তৎ,
পর্য্যঙ্কারোহণান্তাং ভজতি বহুমতিং ব্রহ্মসংবাদধন্যঃ ॥৫০৬॥
সংঘাতে নিত্যতা ন কচিদপি ন পৃথিব্যাদিভাবস্তথাত্বে,
পর্য্যঙ্কাদ্যৈর্ন সাধ্যং কিমপি ভগবতঃ পূর্ণনিঃসীমশক্তেঃ।
ব্যাপ্তপ্রাপ্ত্যর্থমূর্দ্ধং গতিরপি বিফলেত্যাদিকান্ হৈতুকানাম্,
ক্ষোদিষ্ঠক্ষীবজল্পান্ শ্রুতিরুপশময়েদদ্ভুতার্থা স্বতন্ত্রা ॥৫০৭॥
ভাবোঽভাবশ্চ যত্রানুপধি সমুদিতৌ তত্র ভাবী বিরোধঃ,
প্রজ্ঞাতব্যাপ্তিরোধেঽপ্যধিকনিজবলান্মানতঃ স্বার্থসিদ্ধিঃ।
দৃষ্টং সর্ব্বেষ্টমেতন্ন যদি নহি ভবেন্মানমধ্যক্ষতোঽন্যৎ,
বাধোঽধ্যক্ষে মিথো বা বটদলশয়নাদ্যদ্ভুতং চৈবমূহ্যম্ ॥৫০৮॥
একত্বং ব্রহ্মবিদ্যাপরিষদি সুপথোঽধীয়মানস্য তস্মিন্,
বায়ৌ স্যাদ্দেবলোকশ্রুতিরপি বরুণাদ্যন্বয়ো বিদ্যুতোঽধি।
নেতারোঽমানবান্তাঃ পরপদগমনে তদ্বিদাং সোঽয়মধ্বা,
তুর্য্যাধ্যায়স্য পাদে স্থিতিরধিকরণৈরিত্থমুক্তা তৃতীয়ে ॥৫০৯॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু
অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥

———

অথ চতুর্থস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

উপোদ্‌ঘাতঃ ॥

উক্তং পাদৈরঘানামিতি পৃথুবপুষঃ সূক্ষ্মমূর্তেশ্চ হানম্,
নির্দ্ধূতোপাধিরাশের্নিরুপধিকমহানন্দমন্ত্যেন বক্তি।
স্বাবির্ভাবোঽত্র চিন্ত্যস্ত্রিভিরধিকরণৈশ্ছন্দবৃত্তিস্ত্রিভিশ্চে-
ত্যেবং দ্বে পেটিকে স্তঃ স্বত উভয়মিদং নোপধেরীশনিঘ্নম্ ॥৫১০॥

সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্ ॥১॥

অস্ত্রান্তঃ স্বপ্রকাশং যদিদমহমিতি প্রত্যগাত্মস্বরূপম্,
তস্যাবির্ভাবসিদ্ধৌ ন তু কিমপি ফলং স্যাৎ সুষুপ্ত্যাবিশেষাৎ।
তস্মান্মুক্তঃ স্বমন্যদ্ভজতি বপুরসৌ দেববদ্রূপশব্দা-
দ্যৈবং স্বেনেতি-শব্দো হ্যফল ইহ ভবেদ্রূপবাচার্থসিদ্ধেঃ ॥৫১১॥
নিত্যস্বাত্মস্বরূপস্থিতিরিয়মভিনিষ্পত্তিরিত্যুচিবাংস-
স্তন্মাত্রং স্যান্ন বিদ্যাফলমিতি ন বিদুর্নিত্যসিদ্ধং স্বসাধ্যম্।
সিদ্ধং সাধ্যানুবেধাদ্ভবতি ফলমতঃ সা ত্ববিদ্যাবিভঙ্গো
যদ্বা সিদ্ধস্য বিত্তিস্তদিহ ন বিতথং মুক্ত ইত্যাদি সূত্রম্ ॥৫১২॥
স্বাকারান্নিত্যভাতাদধিকসুখতয়া ভাতি জীবস্তদানীম্,
সিদ্ধাবির্ভাবমাত্রেঽপ্যনুবিদুরভিনিষ্পত্তিবাচঃ প্রয়োগম্।
সংকোচাত্যস্তহানির্দ্বিয় ইয়মভিনিষ্পত্তিরাগন্তুরুক্তা,
নিষ্প্রাত্যুহং স্বরূপোপধিকমপি তদা স্বেনশব্দঃ প্রবক্তি ॥৫১৩॥
প্রায়স্তস্মিন্ স্বদেহিন্যনঘগুণনিধৌ তদ্বিভূতিদ্বয়ে বা,
দৃষ্টং যৎ স্যাৎ সমাধৌ ভবতি পৃষতবত্তদ্ধি মুক্তানুভূতেঃ।
কৃৎস্নং তচ্ছর্করৌঘবাতিকরিতসুধাসিন্ধুবৎ স্বাদুভূতম্,
তস্মাৎ স্বাত্মপ্রকাশে ন ফলমিতি বদন্ কূপকূর্মো ঘৃণার্হঃ ॥৫১৪॥
মল্লী শুদ্ধং প্রসূনং জনয়তি সময়ে রঞ্জকোপাধিমুক্তে,
তদ্বন্নাথানুকম্পা ফলমুপশমিতাবগ্রহং সূরি-তুল্যম্।
তস্মাদাগন্তুকেঽপি প্রতিহতিবিরহাৎ তাদৃশে ধীবিকাশে,
প্রত্যাপন্নস্বদায়ক্রম ইহ কথিতঃ প্রাপ্তসিদ্ধেঃ প্রতীচঃ ॥৫১৫॥

অর্ব্বাঞ্চো মুক্তিভেদং কতিচিদগণয়ন্ স্বাত্মমাত্রানুভূতিম্,
তত্র ব্রহ্মানুভূতের্ব্বিহতিরুপধিতঃ স্যাৎ স্বতো বেতি চিন্ত্যম্।
সন্তি দ্বেধাপি দোষাস্তত উপচরণান্মুক্তিশব্দোঽত্র যুক্তঃ,
সালোক্যাদিপ্রভেদেষ্বপি সরণিরিয়ং সাবধানৈর্ব্বিভাব্যা ॥৫১৬॥

অথাবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥

জীবেশৌ নিত্যভিন্নৌ শ্রুতিরিহ চ সহেত্যাহ মুক্তস্য ভোগম্,
সাম্যে পারম্যমুক্তং স্মৃতমপি স পৃথগ্ ভাতু তস্মাৎ পরস্মাৎ।
মৈবং তত্ত্বং হি মুক্তৌ স্ফুরতি তদনঘো ভেদভানাংশ ইষ্টঃ,
সিদ্ধে দেহাত্মভাবে ত্বিহ ন হি ঘটতে তৎস্বনিষ্ঠত্ববুদ্ধিঃ ॥৫১৭॥
মন্ত্রোক্তং ভোক্তৃভাবে যদি সহভবনং ব্রহ্ম ন স্যাৎ প্রধানম্,
তস্মাত্তস্তোগ্যভাবে ভবতু তদুচিতং ব্রাহ্মণ-ব্যাকৃতেশ্চ।
দ্বেধাপি ব্রহ্মতত্ত্বাৎ পৃথগিতর ইহ স্যাদিতীদং চ বার্ত্তম্,
সিদ্ধে ভেদে স্বনিষ্ঠস্থিতিপরিহরণং হ্যত্র সূত্রোপপাদ্যম্ ॥৫১৮॥
পারম্যং যচ্চ সাম্যে শ্রুতমিহ ন হি তৎ সর্ব্বথেত্যপ্যধীতম্,
গ্রাব্ণো হেম্নশ্চ যদ্বৎ সমধরণধৃতৌ স্যাত্তদুক্তিস্তথাত্র।
এবং তদ্দেহভাবে স্থিতবতি বিবিধাবাধিতাম্নায়ভূম্না,
ব্রহ্মৈবেত্যাদিবাক্যং প্রথয়তি সমতাং তাদৃগিত্যপ্যধীতে ॥৫১৯॥

অথ ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩॥

জ্ঞানত্বে কিং ফলং স্যাদিতি মিষতু গুণৈস্তাদৃশং ব্রহ্মসাম্যম্,
কিন্ত্বেরন্যৈঃ স্বরূপাত্তদিহ ভবতু চিন্মাত্ররূপপ্রকাশঃ।
ইত্থং চাত্রোক্তপক্ষদ্বয়মুভয়বিধশ্রুত্যুপাত্তাবিরোধা-
ন্নির্ধূয়াথ দ্বিধাবির্ভবনমঘটয়ৎ সিদ্ধতত্ত্বপ্রকাশাৎ ॥৫২০॥
পর্য্যায়ৌ নামপাঠেষ্বনুপরিপঠিতৌ মুক্তি-কৈবল্যশব্দৌ,
কৈবল্যং চান্যযোগ-ত্যজনমিতি কথং ধর্ম্মিধর্ম্মান্বয়োঽস্য।
মৈবং ব্রহ্মস্বরূপাদপরমিহ ন খল্বস্তি কিঞ্চিৎ স্বনিষ্ঠম্,
ন দ্রব্যং চাগুণং স্যাদধিকরণযুগং তন্নিরাতঙ্কমেতৎ ॥৫২১॥

অথ সঙ্কল্পাধিকরণম্ ॥৪॥

ধাত্রাদেরপ্যপেক্ষ্যো হ্যপকরণগণঃ সত্যসংকল্পবৃত্তে-
র্মুক্তস্যাপ্যেবমেবাস্তিতি যদি বিতথং তদ্বিকল্পাসহত্বাৎ।
ইষ্টা দ্রব্যাদ্যপেক্ষা সুকৃততদিতরাপেক্ষণং তত্র দুঃস্থম্,
নস্যাদিচ্ছাবিঘাতস্ত্বমুপধিকতয়া দেববাঞ্ছৈকরস্যাৎ ॥৫২২॥
বিশ্বস্যৈতস্য জন্মস্থিতিলয়রচনা বিশ্বকর্ত্তুর্যথা স্যা-
দিচ্ছাসন্তানভেদান্নিয়তিরিহ তথা নিত্যমুক্তক্রিয়াণাম্।
তস্যানুচ্ছেদবৃত্ত্যা প্রতিফলভিদুরাস্তাশ্চ তাদৃক্ প্রবাহা-
স্তদ্বদ্ধেরাপরোক্ষ্যং ত্বনিশমভিদুরং বর্ত্ততে ব্রহ্মধীবৎ ॥৫২৩॥
প্রত্যুহার্হাঃ প্রদেশপ্রভৃতিসুকৃতিনঃ সত্যসঙ্কল্পভাবে,
মর্ত্ত্যারম্ভস্পৃহাদৌ তদিতরবিবিধপ্রাণিস্রষ্ট্যাদিদৃষ্টেঃ।
তেনেচ্ছাসন্ততীনাং সফলবিফলতে পুণ্যপাপৈরমীষাম্,
মুক্তস্যোক্তা চিকীর্ষা ত্ববিহতবিষয়া তারতম্যং ত্বদোষঃ ॥৫২৪॥
সূত্রে মুক্তোঽপ্যনন্যাধিপতিরভিহিতস্তেন কস্তস্য শেষী,
শ্রুত্যৈবোক্তঃ স্বরাড়িত্যপি বিহতিরতঃ প্রাক্ প্রতিষ্ঠাপিতানাম্।
মৈবং নাথেতরান্ প্রত্যঘবিহিত ইহ ক্ষিপ্যতে শেষভাবো-
বিশ্বস্যাত্মেশ্বরো যঃ পতিরিতি পঠিতস্তৎপতিত্বং ত্ববাধ্যম্ ॥৫২৫॥

অথাভাবাধিকরণম্ ॥৫॥

মুক্তঃ প্রাক্তোঽশরীরঃ কচিদথ বহুধা সম্ভবঃ কাপ্যধীতো-
গান-ক্রীড়াদি চোক্তস্তদনুগুণমতদ্বন্দ্বমার্ষং নিরস্যন্।
স্বচ্ছন্দস্যোভয়ন্তৎ ক্ষমমিতি বদতি স্বস্মতং সূত্রকারঃ,
স্যাচ্ছাকর্ম্মোদ্ভবস্তন্নিখিলমপি পরব্রহ্মবত্তৎসমস্য ॥৫২৬॥
মোক্ষে পুণ্যাদ্যভাবাত্তদুপধিকবপুর্ব্বর্জ্জিতত্বং ন দূষ্যম্,
তস্মিন্ দুঃখার্হদেহত্যাজি চ শুভবপুঃ সত্বপক্ষোঽপ্যবাধাঃ।
ইত্থং সত্যত্র মুক্তস্থিতিরিহ মুনিনা কীদৃশী সূত্রিতা স্যাৎ,
মৈবং স্বচ্ছন্দদেহগ্রহ তদনিয়মস্থাপনেঽত্রাভিসন্ধেঃ ॥৫২৭॥
নানাদেহা যদি স্যুর্যুগপদধিগতব্রহ্মসাম্যস্য পুংস-
স্তেষাং ব্যাপ্তস্বরূপান্বয় উচিত ইতি প্রাগুক্তনাত্বহানম্।

নৈতন্ধীব্যাপ্তিসিদ্ধের্ভবতি চ জগদাবেশবাকৃতন্নিদানা,
সৌভর্য্যাদৌ প্রক্লপ্তাং গতিমপবদিতুং ন ক্ষমং ব্রহ্মসাম্যম্ ॥৫২৮॥
দেহানাং যৌগপদ্যে বহুষু কথমণুর্ধারকোঽস্তেষ মুক্ত-
শৈচতন্যদ্বারতশ্চেৎ সকলমপি তদা ধারয়েদ্ব্যাপ্তবোধঃ।
নৈবম্ মুক্তস্য শক্তির্নিয়মিতবিষয়া ত্বিচ্ছয়া সর্ব্বশক্তেঃ,
প্রাক্ তাদৃক্‌যোগশক্ত্যা বহুতনুভজনে কর্ম্মবন্ধোঽপ্যপেক্ষ্যঃ ॥৫২৯॥
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞা মুনিভিরভিদধে বেষ্টিতা কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ,
পুংসোঽনংশাপি বুদ্ধির্বিহুবিধবিকৃতিঃ স্বীকৃতৈবং স চাস্ত।
বালাগ্রেত্যাদিবাক্যাত্তদয়মণুরপি স্যাদনন্তোঽপি মুক্তৌ,
ন স্যাচ্ছেদনাদিভঙ্গে পরিহৃতবিকৃতেরৈকরূপ্যানপায়াৎ ॥৫৩০॥
জীবস্তৈকৈকশো হি ত্যজনত উদিতো বৃক্ষশাখাসু শোষ-
স্তস্মাদদ্বারকং স্যাদপগতবরণে মুখ্যমানন্ত্যমস্মিন্।
নৈবং শাখাসু ভোগাশ্রয়নিয়তিকরোপাধিনাশঃ প্রহাণম্,
ক্ষেত্রাদিন্যায়তোঽসাবভিমতিবিরহাৎ স্যাদধীতো জহাতিঃ ॥৫৩১॥
একোঽনেকঃ পরস্মাৎ পৃথগপৃথগপি স্বস্বরূপেণ মুক্তঃ,
স্বাভীষ্টাশেষভোক্তা স্বয়মিতি পৃথুকক্ষীববদ্‌যে ভ্রমন্তি।
তেঽনীক্ষ্য স্বোক্তিবাধং শ্রুতিশতবিহতিং তত্তদুক্ত্যান্যপর্য্যম্,
জৈনাবষ্টম্ভদৃপ্যন্মতিকলহমুচঃ সৎপথং সংশ্রয়ন্তু ॥৫৩২॥
সর্ব্বং সঙ্কল্পমাত্রাল্লভত ইতি সমাম্নায়তে সূত্রিতং চ,
স্বেচ্ছাতো দেহযোগাদ্যনিয়তিকথনং স্যাত্ততঃ পিষ্টপেষঃ।
তন্নান্যোন্যোপরুদ্ধশ্রুতিগতিনিয়তিঃ কামতোঽনেকদেহ-
স্বীকারপ্রক্রিয়েত্যাদ্যনিয়তিকথনে সূত্রকারাভিসন্ধেঃ ॥৫৩৩॥

অথ জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণম্ ॥৬॥

যদ্যপ্যুক্তো বিমুক্তঃ পরতনুরপৃথক্‌সিদ্ধ ইত্যত্র পূর্ব্বম্,
ব্যাপারাংশে তথাপি শ্রুতমিহ পরমং সাম্যমক্ষোভণীয়ম্।
সঙ্কল্পাদেব সর্ব্বোত্থিতিরিতি হি ততঃ স্যাদিতি প্রত্যবস্থাম্,
কৃন্তত্যস্মিন্নধিকারে কৃতিমদিতরয়োঃ স্থাপয়ন্ ভোগসাম্যম্ ॥৫৩৪॥
সাযুজ্যং ভোগসাম্যং সমগণি নিপুণৈঃ শব্দশক্ত্যাদ্যবাধা-
ত্তচ্চ ব্যাপারসাম্যে ত্বসতি ন ঘটতে স্বক্রিয়াস্বাদ-হানেঃ।

তস্মান্মুক্তস্য সৃষ্টিপ্রভৃতিরপি জগদ্ব্যাপৃতির্ব্রহ্মতুল্যা,
নৈবং তল্লক্ষণং সা কথমনুগমতস্তস্য চান্যস্য চ স্যাৎ ॥৫৩৫॥
কথ্যন্তে সৃষ্টিবাক্যৈঃ ক্বচিদপি ন জগৎকারণত্বেন মুক্তাঃ,
প্রার্থীতঃ কামচারো ভবতু ন জগদারম্ভকত্বং ততঃ স্যাৎ।
সর্ব্বাকারোপভোগ্যেশ্বরবিষয়ধিয়ঃ সাম্যতো ভোগসাম্যম্,
যুক্ত্যোতানন্দবল্ল্যামগণি চ বিভুনানন্দমাত্রে সমত্বম্ ॥৫৩৬॥
নিষ্কামশ্রোত্রিয়স্যাপ্যতিদিশতি সুখং মানুষানন্দতুল্যম্,
সানন্দান্ বক্তুকামা শতগুণমধিকানাবিরিঞ্চং ক্রমেণ।
তত্তদ্ভোগাৎ ত্বদিষ্টং কথমিদমবরং কষ্টমিষ্টং হি মুক্তে,
সত্যং তৎ স্যান্মুকুন্দপ্রিয়জনসদৃশে হ্যেকদেশানুবাদঃ ॥৫৩৭॥
আনন্দানন্ত্যমাহ শ্রুতিরিহ হি যতো বাচ ইত্যাদিকা স্যা-
দ্বিশ্রান্তিঃ শান্তিমাত্রাদিতি চ নিগদিতং যামুনাচার্য্যবর্য্যৈঃ।
নহ্যানন্দো মিতঃ স্যাদ্বিধিশতবচনেঽপ্যস্য যষ্ট্যা নভোব-
চ্চোক্তং ভূ-ভূভৃদণ্বোরুদধিপতিতয়োর্ম্মজ্জনে কো বিশেষঃ ॥৫৩৮॥
বিশ্বন্মুক্তস্য দেহো ন খলু তদপৃথক্সিদ্ধ্যভাবোপলম্ভাৎ,
নোপাদানং ততোঽসৌ কথয়িতুমুচিতঃ সর্ব্বশক্তিত্বহানেঃ।
নাত্মাশক্যং চিকীর্ষেত্তদিতর বিষয়ে নির্ব্বিঘাতা তদিচ্ছা,
ব্যাপারে ভিদ্যমানেঽপ্যবিষমরসতা দৃশ্যতে ক্বাপি লোকে ॥৫৩৯॥
তত্তৎসেবাবিশেষস্থিরপরিণমিতঃ সার্ব্বভৌমপ্রসাদঃ,
সূতে ভৃত্যস্য সাম্যং স্বয়মনভিমতস্বামিচিহ্নৈকবর্জ্জম্।
এবং দেবং দয়ালুং শরণমুপগতৈর্লভ্যতেঽনন্যলভ্যা,
নির্দ্ধূতাবৃত্তিশঙ্কা নিরুপধিকরসা সব্যবস্থা ত্ববস্থা ॥৫৪০॥
অত্রাহুঃ সূত্রমন্ত্যং পৃথগধিকরণং কেচিদাঙ্ক্ষস্যলাভা-
দস্ত্যাবর্ত্তে নিষেধো দ্বিমমিতি চ পদং তেন শঙ্কোত্থিতেতি।
ভাষ্যাদৌ তন্ন দৃষ্টং ভবতি চ সুগমং পূর্ব্বশেষত্বমস্য,
স্যাদাবৃত্তিপ্রসঙ্গাদপি নিখিলজগন্নির্ম্মিতৌ সাম্যশঙ্কা ॥৫৪১॥
সর্গাদ্যাবর্ত্তলীলারসসহচরিতে দণ্ডরাসে নিযুক্তম্,
জীবং দেবো বিমুচ্য ক্রমত ইহ সযুগ্ভাবধন্যং ভুনক্তি।
কর্ম্মাত্যন্তোপশান্তেরিহ ন চ পুনরাবর্ত্তয়ত্যেনমিত্য-
প্যাম্নাতে কর্ম্মমূলাক্ষয়ফলকথনাদ্ব্যর্থশঙ্কোপশান্তিঃ ॥৫৪২॥

স্বাবির্ভাবোঽপবর্গে নিরুপধিনিয়ত-স্বপ্রকার্য্যন্তদৃষ্টি-
শ্চিদ্রূপস্যৈব তত্ত্বং শ্রুতিমুকুটমিতৈঃ স্বপ্রকারৈঃ সহেক্ষ্যা।
সঙ্কল্পাদেব সিদ্ধিস্তমুষু চ নিয়মোন্মুক্ততা ব্রহ্মসাম্য-
প্রাপ্তৌ তল্লক্ষণাংশোক্ষনমিতি চরমাধ্যায়-তুর্য্যাঙ্ঘ্রিসারঃ ॥৫৪৩॥
ধ্যানাদিং তৎপ্রভাবং করণভৃত ইতো দেহকারাকুটীর-
ন্নিক্রান্তিং ব্রহ্মনাড্যা গতিমপি সুপথা স্বপ্রকাশং চ সাধ্যম্।
ইচ্ছাতঃ স্বেষ্টসৃষ্টিং পরমমপি পরব্রহ্মণা ভোগমাত্রে,
সাম্যং মায়ামতস্থঃ কথমিব ঘটয়েদন্তিমাধ্যায়সাধ্যম্ ॥৪৪॥
মানামানপ্রভেদপ্রভৃতিবিভজনাদাদিমে কর্ম্মভাগে,
নানা বা দেবতেত্যাদ্যনুপরিপঠনান্মধ্যমে দেবতাংশে।
ভাগেঽস্মিন্ বেদধর্ম্মপ্রভৃতিকথনতঃ সৌগতাদেশ্চ ভঙ্গাৎ,
মীমাংসায়াং ত্রিকাণ্ড্যাং ক্বচিদপি ন মৃষাবাদগন্ধাবকাশঃ ॥৫৪৫॥
ত্রয্যন্তোদগ্রদন্তঃস্থিতিরিয়মুদিতা দেশিকৈঃ কর্ণধারৈঃ,
মুক্ত্যর্থজ্ঞানপারং গময়তি বিশদং ত্বন্যদীক্ষ্যং বিমুক্তৌ।
কর্ত্তব্যে কল্পকারৈঃ ক্বচিদভিদধিরে কৃত্যসন্দেহভেদা-
স্তত্ত্বেঽপ্যেবং ক্বচিৎ স্যাৎ তদপি ন বিতথঃ স্বোপযুক্তাংশবোধঃ ॥৫৪৬॥
শ্রুত্যৈস্তেকান্ততর্কক্রমগরিমগতৌ তূলবচ্ছেলবর্গ-
স্তৎসিদ্ধব্রহ্মবোধদ্যুমণিরুচিতমঃস্তোমকল্লোঽন্যজল্পঃ।
মোক্ষোপায়ৈকরাজ্যে তদিতরবিষয়ঃ কিঙ্করত্বং ভজন্তে,
মুক্তানন্দামৃতৈকোদধিপৃষতকণস্পর্দ্ধিনোঽন্যে পুমর্থাঃ ॥৫৪৭॥
পারাবর্য্যং বিবিচ্য প্রথমমবিতথৈরাগমৈস্তত্ত্ববর্গে,
সংসারে তীব্রভীতিঃ পরসমধিগমে তীব্রনিষ্পন্নরাগঃ।
কঞ্চিদ্বিদ্যাবিশেষং সপরিকরমধিষ্ঠায় শান্তান্তরায়ঃ,
সম্পাদ্য ব্রহ্ম ভুঙ্ক্তে নিরুপধিকমনাবৃত্তিরিত্থং শ্রুতার্থঃ ॥৫৪৮॥
সাসৌ সাসূয়-তত্তৎকুমতিমতসমুন্মূলনী মূলনীতি-
শ্রেণী নিঃশ্রেণিকল্পা ত্রিযুগপথরথারোহসূতং সুবীত।
সন্তঃ সন্তাপবর্গপ্রশমনপটুনা তত্ত্ববোধেন সন্তম্,
সন্তোষং ব্রহ্মসূত্রাধিকরণচরণাধ্যায়সারাবলির্ব্বঃ ॥৫৪৯॥
ষট্পঞ্চাশচ্ছতং চেত্যধিকরণগণৈর্ব্যক্তসীমাবিভাগে,
কাণ্ডেঽস্মিন্নস্মদুক্তং কতিচিদনুবিদুঃ ক্ষেপধন্যৈঃ কিমন্যৈঃ।

পশ্যন্তো বিশ্বমেতৎ ত্রিগুণগুণনিকা-যন্ত্রিতস্বান্তনিঘ্নম্,
নাথে নঃ সাক্ষিভূতে ন বয়মিহ মুধা কুর্ম্মহে নর্ম্মলীলাম্ ॥৫৫০॥
বিশ্বং দ্রব্যাদিভেদাদ্বিশদমভিহিতং তত্ত্বমুক্তাকলাপে,
ব্যূঢ়ং শারীরকস্য ত্বিহ দৃঢ়ঘটিতং রূপমাপাদ-চূড়ম্।
তস্মাদস্মৎশ্রুতাব্ধেরমৃতমিব সমুদ্বান্তমশ্রান্তবদ্ধ-
শ্রদ্ধৈরন্যোন্যহস্তপ্রদমিদমুভয়ং ধার্য্যমাচার্য্যবদ্ভিঃ ॥৫৫১॥
ইত্থং শারীরকোক্তে পথি সমুপনতাঃ স্রগ্ধরাঃ শ্রদ্দধানম্,
পারে মায়া-পয়োধেঃ প্রহিতমভিমুখৈঃ সূরিভিঃ শুদ্ধভাবৈঃ।
ব্রহ্মালঙ্কারকল্পৈর্ব্বহুভিরুপনিষৎ-সূত্রতাৎপর্য্যশিল্পৈঃ,
দেবার্হত্বায় দিব্যাপ্সরস ইব পরিষ্কৃত্য সম্ভাবয়ন্তি ॥৫৫২॥
প্রজ্ঞাধম্মিল্ল-মল্লীপরিমলমিলিতপ্রাজ্ঞসেবা-সমুত্থ-
চ্ছুল্কালোকোজ্জ্বলম্ মাং শ্রুতিপরিষদুপস্কার-সৌভাগ্যবদ্ভিঃ।
পদ্যৈরেতৈঃ স্বহৃদ্যৈঃ প্রণবমহিমবৎ পাঞ্চজন্যক্রমেণ,
স্বাধ্মাতং রঙ্গনাথঃ স্বয়মিতি মুখরীকৃত্য সম্মোদতে স্ম ॥৫৫৩॥
পারাশর্য্যঃ প্রভূতাদুপনিষদমৃতোদন্বতঃ সারভূতম্,
নির্ম্মথ্যাদত্ত সূত্রৈরবিতথনিগমাচার্য্যনামা মুণীন্দ্রঃ।
যত্তৎস্নিগ্ধমিত্থং যতিপতিহৃদয়ারূঢ়মারূঢ়তার্ক্ষ্য-
স্তদ্বক্তা বাজিবক্ত্রঃ সহ মম গুরুভির্ব্বাদিহংসাম্বুবাহৈঃ ॥৫৫৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৪॥ ৪॥

সমাপ্তেয়মধিকরণসারাবলী ॥০॥

শ্রীমতে নিগমান্তমহাগুরুবে নমঃ ॥